ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৮০—১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইং ১৮৭৩—২৩শে মে

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফস্বলে ডাক মাশুল সহিত ৭।।০

সূচী।

সপ্তাহ।

আগামী ... কে আমাদিগের রাজ্ঞীর জন্ম দিন-উপলক্ষে যাবতীয় কাছারি এবং গবর্ণমেণ্ট আফিস বন্ধ হইবে।

বারুইপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন ...নেক দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিদিগের অশেষ সাধন করিতেছেন। কেবল বারুইপুর কটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানেরও পীড়া নিবার-ন সমূহ ব্যয় ও কায়িক শ্রম স্বীকার ছেন। এ প্রকার কার্য্য সকল জমীদারের স্বল সন্দেহ নাই। উক্ত বাবুকে ২৪ পর-মাজিষ্ট্রেট পিকক সাহেব যে পত্র লিখি-ন, তদ্দর্শনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম।

গত ১৩ই মে আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মসং হইতে দারজিলিঙে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দারজিলিঙ নিউস বলেন, তুমসং পুনরায় একটী উপবিভাগ হইবে। ক্যাম্বেল সাহেব যখন সেখানে গিয়াছেন তখন একটা না একটা নূতন ব্যবস্থা করিবেনই করিবেন।

উৎকলের এক পত্র প্রেরক আমাদিগকে লিখি-য়াছেন, ১৩ই মে মঙ্গলবার কটকের ছাপাখানার বাটীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু অঘোর নাথ গুপ্ত "ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃত জীবন" এই বিষয়ে এক ... গম্ভীরভাবপূর্ণ মধুর বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। তত্রত্য প্রাচীনেরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে বামাচারী ধর্ম্ম মনে করি-তেন, অঘোর বাবুর উপদেশে তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূর হইতেছে।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, বেতন মাসিক ৮০০ টাকা হইয়াছে। ৪৭ জন জষ্টিস্ ইঁহার সপক্ষ মত প্রদান করেন, তন্মধ্যে ১২ জন ইউরোপীয় ছিলেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে রবার্টস্ এবং জেমস উইলসন বিশেষরূপে ইঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। সভাপতি, উক্ত বাবুর প্রশংসাবাদ করিয়া বলেন "ইনি পরিশ্রমী, উত্তম কার্য্যদক্ষ, স্বাধীন মতদানক্ষম এবং ইনি সভাপতিকে সকল সময়েই উৎকৃষ্ট পরামর্শ দানে সমর্থ।" এই উপলক্ষে এদেশীয় সকলের আন-ন্দিত হওয়া উচিত।

বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলাতী চিটী লইয়া একটী আশ্চর্য্য কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। মিস্ কার্পেণ্টার এক বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে যত চিটী পত্র পাঠান, কিছুই তাঁহার হস্ত গত না হওয়াতে তিনি বিবীকে তাহা লিখিয়া পাঠান। বিবী ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট এই কথা জানান, লর্ড আর্গাইল গবর্ণর জেনারলকে লেখেন, গবর্ণর জেনারল পোষ্ট আফিসের ডিরে-ক্টর জেনারলকে এ বিষয়ের বিশেষ তদারক করিতে বলেন, ক্রমে ডাকঘরের নিম্নতর কর্ম্ম-চারীদিগের উপর এজন্য মহা তম্বী উপস্থিত হইয়া গোলযোগ বাধিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা এই, মিস্ কার্পেণ্টার শিরোনামায় "শশিপদ বান্দুর্য্যি কলিকাতা" এইরূপ লেখেন। ডাকপেয়াদারা কলিকাতায় এরূপ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া না পাইয়া সকল চিটী ডেড লেটার আফিসে জমা করে। কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় "কলিকাতার (শশিপদের পরিবর্ত্তে) তারাপদ বান্দুর্য্যি কে থাকে, তাহার চিটী ডেড লেটার আফিস হইতে লইয়া যাইবে।" কৃষ্ণ নগরের এক তারাপদ বান্দুর্য্যি আপনার চিটী মনে করিয়া এক বন্ধুদ্বারা ঐ চিটীগুলি লইয়া যান এবং কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় সেই বন্ধুদ্বারা কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ঐ বন্ধু গাড়ী করিয়া চিটীগুলি লইয়া কলিকাতার গলি গলি ফেরেন, কাহাকে দিবেন খুঁজিয়া পান নাই। পরে শশি বাবু জানিতে পারি চিটী লিখিলে তিনি সমুদায় পাঠাইয়া দেন এখন ডাকঘরের লোক তাঁহারই নামে নালিশ করিতে উদ্যত। মিস্ কার্পেণ্টার বরাহনগরের বদলে এক কলিকাতার ঠিকানা দিয়া কি তুমুল কাণ্ডই বাঁধাইয়াছেন!!

ভারত সংস্কারক।

ইংরাজ রাজত্ব।

তৃতীয় প্রস্তাব।

গতবারে আমরা আমাদের ২য় প্রশ্নের অর্থাৎ ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কর্ত্তৃত্বের সংব্যবহার করিয়াছেন কি ন. এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছি, এবারে ইংরাজ রাজত্বে উপকার অধিক কি অপকার অধিক এই প্রশ্নের বিচ করিব। গতবারে রাজাদের বিপ আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে য়াছে। দেশীয় কতকগুলি সংবাদপত্র যেমন ভাল হউক মন্দ হউক রাজপুরুষ-দিগকে এবং ইংরাজ রাজত্বকে গালি দেওয়া এক প্রকার বাহাদুরি মনে করেন, আমাদের শঙ্কা হয় পাছে গ্রাহক গণ আমাদিগকে সেই দলে ফেলিয়া দেন। আমরা বলিয়াছি এবং আবার বলি যে আমরা চিন্তাশূন্য বাহবা-প্রিয়তা হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি। তবে যুক্তিযুক্ত বিচার করিতে গিয়া যদি কাহাকে দোষী দেখা যায় তাহা প্রকা করিতে কুণ্ঠিত হওয়াকেও আবা কাপুরুষতা মনে করি।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ ক

ক। ইংরাজ রাজত্বে উপকার
ক বি অপকার অধিক এই প্রশ্নের
করিতে হইলে, ইংলণ্ড ও ভারত-
র পরস্পর সংযোগে উভয়ের কি কি
বস্থার পরিবর্ত্ত হইয়াছে এবং তাহা
রের জন্য হইয়াছে কি অপকারের
হইয়াছে বিবেচনা করা আবশ্যক।
ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক হওয়া অবধি
তবর্ষে দুই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটি-
য়াছে। ১ম বাহ্যিক অবস্থাগত, ২য় মান-
সিক অবস্থাগত। আমরা গত বারে যে
চারি প্রকার উন্নতির উল্লেখ করিয়াছি
সেই চারিটী সেই বাহ্যিক অবস্থাগত
পরিবর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ। ১ম শাসনের
উন্নতি, ২য় বাণিজ্যের উন্নতি, ৩য়
শিক্ষার উন্নতি, ৪র্থ যাতায়াত ও সংবা-
দাদি প্রেরণের সুবিধার উন্নতি। এই
সকল উন্নতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে
কি না স্থির করিবার জন্য একটু বিস্তা-
রিত রূপে বিচার করা কর্ত্তব্য।

১। রাজশাসন—বিচারালয় ও
পুলিস এই দুইটী এই কার্য্যে নিযুক্ত।
ইহারা কি প্রকার কার্য্য করি-
তেছে জানিতে হইলে ইহাদের লক্ষ্য
এবং ইহারা কতদূর সেই লক্ষ্য
সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছে দেখা উচিত।
শাসনের লক্ষ্য প্রজাদিগের শরীর ও
সম্পত্তি নিরাপদে রক্ষা করা এবং সব-
লের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলদিগকে
রক্ষা করা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি
নানা কারণে এই লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে
সাধিত হইতেছে না। উত্তম উত্তম
আইনের অভাব নাই; যথেষ্ট ব্যয়েরও
অভাব নাই, কিন্তু তথাপি শাসন কার্য্য
সম্যকরূপে নিষ্পাদিত হইতেছে না।
ষ্টাম্পের মূল্য অধিক হওয়াতে আদালত
আর দরিদ্রদিগের গম্য স্থান নাই
এবং দুর্বৃত্ত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ও ঘুষখোর
পুলিস আমলাদের জ্বালায় পুলিসও
দরিদ্র ও দুর্ব্বলদিগের সাহায্যে বড় আসে
না। সুতরাং ভারতবর্ষে উত্তম উত্তম
আইন থাকিতেও দুর্ব্বলেরা সকল সময়
প্রবলের হস্ত হইতে রক্ষা পায় না।
তথাপি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তগত হও-
য়ার পর যে শাসনের বহুল উন্নতি
হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।
এখনো লোকে বলে "আর মারিতে হয়
না, কোম্পানির মুলুক।"

২। বাণিজ্য—ভারতবর্ষের বাণিজ্য দুই
প্রকারে চলিয়া থাকে আমদানী ও
রপ্তানী। বৎসর বৎসর প্রায় ৪০ কোটি
টাকার দ্রব্য আমদানী হয় এবং ৫০
কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। আম-
দানীর টাকা অন্য দেশের বণিকেরা পায়
এবং রপ্তানীর টাকা আমরা পাই সুতরাং
বাণিজ্যের জন্য বৎসর বৎসর ভারতবর্ষে
প্রায় ১০ কোটি করিয়া টাকা জমিয়া
থাকে। এইরূপে একদিকে টাকা বাড়ি-
তেছে বটে, কিন্তু আমরা যেমন পূর্ব্ববারে
বলিয়াছি আমাদের অনেক শ্রমজীবী-
লোক ব্যবসায়ের অভাবে জীবিকাবিহীন
হইয়া পড়িতেছে। বিলাতি কাপড়
সস্তা ও সুন্দর, সুতরাং দেশীয় তন্ত্র-
বায়েরা নিষ্কর্ম্মা হইতেছে। বিলাতি
লোহার দ্রব্য গুণে উত্তম, সুতরাং দেশীয়
কর্ম্মকারেরা আর অন্ন পায় না। এই-
রূপে ইংলণ্ড প্রতি দিনের প্রয়োজনীয়
দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে যোগাইয়া
আমাদিগকে দিন দিন আরও পর-
ভাগ্যোপজীবী করিয়া ফেলিতেছেন।
তন্ত্রবায় কর্ম্মকার প্রভৃতি যাহারা নিষ্কর্ম্মা
হইয়া পড়িতেছে তাহারা জীবিকা
লাভের অন্য উপায়ও পাইতেছে না
সুতরাং লোকের সমূহ কষ্ট বাড়িয়া
যাইতেছে। বিশেষ ইংলণ্ড যে যে
কৃষিজাত আদরের সহিত গ্রহণ করেন
লোকে যত্নপূর্ব্বক তাহারই চাষ করিয়া
থাকে, সুতরাং আমাদের নিজেদের উপ-
যোগী দ্রব্য সকলের চাষ ক্রমে কমিয়া
আসিতেছে। পতিত ও পশুচরের উপ-
যুক্ত ভূমির অভাবে গো, মেষ, মহিষ
প্রভৃতি ভারবাহী জন্তুদিগের বংশ
ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

ইংলণ্ড ও জানজিবারের দাস ব্যবসায়।

ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞগণ সময়ে সময়ে
যে রাজনীতি অবলম্বন করেন, উহা
আপাততঃ নিতান্ত উদার বলিয়া বোধ
হয় বটে, কিন্তু উহার অন্তরে প্রবেশ
করিয়া দেখিলে উহা স্বার্থপরতাদূষিত
ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। আফ্রি-
কার ক্রীতদাসদিগের দুঃখ দর্শনে
ইংলণ্ডের দয়া উপস্থিত হইল, দাস
ব্যবসায় যাহাতে উঠিয়া যায় তাহার
উপায় বিধানার্থ সার বার্টল ফ্রিয়ারকে
তথায় প্রেরণ করা হইল, এ ব্যয় কে
দিবে, যখন এই প্রশ্ন উত্থিত হইল তখন
ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের নয়ন পথে পতিত
হইল, প্রস্তাব হইল যখন ভারতবর্ষ
ইংলণ্ডের অধীনস্থ প্রধান রাজ্য তখন
এ ব্যয় ভারতবর্ষের দেওয়া উচিত।
পাঠকগণ দেখুন, এ কি চমৎকার
দয়া! ইংলণ্ডের দয়া হইল, [illegible]
বর্ষের অর্থে সে দয়াবৃত্তির চরি[illegible]
সম্পাদন করা হইবে, মধ্য[illegible]
ইংলণ্ড প্রতিবেশী রাজগণের
হইতে বাহবা লইবেন। অন্যের
দ্বারা আপনার দয়াবৃত্তির চরিত
সম্পাদন কিরূপ যুক্তি ও রাজনী[illegible]
অনুমোদিত আমরা ত বুঝিয়া উঠি[illegible]
পারিলাম না। সর বার্টল ফ্রিয়ারে
জানজিবারে প্রেরণ করা হইল, কিন্তু
তিনি যে জন্য গমন করিলেন, তাহা
কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না
সুলতান তাঁহার কৃত প্রস্তাব সকলে সম্মত
হইলেন না। সুলতান যদি তাঁহা[illegible]
প্রস্তাবে সম্মত না হন, তিনি কি করিবে[illegible]
ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ তদ্বিষয়ে তাঁহাকে

কিছু বলিয়া দেন নাই, সুতরাং তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞগণের দ্বিতীয় দোষ এই, তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে চাহেন না। তাঁহারা ভাঙ্গেন উচ্ছে, কিন্তু বলেন ঝিঙে। ক্রীত দাসদিগের প্রতি তাঁহাদিগের যে দয়া হইল, বাস্তবিক উহা কি দয়া, না, দয়ার ভাণ মাত্র? জানজিবার অধিকার করা যে তাঁহাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে কে বলিতে পারে? গায় পড়িয়া ঝগড়া করা ভাল দেখায় না, এই জন্যই বোধ হয় ইংলণ্ডবাসীদিগের দয়ার উদ্রেক হইল। তাঁহাদিগের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, সর বার্টল ফ্রিয়ার অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল। কেন না তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধের একটী ছল পাইবেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার ফিরিয়া আসিলে ইংলণ্ডের অপমান বোধ হইবে, তখন যদি ইংলণ্ড সুলতানের সহিত যুদ্ধ করেন, প্রতিবেশী রাজগণ কেহ ইংলণ্ডকে আর দোষী করিতে পারিবেন না। ক্রীতদাসদিগের দুঃখ মোচনই যদি ইংলণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, সর বার্টল ফ্রিয়ারকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে সকল কথা বলিয়া না দিয়া নামমাত্র তাঁহাকে পাঠান হইল কেন? দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিলে, যাহাদিগের ঐ ব্যবসায় আছে, তাহাদিগের যে কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি হইবে ইংলণ্ড যদি তৎপূরণের কোন উপায় করিতেন তাহা হইলে ত সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত। দয়ার কার্য্য করিব অথচ এক পয়সা ব্যয় করিব না, ইহা কি সম্ভাবিত? তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের অধীনস্থ দেশ, এই ভারতবর্ষের অনেক স্থানে দাস ব্যবসায় রহিয়াছে। বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব সীমার স্থানে স্থানে দাস ব্যবসায় রাজত্ব করিতেছে, বেশ্যাদিগের মধ্যে কন্যা ক্রয় বিক্রয় রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক ধনবান মুসলমানের বাটীতে বাঁদী (ক্রীত দাসী) আছে, গবর্ণমেণ্ট কি ইহা জানেন না? অগ্রে ইহাদিগের প্রতি দয়া না হইয়া ইংলণ্ডের দয়াস্রোত একেবারে আফ্রিকায় প্রবাহিত হইল ইহাই বা কিরূপ দয়া? কেহ যদি স্বীয় পুত্রকে কারামুক্ত করিতে না গিয়া অপর কাহারও কারা মোচনের উপায় বিধানে যত্নবান হন, তিনি কি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হন না? অন্যান্য সভ্য জাতি যদি ভারতবর্ষের এই অবস্থা জানিতে পারেন, তাঁহারা ইংলণ্ডকে কি বলিবেন? এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই আমাদিগের প্রতীতি হইতেছে, স্বার্থ পরতাই ইংলণ্ডকে জানজিবারের দাস দিগের দুঃখ মোচনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাঁহারা দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া একার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ইংলণ্ডের কতক আশঙ্কা ছিল যদি ফ্রান্স সুলতানের সাহায্য করেন। কিন্তু সম্প্রতি ফরাসী মন্ত্রিবর্গের সহিত ইংলণ্ডের মন্ত্রীবর্গের যে পত্র লেখা লিখি হইয়াছে, তাহাতে আর সে আশঙ্কা নাই। সুলতান ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষার্থ ইংলণ্ড ও ফরাসী উভয় গবর্ণমেণ্টই প্রতিভূ স্বরূপ ছিলেন। এক্ষণে ইংলণ্ড দাস ব্যবসায় নিবারণ করিতে গিয়া সেই স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেছেন, অতএব তাঁহার প্রার্থনা ফ্রান্স তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষার্থ সাহায্য করেন। ফ্রান্স উহার এই উত্তর দিয়াছেন, ফ্রান্স কখন তাঁহাকে তাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে বলেন নাই, সেটী তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ফ্রান্স জানজিবারস্থ তাঁহার পোলিটিকাল এজেণ্টদিগকে সর বার্টল ফ্রিয়ারের সাহায্য করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। সুলতান ভাবিয়াছিলেন গ ফরাসী-জর্ম্মণ যুদ্ধে ইংরাজেরা ফরাসীদিগের কিছু মাত্র সাহায্য করেন নাই, দাঁড়াইয়া উহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়াছেন। ফ্রান্সের সেই অবধি মনে মনে ইংলণ্ডের প্রতি ক্রোধ আছে, ইংলণ্ড কিছু গো যোগ করিলে তিনি ফ্রান্সের শরণা[illegible] হইবেন, ফ্রান্সও ইংলণ্ডকে জব্দ [illegible] বার জন্য অবশ্যই তাঁহার সাহা[illegible] করিবেন। এই ভাবিয়াই তিনি ইংলণ্ডের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, সর বার্টল ফ্রিয়ারকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু মনে মনে যে আশা ভরসা ছিল, এক্ষণে সে সমুদায় বৃথা হইল। ইংলণ্ডও আট ঘাট বাঁধিয়া শেষে আডমিরাল কমিঙ সাহেবকে রণতরি সহ জানজিবারে পাঠাইয়াছেন। বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইংলণ্ড হই[illegible] যেরূপ আজ্ঞা যাইবে তিনি তদনু[illegible] কার্য্য করিবেন। এবার আর সুলত[illegible] নিস্তার নাই। সর বার্টল ফ্রি[illegible] বাক্যে অবহেলা করিয়াছেন, কিন্তু এবার ইংলণ্ডের কামানের সুগভীর বাক্যে তাঁহাকে নতশির হইতে হইবে সন্দেহ নাই। ইহাঁরা ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, পাছে ইংলণ্ড পরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া কার্য্যোদ্ধার করেন, এই যুদ্ধ ব্যয় আমাদিগের স্কন্ধে নিক্ষেপ করেন। বলিতে কি, আবিসিনিয়ার যুদ্ধের পর অবধি কেমন হইয়াছে, অপরজাতির সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধোদ্যোগ দেখিলেই ভারতবর্ষের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গা হইবে বলিয়া আমাদিগের বড় আশঙ্কা হয়।

বিচারালয়াদিতে উৎকোচ নিবারণ।

আমাদের দেশের পুরাতন রাজকার্য্যালয়ে বা জমীদারী সেরেস্তাতে নজর অর্থাৎ কার্য্য লইবার জন্য উৎকোচ দান

রীতি আবহমান কাল প্রচলিত। উৎকোচ ... প্রজাপীড়ক ও সাধারণের নীতি বিরুদ্ধ ইহা কেবল সভ্য ইংরাজ রাজ্যেই প্রকাশ হইয়াছে। এ দেশে নবাবের আমলে যিনি ... টাকা বেতন পাইতেন, তিনি পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। ...দারী সেরেস্তায় যিনি ৩ টাকা ...তন পান, তাঁহার চাকরও মাসে ১০।২০ টাকা উপার্জ্জন করে। ইংরাজ রাজনীতি উপরী পাওনা ও উৎকোচ নীতি-বিরুদ্ধ ও দূষ্য বলিয়া প্রচার করে। এখন আমাদের নীতি চক্ষু ফুটিয়াছে, যিনি কর্ত্তব্য কাহাকে বলে একটু মাত্র বুঝিয়াছেন তিনি জানেন, যে কার্য্যের জন্য প্রভু বেতন দেন, তজ্জন্য আবার লোকের নিকট পুরস্কার লওয়া দূষণীয়। এরূপ পুরস্কার সংগ্রহ করা প্রজা পীড়ন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। পূর্ব্বে প্রজারা বিচার ... যে অর্থ দিত তাহা "বাজে আদায়" ...য়া পরিগণিত হইয়া অংশতঃ বিচারক... শ্রমের পারিতোষিক হইত, অংশতঃ রাজার প্রাপ্য হইত। তাহাতে রাজার ও প্রজার উভয়েরই অলাভ ছিল। কর্ম্মচারীরা বেহিসাবী টাকা প্রায় আত্মসাৎ করিত, রাজা অল্প মাত্র পাইতেন। এদিকে যে প্রজা অধিক অর্থ দিতে পারিত, বিচারক তাহার প্রতি কাজে কাজেই পক্ষপাতী হইতেন; কেন না তদ্দ্বারা তাঁহার লোভ বৃত্তি চরিতার্থ হইত। স্বীকার করি, এমত স্থলেও দুই একটী ধর্ম্মভীরু ও সাধু লোক সম্ভব যাঁহারা লোভ সম্বরণপূর্ব্বক নিঃস্বার্থ ভাবে ন্যায় বুদ্ধির পরিচালনে তৎপর থাকিতেন। কিন্তু মনুষ্য সচরাচর এরূপ দুর্ব্বলপ্রকৃতি যে স্বার্থের বিরুদ্ধে কেবল ধর্ম্ম বুদ্ধির জয় সাধনার্থ সংগ্রাম করিতে সকল সময় সক্ষম নহে। সুতরাং এতদ্রূপ প্রথা ন্যায় ও যুক্তি উভয়েরই বিরুদ্ধ। উৎকোচ সম্পর্কে ইংরাজ রাজনীতির যে মত আমরা তাহার অনুমোদন করি।

পুনঃ মনুষ্য সমাজ এখনও এমন উন্নত হয় নাই যে বিনা স্বার্থে কেবল ধর্ম্মার্থ বিস্তীর্ণ রাজ্যের বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসে ও উপন্যাসে শুনা যায় যে দীন দরিদ্র প্রজারা রাজ সন্নিধানে আসিয়া বিনা ব্যয়ে সুবিচার প্রাপ্ত হইত। ইহা যদিই সত্য হয়, কিন্তু রাজসভার রক্ষীগণকে এবং রাজার পারিষদবর্গকে যে কিছু মাত্র পুরস্কার দিতে হইত না তাহা অবগত নহি। ইহা নিশ্চয় রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া দূরস্থ প্রজার ভাগ্যে সকল সময় ঘটিয়া উঠিত না। সুতরাং অধিকাংশ প্রজাকে স্থানীয় ধর্ম্মাধিকরণে যাইতে হইত এবং তথায় বিনা অর্থ দানে যে বিচার লাভ হইত বিশ্বাস হয় না। যিনি রাজ্যের অধীশ্বর তিনি একা বিচার কার্য্য করিতে পারিলে বিচার জন্য প্রজার অর্থ ব্যয় হইত না, নিঃস্বার্থ বিচার চলিতে পারিত। কিন্তু এক প্রজা অন্য প্রজার উপর বিচার ভার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পারিতোষিকও চাই, উপজীবিকাও চাই। আধুনিক রাজ্য সমুদায় একটী নগরীতে আবদ্ধ নহে, সুবিস্তীর্ণ দেশে ব্যাপ্ত। অতএব বিচার সৌকর্য্যার্থ সহস্র সহস্র বিচারক আবশ্যক। তাঁহাদের উপজীবিকা ও যথেষ্ট অর্থাগম সাধন আবশ্যক। আজ কাল দুই একটী অনররী (অবৈতনিক) বিচারক স্থানে স্থানে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ বিচার ভার পড়িলে বিচার কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। বিচারকার্য্য ধর্ম্ম কার্য্য বটে, কিন্তু নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম সংসারে অতি বিরল। সুতরাং "ইষ্টং ধর্ম্মেন যোজয়েৎ" অর্থলাভের সহিত এই বিচার কার্য্যের সংযোগ রাখিলে এক স্বার্থপরতাই ধর্ম্মের সহায় হইবেক। এই জন্য পুরাতন প্রথাতে বিচারকগণের পারিতোষিক লইবার অনুমোদন ছিল এবং নব্য প্রথাতে বিচারকগণের যথেষ্ট বেতন দেওয়া হইতেছে।

পূর্ব্বে পারিতোষিক প্রথাই ছিল, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও প্রথম প্রথম ঐরূপ প্রথার অনুসরণ করিতেন। মুনসেফ অর্থাৎ "জুডিসিয়েল কমিশনরেরা" "আরজীর পয়সার ভাগ লইতেন এবং নাজীর ও পদাতিকেরা তলবানার ভাগ পাইত। তাহাতে রাজকর্ম্মচারীদিগের উদর পোষণ হইয়া তৃপ্তি হইত না, লোভ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইত এবং বিচারকার্য্যেও গবর্ণমেণ্টের লাভের ক্ষতি হইত। পরে গবর্ণমেণ্ট "বাজে আদায়" নিজ হস্তে লইলেন এবং কর্ম্মচারিগণকে বেতন ভোগী করিলেন। পাছে নগদ টাকা হস্তে পড়িলে কর্ম্মচারীর লোভ জন্মে ও রাজার ক্ষতি হয় এজন্য ষ্টাম্প হইল, বিচারার্থ প্রজাগণকে ষ্টাম্প দিতে হইল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণকে যে বেতন ও কার্য্যভার দিতেন, তাহাতে তাহাদের পরিতুষ্টি হইত না সুতরাং উৎকোচ নিবারণ হইল না। তবে এই এক ফল দর্শিল উৎকোচ গ্রহণ পাপ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডনীতির বিবিধ ধারাতে উৎকোচ দানাদানের ৩ মাস মেয়াদ ও অর্থদণ্ড নির্ণীত হইল। একদিকে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বেতন প্রচুর নহে, অপর দিকে অন্য পারিতোষিক গ্রহণ দূষণীয় হইল; সুতরাং সাধু লোকে না হইয়া যাহারা ধর্ম্ম বুদ্ধি ও দণ্ডের ভয় অল্প করে তাহারাই কর্ম্মচারী হইল। গবর্ণমেণ্ট অনেক বিবেচনা করিয়া কর্ম্মচারীগণের বেতন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। যে যে স্থলে এই বিবেচনা

করিয়াছেন, সম্পূর্ণ সফলমনোরথ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি যে যে স্থলে উপযুক্ত বিবেচনা হয় নাই, তথায় প্রজাদিগের পীড়নরীতি বলবৎ রহিয়াছে।

যাহাহউক আদালতের মোকদ্দমা অল্পব্যয় সাধ্য নহে। আজ কাল ষ্টাম্প প্রভৃতির খরচা এত বাড়িয়াছে যে বিচারার্থীকে আইনমত ও জানতঃ যে ব্যয় করিতে হয় তাহা প্রার্থনার অর্থ হইতে ন্যূন নহে, আবার তাহার উপর উৎকোচ দিতে গেলে ভয়ানক অত্যাচার হয়। নিম্নে ২টী তালিকা দেওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় ১০০ টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি জন্য বিচার প্রার্থনা করিলে উভয় পক্ষে আইনমত (১) কত টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত বিচারার্থীর বাসা খরচ, পাথেয়, ব্যবসায়ে অলাভ গণনা করিয়া আনুমানিক ব্যয় মকদ্দমা ব্যয়ের সমতুল্য ধরিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং খতের উপর ১০০ টাকা পাইবার অভিযোগ করিলে আর ১০০ টাকা তাহারি উপর ব্যয় হয়।

(১)অস্থাবর সম্পত্তির অভিযোগ।

১০০ টাকা সংখ্যা।

বাদীর ব্যয়।

উকীলকে দেয়	২৲
আবেদন পত্রের	৭॥৫
উকীলের মোহরের ...	।০
ওকালতনামা	॥৫
সমনের তলবানা ...	॥৫
সাক্ষীর সমন	৸৵৫
খোরাকী	॥৫
সাক্ষীর গ্রেপ্তারী প্রার্থনা ...	॥৫
১৪৬ ধারামতে মুলতুবী ফিস্ ...	১৲
গ্রেপ্তারী রুজিনা ...	॥৫
সাক্ষীর মাল ক্রোক প্রার্থনা ও মুলতুবী	১॥৫
রুজিনা	॥৫
সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য উকীল নামা দেয়	১৲
তর্কবিতর্ক জন্য উকীলের দেয়	১৲
জয় পুরস্কার	১৲
ডিক্রীর নকল প্রার্থনা ...	/৫
লেখন ...	/০
ডিক্রীর নকলের ষ্টাম্প ...	১(৫
জজমেণ্টের নকল " ...	।৫
পরিচিহ্ন কারী উকীল ...	।০
আপীলের হেতুর নকল গ্রহণ	।৫
উকীল নিযুক্ত করণ ...	২৲
ওকালত নামা ...	॥৫
উকীলের দৃষ্টির জন্য সাক্ষীর বাক্যের নকল অর্থাৎ ব্রিফ ...	২৲
তর্ক বিতর্ক জন্য উকীল ..	১৲
জয় জন্য পুরস্কার ...	২৲
আপীলের ডিক্রীর নকল প্রার্থনা	/৫
ডিক্রীর নকল	১(৫
জজমেণ্টের নকল ...	।৫
উকীল পরিচিহ্ন জন্য ..	॥০
প্রার্থনা লেখন ...	৵০
	৩১।৶৫

*** খাস্ আপীল নাই

ডিক্রীজারী।

ডিক্রীজারী প্রার্থনা ...	।৫
উকীল	১
উকীলের মোহরের ...	৵০
ওকালত নামা ...	॥৫
ক্রোক ব্যয় ...	১॥৫
ইস্তেহার ...	১॥৫
উকীল ...	১
টাকার হিসাব লওয়া ...	।০
চেকের দরখাস্ত ...	॥৫
খেলন ...	/০
নথিতলা ...	॥৵০
	৩৯/১০

বিবাদীর ব্যয়।

আবেদন পত্রের নকল ..	।৫
উকীল ...	১
বর্ণনা পত্র ..	।৫
ওকালত নামা ..	।৫
সাক্ষীর সমন প্রার্থনা ...	।৫
" রুজিনা ...	৸৵৫
" খোরাকী ..	।৫
সাক্ষীর গ্রেপ্তার প্রার্থনা ..	।৫
" রুজিনা ..	।০
সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য উকীল ...	১
তর্ক বিতর্ক জন্য উকীল ...	১
	৭৶/১০
আপীল জন্য ডিক্রীর নকল প্রার্থনা	/৫
লেখন ...	/০
ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্প ...	১(৫
জজমেণ্ট নকল ...	॥৫
উকীলের পরিচয় ...	।০
আপীল জন্য খোলাসা নকল	২
উকীলের সার্টিফিকেট	৫
আপীলের ইষ্টাম্প ...	৭॥৫
ওকালত নামা ...	॥৫
ইতেলার রুজিনা ...	২
তর্ক বিতর্ক জন্য উকীল	২
	১৯(১০
বিবাদীর ব্যয়	২৮৶১৫
বাদীর ব্যয়	৩৯/১০
	৬৭॥৫

বিশেষ বিশেষ স্থলে আরও অধিক লাগে। বিনাপত্তিতে ন্যূন লাগে।

(ক্রমশ)।

পুলিসের অত্যাচার।

গত বারে হাবড়ার ভয়ঙ্কর পুলিস অত্যাচার ও তাহার বিচারের বিষয় আমরা পাঠক গণকে অবগত করিয়াছি, কিন্তু এরূপ ঘটনা নূতন নহে। পুলিসের অত্যাচার চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। মধ্যে মধ্যে সহরের নিকটে এক একটি গুরুতর অত্যাচারের বিষয় সংবাদ পত্র সকলে প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু মফঃস্বলে প্রতি দিন যে অত্যাচার হয়, তাহার সংবাদ কে লয়? সাধারণ লোকে পুলিসকে যমদূতের ন্যায় ভয় করে। তাহাদের কৃত অত্যাচার তাহারা সহজে বিচারকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হয় না। কারণ তাহারা জানে যে পুলিসের ভয়ে কেহ তাহাদের মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবে না। লাভের মধ্যে তাহাদিগকেই চিরকালের জন্য এই ভীষণ যমদূতগণের কোপে প[illegible] হইবে। একবার কাহার উপর পুলিসের কোপ দৃষ্টি পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই। পুলিস যখন যে মোকদ্দমার তদারক জন্য যাইবে, তখনি সেই নির্দোষ নিরুপায় ব্যক্তিকে অপ[illegible] বলিয়া ধরিয়া যন্ত্রণা দিবে এবং [illegible] শেষে তাহার পরিবারের অলঙ্কার, হালগরু বিক্রয় করিয়া তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিবে। পুলিসের অধিকারাধীন লোক গুলিও এমনি ভয়ে ভীত, পুলিস বলিল আর অমনি এক জন নির্দোষ ব্যক্তির উপরে যে সে অপরাধের সন্দেহ (দোষে) করিয়া বসিল। সুতরাং কে আর পুলি-

সের অত্যাচার রাজদ্বারে উপস্থিত ক-
. সপরিবারে উৎসন্ন হইবে?

পুলিসের অধিকারের মধ্যে যে কোন বিষয় উপস্থিত হউক, তাহাতে কিছু না কিছু পুলিসের হাতে আসা চাই। এই সূত্র হইতেই সমুদায় ক্ষুদ্র অত্যা- উদ্ভূত হয়। পূর্ব্বতন পুলিসের বরকন্দাজগণ, বর্ত্তমান পুলিসের কনষ্টেবলগণ, ইহারা উভয়েই একজাতীয় জীব। বিশেষ এই বরকন্দাজগণ যেরূপ কার্য্যদক্ষ ছিল, কনষ্টবলগণ সেরূপ নহে অথচ অত্যাচার করিতে সেইরূপ ষোল আনা পটু। ইহারা বন্দুক ধারণ করাতে বরং অত্যাচারের আরো একটি নূতন উপায় বাহির হইয়াছে। তাহারা মফঃস্বলে গিয়াই "জান দেনোকে পুলিসমে নাম লিখায়া, সালে লোক আচ্ছি আচ্ছি খানা লে আও" এই বলিয়া অত্যাচারের সূত্রপাত করে। বস্তুতঃ পুলিসের অত্যাচারের সঙ্গে আবার সৈনিক অত্যাচার সংযুক্ত হইয়াছে। পুলিসের পক্ষে "বেঙ্গল পুলিস" হওয়া মণিকাঞ্চনি যোগ। কনষ্টবলগণ যে কোন বিষয়ের একখানি হুকুম নামা পাইলেই কৃতকৃত্য হয়। মফঃস্বলে গিয়া তাহারই বলে কিছু না কিছু আদায় করিয়া লইয়া আইসে। যে সকল "হুকুম নামায়" বেশি লাভের সম্ভাবনা তাহাতে যিনি "হুকুম নামা" দেন তাঁহার সঙ্গে ভাগ চলে। যে কনষ্টবল যত নজরানা আনিয়া "সর্দ্দারের" নিকট "দাখিল" করিতে পারে, সেই তত "হুকুম নামা" পায়। পুলিসের এ ছাড়া আবার বাৎসরিক আয় আছে। থানানুসারী লোকসংখ্যা, চৌকীদারের হাত চিটা পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। যাহারা পুলিসের সঙ্গে "মদদমুহুরির" কার্য্য করেন, তাঁহারা এক এক জন কমপাত্র নন। তাঁহারাই "আসামী" "ফরিয়াদী" "হামসায়া" অর্থাৎ প্রতিবাসিগণের সঙ্গে "লেনা পাওনার" বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। একটি একটি মোকদ্দমা "গড়িয়া পিটিয়া" তোলা তাঁহাদেরই কর্ম্ম। মোকদ্দমার "করায়ণ দুরস্ত" করিয়া সাক্ষীকে শেখান, তাঁহাদের ব্যবসায়।

পুলিসের নানাবিধ অত্যাচারের বিবরণ সাধারণের নিকট প্রচার করিতে হইলে ক্রমাগত এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এরূপ করিয়াও কেহ এ বিষয় নিঃশেষিত করিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ দুজন মানুষের মুখশ্রী যেমন এক নয়, দুটি ঘটনা দুটি মোকদ্দমাও একরূপ নয়। ইহার এক একটিতে এক এক প্রকারের অত্যাচার। ইহার উপর আবার যে পুলিস যত দূর পৈশাচিক কার্য্যে সুদক্ষ, তিনি আবার তত নূতন নূতন অত্যাচার উদ্ভাবিত করিতে পারেন। এক জনের পুত্র জলে ডুবিয়া মরিল, অথচ "তুই খুন করিয়াছিস" বলিয়া শোকার্ত্ত পিতার নিকট যাহারা "হালগরু" বিক্রয় করিয়া অর্থ লয়, তাহাদের দ্বারা কোন্ দুষ্কর্ম্ম না অনুষ্ঠিত হইতে পারে? সাধারণের সংস্কার আছে, চিল পড়িলে যেমন অন্ততঃ তৃণগাছটা না লইয়া যায় না, যে গ্রামে পুলিস পড়িল সে গ্রামে সে কিছু ধন শোষণ না করিয়া চলিয়া যাইবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মোকদ্দমার বিষয়ে পুলিসে সংবাদ দিবে, অগ্রে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় করিয়া রাখে। অনেক সময়ে মোকদ্দমা যে গোপন করা হয়, সে কেবল পুলিসের ভয়ে। কেননা পুলিস মোকদ্দমার কিছু করিতে পারিবেন না, অথচ পঞ্চাশ গণ্ডা লোক লইয়া আহারাদিতে বাদীর ভিটা মাটি উৎসন্ন করিবেন। গোপন করিয়াও আবার লোকে মহা বিপদে পড়ে। কেন না সর্ব্বত্রই পুলিসের চর আছে, তাহারা গূঢ় ভাবে সংবাদ দিয়া গোপনকারীর সর্ব্বনাশ সাধন করে।

এখন সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন দিবা রাত্রি এইরূপ প্রজাগণের উপর যে অত্যাচার হয়, জমীদারগণ কেন তাহার সংবাদ লন না? এই স্থানেই পুলিসের প্রবল পরাক্রম সকলে বুঝিতে পারিবেন। জমীদারগণের অনেকে নিজে ভাল মানুষ নন, সর্ব্বদা অত্যাচার করেন, পুলিসকে সুতরাং তাঁহাদিগের হস্তগত করিয়া রাখিতে হয়। মফঃস্বলের জমীদারের আমলাগণ পুলিসের ডান হাত বাঁ হাত। যে কিছু অত্যাচারে অন্যায় অর্থাগম হয়, তাহা তাহাদিগের হাত দিয়া আইসে। কেননা তাহা হইলে "উৎকোচের" মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কেহ পারিবে না। যেখানে জমীদারী আমলা নাই, সেখানে গ্রামের প্রধানগণ এই কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া পুলিসের টেঁকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পুলিস জমীদারগণের, জমীদারগণ পুলিসের পরমাত্মীয় হইয়া থাকে।

একটি সাঙ্গীন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, পুলিসের এক দিকে যেমন ভয় হয়, আর এক দিকে তেমনি পোওয়াবার। যে সকল অত্যাচারের কথা শুনিলে শোণিত উষ্ণ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা এই সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। নখের সন্ধিতে সূচিদ্বারা বিদ্ধ করা, সন্ধিতে সন্ধিতে রোলারদ্বারা আঘাত করা, হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে মোচড়াইয়া দিয়া বক্ষে বাঁশ চাপিয়া অসহ্য ব্যথা উৎপাদন করা, পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে এবং হস্তে টানা দিয়া কাটির পাকে সাড়ে তিন হাতের লোককে পৌনে চারি হাত করা, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বয় মাত্র ভূমিতে সংস্পৃষ্ট রাখিয়া দুই হাত টানা দিয়া ঊর্দ্ধে বান্ধিয়া রাখা

কঠিন কার্য্য হইবে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের ইতিহাস একটী উদ্যানের সঙ্গে উপমেয় হইতে পারে। এই উদ্যানে ক্যাম্বল সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় শাসনকর্ত্তার হস্তার্জ্জিত বৃক্ষ সকল উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। ক্যাম্বল সাহেব একটী কুঠার হস্তে এই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই অবিলম্বে কতকগুলি বৃক্ষের শাখাচ্ছেদন করিলেন, কতকগুলির মূলচ্ছেদন করিলেন। এখনও নিরস্ত হন নাই। কুঠার হস্তে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কখন কোন্ বৃক্ষের প্রতি তাঁহার বিষদৃষ্টি পতিত হয়, এই আশঙ্কায় সকলে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত রহিয়াছে। ক্যাম্বেল সাহেবের হস্তে কেবল কুঠার মাত্র, সঙ্গে নূতন বৃক্ষের দুই একটী অসার বীজ ভিন্ন অধিক কিছু তিনি সমভিব্যাহারে আনেন নাই। তাঁহার হস্তার্জ্জিত নূতন নূতন মহীরুহ তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ উদ্যান মধ্যে থাকিবে না, এ চিন্তাও তাঁহার অসহ্য। তিনি অবশেষে কলম বাঁধিতে লাগিলেন। এক জাতীয় বৃক্ষ শাখার সঙ্গে অপর জাতীয় বৃক্ষ শাখার সংযোগ করিয়া তিনি গুটী কত কলমের চারা প্রস্তুত করিয়া রোপণ করিতেছেন। এই সকল কলমের গাছে কি ফল ফলিবে, ভাবী বংশ তাহা নিরীক্ষণ করিবেন।

সম্প্রতি ক্যাম্বল সাহেবের কুঠার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহকুমার প্রতি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে যে মহকুমার আকার এত ক্ষুদ্র ও কাজ এত অল্প যে এক একজন প্রধান ও আর এক একজন সহকারী কর্ম্মচারী তত্তৎ স্থলে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকিতে না পারেন, সেই সমস্ত মহকুমার মূলচ্ছেদন হইবেক ইহা আমাদের শাসনকর্ত্তার অভিপ্রায় ও আদেশ। যেখানে কেবল একটীমাত্র কর্ম্মচারীর কার্য্য যথেষ্ট আছে, তিনি এমন মহকুমা থাকিতে দিবেন না।

ক্যাম্বল সাহেবের উল্লিখিত আদেশ অবলম্বন করিয়া ২৪ পরগণার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ফলকান সাহেব বারুইপুর মহকুমা উঠাইয়া দিয়া তদধীনস্থ জয়নগর থানা ডায়মণ্ড হারবর মহকুমায় এবং থানা বারুইপুর, প্রতাপনগর ও ক্যানিং সদর মহকুমা আলিপুরে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়া উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষেরা নাকি ফলকান সাহেবের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেন নাই। তাঁহাদের মত এই যে, শুদ্ধ প্রতাপনগর থানা আলিপুর মহকুমাভুক্ত হইয়া ক্যানিং, বারুইপুর ও জয়নগর থানা ত্রয় মহকুমা ডায়মণ্ড হারবরের অন্তর্গত করা হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাব উপলক্ষে নিম্নস্থ ৩টী বিষয় ক্রমান্বয়ে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। বারুইপুর মহকুমা উঠাইয়া দেওয়াতে কোন ক্ষতি আছে কি না?

২। থানা বিভাগের প্রস্তাব কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে?

৩। বারুইপুর মহকুমাকে রক্ষা করিয়া ক্যাম্বল সাহেবের আদেশ অন্য কোন উপায়ে রক্ষা হইতে পারে কি না?

প্রথমতঃ বারুইপুর মহকুমা উঠাইয়া দেওয়াতে কোন ক্ষতি আছে কি না? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইহা দেখা আবশ্যক যে প্রাগুক্ত মহকুমার কেন সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যে জন্য ইহার সৃষ্টি হয় সে উদ্দেশ্য কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছে?

বারুইপুর মহকুমা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ফগুর্সন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে পূর্ব্বে দুর্ব্বলের উপর বলবানের ও প্রজাদের উপ[র] জমীদারের যার পর নাই অত্যাচার ছিল এবং বৎসর বৎসর বিস্তর গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠিত হইত। আবার এই সকল অপরাধের অধিকাংশই আ[দা]লতের গোচর হইত না। পুলিসের সহা[য়ে] জমীদারেরা তাহার বিচার করিতেন। [সে] বিচার যে ন্যায়ানুগত হইত না তাহ[াতে] সন্দেহ কি? যে পক্ষ জমীদারকে অ[ধিক] অর্থ উপঢৌকন দিতে পারিত, [সে] পক্ষই অনুকূল বিচার ক্রয় কর[িয়া] লইত। জমীদারের ভয়ে কেহ আ[দা]লতের বিচারের প্রার্থী হইতে পা[রিত] না। যাহারা জমীদারের ভয়কে [অতি]ক্রম করিয়া তৎকৃত অন্যায় অত্য[াচার] আদালতের গোচর করিতে [ইচ্ছা] করিত, দূরতা, ব্যয় বাহুল্য, প[থশ্রম] ও অধিক সময় নাশ ভয়ে ত[াহারা] সে ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে পারিত [না।] তাহারা শ্রমোপজীবী লোক, বহু [দূর]বর্ত্তী আদালতে বিচারের জন্য যাই[তে] হইলে, কে তাহাদের নিজের ও প[রি]বারের জীবনোপায় অর্জ্জন করি[বে?] এই সমস্ত ব্যাপার ফগুর্সন সাহে[বের] গোচর হওয়াতে, তাঁহার প্রযত্নে বারু[ই]পুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ইহাদ্ব[ারা] অনেক অত্যাচার নিবারিত হইতে[ছে,] অনেক অপরাধী অপরাধের ন্যায্য দ[ণ্ড] প্রাপ্ত হইতেছে, এবং প্রবল জমীদার [ও] দুষ্টলোক অনেক পরিমাণে শাসি[ত] হইতেছে স্বীকার করিতে হই[বে।] কিন্তু সম্পূর্ণরূপে যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ [হয়] নাই একথা কে অস্বীকার করিবে[?] এখনও পর্য্যন্ত জমীদার কর্ত্তৃক বহু অত্যাচার হইয়া থাকে। এখনও অ[ধি]কাংশ মোকর্দ্দমা আদালতের গোচর হ[য়] না, জমীদার ও তাহার নায়েবেরা সে[ই] সমস্ত মোকদ্দমার বিচারক হইয়া আ[প]নাদের ধনকোষ পূর্ণ করে। এখন

ৰ্য্যন্ত নিম্নস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীরা জমী-
ার বা তাঁহার নায়েবের বাধ্য হইয়া
অপরাধের সংবাদ আদালতে না দিয়া
জমীদারের কাছারিতেই দিয়া থাকে ও
২ খানেই অপরাধীকে উপস্থিত করে।
খনও পর্য্যন্ত জমীদারের কাছারিতে
পরাধীগণের অর্থ দণ্ড হইয়া, সেই অর্থ
দার ও স্থানীয় নায়েব ও পুলিশ
চোরীকর্ত্তৃক বণ্টিত হয়। যাহারা
ত্রত্য মফস্বলের সংবাদ রাখেন,
াদের কেহই এ কথার প্রতিবাদ
রবেন না। তবে আদালতের শাসনে
দারের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বহু
াণে হ্রাস হইয়াছে অবশ্যই মানিতে
া। কিন্তু তা বলিয়া কি বারুইপুরে
মা থাকা নিষ্প্রয়োজন ইহা সিদ্ধান্ত
? আজ মহকুমার বিলয় হউক,
দেখিবে জমীদারের প্রাদুর্ভাব
র্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে।
দালতের শাসনে সে প্রাদুর্ভাবের যত
হ্রাস হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহার ক্ষতি
ণ হইয়া যাইবে এবং অন্যায় অত্যা-
রের স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় বা তদপেক্ষা
ধিক বেগে বহিতে থাকিবে। এখন
ের ভয়ে দুষ্ট লোক কতকটা নিরস্ত
াছে বৈত নয়, ভয়ের কারণ অপসারিত
ইলে তাহারা অবিলম্বেই পূর্ব্বাধিকৃত
ানে আসিয়া দাঁড়াইবে। জ্ঞান ও
দ্যার বহুল প্রচার ও প্রজাগণের
বস্থার উন্নতি ভিন্ন কুত্রাপি অত্যাচার
অপরাধের মূল কারণ নিরাকৃত হইতে
রে না। বারুইপুরে তাহার অতি
াই হইয়াছে। যে কারণে মহকুমার
পনা হইল, তাহা অপসারিত হইতে
হইতে কার্য্য বিপর্য্যস্ত কেন করা
া? কেনই বা তখন ইহার স্থাপনা
ইল এবং কেনই বা এখন ইহার ভঙ্গ
? ক্যাম্বল সাহেব প্রজাদের বন্ধু
য়া পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি যে
কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তদ্দ্বারা দুঃখী
প্রজাদিগকে জমীদারদিগের অত্যাচার
অনলে আহুতি প্রদান করা হইবে তাহা
কি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না? সত্য,
২৪ পরগণার অন্যান্য মহকুমা অপেক্ষা
বারুইপুরে মোকদ্দমার সংখ্যা অল্প।
কিন্তু সে অল্পতার কারণ কি? সেখান
কার লোক অন্যান্য মহকুমার লোকা-
পেক্ষা বা পূর্ব্বাপেক্ষা সাধু হইয়াছে বলিয়া
কি? একথা কি কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বলিয়া
জানাইতে হইবে যে সে অল্পতার কারণ,
শুদ্ধ জমীদারদিগের প্রাদুর্ভাব? তাহারা
কি জানেন না জমীদারের শাসনে বিস্তর
মোকদ্দমা আদালতের গোচরে আনীত
হয় না? জমিদার বা তাহার নায়েব
অনেক স্থানে গোপনে গোপনে মাজি-
ষ্ট্রেট ও জজ সাহেবের কার্য্য করেন ইহা
কি তাঁহারা শুনেন নাই? আশ্চর্য্য!!

শুদ্ধ আদালতের শাসনে জমীদার
দের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইতে পারে। উহা
যে পরিমাণে প্রবল ও বিস্তৃত হয়, ইহা
সেই পরিমাণে হ্রস্ব ও নিস্তেজ হইতে
থাকে। বারুইপুর মহকুমায় সে নিয়-
মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এখানে আদা-
লতের শাসন ক্রমশঃ বিস্তৃত ও প্রবল
হইয়া জমীদারের প্রাদুর্ভাব পরিমাণানু-
সারে ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। ইহার
প্রমাণ বৎসর বৎসর মকদ্দমার সংখ্যা
বৃদ্ধি। নিম্নে বিগত ৩ বৎসরের তালিকা
দৃষ্টে ইহার সিদ্ধান্ত হইবে।

বৎসর	পুলিস গ্রাহ্য মোকদ্দমা	পুলিসঅগ্রাহ্য মোকদ্দমা	মোট
১৮৭০	১৬০	৪৬০	৬২০
১৮৭১	৩৮০	৩২০	৭০০
১৮৭২	৪৬০	৩৮০	৮৪০
মোট	১০০০	১১৬০	২১৬০

উপরি উক্ত মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির
অন্যান্য কারণও কল্পিত হইতে পারে।
কিন্তু ইহার প্রধান কারণ যে জমীদারের
প্রাদুর্ভাব হ্রাস ভিন্ন আর কিছুই নহে
ইহা তত্রত্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই
স্থির সিদ্ধান্ত।

বিশেষতঃ বারুইপুরের অধিকাংশ
স্থল সুন্দর বন সংক্রান্ত বলিয়া অনেক
গুরুতর অপরাধ পর্য্যন্তও সহজে আদা-
লতের গোচর হয় না। স্থানীয় পুলিশ
সামান্য বেতনভোগী কনষ্টেবল বা হেড
কনষ্টেবল বলিয়া অতি সহজে জমীদার
ও তাহার নায়েবের দ্বারা বাধ্য হইয়া
অপরাধের সংবাদ জমীদারী কাছারিতে
প্রথমতঃ উপস্থিত করে। জমীদার বা
তাহার নায়েব গোলযোগ বুঝিলে ও
প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে
তৎ সংবাদ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া আদা-
লতে পাঠাইবার অনুমতি দেন। অপর
স্থলে নিজে বিচারক হইয়া বসেন। জমী-
দার অন্যায় করিলে কে আর খাল, জলা,
বন, জঙ্গল পার হইয়া কর্ম্ম কামাই ও
চাষ বাসের ক্ষতি স্বীকার করিয়া আদা-
লতে আসিয়া বিচারার্থী হয়? কাজে
কাজেই সকলকে জমীদারের বিচারে
(তিনি ন্যায়ই করুন আর অন্যায়ই
করুন) সন্তুষ্ট হইতে হয়। এই জন্য
অন্যান্য মহকুমা অপেক্ষা, বারুইপুরে
অপরাধের অধিকাংশ সংবাদ আদা-
লতের গোচরে আসে না। আদালত
নিকটে থাকিতেই এই, যদি দুর্ভাগ্য
ক্রমে সেই প্রজাদিগকে দূরবর্ত্তী ডায়মণ্ড
হারবরে বা আলিপুরে গিয়া মোকদ্দমা
করিতে হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা-
দের মোকদ্দমা আদালতের গোচরে
আসিবে না। আদালত হয় ত মনে
করিবেন এ সকল স্থানে মূলে অত্যাচার
নাই, কারণ তাঁহাদিগকে একটী মোক-
দ্দমাও করিতে হয় না!!

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এবার আর
দুটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলাম
না।

মধ্য আসিয়ায় রুসিয়ার ক্ষমতা বিস্তার।

অধুনাতন সুসভ্য জগৎ মধ্যে কোন এক রাজ্যবিশেষের সার্ব্বভৌমিক ক্ষমতা বিস্তার সামান্য ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টই ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহাকে অর্দ্ধ জগতের অধীশ্বর বলিয়াও সম্বোধন করা হইত। বাস্তবিক তাঁহার অসামান্য কার্য্য প্রভাবে প্রায় সমস্ত ইউরোপকে তিনি পদতলে অবনত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় তাঁহারও অতুল ঐশ্বর্য্য অল্প দিনের মধ্যে তিরোহিত হইয়াগেল। আজি কালি রুসীয়ারও যে রূপ ক্ষমতা বিস্তারস্পৃহা দৃষ্ট হইতেছে, কোথায় যে তাহার শেষ হইবে কে বলিতে পারে? সমস্ত সভ্য রাজ্য তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। রুসিয়া একটি সামান্য রাজ্য (ডিউকডম) হইতে অল্প সময়ের মধ্যে কেমন জগতের প্রধানতম সাম্রাজ্য রূপে পরিণত হইল ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। শতবর্ষ পূর্ব্বে ইউরোপের রাজনীতি সম্বন্ধে রুসিয়ার অত্যল্পই ক্ষমতা ছিল; সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন তাঁহার সমকালীন জার-আলেকজাণ্ডারকে "বৃকের ন্যায় তাঁহার নিজ জঙ্গল আসিয়ায় তাড়াইয়া দিবার" কথা বলিতেন। এখনও সভ্য সমাজ রুসিয়াকে অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু অর্দ্ধ সভ্যের রাজনৈতিক নিপুণতা দর্শনে সমস্ত সভ্য জগৎ বিস্মিত হইয়াছে। দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে মহাত্মা পিটর (দি গ্রেট) যাহা মনস্থ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান জার তাহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিতেছেন। মধ্য আসিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার রুসিয়ার চিরপালিত আশা! কারণ সমস্ত তাতার হস্তগত হইলে পারস্য ও আফ্‌গানস্থান আক্রমণ করা সহজ হইবে এবং পারস্য ও আফ্‌গানস্থান অধিকৃত হইলে ভারতবর্ষ লাভ করা সুকঠিন নহে। সুতরাং সমস্ত আসিয়া যে ক্রমে রুসিয়ার সার্ব্বভৌমিক ক্ষমতার বশবর্ত্তী হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? পিটর এতদর্থে অনেক কৌশল করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ প্রায় ইউরোপীয় রাজনীতি চক্রে পতিত হইয়া আসিয়ার বিষয় ভাবিতে অবসর পান নাই, সুতরাং এতাবৎকাল আসিয়া স্থির ভাবে শান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিল। কেবল ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট নিকোলাস একবার মধ্য আসিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু খিবানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। সম্প্রতি বর্ত্তমান সম্রাটও তাঁহার অনুগমন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। ইউরোপীয় তুরুস্ক ও তৎসঙ্গে গ্রীশ দেশ অধিকারের সহিত তাতারের স্বাধীনতা হরণ আকাঙ্ক্ষাও তাহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে সুস্ফুট করিলে পাছে দন্ত ভগ্ন হয়, এই আশঙ্কায় অগ্রে তাতারের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া কোকণ্ডের অধিপিত খাদিয়ার খাঁ ও বোখারার আমীর মোসাফারের সহিত সন্ধি স্থাপন করা হইয়াছে—অন্যবাক্যে তাহাদিগকে হস্তগত করা হইয়াছে। প্রলোভন ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান অঙ্গ। ইংরাজেরাও প্রথমে মোগল সম্রাটদিগকে বাণিজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, এক্ষণে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া বসিয়াছেন। রুসিয়াও কোকণ্ডের খাঁ ও বোখারার আমীরের সহিত এই ভাবে সন্ধিস্থাপন করেন, যে তাহাদিগের রাজ্যে রুসিয়েরা ও রুসিয় রাজ্যে তাহারা বাণিজ্য করিতে পারিবে; পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা ও সাহায্য করিবে; রুসিয়া ও মুসলমান বণিকদিগকে একবিধ শুল্ক দিতে হইবে এবং পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি সমানরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথম কোকণ্ডের খাঁ রুসীয়দিগের চরিত্রের প্রতি সন্দেহান্বিত হইলেও তাহাদিগের ক্ষমতাতিশয্য ভয়ে খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৮। ১৩ই ফেব্রুয়ারি দিবসে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, ১৮ই জুন বোখারার আমীরও তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। কিন্তু খিবার খাঁই কেবল তাহাতে সম্মত হন নাই। কোকণ্ড, বোখারা ও খিবা স্বাধীন তাতারের এই তিনটি প্রধান রাজ্য, তন্মধ্যে খিবা আয়তনে বৃহৎ না হইলেও অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রধান বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। খিবা মরুভূমির মধ্যস্থিত একটী অত্যুর্ব্বর দেশ। অক্সস নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। খিবানেরা পূর্ব্বতন তাতার বংশসম্ভূত, অতিশয় দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ এবং সুনিপুণ অশ্বারোহী। অসভ্যপ্রধান না হউক তবু খিবাকে অসভ্য রাজ্য বলিতে হইবেক। ভ্যামবারি সাহেব তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাহাদিগের অসভ্যতার উদাহরণ স্বরূপ নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটি প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি একদা কোন কর্ম্মোপলক্ষে খাঁর ধনাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন, যে উক্ত কর্ম্মচারী সৈন্যদিগের পারিতোষিক প্রদান কার্য্যে শশব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। পারিতোষিকের খেলাত রেসম নির্ম্মিত সুবর্ণ কারুযুক্ত বিবিধ রঙ্গে সুরঞ্জিত অঙ্গরক্ষা (কুর্ত্তি) সকল শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। অঙ্গরক্ষা গুলি চতুর্বিধ যথা চতুঃশীর্ষক, দ্বাদশ-শীর্ষক, বিংশতি-শীর্ষক, এবং চত্বারিংশৎ-শীর্ষক বলিয়া গণ্য। তিনি তাহার একটিতেও

মস্তক অঙ্কিত না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তাঁহাকে কোন এক বিশেষ স্থানে যাইতে বলা হইল। তিনি তথায় গিয়া, দেখিলেন যে প্রায় শতাধিক অশ্বারোহী বন্দীগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্দীগণের মধ্যে অনেকগুলি বালক ও স্ত্রীলোক ছিল, তাহাদিগের কাহাকেও ঘোটকের লাঙ্গুলে, কাহাকেও জিনের সহিত বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক অশ্বারোহীর নিকট এক একটি থলিয়া আছে। অশ্ব হইতে নামিয়া থলিয়ার বিপরীত দুই কোণ ধরিয়া আলু ঢালার ন্যায় তাহারা শত্রুদিগের কাটামুণ্ড সকল ঢালিয়া ফেলিল, মুহুরী পদদ্বারা গণিয়া একস্থানে স্তূপাকার করিতে লাগিল। বাস্তবিক এতাদৃশ অসভ্যতা দর্শনে সভ্যজাতির মনে ঘৃণা ও দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। মানব-বন্ধুমাত্রেই তাহাদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শিক্ষা বন্ধুভাবে প্রদত্ত হইলে যতদূর ফললাভের সম্ভাবনা, শত্রুভাবে দেশাক্রমণপূর্ব্বক স্বাধীনতাপহরণ করিয়া দাসের ন্যায় ব্যবহার করিলে তদ্রূপ হইতে পারে না। প্রত্যুতঃ অসন্তুষ্ট মনে শিক্ষাদান প্রায়ই বিপদের কারণ হইয়া উঠে। তত্রাপি রুসীয়েরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন, যে জ্ঞান ও সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা মধ্যআসিয়া অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাণিজ্যের উন্নতি জন্য সন্ধিস্থাপন করুন, অথবা সভ্যতা শিখাইবার জন্য দিগ্বিজয় করুন, সাম্রাজ্য-বিস্তার যে তাহাদিগের উদ্দেশের মূলে নিহিত রহিয়াছে তাহা সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। দুই জন তাতার নৃপতি রুসিয়ার প্রলোভনে পতিত হইলেন, তাহাদিগের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু খিবার খাঁ ভুলিবার লোক নহেন। তিনি ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী, বোধ হয় ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকিবে। ইংরাজদিগের ন্যায় রুসিয়েরাও বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ ও তৎরক্ষার্থ সৈন্য আনয়ন ভাণ করিয়া ক্রমে তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করিয়া বসিবেন, জানিয়া তিনি তাহাদিগের বাক্যে কর্ণ অর্পণ করেন নাই, এবং বন্দীদিগকে মুক্ত করিতেও স্বীকার পান নাই। রুসিয়া প্রলোভন ব্যর্থ দেখিয়া ভয় প্রদর্শন, ক্রমে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। খিবাধিপতিও অপ্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা নর্থব্রুকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, নর্থব্রুক সাহায্য দানে অস্বীকৃত হইলে, তিনি স্বয়ংই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তাঁহার অসমসাহসিকতার কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। কেবল সহস্র মাত্র শিক্ষিত সৈন্য ও কতিপয় অশিক্ষিত সামন্ত উপলক্ষ করিয়া তিনি যুদ্ধ-বিশারদ রুসিয়ার-প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। বহু যুদ্ধের পর রুসিয়েরা খিবাক্রমণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু খিবানেরা এখনও অধীনতা স্বীকার করে নাই। তাহারা প্রচ্ছন্ন বেশে সহসা শত্রু সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইয়া রুসিয়দিগের অনেক অনিষ্ট সাধন করিতেছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনেই মনুষ্যের মনের ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রুসিয়া খিবাকে আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত।

ইংরাজ রাজত্ব।

(৩য় প্রস্তাবের শেষ)

শিক্ষা—শিক্ষা দুই প্রকার, উচ্চশিক্ষা ও নিম্ন শ্রেণীদের উপযোগী শিক্ষা। ইহার মধ্যে অদ্যাবধি উচ্চশিক্ষার প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, সম্প্রতি নিম্ন শিক্ষার দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু এ দুই প্রকার শিক্ষার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা হইতে বিশেষ ফল লাভের আশা করা যায় না। প্রথম, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান শিক্ষা দিবার রীতি ইংলণ্ডীয় রীতির অনুসারী। সুবিখ্যাত আর্ণোল্ড প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় বিভিন্ন বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের মতে ইংলণ্ডের শিক্ষা প্রণালী ও বিদ্যার চর্চ্চা ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল একস্থানে অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিয়াছেন "সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে শিক্ষিত হইয়া কেহ বড়লোক হইতে পারে না।" এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় সকল আবার সেই নিকৃষ্ট আদর্শের নিকৃষ্ট নকল। তবে আর সুশিক্ষার আশা কোথায়? উচ্চ শিক্ষা সকলের জন্য নহে। বিশেষতঃ দেশের শ্রমজীবী দরিদ্র প্রজাদের জন্য নহে। দেশের মধ্যে কতকগুলি "চিন্তাশীল চরিত্রসম্পন্ন বড় লোক প্রস্তুত করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে ভাবে এই শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে এ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে না। কেবল উপাধি লাভের উপযুক্ত একটু একটু জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। বালকদিগের চিন্তাশক্তির যথোচিত চালনার ও সত্যের প্রতি সমুচিত আদর ও শ্রদ্ধা জন্মাইবার কোন উপায় অবলম্বন করা হয় না।" মিল এই বলিয়াই ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। প্রোফে-

সর মরিস তাঁহার "ইউষ্টেস কনওয়ে" নামক পুস্তকের একস্থানে বলিয়াছেন "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সকল প্রকার শিক্ষার এক মাত্র উদ্দেশ্য এই যে ছাত্রদিগকে সেই প্রকার মনুষ্যোচিত চরিত্র গঠন করিতে শিখান যাইবে, যদ্দারা তাহারা ভবিষ্যতে সমাজের অনিষ্টকর দৃষ্টান্ত ও ক্ষমতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে।" আমাদের দেশের কত শিক্ষিত ব্যক্তি যে সেইরূপ চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন। ২য়, নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষা—নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সকলেই শ্রমজীবী। তাহাদিগকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যন্ত্র বিজ্ঞান ও শিল্প কার্য্যাদির শিক্ষা দেওয়া যত আবশ্যক, সাহিত্য ব্যাকরণ ভূগোল প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া তত আবশ্যক নয়। কিন্তু আমাদিগের সকল কার্য্যই যখন ইংলণ্ড করিয়া দিতেছেন, তখন এসকল শিখিয়াও জীবিকা লাভের উপায় নাই সুতরাং শিখিবার আবশ্যকতা কি?

শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের অবস্থা ত এই প্রকার, এক্ষণে চতুর্থ উন্নতির বিষয় আলোচনা করা যাউক—অর্থাৎ যাতায়াত ও সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধার উন্নতি। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট এই বিষয়ের প্রধান সহায়। এ সকল সম্বন্ধে অতি অল্পই বক্তব্য আছে। এই সকলের গুণে লোকের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহার বর্ণনা হয় না এবং এই সকলের জন্য ইংলণ্ড আমাদের অগণ্য ধন্যবাদের উপযুক্ত।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচনা করিয়া মানসিক পরিবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে। বিদেশীয় রাজা ও বিদেশীয় প্রজা এই উভয় জাতির সমাগম হওয়াতে পরস্পরের মানসিক চিন্তা ও প্রবৃত্তিগত এবং পরস্পরের ধর্ম্মনীতিগত যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা এই সকল বাহ্যিক পরিবর্ত্তন অপেক্ষা অনেক গুণে গুরুতর। আমাদিগের মতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের এই সম্বন্ধের প্রধান অপকার এই, ইংলণ্ডের নীতির আদর্শ ভারতবর্ষীয় নীতির আদর্শ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উচ্চ ও বিভিন্ন। পরস্পরের মিলনের স্থানে ইহা স্বাভাবিক যে এদেশীয়দিগের উপর ইংরাজদিগের ঘৃণা হইবে এবং সেই ঘৃণা আবার দেশীয়দিগের মনে কার্য্য করিয়া রাজাদিগের প্রতি অপ্রীতি জন্মাইয়া দিবে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নীতির আদর্শ হইতে যে আইন বা যে সংস্কার আবশ্যক মনে করেন, প্রজারা তাহাদের নীতির আদর্শ হইতে তাহার অনাবশ্যকতা দেখিয়া তাহার প্রতি কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির আরোপ করে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিপদ, যদি প্রজাদিগকে জানাইয়া সকল কাজ করিতে চান তাঁহাদের মনের মত রাজ্য শাসন হয় না; যদি প্রজাদিগকে অবহেলা করিয়া গোপনে কাজ সারিতে চান তাহা হইলে সন্দেহ সংশয় আসিয়া প্রজাদের হৃদয় আরও অন্তরিত করে। রাজা ও প্রজা উভয়ের এই অমিলন অতিশয় শোচনীয় ব্যাপার। মনুষ্যের আত্মাকে যত বিষয়ে নিকৃষ্ট করিতে পারে, সর্ব্বদা ঘৃণার মধ্যে বাস করা তন্মধ্যে একটী প্রধান। যে বালক পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা ও ঘৃণাসূচক ব্যবহার পাইয়া থাকে, সচ্চরিত্র হওয়া তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বদা রাজাদিগের ঘৃণার মধ্যে থাকিয়া দেশীয়দের মন আরও কাপুরুষ ও নীচ হইয়া যাইতেছে। যে আত্মগৌরব মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের ভিত্তি স্বরূপ, সেই আত্মগৌরব একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। রত্নগর্ভা ভারতভূমির সমুদায় রত্ন ঘরে বসিয়া বিদেশীয়েরা লুটিয়া খাইতেছে, আর আমরা সেই সকলের অংশ লইতে যাইবার পথ পাইতেছি না সুতরাং ঈর্ষ্যা বাড়িতেছে। মনে মনে হিংসা ও বিদ্বেষ কিন্তু বাহিরে তোষামোদ, এই ভয়ানক কপটতার বৃদ্ধি হইতেছে। শুদ্ধ যে ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ অশেষ ক্ষতি এমন নহে, ইংরাজদিগেরও যথেষ্ট অপকার হইতেছে। প্রথম, রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকেও প্রজাদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া চলিতে হইতেছে। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া অনেক ধর্ম্মনীতিবিগর্হিত কাজে উপেক্ষা করিতে হইতেছে, অনেক এরূপ কাজকে প্রশ্রয় দিতে হইতেছে, এবং তাঁহারাও সকল কার্য্য সকল সময় উন্নত নীতির অনুসারে সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। ২য়, ইংলণ্ডের নীতির আদর্শ যেমন উন্নত, সেখানকার সামাজিক শাসনও সেই রূপ উন্নত। ইংরাজেরা সেখান হইতে যখন এদেশে আসেন, তখন আর সে সামাজিক শাসন তাঁহাদের উপর কার্য্য করে না; অধিকন্তু এখানকার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নীতির আদর্শ ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সামাজিক শাসনের মধ্যে পড়িয়া যান। সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগের এত সুবিধা ছিল না, একবার ইংলণ্ডে সংবাদ যাইতে এক বৎসর লাগিত, তখন ভারতবর্ষীয় ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্য বদমায়েসি অত্যন্ত অধিক ছিল। কারণ ইংলণ্ডের সামাজিক শাসনের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বলিলেই হয়। সে সময়কার ইংরাজেরা কিরূপে আর্কটের নবাবকে মজাইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেরই বিদিত। বাঙ্গালাদেশে কোম্পানির বড় বড় কর্ম্মচারিরা মির'

জাফর ও মির কাসিমকে লইয়া কি খেলা খেলিয়াছিলেন তাহা কাহার অবিদিত আছে? স্বয়ং ক্লাইব সাহেব উমিচাঁদের সহিত কি ব্যবহার করিয়াছিলেন সকলেই জানেন, এবং মহামান্য হেষ্টিংস সাহেব নন্দকুমার, চৈত্ সিং, ও অযোধ্যার বেগমদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। এখন মেইল, সুয়েজ কেনাল ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি হইয়া ইংলণ্ড অনেক কাছে আসিয়াছে; ভারতবর্ষবাসী সাহেবেরা অনেক শাসিত হইতেছেন। পূর্ব্বে "ভারতবর্ষবাসী ইংরাজ" এই কথাটী ইংলণ্ডে একটী ঘৃণার কথা ছিল। ক্রমে তাহা দূর হইতেছে। সম্প্রতি "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে "ভারতবর্ষ বৎসর বৎসর ইংলণ্ড হইতে শত শত সবল, পরিশ্রমী ও উৎসাহী যুবা পুরুষ বাহির করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ফিরাইয়া দিবার সময় কতকগুলি দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও ভগ্নদেহ বৃদ্ধ ফিরাইয়া দেয়।" কিন্তু ইহা অপেক্ষা ইংরাজেরা যে ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি হারাইয়া যান, সে জন্য তাঁহার দশগুণ দুঃখিত হওয়া উচিত। প্রস্তাব ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল, অতএব আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করি।

ভারতবর্ষীয়দের চিন্তার পরিবর্ত্তন—ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজদিগের সহবাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষীয়দের মনের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, রুচি ও চিন্তার সমূহ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। যদিও গবর্ণমেন্ট স্পষ্টভাবে কোন ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু তথাপি অতি স্বাভাবিক ভাবে লোকের মন হইতে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, কি সমাজ সম্বন্ধীয়, কি রুচি সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কুসংস্কার চলিয়া যাইতেছে। যদিও ইংরাজ রাজত্বের এটী মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তথাপি ইহা উক্ত রাজত্বের একটা প্রধান ফল এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট যত উপকার পাইয়াছেন তাহার মধ্যে এইটী প্রধান। এই যে নূতন প্রবৃত্তি, নূতন রুচি ও নূতন চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছে, ইহা এক সময়ে ভারত ক্ষেত্রকে পরিষ্কার করিবেই করিবে। যদিও ইহার সঙ্গে সঙ্গে সুরাপান প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশীয় পাপ সমাজে প্রবিষ্ট হইতেছে, কিন্তু কালে এসকল চলিয়া গিয়া ভারতের স্থায়ী মঙ্গল হইবেই হইবে। পশ্চিম, পূর্ব্বকে করে ধরিয়া নিদ্রা হইতে যেন তুলিয়া দিতে আসিয়াছে! এই নিদ্রা ভঙ্গের পর কি শুভ দিন যে আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা কে জানে? এখন কে তাহা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে?

প্রাপ্ত।

আমাদিগের গাজিপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গাজিপুর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে একটী প্রধান স্থান। ইহা গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত। জল বায়ু অতি উৎকৃষ্ট, ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বঙ্গদেশের মধ্যে যেমন দারজিলিং, পশ্চিমে তেমনি গাজিপুর। ইংরেজ ও বাঙ্গালিরা পীড়িত হইলে এখানে আসিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রায় সুস্থ শরীর হইয়া যান। স্রোতস্বতী গঙ্গার প্রস্তরভেদী জল, নগরের পরিচ্ছন্নতা ও প্রশস্ততা মিলিত হইয়া যেন নগরের শোভা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে। এতাবৎ নৈসর্গিক শোভা ভিন্ন গাজিপুরের আর কতকগুলি চিরপ্রসিদ্ধ বস্তু আছে। তন্মধ্যে বহুমূল্য আতর, অহিফেণ, গোলাবজল বিশেষ প্রসিদ্ধ। বারাণসী অহিফেণ বিভাগের সদর কুঠি গাজিপুর, ইহার অধীনে ১০ টী মফস্বল কুঠি আছে। সদরে একজন অহিফেণ এজেণ্ট অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহার মাসিক বেতন ৩০০০ টাকা; ইহাঁর অধীনে ১০ জন সব্ ডেপুটী ও ২৫ জন সহকারী সব্ ডেপুটী আছেন। সব্ ডেপুটীদিগের বেতন ৫০০ হইতে ৯০০ টাকা পর্য্যন্ত; সহকারী সব্ ডেপুটীদিগের বেতন ২০০ টাকা হইতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত। ইহাঁদের প্রধান কর্ম্ম অহিফেণের ক্ষেত্র পরিদর্শন। প্রতি বৎসর ইংরাজি অক্টোবর মাসে আসামী (কৃষক) দিগকে অহিফেণের দাদন (অগ্রিম মূল্য) দেওয়া হয়। আসামীরা নবেম্বর মাসে বীজ বপন করে, ডিসেম্বর মাসে চারা অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়, মার্চ্চ মাসে পোস্তার ঢেঁড়ি (অহিফেণের ফল) পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে ঢেঁড়ি চিরিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে নির্গাস নির্গত হয়। এই নির্গাস একত্র করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে আফিম প্রস্তুত হয়। এপ্রেল মাসে সেই আফিম আসামীরা গাজিপুরে লইয়া আইসে, এবং ৫ টাকা সের হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে ওজন করিয়া দেয়। গবর্ণমেণ্ট ৫ টাকা হিসাবে খরিদ করিয়া ১৬ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত আব্কারিতে বিক্রয় করেন। ৫ টাকা হিসাবে এক মণের মূল্য ২০০ টাকা হয়। ইহার সহিত অন্য সমস্ত খরচ যোগ করিলে প্রতি মণে ২৫০ টাকা পড়ে। গবর্ণমেণ্ট সেই আফিম ৯০০ হইতে ১৯০০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় করেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ লভ্য তাহা পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অহিফেণ ভাল জন্মিয়াছে, ওজন প্রায় শেষ হইল। এ বৎসর প্রায় ৪০০০০ মণ আফিম বারাণসী বিভাগে উৎপন্ন হইবেক।

মোগল বাদসাহদিগের সময় হইতে গাজিপুর গোলাব জল ও আতরের জন্য বিখ্যাত। ইহা প্রস্তুত করিবার বিবরণ পরে লিখিব। এবৎসর লণ্ডন ও ভায়ানা নগরে যে কৃষি প্রদর্শনী সভা হইয়াছে, তাহার জন্য ১০৫ টাকা তোলা মূল্যের আতর অর্দ্ধ তোলা করিয়া এক তোলা, এবং ১৬ টাকা মূল্যের ২ বোতল গোলাব জল উভয় স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। * এতদ্ভিন্ন আর একটী অতি মনোহর ও আশ্চর্য্য বস্তু লণ্ডন নগরে প্রেরিত হইয়াছে। এখানকার জেলে মাদার বৃক্ষের ছালে এক প্রকার অতি কোমল ও সুন্দর আসন প্রস্তুত হয়। এরূপ আসন আমরা কোন স্থলে দেখি নাই। অধিক প্রস্তুত না থাকায় এখানকার কলেক্টার সাহেব কেবল একখানি আসন লণ্ডন নগরের কৃষিপ্রদর্শনী সভায় পাঠাইয়াছেন। ভায়ানা নগরে ঐ রূপ আসন পাঠাইতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। যে মাসে সভা আরম্ভ হইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে বিস্তর ইংরাজ পীড়ার ভাণ করিয়া ইউরোপে সভা দেখিতে গিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

১। বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদ পত্রের প্রথম ২ খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বারুইপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর অনুমত্যনুসারে শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ দাস ডাক্তার ইহা প্রকাশ করিতেছেন। প্রকাশক পত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ—

"ইহাতে বহুবিধ চিকিৎসা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় ক্রমশঃ সংক্ষেপে লিখিত হইবে; তদ্ভিন্ন যে সকল দেশীয় ঔষধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহাদের বিবরণ ও লিখিত হইবেক। ঔষধ অথবা চিকিৎসা সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে যদি বিশেষ উপকারী বিবেচনা হয় তাহা হইলে সাদরে গৃহীত ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।"

আমরা বর্ত্তমান দুইখণ্ড দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ইংরাজীর সহিত বাঙ্গলা চিকিৎসা পদ্ধতি সন্নিবেশিত হওয়াতে এদেশীয়দিগের পক্ষে বিশেষ উপাদেয় হইতেছে। পত্রখানির ভাষা যেরূপ সরল তাহাতে সাধারণের বোধগম্য হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা মাত্র। আমাদিগের বিবেচনায় পত্রখানির কলেবর ১ ফরমা থাকিলে গ্রাহকগণের তৃপ্তিকর হইবে না, কলেবর কিছু বৰ্দ্ধিত করিয়া যদি মূল্য কিছু বাড়াইতে হয় তাহাও করা কর্ত্তব্য।

২। দূত নামক একখানি ৫ পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বৈশাখ হইতে ইহার প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। ইহাতে যে সকল প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, তাহা সাধারণের উপকারজনক হইতেছে। কিন্তু ৫ দামের কাগজ সহস্রাধিক খণ্ড না উঠিলে ছাপাইবার দাম উঠে না। পত্র প্রকাশকগণ শেষে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া পত্র প্রচার বন্ধ না করেন এই আমাদের প্রার্থনা।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

মিস্ এক্রয়েডের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে মিস্ কার্পেন্টার হাজার টাকা দিয়াছেন, তাহা হইতে দুইটী ছাত্রী বৃত্তি দেওয়া হইবে।

১৮৭১—৭২ অব্দের শিক্ষা বিভাগের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিনিধি ডিরেক্টর উড্রো সাহেব এতৎ প্রণয়ন জন্য বিশেষ পরিশ্রম করাতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ আজিমগঞ্জের বাবু হরাক চাঁদ নৌলাকা ৫০ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সার জর্জ কাম্বেল এদেশের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সকলের বর্ত্তমান বেতনের হার কমাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের মাসিক বেতন ১২ টাকা ইংলণ্ডে বার্ষিক ১০০০ টাকার সমান এবং উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ৩।৪ টাকা ইংলণ্ডে ২৫০।৩০০ টাকার সমতুল্য।

বোম্বাই ও পুনার আদালত সকলের গ্রীষ্মাবকাশ হইয়াছে, কলিকাতার হাইকোর্টও কিছু দিন বন্ধ হইবার কথা হইতেছে। দুর্গাপূজার দীর্ঘ অবকাশ কমাইয়া কিছু দিন এ সময়ে লইলে ভাল হয়।

১০ই মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় সমুদায়ে ১৯৯ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ২ জন বসন্ত রোগে এবং ৪৮ জন ওলাউঠায় মরিয়াছে।

গত ৯ই মে হইতে দিনাজপুরে একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্র আপাততঃ ১২ জন। এরূপ বিদ্যালয়ের নিতান্ত অভাব বটে; কিন্তু যদি গভীর বিদ্যা শিক্ষার উপায় না হয়, হাতুড়ে চিকিৎসক তৈয়ার করিবার প্রয়োজন নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ী ঢাকার অন্তঃপুর বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। তত্রত্য ছাত্রীরা অতি আশ্চর্য্য একটী কার্পেটের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। মহারাণী ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ে আরো ২৫০ টাকা এবং শিক্ষয়িত্রীর পুরস্কারার্থ ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

মিরার পাঠে অবগত হওয়া গেল মিস এক্রয়েড কেশব বাবুকে যে পত্র লিখেন তাহা প্রস্তাবিত স্ত্রী বিদ্যালয়ের কমিটির সভ্যগণের অজ্ঞাতসারে হইয়াছে। অন্যের যাহাই হউক, একজন বিলাতী মিসের এরূপ স্বেচ্ছা চারিতা ও অভদ্রতা কখনই মার্জ্জনীয় নহে। আমরা দেখিতেছি, সংবাদপত্র মাত্রেই প্রায় মিস এক্রয়েডের কেশব বাবুর প্রতি এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেছেন।

গত ১৯শে সোমবারে নিমচায় একটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। শিব সিংহ নামক পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের তত্রত্য জনৈক পইণ্টসম্যান তাহার গুমটীতে (কুঠুরীতে) নিদ্রিত ছিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ৮। ৯ জন লোক লাঠী হাতে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। শিবসিংহ তাহাদের কলরবে জাগরিত হইয়া আস্তেব্যস্তে গুমটির দ্বার বন্ধ করিল। দস্যুরা দ্বার ভঙ্গ করিয়া কুটরীস্থ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া পলায়ন করিয়াছে। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিষকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আজি কালি ডাকাইতির খুব প্রাদুর্ভাব, আমাদিগের বাঙ্গলা পুলিষ যেরূপ কার্য্যক্ষম ইহাতে না হওয়াই আশ্চর্য্য।

২৪এ মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক রিপোর্টে জানা যায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে আজিও ওলাউঠা ও বসন্তের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। জলপাইগুড়ির ভুটিয়াদিগের মধ্যে অত্যন্ত ওলাউঠা হইতেছে। নওগাঁতে এ পর্য্যন্ত পশুপীড়ার প্রাদুর্ভাব কমে নাই। আসামের দুই এক স্থান ভিন্ন সমুদায় বঙ্গদেশে বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়াছে। সর্ব্বত্রেই বৃষ্টির প্রয়োজন। শস্যাদি যে উত্তম জন্মিবে এখনও সে সম্ভাবনা আছে।

গত মঙ্গলবার সিলস্ ফ্রি কালেজের বার্ষিক পারিতোষিক দানকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্কুলের পারিতোষিকের সহিত এ পারিতোষিকের একটু বিশেষ আছে। অন্যান্য স্কুলের বালকগণকে কেবল পুস্তকাদি দেওয়া হয় মাত্র, ইহাদিগকে আম কাঁঠাল নারিকেল লুচি প্রভৃতি দিয়া প্রকৃষ্টরূপে "ফলার" করান হইয়াছিল। সিলস্ ফ্রি কালেজে বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানই অধিক হইবে।

শুনা যাইতেছে বাখরগঞ্জের বর্ত্তমান জজ জি, জি মরিস্ সাহেব হাইকোর্টের নূতন সিবিলিয়ান জজ হইবেন।

১৭ ই মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৮৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬১ জনের জ্বরে, ৩০ জনের ওলাউঠায় এবং ৯৭ জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বে এমন সময় কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত, জলের কল হওয়া অবধিই এইরূপ সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

উত্তর পশ্চিম।

পিয়নিয়র বলেন, সে দিন পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ড লাইনে ময়জাম ষ্টেসনের নিকট

একখানি আরোহী ট্রেণে আগুন লাগিয়া ব্রেক্ ব্যান ও একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী এককালে ভস্মীভূত হয়। একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়িতেও আগুন লাগে, ইহার মধ্যে এক জন ইউরোপীয় কয়েদী—(বাঙ্গালি জজ অপেক্ষা ইউরোপীয় কয়েদী হওয়াও ভাল) ও চারিজন রক্ষক ছিল। গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়াতে ইহাদিগের প্রাণ রক্ষা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩ জন এদেশীয় ছিলেন, উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। উহাদিগের জীবনের আশা অল্প। এ তিন জনের কথা আমরা ধরি না, যে ইউরোপীয় কয়েদী প্রথম শ্রেণীতে যাইতেছিলেন, লাফাইয়া পড়াতে তাঁহার ত কোন আঘাত লাগে নাই ?

গত ১৫ই মে আজমীরের কমিশনরের পত্নী বিবী লেস্লী সণ্ডার্স মেও কলেজের একটী নূতন ভিত্তি প্রস্তর স্বহস্তে স্থাপন করিয়াছেন।

হালিসহর পত্রিকা বলেন, "জলন্দরে ওয়েদালি নামক একজন ইংরাজ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ছিলেন। ৭ বৎসর হইল জলন্দর কাঙ্গারা ও ধর্ম্মশালায় আসিয়া ব্যবসা করিতেছিলেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে একজন কর্ণেল তাঁহার স্ত্রীকে আত্মসাৎ করেন। ওয়েদালি অপমানিত হইয়া কর্ণেলকে প্রহার করণাপরাধে কারাবদ্ধ হন। কারামুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।" এ ব্যাপারটী অতি শোচনীয় বলিতে হইবে।

এলাহাবাদের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ষ্টেপেল সাহেব বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষার্থ ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহার পুস্তকের ৮ হাজার কাপী ক্রয় করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিতেছেন, ভারতবর্ষের আর কোন বিভাগে সেরূপ দেখা যায় না।

গবর্ণর জেনারলের তোষাখানার দেওয়ান বাবু গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া অতি প্রশংসিতরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হয়, তত সুখের বিষয়।

কাশ্মীরের মহারাজের প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান কৃপারাম 'গুলজারী কাশ্মীর' নামে একখানি পুস্তক পারস্য ভাষায় মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরই কেবল ইতিহাস প্রসব করেন।

বোম্বাই।

বাণিজ্য বিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই লোকদিগের অধিকতর অধ্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায়। সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল তথায় কিছু দিনের মধ্যে সূতা প্রস্তুত এবং বস্ত্র বয়নের জন্য সাতটী কোম্পানি হইবে। দেশে যদি এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, চিরকাল আর আমাদিগকে বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না।

বোম্বাইয়ে জনশ্রুতি এই মস্কাটে ইমানের উজীরকে হত্যা করা হইয়াছে। বড় লোককে হত্যা করা আজি কালি সর্ব্বত্রই একটী সাংক্রামিক রোগের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। উহাদিগের অত্যাচারই অনেক স্থলে এই হত্যার কারণ।

বোম্বাইর হাইকোর্টে জষ্টিস্ গিব্সের পদে নানা ভাই হরিদাস প্রতিনিধি জজ রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুরাটের মৃত নবাবের পুত্র জলফাকির আলী খাঁ গত সপ্তাহে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রদেশের শিক্ষকদিগকে পুস্তকাদি প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কারণ তাহাতে তাঁহাদের নিজ কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কোন্ যুক্তি অনুসারে ?

এলফিন্‌ষ্টিন কলেজের ছাত্রেরা উত্তর রাম চরিতের অভিনয় করিতেছে। নাটক অভিনয়ের সঙ্গে মদের স্রোত না চলে।

বোম্বাইবাসিগণ সার বার্টল ফ্রিয়ারকে এক অভিনন্দন দেন,তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছেন "যে সকল কারণে দাস ব্যবসায় প্রথা নিবারণের ব্যাঘাত হইতেছে তাহা অবধারিত হইলে মহা রাণীর গবর্ণমেণ্ট এবং ইংলণ্ডীয় লোক তৎপ্রতিবিধানে কোন ব্যয় ও চেষ্টার শৈথিল্য করিবেন না। দাস ব্যবসায় রহিত করা ইংরাজদিগের একটি জাতীয় ধর্ম্ম এবং যে যে সমুদ্র তটে ইংরেজদিগের প্রভাব বিস্তীর্ণ হইবে সেই সেই স্থানে এ কুপ্রথা সম্পূর্ণ রূপে নিবারিত না হইলে ইংলণ্ড ক্ষান্ত হইবেন না।' ইংলণ্ডের জয় হউক।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পুনার সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ১০০০ হইতে ১২০০ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি বাসা ভাড়া পাইবেন।

বোম্বাইতে ব্যাক বে যজ্ঞ নামে একটী মহাযজ্ঞ দ্বাদশ দিন হইয়া গত শুক্রবার শেষ হইয়াছে। জমী জমসিদ পত্র বলেন, যজ্ঞের শেষ সাত দিনে ১৩৫ জন ভাগবত পাঠক প্রত্যেকে দুইজন করিয়া সহচর সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কার্য্য সমাধা হইলে টাকা ও কাপড় প্রভৃতি বিতরিত হইয়াছে। যত দিন যজ্ঞ হয়,৫টী কুণ্ডে দিবা রাত্রি আগুন জ্বালিয়া রাখা হয় এবং তাহাতে ঘৃত, তৈল ও নানাবিধ শস্য আহুতি দেওয়া হয়। ইহাতে লক্ষ লক্ষ মণ ঘৃত প্রভৃতি ভস্মসাৎ করিবার যে কথা প্রচারিত হইয়াছে তাহা মিথ্যা। ১১ দিনে ২০ মণ ঘি ক্ষয় হইয়াছে মাত্র। এতদ্ভিন্ন ৪০৫ জন ব্রাহ্মণ কয়েক দিনে ১০ মণ ঘি খরচ করিয়াছেন এবং ৬ মণ মিঠাই জলযোগ করিয়াছেন। প্রতিদিন প্রাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ২ টী করিয়া প্রায় হাজার কদলী ভক্ষণ করিয়াছেন।

বিলাসপুরের রাজা সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। কেবল বিলাসপুরের কেন, সিমলা পাহাড় আজি কালি ভারতবর্ষীয় রাজগণকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে।

সম্প্রতি সিন্ধুতে এরূপ বড়২ শিলা বৃষ্টি হইয়াছে যে অনেক কুলি উহা দ্বারা আহত হইয়াছিল। এবার এ অঞ্চলেরও স্থানে স্থানে এক একটী হংস ডিম্ব পরিমিত শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

পাতিয়ালার রাজা নিজ রাজ্যের উন্নতি সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি নিজ রাজ্যের যাবতীয় চিকিৎসালয়ের ভার দিবার জন্য লাহোর মেডিকাল কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার ক্যালথ্রপ সাহেবকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনরলের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।

সিন্ধিয়ার রাজা কেবল যে সিমলায় বায়ু সেবনার্থে গিয়াছেন এরূপ নয়,কেহ কেহ বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গোয়ালিয়ার দুর্গটী পুনঃ প্রাপ্তি তাঁহার সিমলা গমনের অন্যতর উদ্দেশ্য।

মান্দ্রাজ।

১৮৭৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ, এ, পরীক্ষা নিম্ন লিখিত কয়েক স্থানে হইবে :—

বাঙ্গালোর, বেল্লারী, বরহামপুর, কালীকট, কইমবাটুর, কম্বাকোনম, মান্দ্রাজ, মসলিপট্টন, মাঙ্গালোর, পালামকোট্টা, রাজামন্ত্রী, টাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, ত্রিবান্দ্রম, এবং বিশাখা পট্টন।

ত্রিচিনপল্লীতে এক জন বণিক্ পথে যাইতে যাইতে কয়েক জন দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত ও হত হন। পাঁচ জন অপরাধী প্রমাণ হওয়াতে এক দিনে তাহাদের ফাঁসী হইয়াছে।

মান্দ্রাজের বাইয়ান নাম্নী এক স্ত্রীলোক চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

কৃষ্ণা নদীতে জলপ্লাবন হইয়াছে। রেলওয়ে গাড়ির পথ বন্ধ হইয়াছে।

কোচিনের আপিল কোর্টের ধনাধ্যক্ষের এক নূতন পদ হইয়াছে,মাসিক বেতন ১৪ টাকা মাত্র। জ্বরে কি করে, পিলেতেই বস্। কবে দেশীয় রাজারা উপরি লাভের পথ রোধ করিবেন?

মান্দ্রাজের ই ডবলিউ ষ্টোনি সাহেব রেলের গাড়ি শীতল করিবার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সে দিন কর্ড লাইনে গাড়ি যেরূপ শীতল হইয়াছিল, এ নূতন উপায়ে যদি সে ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, ইহার অবলম্বনের প্রয়োজন নাই, সূর্য্যোত্তাপে একটু কষ্ট হয় বলিয়া পুড়িয়া মরা পরামর্শ সিদ্ধ নয়।

ইউরোপ।

গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস্ কন্সটান্টিনোভিচ্ রুসীয় সেনাপতি কফমান্নর সহিত টাস্কেণ্ডে মিলিত হইবার জন্য সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে করিয়াছেন।

ফ্রান্সের অধ্যক্ষ মুসিয়র থিয়ার্স অধ্যক্ষতা ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেনাপতি (মার্সাল) ম্যাকমোহন ৩৯০ জন সভ্যের অভিমতে তাঁহার পদে মনোনীত হইয়াছেন। ম্যাক্মোহন তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

মুসিয়র লিসেপ্স উরেন্বর্গ হইতে পেসোয়ার হইয়া ভারতবর্ষে যাইবার জন্য রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার কল্পনা করিতেছেন। ইনিই সুয়েজ ক্যানালের সৃষ্টিকর্ত্তা।

ফ্রান্সে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ তন্ত্রের অধ্যক্ষেরা আপনাপন পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ডিউক ডি ব্রগ্লি নিম্ন লিখিত মন্ত্রি সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। ডিউক ব্রগ্লি বৈদেশিক কার্য্যের; আরনল বিচার কার্য্যের; বিউল মধ্য-বিভাগের মন্ত্রী হইয়াছেন; আগ্নি আয়ব্যয়ের অধ্যক্ষ; সিস্যাসে যুদ্ধ বিভাগের; আডমিরাল্ ডম্প্রেয়ার হয়নয় সামুদ্রিক বিভাগের; বেথাই শিক্ষা ও সাধারণ উপাসনা বিভাগের; ডিসিল্লিগনি পব্লিক্ ওয়ারকস্ এবং বুইল্লারিক্ কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে মন্ত্রী হইয়াছেন।

সম্প্রতি এক ভূমিকম্প হইয়া সালবেডার রাজধানী এককালে নষ্ট প্রায় হইয়াছে। ইহাতে ৪০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গত ২৯এ এপ্রেল ডনকাষ্টার নগরের অর্দ্ধ স্থান ব্যাপিয়া যে, এক ভূমিকম্প হয়, তাহা এত ভয়ানক নয় যে, লোকে ভীত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাস্তায় গিয়া দাড়াইয়া ছিল।

বিবিধ।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে দেশীয় রাজাদিগের মুদ্রা চলিতে পারিবে গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনারেল নিম্ন লিখিত পদস্থগণকে অন্যান্য কর্ম্মচারির নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৩ বৎসর পূর্ব্বে পেন্সন দিবার নিয়ম করিয়াছেন (১) শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর (২) বিদ্যালয় সকলের ইনস্পেক্টর (৩) কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ (৪) স্কুল ও কলেজের প্রধান শিক্ষক (৫) হাইকোর্টে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত বারিষ্টার ও আডবোকেটগণ। কিন্তু ইঁহাদের ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যারম্ভ করা চাই।

প্যালেষ্টিনে ১৫,২৯৩ মাত্র ইহুদী বাস করে। খৃষ্টানেরা বলেন খৃষ্টের হত্যারূপ পাপের ফলে এই জাতি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অধ্যাপক বাম্বারি মধ্য আসিয়া পরিদর্শন করিয়াছেন, ত্বরায় লণ্ডনে পৌঁছিবেন।

আমেরিকার এক ব্যক্তি কোন দোকানদারের নিকট চিনি কিনিয়া তাহা বালি মিশান দেখিতে পাইল। পরদিন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিল 'আমি এক ধূর্ত্ত দোকানদারের নিকট ৭ পাউণ্ড চিনি কিনিয়া তাহা হইতে ১ পাউণ্ড বালি বাহির করিয়াছি, সে যদি আর ৭ পাউণ্ড চিনি দেয় আমি সন্তুষ্ট হই। পর দিন নয় জেণ ৭ পাউণ্ড চিনি তাহার বাটীতে পৌঁছে। ঐ স্থানে সমুদায়ে ৯ জন দোকানদার ছিল, প্রত্যেকে মনে করিয়াছিল, আমি ধরা পড়িয়াছি।

আসাম মিহির বলেন, আসামে একটী রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত বাবু উত্তমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসির হাট এবং বারাসত উপবিভাগের অতিরিক্ত সব রেজিষ্ট্রার হইবেন। গোবরডাঙ্গায় হেড কোয়াটার হইবে।

জে, এণ্ডার্সন সাহেব, যিনি দ্বিতীয় জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন আপাততঃ তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিতে হইবে।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী তুজুমল আলী কিছুদিনের জন্য বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মাদারিপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

গারো পর্ব্বতের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জি, জে, কলি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, বি, বার্চ্চ সাহেব টিপারায় সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

বাবু বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় যিনি সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, ময়মন সিংহে রহিলেন।

নিম্ন লিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু মহানন্দ গুপ্ত বি, এ, ২৪ পরগণা; বাবু ক্ষেত্র গোপাল রায়, নদীয়া; বাবু শশিভূষণ দত্ত বি, এ, যশোহর; বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, মুরসিদাবাদ; বাবু উমাকান্ত দাস, টিপারা; বাবু শান্তিপ্রসাদ; পূর্ণিয়া বাবু চণ্ডীচরণ বসু, ঢাকা।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৪৯ ধারানুসারে পূর্ণিয়ার রোড্ সেস্ কমিটির সভ্য হইবেন।

বাবু হেমচন্দ্র রায়।
" বংশীলাল বল।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্য হইবেন।

এচ, এফ, ম্যাথিউস্, জে, এন্ সিমসন্, ই, এস্ মোমলি, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বোগড়া ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইবেন।

কাপ্তেন ডবলিউ ডবলিউ হিউস।
বাবু উমাচরণ চৌধুরী।

বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কটক ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাম কালী গুপ্ত সেওয়াস উপবিভাগ এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আশুতোষ লাহা মেডিকাল কালেজ হাসপাতালে প্রথম ফিজিশানের ওয়ার্ড হাউস ফিজিশান হইবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ত্রিহুতের অন্তর্গত সীতামারীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন।

রাজা শিবরাজ নন্দন সিংহ, বাবু কৃষ্ণগোপাল নারায়ণ সিংহ, বাবু দেব নন্দন সিংহ।

টি, ওয়াল্‌টন্ সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ই, লরি সাহেব কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সির জেনরল হাসপাতালের প্রথম আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

মুরসিবাদের ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস পঞ্চানন হইতে গোবরা নদী পর্য্যন্ত যে ড্রেণের কার্য্য হইবে তদর্থ ভূমি গ্রহণের নিমিত্ত ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

এ, পেডলার সাহেব বঙ্গদেশীয় শিক্ষা কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত হইবেন।

মাগুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ জি, ডিয়ার ফৌজদারী কার্য্য বিধির ২২১ ধারানুযায়ী ক্ষমতা পাইলেন।

জে, এস কার্ষ্টেয়ার্স সাহেব প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

নিম্ন লিখিত যে সকল ব্যক্তি ২৪ পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, উহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন:—কর্ণেল এম টরনবুল, আর, হার্বি, বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বাবু যদুলাল মল্লিক।

২৪ পরগণার নিম্ন লিখিত নূতন নিযুক্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন:—নবাব সায়দ আহম্মদ আলী, মাণিকজী রুস্তমজী, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল, প্রিন্স মহম্মদ রেহিম উদ্দীন, সাজাদা মহম্মদ ওয়াজউদ্দীন, বাবু দ্বারকা নাথ বিশ্বাস, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু খেলচন্দ্র ঘোষ, বাবু নন্দলাল মল্লিক, বাবু চারুচন্দ্র মল্লিক, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু বলাই চাঁদ সিংহ, ডবলিউ মুইর সাহেব, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অতুল কৃষ্ণ বসু, বাবু শম্ভুচন্দ্র মল্লিক, বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ, বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় 'বাবু উমানাথ রায় চৌধুরী, বাবু যাদবেন্দু রায় চৌধুরী, বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু যদুনাথ ঘোষ, বাবু রাজমোহন রায় চৌধুরী, বাবু নন্দকুমার বসু বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু কৈলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রেবরেণ্ড ডবলিউ ড্রু সাহেব, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরী, বাবু দেব নারায়ণ দত্ত, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বারাণসী ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন এবং বৃহৎ নগর বলিয়া বিখ্যাত। এখানে মহারাজা, নবাব, ইংরাজ, বাবু প্রভৃতি অনেকের বাস স্থান। ইহাদের মধ্যে সামাজিক সভা এবং সভায় বড় বড় বক্তৃতা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহারা প্রায় ইচ্ছামত স্ব স্ব গৃহে সভা সংস্থাপন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সভার নিমিত্ত এই নগরীতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান প্রায় নাই। নিমন্ত্রিত মহাশয়েরা সভা স্থানে প্রায় সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতে সমর্থ হন না, কারণ গাড়ি, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদির গমনাগমনে তথায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। সুতরাং বড় বড় লোক কাজেই এববিধ পথ দিয়া সভায় উপস্থিত হইতে হইলে পদব্রজে যাইতে হয়; তাঁহাদের ইহাতে আবশ্য কষ্ট হইয়া থাকে। এই অভাব মোচনার্থ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয় নগরাধিপতি নগরের অভ্যন্তরে এক বৃহৎ টাউন হল প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এবং তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যারম্ভ করা হইয়াছে। এই হলটী সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মিত হইতে অনেক অর্থব্যয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দ্বারা নগরীর যে শোভা কতদূর প্রবর্দ্ধিত হইবে বলিয়া শেষ করা যায় না। কোন বিশেষ প্রকাশ্য সমারোহ কার্য্য করিতে হইলে নগরবাসীদিগকে আর স্থানের অভাবে ক্লেশ পাইতে হইবে না। এই প্রশংসিত গৃহই তত্তাবৎ ব্যাপারের ভার গ্রহণ করিয়া লোকদিগকে সুখী করিবেন।

বারাণসী তলে গঙ্গা বর্ষাকালে প্রবল বেগ ধারণ করিয়া শত সহস্র লোকের জীবন শেষ করিয়া থাকেন। রাজঘাট রেলওয়ে ষ্টেসন গঙ্গার পূর্ব্বপারে থাকাতে কি বর্ষা কি হেমন্ত কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়ে লোকের গমনাগমন হইয়া থাকে; নৌকা-ব্রীজ থাকায় লোক নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিয়া থাকেন, এই সময় গঙ্গা ও অনেক শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা লোকের যাতায়াত হইয়া থাকে, বর্ষার বোট্—ব্রীজ্ গঙ্গাদেবীর তরঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। লোকের ক্লেশ নিবারণার্থে মহারাজা বিজয় নগরাধিপতি এক ফেরি ষ্টীমার তথায় রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মহারাজের এববিধ দয়া এবং লোকের সুখ সম্বর্দ্ধনার্থ, যত্ন দেখিয়া আমরা একাগ্র চিত্তে জগদীশ্বর সমীপে তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

বিজ্ঞাপন।

চির সন্ন্যাসিনী নাটক।

এই পুস্তক শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৶০ আনা মাত্র। কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্রে অথবা পটলডাঙ্গার পুস্তকালয় সকলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

মফস্বল বাসী সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমাদিগের কলিকাতায় একটী দ্রব্যাদি সরবরাহের কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে। যাঁহাদের যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে ভারত সংস্কারকের কার্য্যালয়ে আমার নিকট পত্র লিখিলে অল্প কমিশনে বিশেষ যত্নের সহিত দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে। ব্যবসাদারদিগকে বিশেষ রূপে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহাদিগের বিক্রয়ের সুবিধামত পাইকড়ি হিসাবে দ্রব্যাদি পাঠান হইয়া থাকে।

ভারত সংস্কারক কার্য্যালয়। কলিকাতা। } শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭৷০
" ষাণ্মাসিক	৩৷০ "	৪৷০
' ত্রৈমাসিক	২ "	২৷৵০
মাসিক ...	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটল ডাঙ্গা বেণিয়াটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED No. 48

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৮ম সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৫শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইং ১৮৭৩—৬ই জুন
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা।
মফস্বলে ডাক মাস্থল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গবর্ণমেণ্ট ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুর মহকুমা উঠাইয়া দিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহা হইলে দুঃখী প্রজাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। আমরা গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, আমরা গতবারে ও এবারে এতৎ সংক্রান্ত যে প্রস্তাব লিখিলাম তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করেন।

মাসদ্বয় হইল কালু নামে আমাদিগের যন্ত্রালয়ের এক জন প্রেসম্যান কিছু টাকা সঙ্গে বৈদ্যবাটী হইতে তারকেশ্বরের নিকট তাহার বাটীতে যাইতে ছিল, রাত্রি হওয়াতে সিঙ্গুরের বাজারে অবস্থান করে। সে শয়ন করিয়া আছে এমন সময় বাহির হইতে এক ব্যক্তি তাহার উপর দুইবার অস্ত্রাঘাত করিল। এক আঘাতে ৪টা দাঁত শুদ্ধ ঠোঁট কাটিয়া যায় এবং অপর আঘাতে নাকের পার্শ্বে গালের কিছু অংশ কাটে। দস্যুর,গলায় কোপদিবার ইচ্ছা ছিল, অন্যান্য লোক জাগিয়া উঠাতে পলায়ন করে। শ্রীরামপুরের ডাক্তারখানায় থাকিয়া কালু এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখী লোক বলিয়া তাহার বিষয়ের আর কোন তদারক হইল না। আমাদের পত্রে ইতিমধ্যে দুই তিনবার লিখিয়াছি, তারকেশ্বরের রাস্তাটী অতি ভয়ঙ্কর, শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে অনেক প্রজার ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইবার ভয় রহিয়াছে এবং থাকিবে।

ভায়েনা প্রদর্শনে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার রাজবংশ উক্ত বিভাগকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, এবং প্রদর্শনের প্রধান সাহায্যকারী আর্চডিউক চারলস লুই বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় বিভাগ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বেঙ্গল সিবিলসর্ব্বিসের রাম্পিনি সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া সম্মান সূচক উপাধি পাইয়াছেন এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, গবর্ণমেণ্ট যে ২হাজার টাকা দিয়া থাকেন,তাঁহাকে সে টাকা দেওয়া হইয়াছে। বেঙ্গল সিবিল সর্ব্বিসের বেকার সাহেবও পারস্য ভাষার পরীক্ষা দিয়া ঐ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

গত ২০শে মে যে সপ্তাহের শেষ হয়, তাহাতে কলিকাতায় ১৯৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ৬৫ জন জ্বরে, ২৮ জন ওলাউঠায় ৩১ জন বসন্তে এবং ১০০ জন অন্যান্য কারণে প্রাণত্যাগ করে।

ভারত সংস্কারক।

তারকেশ্বরের মোহন্ত ও ভয়ঙ্কর স্ত্রীহত্যা।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কলিকাতার মিলেটরি অরফ্যান প্রেসের জনৈক কর্ম্মচারী তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ঘোলা গ্রামে বিবাহ করে। অন্য কোন অভিভাবক না থাকাতে তাহার যুবতী স্ত্রী তাহার পিত্রালয়ে থাকিত। নবীন মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিত। একদা নবীন তাহার স্ত্রীর চরিত্র বিষয়ে কুসমাচার শ্রবণে সন্দেহান্বিত হইয়া কতিপয় দিবসের ছুটী লইয়া হঠাৎ এক রজনীতে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়। তৎকালে তাহার শাশুড়ী ও পত্নী গৃহে ছিল না। কারণ জিজ্ঞাসিলে, তাহাকে বলা হইল, যে তাহার স্ত্রী পীড়িতা হইয়াছে তজ্জন্য মোহন্তের নিকট ঔষধ আনিতে তারকেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছে। নবীন তৎক্ষণাৎ মন্দিরে গমন করিল, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। প্রত্যাগমন কালে একজন ইতর লোকের প্রমুখাৎ শুনিল যে তারকেশ্বরের মোহন্ত তাহার স্ত্রীকে নষ্ট করিয়াছে এবং সে প্রতি রজনীতেই মোহন্তের বাটীতে যাতায়াত করে, মোহন্ত তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ইহার জন্য কিছু কিছু অর্থ দিয়া থাকে। নবীন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাহার শ্বশুরকে নীচ প্রবৃত্তির জন্য যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীনের উত্তেজনায় তাহার স্ত্রী স্বীকার করিল যে তাহার পিতামাতা অর্থ লোভে তাহাকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিয়াছে। নবীন স্ত্রীকে অত্যন্ত ভাল বাসিত এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে কলিকাতায় আনিতে চাহিলে সে তাহাতে সম্মত হইল। কিন্তু তাহার শ্বশুর শাশুড়ী লাভের পথ অবরোধ হইতেছে জানিয়া মোহন্তকে সমাচার দিল। মোহন্ত বলিয়া পাঠাইল যে যখন নবীন পালকী করিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুচরগণদ্বারা পালকী শুদ্ধ তাহাকে আপন আবাসে লইয়া যাইবে এবং তথায় তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিতে পারিবে। নবীন জানিতে পারিয়া একবারে হতাশ হইল এবং কিছু স্থির করিতে না পারিয়া অসহ্য মনের কষ্টে একখানি অস্ত্র লইয়া দুই তিন আঘাতেই পত্নীকে হত্যা করিল। হত্যা করিয়াই হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল "শীঘ্র আমাকে ফাঁসী দিন, এই পৃথিবী আমার পক্ষে অরণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে,আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, শীঘ্র পরলোকে গিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইব।'

কি ভয়ানক, কি ভয়ানক, কি ভয়ানক !!! এই সংবাদটী লিখিতে আমাদের হস্ত কাঁপিতেছে, শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ইচ্ছা হইতেছে, এ সময় মোহন্ত এবং ঐ পাপাত্মা পিতা মাতাকে সম্মুখে পাইলে ইহার প্রতিফল দি! হুগলীতে এবিষয়ের বিচার হইতেছে।

তারকেশ্বরের মোহন্তটির চরিত্রের বিরুদ্ধে আমরা আরও অনেক কথা শুনিয়াছি। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথের মোহন্তের এই প্রকার অত্যাচার জন্য আদালতে বিচার হইতেছে। তীর্থ সকলের পাণ্ডাদিগের সমুচিত শাসন হওয়া সত্বর আবশ্যক। ইহারা প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যার পর নাই অলস ও ভোগাভিলাষী হয়, অথচ ইহাদের বিবাহের প্রথা নাই। এ অবস্থায় ইহারা যে ঘোরতর জঘন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব ইন্দ্রিয়াসক্তি চরিতার্থ করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের প্রস্তাব, গবর্ণমেণ্ট কোর্ট অব ওয়ার্ড স্থাপন করিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক ধনি সন্তান দিগের সম্পত্তি ভার যেমন স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ এতদ্দেশে দেবসেবাদি জন্য যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট বিপুল বিত্ত মোহন্তদিগের ভোগজাত হইতেছে, তাহার ভার স্বহস্তে লইয়া নিয়মিত রূপ কার্য্য নির্ব্বাহের বিশেষ ব্যবস্থা করুন্।

ক্যাম্বল সাহেব ও বারুইপুর মহকুমা।

(২ সংখ্যক)

নিতান্তই ক্যাম্বল সাহেবের শনির দৃষ্টি বারুইপুর উপবিভাগের প্রতি পতিত হইয়াছে। ইতি মধ্যেই তাঁহাকে এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত দেখা যাইতেছে। তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের যে এষ্ট্যাব্লিশমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন শুনিতেছি, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে ক্যাম্বল সাহেবের মনোমধ্য হইতে মহকুমা বারুইপুরের অস্তিত্ব বহুপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি যথার্থই তিনি উপবিভাগ বারুইপুরের উচ্ছেদে কৃত-নিশ্চয় হইয়া থাকেন তাহা হইলে বাস্তবিকই নিতান্ত দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। তিনি জানেন না, নিশ্চয়ই জানেন না, যে তিনি তদ্দ্বারা তত্রত্য দুঃখী প্রজাদিগের কতদূর মহানিষ্ট সাধনে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে প্রাগুক্ত উপবিভাগের বিলয় হইলে অপরাধ ও অত্যাচার এত বাড়িবে যে প্রতিদিন সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে নিন্দা ও অভিসম্পাতসূচক ধ্বনি তাঁহার উদ্দেশে উত্থিত হইবে এবং বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নামে কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। যাহা হউক আমরা আমাদের প্রস্তাবের দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসায় অবতরণ করিতেছি।

থানা বিভাগ কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে? এতদ্বিষয়ে আমরা দুই প্রকার সংবাদ পাইয়াছি। প্রথম সংবাদ এই, ফলকান সাহেবের প্রস্তাবানুসারে বারুইপুরের জয়নগর থানা ডায়মণ্ড হারবর উপবিভাগের অন্তর্ভূত হইয়া থানা বারুইপুর, ক্যানিং ও প্রতাপনগর সদর উপবিভাগ আলিপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে। বিগত সুমারি অনুসারে বর্ত্তমান বারুইপুর মহকুমার লোক সংখ্যা ১৯৬, ৪১০ ও ইহার আয়তন ১২৮ বর্গ ক্রোশ, বর্ত্তমান ডায়মণ্ড হারবরের লোক সংখ্যা ৩,০৯,১৬৮ ও ইহার আয়তন ২০৩॥ বর্গ ক্রোশ, এবং বর্ত্তমান সদর মহকুমা আলিপুরের লোক সংখ্যা ৬,২৮,৬২৯ ও ইহার আয়তন ১৮০ বর্গ ক্রোশ। ফলকান সাহেবের অভিপ্রায় অনুসারে থানা বিভাগ হইলে প্রস্তাবিত ডায়মণ্ড হারবর উপবিভাগের লোক সংখ্যা ৩,৭৭,৫১২ ও আয়তন ২৪০ বর্গ ক্রোশ হইবে এবং প্রস্তাবিত সদর উপবিভাগ আলিপুরের লোক সংখ্যা ৭৫৬৬৯৫ ও আয়তন ২৭১॥০ বর্গ ক্রোশ হইবে। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় বৎসর বৎসর ১০০০।১২০০ এবং আলিপুর মহকুমায় ৩০০০।৪০০০ ফৌজদারি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে।

উপরিস্থ লোক সংখ্যা, আয়তন ও মোকদ্দমার স্থূলাঙ্ক দৃষ্টে সকলেরই প্রতীত হইবে যে আলিপুর মহকুমা কোন মতে আর ৩টী অতিরিক্ত থানার ভার বহন করিতে সক্ষম নহে। এখানে এখন একজন মাজিষ্ট্রেট, ২ জন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, ২ জন আসিষ্টাণ্ট, ৫ জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ২ জন সব ডেপুটী নিয়োজিত রহিয়াছেন। মোকদ্দমার সংখ্যা এত অধিক যে শুনিলে ভয় হয়। আলিপুর মহকুমার কলেবর বরং হ্রাস হওয়াই প্রার্থনীয়, কিন্তু কদাপি বৃদ্ধি হওয়া প্রার্থনীয় হইতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় ফলকান সাহেবের প্রস্তাব উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছু হইয়াছেন।

দ্বিতীয় সংবাদ এই যে, উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ শুদ্ধ একটী মাত্র থানা (প্রতাপনগর) আলিপুর ভুক্ত করিয়া, অপর ৩টী থানা (বারুইপুর ক্যানিং এবং জয়নগর) উপবিভাগ ডায়মণ্ড হারবরের সহিত সংযুক্ত হইবে। এরূপ প্রস্তাব কেন করা হইয়াছে আমরা তাহা জানি না। বোধ হয় (যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি) আলিপুর মহকুমার আয়তন বৃদ্ধি করা কর্ত্তৃপক্ষদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাঁহারা কি বিবেচনায় ডায়মণ্ড হারবর মহকুমার আয়তন বৃদ্ধি করিতে চান, ইহাও আমাদের অধিকতর বোধাগম্য। এখনই এই মহকুমার বর্ত্তমান আয়তন ২৪ পরগণার অপর যাবতীয় উপবিভাগ অপেক্ষা অধিক। বড় বড় ৫টী থানা ইহার অন্তর্ভূত। ইহার দক্ষিণ সীমা সুদূর বঙ্গোপসাগর। ইহার লোক

সংখ্যা কেবল আলিপুর মহকুমা অপেক্ষা অল্প। এখানে মোকদ্দমার সংখ্যাও অতি বিস্তর। মফঃস্বলের পক্ষে এত বড় উপবিভাগ যথেষ্ট হইতেও যথেষ্ট। ইহাকে বাড়াইলে সামান্য ব্যাপার হইবে না। উপরি উক্ত ৩টী থানা ডায়মণ্ড হারবার ভুক্ত হইলে ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ৪৭৫,৯১৫ ও ইহার আয়তন প্রায় ২৯৮ বর্গ ক্রোশ হইবে। যদি ক্যাম্বল সাহেব এখানে প্রথম শ্রেণীর এষ্ট্যাব্লিশমেণ্ট রাখেন তাহা হইলেও কাজ চলা সুকঠিন হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আবার দেখ লোকদের কত কষ্ট। জয়নগর থানা ডায়মণ্ড হারবর হইতে ১৭ মাইল পথ। ইহার দূরস্থ প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম সকল তথা হইতে ৩০।৩২ মাইল হইবে। বারুইপুর থানা ডায়মণ্ড হারবার হইতে ৩০ মাইল। ইহার দূরস্থ প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম সকল তথা হইতে ৪০।৪২ মাইল হইবে। মাতলা বা ক্যানিং থানা ডায়মণ্ড হারবর হইতে ৪৪ মাইল, ইহার দূরস্থ প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম সকল ডায়মণ্ড হারবর হইতে অন্যূন ৫৬।৫৭ মাইল হইবে। এতদূর হইতে ডায়মণ্ড হারবারে মোকদ্দমার জন্য লোকদিগকে যাইতে হইলে সমূহ কষ্টের সম্ভাবনা আছে কি না ক্যাম্বল সাহেবই ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। বিশেষতঃ বারুইপুর মহকুমার কোন স্থান হইতে ডায়মণ্ড হারবরে যাইবার ভাল সহজ পথ নাই। ফৌজদারির সঙ্গে মুন্সেফিও ডায়মণ্ড হারবরে যাইতেছে, অনেক ভদ্র লোককেও তথায় গমনাগমন করিতে হইবে। এমন অবস্থায় গাড়ির পথ না থাকিলে তাঁহাদের যে কত কষ্ট হইবে তাহাও সকলে বিবেচনা করিতে পারেন। প্রজাদের কষ্ট সম্বন্ধে ও দূরাদূর বিবেচনা করিলে বরং ফলকান সাহেবের থানা বিভাগের প্রস্তাব অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিতে হয়। কিন্তু এতদ্দ্বারা আলিপুর মহকুমার আয়তন অযথা বৰ্দ্ধিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের রাজধানী মহানগরী কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকাকীর্ণ উপনগর সকল যে মহকুমার অন্তর্গত তাহার আয়তন পরিবৰ্দ্ধিত করা যেমন একদিকে কখনই সঙ্গত নহে, তেমনি বৃহদায়তন ডায়মণ্ড হারবর উপবিভাগের আয়তন অযথারূপে বৰ্দ্ধিত করিয়া প্রজাদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া অপর দিকে কখনই বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ ডায়মণ্ড হারবর লোক সমাগমের উপযুক্ত স্থল নহে। তথাকার জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর। তথায় সমাগত লোকদিগের বাসা করিয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থান নাই। যদি নিতান্তই বারুইপুরের থানাত্রয় ডায়মণ্ড হারবর ভুক্ত হয়, তাহা হইলে মহকুমার সদর স্থান পরিবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ডায়মণ্ড হারবর মহকুমার এক প্রান্তে অবস্থিত। প্রস্তাবিত মহকুমার মধ্যবর্ত্তী স্থানই মহকুমার সদর স্থান হইবার উপযুক্ত। ডায়মণ্ড হারবরের এমন কোন গুণ ও খ্যাতি নাই যে জন্য ইহার অবস্থান দোষ সত্ত্বেও ইহাকে সদর স্থান করিয়া রাখা যায়। আমাদের মতে জয়নগরই প্রস্তাবিত উপবিভাগের সদরস্থান হইবার উপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। জয়নগর একটী প্রধান গঞ্জ বলিয়া বিখ্যাত, ইহা প্রস্তাবিত মহকুমার মধ্যস্থানবর্ত্তী, মহকুমার যাবতীয় স্থানাপেক্ষা এখানে জ্ঞান ও বিদ্যার জ্যোতি অধিকতর বিকীর্ণ হইয়াছে। এখানে আসিলে মহকুমার লোকেরা একটী সভ্যতার আদর্শ দেখিয়া যাইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন আলোচনা করিবার স্থানাভাব প্রযুক্ত এবার তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম।

বিচারালয়াদিতে উৎকোচ নিবারণ।

(৬৫ পৃষ্ঠার পর)

স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমার ব্যয় সর্ব্বদাই জমীর মূল্য অতিক্রম করে*। কেবল বৈরনির্যাতনার্থই এইরূপ অভিযোগ চলিয়া থাকে। ইহার উপর উৎকোচ দান বিষম বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। আজকাল বিচারককে উৎকোচ দিতে হয় না, কিন্তু কর্ম্মচারীর "মামুলী" এখনও সকল স্থল হইতে উঠিয়া যায় নাই। চলিত "মামুলীর" এক তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল (খ) একে ত উপরিউক্ত অভিযোগ ব্যয় অত্যধিক, তাহার উপর "মামুলী" দিতে হইলে প্রজাগণের বিচার লাভ না হইলেই ভাল হয়।

যাহাতে উৎকোচ দান প্রথা নিবারিত হয় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগী আছেন এবং তজ্জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। (১) বিচারক

---

*স্থাবর সম্পত্তির অভিযোগ।

১০০ টাকা সংখ্যা।

বাদীর ব্যয়

আবেদন পত্র ...	৭।৫
উকীল তলব ...	৪
ওকালত নামা ..	॥৫
সমনের কজিনা ...	॥৫
সাক্ষীর সমন ...	১৵০
খোরাকী ...	৸০
দলিলের সেরেস্তা ...	।৫
লেখন ব্যয় ...	৵০
আমীনের বেতন ...	৬
" পথ ব্যয় ...	২
পিয়ন ফিস ...	।।০
ডকেট ফিস্ ...	॥০
সাক্ষীর গ্রেপ্তারী ...	১।৫
সাক্ষ্য গ্রহণের উকীল ফিস	১॥০
রিপোর্টের নকল ...	১॥০
তর্ক বিতর্ক ওজর জন্য উকীল	২
ডিক্রীর নকল গ্রহণ ...	১৸৵১৫
আপীলের হেতুর নকল	॥৫
উত্তর প্রদান ...	১
ওকালতনামা ...	।৫
উকীল বেতন ...	২
খোলাসা নকল ...	২॥০
ডিক্রীর নকল গ্রহণাদি	২॥০

সংস্করণ (২) কর্ম্মচারী সংস্করণ (৩) বিচার সংস্করণ। কিরূপে এই সংস্করণ চলিতেছে ও কতদূর সফল হইয়াছে তাহা নিম্নে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করা যাইতেছে।

বিচারক সংস্করণ। বিচারের প্রথম স্থলই বিশেষ দ্রষ্টব্য। মুনসেফ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রেজিষ্ট্রার, সব ইনস্পেক্টর প্রত্যেকেরই পদ ও বেতন এরূপ করা হইতেছে যে তাঁহারা আর অবৈধ অর্থ লালসা না করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ২০০ হইতে ৭০০ টাকা বেতন পান, মান্যমান হইয়াছেন, উৎকোচ গ্রহণে তাঁহাদের স্পৃহা নাই। আজকাল আবার সব ডিবিজনে সিবিলিয়ান ও উচ্চ বেতনভোগী হাকিম রাখিবার আদেশ হইয়াছে। সুতরাং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কি ডেপুটী কালেক্টর হইতে আর উৎকোচের আশঙ্কা নাই। সুবিবেচনাপূর্ব্বক মুনসেফের বেতন যে ২৫০ টাকা হইতে ৪০০ টাকা করা হইয়াছে তাহাতে চির কলঙ্কিত মুনসেফি হইতে ঘুস চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ৭৫ টাকা বেতনধারী মুনসেফের যে যে গল্প শুনা যাইত এখন তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চ বেতনে উপযুক্ত ও উচ্চ শ্রেণীর লোক আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং পুরাতন যাঁহারা আছেন তাঁহারাও কর্ম্মের মায়া বুঝিয়া আর হাত বাড়ান না। তবে যে উচ্চতর দেওয়ানী আসনে কখন কখন কিছু কিছু কলঙ্কের কথা শুনা যায় তাহা অভ্যাসের ফল মাত্র। যাঁহারা হাত বাড়াইয়া আনিয়াছেন তাঁহারা ৬০০টাকা বেতনেও সন্তুষ্ট হয়েন না, সে কেবল কুঅভ্যাস প্রযুক্ত। আজকাল যেরূপ শাসন চলিতেছে তাহাতে উৎকোচগ্রাহী বিচারক প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে।

পূর্ব্বতন রেজিষ্ট্রারেরা ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের তুল্য বেতনভোগী ও সম্মানাস্পদ আছেন তজ্জন্য রেজিষ্টরী দলিল বিশেষ ফেরেব না হইলে সর্ব্বদাই আদালতে বিশ্বস্ত আছে। কিন্তু নূতন বিধিতে গ্রাম্য রেজিষ্ট্রারের প্রথা চলিতেছে, ইহারা কি করিবেন ভবিষ্যতের কথা। যদি দেবতুল্য লোক নির্ব্বাচিত না হয়েন আবার উৎকোচের প্রশ্রয় বাড়িবে। রামের মা এক কাঁদি কলা লইয়া মৌলবির জেনানায় উপঢৌকন দিবেন। কেন? তাঁহার পুত্র একটী দলিল রেজিষ্টরী করাইবেন, দলিলদাতা দেশে নাই!! মৌলবির ফিস্ পাইলেই হয়। আর রামের মা দেশের লোক মিথ্যা করিবে না। পাছে আবার এই সব ঘটনা হয় এজন্য আমাদের ভয় হয়। গবর্ণমেণ্টের এই (পলিসি) উপায় গ্রহণ যে পশ্চাদগমন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহাহউক অদ্যাপি পুলিসের উত্তমরূপ সংস্করণ হয় নাই। সব ইনস্পেক্টর ৭০ হইতে ১৫০ টাকা বেতন পান। পালকী করিয়া যাইতে হয়, তাহার খরচ

হাইকোর্টের খাস আপীল উকীল নিযুক্ত করণ ...	২৫
ডিক্রী গ্রহণ ...	২
জজমেণ্ট ...	১॥০
ডিক্রিজারী প্রার্থনা ...	॥৫
উকীল ...	১
ওকালত নামা ...	॥৫
ইত্তেলা ...	।৫
ক্রোকডী ...	১॥০
কালেক্টরী রেজিষ্টরীর নকল	১।০
ইস্তেহার ব্যয় ...	১॥০
উকীল ...	১
দখল দেয়ানী আমীন ব্যয়	৫
নকল ...	২
হিসাব গ্রহণ ...	॥০
চেকের প্রার্থনা ...	॥৫
নথিতলব ...	॥৴০
উকীলের পরিচিহ্ন ...	॥০
দলিল ফেরতের দরখাস্ত ...	॥৫
লেখন ...	৴০
দলিলের নকল রাখন ব্যয়	২॥০
উকীলের পরিচয় ...	১
বাদীর ব্যয় ...	৮৬॥৶০

বিবাদীর ব্যয়।

আবেদন পত্রের নকল ...	।৫
উকীল	২
বর্ণনা পত্র ...	॥৫
ওকালত নামা ..	॥৫
সাক্ষীর গমন ...	॥৫
" কমিনা ...	৸৴৫
" খোরাকী ..	।০
দলিলের ফর্দ্দ ...	৴৫
দলিলের নকল ...	২
নথি দৃষ্টি ...	।০
সাক্ষির গ্রহণ উকীল ...	১
তর্কবিতর্ক ...	১
ডিক্রীর নকল ...	২
আপীল ব্যয় ...	২০
আপিলের নকল ...	১॥০
আপীলের ডিক্রীর নকল	২॥০
রিপোর্টের আপত্তি ...	।৫
হাইকোর্টের উকীল ফিস	৩০
আপীল ষ্ট্যাম্প ...	৭॥৫
উকীলের ব্রিফ ...	২।০
নথিতলব ইস্তেহার	৫
বিবাদীর ব্যয় ...	৮১॥৶০
বাদীর ব্যয় ...	৮৬॥৶০
	১৬৮।/০

১০০ টাকার মকর্দ্দমায় ১৬৮।/০ ব্যয় আমীন ও খাস আপিল না হইলে খরচ কম হয় বটে। কিন্তু সচরাচর ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যয় হইয়া থাকে।

(খ) মামুলী।

১। আর্জ্জি দাখিল জন্য সেরেস্তাদারকে দেয়	।০
কোর্ট ফিস দাখিল জন্য নাজীরকে দেয়	৴০
অন্যান্য ব্যয়, ...	।৴০
সমন জারি করণ পদাতির পুরস্কার	১
সাক্ষীর রিপোর্ট ...	।০
সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য পেস্কারের পুরস্কার	১
জয় জন্য পেয়াদা প্রভৃতি	১
ডিক্রীর নকল জন্য পুরস্কার	॥০
ঐ আপীলের নকল	১
নথির সংখ্যা ও তত্ব জন্য মোহররকে সময় সময় দেয়	১
ডিক্রী জারির পদাতি	১
চেককিরে নামার জন্য পুরস্কার	১
চেক ভাঙ্গান জন্য ট্রেজরীতে পুরস্কার	১
নীলামী বায়না ও টাকা দাখিল জন্য	৸০
	১০/০

শতকরা ১০ টাকার কম ব্যয় হয় না, বিশেষ স্থলে অধিকও লাগে। কিন্তু এগুলি ব্যয়ের মধ্যে গণিত হয় না।

পান না। লক্ষপতিলোকও তাঁহার ভ্রূকুটীর মধ্যে। কেন যে তিনি মুনসেফ ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সমতুল্য বেতন পান না বলা যায় না। তাঁহার ক্ষমতা ঐ উভয় অপেক্ষা অধিক। তিনি অবাধে গৃহস্থের অন্তঃপুরের কামিনীগণকে অপমানিত করিতে পারেন, জমীদারকে হাজতে রাখিতে পারেন, আর তাঁহার এত অল্প বেতন। দারোগা সাহেব হইতে সব ইনস্পেক্টর উচ্চতর লোক হইয়াছেন, কিন্তু যত দিন না সব ইনস্পেক্টর অন্যূন ২৮০ টাকা বেতনগ্রাহী হইবেন, ততদিন প্রজাগণ একেবারে নিঃশঙ্ক হইতে পারেন না।

জমীদারেরা যে যে প্রদেশে প্রবল, সেখানে তাঁহারা পুলিসকে ভয় করেন না, জানেন টাকায় পুলিস বশ হইতে পারে। কিন্তু দাওয়ানী আদালতে প্রজারা তাঁহাদের উপর ডিক্রী করে। যত দিন না লোকের মনে বিশ্বাস হইবে যে পুলিসের হাকিম ঘুসের প্রতি ঘৃণা করেন, ততদিন সত্যই হউক মিথ্যাই হউক পুলিসের উপর লোকের আস্থা হইবেক না। সব ইনস্পেক্টরের বেতন বৃদ্ধি আমাদের বিবেচনায় প্রজাহিতের জন্য বিশেষ আবশ্যক। এইটী হইলে হাকিমদের দায় হইতে এক প্রকার নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

২। কর্ম্মচারী সংস্করণ। এখন ক্ষুদ্রেরাক্ষসগণের কথা আবশ্যক। পূর্ব্বে আমলারা ৫ টাকা ও ৫ টাকা বেতনে দোল দুর্গোৎসব অট্টালিকাদি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে লোকদিগকে চমকিত করিতেন; সেগুলি যে লোকের ঘাড়মটকান ধন তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে মাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার ৫০ টাকা মুনসেফের সেরেস্তাদার ৪০ টাকা, রেজেষ্ট্রারের হেড ক্লার্ক ৪০ টাকা ও থানার হেড কনষ্টেবল ১০ হইতে ২৫ টাকা পাইতেছেন।

আজিকালি সব ডিবিজনে সাহেব হাকিম থাকিবার আদেশ হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজ প্রতিনিধি করিতেছেন। সাহেব হাকিমেরা প্রায়ই সেরেস্তার সংবাদ রাখেন না, সেরেস্তাদার যাহা করেন প্রায় তাহাই হয়। যদি সব ডিবিজনের সেরেস্তাদার উচ্চ শ্রেণীর লোক না হয়েন প্রজাগণের সর্ব্বনাশ। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করিতে হইলে অন্যূন ২০০ টাকা বেতন দেওয়া আবশ্যক এবং তাঁহাদিগকে মনোনীত করিবার জন্য সাধারণ পরীক্ষার প্রয়োজন। মুনসেফের সেরেস্তাদারকে আরও অধিক কার্য্যের ভার দিয়া ও বেতন অন্যূন ১০০ টাকা দিয়া উৎকোচ প্রলোভন হইতে মুক্ত করা আবশ্যক।

হেড কনষ্টেবলের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ অদূর দৃষ্টি রহিয়াছে। ইহারা নামে কনষ্টেবল, বেতন ১০ হইতে ২৫ টাকা, কিন্তু কার্য্যে ও জীবনযাত্রার রাজাধিরাজ! হেড কনষ্টেবল সর্ব্বদাই তদারকের সম্পূর্ণ ভার পান ও থানার চার্জ রাখেন। বস্তুতঃ ক্ষমতায় সব ইনস্পেক্টর ও হেড কনষ্টেবলের কিছুই প্রভেদ নাই। কেবল তিনি যে যৎসামান্য বেতন পান তাহাতে ভাল লোক ঐ পদ লইতে চাহেন না এবং উপস্থিত ব্যক্তিরা কিছু কিছু হাত না বাড়াইলে জীবনধারণও করিতে পারেন না। একবার ক্ষমতা, পদ ও বেতনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই লোকে বুঝিবেন যে গবর্ণমেণ্ট এই স্থলে উৎকোচের প্রশ্রয় দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় হেড কনষ্টেবলকে কেরাণীর অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা না দেওয়া, অথবা তাঁহার বেতন অন্যূন ২০০ টাকা করিয়া সব ইনস্পেক্টরের সমতুল্য করিয়া দেওয়াই শ্রেয়।

সাধারণ কর্ম্মচারীর বেতন ২০-৩০ টাকা, কিন্তু তাহাতে ভদ্রলোকও ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন আর চলে না। তাঁহারা যাহাতে বাসা খরচ বাদে ২৫ টাকা পান এরূপ বেতন দেওয়া আবশ্যক। ৪০।৫০ টাকা বেতন হইলে উৎকোচ একেবারে তিরোহিত হয়।

অবশেষে বক্তব্য এই যে উৎকোচ তিরোহিত করিতে গেলে কর্ম্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি এবং তাঁহাদের মনোনীত করণের উৎকৃষ্ট উপায় গ্রহণ আবশ্যক। অর্থের বিবেচনাই কঠিন, পরীক্ষা প্রথা কঠিন নহে। যদি নেটীব সিবিল সারবিস্ পরীক্ষা তিন শ্রেণী করা হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। ১ম শ্রেণী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আদি হাকিম হইতে পারেন ও সব ইনস্পেক্টর হইতে পারেন। ২য় শ্রেণীর ২০০ টাকা বেতন করিয়া তাহা হইতে সব ডিবিজনের সেরেস্তাদার, জজের সেরেস্তাদার ও সহকারী সব ইনস্পেক্টর করা আবশ্যক। ৩য় শ্রেণীর ১০০ টাকা করিয়া মুনসেফের উপযুক্ত সেরেস্তাদার ও অন্যান্য আফিসের হেড ক্লার্ক মনোনীত হইতে পারে। সেইরূপ আর একটী পরীক্ষা প্রথা প্রস্তুত করিয়া সাধারণ কর্ম্মচারীর ২টী শ্রেণী করা আবশ্যক। ইংরাজীরস্ত শ্রেণীর বেতন ৫০ টাকা ও বাঙ্গলা শ্রেণীর ৩০ টাকা করা আবশ্যক।

আমাদের উপরিউক্ত কথাগুলি স্বপ্নবৎ বোধ হইবে। কিন্তু প্রজার হিত কামনায় এক দিন না এক দিন গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় আলোচনা করিবেন আমাদের এই বিশ্বাস।

কার্য্য সুবিধা। পূর্ব্বে সহিমোহরী নকলের প্রতি পৃষ্ঠা ॥০ আনা ষ্টাম্প ও লেখনী খরচ না দিলে লোকে আইনমত কোন প্রতিলিপি পাইত না? এজন্য

কর্ম্মচারী ও তাহাদের সাহায্যকারীগণ হইতে লোকে বিনাষ্টাম্প নকল পাইবার জন্য পুরস্কার স্বরূপ উৎকোচ দিত। দাতা গৃহীতা উভয়েরই নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইত, কিন্তু দায়ে পড়িয়া। হাইকোর্ট যে ইদানী বহুতর আদেশ পত্র দ্বারা অবৈতনিক কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় দিয়াছেন এবং ষ্টাম্প বিনা প্রতিলিপি দিবার নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে লোকের পয়সা বাঁচুক আর না বাঁচুক নীতি সংস্কৃত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও উৎকোচের পথ রহিয়াছে। যাহারা আইনমত ফিস্ গ্রহণ করে, উপরিলাভের আশা রাখে না, তাহারা বিশেষ লোকের জন্য বিশেষ সত্বরতায় পটু নহে। সংখ্যানুযায়ী প্রতিলিপি দিবার বিধি বিচারক দিতে পারেন। কিন্তু সহসা যাহার প্রয়োজন হয়, তাহার তজ্জন্য দ্বিগুণ ব্যয় করিলেও ক্ষতি বোধ হয় না। এরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে কার্য্য অতিরিক্ত লোক বিনা চলে না। হাইকোর্ট যদি নিয়ম করেন যে, কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত ফিস্ দিলে প্রার্থিত মুহূর্ত্তে নকল দেওয়া যাইবেক এবং সেই অতিরিক্ত ফিসের জন্য যদি অতিরিক্ত কর্ম্মচারী থাকে, তাহা হইল এ বিষয়ে উৎকোচের পথ রুদ্ধ হয়।

নথি দৃষ্টিজন্য যে ।০ আনা ফিস নির্দ্ধারিত, হইয়াছে তাহা প্রথম আদালতে লোকের পক্ষে ক্লেশ কর। তাহাও ন্যূন করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণেও প্রতি আদালতে কএক জন উমেদার থাকে। তাহারা যে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ায় বিশ্বাস হয় না। তাহাদের জীবিকার জন্য অন্যূন ৮।১০ টাকা না দিলে তাহাদের কর্ম্মালয়ে রাখাই উচিত নহে। কারণ পুরাতন "মদনবিশের" ন্যায় ইহারাও গোপনে নকল দেন ও নথির তত্ব প্রকাশ করেন, নতুবা আদালতে কি খাইয়া থাকেন? আমরা আপাততঃ উৎকোচের ছিদ্র ও তন্নিবারণের উপায় সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম; ভরসা করি যাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা, তাহারা এবিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিবেন এবং সমুচিত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক প্রচলিত উৎকোচ প্রথার সমূলচ্ছেদ করিয়া প্রজাদিগের অনর্থক কষ্ট নিবারণ করিবেন।

জাতীয় ভাব ও বিজাতীয় সভ্যতা।

ব্যক্তি বা জাতি অথবা সম্প্রদায় বিশেষকে কখনই সমভাবে সর্ব্বগুণান্বিত দেখাযায় না। যে ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক যে জাতি সর্ব্বাগ্রগণ্য, যে সম্প্রদায় সর্ব্বত্র সমাদৃত এমন ব্যক্তি বা জাতি বা সম্প্রদায় আছে, যাহার নিকট কোন না কোন বিষয়ে সেই ব্যক্তি, সেই জাতি বা সেই সম্প্রদায়ের দর্প অবশ্যই চূর্ণ হইয়া যায়। ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য জাতিরা এতদ্দেশীয় লোক অপেক্ষা বহুতর গুণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এ কথা আজ কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তা বলিয়া যে সেই সমস্ত জাতি কোন বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অনুন্নত নহেন, এ সিদ্ধান্ত কখনই গ্রহণীয় হইতে পারে না। উদার ভাবে দৃষ্টি করিলে অতি প্রধান জাতিও জাত্যন্তর মধ্যে এমন কোন মহত্বের পরিচয় অবশ্যই পাইবেন যাহা সেই জাতি অনুকরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। বস্তুতঃ স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান ভিন্ন জাত্যাভিমান স্ফূর্ত্তি পায় না এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে স্বজাতির তুলনা ও উপমা ভিন্ন এই শ্রেষ্ঠত্ব অননুভূত থাকে। আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রমণীগণের সহিত তুলনা করিয়া যখনি জানিতে পারি ভারত ললনার তুল্য সতী নারী আর কুত্রাপি মিলে না, তখনি তাহা আমাদের গর্ব্বস্থল হইয়া দাঁড়ায় এবং এই রূপ গর্ব্বোত্তেজিত কোন কবির লেখনী হইতে এই কথা গুলি বিনির্গত হইয়াছে—

"সাধ্বী সতী ভারত ললনা, কোথা দিবে তাদের তুলনা?

শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা, অতুলনা ভারত ললনা।"

এইরূপ গর্ব্বে উত্তেজিত হইয়া সমস্ত জাতির লোকে আপন আপন জাতীয় প্রাধান্য লইয়া হর্ষ ও অহমিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক জাতির জাতীয় অভিমান এইরূপে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশানুরাগী লোকে এই শ্রেষ্ঠত্বকে জাতীয় 'ভাব বলেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে এই জাতীয় ভাবকে রক্ষণ ও পোষণ করিবার জন্য সযত্ন হন, ইহার অপলাপে আন্তরিক দুঃখ পান এবং যদ্দ্বারা এই অপলাপ সংসাধিত বা সংসাধনের আশঙ্কা হইয়া থাকে, প্রাণপণ চেষ্টায় তৎ নিবারণার্থ কৃতসংকল্প হন। ইহা অবশ্যই স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয় বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা আপনাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের উপর অটলভাবে দণ্ডায় মান থাকিয়া অপরাপর জাতির জাতীয় মহত্বের ভাবগ্রাহী হইতে ও সমাদর করিতে পারেন না এবং স্ব স্ব জাতির দোষ উপলব্ধি ও দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া তাহার সংশোধনে ইচ্ছা করেন না, আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র বা দেশের যথার্থ বন্ধু বলিয়া কখন বিশ্বাস করি না। প্রত্যুত আমরা তাঁহাদিগকে স্ব স্ব জাতির উন্নতির পথের কণ্টক স্বরূপ মনে করি। আমরা নিশ্চয় জানি যে এরূপ জাতীয় ভাবের মূলে ও অভ্যন্তরে অপরাপর জাতির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা সতত অবস্থিতি করে।

সচরাচর দুই প্রকারের লোক আমরা এখন এ দেশে দেখিতে পাই। তন্মধ্যে একদল জাতীয় ভাবে অন্ধ হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতকে অবরোধ করিয়া দূরে রাখিতে চান, আর এক দল সেই সভ্যতার নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া আপনাদের যথা সর্ব্বস্ব দিয়া তাহার বিনিময় করিতে উদ্যত। প্রথম দল বলেন "আমরা পূর্ব্ব পুরুষদের নিকট যাহা কিছু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, আমরা আর কিছু চাহি না। আমাদের যাহা আছে এস তাহারই উন্নতি সাধন করি।" দ্বিতীয় দল বলেন "আমাদের যাহা কিছু আছে, সে সকলি অতি জঘন্য, অতি ঘৃণিত, তাহা দূরে নিক্ষেপ কর, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদিগকে আর স্থান দিও না। যদি জাতিগণের মধ্যে গণ্য মান্য হইতে চাও, এখনি পশ্চিমাঞ্চল প্রেরিত সভ্যতার বেশ ভূষা অবিকল পরিধান করিয়া পরম সুখে দিন যাপন কর।" প্রথম দল আমাদিগকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ব্যাস বাল্মীকির সময়ের সভ্যতাকে দেখিতে ও সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে বলেন। আর এক দল আর্য্য ভূমি ভারতবর্ষকে চিরদিনের জন্য পশ্চিম প্রদেশে স্থানান্তরিত করিতে চান। এই দুই দলের কোন পক্ষেরই হস্তে ভারতের নেতৃত্ব সমর্পিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহাদের উপর ভারতের অধিক আশা ভরসা নাই। উপরোক্ত দুই দলের কোন পক্ষেরই সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি নাই। আমরা প্রাচীন কালের ভারতবর্ষও চাহি না এবং ইদানীন্তন কালের ইউরোপ ও আমেরিকাও প্রার্থনা করি না। আমরা স্থান কালের পরিবর্ত্তন পিপাসায় অস্থির নহি। আমরা ভারতবর্ষকে যথাকালে ও যথাস্থানে রাখিয়া সতৃষ্ণভাবে ইহার ভাবী স্বাস্থ্য বীর্য্য সৌন্দর্য্যপূর্ণ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন উন্নতির শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে চাহি। ইহার জাতীয় প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে অক্ষত থাকুক, ইহার বিশেষ গুণ ও ভাব অতি যত্নে ও সন্তর্পণে সংরক্ষিত হউক, অথচ অপরাপর জাতির জাতীয় প্রাধান্য ও মহত্ত্বের গুণগ্রাহী হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তদনুসরণে ইহার যত্ন ও চেষ্টা প্রসারিত হউক, আমাদিগের এই আন্তরিক ইচ্ছা। আমরা এক দিকে জাতীয় ভাবে অন্ধ হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মহত্ত্বকে অনাদর করিয়া অনুদার হইতে চাহি না, অন্য দিকে বিজাতীয় সভ্যতার প্রেমে বিমোহিত হইয়া আমাদের জাতীয় প্রাধান্য ও বিশেষ ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া অত্যুদার হইতেও প্রস্তুত নহি। অনুদারতায় আমাদের সমূহ স্বার্থ হানি হইবে এবং এ অত্যুদারতায় আমাদের কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা।

অবনত হইয়া অন্যান্য জাতির নিকট প্রত্যেক বিষয়ে অনেক শিক্ষা করিবার আছে, জাত্যহংকারে নিতান্ত অভিভূত না হইলে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই সত্য সর্ব্বতোভাবে সাধারণ রূপে পরিগৃহীত না হইলে এ দেশের বা কোন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে না। অতিমাত্র জাত্যহংকার যে অনেক প্রাচীন জাতির পতনের কারণ ও উন্নতির প্রতিবন্ধক ইতিহাস ইহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দান করিতেছে। হিন্দু, চিন বিশেষতঃ ইহুদী জাতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পুরাতন রীতি নীতির প্রতি অযথা অনুরাগ পৃথিবীতে উন্নতির বেগ যেরূপ প্রতিহত করিয়াছে এরূপ আর কিছুতে করিয়াছে কি না সন্দেহ। ভারতের নামকে সমুজ্জ্বল করিবার জন্য এক্ষণে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম যেরূপ আবশ্যক, আলস্য পরবশ হইয়া পূর্ব্বপুরুষদের মহদ্যশঃ আলোচনায় বা প্রাচীন রীতি নীতির গুণ ব্যাখ্যার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। সামর্থ হীন অলস নিষ্কর্ম্মালোকেরাই এরূপ কার্য্যে সতত ব্যাপৃত থাকে, এবং মনে মনে ও অন্যের নিকটে প্রাচীন সৌভাগ্যের আলোচনা করিয়া কোন ক্রমে বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যকে বিস্মৃত হইতে চায়। এরূপ জল্পনায় সমূহ অনিষ্ট। ইংলণ্ডীয় মহিলাকুলের অলঙ্কার কুমারী ফ্রান্সিস কব এতদ্দেশীয় এক জন মাননীয় লোককে এইমর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতা ও উন্নতি আরম্ভ করিতে গিয়া পূর্ব্বকালীন দেশীয় সদাচার মহদ্গুণ হারাইবার আমাদের ততদূর সম্ভাবনা নাই, প্রাচীন কালের সদ্গুণ বজায় রাখিতে গিয়া বর্ত্তমান কালের উন্নতি হারাইবার যত সম্ভাবনা আছে।" আমরা অনেক স্থলে এ কথার সত্যতা স্বীকার করি।

অন্য পক্ষে যাঁহারা যাহা কিছু স্বজাতীয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে যান, অনুকরণীয় জাতি সভ্যতম হইলেও তাঁহাদিগের লাভাপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণ যে অধিক হইয়া থাকে একথা বলা বাহুল্য। তাঁহারা মনুষ্যত্বের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হন; অন্যের রুচি, চিন্তা ও ব্যবহারের দাস হইয়া পদে পদে অস্বাভাবিক অনুবৃত্তিদ্বারা বিকৃত স্বভাব হইয়া পড়েন এবং আপনাপন জীবনে জাতীয় মহদ্গুণ সকলের পরিচয় না দিয়া বিজাতীয় দোষ সকলের দৃষ্টান্ত সহজে প্রদর্শন করেন। ভারতের বহুকালার্জ্জিত অনেক সদ্গুণ আছে, আমরা বিজাতীয় কোন প্রলোভনে তাহা বিনিময় করিতে চাহি না।

ঈশ্বর যেমন পৃথিবীর কোন দেশেই সর্ব্ববিধ সুবিধা প্রদান করেন নাই অথচ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিশেষ

সুবিধা বিধান করিয়াছেন; সেইরূপ তিনি পৃথিবীর কোন জাতিকে সর্ব্বগুণান্বিত করেন নাই, অথচ প্রত্যেক জাতিকে বিশেষ গুণে ভূষিত করিয়াছেন। এক দেশ স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়াও অন্যান্য দেশের সুখকর দ্রব্য দ্বারা সুখী হইবে যেমন তাঁহার ব্যবস্থা, এক জাতি জাতীয়ত্ব পরিত্যাগ না করিয়া অন্যান্য জাতির সদ্গুণ দ্বারা উন্নতি সম্পাদন করিবে ইহাও তাঁহার সেইরূপ ব্যবস্থা।

বিজ্ঞান চক্ষে মানব প্রকৃতি পরীক্ষা করিলে প্রতীত হয় মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া একটী স্বর্গীয় জ্যোতি চিরবিরাজ করিতেছে। দার্শনিক ভাষায় বিবেক, ধর্ম্ম বুদ্ধি, কর্ত্তব্য বুদ্ধি বা ন্যায়-বুদ্ধি ইত্যাদি নামে ইহাকে অভিহিত করা হয়। দেশ কাল ও অবস্থা ভেদে ইহার বিকাশের বিভিন্নতা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিভিন্নতা জাতি বিশেষের যাবতীয় সম্বন্ধের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন জাতির মধ্যে বন্ধুতার ভাব বিশেষ বিকসিত, কোন কোন জাতির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধের বিশেষ বিকাশ। এইরূপে কোথায় বা অপত্য স্নেহ ও কোথায় বা পিতৃমাতৃভক্তি; কোথায় বা স্বদেশানুরাগ, কোথায় বা পারিবারিক ভাব; কোথায় বা অতিথির প্রতি সৎকার, কোথায় বা দীন দুঃখীর প্রতি দয়া; কোথায় বা পুরুষদিগের প্রতি নারীদিগের সম্মান, কোথায় বা স্ত্রী জাতির প্রতি পুং জাতির সমাদর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া জাতি বিশেষের বিশেষ বিশেষ মহত্বের নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত বিশেষ ভাব দ্বারা ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় লোকে কিরূপ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতি লাভ করিয়াছে পশ্চাৎ তাহার আলোচনা করা যাইবে।

পুস্তক সমালোচনা।

সাধারণ লোকদিগের জন্য হোমিওপেথি মতে ওলাউঠার চিকিৎসা। মেসার্স আর কে মিত্র ও কোং দ্বারা প্রকাশিত এবং কলিকাতা সারস্বত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা।

ওলাউঠা যে প্রকার ভয়ানক রোগ, ইহার চিকিৎসা প্রণালী, সেইরূপ দুরূহ। এই রোগ সম্বন্ধে যত প্রকার চিকিৎসা প্রণালী আমরা সন্দর্শন করিয়াছি তন্মধ্যে হোমিওপেথিক মতে চিকিৎসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই পুস্তিকাখানি অতি সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত। যাহাদের বাঙ্গালা ভাষায় সামান্যরূপ অধিকার আছে, তাহারাও অনায়াসে ইহা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন।

উপরিউক্ত কোম্পানী এই হোমিওপেথিক মতে ওলাউঠা চিকিৎসার প্রধান ১০টী ঔষধি পূর্ণ একটী ছোট বাক্স ও স্বতন্ত্র একটী টিন কেশে ডাক্তার বেরিণীর এক শিশি কর্পূর এবং তৎপ্রয়োগ নিয়মাদি জ্ঞাপক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একত্রে ৮ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। বিতরণের জন্য ক্রয় করিলে ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। আমরা অনুরোধ করি প্রজাহিতৈষী জমিদারগণ এবং স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণ এই অত্যল্প ব্যয় স্বীকার করিয়া সাধারণের মহোপকার সাধন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থও পুস্তক সমেত এক এক বাক্স ঔষধ আপন আপন গৃহে রাখিবেন।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ মেং জি জি মরিস সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সিরাজগঞ্জের নিকট ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের এক খানি ফ্লাটে বজ্রাঘাত হইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

কলিকাতার লর্ড বিশপ চট্টগ্রাম আসিয়াছেন এবং কাকফিউ দর্শন করিয়া রেঙ্গুণে যাইতেছেন।

ডেলিনিউসের সহিত আমরা একমত হইয়া বলিতেছি, কোন কোন পুলিসে ইণ্টারপ্রিটার মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ক্ষমতা প্রকাশ করেন, কেহ শমনের প্রার্থী হইলে অনেক সময় তিনিই দেওয়া উচিত কিনা বিবেচনা করেন। সহযোগী মহাশয় এরূপ একটী ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন। এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া মাজিষ্ট্রেটদিগের উচিত।

ব্যারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন একফোর্ড তিন মাস অবকাশ পাইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কলিকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র সিবিলিয়ন জজ কেম্প সাহেব শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। ইনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পদ গ্রহণ করিয়া অবধি আমাদিগকে সুবিচার প্রদান করিয়া মহোপকার করিয়াছেন। বাঙ্গালিরা ইহাঁকে সম্মান সূচক অভিনন্দন প্রদান করিয়া জাতীয় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করুন্।

গত শুক্রবারে নৈহাটী ষ্টেসনে এক জন আরোহী গাড়ির মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, যখন ষ্টেসন হইতে গাড়ি ছাড়িয়া দেয় তখন তিনি চৈতন্য পাইয়া গাড়ি হইতে নামিবার চেষ্টা করায় পতিত হইয়া অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছেন। ইহাঁর উদরে একটী বৃহৎ প্লীহাও আছে। পীড়িত লোকের একা রেলের গাড়ীতে যাওয়া অতি অকর্ত্তব্য।

গত রবিবারে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বহু বাজারের রাস্তা দিয়া একখানি গাড়িতে ২টী ভদ্র গৃহস্থ কন্যা যাইতেছিলেন। এক জন কোন রূপে গাড়ি হইতে পড়িয়া অচেতন হন, চারি দিকে বাঙ্গালির ভিড় বাঁধিয়া গেল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে রাস্তার মধ্যস্থল হইতে সারাইয়া পার্শ্বে আনিতে পারিলেন না। শেষে এক জন ইউরোপীয় আসিয়া ২ জন কনেষ্টবল ডাকাইয়া তাঁহাকে এক দোকানে শয়ন করাইয়া মুখে জল সেচন করত চেতনা উৎপাদন করেন। বাঙ্গালিরা বোধ হয় পাছে ভদ্র কুলবধূর অপমান হয় এই ভয়ে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করেন নাই! ধিক্ তোমাদিগকে।

বিজন গ্রামের মহারাজা, কলিকাতা বড় বাজার পারিবারিক সাহিত্য সভার এক জন হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন।

গত শনিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় সংগীত বিদ্যালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন এক্ষণ অবধি সমুদয় মফস্বল কাছারি বেলা ১১ টার সময় খুলিতে হইবে। কাছারি কখন বন্ধ করিতে হইবে তা ঠিক্ না করিলে গরিব কর্ম্মচারীরা যে মারা যাইবে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, মেং রাইলণ্ড পুনরায় কলিকাতার কালেক্টর হইবেন।

মেডিকেল কলেজের রসায়ন অধ্যাপক এক ম্যাকনামারা কিছু দিন হইল, জষ্টিস দিগকে বলেন পলতা হইতে যে জল আইসে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অবিশুদ্ধ পদার্থ অধিক পরিমাণে

আসিয়া থাকে, তাহাতে ওলাউঠার সম্ভাবনা। দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত ডাক্তারের ভ্রাতা চক্ষুরোগ চিকিৎসক এবং চাঁদনি হঁস্পিটালের অধ্যক্ষ ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে অনেক আরোগ্য হইয়াছেন। কলের জল কলিকাতার প্রাণ, যাহাতে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ থাকে, সর্ব্বতোভাবে এমন উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য।

ই, সি, বেলী সাহেব পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস্ চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি আরো দুইবার মনোনীত হইয়াছিলেন এবং বরাবর আপনার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

সমাচার চন্দ্রিকা বলেন, বোম্বাইয়ের পোষ্ট মাষ্টার বাঙ্গলার পোষ্ট মাষ্টারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং রোজ্ঞাক সাহেব কলিকাতার রায় দীনবন্ধু মিত্রের পদে নিযুক্ত হইতেছেন। ডাক বিভাগে নাকি উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালীদের পরিবর্ত্তে ইংরজদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। এ অবিচারের কারণ কি?

এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, চন্দননগর থিষ্টিক সভা নাম্নী একটি সভা ফরাস ডাঙ্গার হাটখোলা সম্বল রায়ের শিবতলার রাস্তায় স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবারে অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় ব্রহ্ম উপাসনা এবং মাসের প্রথম রবিবার প্রাতে মাসিক সমাজ হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত প্রত্যেক রবিবারে অপরাহ্ণ ২ টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা হয়, যে কেহ ইচ্ছা করুন ইহাতে যোগ দিতে পারেন।

হাবড়া পুলিস্ অত্যাচারটী পিপল্স ফ্রেণ্ডে নাটকাকারে বর্ণিত হইয়াছে। এ ব্যাপারটী সহজে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় এবং বেঙ্গল পুলিসের সংস্করণ সাধন না হইলে সাধারণে ইহার আন্দোলন পরিত্যাগ না করেন।

আমরা শুনিলাম বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে "সাধারণ ধর্ম্মসভা" নামে একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক একত্র হইয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ দ্বারা ধর্ম্ম এবং সমাজের উন্নতি সাধন করিবেন। রামমোহন রায় এইরূপ উদ্দেশেই ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের মিলন সাধন সহজ ব্যাপার নয়। সাধু চেষ্টা যত হয় তত ভাল।

সুলভ বলেন, "কয়েক দিন হইল মাটীয়াবুরুজের নিকট একজন মুসলমান একজন মাঝির সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত করে যে, লক্ষ্ণৌরের দুই-জন মুসলমান একটী স্ত্রীলোককে তোমার নৌকায় আনিয়া তাহাকে কাটিয়া নদীজলে ফেলিয়া দিবে এজন্য তুমি দুই শত টাকা পাইবে। মাঝি একথা ঘাটমাঝিকে বলে এবং সে তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ঐ মাঝিকে স্বীকার করিতে বলে। পরে মুসলমানেরা আসিল, ঘাটমাঝি তখন নৌকার এক কোণে লুকাইয়াছিল। যাই তাহারা মেয়েটিকে মারিতে যাবে, অমনি ঘাটমাঝি ক্যাঁক করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। আলিপুরের কোর্টে তাহাদিগকে চালান গিয়াছে।

"মদ্যপায়ীদিগের অশেষ কীর্ত্তি! এই নগরের একজন ভদ্র লোকের ছেলে, বয়ঃক্রমও বড় কম হয় নাই, অনেক দিন হইতে শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মদ্যপানে এমনি অনুরাগ যে তাহার জন্য একবার অঙ্গের সমস্ত বস্ত্রগুলি শুঁড়ির দোকানে দিয়া শেষে একখানি "ডেলিনিউসের" কাগজ পরিধান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। ইহা অপেক্ষা আর বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে! ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিধান করেন, আর ইনি শুঁড়ির চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া "ডেলিনিউস" পরিধান করিয়াছেন। দিন দিন মাতালের যে কত বিচিত্র লীলা প্রকাশিত হইতেছে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।"

এডুকেশন গেজেট বলেন, "চট্টগ্রামের শেসন আদালতে একটী আশ্চর্য্য ডাকাতি মকদ্দমার বিচার হইতেছে। এক ব্যক্তির বাটীতে একজন চোর চুরি করিতে যায়, সে রাত্রে আর কতকগুলি ডাকাতও তার বাটীতে আসে। ডাকাতের ভয়ে চোর তাড়াতাড়ি করিয়া একটা কেলেহাঁড়ি মাথায় দিয়া মাচার উপর লুকাইয়া রহিল। বুদ্ধিমতী গৃহস্বামিনী তাহার স্বামীকে সিঁদের ভিতর দিয়া সরাইয়া দিয়া ঘরে আপনি একাকিনী রহিল। ডাকাতেরা ঘরে প্রবেশ করিয়া ধুমধাম করাতে সে বলিল, ঐ দেখ আমার স্বামী কেলেহাঁড়ি মাথায় মাচার উপর বসিয়া আছেন। তাহারা চোর বেচারাকে ধরিয়া মারিতে লাগিল, সে আপনার যথার্থ পরিচয় দিয়াছিল কিন্তু ডাকাতেরা তাহা বিশ্বাস করিল না। স্ত্রীলোকটী চোরকে স্বামী সম্বোধনে বলিতে লাগিল—কোথায় কি রাখিয়াছ দাওনা কেন? তোমার কষ্ট আর আমার প্রাণে সয় না। আমরা দুজনে না হয় ভিক্ষা করিয়া খাইব। ঘরে এই ব্যাপার হইতেছে ওদিগে তাহার স্বামী লোকজন যড় করিয়া চোর ডাকাত সকলকে ধরিয়া ফেলিল। ঠিক এইরূপ একটী পুরাতন গল্প প্রচলিত আছে।"

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন উকীল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টে ওকালতি করিবার জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু জজেরা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের একজন উকীল কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল হইবার জন্য আবেদন করাতে উক্ত জজেরা তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, সেই কারণের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জজেরা ঐ প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। ওকালতী করিতে দিবার সময় আবার জাতি বিচার কেন? ইহাতে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে কেবল বৈরভাব জন্মাইয়া দেওয়া হয়।

উত্তর পশ্চিম।

রাজ্ঞীর জন্ম দিনে সিমলায় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর যে লেভি আহ্বান করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত দেশীয় প্রধান লোকেরা উপস্থিত ছিলেন—গোয়ালিয়রের মহারাজা, বিলাসপুরের রাজা, নাটোরের রাজা চন্দ্র নাথ রায়, বিজরাজ বাহাদুর, মৌলবি ইঝার হোসেন খাঁ বাহাদুর, জুবলের রাণা কায়ম চাঁদ, কোটীর রাণা বিষণ চাঁদ, গবর্ণমেণ্ট হাউসের ধনাধ্যক্ষ বাবু গোপাল মোহন কর, রেসালদার মহম্মদ আফজল খাঁ উজির জাদা।

শুনা যাইতেছে বোম্বাইয়ের লকউড কিপলিং সাহেব ল্যাহোর শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইবেন। এবিদ্যালয়টী ইণ্টার প্রভিন্সাল প্রদর্শনের সময় কোথায় ছিল?

টেলিগ্রামে সংবাদ পাওয়া গেল সিমলায় উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে।

গত রবিবার শতদ্রু নদীর সেতুর পুনঃ সংস্করণ হইয়া রেলশকট গমনার্থে খোলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইবে।

এপ্রিল মাসে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৫৪৩৬০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বারাণসীর মৌলবী সায়দ আমেদ খাঁ মুসলমানদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে পাটনায় একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেকে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

আগামী ১৮৭৪ অব্দের মার্চ মাসে সর জন ষ্ট্রাচি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইবেন। আমরা ত ষ্ট্রাচির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, এখন টেম্পল সাহেব বঙ্গ দেশের মায়া পরিত্যাগ করিলেই সকল দিক রক্ষা হয়।

শুনা যাইতেছে কাশ্মীরের রাজা রাজপুত্রগণ

এবং তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকদিগের সন্তানগণের শিক্ষার্থ জমুতে একটী স্কুল খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সংস্কৃত ইংরাজী পারসা তৈলঙ্গ ভাষার শিক্ষা দেওয়া হইবে। কাশ্মীরের রাজার বিদ্যাশিক্ষায় বিলক্ষণ অনুরাগ আছে।

জোয়ানপুরের সুবর্ডিনেট জজ বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। নর্থ ওয়েষ্ট হেরাল্ড বলেন ইনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কর্ম্মচারী এবং সচ্চরিত্রতার জন্য বিশেষ প্রশংসিত ছিলেন।

বোম্বাই।

গুইকুমার মলহররাও আরোগ্য লাভ করিয়া ৭০ জন কয়েদিকে খালাস দিয়াছেন এবং ২০ হাজর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে ৫টাকা করিয়া দক্ষিণা দিয়াছেন।

আগামী শীত ঋতুতে দুই দল সার্বেয়র নিজাম রাজ্যের যথার্থ সীমা পরিমাণ করিতে যাইবেন।

মলহর রাও গোবিন্দ রায়জি নামক এক ব্যক্তিকে আপন সৈন্যের অধ্যক্ষতা পদ দিয়াছেন।

গত ২৭শে তারিখে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাইয়ে ২৯৮ জন মনুষ্যের মৃত্যু হইয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ২৫ জন অল্প।

সাক্ষীদিগকে আদালতে উপস্থিত করিতে হইলে তাহাদিগের খরচার দাবিতে অনেককে উত্যক্ত হইতে হয়, এই জন্য বোম্বাই হাইকোর্ট সাক্ষিদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদিগের প্রাপ্য সমস্তের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি কলিকাতা হাইকোর্ট ইহার অনুকরণ করুন, নচেৎ দুষ্ট সাক্ষিদিগের যন্ত্রণায় অনেকে মোকর্দ্দমা করিতে বিশেষ কষ্ট পায়।

সম্প্রতি পুনায় একটী ঝড় হইয়া অনেক লোকের গৃহাদি ভগ্ন করিয়াছে।

টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া বোম্বাই অঞ্চলের ঝড় বৃষ্টির সংবাদ লিখিয়াছেন। গত বারের পূর্ব্ব বুধবার রাত্রে তথায় ঝটিকা, বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয় তাহাতে বোম্বাই বন্দরের অনেক ক্ষতি করিয়াছে এবং ১৫ খানি দেশী নৌকা জলমগ্ন করিয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ণে পুনাতে প্রবল ঝটিকা হয়। ঝড়ের বেগে ট্রিচার কোম্পানির দোকানের ছাদের মাঝখানটা উড়িয়া যায়। ঝড় বৃষ্টি সম্বন্ধে ডবলিউর গণনা ঠিক্ হইতেছে।

মান্দ্রাজ।

গত ১৭ ই হইতে ২৩ শে মের মধ্যে মান্দ্রাজের মৃত্যু সংখ্যা ২৭১ জন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রীষ্মের নিমিত্ত উটী পর্ব্বত শৃঙ্গে গমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে প্রেসিডেন্সি কলেজ ভিন্ন সকল বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে। উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদিগের বোধ হয় গ্রীষ্ম হয় না।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ান একটী বিবীর আশ্চর্য্য অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষার বিষয় লিখিয়াছেন। গত ২৫ শে ১১টা রাত্রির সময় একটী বিবী ।৴০ দামের খাঁটি আফিম ভক্ষণ করেন। তৎক্ষণাৎ বমীর ঔষধ দেওয়া হয় এবং রাত্রি ১টার সময় মেও হস্পিটালে লইয়া যাওয়া হয়। ষ্টম্যাক পম্প ৩ বার দিয়া এবং দেহ চিরিয়া আট্রোপাইন আরোক প্রয়োগ করিয়াও তাহার চেতনা হইল না। ৫টার সময় নাড়ীর গতি বন্ধ হইল এবং মিনিটে ১০ বার মাত্র শ্বাস বহিতে লাগিল। সেই সময় হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া চালাইয়া দেওয়া হইল এবং হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন রক্ষার্থ মধ্যে মধ্যে তাড়িত প্রয়োগ হইতে লাগিল। ১৩ ঘণ্টা সম্পূর্ণ অচেতন থাকিয়া বিবী চৈতন্য লাভ করেন এবং পরে বেশ আরোগ্য হইয়াছেন। বিবিটীর পুনর্জ্জন্ম। চিকিৎসার ধন্যবাদ।

গুরগুণের অফিসিয়েটিং ডেপুটী কমিসনর ডি ফিটজব্রেক সি এস গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, শীঘ্র সিমলায় যাইবেন।

বোম্বাই হাইকোর্টে এক জন দেশীয় জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। মান্দ্রাজের হাইকোর্টেও এক জন দেশীয় জজ নিযুক্ত হন এ নিমিত্ত মান্দ্রাজের লোকেরা প্রার্থনা করিয়াছেন। মান্দ্রাজের এ প্রার্থনা অসঙ্গত হয় নাই।

ইউরোপ।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম, রাজকন্যা আলিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডার্মষ্টাট রাজপ্রাসাদের জানালা হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আবিসিনিয়ার মৃতরাজা থিয়োডোরের পুত্র ইংলণ্ডে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মানসিক উন্নতিও উত্তম হইতেছে। তিনি একণে জুনিয়র স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। প্রধান শিক্ষক জেম্স্ ব্রেক সাহেব ইহাঁর তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছেন।

১ লা জুন তারিখে তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে, পারস্যের শাহ বার্লিন নগরে বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছেন।

ভায়েনার প্রদর্শনে একটী মহৎ ভোজে আমাদিগের প্রিন্স অব ওয়েলস্ তাঁহার ভগিনীর সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। পাঠক হাস্য করিবেন না, ইহা রাজ প্রদেশীয় আচার।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল ইংলণ্ডস্থ কতকগুলি এদেশীয় ভদ্র লোক তথায় "লণ্ডন বেঙ্গলি লাইব্রেরি" নামে একটী পুস্তকালয় খুলিয়াছেন। এখানে যাবতীয় প্রধান দেশীয় সংবাদ পত্র থাকিবে। এ অনুষ্ঠানটী প্রশংসনীয় বটে।

বিবিধ।

রুসীয়েরা একটী মস্জিদে পান্থশালা করাতে, কাবুলের আমিরের বিদ্রোহী ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল রহমন খাঁর সহিত বিবাদ হয়। তজ্জন্য রুসীয়েরা তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছে। মেষের শত্রু বাঘে খায়।

কাবুলের এক জন মৌলবি জনরব তুলিয়াছিল যে কাবুলের আমীর শিয়ার আলি খৃষ্টান হইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সাধারণকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করে। আমীর কান্দাহারে তাহাকে তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন।

রুসিয়ার সম্রাট ভায়েনা প্রদর্শন দর্শনার্থ সেন্টপিটর্সবর্গ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

বিশপ হারিস নামে যে সাহেব ধর্ম্মোন্নতির জন্য পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন, তাঁহার শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিবার কথা আছে।

ফরেন্ ডিপার্টমেণ্ট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমত্যানুসারে যে সকল এদেশীয় ইংলণ্ডে যাইবেন উহাদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা যাইবে তাহা ইণ্ডিয়া আফিসে পোলিটিকাল সেক্রেটারির গোচর করিতে হইবে। তাহা হইলে ইণ্ডিয়া আফিস তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান সহকারে আহ্বান করিতে পারিবেন।

সে দিন কতকগুলি কুলি টারমালা দেব মন্দিরের পার্শ্বস্থ ভূমি খনন করিতে করিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার স্বর্ণ মুদ্রা হীরক ও অন্যান্য বহু মূল্য প্রস্তরাদি পরিপূর্ণ একটী স্বর্ণ পাত্র পাইয়াছে।

মেলবোরণের একজন বণিকের নিকট ১৫৯ গ্রেণ পরিমিত একটী মুক্তা আছে। এরূপ বৃহৎ মুক্তার বিষয় কখন শুনা যায় নাই। এটী ভায়েনা প্রদর্শনে প্রেরিত হইবে।

অনেকে বলেন, সোমাটের জাখুন্দ বাল্যাবস্থায়

একজন মেষপালক ছিলেন। তিনি আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করেন। ইনি ইংরাজদিগের বড় বিদ্বেষী। তিতু মিয়া এইরূপ আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করিয়া "গোলা খা ডালা" বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ইংরাজদিগের গোলার মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান্ পব্লিক ওপিনিয়নের পেসোয়ারস্থ একজন সংবাদ লিখিয়াছেন, সোয়াটের আখুন্দের পুত্র হাজিদাতা সাহেবের পুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা গোপনে অনেক অস্ত্র শস্ত্র কিনিয়াছে। তাহারা তত্রত্য হিন্দুস্থানীদিগকে লইয়া সৈন্য দল পুষ্ট করিতেছে। আবদুল্লা খাঁ গজি ইহাদিগকে ইংরাজী অস্ত্র প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত ও, এস, ষ্টাক সাহেব কিছু দিনের জন্য মুরসিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এস, এফ, হ্যাণ্ডলে সাহেব কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরের সেণ্ট্রাল জেলের ভার পাইবেন। উক্ত জেলের চিকিৎসা ভার ডাক্তার আর, জি ম্যাথিউ সাহেবের হস্তে থাকিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ধর্ম্ম দাস বসু মেডিকাল কালেজ হাঁসপাতালে প্রথম সার্জ্জনের ওয়ার্ডের হাউস সার্জ্জন হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, পি, ডেবিস সাহেব কিছু দিনের জন্য হাজারিবাগের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

মাকেঞ্জি সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত ডবলিউ, এচ, রাইলাণ্ড সাহেব কলিকাতার ষ্ট্যাম্প কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং ১৮৫৬ অব্দের ২১ আইন অনুসারে কলিকাতা ২৪ পরগণা এবং হুগলীর (সালকিয়া থানার সীমা মধ্যে) আবকারী রাজস্বের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। রাইলাণ্ড সাহেব ১৮৬৭ অব্দের ২১ আইনের ২২ ধারানুসারে কলিকাতা ২৪ পরগণা ও হুগলীর ভূমি সংক্রান্ত রাজস্বের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীযুক্ত এ টি ম্যাক্লিয়ন সাহেব প্রিন্সেপ সাহেবের অনুপস্থিত কালে প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জজ হইবেন।

শ্রীযুক্ত এ, জি উইলসন সাহেব হাজারিবাগ উপবিভাগের আম্বুয়ারাজ্যের সব্ রেজিষ্ট্রার হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় যিনি সম্প্রতি পাটনা বিভাগে বদলী হইয়াছেন, কিছু দিনের জন্য বিহার বিভাগের ভার পাইলেন।

সিলেটের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি, রবান্ সাহেব ময়মন সিংহে বদলী হইবেন।

শ্রীযুক্ত টি, টি, এলেন সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাহাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজ হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ স্মিথ সি, ই, কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন (বি, সি,) অনুসারে একজন কমিশনর হইলেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু গদাধর খাঁ রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার বাবু ভৈরব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফরিদপুরের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

বাবু বিহারীলাল চন্দ্র কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরের সব রেজিষ্টরি আফিসের ভার পাইলেন।

রবার্ট নাইট সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি হইবেন।

এচ,জে,এস, কটন কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারী হইবেন।

শ্রীযুক্ত এল, সি, এবট বিশেষ কার্য্যের জন্য আপাততঃ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিএটে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত জি, জে কলি সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নত হইবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

কিছুদিন হইল, সোমপ্রকাশের প্রেরিত স্তম্ভে বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী বারুইপুরের মুনসেফ মৌলবী আমীনদ্দীন মহম্মদের বিচার সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং সাধারণ ন্যায়পরতার অনুরোধে নিম্ন লিখিত কএক পঙক্তি না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

রাজেন্দ্র বাবু ঐ আদালতে দুইটী মোকদ্দমা করেন। ১ম মোকদ্দমায় গঙ্গাচরণ চক্রবর্ত্তীর নামে এস্পেসিয়াল রেজীষ্টরী কৃত একখানি তমস্থক অনুসারে, আসল ৫০ টাকা ও তৎপরিমাণে সুদ পাইবার নিমিত্ত নালীস করেন; মুনসেফ মহাশয় ডিক্রী করেন, কিন্তু ডিক্রীর পর হইতে দাবিকৃত টাকার সুদ দেন নাই। ২য় মোকর্দ্দমায় রাজেন্দ্র বাবু হারাণ চক্রবর্ত্তীর নামে আসল ১০টাকা সুদ ২১।০ একুনে ৩১।০ টাকার মধ্যে স্বয়ং ১।০ পরিত্যাগ করিয়া ৩০ টাকা পাইবার জন্য নালীস করেন। এই মোকর্দ্দমা মুনসেফ মহাশয় প্রতিবাদির অনুপস্থিতিতে নিষ্পত্তি করেন, তাহা রাজেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই "মোকর্দ্দমা এক তরফা তরমিম (অর্থাৎ আংশিক) ডিক্রী হয়। দাবীর মধ্যে ১৪।০ ও তৎপরিমিত ব্যয় সুদ সহ প্রতিবাদীর নিকট হইতে বাদী পায়। অদ্য হইতে শতকরা মাসিক ।০ আনা সুদ ধরিতে হইবেক।" এই দুইটী নিষ্পত্তিতে পত্রপ্রেরক অভিলষিত ফল না পাইয়া লিখিয়াছেন যে "আইনের অধীন হইয়া বিচারপতিকে বিচার করিতে হয় সুতরাং অর্থি প্রত্যর্থির মনে অসন্তোষ হইলে তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু কারণ সত্বে আইনের পথ জানিতে পারিয়াও বিচারপতির অসঙ্গত অভিপ্রায় প্রকাশ করা যার পর নাই কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।" রাজেন্দ্র বাবু অযথার্থ কথা বলেন নাই, কিন্তু এস্থলে মুন্সেফ ইচ্ছাপূর্ব্বক আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন কি না তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ডিক্রীর পর সুদ দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনাধীন; এরূপ স্থলে প্রপীড়িত অধমর্ণকে প্রবল উত্তমর্ণের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুদ না দিলে অথবা অল্প সুদ দিলে কি আদালতের অবিচার করা হয়?

২য়—আইনের মর্ম্ম এই যে, বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কোন স্পষ্ট চুক্তি না থাকিলে ওয়াদার পর কি নিয়মে সুদ দেওয়া হইবে তাহা বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। হাইকোর্টের ভূরি ভূরি নিষ্পত্তি ও সরকিউলর অর্ডার দ্বারা ওয়াদার পর ওয়াদায় লিখিত নিয়মে সুদ দিবার পক্ষে নিষেধ আছে, এতদ্ব্যতীত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে উত্তমর্ণ কোন কালে কোন কারণে সুদ ও আসলে একত্রে আসলের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক টাকা পাইতে পারেন না। হাইকোর্টের কৃত অনেক

নিষ্পত্তিও এই নিয়মানুসারে হইয়াছে। ফলতঃ রাজেন্দ্র বাবু যে কোন্ আইন অনুসারে মুনসেফ মহাশয়ের বিচারগুলি আইন সঙ্গত হয় নাই বলিয়াছেন, আমরা ত বুঝিতে পারিলাম না। রাজেন্দ্র বাবুর আর একটী সংস্কার এই যে, মোকদ্দমা এক তরফা হইলে বাদী যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাই পাইবেন এবং তাঁহার দাবী সপ্রমাণ হউক আর না হউক প্রার্থিত বিষয় না দেওয়া আদালতের একান্ত অন্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আইন ইহার বিপরীত।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, অকারণ সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠার হানি করা একান্তঅন্যায়। ফলতঃ বারুইপুরের উল্লিখিত মুনসেফ মহোদয় যেরূপ পরিশ্রম ও যত্নাতিশয় সহকারে মোকদ্দমার বিচার করেন, তাহাতে রাজেন্দ্র বাবুর অকারণে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা সাধারণের ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। ইহার ন্যায় বিচক্ষণ, ন্যায়বান ও কার্য্যদক্ষ বিচারক অতি বিরল। ইঁহার বিচার প্রণালী দর্শনে আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইনি অতিশয় শান্ত প্রকৃতি, সরল ও নিরহঙ্কার। যদি সকল মুনসেফ ইঁহার দৃষ্টান্ত লইয়া কার্য্য করেন তাহা হইলে আদালত একণকার ন্যায় শঠ ও স্বার্থপর লোকের স্বার্থ সাধনের স্থল হয় না। আমাদের প্রার্থনা যে গবর্ণমেণ্ট মৌলবী আদীলদ্দীন মহম্মদকে বারুইপুর চৌকীতে কিছু কাল স্থায়ী করিয়া সাধারণের শান্তি ও সুখ বর্দ্ধন করেন।

৫ই জুন ১৮৭৩ } ন্যায়।

মহাশয়!

আজ কাল এখানে বড়ই গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব, এমন কি গরমের জন্য প্রাণ আই ঢাই করিতে থাকে। মে মাসের প্রথম হইতে বৃষ্টি হওয়াতে এখানে যে প্রকার ঠাণ্ডা হইয়াছিল তাহাতে মনে করিয়াছিলাম যে এবার গ্রীষ্ম তত শীঘ্র অনুভব করিতে হইবে না। কিন্তু দেখিতে না দেখিতে হঠাৎ ভয়ানক গ্রীষ্ম আসিয়া আমাদের প্রাণকে দগ্ধ করিতেছে, এমন কি শুনিতে পাই সর্দ্দিগরমিতে লোকদিগের মৃত্যুও হইতেছে।

২। এস্থান হইতে ৪।৫ ক্রোশ দুরে বর্ষে২ একটী প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে, তাহাকে ভদ্র কালীর মেলা কহে। উক্ত স্থানে একটী শুভ্র প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। কেহ সেই মূর্ত্তিকে কালীর মূর্ত্তি বলেন, কেহ বলেন যে ভগবতী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কালীর মন্দিরটী তত বড় নহে, পরম্পরাগত এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে রণজিৎ সিং একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং মানস করিয়াছিলেন যে উক্ত দেবীকে ঐ বৃহৎ মন্দিরে স্থাপন করিবেন। কিন্তু দেবী রাজাকে স্বপ্নযোগে নিষেধ করেন তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা না হয়। এজন্য রণজিৎ সিংহের নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দিরটী শূন্য রহিয়াছে। এই মেলাতে নানা স্থান হইতে লোক সমাগত হয় এবং এ অঞ্চলে যত মেলা আছে, তন্মধ্যে ইহা বৃহৎ মেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এঅঞ্চলে সচরাচর যে সকল মেলা হইয়া থাকে তাহাতে স্থানীয় লোক সমাগত হয়, কিন্তু এই ভদ্র কালীর মেলায় অনেক দূরস্থ লোক আসিয়া থাকে। এখানকার লোকদিগের মেলার প্রতি একটী বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। তাহারা মেলার দিন আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে মনোনীত বেশ ভূষা করিয়া মেলায় যাইবার জন্য যেন পাগল। এই ভদ্রকালীর মেলার দিন এমন কি লাহোর জনশূন্য হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সব দোকান বাজার এক প্রকার সে দিন বন্ধ থাকে। এই ভদ্র কালীর মেলাতে এমন কি এক লক্ষ লোক সমাগত হয় এবং এত জনতা হয় যে কখন কখন ওলাউঠা রোগ আবির্ভূত হইয়া জনতা হ্রাস করিয়া ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে এ বৎসর কোন রোগ উপস্থিত হয় নাই।

যখন মেলার এত ধুম ধাম তখন মেলা উপলক্ষে কি হয় এবং কিসের জন্য যে লোকের মন এত আকৃষ্ট হয় ইহা জানিতে স্বভাবত কৌতূহল হইতে পারে। কিন্তু সে কৌতূহল কৌতূহল মাত্র। আমোদ কৌতুক ব্যতীত বিশেষ ব্যাপার বড় দেখা যায় না, কিন্তু সাধারণতঃ এখানকার মেলাতে বারাঙ্গনা দেবীর পূজা ও তদানুষঙ্গিক আমোদ প্রমোদেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের একটী প্রশংসার বিষয় এই যে প্রত্যেক বড় বড় মেলায় যাহাতে শান্তি রক্ষা হয় ও পীড়াদি হইলে লোকের যাহাতে সুচিকিৎসা হয় এবিষয়ে তাঁহারা উত্তম বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ভদ্রকালী মেলা সম্বন্ধে একটী কথা আছে তথায় যাইবার ভাল রাস্তা নাই, এজন্য লোকের বিশেষ কষ্ট হয় এই অভাবটী দুর হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

লাহোর জুন ১৮৭৩।

সম্পাদক মহাশয়!

১। জয়নগরের নূতন সংস্থাপিত ডিস্‌পেনসরির কম্পাউণ্ডার গোপনে মদ বিক্রয় করাতে পুলীস কর্ত্তৃক ধৃত ও বারিপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১০০ টাকা দণ্ডিত হইয়াছে। ডিস্পেন্সরীর অধিকারী এল, এম, এস, ডাক্তার বাবু বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়াতে তাঁহাকেও লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। অধিক কৌতুকের বিষয় এই, যে মাতাল বাবুরা তাঁহাকে মদ বিক্রয়ে লওয়াইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। জয়নগর মজীলপুরে এত মাতালের সংখ্যা বাড়িয়াছে যে তাহার নিকট কালীঘাট, ভবানীপুর হার মানে। মজীলপুরে মাতালদের দাপটে রাত্রিকালে গ্রাম থর-হরি কম্পমান্। জমীদার বাবুদের বাটীর কতক গুলি যুবা ও তাহাদের মোসাহেবগণ গ্রামের অন্যান্য যুবাদিগকে নষ্ট করিতেছে। আজ কাল স্কুলে কচি কচি ছেলেরা পর্য্যন্ত মাতাল হইতেছে।

২। সুরার আনুষঙ্গিক চরিত্র দোষও অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। ভদ্রলোকের বউ ঝির আবরু ও ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া ভার। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই, মজীলপুরের কোন কোন জমিদার সন্তান গ্রামের দুঃখী গৃহস্থের অল্পবয়স্কা কুলাঙ্গনাগণকে টাকার লোভ দেখাইয়া আপন আপন বৈঠকখানায় আনেন এবং কেহ কেহ ভদ্র পল্লির মধ্যস্থিত উদ্যান বাটীতে রাখিয়াছেন এবং সেখানে দিবারাত্রি বদমায়েসদিগকে লইয়া জটলা করেন। ইঁহাদের দৌরাত্ম্যে অনেক ভদ্রলোক দেশ ত্যাগ করিতে উদ্যত। অন্যান্য দেশের জমীদারদিগের অত্যাচার বাহিরে, কিন্তু দক্ষিণ দেশের অনেকের ঘরে বাহিরে। এমন সময়ে বারিপুরের সবডিভিজন যদি উঠিয়া যায়, দুষ্ট পাষণ্ড দলের পাথরে পাঁচ কিল।

৩। বহড়ু বিদ্যালয়ের দুরবস্থা দেখিয়া দক্ষিণ বারাশত নিবাসীগণ একটা ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক একটী স্ত্রীলোক ঘটিত জঘন্য কলঙ্কে পোড়া মোকদ্দমায় প্রধান নায়ক হওয়াতে দেশে হুলুস্থুল আন্দোলন পড়িয়াছে। এসেসের গোবিন্দ বাবুর ন্যায় যোগ্য লোক বারাশতে থাকিতে বিদ্যালয়টীর কোন গোলযোগ না ঘটে।

১৮৭৩। ৫ই জুন। শ্রীঃ—

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৶০
মাসিক	৸৹	৸৶০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণিয়াটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED No. 48

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ। ৯ম সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—৩২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইং ১৮৭৩—১৩ই জুন | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬, টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল সহিত ৭॥০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত কল্য ১১টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের পঞ্চম ফৌজদারী সেসনের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

গত ৩১শে মে তারিখে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকতায় ১৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে ৫জন অল্প। ২ জনের বসন্তে ২২ জনের ওলাউঠায় এবং অবশিষ্টদিগের অন্যান্য রোগে প্রাণনাশ হয়।

আগামী ১৬ই জুন সোমবার রাত্রি ৮টার সময় ব্রাহ্মবন্ধু সভায় বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম এ 'ধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ' এই বিষয়ে ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করিবেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কোন্নগরের যে আশ্চর্য্য মিথ্যা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে একটী প্রেরিত পাইয়াছিলাম, অদ্য তদ্বিষয়ে আর একখানি প্রেরিত পত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। পাঠকগণ একবার পাঠ করিবেন।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব রঙ্গপুরে গমন করিবেন এই জনশ্রুতিতে তত্রত্য লোকেরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। এখন আহ্লাদ হইতেছে কিন্তু পরে কাঁদিতে না হইলেই ভাল হয়।

মীর আহম্মদ সা নামক আর একজন কাবুলের রাজদূতের শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনা আছে। ইনি ১৪ ই জুনের মধ্যে পেশোয়ারে উপনীত হইবেন। ইনি সিয়ার আলীর কাউন্সিলের একজন সভ্য।

---

৭ ই জুন পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, শীঘ্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে শস্যাদির বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। এই বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন কেবল শস্য হানি নয়, প্রায় সর্ব্বত্রই ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বর্দ্ধমানে এখনও জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। স্থানে স্থানে পশু পীড়াও উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ ইংলণ্ডস্থ রাজস্ব কমিটী হইতে এদেশে যে কমিসন পাঠাইবার কথা হয় ফসেট সাহেব তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে গিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ দ্বারা প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া কঠিন হইবে। যে সকল ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সমুদয় পাথেয় ব্যয় দিতে স্বীকৃত আছেন।

ইংলিসম্যানের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, খিবা সম্পূর্ণ দখল করিয়া রুশীয়েরা হিরাট প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছে। জনরব উঠিয়াছে আবদুল রহমান খাঁ রুশীয় সৈন্য দলে কর্ম্ম পাইয়াছেন এবং তিনি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রুশীয়েরা তাঁহাকে এই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবল এই মাত্র উত্তর দিয়াছেন যে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করার নিমিত্তই তিনি এইরূপ হইলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের আজ কাল এমনি অবস্থা বটে।

দশহরার দিবসে নিমতলার ঘাটে বিশ্বম্ভর নান নামক একজন ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবা সন্তরণ দিবার সময় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমরা শুনিলাম নিমতলার ঘাটকে ক্রমে অগ্রসর করিয়া মিউনিসিপালিটী যে রাস্তা বাহির করিয়াছেন তাহাতে স্নান করিবার স্থানটী একটী ভয়ানক গর্ত্তের নিকটস্থ হইয়াছে। গর্ত্তের এমনি গঠন যে তাহাতে মনুষ্য পতিত হইলে আর উঠিতে পারে না। বিশ্বম্ভরের তাহাই ঘটিয়াছিল। স্নানের ঘাট সকলের নিম্নে যে সকল গর্ত্ত আছে, তাহা প্রস্তর দিয়া বুজাইয়া দেওয়া উচিত।

নিমতলার ও কাশিমিত্রের শব দাহের ঘাটের নিকট এমন কোন ঘর নাই যাহাতে শব দাহকারীরা বসিয়া বাঁচে, সুতরাং তাহাদিগকে অগ্নির উত্তাপে, রৌদ্রের উত্তাপে, ধূমের গন্ধে, এবং বৃষ্টির ঝাপটে শবাকারে ঘরে ফিরিতে হয়, এবং এই কারণে অনেককে শব দগ্ধ করিয়া আসিয়া পুনরায় শবের অনুগামী হইতেও দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, শবদাহস্থানের নিকট একটী জলের কলও নাই যে শোকার্ত্ত ব্যক্তিরা একটু কলের জল মুখে দেয় বা পান করিয়া প্রাণ বাঁচায়; কিন্তু অদূরে একটী মদের দোকান আছে।

ভারত সংস্কারক।

ক্যাম্বল সাহেব ও বারুইপুর মহকুমা।

যদিও ৭।৮ মাস হইল বারুইপুর মহকুমার উচ্ছেদের প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু সাধারণের মধ্যে এ সংবাদ অতি অল্পদিন হইল প্রচারিত হইয়াছে। অদ্যাপিও এ সংবাদটী বারুইপুর উপবিভাগের অধিবাসীদিগের মধ্যে একটী জনশ্রুতি মাত্র। এ জনশ্রুতিটী আবার অতি অল্পলোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অদ্যাবধি উপবিভাগের ষোড়শাংশ লোকও ইহা শুনিয়াছে কি না সন্দেহ। আবার যাহারা এই জনশ্রুতি শ্রবণ করিয়াছে তন্মধ্যে শতাংশ লোক ইহা বিশ্বাস করে কি না বলা যায় না। কিন্তু ইতি মধ্যে ৫ পাঁচ খানি আবেদন পত্র এতৎ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সর জর্জ ক্যাম্বল সাহেবের সমীপে প্রেরিত হইয়াছে। আরও কয়েকখানি আবেদন পত্র শীঘ্রই তৎসদনে প্রেরিত হইবে শুনিতেছি। এখন কর্ত্তার ইচ্ছার উপর প্রস্তাবের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আমাদের হস্তে প্রস্তাবের শুদ্ধ তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসা মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

বারুইপুর মহকুমাকে রক্ষা করিয়া ক্যাম্বল সাহেবের আদেশ কোন উপায়ে রক্ষা হইতে পারে কি না? বারুইপুর উপবিভাগের অধিবাসীদের সঙ্গে ক্যাম্বল সাহেবের কোন জাতক্রোধ নাই, যে জন্য তিনি উক্ত মহকুমার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তত্রত্য লোকদিগের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি এই চান যে প্রত্যেক মহকুমায় একজন প্রধান ও একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারীর উপযুক্ত কাজ থাকিবে। বারুইপুর মহকুমার যদি তদুপযুক্ত কাজ থাকিত, ক্যাম্বল সাহেব তদুচ্ছেদের জন্য কখনই ব্যস্ত হইতেন না। ক্যাম্বল সাহেব প্রত্যেক উপবিভাগের জন্য উপযুক্ত এষ্ট্যাবলিশমেণ্ট নিরূপিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহার মনগড়া এষ্ট্যাবলিশমেণ্টের উপযুক্ত উপবিভাগ সকল স্থাপন করিতে চান। তাঁহার ব্যবস্থা এই, উপবিভাগের উপযুক্ত এষ্ট্যাবলিশমেণ্ট হইবে না, কিন্তু এষ্ট্যাবলিশমেণ্টের উপযুক্ত উপবিভাগ হইবে। ব্যবস্থা অপরূপ বটে। আমরা তাঁহার ব্যবস্থানুসারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে তিনি কেন আলিপুর মহকুমার কলেবর বর্দ্ধিত না করিয়া বরং হ্রস্ব করিবার প্রস্তাব না করেন? আলিপুর মহকুমার এত অধিক কাজ, যে তাঁহার স্বকপোল কল্পিত ২।৩টী এষ্ট্যাবলিশমেণ্ট তাহা সমাধা করিতে পারে কি না সন্দেহস্থল। আমরা প্রস্তাব করি অন্ততঃ ইহার একটী থানা (সোণাপুর) আলিপুর হইতে স্থানান্তরিত করিয়া বারুইপুরের অন্তর্ভূত করা হউক। এতদ্দারা ক্যাম্বল সাহেবের দুটী উদ্দেশ্য একেবারে সিদ্ধ হইতেছে। এক দিকে বারুইপুর মহকুমা তাঁহার মনঃ কল্পিত এষ্ট্যাবলিশমেণ্টের উপযুক্ত হইতেছে, অপরদিকে আলিপুরের আয়তন খর্ব্ব হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার ব্যবস্থার অনুযায়ী হইতেছে। আবার এতদ্দারা লোকেরও অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকিতেছে না। সোণাপুর থানা বারুইপুর মহকুমার অন্তর্ভূত হইলে ইহার লোক সংখ্যা ২৩১,৯৬১ হইবে। এখানে একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর এষ্ট্যাবলিশমেণ্ট দিলে উত্তমরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। আবার দেখ সোণাপুর আলিপুর হইতে ১০ মাইল, কিন্তু বারুইপুর হইতে ৮ মাইল মাত্র। ইহার সন্নিহিত প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম সকল বারুইপুর হইতে ৩.৪ মাইলের অধিক হইবে না। ইহা পূর্ব্বে বারুইপুরের অন্তর্গত ছিল এবং এক্ষণে পুনরায় তদন্তর্ভূত হইলে প্রজাদের কোন অসুবিধা হইবে না বরং সর্ব্বতোভাবে সুবিধা হইবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন যখন বারুইপুর মহকুমা পরিদর্শন করিতে যান, তখন তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্টেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল তাঁহার নিকট উপরি উক্ত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে তিনিও সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিবেন বলিয়াছিলেন। লর্ড ই, ব্রাউন সাহেব এতদ্বিষয়ে কতদূর করিয়া উঠিয়াছেন আমরা তাহা শুনি নাই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বারুইপুর মহকুমাকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারেন। প্রজাগণ তাঁহার আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

সোণাপুর থানা বারুইপুর উপবিভাগের অন্তর্ভূত হইলেও আয়তন ও লোক সংখ্যা সম্বন্ধে, ইহা ২৪ পরগণার অন্যান্য যাবতীয় উপবিভাগ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া রহিবে। এজন্য কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষ বারুইপুর উপবিভাগের স্থায়িত্ব পক্ষে আপত্তি করিতে পারেন। আমরা এ আপত্তির উত্থাপন আশঙ্কায় আর একটী প্রস্তাব করিতে চাই। ডায়মণ্ড হারবর উপবিভাগের অন্তর্গত বাঁকিপুর থানার কয়েকখানি গ্রাম থানা জয়নগরের অত্যন্ত সন্নিহিত। সেই সমস্ত গ্রাম জয়নগর থানার অন্তর্গত হইলে সর্ব্বতোভাবে সুবিধার বিষয় হইতে পারে। বাঁকিপুর একটী প্রকাণ্ড থানা। ইহার লোক সংখ্যা ৯৮,৫০২। ২৪ পরগণার ৩১টী থানার মধ্যে কেবল চারিটী মাত্র এতদপেক্ষা বৃহত্তর। ইহার

কিয়দংশ অনায়াসে জয়নগর থানার সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ বাঁকিপুর ডায়মণ্ড হারবর অপেক্ষা বারুইপুরের অধিকতর সন্নিহিত। ডায়মণ্ড হারবর হইতে বাঁকিপুর ১৯ মাইল পথ, কিন্তু বারুইপুর হইতে ইহা ১২ মাইল মাত্র। সমস্ত বাঁকিপুর থানা বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত হইলেও কোন অসুবিধা নাই। এতদ্দ্বারা ডায়মণ্ড হারবরের ভার কিয়দংশ লাঘব করা হইবে। সোণাপুর ও বাঁকিপুর বারুইপুরের অন্তর্গত হইলে ইহার লোক সংখ্যা ৩৩০৪৬৩ হইবে এবং ইহা একটী প্রথম শ্রেণীর এষ্ট্যাবলিশমেণ্টের উপযুক্ত হইবে।

ক্যাম্বল সাহেব মনে করিলে নানা উপায়ে বারুইপুর উপবিভাগকে রক্ষা করিতে পারেন। আমরা ভরসা করি তিনি প্রজাগণের প্রতি সদয় হইয়া ইহার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিবেন। এ বিষয়ে ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা করিলে অসংখ্য দুঃখী প্রজার যে কতদূর অনিষ্ট করা হইবে এবং অসভ্যতা ও বিশৃঙ্খলার রাজ্যকে যে কতদূর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

উপসংহার কালে আমরা অনুনয়পূর্ব্বক ক্যাম্বল সাহেবকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন বিশেষ বিবেচনা না করিয়া শুদ্ধ ফলকান সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়া বারুইপুর মহকুমার উচ্ছেদ না করেন। ফলকান সাহেব ২৪ পরগণায় অতি অল্প দিন ছিলেন। যে অল্প দিন ছিলেন কেবল রিপোর্ট লিখিয়া দিনাতিপাত করিতেন, কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় কেবল কয়েক সপ্তাহ মাত্র আলিপুরের কাছারী ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া মহকুমার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মতামত গ্রহণ না করিয়া একেবারে বারুইপুর মহকুমার উন্মূলনের প্রস্তাব করা তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ক্যাম্বল সাহেব যে ফলকান সাহেবের ন্যায় অবিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর অলৌকিক কথা শুনিয়া হঠাৎ নাচিয়া উঠিলেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ফলকান সাহেব জিলার বিষয় জানা দূরে থাকুক, আপনার কাছারিরও খবর রাখিতেন না। ক্যাম্বল সাহেবের কি স্মরণ নাই যে একদিন তিনি আলিপুরের কাছারি পরিদর্শন করিতে গিয়া যখন ফলকান সাহেবকে তাঁহার অধীনস্থ রেজিষ্টরি আফিস কোন্ ঘরে হয় জিজ্ঞাসা করেন, তখন সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাতে ফলকান সাহেবের চক্ষু স্থির ও বাগরোধ হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন? জানিয়া শুনিয়া এমন লোকের কথার উপর নির্ভর করা ক্যাম্বল সাহেবের কখনই উচিত হয় নাই। আমরা প্রস্তাব করি গবর্ণর বাহাদুর একবার গ্রেহ্যাম, স্মিথ, বেইনব্রীজ প্রভৃতি ভূত পূর্ব্ব বিজ্ঞ বিজ্ঞ মাজিষ্ট্রেটদিগের এবং বঙ্কিম বাবু ও ডবলিউ কেম্বল প্রভৃতি ভূত পূর্ব্ব বিজ্ঞ বিজ্ঞ উপবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের এবং বর্ত্তমান কর্ম্মচারী মহিম বাবুর অভিপ্রায় প্রস্তাবিত বিষয়ে গ্রহণ না করিয়া যেন হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন করিয়া না বসেন। তাঁহার অল্প বিবেচনার দোষে অসংখ্য প্রজার কত অনিষ্ট হইতে পারে একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

লর্ড নর্থব্রুকের শাসন প্রণালী।

সম্প্রতি এতৎ সম্বন্ধে পেল্‌মেল্ গেজেটে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে। প্রস্তাবটীর উদ্দেশ্য ও লেখনের ভাব ভঙ্গী দর্শন করিলে লেখককে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন সহযোগী ফিট্‌জ্ জেম্‌স ষ্টিফেনকে ইহার প্রণেতা বলিয়া স্বীকৃত করিয়াছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াও এতদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, যে "লর্ড মেওর উত্তরাধিকারী দ্বারা দেশে (রাজ্যে) শান্তি স্থাপিত হইলে, লর্ড মেওর গবর্ণমেণ্টের সভ্যেরা, এক্ষণে যাঁহারা ইংলণ্ডে আছেন, স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। পেল্‌মেল্ গেজেটের লেখক ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া সুবিচারকের ন্যায় কার্য্য না করিয়া পক্ষপাতিতা প্রকাশ করিয়াছেন।" লর্ড মেওর গবর্ণমেণ্টের সভ্যগণের মধ্যে কেবল ষ্টিফেন ও ষ্ট্রেচি সাহেবই এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে একজন লিখিয়া থাকিবেন। লেখক যিনিই হউন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের অধিক অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু তাঁহার লেখাতে যে বিজাতীয় বিদ্বেষের দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে, এইটীই বিশেষ দুঃখের কারণ। পাঠকগণের বিদিতার্থে আমরা উক্ত প্রস্তাবের উপসংহারের অংশ হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি অনুবাদ করিয়া দিলাম। লেখক বলেন যে—"লর্ডনর্থব্রুকের শাসন প্রণালীর যে অংশ লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন হইতেছে, তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যদিও আমাদিগের অভিপ্রায় নয়, তত্রাপি তাহা হইতে আশঙ্কার অনেক কারণ আছে। তিনি (লর্ড নর্থব্রুক) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তার (লর্ডমেও) রাজনৈতিক অনেক মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল পরিবর্ত্তন প্রায়ই অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার (লর্ড নর্থব্রুকের) রাজনীতির সাধারণ কার্য্যকারিতা ও শক্তি অনেকাংশে হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ বিরাম চান, (অর্থাৎ ভারতবর্ষে আর

নূতনবিধ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার আবশ্যকতা নাই) এই তারস্বরটী যেমন প্রলোভনীয় ও কুতূহল-জনক, জগতে এমন আর কিছুই নাই। দেশীয়দিগের অপক্ব মনে ইউরোপীয় ভাবসকল বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইবার অগ্রে আমাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। এই চীৎকার ধ্বনিটী (ভারতবর্ষ বিরাম চান) নিয়ত কেবল এই দুইটী শ্রেণীর লোকের মধ্যে শুনা যায়। প্রথম, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ যাঁহারা তাঁহাদিগের পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে চান না, অথবা ইহাও স্বীকার করেন না যে আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি,তত্রাপি আমরাই ভারতবর্ষের সামাজিক বিপ্লবের মস্তকস্বরূপ (অর্থাৎ প্রধান অঙ্গ), ইহা সম্পুর্ণরূপে অবহিত হইয়া অশেষ সাবধানতা ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত নিয়মিতরূপে কার্য্য না করিলে পরিণামে ভয়ানক ফল প্রসূত হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অত্যল্প সংখ্যক ইংরাজস্বভাবানুকরণপ্রিয় দেশীয়গণ, বিশেষতঃ (নব্য) বঙ্গ-বাসীগণ। যাঁহারা বাহ্যিকে ইংরাজদিগের ঔদার্য্য পরিজ্ঞাপক বাক্য সকল ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগের প্রকৃতিস্থ ভীরুতা আচ্ছাদন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ইংরাজী ধরণ সকল শিক্ষা করিয়াছেন। যে দেশে গবর্ণমেণ্টই বাস্তবিক কার্য্যতঃ একমাত্র রাজনীতির প্রবর্ত্তক, (গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ দুই চারিটী প্রধান রাজপুরুষের মত মাত্র) তথায় ইংরাজ সাধারণ সেবিত স্বাধীনতার প্রবর্ত্তনা বিড়ম্বনা মাত্র। ফলতঃ তদ্দারা কেবল অনিষ্টই সম্ভব। কলিকাতার বাবুদিগকে ও তন্নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি সমূহকে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক বলিয়া মনে করা, এবং তাঁহাদিগের (বাবুদিগের) লিখিত সংবাদ পত্র সকলকে ভারতবর্ষের সাধারণ মত বলিয়া বিশ্বাস করা অপেক্ষা আর অধিক ভ্রম কি হইতে পারে? আমাদিগের আশঙ্কা হয় যে এই ভ্রম বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট মধ্যে প্রবেশ করিয়া শাসন কার্য্যে অনেক বিশৃঙ্খলা সাধন করিতেছে" ইত্যাদি। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন প্রস্তাবটী কেমন বিজাতীয় বিদ্বেষে পরিপুর্ণ। লেখক বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর অনুমোদন করেন না, রাজনীতি সম্বন্ধে যে সকল মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা অনিষ্টকর বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, অথচ আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতেছি যে এই পরিবর্ত্তন দ্বারা আমাদিগের সমুহ ইষ্ট সাধন হইয়াছে ও হইতেছে। পবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও কর, সাধারণ বিধি এবং আয় ব্যয়ের পরিবর্ত্তন উল্লেখ করিয়া লেখক যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহা (অবশ্য বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্ত) ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, তত্রাপি কর সম্বন্ধে এই মত ব্যক্ত করিতে পারি, যে শোণিতশোষক ইন্‌কম্ টাক্স উঠাইয়া দিয়া লর্ড নর্থব্রুক, কেবল আমাদিগের বলিয়া নয়, সমস্ত ভারতবাসীদিগের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইন্‌কম্ টাক্স যে সাধারণের বিরক্তিজনক, অত্যাচারের নিদানভূত ও প্রজাপীড়ক, তাহা কাহার অপরিজ্ঞাত আছে? লেখক স্বয়ংও কি তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিয়াছেন? তিনি এই আলোচ্য প্রস্তাবের মধ্যেও এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে, "ইন্‌কম্ টাক্স রহিত করা যে ভ্রম,আমরা তাহা বলি না; ইহাও (ইন্‌কম্ টাক্স) অন্যান্য করের ন্যায় অনিষ্টের নিদান স্বরূপ; ইহা দ্বারা রাজস্বেরও অধিক স্বচ্ছলতা হয় নাই, ইহা কর্ম্মচারীদিগের (অবশ্য ইউরোপীয়) অত্যন্ত ভারবহ এবং দেশের সেই শ্রেণীর লোকদিগের অত্যন্ত অসন্তোষের কারণ, যাঁহাদিগের আপনাদিগের বাক্য শুনাইবার ক্ষমতা আছে!!" সাধারণের অসন্তোষের কারণ বলিতে লেখকের সাহস হয় নাই, কারণ, লেখককে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে হইয়াছে, নতুবা আপন বাক্যজালে আপনাকেই পড়িতে হইত। যাহাহউক, লেখক স্বীকার করুন্ আর নাই করুন্, সাধারণে ইহার সত্যতা বিশেষ অবগত আছেন। লেখক এখানেও কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগকে ইঙ্গিতে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃ অধিকতর উন্নত। প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে তাঁহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জগৎ প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে ব্যবহার শাস্ত্রে অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, সুতরাং স্বাধীনভাবে ভাবিবার ও বলিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কেবল তাঁহাদিগেরই আছে। যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কখন স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অনুমতি দেন, তাহাও বাঙ্গালিদিগের ভাগ্যে অগ্রে পতিত হইবে। কিন্তু লেখকের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞেরা কখনই ইহা সহ্য করিতে পারেন না। বোধ হয় ইনিই লর্ড মেওর সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বাধীন মত প্রচারের প্রতিকূল আইন বিধিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাঁর মত লোকদিগের জন্যই লর্ড মেওর গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। লর্ড মেও নিজে মন্দলোক ছিলেন না, কেবল অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বিদ্বেষান্ধ কুমন্ত্রীদিগের কুচক্রে পতিত হইয়াই সাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আমরা ইণ্ডিয়ান মিররের সহিত একবাক্য হইয়া কহিতেছি, যে লর্ড মেওর গবর্ণমেণ্টে যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা কেবল তাঁহারই নিজের গুণে সংসাধিত

হইয়াছিল, এবং যাহা কিছু মন্দ তাহা লেখকের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন উপদেষ্টা-দিগের উত্তেজনাতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

লেখক বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর কার্য্য কারিতা ও শক্তিহীনতার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন লর্ড নর্থব্রুকই তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন, আমাদিগের তাহাতে মতামত প্রকাশ করা ধৃষ্টতার কার্য্য মাত্র। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে লর্ড নর্থব্রুক প্রায় এক বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন, এই অল্পকাল মধ্যে তিনি সাধারণ্যে ভারতবর্ষীয়দিগের যেরূপ অনুরাগভাজন হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন শাসন-কর্ত্তা সেরূপ হইতে পারেন নাই। তিনি এই অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান রাজ্য নিজে দর্শন করিয়াছেন। অধীনস্থ রাজাদিগের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধন, ও তাঁহাদিগের উন্নতি সাধনে নিয়ত যত্ন করিতেছেন। ভারত বর্ষ এক্ষণে শান্তির রাজ্য, বাহিরে কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে তাঁহাকে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুকের গবর্ণমেণ্টের শক্তিহীনতার বিরুদ্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দুর্জ্জয় টেম্পল সাহেবের চিরপালিত ইনকম্ টাক্স সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, অতিবুদ্ধিমান্ অস্থিরপ্রকৃতি ক্যাম্বল সাহেবের বুদ্ধি স্থির ও মুখ বন্ধ হইয়াছে এবং লেখকের ন্যায় ভারতের ধূমকেতুরা লাঙ্গুল গুটাইয়া পলায়ন করিয়াছেন।

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য যে লেখক বাঙ্গালীদিগের প্রতি এত চটা কেন? বাঙ্গালীরা তাঁহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন? লর্ডমেওর গবর্ণমেণ্ট অনেকটা যথেচ্ছাচারীর রাজ্য ছিল বাঙ্গালীরা তাহার ভূয়সী প্রতিবাদ করিতেন, এই জন্য কি তাঁহারা তাঁহার বিষনয়নে পতিত হইয়াছেন? বাঙ্গালীরা যে আপনাদিগের স্বার্থ বুঝিতে পারেন, ইহা কি লেখকের অসুখের কারণ? আমরা তো ইহার কোন হেতু দেখিতে পাই না। প্রজাদিগকে রক্ষা করা রাজার কার্য্য। রাজা স্বচক্ষে সমস্ত দেখিতে পারেন না বলিয়াই প্রতিভূ কর্ম্মচারী সকলের প্রয়োজন। কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে, সুতরাং প্রজাদিগের পরিচর্য্যা করা তাহাদিগের একান্ত প্রতিপাল্য কার্য্য। রাজকীয় গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট (ভারতবর্ষীয়) রাজকীয় গবর্ণমেণ্ট হইলেও যথেচ্ছাচারিতার গবর্ণমেণ্ট নহে। অজ্ঞতা-নিবন্ধন স্বীয় স্বীয় ক্ষমতাতিক্রম করিয়া কর্ম্মচারীরা যদি প্রজাদিগের অনিষ্ট সাধন করেন, প্রজারা তৎক্ষণাৎ রাজদ্বারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারেন এ স্বত্বটি তাঁহাদিগের স্বাভাবিক। উদার স্বভাব কর্ম্মচারীরা ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং ভ্রম সংশোধন জন্য প্রজাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকেন। কিন্তু কর্ত্তব্যবিমূঢ় কর্ম্মচারীরা তাহাতে উত্যক্ত হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায়ানুগত সাহসে অসঙ্গত দোষারোপ পূর্ব্বক, প্রজাদিগের উচ্ছেদনার্থ যত্নবান হইয়া থাকেন। এই সকল কর্ম্মচারীদিগের জন্যই দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন হয়। যাঁহাদিগের অন্নে প্রতিপালিত, যাঁহাদিগের বৃত্তিভোগে স্বচ্ছন্দ সংসাধিত হইতেছে, তাঁহাদিগেরই বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া কি সামান্য কৃতঘ্নতার কার্য্য? বৃত্তিভোগী ও সেবকের বিভিন্নতা কি? অভিজাত দোষ উভয়েরই অমার্জনীয়, লেখক যেন এটি বিশেষ স্মরণ রাখেন। তিনি একজন অবসৃত মন্ত্রীই হউন অথবা অন্য কোন বৃত্তিভোগী প্রধান রাজ কর্ম্মচারীই হউন, বাঙ্গালীদিগের তাঁহা হইতে কিছু মাত্র ভয় পাইবার কারণ নাই। লর্ডনর্থব্রুকও তাঁরূ অনভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা নহেন, তিনি পরের কথায় ভুলিবার লোক নন। লেখকের কেবল চিৎকারই লাভ। আমরা লেখককে একটী উপদেশ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি, যে লেখক যদি ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যের অনুসরণ করেন তাঁহার নিজের ও সাধারণের প্রচুর লাভ হইতে পারে। নতুবা বৃথা বাগাড়ম্বর দ্বারা লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ পতিত হইয়া, অতিরিক্ত নীচতার পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি?

ইংরাজ রাজত্ব।

(শেষ প্রস্তাব।)

এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটী প্রশ্নের বিচার করা অবশিষ্ট আছে। ইংলণ্ড এখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন কি না? এবং তাহা আমাদের প্রার্থনার বিষয় কি না? এই প্রশ্নটার সম্যক্ বিচার করিতে হইলে, ইংলণ্ড এক্ষণে রাজত্ব পরিত্যাগ করিলে ভারতবর্ষের কিরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব, তাহা বিবেচনা করিলেই হইতে পারে। ইংলণ্ড চলিয়া গেলে ভারতবর্ষে কিরূপ শাসন প্রণালী হওয়া সম্ভব? ইংলণ্ডের স্থানে আর একটী জাতি রাজা হইলে কিছুই হইল না। পরাধীন থাকিতে হইলে ইংলণ্ডের অধীন থাকাই ভাল। তবে যদি ভারতবর্ষীয়েরা আপনারা সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে রাজ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে এক প্রকার হয়। কিন্তু সমুদায় ভারতবর্ষ প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের একটী জাতিও সে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। প্রকৃত রাজনীতি বিষয়ে একশত জনও অদ্যাবধি শিক্ষিত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। আত্মরক্ষা ও আত্ম-

শাসন করিতে প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে অনেক শিক্ষা ও অনেক সভ্যতা আবশ্যক। নির্ব্বিঘ্নে আত্মশাসন করিবার জন্য যতগুলি উপকরণের প্রয়োজন তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধানঃ—১ম, ব্যক্তি মাত্রের প্রবৃত্তি,অধিকার ও স্বার্থ অপেক্ষা সাধারণের প্রবৃত্তি, অধিকার ও স্বার্থের গুরুত্ব অনুভব করা। যে জাতি আত্মশাসন করিবে,অন্ততঃ তাহার অধিকাংশ লোকের এই ভাবে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। ২য়, বল অপেক্ষা ন্যায়াধিকারের মহত্ত্ব অনুভব করা। ৩য় সহস্র অমিলন সত্ত্বে জাতীয় গৌরব ও উন্নতি সাধন সম্বন্ধে ঐক্য রক্ষা করা। এই তিনটীর কোনটীর জন্য ভারতবর্ষীয়েরা প্রস্তুত নন।

প্রথমতঃ ব্যক্তিবিশেষের উপর সাধারণের কর্তৃত্ব—এটা সভ্যতার একটী প্রধান চিহ্ন ও ফল। সমাজ যত সভ্য হইতে থাকে,এই ভাবটী ততই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশ আজিও সভ্যতার সেই সোপানে আরোহণ করে নাই। সাধারণের জন্য যে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, সাধারণের সুখের জন্য যে ব্যক্তিবিশেষের সুখ পরিহার করিতে হয়, সাধারণের প্রবৃত্তি দ্বারা যে ব্যক্তিবিশেষের প্রবৃত্তি নিয়মিত করিতে হয়, এমন কি সাধারণের হিতকর কোন বিধি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে সময়ে সময়ে শত শত ব্যক্তিকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা কার্য্যে দেখাইতে প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের বুঝিবারও ক্ষমতা হয় নাই। প্রাচীন কালের গ্রীস, রোম ও বর্ত্তমান সময়ের ইংলণ্ড আমেরিকা, ইটালি ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য স্বাধীন দেশ সকলের ইতিহাস যখন পাঠ করা যায়, তখন মনোমধ্যে এক কালে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হয়। যে সকল আইন ও যে শাসন প্রণালী ইংলণ্ডের গৌরব স্বরূপ এবং যাহা ইংরাজদিগের বাস্তবিক রাজা, ইতিহাসের চক্ষে যখন তাহার জন্ম, শৈশব ও যৌবনের বিষয় আলোচনা করি তখন দেখিতে পাই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে এই আত্মশাসনের মূলমন্ত্র অর্থাৎ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ শ্রেষ্ঠ এবং বল অপেক্ষা ন্যায়াধিকার শ্রেষ্ঠ ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিয়া এই সুন্দর শাসন প্রণালী ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রাজা এই ভাব স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, রাজমন্ত্রী ইহাকে বাধা দিতে গিয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, অবশেষে ইহা আপনি আপনার কার্য্য সাধন করিয়াছে। প্রত্যেক ইংরাজ এইভাবে গঠিত সুতরাং ইংলণ্ড আত্মশাসনে সমর্থ। কিন্তু ভারত বর্ষের গত ইতিহাসের বিষয় যখন ভাবি, তখন কি দেখিতে পাই? ভারতবর্ষে চিরকাল ইহার বিপরীত ভাব কার্য্য করিয়াছে। আইনের অনুসারে ব্যক্তি বিশেষের প্রবৃত্তি নিয়মিত না হইয়া ব্যক্তি বিশেষের প্রবৃত্তি অনুসারে আইন সৃজিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমষ্টিগত কল্যাণের অনুরোধে ব্যক্তিবিশেষের সুখের বিসর্জ্জন না হইয়া ব্যক্তিবিশেষের সুখের অনুরোধে সমষ্টিগত কল্যাণ বিসর্জ্জন করা হইয়াছে। কেবল মুসলমান রাজাদের সময়েই যে এ প্রকার হইয়াছে এরূপ নয়, তাহার পূর্ব্বেও এই দুর্দ্দশা ছিল! ভারতবর্ষ কোন কালে প্রকৃত ভাবে স্বাধীন ছিল না। অধিক কথায় কাজ কি, হিন্দু সমাজের অস্থি মাংসের গঠন পরাধীনতাতে। পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা যিনি তাঁহার প্রবৃত্তি পরিবারের অপর ব্যক্তিদের আইন,গ্রামের মধ্যে জমীদার যিনি তাঁহার ইচ্ছা প্রতিবেশীদের আইন, দেশের মধ্যে রজা যিনি তাহার ইচ্ছা সমুদায় প্রজাদের আইন। অনেক দিন হইতে আমরা পরাধীনতাতে বাস করিতেছি, পরাধীনতাতে বিচরণ করিতেছি ও পরাধীনতাতে জীবিত আছি। ভারতবর্ষ এত দিন স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয় নাই, আর এই একশত বৎসরের মধ্যে কি উপযুক্ত হইয়াছে?

দ্বিতীয়তঃ—ক্ষমতা অপেক্ষা ন্যায়াধিকারের গৌরব করা—ইহা কি তাহাও আমাদের দেশের লোকেরা জানেন না। এ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই প্রায় বল দ্বারা বশীভূত হন, সেই বল প্রয়োগে অধিকার আছে কি না অনুসন্ধান করেন না! তাহার একটী দৃষ্টান্ত যেমন জমিদারেরা জরিমানা করেন,প্রজারা অনায়াসে জরিমানা দেয়, আর বলে তুমি কর্ত্তা তুমি মনিব তুমি যা কর, একবারও ভাবে না জরিমানার অর্থ কি এবং জমিদার জরিমানা করিবার কে? গবর্ণমেন্টের নাম দিয়া যে সে ব্যক্তি যে সে প্রকার অত্যাচার করিতে পারে। লোকেও তাহা অম্লান মুখে সহ্য করিতে পারে। অজ্ঞতা ইহার এক প্রধান কারণ, কিন্তু অন্য স্বাধীন দেশের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেও অধিকার না দেখাইয়া ইহার দশ ভাগের একভাগও অত্যাচার করিতে দেয় না। এই বলের পূজার জন্য আমাদের দেশে ধর্ম্মনীতি ও মত স্বাধীন হইতে পারিতেছে না। বাবু যদি জালিয়াতের অগ্রগণ্য কিম্বা মাতাল ও লম্পটের শিরোমণি হন, কিন্তু অর্থবল মাত্র থাকে,তবে আমাদের দেশে বাবুর আদর কত! বাবু এখানে সভাপতি, ওখানে দলপতি, ওখানে গোষ্ঠীপতি, কত পতিই হন!

তৃতীয়তঃ "ঐক্য"—এ সম্বন্ধেও ভারতবর্ষের ইতিহাস চমৎকার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইংলণ্ডের ন্যায় একটী মস্তক না থাকিলে আমাদের দেশের অবশিষ্ট যে

কয়জন রাজা আছেন ও তাঁহারা কিরূপ কামড়া কামড়ি করিতেন তাহা সকলে দেখিতে পাইতেন। জাপানের দশজন রাজা দেশের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের অভিপ্রায় বুঝিলে আমাদের দেশেরও দশজন রাজা অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিলে তাঁহারা সাধারণের মঙ্গল এত বুঝিবেন কি না সন্দেহ—সন্দেহ কেন এক প্রকার নিশ্চয় যে বুঝিবেন না। সাধারণের মধ্যে ঐক্য থাকা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের মনে পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণা বর্ত্তমান দেখা যায়। ইংলণ্ড মস্তকে আছেন বলিয়া তাহার প্রকাশ হইতে পারে না, কিন্তু আজ ইংলণ্ড সরিয়া গেলে কালি এক এক জাতি এক এক হিংস্র জন্তুর আকার ধারণ করে। তবে আত্মশাসনের উপযোগী প্রধান তিনটী উপকরণ আমাদের দেশে নাই। বিশেষ আত্মরক্ষা বিষয়ে যেরূপ যুদ্ধ বিদ্যা আবশ্যক, ভারতবর্ষীয় কোন্ জাতি অদ্যাবধি তাহা শিখিয়াছে? আমাদের প্রতিবাসীরা সকলে সভ্যজাতি নন। তাঁহারা কেবল ইংলণ্ডের ভয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন, নতুবা তাঁহারা বা আমাদিগকে বিরক্ত করিতে ক্রটী করিবেন কেন? বহুদিন শান্তির অবস্থায় বাস করিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্য সমৃদ্ধি প্রভৃতি যে যে বিষয়ের যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, ইংলণ্ড মস্তকে না থাকিলে এ প্রকার হইত না। এইরূপ নানা কারণে ইংলণ্ড আমাদের রক্ষা, শাসন ও উন্নতির সহিত এতদূর মিশাইয়া গিয়াছেন, যে এক্ষণে ইংলণ্ড আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কোন ক্রমেই ভদ্রস্থতা নাই। তবে লব্ সাহেব যেমন বলিয়াছেন যে ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহারা নিরাপদে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে পারেন এইরূপে ভারতবর্ষ শাসন করা উচিত। এখনকার চিন্তাশীল ও সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের এই মত। ইংলণ্ডের টাইম্‌স পত্রিকা কিছু দিন হইল, সার মাধব রাও কে রাজস্বমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া এই কথাই বলিয়া ছিলেন। বাস্তবিক তাহাই এক্ষণে ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের জন্য ভারতবর্ষ শাসন আর ভাল দেখায় না। দেশের শাসন বিষয়ে—দেশের রক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে দিন দিন অধিকার দেওয়া উচিত। সৈন্য মধ্যে এদেশীয়দিগকে অফিসর নিযুক্ত করিয়া ক্রমে শিক্ষিত করা উচিত। ক্রমে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এদেশীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা উচিত। এইরূপে আমরা আত্মশাসন করিতে শিখিব এবং ইংলণ্ডকে আর আমাদিগকে পদতলে রাখিয়া অধর্ম্মের ভাগী হইতে হইবে না। যাঁহারা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া লম্ফ ঝম্প করেন, ইংরাজদিগের উপর মহা আস্ফালন করেন, যেন আজ তরবার ধরিয়া দাঁড়াইলে কালি ভারত স্বাধীন হয়, তাঁহাদের সহিত যদিও আমাদের মত মিলে না, তথাপি স্বাধীনতার অভাবে কত বিষয়ের অভাব যখন ভাবি, তখন বাস্তবিক চক্ষে জল আসে। তখন বলি—

হায় জন্মভূমি! কি হবে তোমার
উঠ জাগো বলি, তোলে সাধ্য কার?
অধীনতা পাশ পরিয়াছ গলে।
তারি ভরে পড়ে আছ ধরাতলে।
কি হবে তোমার কি হবে তোমার,
বিষাদে হৃদয় হয় যে মা ভার,
এই ভাবে আছ যুগ যুগান্তর
কভু কি উঠিবে নিজে করি ভর?
সকল উন্নতি ভাসিয়া বেড়ায়,
স্বাধীনতা বিনা কিছু না দাঁড়ায়.
এই ভাবে যাবে কত দিন আর
ওমা জন্মভূমি! কি হবে তোমার?

পুস্তক সমালোচনা।

১। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। প্রহসন। শ্রী দক্ষিণা চরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র।

এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য মন্দ নয়। প্রহসনকার কহেন "আমি পোষ্য পুত্র গ্রহণের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অধুনাতন জনগণের যথেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি"। গ্রন্থের এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য। গ্রন্থ খানি যেরূপ অস্থূলকায়, তাহাতে এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া দুষ্কর। এই দুয়ের মধ্যে একটী মাত্র উদ্দেশ্য লইলেই যথেষ্ট হইত। বিশেষতঃ প্রহসন গুলি প্রায়ই খর্ব্বাকার হইয়া থাকে। তাহাতে দুইটী উদ্দেশ্য সাধনের স্থল ঘটিয়া উঠে না। গ্রন্থকার দুনৌকায় পা দিয়া ভাল করেন নাই।

পোষ্য পুত্র গ্রহণের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করা গ্রন্থের অন্যতর উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিবার তিনটী অভিপ্রায় দেখা যায়—নিঃসন্তানের পাতক নিবারণ, বংশের নাম রক্ষা, এবং বিষয় রক্ষা। প্রথম অভিপ্রায়টি ধর্ম্ম অভিপ্রায়, প্রহসন লিখিয়া এ অভিপ্রায়ের নিবৃত্তি করা যাইতে পারে না। বংশের নাম ও বিষয় রক্ষার জন্য যদি পোষ্য পুত্র গৃহীত হয়, পোষ্যপুত্র দুষ্প্রবৃত্ত হইলে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। পোষ্যপুত্রেরা যে যে কারণে প্রায় দুষ্প্রবৃত্ত হয়, এবং দুষ্প্রবৃত্ত হইলে যে যে ফল হয়, প্রহসনে তাহা সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়া মনুষ্যকে শেষোক্ত অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে। আমাদিগের প্রহসনকার ও এই কল্পনায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রহসন লেখা ভাল না হউক, তাঁহার কল্পনা অনেকটা সিদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থে দেখিলাম জগচ্চন্দ্র জমিদার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার কল্পনা করিলেন। একদিন প্রকাশ্যে পুত্র গ্রহণ করিলেন। পুত্র দুষ্প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম দুইটী ঘটনা প্রহসনে গ্রন্থন করিবার আবশ্যকতা ছিল না। শেষ ঘটনার দৃশ্য দ্বারা প্রহসনের রসভঙ্গ হইয়াছে। কমেডি নামক হাস্য ও কৌতুক রস প্রধান নাটকের অপভ্রংশই প্রহসন। প্রহসনে যে কতিপয় দৃশ্য যোজনা করা হয়, তাহাতে সামাজিক ও মানবীয় চরিত্রের দোষ, পাপাচার ও কুরীতি সকলকে এরূপে প্রদর্শন করা চাই যে তাহাতে কেবল যেন হাস্য ও লজ্জারই উদ্রেক হয়। বিদ্রূপ

ও পরিহাস প্রহসনের অঙ্গ। করুণ রসের স্থল প্রহসনে নাই। কিন্তু এ প্রহসন করুণ রসে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। হৈমবতীর স্বগত পাঠেও করুণ রসের সঞ্চার হয়, পরিহাসের স্থল অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

পোষ্যপুত্র দ্বারা যে সকল কুফল ঘটিয়াছে, একটী মাত্র দৃশ্যে কেবল দেখান হইয়াছে পুত্রটী মদ খাইতে শিখিতেছে। একেবারে গ্রন্থ সমাপ্তিতে জগচ্চন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় তাহার মুখে শুনিলাম 'ছেলেটি তয়ের হয়ে উঠেছে, জগচ্চন্দ্রের অবর্ত্তমানে বিষয় কখন বজায় রাখিতে পার্ব্বে না।' প্রহসনে যেখান উচিত ছিল, শরৎ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ হাস্যাস্পদ ও লজ্জাস্পদ হইয়াছে। গ্রন্থ যেখ নে আরম্ভ হইবে, সেই খানেই শেষ হইয়াছে।

প্রহসন লেখার বিষয় আমরা এই বলিয়া পরিসমাপ্ত করিব, যে এ প্রহসন পাঠে আমাদিগের কিছুই হাস্য রসের উদয় হয় নাই। কিন্তু যে যে কারণে পোষ্যপুত্রের চরিত্র কলঙ্কিত হয়, প্রহসনকার তাহা বেস দেখাইয়াছেন। পোষ্য পুত্র বিষাধিকারী হইলে তাহার কতকগুলি গৃহ শত্রু জন্মে। যিনি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন; তাঁহার জামতা ও দৌহিত্রেরা স্বভাবতই বিদ্বেষী হইয়া উঠে। পোষ্য পুত্রের ভ্রাতারা চেষ্টা করে ভ্রাতার অনায়াসলব্ধ সম্পত্তির সহভোগী হয়। পোষ্য পুত্র নিজে মনে করে "উড়খই গোবিন্দায় নমঃ।" এরূপ অবস্থায় সকল দিকে সাবধান হইয়া তাহার কার্য্য করা অতি কঠিন হইয়া উঠে এ বিষয়টি প্রহসনে উত্তম রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। পোষ্য পুত্র গ্রহণ না করিয়া ধনিগণ সৎকার্য্যোদ্দেশে যদি সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহা হইলে তাহাদিগের নাম ও যশ চিরস্থায়ী হইবার অধিকতর ও নিশ্চয় সম্ভাবনা।

পুস্তকের অন্যতর উদ্দেশ্যের বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। প্রহসনকার পান দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার দুর্ব্বল লেখনী দ্বারা সে দোষ দমনে কিছুই সাহায্য করিতে পরেন নাই। আধুনিক ব্রাহ্মদিগের কার্য্যকলাপ ও সদনুষ্ঠানাদি তাঁহার পক্ষে যথেচ্ছাচারিতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাহার বিবেচনায় ভ্রম, কি ব্রাহ্মদিগের ভুল তাহা ঠিক করা উচিত। কর্ত্তব্য জ্ঞান নিয়োজিত ন্যায় পথে চলা যথেচ্ছাচারিতা কি আধুনিক হিন্দুগণের মত স্বেচ্ছাধীন কার্য্য করা যথেচ্ছাচারিতা? আধুনিক টুলো ব্রাহ্মণেরা কিছু প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্ব প্রকার বিধান দিতে পারে, এ বিষয়টি প্রকটন করিবার মানসে যদি পোষ্য পুত্র গ্রহণ বিষয়ক বিস্তৃত অঙ্কটি প্রণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলি সে অঙ্কের কিছুই প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে উহাদিগের ও রূপ চরিত্র সাধারণ প্রসিদ্ধ।

যাহা হউক, গ্রন্থ খানিকে আমরা কোন রূপে প্রহসন বলিতে পারি না। জানকী ডাক্তার ব্যতীত ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিই প্রহসন যোগ্য নহে। প্রহসন, অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক শব্দ গুলি পরিত্যক্ত হইলে গ্রন্থ খানি মন্দ হইত না।

উপসংহার কালে পুস্তকের মধ্য হইতে একটী বিষয় আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"জানকী। ওহে ভাই যদি নটা বেজে যায়, তা হলে একজন লোক পাঠিয়ে Private door দিয়ে কিনে আনাব অথন,আর তা না হলে ডাক্তারখানা থেকে ভাইনাম্ গেলেসাই প্রেসক্রাইব কর্‌বো। তোমার ভাবনা কি, পেলেই তো হলো।

কামিনী। আচ্ছা, কেমন করে আনাবে? সেখানে কি পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন নাই? তাদের সুমুখে কেমন করে বিক্রি কর্‌বে?

জানকী। তাদের সঙ্গে মাসকাবারি বরাদ্দ আছে, মাসে কিছু কিছু করে পায়, তাতে পুলিসের গুণের ঘাট নেই।

জগচ্চন্দ্র। যারাই রক্ষক তারাই ভক্ষক!

জানকী। ওহে ভাই পুলিস বড় মাসে অল্প পান না, পুঁটি মাছের মত চক্‌চকে এক মুটো, তা কাল বোতল নিয়ে যেতে দেবে এর আর আশ্চর্য্য কি, যাহোক্ বৃথা কথায় আর রাত করে কাজ নাই, সকাল সকাল আইলেই ভাল হয় না?"

আমরা ভরসা করি এ বিষয়টি গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক মেং রবিনসন সাহেব অবশ্য অবশ্য গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন। পুলিসের এরূপ চরিত্রে দেশ ক্রমে উচ্ছন্ন যাইতেছে। পাপ স্রোত ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। দক্ষিণা বাবু যদি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা পুলিসের কলঙ্কিত কর্ম্মচারীগণের অপরাধ দর্শাইতে পারেন, এবং উপযুক্ত রূপ দণ্ড বিধান করাইতে পারেন, আমরা তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

২। প্রবোধ কৌমুদী। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন গুপ্ত প্রণীত নিউ সরকার্স প্রেস।

এই পুস্তক খানি সে কালের ধরণের উচ্চভাষায় লিখিত। ইহার সার এই—পা, তুমি কুপথে চলিও না,—হাত, তুমি কুকার্য্য করিও না—মুখ, তুমি কুবাক্য কহিওনা—ইত্যাদি। এই কতিপয় সার বাক্যকে যেরূপ বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হয় পুস্তকখানি কোন স্কুলের ছাত্র দ্বারা প্রণীত হইয়া থাকিবে।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

ন্যাশনাল পেপার বলেন, ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার বিষয়ে প্রিবি কাউন্সিলে যে আপীল করিবার উদ্যোগ হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেবল কলিকাতায় নয় মফস্বলের অনেক স্থানে ও চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই প্রায় জাতীয় সমাজের চাঁদা বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে গঙ্গার ভাসমান সেতু এক বৎসর মধ্যেই শেষ হইবে। এক বৎসরে শেষ হউক না হউক যখন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তখন সেতুটী যে হইবে আমাদিগের সে আশা জন্মিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আগামী ৩ রা আষাঢ় হইতে "সহচর" নামে এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হইবে। বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকতা করিবেন।

হাবড়া হেরাল্ড্ লিখিয়াছেন, তত্রত্য কাছারির কার্য্য যথা সময়ে আরম্ভ হয় না। এ আক্ষেপ আর অধিক দিন থাকিতেছে না, কেম্বেল সাহেবের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে।

খজকর ষ্টেসন মাষ্টার আরোহীদিগের নিকট হইতে অন্যায় করিয়া পয়সা লইতেন বলিয়া মুঙ্গেরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ১৮ মাস কারাদণ্ড দিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে এরূপ অনেক ষ্টেসন মাষ্টার মিলে, ইনিই ধরা পড়িয়াছেন মাত্র।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় আরোগ্য লাভ করিয়া বহরমপুরে গিয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত সোমবার কলিকাতা মাদ্রাসার পারস্য ভাষার বিখ্যাত মৌলবী আখা আহম্মদ আলী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। পারস্য ভাষায় ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঢাকায় ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

হাবড়া হেরালড বলেন, ডুমজড় থানার ৫ জন পুলিস কর্ম্মচারী অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের বিচার হইতেছে। পুলিস অত্যাচার করিতেছেন, আজি কালি এই কথাই শ্রুতিগো-

চর হয়, পুলিস অত্যাচার নিবারণ করিতেছেন, এ কথা শুনা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

রবার্ট নাইট কলিকাতায় উপনীত হইয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও কৃষিবিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

অদ্য আমরা একটী শোচনীয় সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। গত ২৯ মে বৃহস্পতিবারে মেদিনীপুরের সুবর্ডিনেট জজ বাবু প্যারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১ বৎসর বয়ঃক্রমে বহুমূত্র রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অতি ধীরস্বভাব, বুদ্ধিমান্ ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। বিচার কার্য্যে ইঁহার বিলক্ষণ নিপুণতা ছিল। ইঁহার এক তৃতীয়াংশ পেন্সন পাইবার আর ১৩।১৪ দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। কি দুর্ভাগ্য!! সমস্ত জীবন গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহার ফল লাভের সময় মৃত্যু হইল! যাহাহউক ইঁহার শোককাতরা বিধবা স্ত্রী ও সহায়হীন সন্তানগণের ভরণ পোষণ ও বিদ্যা শিক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট কিছু কিছু বৃত্তি দেন এই আমাদিগের অনুরোধ।

৯ই জুন হাইকোর্টের কয়েক জন জজ হাবড়ার নিমচাঁদ ও তারাচাঁদের আপীল শ্রবণ করিবেন বলিয়া মিরর পত্রে যে লিখিত হয়, পিপলস্ফ্রেণ্ড তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এ পর্য্যন্ত আদৌ আপীল করা হয় নাই। এ বিষয়ে আবার আপীল হইবে আমাদিগের ত এরূপ বিশ্বাস হয় না।

বঙ্গদেশীয় শিক্ষা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী ইংলিসম্যানে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সিবিল সর্ব্বিসের হপকিন্স সাহেবকে মৃত ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের পদে এবং আর এক জন সিবিলিয়ানকে তিন মাসের জন্য ঢাকার ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ভাল ভাল লোক চতুর্থ শ্রেণীতে থাকিতে তিনি সামান্য প্রশংসা পত্রধারী পেড্লার নামক বিলাত হইতে নূতন সমাগত একজন যুবককে যে উক্ত সর্ব্বিসের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়াছেন, এটী অধিকতর বিস্ময়ের হইয়াছে। ক্যাম্বল সাহেবের মত এই, যিনি উপযুক্ত হইবেন তাঁহাকেই কর্ম্ম দিবেন, বিভাগ বলিয়া ইতর বিশেষ করা হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় কোন বিভাগে উপযুক্ত লোক থাকিতে অন্য বিভাগ হইতে লোক আনিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হয় না। লেখক পেডলার সাহেবের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে।

কলিকাতার আরমাণি ঘাটে যে সকল পান্সীওয়ালা লোকদিগকে পারাপার করিয়া থাকে, বহুদিন হইতে তাহাদিগের বিষম অত্যাচার প্রসিদ্ধ আছে। রেলওয়ে ষ্টিমার ছাড়িলে কোন ব্যক্তি যদি পার হইতে যায়, ইহারা বলে 'মশাই' আসুন খালি পানসী যাইতেছে, দুই পয়সা দিলেই হইবে। শেষে হাবড়ার ঘাটে গিয়া সওয়ারিকে লইয়া নাস্তানাবুদ করে এবং দুই পয়সার স্থানে আট আনা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দেয়। বেচারা পথিক কি করিবে, গাড়ী চলিয়া গেল এই ভয়ে মাঝি যা চাহে তাই দিয়া মুক্তিলাভ করিলে বাঁচে। ঘাটের অন্যান্য পানসীওয়ালাদিগের নিকট সাহায্য পাইবার আশা নাই। সব এক জোট, আরোহীকে ধমকাইয়া 'থ' করিয়া দেয়। রিবর পুলিস এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না কেন? আমরা শুনিতে পাই বেশী আদায় হইলে পুলিসের সঙ্গে ভাগ চলে, একি সত্য?

উত্তর পশ্চিম।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, গবর্ণমেণ্ট লাহোর কালেজকে বিশ্ব বিদ্যালয় রূপে পরিণত করিতে অস্বীকার করাতে পঞ্জাবের লোকে অত্যন্ত নিরুৎসাহিত হইয়াছেন। পঞ্জাব হইতে বঙ্গোপসাগরের নিকট আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করা সহজ নয়। এমন অবস্থায় আমরা বেঙ্গলি পত্রের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি ঠিক লাহোরে না হউক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন নগরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় করা একান্ত আবশ্যক।

জব্বল্পুর ক্রণিক্যাল বলেন, গত দশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত ব্রিটিশ সেনা আছে ইহাদিগের মধ্যে চারি জন মাত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, পক্ষান্তরে ঐ সময়ের মধ্যে ২৮ জন কুকুরদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বোধ হয় এইবার কুকুর বধের পুরস্কার বৃদ্ধি করা হইবে।

দিল্লী গেজেট শ্রবণ করিয়াছেন, সম্প্রতি গোয়ালিয়ারের রাজার দেওয়ান পণ্ডিত হরনাথের মৃত্যু হইয়াছে।

এবার সিঙ্গষ্ঠের মেলার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থলে প্রায় ৭ লক্ষ লোক সমাগত হইয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় এই, এত জনতাতেও কোন রূপ পীড়ার আবির্ভাব হয় নাই।

নর্থ ওয়েষ্ট হেরাল্ড্ বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্ট বলিয়াছেন, ১৮৬৫ অব্দের উকীল ও মোক্তারদিগের আইন অনুসারে যে প্লিডারের ১৫ টাকা ষ্ট্যাম্পের সার্টিফিকেট্ আছে তাহার আলাহাবাদ বিভাগের ছোট আদালতে ওকালতি করিবার অধিকার নাই। এই বলিয়া অনেককে আলাহাবাদের ছোট আদালত হইতে তাড়ান হইয়াছে। এটী ইংরাজ ব্যবস্থাপকগণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার একটী পরিচায়ক। আমাদিগের মনু, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন আজিও তাহা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, কিন্তু ইংরাজ ব্যবস্থাপকগণ এ বৎসর যে ব্যবস্থা দেন, আগামী বর্ষে আবার তাহার দোষ বাহির হইয়া পড়ে, আবার একটী নূতন করেন। ১৮৬০ অব্দের ৪২ আইনে লোককে যে স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, ১৮৬৫ অব্দের ২০ আইনে আবার তাহার লোপ করা হইয়াছে। এ স্থলে বিচারপতি দিগেরই বিপদ, তাঁহাদিগের সকল সময় আইনের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া কাজ করা কঠিন হইয়া উঠে।

আলাহাবাদে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে টীকা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত না করিলে বসন্তের প্রাদুর্ভাব কমিবে না।

মিরার বলেন সে দিন করাচিতে ভয়ানক শিলা বর্ষণ হইয়া অনেক লোক আহত হইয়াছে। অর্দ্ধ মণ পরিমিত একটী শিলা পতিত হইয়াছিল। এরূপ দুই চারিটী পড়িলে আর রক্ষা থাকিত না।

জুনাগড়ের নবাবের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি রাজধানীতে তাহার পুত্রের নামে একটী হাই স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। নর্থ ব্রুক বোম্বাই গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্মরণার্থ "লর্ড নর্থ ব্রুক স্কলার্সিপ" নামে আটটী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য রাজা ও ধনবান্ ব্যক্তিরা সহস্র সহস্র টাকার বাজী পোড়াইয়া যদি বাহাদুরী না লইয়া এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়।

বোম্বাই।

সকেট সিংহ কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি চম্বার সিংহাসন সম্বন্ধে যে সকল দাওয়া করিয়াছিলেন গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেটসম্যান সঙ্কুচিত হইয়া লিখিয়াছেন ত্রিবাঙ্কুরের ন্যায় সভ্যতাসম্পন্ন রাজ্যে রাজকীয় রাজস্বের হিসাব সকল তালপত্রে লেখা হয়, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? তাল পত্রে রাজস্বের হিসাব লেখা হয়, এ কথা সকলেই বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর যে সভ্যতাসম্পন্ন, কেহ এ কথায় বিশ্বাস করিবে না।

নানাভাই হরিদাস বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হওয়াতে সুরাটের লোকেরা তাঁহাকে এক ভোজ দিতেছেন।

সম্প্রতি আমাদিগের কাম্বেল সাহেব মফস্বলের বিচারপতিগণ অনেক বিলম্বে আদালতে আইসেন বলিয়া তদ্বিষয়ে যে এক মিনিট লিখিয়াছেন, বোম্বাই গেজেট বলেন তথায় সেইরূপ একটী মিনিটের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কাম্বেল সাহেব না হয় কিছু দিনের জন্য বোম্বাই গমন করুন, আমরাও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

বরদার গুইকুমারের সম্প্রতি যে পীড়া হয় তাহা হইতে তিনি আরোগ্য হইয়া ২৫ হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা উত্তমরূপে আহার করিতে পারিবে বলিয়া পূর্ব্ব দিবসে তাহাদিগকে উপবাস করাইয়া রাখা হইয়াছিল (কিছু কিছু ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করাইলে ভাল হইত)। পর দিন অনেকে এরূপ আহার করিয়াছিল যে তাঁহাদিগকে গরুর গাড়িতে করিয়া বাটী দিয়া আসিতে হইয়াছিল!! রাজা এ ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগেকে তিন লক্ষ টাকা ভোজন-দক্ষিণা দিয়াছেন। এই সংবাদ পাঠে এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মনে মনে বরদায় গিয়া বাস করিবার ইচ্ছা হইবে সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজে "দস্তাচারী বিলাসন" নামে তামিল ভাষায় যে একখানি অশ্লীল নাটক প্রচারিত হয়,যে সকল ব্যক্তি উহা বিক্রয় করিয়াছিল, উহাদিগের জরিমানা হইয়াছে। এ অঞ্চলে দণ্ড বিধানের নিয়ম থাকিতেও এবিষয়ের বিলক্ষণ প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

ত্রিবাঙ্কুরে এক ব্রাহ্মণ উকীল আপনার একটী বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়াতে রাজা তাহাকে জাতিচ্যুত করিবার আজ্ঞা দেন। এক্ষণে রাজা আবার সেই আজ্ঞা রহিত করিয়াছেন। ইহাতে রাজা কৃতবিদ্য দলের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন,কিছু দিন হইল মান্দ্রাজের সেরিফ আফিসের একজন কর্ম্মচারী রবিবারে প্রিন্স আজিমজার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে গ্রেপ্তার করেন। রবিবারে গ্রেপ্তার করা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া হাইকোর্ট তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে সরিফের নামে ক্ষতি পূরণের নালীশ করিয়াছেন। বুঝি বাইবলের আজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল হাতে হাতে ফলে।

খান্দিশের একখানি সংবাদ পত্রে একটী অতি শোচনীয় সংবাদ লিখিত হইয়াছে। গণু ওয়ানি নামক এক দরিদ্র কৃষকের সমুদায় শস্য বন্যায় ভাসিয়া যায়, তজ্জন্য সে গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিতে না পারাতে কর্ম্মচারীরা পীড়াপীড়ি করে, তাহাতে সে আর একটী পল্লীতে টাকা কর্জ্জ করিতে যায়, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হওয়াতে মনোদুঃখে একটী কূপে পড়িয়া আত্ম হত্যা করে। কি দুঃখের বিষয়!!

ইউরোপ।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অর্থ কিরূপে ব্যয় করেন, নিম্নলিখিত বিষয়টী তাহার পরিচয় দিবে। ইণ্ডিয়া আফিসের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টাণ্ট জেনারল গুড্‌লিফ সাহেব রাজস্ব কমিটির নিকটে যখন সাক্ষ্য দেন সেই সময় ফসেট সাহেব জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সামর্থ্য এবং কার্য্য করিবার ইচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে বার্ষিক ২০০০ টাকা পেন্সন দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন তিনি ইংলিস সিবিল সর্বিসে ১৫ বৎসর এবং ইণ্ডিয়া আফিসে ১০ বৎসর কার্য্য করেন, কিন্তু সমুদায় পেন্সন ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়। রাজস্ব কমিটি দ্বারা অন্য কিছু হউক না হউক এই এক ফল হইবে, অন্যান্য সভ্য জাতির নিকট ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

আমরা বেঙ্গলি পাঠে দুঃখিত হইলাম ডবলিনের ট্রিনিটী কালেজের ভূতপূর্ব্ব আসিষ্টাণ্ট লাইব্রেরিয়ান এবং সংস্কৃত অধ্যাপক ডাক্তার এটনার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি প্রসিদ্ধ বপ্ এবং গ্রিমের ছাত্র. এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য ছিলেন।

ডেসি ওয়ার্ল্ড নামে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র এক্ষণে ভায়েনাতে প্রকাশ হইতেছে। এখানি তত্রত্য প্রদর্শনের কার্য্যেই নিয়োজিত রহিয়াছে।

ভায়েনা প্রদর্শনে যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য আসিয়াছে, উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য পারিসের অনেক শ্রমজীবী লোক তথায় গমন করিয়াছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের যত্ন নাই বলিয়া এ দেশের শ্রমজীবী লোকদিগের অবস্থা মান্ধাতার সময়ে যেরূপ ছিল আজিও তাহাই রহিয়াছে।

পারস্যের সাহার সম্মানার্থ আমাদিগের রাজ্ঞী উইণ্ডসর গ্রেট পার্কে সৈন্যদিগের এক কাওয়াজ করিবেন।

ভায়েনা এবং বার্লিনে অর্থের বড় অনটন ঘটিয়াছে। ভায়েনাতে এক দিবসে ১২০ টী কোম্পানি ফেইল হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ৩০০ জন দেউলিয়া হন। অনেকে আত্মহত্যা করিয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক শতকরা ৭ ডিস্কাউণ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সম্প্রতি বকিংহাম রাজপ্রাসাদে যে ষ্টেট কনসার্ট হয়, তাহাতে দিলীপ সিংহ, তাঁহার স্ত্রী,বঙ্গদেশের নবাব নাজিম এবং প্রিন্স সলিমান আলী বাহাদুর নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষস্থ সংকীর্ণহৃদয় ইংরাজেরা দেখুন এদেশীয়েরা ইংলণ্ডে কিরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন!

বিবিধ।

ইণ্ডিয়ান অবজার্ব্বর বলেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদালতের কৃত সেসন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করিবার অনুমতি দিবার ফৌজদারী কার্য্য বিধিতে যে একটী ধারা আছে, গবর্ণর জেনারল তৎসম্বন্ধে এই আজ্ঞা দিয়াছেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রথমে এ বিষয়ে প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মকার ইলিহু বুরিট শীঘ্র একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করিবেন। আমেরিকা সকল বিষয়েই অন্যান্য জাতিকে পরাস্ত করিল।

রুশীয়েরা মধ্য এসিয়ার একখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে পারস্যের অধিকারভুক্ত কতক রাজ্য তাঁহারা দাওয়া করিয়াছেন। ক্রমে সূত্রপাত হইতেছে।

আমেরিকার সংবাদ পত্র সমূহ বলিতেছেন, গ্রিলির মৃত্যুর কারণ অন্যে যে যাহা বলুন সে সমুদায় অমূলক, তিনি মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে অতি অল্প কাল মাত্র নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। যাঁহারা অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

আমেরিকার স্মিথ ও ওয়েসন কোম্পানি রুশীয় সেনাদিগের জন্য ২লক্ষ ভাল বন্দুক দিবেন বলিয়া রুশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। রুশীয়াক্রমে প্রস্তুত হইতেছেন।

পিয়নিয়র এত দিনের পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় লম্পট জাতি পৃথিবীতে আর নাই। অন্য জাতির কথার আবশ্যকতা নাই, ইংলণ্ডের জলবায়ুর সহিত ভারতবর্ষের জলবায়ুর তুলনা করিয়া বিচার করিলে ভারতবর্ষকে এ বিষয়ে ইংলণ্ডের নিকটে হারি মানিতে হয় সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গোয়ালপাড়ার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইবেন।

ডবলিউ এচ রাইলাণ্ড সাহেব ১৮৭২ অব্দের ৮ আইন অনুসারে কলিকাতা ও উপনগরে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী মহম্মদ সোবান হাইদর লোহারডগাতে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু কাস্তুরি লাল হাজারিবাগে এবং রাইচরণ ঘোষ মানভূমে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

কামরূপের সহকারী কমিশনর কাপ্তেন টি, বি, মিচেল সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, এফ, ওয়ার্সলি সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

মুন্সী আবদুল মাহি গোপালগঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

মুন্সী আবদুল রসিদ ভাঙ্গার সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

টি, নর্ম্মাণ সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু রাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৪৯ ধারানুসারে ঢাকার রোড সেস্ কমিটির সভ্য হইবেন।

সাহরণের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টি, জি চারল্‌স্ সাহাবাদে বদলী হইলেন।

এ, এজার সাহেব উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল সমূহের জাইণ্ট ইনস্পেক্টর হইবেন।

এফ, ডবলিউ ব্যাড্‌কক্ ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন এবং ১৮২২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে ভাগলপুর মুঙ্গের এবং পুর্ণিয়া বিভাগে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠের ভারত-সংস্কারকের প্রেরিত স্তম্ভে কোন্নগর নিবাসী বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যে মিথ্যা মোকর্দ্দমার বিষয় লিখিত হইয়াছিল, মুনসেফের নিকট তাহার পুনর্ব্বিচার হইয়া উক্ত বাবুর বিরুদ্ধে মায় খরচা ডিস্‌মিস হইয়াছে। এক্ষণে এই আশ্চর্য্য মোকর্দ্দমাটির একটু সংক্ষেপ বিবরণ লেখা যাইতেছে। যোগেন্দ্র বাবু যুবা বয়সে পিতৃ সঞ্চিত কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, অথচ তাঁহার শিক্ষা সংসর্গ ভাল নহে এজন্য সময় সময় কুপরামর্শে ফিরিবেন আশ্চর্য্য কি? বাবু অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তাঁহার এক প্রতিবাসীর প্রতি তাঁহার আক্রোশ ছিল, তিনি উহাকে জব্দ করিবার এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করেন। অনেক দিন হইল কোন্নগরে হরশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বিদেশী কিছু কাল ছিল, এক্ষণে পরলোকগত হইয়াছে, সেখানে তাহার আত্মীয় পরিবার কেহই নাই, যোগেন্দ্র বাবু তাহারই নামে টাকা কর্জ্জা বাবতে শ্রীরামপুরের মুনসেফিতে নালিস করিলেন, শমন হইল, বাবু নিজে কিরূপে গোপনে২ শমন জারী করিলেন কেহ জানিতে পারিল না। মোকর্দ্দমার নির্দ্দিষ্ট দিনে বাবু নিজে আদালতে গেলেন, তাঁহার প্রতিবাদী মৃত, কেমন করিয়া আসিবে! মুনসেফ মহাশয় এক পক্ষকে উপস্থিত দেখিয়া আইন মত এক তরফা ডিক্রী দিলেন, যোগেন্দ্র বাবুর মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি সেই ডিক্রীর বলে অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের ভদ্রাসন বাটীর এক অংশ ক্রোক করিলেন। যাহাদিগের বাটী, তাঁহারা কিছুই জানে না, হঠাৎ এইরূপ অন্যায় আক্রমণে আশ্চর্য্য এবং ব্যাকুলিত হইল। মুনসেফের নিকট মোতাহেম দিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া মোকর্দ্দমার খরচা পর্য্যন্ত তাহাদিগের উপর তলব করিলেন। অবশেষে ক্রোকী সম্পত্তি নিলাম হইল, যোগেন্দ্র বাবু ২০টাকায় কিনিলেন।

অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়েরা নিরুপায় হইয়া মোকর্দ্দমার পুনর্বিচারার্থ হকীয়ত করেন এবং গ্রামের প্রধান প্রধান ভদ্রলোকদিগের সাক্ষ্যে নিজসম্পত্তি সপ্রমাণ করিয়াছেন। যোগেন্দ্র বাবু শুটিকত মিথ্যা সাক্ষী দ্বারা তাহা হরশম্ভুর বিষয় বলিয়া প্রমাণার্থে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু এবার মুনসেফের সুক্ষ্ম বিচারে তাঁহার দুরাকাংক্ষা বিফল হইয়াছে। তাঁহার প্রতি মোকর্দ্দমার সমুদায় খরচা দিবার হুকুম হইয়াছে।

হাকীমদিগের এক তরফা মোকর্দ্দমার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, নতুবা দুষ্ট লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া কত নিরপরাধীকে কষ্ট দিতে পারে বিবেচনা করিবেন। শ্রীরামপুরের মুনসেফ মহাশয়ের ঘটে আর একটু বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। তিনি যদিও শেষে ঠিক্ বিচার করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখী নির্দ্দোষী ফরিয়াদীদিগকে অনেক দিন বহু কষ্ট ও ব্যয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কে তাহার পূরণ করিবে? যোগেন্দ্র বাবুর এখনো কাঁচা বয়েস, তাঁহার প্রতি উপদেশ এই, তিনি যে কিছু পৈতৃক অর্থ লাভ করিয়াছেন তাহা লোকের এপ্রকার অত্যাচারে নিয়োজিত করিবেন না, যাহাতে মনুষ্যের মত হইয়া টাকার সদ্ব্যয় পূর্ব্বক দশজনের সুখ্যাতিভাজন হইতে পারেন সেই চেষ্টা করুন। দুষ্ট মতলবে গেলে নিশ্চয় জানিবেন, একটা না একটা বিপদে পড়িয়া সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

কশ্চিৎ বিশেষজ্ঞঃ।

মহাশয়!

১। চারিদিকে এত সর্ব্বনাশ হইতেছে তবু অর্থ লোলুপ ইংরাজ রাজ মাদক ব্যবসায়ের লোভ সম্বরণ করিবেন না। এখানে মদের চলন বড় অল্প নহে। সে দিন একটী যুবক মাদক সেবন করিয়া ছাদের উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। তাহার বৃদ্ধ মাতা পিতা ও অল্প বয়স্কা স্ত্রী হাহাকার করিতেছে। দশ ভূতের কার্য্য বলিয়া যা হউক নতুবা মদ্য প্রপীড়িত লোকের অভিশাপে মদের কর্ত্তারা বিনাশ পাইতেন।

২। স্কেসিরাম নামে ছোট আদালতের জজ বর্ব্বরদ্বয় হইল কোন লোক দ্বারা হত হয়েন, তাঁহার বিষয় বোধ হয় আপনারা অবগত আছেন। তিনি উপযুক্ত বিচারপতি ছিলেন এবং সরকারি কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া তাঁহার স্মরণার্থ চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল। শুনিলাম ৪।৫০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত টাকা পঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া হইয়াছে এবং "স্কেসিরাম মেডেল" নামে একটী মেডেল প্রত্যেক বর্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান কৃতবিদ্য ছাত্রকে দেওয়া হইবেক।

৩। আজ কাল সাহেবি আনার উপর কোন কোন সংবাদ পত্র জুড়ে লিখিতে ছন এবং সে সকল লেখা যদিও অনেক যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা যায় যে সাহেব না হইলেও আর ভদ্রতা নাই। কিন্তু কিসে যে জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ ধবল রূপ ধারণ করিবে সেও একটা ভাবনার বিষয়। নতুবা এই বড় লজ্জার কথা যে কৃষ্ণ বর্ণ জেকেট পেণ্টুলেনের ভিতর নিজের লোপাপত্তি হইবে। তখন আমার আমিত্ব জেকেটের উদরস্থ হইলে আমি জেকেট, কি জেকেট আমি এই বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার সাত পাঁচ ভাবিতে গেলেও তবুও প্রাণটা অনেক কারণে সাহেব হইতে চায়। আপনি তো জানেন

যে সাহেব হইলে কত সুবিধা এমন কি সাহেবের সাত খুন মাপএবং সাহেবের ছেলে মূর্খ হইলেও দারোগা অর্থাৎ বড় কর্ম্ম পাইবেই পাবে। চক্ষের উপর দেখিলেন তো হাবড়ার রিলী সাহেব এবং এই রকম কত রিলী মিলি বাঁচিয়া যায় তার কারণ জানেন? শুদ্ধ কেবল সাহেবের ধবল শরীরে ময়লা পড়ে না। পক্ষান্তরে সাহেবের বড় একটা কর্ম্ম চাই কারণ ধবলতাকে বজায় রাখিবার জন্য অনেক সাবন চাই এবং সাবনে অধিক পয়সা খরচ সুতরাং সাহেবের অন্ততঃ দারোগাগিরি চাই। সে দিনকার ব্যাপার কি মনে নাই। লাহোরের প্রধান বিচারালয়ে তৃতীয় বিচারপতি আবশ্যক হয়। ইহা স্থির হইয়াছিল যে এ দেশীয় লোককে উক্ত পদ দেওয়া হয়, কিন্তু দেশীয় উপযুক্ত লোক না থাকায় এক সাহেব সে পদটী পান। এতো বড় কথা। কত ছোট ছোট ব্যাপার চুপেং হয় তাহা কেহই জানিতে পারে না। দপ্তরের প্রধান কেরাণী কোন উচ্চপদের জন্য পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালি বলিয়া সে পদ পাইলেন না তিনি সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত কেবল দোষের মধ্যে এই যে তিনি বাঙ্গালী। পরে তাঁহার সহকারী দেশী সাহেব হইয়াও সেই পদ পাইলেন। এখন কি বলেন সাহেব হওয়া ভাল নয় কি?

৪। কোন সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে লাহোরে দেশস্থ রাজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মেম সাহেবদিগকে "লভ লেটার লেখা চলিতেছে। শুদ্ধ তাহা নহে। এ সম্বন্ধে অনেক রকম ব্যাপার হইয়া থাকে। এদেশস্থ কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন লোকের মধ্যে ঐ প্রকার পত্র লেখা চলিয়া থাকে শুনা যায়। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি নীতি জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা না দেওয়া হয়, এবং বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য কুপ্রথা দূরীকরণ না হয় তবে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কতই যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে তাহা বলা যায়না। পঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মনীতির আদরের অভাব প্রযুক্ত বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। এমন কি এখানে ছাল্লনকুটীর (অর্থাৎ এম্পটি হাউস) গুপ্ত ভাবে অনেক স্থানে বিরাজ করে। এবং দূত সকল লোকদিগকে তথায় যাইবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকে। সুসভ্য ইংরাজদিগের শাসনে যদি এ সকল জঘন্য ব্যাপার রহিত না হয় তবে আর কিসে হইবে? সভ্যতার আনুষঙ্গিক এই সকল দোষ যত শীঘ্রই মনুষ্য সমাজ হইতে দূরীভূত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

৫। আজ কাল এখানকার বঙ্গ সমাজের মধ্যে একটী লাইবেল হইয়া বড়ই ধুমধাম চলিতেছে। অমৃতবাজার পত্রিকার লাহোরস্থ সংবাদদাতা ওখানে যে সরস্বতী পূজা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন।. এক্ষণে পূজার পাণ্ডারা তাহাতে দুই একটী মিথ্যা কথা লেখা হইয়াছে, এই ওজর করিয়া তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিবার জন্য ২।৩ মাস ধরিয়া আড়ম্বর করিতেছেন।

৬। মাসেক কাল অতীত হইল স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সেই অবধি এখানকার লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া একটী বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে এবং ধর্ম্ম নীতি বিষয়ক একখানি এক পয়সার কাগজ প্রকাশ হইতেছে। উক্ত উৎসব উপলক্ষে হিন্দিতে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। লাহোর।.

বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

নাম	স্থান	
শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ বসু	কালেজস্কোয়ার	৬
' ' শ্যামাচরণ দে	কালেজস্কোয়ার	২
' ' রাম নাথ চক্রবর্ত্তী	আড়কুলি লেন	২
' ' দিগম্বর মিত্র	ঝামাপুকুর	৬
' ' অভয়া চরণ বসু	সাপ্তাহিকরিপোর্ট যন্ত্র	২
' ' তারক নাথ সরকার	কলেজস্কোয়ার	৬
' ' তারিণী তনয় রায়	সিমলা	৩॥০
' ' অনন্তরাম ঘোষ	চট্টগ্রাম	৭॥০
' ' শ্যামাচরণ শ্রীমানি	সিমলা	৩॥০
' ' হেম চন্দ্র মিত্র	আহিরী টোলা	৬
' ' ভগবান চন্দ্র দাস	বালেশ্বর	৭॥০
' ' বসন্ত কুমার দত্ত	বাঁকিপুর	৪।০
' ' কালীমোহন ঘোষ	ডেরাডুন	৭॥০

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী।

সাধারণের কল্যাণ বর্দ্ধনার্থ এবং নানাবিধ পুস্তক সাময়িক ও সংবাদ পত্রাদি নিয়মিতরূপে লইবার উপায় না থাকাতে ছাত্র ও সাধারণের যে অসুবিধা হয় তন্নিবারণার্থ আমরা "ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি" নামে একটী পুস্তকালয় খুলিবার সংকল্প করিয়াছি। ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় প্রাচীন নব্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল এবং বর্ত্তমান সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা যাইতেছে। পাঠকগণ লাইব্রেরিতে বসিয়া এবং বাটীতে লইয়া গিয়া পাঠ করিতে পারিবেন। কিন্তু এবিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সাহায্য সাপেক্ষ। ১ লা এপ্রেল হইতে এই লাইব্রেরির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি সর্ব্ব সাধারণে ইহার গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

অগ্রিম দেয়।

	টাকা
বার্ষিক … … … …	৫
ষাণ্মাসিক … … … …	২॥০
মাসিক … … … …	।০

নং ৩৪ ভবানীচরণ দত্তের লেন সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ কালেজের নিকট } শ্রীউপেন্দ্র নাথ বসু। অবৈতনিক সেক্রেটরি।

"পুলিসদর্পণ" নামক একখানি সুন্দর নাটক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ৸০ আনা, বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ মূল্য সহ আমাদিগের কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পাইবেন।

ভারত সংস্কারক কার্য্যালয়। } শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

প্রকৃত ওলাউঠা অতি সাংঘাতিক রোগ এবং হোমিওপেথিক মতে চিকিৎসা দ্বারা ইহা হইতে মুক্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে। আমরা ঐ মতে ওলাউঠা চিকিৎসার প্রধান ১০টী ঔষধ ও ঐ সকল ঔষধাদি কখন কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অতি সরল ভাষায় লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক একটী বাক্সে, এবং এক শিশি ডাক্তর রুবিনির কর্পূরের আরক স্বতন্ত্র একটা টিনকেশে, ৮ টাকা মূল্য ধার্য্য করিয়া বিক্রয় করিতেছি। যাঁহারা বিতরণ জন্য ক্রয় করিবেন তাঁহাদের ৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। গৃহস্থ মাত্রেরই ইহার এক ২বাক্স ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা হোমিওপেথিক ডিস্পেন্সারী ৩৪৯, চিতপুর রোড } আর কে মিত্র এবং কোং হোমিওপেথিক চিকিৎসক।

গ্রাহকগণের প্রতি।

ভারত সংস্কারক কলিকাতায় বিলী করিবার জন্য নূতন লোকসকল নিযুক্ত হইয়াছে, একারণ ২।১ সপ্তাহ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা নিয়মিতরূপে পত্র না পান, আমাদিগকে সত্বর সংবাদ দিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

		কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	… …	৬ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	… …	৩॥০ "	৪।০
' ত্রৈমাসিক	… …	২ "	২।৵০
মাসিক	…	৷৹	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	… …	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণিয়াটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED No. 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
১৩শ সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৮শে আষাঢ় শুক্রবার। ইং ১৮৭৩—১১ই জুলাই
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা।
মফঃস্বলে ডাক মাস্থল সহিত ৭।৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা অবগত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতা হাইকোর্টে আর এক জন এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্ত করিবার জন্য লর্ড নর্থব্রুক বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। চিফ জষ্টিস্ ইহাতে আপত্তি করেন, কিন্তু সদাশয় গবর্ণর জেনারলের আদেশে বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং মোহিনীমোহন রায় এই দুই প্রধান উকীলের নাম পাঠাইয়াছেন। ইহাঁদিগের অন্যতর মনোনীত হইবেন।

———

গত কল্যকার মিররে লিখিত হইয়াছে পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের দুই জন গার্ড কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্র মহিলার প্রতি অভদ্রাচরণ করাতে তাঁহাদিগের অভিভাবক এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন। ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ব্রাণ্ডার সাহেব সকল বিষয় অনুসন্ধানপূর্ব্বক গার্ড দুটীকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। আমরা অদ্য উক্ত রেলওয়ের কয়েকটী অসঙ্গত রীতির বিষয় উল্লেখ করিয়া একটী প্রস্তাব লিখিলাম, কোম্পানির অধ্যক্ষেরা তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে তাঁহাদিগের যশোবৃদ্ধি এবং আরোহীদিগের অকারণ অনেক কষ্টের লাঘব হয়।

বিলাতে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দানার্থ এদেশীয়গণ আহূত হইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ত সাধারণের হিতার্থে গাত্রোত্থান করিতেছেন না। লাহোরের বাবু নবীনচন্দ্র রায় একাকী এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া ভারতের মানরক্ষা করিয়াছেন। এই মহাত্মা লাহোর বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও অন্যান্য প্রধান পদে নিযুক্ত আছেন্ এবং তৎপ্রদেশের সকল সৎকার্য্যের প্রধান নেতা।

———

লর্ড লরেন্স রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য দান কালে জমীদারদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা বঙ্গদেশের আশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ। তিনি সমুদায় ভারতবর্ষে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করেন।

———

মাজিষ্ট্রেট ও জজদিগের সমান্ত পদোন্নতির বিষয়ে হাইকোর্ট যে আপত্তি করেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সমীচীন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দেন। আমরা ইহার কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে জজদিগের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার হইয়াছে, কাম্বেল সাহেব স্বয়ং কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করিয়াছেন।

———

পাবনা অঞ্চলের প্রজা বিদ্রোহিতা নিবারণের জন্য লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর এইরূপ এক ঘোষণা পত্র বাহির করিয়াছেন—

"যে হেতু জমিদারগণ অতিরিক্ত কর আদায়ের চেষ্টা করায় প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য হাঙ্গাম করিতেছে, অতএব সাধারণ প্রজার শান্তি রক্ষার নিমিত্ত বিরোধী প্রজাদিগকে ঐ রূপে জমাইত্বদ্ধ হইতে দেওয়া না হয় এবং জমিদারগণ আইনানুসারে প্রজার কাছে যাহা পাইবেন তাহার সুবিচার করা হয়। বিদ্রোহী প্রজাগণ শান্তভাবে আপনাদের দুঃখ জানাইলে মনোযোগের সহিত তাহা শুনা যাইবে। কিন্তু তাহারা যদি জমিদারের যথার্থ প্রাপ্য না দিয়া বলে যে আমরা কেবল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এ সম্বন্ধে জমিদারদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমিদারের কৃত রাজবিধি বহির্ভূত কোন অতিরিক্ত দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলে একত্রিত হওয়ার কোন নিষেধ নাই, কিন্তু সে জন্য বহুলোক একত্রিত হইয়া দাঙ্গা করা আইন সঙ্গত নহে। গবর্ণমেণ্ট আইনানুসারে জমিদার ও প্রজার যথার্থ স্বত্ব রক্ষা করিবেন।"

জমীদারদিগের অত্যাচার নিবারণ গবর্ণমেণ্টের যেমন কর্ত্তব্য, প্রজাগণের দৌরাত্ম্য নিবারণও সেইরূপ, সন্দেহ নাই। প্রজারা বলবান্ সহায় পাইলে জমীদারের বাবা হইয়া দাঁড়ায়।

ভারত সংস্কারক।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সংস্করণ।

"সর্ব্ব মত্যন্ত গর্হিতং"—কোন বিষয়েই অত্যন্ত বাড়া বাড়ি ভাল নহে—এই পুরাতন প্রবাদটী পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। মিতাচার মনুষ্যের একটী বিশেষ গুণ, অতএব মিতব্যয়ী ব্যক্তি মাত্রেই সাধারণের প্রশংসা ভাজন হইয়া থাকেন ইহা সত্য, এবং বণিক্ সম্প্রদায়ে এই গুণটী বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়াথাকে তাহাও আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহার অপব্যবহার দ্বারা মনুষ্য যখন ইহার সীমাভেদ করিয়া কৃপণ-

তার অঙ্কে আরোহণ করেন, তখন কেবল লোকের নিকট অযশোভাজন হয়েন এরূপ নহে, কিন্তু কর্ত্তব্য বিমূঢ়তা ও অভদ্রাচরণের জন্য পদে পদে অভিশপ্ত ও অবজ্ঞাত হয়েন।

রেলওয়ে কোম্পানির যেরূপ ব্যবসায়, তাহাতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ উপস্বত্ব স্বরূপ ইহাঁদিগের সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই; আরোহীদিগের নিকট সংগৃহীত অর্থ তাহাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যয়িত হইয়া অবশিষ্টাংশ কোম্পানির প্রকৃত উপস্বত্ব রূপে পরিগৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য। ভৃতিভোগী কর্ম্মচারী যেমন সুন্দররূপে আপন প্রতিজ্ঞাত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে ভৃতিলাভের অধিকারী হয়েন না, রেলওয়ে কোম্পানিও যাত্রী সাধারণের নিকট আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে সেইরূপ দায়ী। কিন্তু ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয় যে ইহাঁদিগকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর যাত্রীদিগের প্রতি সমুচিত কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর দেখা যায় না।

ইহা সকলেরই বিদিত আছে এবং কোম্পানির কর্ম্মাধ্যক্ষও বোধ হয় বিশেষরূপে অবগত আছেন যে নিম্ন শ্রেণীর গাড়ীতেই দেশের অধিকাংশ ভদ্রলোক ও সমুদায় সাধারণ লোক গমনাগমন করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাঁদিগকেই রেলওয়ে কোম্পানির বিশেষ প্রতিপালক বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই শ্রেণীর যাত্রীদিগের প্রতিই ইহাঁদের বিশেষ অবহেলা। রাস্তার সৃষ্টি হইয়া অবধি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শকটে আলো দেওয়া ইহাঁদিগের রীতিবিরুদ্ধ, ঐরূপ কার্য্যকে যে কেন ইহাঁরা নীতিসঙ্গত মনে করেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীরা সন্ধ্যার পর আপন২ বাটীতে আলো জ্বালিয়া থাকে না, এই সংস্কার বশতঃ কি ইহাঁরা তাঁহাদিগের গাড়ীতে আলো দিবার বিধি প্রবর্ত্তিত করেন নাই? যদিও তাঁহারা সম্যক্‌রূপে এদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার অবগত নহেন, তথাচ সামান্য জ্ঞান দ্বারা সহজে যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা যায়, বহুদর্শন ও বিজ্ঞতা সত্ত্বেও কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষের এ বিষয়ে এ প্রকার ভ্রমাত্মক সংস্কার থাকা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। মিতাচারই বোধ হয় এই রীতির প্রবর্ত্তক, কিন্তু আমরা অগ্রেই বলিয়াছি যে এরূপ আচরণকে মিতাচার বলা যায় না, ইহা কৃপণতা সংজ্ঞার বাচ্য, এবং এরূপ কৃপণতা কর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় পরিণত হইয়া থাকে। পরস্পর অপরিচিত, ভিন্নরুচি ও ভিন্ন চরিত্রের লোক সকল অন্ধকারাবৃত শকট মধ্যে গমনাগমন করিতে হইলে, কে বলিতে পারে যে কোন দুষ্টলোক এরূপ উপযুক্ত অবকাশ পাইয়া কাহারও সম্পত্তি হরণ বা বৈরনির্যাতনার্থ ভয়ানক দুরভিসন্ধি সাধন করিবে না? আশ্চর্য্য! একটী সামান্য আলোকের ক্ষুদ্র ব্যয়ের জন্য ইহাঁরা আপনাদিগের স্কন্ধে এরূপ গুরুতর দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। বিশেষতঃ এই দুই শ্রেণীতে মাতাল বদমায়েস ছোট লোক অনেকেরই সমাবেশ হয়, তাহাদিগের সহিত অন্ধকারে একত্র যাইতে হইলে দুঃখী ভদ্রলোকদিগের কি পর্য্যন্ত না কষ্ট উপস্থিত হয়? যদি কোম্পানির অর্থের বিশেষ অসঙ্গতি হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবল কৃষ্ণপক্ষীয় কয়রাত্রি আলোর বন্দোবস্ত করিলেও অনেক ব্যয় সুলভ হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এই শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য প্ল্যাট্‌ফরম ভিন্ন কোন ষ্টেসনেই একটী সুবিধামত বসিবার স্থান নাই, সে জন্য সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হয়। বগুলা, রাণাঘাট ও চাকদহ প্রভৃতি ষ্টেসনে এমন কি ৮।১০ ক্রোশ দূর হইতে যাত্রী আসিয়া থাকেন, উপযুক্ত স্থানের অভাবে গাড়ী আসিবার অনেক পূর্ব্বে ষ্টেসনে পহুছিয়া তাঁহারা বড়ই বিব্রত হইয়া থাকেন, বিশেষত বর্ষা বা গ্রীষ্মের সময় সমধিক কষ্ট ভোগ করেন। বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান বা আসনের ত কথাই নাই, পিপাসাতুর হইলে দোকান ঘর ভিন্ন তথায় একটু জল পর্য্যন্ত মিলিবার আশা নাই। আবার ষ্টেসনে যখন ট্রেণ উপস্থিত হয়, তখন অন্য ট্রেণের পূর্ব্বাগত যাত্রীদিগকে আদেশ করা হয়, "বাহিরে ফাঁকা মাঠে গিয়া দাঁড়াও, নচেত সামুদায়িক ভাড়া দিতে হইবে।" শীত ও বর্ষাকালের রাত্রে এইরূপ আদেশের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদিগের মনে বড় দুঃখ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে বেলা ৩ টার সময় যে ট্রেণটী চালান হয়, তাহাতে দুই খানি দোতালা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী দেওয়া হয়। সে গাড়ীতে বসিলে রৌদ্র বৃষ্টির অভাব থাকে না, যত পার ভেজ, বাহিরের ছাইট ত আসিবেই, কেননা ইহার ঝিলমিল গুলি পরস্পর সুদূরবর্ত্তী। আবার উপরের তালার চারিদিক্ খোলা সুতরাং সহজেই জলে ভরিয়া যায় এবং কাষ্ঠের যোড়ের মুখে যে অল্প ফাঁক থাকে ঐ স্থান দিয়া উপরকার সকল জল নিঃসৃত হইয়া উপরিস্থিত যাত্রীদিগের চর্ম্মপাদুকাদির ধৌত জল দ্বারা নিম্নস্থ লোকদিগের মস্তক ও গাত্রকে অভিষিক্ত করে। কেমন মজা? এই গাড়ী দুইখানির মত গাড়ী পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে আছে বটে, কিন্তু তাহা চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং ইহাঁদিগের গাড়ীর উপরে উঠিতে হইলে চারি

অঙ্গুলি পরিমিত প্রশস্ত মৈয়ের ন্যায়, পতন সুলভ, একটু একটু লোহার ধাপ দেয়া যেমন লাফাইয়া উঠিতে হয়, ইহাদিগের সেরূপ নয়, গাড়ীর ভিতরে রীতিমত কাষ্ঠের সিঁড়ি আছে। এই গাড়ীতে উঠিলে হাঁটু প্রায় মস্তক স্পর্শ করে, এবং বাহির হইতে যেন খাঁচার ভিতর কতকগুলি কি জানোয়ার পুরিয়া লইয়া যাইতেছে বোধ হয়। কোম্পানি কি এ বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারেন না?

চতুর্থতঃ ইহাঁদিগের 'কাটাগাড়ী' বলিয়া একটী ট্রেণ আছে, তাহাতে মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি ষ্টেসনে গাড়ী থামে না, ট্রেণ চলিতে চলিতে গাড়ী কাটিয়া ফেলিয়া যাওয়া হয়। মধ্যবর্ত্তী ষ্টেসনের লোকে যদি নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে না উঠিল, ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে চলিতে হইবে এবং অনেক দূরে যেখানে ট্রেণ থাকিবে সেইখানে নামিয়া বেশী পয়সা দিয়া বিপদস্থ হইতে হইবে। হয় তাহারা হাঁটিয়া ৩।৪ ক্রোশ ফিরিয়া যাউক, না হয় ২।৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বেশী ভাড়া দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হউক। রেলওয়ের এ বিশেষ ব্যবস্থা না জানাতে এবং ব্যস্ততা প্রযুক্ত অনেকে যে এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হন, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা এক দিন ৩।৪ জন লোককে এইরূপ কষ্টে পতিত হইতে দেখিলাম। আরোহী যাহাতে এ-ভ্রমে পড়িয়া মারা না যায়, কোম্পানি কি তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি যে কি বিবেচনায় যাত্রীদের উপর এরূপ অন্যায় ব্যবহার করেন, আমরা বুঝিতে পারি না। মাসুল ত কম লয়েন না? ভারতবর্ষের কোন রেলওয়েই বোধ হয় উপরি উক্ত একটী দোষেও দোষী নহে। সুদক্ষ প্রেষ্টেজ সাহেব শীঘ্র এই সকল অভাব পূরণ করিয়া আপনাকে সুখ্যাতির পাত্র করুন।

মধ্য আসিয়ায় রুসিয়ার ক্ষমতা বিস্তার।

সম্প্রতি পিটর্সবরার একখানি সংবাদ পত্র 'কিমিক' টাস্‌কেণ্ড হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, যে খিবার খাঁ পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, এবং রুসীয়েরা খিবা অধিকার করিয়াছেন। কেহ কেহ শুনিয়াছেন, যে রুসীয় সেনাপতি ক্যফ্‌ম্যান লিখিয়াছেন যে ১০ই জুন দিবসে খিবা জয় করা হইয়াছে এবং খিবাধিপতি খাঁ জোমুডোয়ে পলায়ন করিয়াছেন। এইরূপ খিবা সম্বন্ধে অনেক সময়ে আমরা অনেক কথা শুনিতেছি, যথার্থতঃ ইহার সত্যাসত্য নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। খিবা ইংলণ্ড অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইলেও তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কোন সংবাদ পাইবার উপায় নাই। বিশেষতঃ রুসীয়েরা সংবাদ পত্রের রিপোর্টার অর্থাৎ সংবাদ দাতা-দিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিতে নিবারণ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনারা সেন্ট পিটর্সবরা নগরবাসাদিগের আমোদের জন্য যাহা কিছু সংবাদ বা কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত প্রেরণ করেন, তাহাই তত্রত্য সংবাদ পত্র সকল, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক বিচার না করিয়া আগ্রহ সহকারে (অবশ্য কিছু অলঙ্কার যোগ করিয়া) প্রকটিত করিয়া থাকেন। সেই সকল বিশ্বস্ত (!) সংবাদই আবার অনুবাদিত হইয়া অন্যান্য দেশে প্রচারিত হয়। আমরা সেই অনুবাদের অনুবাদ দেখিতে পাই মাত্র; সুতরাং ইহা কত দূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকগণই বুঝিতে পারিতেছেন। তত্রাপি এ কথা বলা যাইতে পারে, যে অসীম ক্ষমতাশালী প্রভূতায়তন রুসিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র-সীমাবদ্ধ খিবার দণ্ডায়মান থাকা কোন ক্রমে সম্ভাপর নহে, তবে বীর-বংশ-সম্ভূত স্বাধীন পুরুষের আবাস বলিয়াই এত দিন রুসিয়ার গতি অবরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যাহাই হউক, যদি যথার্থতঃ রুসীয়েরা খিবার উচ্ছেদ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, এবং তাহাদিগের গূঢ় রাজনৈতিক কৌশলে তাহাকে স্বাধিকারভুক্ত করেন তাহা হইলে ব্রিটিন্ গবর্ণমেণ্টের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত বোধ হয় না।

বিগত ১৯ শে মার্চ্চ রয়াল ইউনাইটেড্ সার্বিস ইন্‌ষ্টিটিউসনে পারস্যের মেজার মরডক্ স্মিথ সাহেব মধ্য আসিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন, যে পারস্য ও আফ্‌গান স্থান স্বাধীন থাকিলে ভারতবর্ষের কোন বিপৎ পাতের সম্ভাবনা নাই। তাহারা ভারতবর্ষের সীমাস্থিত দুর্গ-নিচয়ের পরিখা-স্বরূপ। তাহাদিগকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়া বাধ্য রাখিতে পারিলেই নিরাপদে ভারত সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হইতে পারিবে। ইংলণ্ডের সহিত পারস্যের মৈত্রী ভাব আছে, রুসীয়দিগের সহিত তাহাদিগের সম্ভাব নাই। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে স্বপক্ষে আকর্ষণ করিবার জন্য কোন সুযোগই অপচয় করা উচিত নহে। মেশেড্ দুর্গকে সৈন্য দ্বারা দৃঢ়ীভূত করা এবং পারস্যোপসাগরে রণতরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা তাঁহার মতে অতীব আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে পারস্য ও আফ্‌গান স্থানের উপরও অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে না। একথা নিতান্ত অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। সম্প্রতি রুসীয়েরা মধ্য আসিয়ার অভিনব মান-চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে পারস্যের কিয়দংশ রুসিয়ার অধিকারভুক্ত করা হইয়াছে, ইহা দেখিয়াও যে কেন আমাদিগের গবর্ণ-

মেণ্টের চৈতন্যোদয় হইতেছে না, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। বাস্তবিক, রুসীয়েরা যেরূপ উচ্চ আশা-পরায়ণ, তাহাতে তাহারা যে অচিরে আপনাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবে তাহা বলা বাহুল্য।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষতাবলম্বন করিয়া কেবল তাহাদিগকে প্রশ্রয় দান করিতেছেন মাত্র। খিবাধিকার করিয়া তথায় দুর্গ-নির্ম্মাণ এবং প্রয়োজন মত সৈন্য স্থাপন করিতে পারিলেই পারস্যের আর স্বাধীনতা বহুদিন ভোগ করিতে হইবে না। ভ্যামবারি সাহেব বলেন, যে আঝারবিদ্-স্থান, খরদি-স্থান ও ঝিলানে রুসীয়েরা গুপ্তচর দ্বারা বাসিন্দা-দিগকে লওয়াইতে ক্রটি করিতেছে না। তাঁহার বিশ্বাস যে রুসীয়েরা সহসা তিহারাণ আক্রমণ করিলেই অবাধে নগর অধিকার করিতে পারেন। আমাদিগের আশঙ্কা আরো কিছু অধিক দূরে গমন করিতেছে। ভারতবর্ষের সীমাস্পর্শ না করিলে আর ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের নিদ্রাভঙ্গ হইবে না।

সার্ হেন্‌রি রলিন্‌সন্ সাহেব বলেন, যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা রুসীয়দিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহারা কাবুলে অবস্থান করিলেও ভারতবর্ষের কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। দুর্ভেদ্য পর্ব্বত শ্রেণী, অগম্য গহন বন, দুর্গম মরুভূমি প্রভৃতি ভারতবর্ষের নৈসর্গিক নিত্য আবরণ সকল অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নহে। রলিন্‌সন্ সাহেবের এই যুক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, তখন কি এই সকল নৈসর্গিক প্রতিবন্ধক ছিল না? না সীমাস্থিত সর্দ্দারগণ তাহাদিগকে কেবল আমন্ত্রণ করিয়া আপনাপন রাজ্য সম্প্রদান করিয়াছিলেন? রুসীয়েরা কি তৎকালীন মুসলমানগণাপেক্ষা হীনবল? বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীস্থ কোন্ জাতি তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন? ইউরোপ ও আসিয়ার মানচিত্র দর্শন করিলে উভয় দেশেই রুসীয়ার ক্ষমতাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষতাবলম্বন কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা তাঁহার মন্ত্রিবর্গেরাই বিশেষরূপে বলিতে পারেন। সেদিন ডিস্‌রেলী সাহেব প্রকাশ্য সভায় এতৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় উপহাস করিয়া রুসীয়দিগকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিখ্যাত লিগ্‌নি যুদ্ধের একদিন পূর্ব্বে সম্রাট্ নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট পারিস পুনরধিকার করিলে প্রুসীয়েরাও তাঁহার প্রতি এইরূপ পরিহাস ও বিদ্রূপ করিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সম্রাট্ কর্ত্তৃক ফ্লুরাস্ অধিকার শ্রবণ করিয়াই সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের সেরূপ আশঙ্কার কারণ না থাকিতে পারে, তথাচ বলবান্ শত্রুকে ক্ষমতা স্বত্বে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপেক্ষা করা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত কি না, ইহা তাঁহারাই ভাল বলিতে পারেন।

ডিস্‌রেলী সাহেব বলেন যে রুসীয়দিগের কনষ্টাণ্টিনোপল্ গ্রহণ অথবা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার আশা কেবল উন্মাদের প্রলাপ মাত্র। অথচ তিনি জানেন যে ইউরোপে রাজাদিগের ক্ষমতার সীমা নিরূপণ সত্বেও রুসীয়েরা সুইডেনের কিয়দংশ এবং তুরস্ক বা অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহারও এক চমৎকার যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে রুসিয়া একটি বৃহদায়তন দেশ। ইহা বহুসংখ্যক লোকের আবাসস্থল অথচ ইহার অধিকাংশ ভূমি অনুর্ব্বরা, তজ্জন্য রুসীয়দিগকে বাণিজ্যের সুবিধা ও অন্যান্য দেশ অধিকার পূর্ব্বক আবশ্যক ব্যয় সকল নির্ব্বাহ করিতে হয়, সুতরাং আবশ্যকতা বুঝিয়া তাহাদিগকে কার্য্য করিতে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যখনি তাহারা অযথা ব্যবহার করিবে, তখনি তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। ডিসরেলী সাহেব হয় তো মনে মনে রুসীয়দিগের আবশ্যকতার পরিমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ গ্রহণ করাও যে তাহাদিগের আবশ্যকতার অন্তর্গত হইবে না, এ কথা কি তিনি বলিতে পারেন?

ইংরাজদিগের অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, সৈন্য আছে, আমরা ইহা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু অর্থ, সামর্থ্য ও সৈন্য সত্বেও ফ্রান্সের যে শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সামরিক উপকরণ সমূহের সচ্ছলতা নিবন্ধন, অথবা অন্য কোন গুরুতর বা গূঢ়তর কারণ প্রযুক্ত মনে করিতে পারেন, যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা রুসীয়দিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু আমরা তাহাতে নিঃসন্দেহ-চিত্ত হইতে পারি না। যাহাহউক এই সময়ে প্রজাগণ যাহাতে সুখে থাকিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সহস্র কামান অপেক্ষা একটী বিশ্বাসী প্রজা-হৃদয় অধিক কার্য্যকর। সহস্র নৈসর্গিক প্রতিবন্ধকতা থাকুক, বিপক্ষাপেক্ষা ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট সহস্র গুণে বলবান্ হউন, তত্রাপি, তাঁহারা যদি সমস্ত ভারতবাসীদিগের অসুখের কারণ হন, মুহূর্ত্ত মাত্র ভারতবর্ষ রক্ষা করা তাঁহাদিগের অসাধ্য

হইয়া উঠিবে। ভারতবাসীরা যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুরাগী বন, আমরা তাহা বলিতেছি না, তবে আমাদিগের কোন কোন রাজপুরুষের বিবেচনার দোষে গবর্ণমেণ্টকে অনেক সময় কষ্ট ভোগ ও আক্ষেপ করিতে হয়। এই সময়ে সেই সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। যাহাতে দেশীয়দিগের হৃদয় অধিকার করিয়া (শরীর নয়) সর্ব্বতো ভাবে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধেয় হইতে পারেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের তদনুরূপ রাজনীতি অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা লর্ড নর্থব্রুক একজন যথার্থ সদ্বিবেচক ব্যক্তি। তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার রাজনৈতিক নিপুণতার বিশেষ পরীক্ষার সময়। তিনি সর্ব্বসন্তাপক ইন্‌কম্ টাক্স উঠাইয়া দিয়া, ভারতবর্ষীয়দিগের আন্তরিক ধন্যবাদ ভাজন ও বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার নিজেরও সদ্‌গুণ ও সৌজন্যে, ঔদার্য্য ও প্রিয় বাক্যে অধীনস্থ রাজা, প্রজা, সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। ঐ সময়ে তিনি একটু বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলেই ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহার নিকট চিরক্রীত হইয়া থাকিবেন। তিনি যেমন ইন্‌কম্ টাক্স অর্থাৎ আয়কর উঠাইয়া দিয়া সকলের প্রীতিলাভ করিয়াছেন, সেইরূপ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া যেন রোড্‌সেস্ অর্থাৎ রথ্যাকরটি প্রবর্ত্তিত করেন। কর প্রবর্ত্তনাই রাজ্যের সকল অনর্থের হেতু। যেখানে যখন বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, নতনবিধ কর-সৃজনই তাহার মূল। আমেরিকার মহাবিপ্লবের মূল কারণ ইষ্টাম্প কর। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবও করাভিনয়ের জন্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়েরা বহুদিন হইতে পরাধীন, তন্নিবন্ধন অন্যান্য সভ্য জাতি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত হীন বল সুতরাং এখানে যিনি যাহা কিছু, ভালই হউক বা মন্দই হউক, বিধিবদ্ধ করিতেছেন, তাহাই স্থল পাইতেছে। কিন্তু আন্তরিক অসন্তোষ কিছুতেই দূর হইবার নহে। পদার্থ বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, যে দাহ্য বস্তু সকল সংকলিত হইলে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া মহানিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়দিগের আন্তরিক অসন্তোষ সকল ক্রমে ক্রমে সম্বর্দ্ধিত হইয়া, এক সময়ে যে মহানর্থ উৎপাদন করিবে না, এ কথা কে বলিতে পারে? লর্ড নর্থব্রুক এ বিষয়টির বিশেষ অনুশীলন করিবেন। সহসা রথ্যাকরটি বলবৎ করিয়া যেন সাধারণের বিরাগভাজন না হন। পরাজিত ও জেতৃজাতির মধ্যে ইতর বিশেষ ভাবটিও যাহাতে অন্তরিত হয়, সেটিরও সদুপায় করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। কেবল মুখে সকলেই মহারাণীর প্রজা, সাদা কাল বর্ণভেদ নাই বলিলে চলিবে না। দেশীয়দিগকে যে সৈন্যদলে ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হইতেছে, সেটিও একটি সৎপরামর্শের কার্য্য; বিশেষতঃ ইহা এই সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। এই প্রকার হিতসাধক সদনুষ্ঠান দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয়দিগের চির অনুরাগ ভাজন হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদিগের অধীনে সন্তুষ্টচিত্ত থাকিলে অপর কাহারই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস হইবে না, সুতরাং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ও নিরাপদে, নিশ্চিন্ত হইয়া ভারত সাম্রাজ্য উপভোগ করিতে পারিবেন।

বিয়েনার প্রদর্শন।

বহু দিবসাবধি উদ্যোগের পর পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থান হইতেই দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়া মহা সমারোহের সহিত বিয়েনা প্রদর্শন খোলা হইয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাজ্যের রাজা, সম্রাট, রাজ পুত্র ইত্যাদি প্রধান প্রধান লোক এবং অনেক ছাত্রে নগর পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভারত বর্ষের দর্শকের মধ্যে কয়েক জন পার্সির নাম মাত্র শুনা গিয়া ছিল। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের কোন সুপুত্রই এই মহদ্‌ব্যাপারে যোগ দিলেন না, তাঁহারা বোধ হয় ভাবিলেন যে ইহাতে এমন কোন মানের বা অর্থাগমের ত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, কেবল তামাসা দেখিতে কেন এত কষ্ট এবং অর্থ ব্যয়! কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে পাঁচ বৎসর পুস্তক পড়িলে যে জ্ঞান লাভ না হয়, বিয়েনা প্রদর্শন দর্শক দিগের তাহা অপেক্ষা অধিক লাভের সম্ভাবনা। উৎসাহশীল বক্তৃতাপ্রিয় যুবকেরা কি আমাদিগের কথা গ্রাহ্য করিবেন? না উত্তর দিবেন "এখনও অত জ্ঞান লাভের সময় হয় নাই?" আমরা কেবল ছাত্র দিগকে লক্ষ্য করিতেছি না, দেশের মধ্যে যাঁহারা বড় লোক বলিয়া নাম লইতে চাহেন, তাঁহাদিগেরও এই প্রদর্শনে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমরা অবগত হইলাম, প্রদর্শনের অধ্যক্ষেরা ভারতবর্ষীয়দিগকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতের অধিবাসীদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের এই অনুগ্রহের জন্য হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে দর্শক মাত্রেই ভারতবর্ষ প্রেরিত দ্রব্যাদির বিপুল প্রশংসাবাদ করিয়াছেন এবং এই প্রাচীন অর্দ্ধ সভ্য ও বর্ত্তমান সময়োপযোগী শিল্পনৈপুণ্যবিহীন, বহুকালাবধি ম্লেচ্ছপদ বিমর্দ্দিত পরাধীন দীন দুঃখী ভারতবর্ষই প্রদর্শন মধ্যে প্রাধান্য

লাভ করিয়াছে। একথা আমাদিগের নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, বস্তুত আমরা ইহার আশা করি নাই। এক্ষণে আমাদিগের নিকট উক্ত প্রদর্শনের বঙ্গীয় অধ্যক্ষ সভার প্রেরিত দ্রব্যের এক খানি তালিকা রহিয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠক মহাশয় দিগকে জ্ঞাত করিতেছি। তালিকা খানি ফুলিস্কেপ কাগজ আকারের ১৫১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটন করিতেছি।

বঙ্গীয় সভার সভাপতি মেং জে, এ, ক্রাফোর্ড সাহেব, সি এস। অনারেবল দিগম্বর মিত্র, খাজে আবদুল গনি, সি, এস, আই, নিউমান সাহেব, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বিএ, ডাক্তার কাটক্লিফ সাহেব, হিলি সাহেব স্যাণ্ডিমান সাহেব, ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর, অনারেবল ফিয়ার সাহেব এই কয়েক জন সুযোগ্য লোক ইহার মেম্বর এবং গবর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ এচ এচ লক সাহেব ইহার সম্পাদক, সুতরাং দ্রব্যনির্ব্বাচন যে মন্দ হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রেরিত দ্রব্যের নামগুলি ২৬ স্তবকে বিভাগ করা হইয়াছে।

প্রথম স্তবকে ধাতবাকর, প্রস্তরাকর ও ধাতু-বিশুদ্ধ করণ সম্বন্ধীয় বিষয় এই সভা হইতে প্রেরিত না হইয়া ভারতবর্ষীয় জিয়লজিকাল সার্ভে আফিসের অধ্যক্ষ দ্বারা এককালে প্রেরিত হইয়াছে।

২য় স্তবকে, আহারীয় ফসল, ভৈষজ্য উদ্ভিদ, রেসমের গুটী, অন্যান্য জন্তুজাত দ্রব্য, বন-জাত বাহাদুরীকাষ্ঠ সকল। তন্মধ্যে প্রায় ৩১০ প্রকার ধান্য ও চাউল, সকল প্রকার রবিশস্য, ২৪১ প্রকার ভৈষজ্য উদ্ভিদ, ২৭ প্রকার তৈল যাহা সর্ব্বদা ঔষধে ব্যবহৃত হয়, ২৯ প্রকার রেসমের গুটী এবং ৪৯৩ প্রকার বাহাদুরীকাষ্ঠ প্রেরিত হইয়াছে।

৩য় স্তবকে ২৯ প্রকার আতর ও অন্যান্য দ্রব্য দেখা গেল।

৪র্থ স্তবকে অনেক প্রকার শস্যচূর্ণ, অনেক প্র-কার চিনি গুড় ইত্যাদি, নানাবিধ সুরা, গৃহস্থ কন্যাদিগের ব্যবহার্য্য বড়ি,আচার ইত্যাদি, বিবিধ প্রকার গুড়ুক তামাক, চা,কাফি, এবং যত প্রকার মাদকদ্রব্য বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার বাজারে যতপ্রকার খাদ্যদ্রব্য মিঠাইওয়ালারা প্রস্তুত করে, সুযোগ্য সম্পাদক লকসাহেব সে সমস্তও আপন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা কৌশল পূর্ব্বক প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়াছেন। ৫ম স্তবকে অসভ্য জাতিদিগের ব্যবহার্য্য তুলা রেসম পাট শোণ ইত্যাদিজাত বিবিধ প্রকার বস্ত্র, ৪৬৯ প্রকার মাদুর, পাখা ইত্যাদি, ন্যূনাধিক ১৫০ প্রকার রেসম ও রেসমি বস্ত্র। ৭ম স্তবকে ধাতব শিল্প, তন্মধ্যে সকল প্রকার দেশীয় অলংকার, সকল প্রকার দেশীয় গৃহস্থের ব্যবহৃত অস্ত্র এবং নানাপ্রকার দেশীয়দিগের নির্ম্মিত বন্দুক পিস্তল, তলবার, তীর, ধনু ইত্যাদি প্রেরিত হইয়াছে। ৮ম স্তবকে বিবিধ প্রকার দেশীয়দিগের নির্ম্মিত কাষ্ঠের দ্রব্যাদি। ৯ম স্তবকে শ্লেটপ্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এবং মৃণ্ময় ও কাচের দ্রব্যাদি। ১০ম স্তবকে হস্তিদন্তের, কচ্ছপের খোলার এবং ঝিনুকের দ্রব্যাদি ছাতা, পাখা ইত্যাদি। ১২শ স্তবকে তাম্রফলকে ও লৌহফলকে চিত্র লিথগ্রাফি ফটগ্রাফি ইত্যাদি। ১৩শ স্তবকে দেশীয় যন্ত্রাদি ও নানাবিধ গাড়ি পাল্কি। ১৫শ স্তবকে বিবিধ প্রকার বাদ্যযন্ত্রাদি। ১৭শ স্তবকে নানাপ্রকার জলযান। ১৮শ স্তবকে গৃহনির্ম্মাণোপযোগী যন্ত্রাদি। ১৯শ স্তবকে গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি। ২১শ স্তবকে বঙ্গীয় রমণীদিগের হস্তনির্ম্মিত বিবিধ প্রকার শিল্প সামগ্রী। ২৩শ স্তবকে পূজা ইত্যা-দিতে ব্যবহৃত শিল্পাদি। ২৫শ স্তবকে বর্ত্তমান কালের সুন্দর সুন্দর শিল্প দ্রব্য, বিবিধ প্রকার চিত্র। ২৬শ স্তবকে বিবিধপ্রকার গৃহস্থদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছে।

দ্রব্যাদি নির্ব্বাচন দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। কিন্তু একটী স্থলে বড়ই আক্ষেপ হইল তাহা এই যে এত বড় প্রশস্ত বঙ্গ ভূমির মধ্যে অধ্যক্ষেরা ডাক্তার কানাই লাল দের দেশীয় গাছ গাছড়া নামক তিন খানি পুস্তক এবং এক খানি "শিশুবোধক" প্রেরণ করিয়াছেন। বঙ্গ দেশীয় প্রাচীন লেখক দিগের গ্রন্থ সমূহ এবং বর্ত্তমান কালের প্রধান প্রধান লেখক দিগের গ্রন্থ এক এক খণ্ড এবং প্রচলিত সমস্ত বঙ্গীয় সংবাদ পত্র অন্ততঃ একখানি করিয়া প্রেরণ করা উচিত ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বেই লক সাহেবকে সংবাদ পত্র প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে এক একটী স্তবকের কোন উল্লেখ নাই কেন বলিতে পারি না। যাহাহউক অধ্যক্ষেরা যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ সম্পাদক লক সাহেবকে আমরা নিজেই যেরূপ পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না। উপসং-হার কালে আমরা ভারতবর্ষীয় রাজা ও জমীদার মহাশয়দিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি যে ভারতবর্ষে কি এরূপ একটী প্রদর্শন হইতে পারে না? যদি তাহা বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব বোধ হয়, সকলে মিলিয়া একবার তাহার উদ্‌যোগ করিলে কি ভাল হয় না? জাতীয় মেলার অধ্যক্ষেরা এবিষয়ে যথোচিত চেষ্টাবান্ হইলে আমরা অত্যন্ত সুখী হই।

পুস্তক সমালোচনা।

দানবদলন কাব্য।— শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে মুদ্রিত।

লর্ড বাইরণের ওজস্বী ও গভীরনিনাদী পদা-বলী যখন প্রথম প্রচারিত হইল, তদবধি অনেকেই তাহার অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু অনুকরণকারীরা দেখাইয়াছেন বাইরণীয় ভাষার বীর্য্যবত্তা ও ওজস্বিতা অনুকরণীয় নহে। যিনি যত সেই বীরবাক্যাবলীর নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার বিফলতা ততোধিক পরি-মাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং তুলনায় বাইরণের পদরাজি উৎকৃষ্টতর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হই-য়াছে। সুবিখ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও সেই রূপ ঘটিয়াছে। কত লোক তাঁহার অনু-করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই অকৃত-কার্য্য হইয়া তাঁহার যশঃপ্রভা আরো প্রদীপ্ত করিয়াছেন। রামচন্দ্র বাবুও যে এই দলভুক্ত তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

কোন পূর্ব্ব সমালোচক প্রমুখাৎ সাধুবাদ শুনিয়া আমরা আদরের সহিত এই কাব্যখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পড়িয়াই আমাদিগের পুস্তকের প্রতি হতশ্রদ্ধা জন্মিল। বুঝিতে পারিলাম না, ইহা আমাদিগের রুচির দোষ, কি কাব্যের দোষ। যাহাহউক কর্ত্তব্যানুরোধে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদিগের বোধ হইল যে আমরা একটী দায়মুক্ত হইলাম। কি জন্য, ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে।

প্রথমতঃ কাব্যখানির কল্পনা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রাচীন পুরাণোক্ত কোন আখ্যায়িকা এমন কাব্য করিয়া লিখিতে হইলে, তাহাতে অনেক রসাঞ্জন মিশ্রিত না করিলে আর প্রপিতামহীর গল্প ভাল লাগে না। কবির নিকট আমরা ইতিহাস চাহি না, কিন্তু কাব্য চাই। মাইকেলের মেঘনাদ বধ ও তিলোত্তমা কাব্য এত নূতন রাগে রঞ্জিত করা হইয়াছে, যে সকলেই সেই সেকালের ভগ্নকুটীরকে, উদ্যান, সরসী ও কুসুমরাজি বিরাজিত নবীন সংস্কৃত বেশে সজ্জিত দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া থাকেন। দানবদলন কাব্যে আমরা, দেবমন্ত্রণা ও শুভ্রা এবং শান্তার আখ্যায়িকা ভিন্ন কিছুই নূতন বিষয় প্রাপ্ত হই নাই। এই দুইটী বিষয়ের মধ্যেও আমরা অন্যতরটিকে নূতন বলিতে পারি না। কারণ দেব-মন্ত্রণাটী পড়িতে গিয়া আমাদিগের মনে হইল, মাইকেলবিরচিত মেঘনাদ বধের দ্বিতীয় সর্গটির প্রতি বুঝি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া রামবাবু তাহা রচনা করিয়াছেন। এখানেও আমরা দেখিলাম লক্ষ্মী কেশবের নিকট দৈত্যপুরী পরিত্যাগেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমরা চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, বিনা ছলে ও দোষে লক্ষ্মী কাহাকে পরিত্যাগ করেন না। এখানে আমরা প্রথম দেখিলাম নিরপরাধে রমা পরম ভক্ত দৈত্যপতির আবাস পরিহার বাসনায় রমেশের নিকট উপস্থিত। অন্য কারণ মধ্যে তথায় উপস্থিত হইবার প্রধান কারণ এইঃ—

"বিশেষতঃ মোরে
সদা জ্বালাতন করে অশান্ত মন্মথ,
তেঁই সে এলাম এবে শ্রীপদে ভেটিতে"।

এই যদি রমার গোপনীয় কারণ হইয়া থাকে, কবির তাহা ব্যক্ত করা সুরুচির কার্য্য হয় নাই। যাহাই হউক, এখানেও আমরা দেখিলাম রমেশ লক্ষ্মীকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র এখন নামমাত্র দেবরাজ, সুতরাং তিনি কমলাকে কৈলাসধামে পাঠাইলেন। মেঘনাদ বধে আমরা ঠিক্ এই দেবমন্ত্রণাটি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুরাণরাগে চিত্র ফলাইলে ভাল লাগে না।

কিন্তু অন্যতর নবকল্পনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে, শুভ্রার পতিঅনুরাগ দৈত্যোচিত কেন, দেবোচিত বলিয়া বোধ হয়। পুস্তকের শেষ সর্গে উপনীত হইয়া আমরা চরিত্রবর্ণনায় কথঞ্চিৎ বিরাম লাভ করি। কিন্তু শান্তার বর্ণনা ততদূর স্বভাবসিদ্ধ বোধ হইল না। শান্তাকে একবারমাত্র দেখিলাম, দেখিয়াই হারাইলাম। পতির নিধনবার্ত্তা প্রাপ্তি মাত্রেই তিনি মূর্চ্ছিতা ও শেষনিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। আজি কালি আরও দুই এক গ্রন্থে আমরা এইরূপ আকস্মিক অবঘাত মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনপথে এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় অত্যন্ত বিরল। শান্তা যদি কিছু দিন পতিশোকে কাতরা থাকিয়া কালকবলে ধীরে ধীরে পতিত হইতেন, আমরা প্রকৃতির বিপর্য্যয় দোষ অনুমান করিতে পারিতাম না। শান্তার মৃত্যু যেরূপ দৃষ্টান্তবহির্ভূত, শুভ্রার সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি তদ্রূপ অভৌতিক বলিয়া রুচিকর নহে।

গিরিজার সহিত শুম্ভ বিশুম্ভের যুদ্ধ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু কাব্যোচিত নহে। স্বয়ং অনন্তরূপিনী আদ্যাশক্তিকে যখন আমরা রণস্থলে অবতীর্ণা দেখি, তখন আমরা দেবপক্ষের জয়লাভে সংশয় কল্পনা করিতে পারি না। সময়ে সময়ে রুদ্রাণীর অচেতন, ও রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন এবং একাকিনী রণে পরাভূতা হইয়া অপরের সাহায্য গ্রহণ এ সমুদায়ই পূর্ণশক্তির কল্পনার সহিত সামঞ্জস্য করিতে পারি না। এ সকল মানুষী ভাব, অমানুষী যুদ্ধ এক্ষণকার উন্নত ও সংস্কৃত নিয়মের কাব্যাবলীতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ যাহা কল্পনার বিরুদ্ধ, তাহা কাব্যেরও অসমুচিত। প্রকৃতির সঙ্গতি ভিন্ন কল্পনা মনোহারিণী হয় না।

সুরপুরের পুরাণ ছবির দর্শনজনিত অসন্তুষ্টি, আমরা মনে করিলাম, মর্ত্তাধামের স্বাভাবিক শোভা সম্ভোগে অপনয়ন করিব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গদ্বয়ের অনেক স্থল ভালও লাগিয়াছিল। শুম্ভের দৈত্যসভা বর্ণন অতি সুন্দর হইয়াছে। ত্রিভুবনবিজয়ী দৈত্যপতির এমনই প্রভাব যে সেই সভায়

"যোগাইছে গন্ধভার আপনি পবন,
ত্রাসেতে কম্পিতকায় মৃদুমন্দগতি!"

সেনাপতি ধূম্রলোচনের বলদর্পিত সম্ভাষণ, গিরিজার বিমোহন রূপ ও কোদণ্ডটঙ্কারে তাঁহার আবির্ভাব

"রূপের ছটায় গৌরী বসিলা শিখরে,
হিমাচল কূট যেন পরিল মুকুট"

সেই হরমোহিনীর রূপদর্শনে সেনাপতির বীর ভাবের পরিবর্ত্তে সহসা করুণরসের সঞ্চার এবং তন্নিবন্ধন প্রথমে হৈমবতীর প্রতি প্ররোচন ও অনুনয় বাক্যাবলী প্রয়োগ, ও সেনানীর সহিত ভবানীর যুদ্ধ বর্ণন এ সকলই অতি চমৎকার এবং স্বাভাবিক ভাবে বিরচিত হইয়াছে। কেবল রুদ্রাণীর পরিচয়

"——কেনবা লুকাব বল?
লুকাবার স্থান মোর নাহিক কোথায়?
সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান আমারে দেখিবে।"

এই স্থলটি সঙ্গত বোধ হইল না। দৈত্যপতিকে সমরে আকর্ষণ করিবার জন্যই যদি সতী মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, তবে কি তিনি আত্মছলন ভুলিয়া বলিতে পারেন আমি বিশ্বব্যাপিনী; আর যদি তিনি বিশ্বব্যাপিনী বলিয়াই পরিচয় দিবেন এবং পরিশেষে ভয়ঙ্করা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিবেন তবে তাহার সে মোহিনী বেশের ছলনা করিবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? দৈত্যপতি যখন প্রকাশ্যে সমগ্র দেবগণের বৈরীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন তাহার সঙ্গে একটা ভাণ করিবার কি প্রয়োজন?

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ সর্গে উপনীত হইলে মনে করিলাম আমরা রণক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য হইতে কিয়ৎক্ষণ অবশ্য পরিত্রাণ পাইব। কিন্তু সে আশা বিফল হইল। পুনরায় কবির সহিত আমরা রণক্ষেত্রে যাইলাম। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও মুক্তিলাভ করি নাই। আবার কবি আমাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ঘোর যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবারে একেবারে যুদ্ধে বিতৃষ্ণা জন্মিল। তবু ও কি শান্তি পাইলাম। ফের আবার যুদ্ধ, চারিবার যুদ্ধে পড়িয়া বিরক্তি বাণে আমাদিগের অন্তর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। ভাবিলাম কতক্ষণে পরিত্রাণ পাইব। একদিকে কালীমূর্ত্তি, অন্যদিকে দৈত্য সেনা, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, বাণ, তরবার, শোণিতপাত ও শ্মশানভূমি, বার বার উপর্য্যুপরি এই এক দৃশ্য কি দুর্ব্বল বাঙ্গালী পাঠকের প্রাণে সয়? আমরা রামবাবুকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি অবশেষে শুভ্রাকে দেখাইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ দিয়াছেন।

চতুর্থ সর্গে পড়িয়া আমাদিগকে কিছুকাল পুরাতন ছবি দেখিতে হইল। তৃতীয় সর্গের আদিতে আমরা যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, আবার সেই সকল দৃশ্য অবিকল আমাদিগের সম্মুখে। সুগ্রীব দেখা দিলেই মনে হইত,

আমাদিগকে কিয়ৎক্ষণ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে হইবে। পঞ্চম সর্গের আরম্ভেও এইরূপ ঘটিল। পুনঃ পুনঃ সেই এক দৃশ্য কাহার ভাল লাগে? পঞ্চম সর্গে আবার একটী নূতন পুনরুক্তি দেখিলাম। চতুর্থ সর্গের পৌনঃপুনিক যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে দৈত্যপতির সভায় সুগ্রীবের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, দূত আবার সেই চতুর্থ সর্গের যুদ্ধ বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন। আবার যুদ্ধ, মনে হইল সুগ্রীবকে অর্দ্ধচন্দ্র দিই, কিন্তু কি করি, দৈত্য সভা, সুগ্রীব দৈত্য দূত। কতক্ষণে সুগ্রীব থামিল, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। এ বর্ণনার ক্লেশ হইতে কবি কি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিতেন না?

কল্পনার বিষয় আমরা আর অধিক বলিতে চাহিনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ আমাদিগের ধর্ত্তব্য নহে। কল্পনার মধ্যে যাহা গুণ ছিল, আমরা তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। যে দুই এক স্থলে কবি স্বভাব বর্ণন করিয়াছেন তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইন্দ্র ও দৈত্য সভায় নর্ত্তকীরা যখন নৃত্য করিতেছে, তখন বোধ হইল এই নগরের সামান্য খেমটা ও বাই-নাচের দৃশ্য দেখিতেছি। তাহাদিগের কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি সুরুচিক নহে। যে স্থানে দুই তিন বার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যেখানে অসংখ্য দেব ও দৈত্য সেনা নিপতিত রহিয়াছে, যেখানে কেবল রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই রণক্ষেত্রে যখন একদা প্রভাত হইল, তখন আমরা কি দেখিলাম:—

"———————অবসন্ন,
বিবর্ণ বরণ নিশা পতির বিয়োগে;
সম্বরিছে সুখ লীলা সজল নয়নে,
মরি, কুমুদিনী কুল!"

পুনশ্চঃ—

"সুখে সরোজিনী কুল প্রফুল্ল হতেছে"

কবির বুঝি এই সংস্কার আছে প্রভাত হইলেই সকল স্থানেই কুমুদিনী ও সরোজিনী দেখা যায়? হুতম পেঁচা যখন কলিকাতায় প্রভাত দেখিয়াছিল, সেও কি এই অট্টালিকা প্লাবিত সহরে ঐ দুই কালিদাসী কুসুমকে দর্শন করিয়াছিল? কবি কি মুনিগণের আশ্রম বর্ণন করিতেছেন? কুসুম শোভিত শ্মশান ভূমি কি, ভয়ানক!!

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এই কাব্যখানির ছন্দরচনা অতি চমৎকার! ভূমিকার কয় ছত্র গদ্য দেখিয়াই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম রাম বাবুর কবিতা গুলি কতদূর প্রাঞ্জল হইবে। পাঠকগণ দেখুন দেখি এই বাক্যটীর অর্থ কি?—

"কাব্য সময়ের রসাস্বাদন শক্তির ক্রীড়া স্থল হইল, আমি কেবল তাহার আলোচনা সুখেই সুখী।" কবিতাও এইরূপ প্রাঞ্জল, তাহাতে আবার অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। যাহা হউক রচনাবলী দুর্ব্বোধ হইলেও যদি শ্রুতিকটু না হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের কতকটা সন্তোষ জন্মাইত। কবিতাগুলি কেমন সুমিষ্ট কতিপয় দৃষ্টান্তে নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

"———মন মোর, ঘুরে বেড়ি
প্রেম মাধ্যাকর্ষণেতে বদ্ধ হয়ে তব"
"মধুর শিঞ্জন বোলে নীরবিয়া মরি,
অপ্সরীগণের সুখ বাদিত্র আতোদ্য।"
"ধরিতে না থামে কর, করবারোৎসক,
প্রতি বিধানেতে এর।" ইত্যাদি

যে কবি হয়, সে যেমন সুন্দর ভাব, সুন্দর দৃশ্য, যাহা কিছু সুন্দর সকলই গ্রহণ করে, তেমনি ভাষার মধ্যে যত সুন্দর শব্দ থাকে তাহাও বাছিয়া লয়। কিন্তু আমাদিগের কবি দেখি এ নিয়মের বিপরীত পথে চলেন। তিনি ভাষার মধ্য হইতে যত কটু শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। পর্ব্বতের এত নাম থাকিতেও "মহীধ্র" শব্দ তাঁহার মিষ্ট লাগিয়াছে। অন্যান্য কবিরা যে সকল শব্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। রচনাও চমৎকার হইয়াছে।

ইহার বিপরীত দোষেও কবি দোষার্হ হইয়াছেন। একদিকে কটু ও দুর্ব্বোধ শব্দের কঠিনতা, অপরদিকে সামান্য ও ইতর শব্দের পিচ্ছিলতা আমাদিগের সমান ক্লেশকর হইয়াছে। অকারণ সরলতা সম্পাদন মানসে তিনি অনেক স্থানে ইতর ও গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ভাষার বিলক্ষণ অপকর্ষ সাধন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে বীরদর্পিত বাক্যাবলি পড়িতে পড়িতে এমত এক একটি ইতর কথার প্রয়োগ দেখা গিয়াছে যে সেই শব্দ গুলি যেন কণ্টকবৎ আমাদিগকে বিদ্ধ করিয়া সমুদায় ইন্দ্রজাল ও মোহন একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে। যথা:—

ইন্দ্র কহিতেছেন:

"সেবারো মোদের,
কৃপাকরি নিস্তারিল দেব চক্রপাণি;।"

ইন্দ্র, ফিরিঙ্গি, না মুসলমান?

"মৃত্যু তোমা কতক্ষণ রেয়াতিই বা করে"
৪৬ পৃষ্ঠা।
"আর দেবগণে সবে থাক হামেহাল।"
১৪৬ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

কবির মনে একটী সুভাব উদয় হইয়াছিল, কবি তাহা এতবার রূপান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন, যে সে ভাবটি ক্রমে তিক্ত হইয়া গিয়াছে। যথা:—

"খেলিতে কৌমুদী সম প্রমোদ হিল্লোলে,
সুখ সরোবর এই অমর নিবাসে।" ৮পৃ
"কৌমুদী যেমন খেলে বিমল সরসে।" ৫৭পৃ
"কৌমুদী চুম্বনে যেন কুমুদ কলিকা"। ১২পৃ

মেঘনাদ বধে যেমন আমরা নাদিল শব্দ প্রচুর দেখিতে পাই, দানব দলনে তেমনি "মরি" শব্দ ও "নাক" প্রত্যয় প্রচুর দেখা যায়। রাম বাবু অকারণ অনেক বার "মরি"য়াছেন।

চরণের শেষ শব্দটী সম্বন্ধ পদ হইলে কবিতায় অত্যন্ত মন্দ শুনায়, কিন্তু এরূপ প্রয়োগ এ কাব্যে বিস্তর।

"ভূমে, আপনি হতেছে পথ অপরের।" ৯৯পৃ
"সাক্ষী না হইতে হেন বিষম কাণ্ডের।" ঐ

কালাসঙ্গতি বর্ণন দোষ। বাসব কহিতেছেন, যথা:—

"মাতঃ বাষ্পের প্রভাবে, উন্নত আকাশে
উঠে যথা ব্যোমযান।" ৯৭ পৃষ্ঠা।

রমার উক্তি, যথা:—

"———ঘুরে বেড়ি
প্রেম মাধ্যাকর্ষণেতে বদ্ধ হয়ে তব।" ৩পৃষ্ঠা

ইহারা কি ঊনিশ শতাব্দীর লোক?

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এই কাব্যের অন্যান্য দোষের উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই, সমুদায়তঃ ধরিতে গেলে কাব্য খানি নিতান্ত নিন্দনীয় হয় নাই। বঙ্গভাষায় আজি কালি সচরাচর যে সকল কাব্য প্রকাশিত হয়, তদপেক্ষা দানব দলন কাব্য শত গুণে উৎকৃষ্ট। আমরা অনেক সময়ে ইহার বীররস পূর্ণ রণ বর্ণনা পাঠ করিয়া লোমাঞ্চিত হইয়াছি। বিশেষতঃ ইহার রণবর্ণনার একটী গুণ এই দেখিতেছি, যদিও ক্রমাগত একই রণবর্ণনা চলিয়াছে, কিন্তু সেই বর্ণনা বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকার উপমা ও ঘটনায় বিচিত্রিত হওয়াতে, তত বিস্বাদু হয় নাই। ইহাদিগের মধ্যে মধ্যে যদি এক একটী আখ্যায়িকা পড়িত, তাহা হইলে কল্পনার পারিপাট্য সাধিত হইত। যাহা হউক আমরা রাম বাবুকে অনুরোধ করি যে তিনি অগ্রে রচনার পারিপাট্য সাধন করুন। কবিতা দেবীর সুমধুর বীণাবাদনে অতি অল্প লোকেই সফল হয়। যশোমন্দিরের অন্যান্য দ্বারও তাঁহার নিকট প্রমুক্ত রহিয়াছে, তাহার অন্যতরটী দিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করুন, অনায়াসে কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

ডেলিনিউসের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন পূর্ব্বে রাস্তার পাগলা কুকুর মারিবার জন্য কতক গুলি লোক সর্ব্বদাই রাস্তায় বেড়াইত, কিন্তু এখন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। গত ১লা জুলাই সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে একজন ব্রাহ্মণকে একটী পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছে, তাহার বাঁচন সংকট।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন "এবার কলিকাতার মদের দোকানের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী কলিকাতার কলেক্টর প্রত্যেক ষ্ট্রীটের অর্দ্ধেক দোকান কমাইয়া দিয়াছেন।" কিন্তু আমরা ত তাহার কিছুই দেখিতেছি না, উত্তর বিভাগে পূর্ব্বে যত গুলি ছিল এখনও তত গুলি রহিয়াছে। এমন কি সভা বাজার হইতে যোড়াসাঁকো পর্য্যন্ত প্রায় এক মাইলের মধ্যে অন্ততঃ ১২ খানা বিলাতি ও দেশীয় মদের দোকান বিরাজ করিতেছে।

লুকাক নামক একজন সাহেব কোন দ্বারবানকে অপমান করায় সে মিলার সাহেবের নিকট নালিশ করে, আমাদিগের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন। দ্বারবানকে কিছু দণ্ড দেওয়া উচিত ছিল।

গ্রীষ্মের আধিক্যে হুগলিতে জ্বরের দৌরাত্ম্য অনেকটা কমিয়াছে, কিন্তু মেদিনীপুরে ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কাছাড়ে সুবৃষ্টি হইয়াছে।

আগামী রবিবার বেলা ৫ টার সময় কলিকাতা রিডিংরুমের সভ্যেরা একটী সভা করিয়া উক্ত রিডিংরুমের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিবেন।

মিরার শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন, বাবু রাখাল চন্দ্র রায় ও কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত নূতন বারিষ্টার দ্বয় গত মাসে বারে আহূত হইয়াছেন।

গুপ্তিপাড়ার রথের নীচে ৮০ জন স্ত্রীলোক পতিত হইয়াছিল, ২জন তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে, আর দুই জন বার দিন পরে মরিয়াছে, অপর ৫ জন এখনো জীবিত আছে। আমরা শুনিলাম তথাকার জমীদারও ঐ মৃত্যু মুখ হইতে আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা পাইয়াছেন।

মৃত বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনাথ পুত্রদ্বয়কে প্রতিপালন করিবার জন্য বাবু উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বারিষ্টার অনেক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। এবিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত "মায়া কানন" নামক এক খানি প্রহসন পীড়িতাবস্থায় লিখিতেছিলেন, সেখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছিলাম এখানি বেঙ্গল থিয়াটারের জন্য লিখিতে ছিলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট চট্টগ্রামের কমিশনরী উঠাইয়া কতক ঢাকা এবং কতক আশামের কমিশনরির সহিত যুড়িয়া দেওয়া উচিত স্থির করিয়াছেন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে চাপাইতে বিলক্ষণ পটু।

এই মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট যে পোষ্টেজ ষ্টাম্প বিক্রেতাদিগকে অর্দ্ধ আনা করিয়া কমিশন দিতেন তাহা বন্ধ করিয়াছেন। এখন অবধি পোষ্টেজ ষ্টাম্পের নিমিত্ত কোথায় ছুটিব? এ এক মন্দ লীলা নহে।

এবারের মাহেশ ও বল্লভপুরের রথ যাত্রায় কোন সাংঘাতিক ঘটনা হয় নাই। শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট বিশেষ যত্নের সহিত পুলিসকে সতর্ক রাখিয়াছিলেন। যত্ন করিলে কেন দুর্ঘটনা হইবে?

কলিকাতার যে যে রাস্তায় ড্রেনেজ হইয়াছে সে সমস্ত পথে ভদ্র লোকদিগের গমনাগমন করা এককালে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মিউনিসিপালিটী কি বদলা পাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন?

ম্যালোন সাহেবের দ্বারা প্রকাশিত সুন্দর এবং বৃহৎ সেক্সপীয়ার গ্রন্থ বাবু বেণীমাধব ঘোষ পুনরায় প্রকাশ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইহা প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে, স্বাক্ষর কারীর প্রতি মূল্য প্রতি খণ্ড ৷৷০ আট আনা। কলিকাতা ঝামাপুকুর লেনের ৩২ নম্বর ভবন হইতে প্রকাশিত হইবে। আমরা সাধারণকে অনুরোধ করি এই সুন্দর পুস্তকখানি প্রকাশ বিষয়ে সাহায্য করেন।

শুনা যাইতেছে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আসাম দর্শনার্থ গমন করিবেন।

রাজমহলের ও দেবগড়ের দুটী মণি অর্ডর আফিস বন্ধ করা হইয়াছে।

ন্যাসনাল পেপার পাঠে অবগত হওয়া গেল কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজের লতফর রহামান নামক একটী ছাত্র বারিষ্টর হইবার জন্য শীঘ্র ইংলণ্ডে যাইবেন।

উত্তর পশ্চিম।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি মিস গমেস্ নাম্নী একজন সুযোগ্য বঙ্গীয় জেনানা মিসনরি বিবি ১৬ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া গত ১৭ই জুন গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ টাইমস পত্রের একজন পত্রপ্রেরক বলেন তিনি ডেঙ্গুজ্বরের কষ্টে রাত্রি কালে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন। দুই খানি কাগজে লিখিয়া গিয়াছেন "আমার জন্য কেহ প্রার্থনা করিও না কারণ তাহাতে কোন উপকার হইবে না। আমার অন্তরস্থ কোন গূঢ় পাপই মৃত্যুর কারণ"। কলিকাতার অনেকেই মিস গমেসকে উত্তমরূপে জানেন। ইনি অনেক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অনেক স্ত্রীলোককে খৃষ্টান করিয়াছেন।

পঞ্জাব গেজেট বলেন, জলন্ধর, অমৃতসর ও জলন্ধরের আডিসনাল কমিশনরের হেড কোয়াটার বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

দিল্লি এবং পঞ্জাব রেলওয়ের জনৈক কর্ম্মচারী আর এক প্রকার রেল গাড়ি শীতল রাখিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে।

নাসিক পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন উইলসন সাহেব অনেক দ্রব্যাদি সহিত ২৯ জন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুরের রাজপুতনা পরিদর্শনের কথা হইতেছে।

যোধপুরের রাজপরিবার মধ্যে পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা জুয়ান সিংহকেই অনেকে দোষী স্থির করিতেছেন।

গত বৃহস্পতিবারের পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার সিমলায় গবর্ণর জেনেরলের এগজিকিউটিব কাউন্সিল বসিয়াছিল। তাহাতে ইয়ারখন্দ ও মধ্য আসিয়ার বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

গত ২২এ জুন পঞ্জাব সংস্কার সভার এক অধিবেশনে প্রায় ২ শত লোক উপস্থিত থাকিয়া নিম্ন লিখিত কুরীতিগুলির সংশোধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন যথা—পথে অশ্লীল সংগীত, কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে বুক চাপড়ান, এবং স্ত্রীলোকদিগের উলঙ্গাবস্থায় স্নান করা। আমাদিগের ভারত সংস্কার সভা কি করিতেছেন?

পেশোয়ারের ভূতপূর্ব্ব কোতয়াল হাকিম খাঁ আমীরের নিমিত্ত ৫০০ শত টাকার কয়লা কিনিবার জন্য উক্ত স্থানে পুনরায় আগমন করিয়াছেন।

তিনি কয়লা ২ টাকা মণ হিসাবে খরিদ করিয়াছেন এবং গাড়ি ভাড়া প্রতি মাইল ২০ টাকা দিয়া কাবুলে কয়লা লইয়া যাইতেছেন। আমীর এই কয়লায় বারুদ প্রস্তুত করিবেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইতিমধ্যেই শস্য দুর্মূল্য হইতেছে, অনেকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন।

ডোলনিউস আলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন অদ্যাবধি তথায় বৃষ্টিপাত হয় নাই।

বঙ্গদেশের ন্যায় আজমীরের তালুকদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন সংবাদ পত্র ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌএর নবাব ফজুল হোসেন খাঁর স্ত্রী চণ্ডুর পিষ্টক খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। নবাব এ বিষয়ে সহায়তা করেন বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে ধরা নয়, কিন্তু এক্ষণে মুক্ত করা হইয়াছে।

বেঙ্গলি পাঠে অবগত হওয়া গেল সম্প্রতি রায়পুর বিভাগে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এত বজ্রপাত হইয়াছিল, যে অতি প্রাচীন অধিবাসীরাও সেরূপ কখন দেখেন নাই। ৭।৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের বারাণসীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের যে শাখা বাহির করা হইতেছে বর্ষার পর উহা যোধপুর পর্য্যন্ত খোলা হইবে। বর্ণা নদীর সেতুটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সায়াজলালপুর নদীর উপর যে সেতুটী হইতেছে, উহার কার্য্য আগামী বর্ষের মধ্যে শেষ হইতেছে না।

যোধপুর হইতে এক ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যানে লিখিয়াছেন রাজার অন্যান্য রাজপুত্রগণের সহিত বড়ই গোলযোগ হইতেছে। তিনি তাহাদিগকে এক একটী জায়গীর দিয়া বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা পাইতেছেন. রাও রাজা জুয়ান সিংহ ভিন্ন আর সকলেই ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। জুয়ান সিংহ ও তাঁহার অনুচরগণ যাহাতে বশীভূত হন রাজা সে চেষ্টা পাইতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, নাগপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার বিধবা স্ত্রী আনন্দ বাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মৃত্যুতে গবর্ণমেণ্টের বর্ষে বর্ষে ৩২ হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল।

পিয়নিয়র বলেন কাবুলের রাজদূত গবর্ণর জেনারালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মেজর ম্যাকডোনালের হত্যা বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছেন। অনেকগুলি কারণ বশতঃ ইহার বিশেষ বিবরণ এক্ষণে প্রকাশ করা হয় নাই, পরে এতদ্বৃত্তান্ত সাধারণের গোচর করা হইবে। কাবুলের রাজ দূতের গবর্ণর জেনারালের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কি এই মাত্র উদ্দেশ্য ?

বোম্বাই।

বোম্বাইয়ে সূতা ও বস্ত্র বয়নের জন্য অনেকগুলি কোম্পানি হইয়াছে। মান্দ্রাজেও না কি শীঘ্র এইরূপ একটী কোম্পানি হইবে। কলিকাতা কি কেবল দাবার চাল ভাবিবেন ?

বোম্বাইয়ের লোকেরা নিতান্ত সাহেব হইয়া পড়িলেন। শিক্ষিত দল অত্যন্ত "স্কোয়ার" ভক্ত হইয়া উঠিতেছেন। সম্প্রতি এক ব্যক্তির নিকটে একখানি চিঠি আইসে, উহাতে "স্কোয়ার" লিখা ছিল না বলিয়া তিনি পত্রখানি না খুলিয়াই ফিরাইয়া দিয়াছেন।

পুনার নিকটে যে সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির হইবে, উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজি কালি এই একটী নূতন ব্যয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের জল সরবরাহের পাইপে একটী শিশু পুড়িয়া যাওয়ায় পাইপ এমনি বন্ধ হইয়াছিল যে আর তখন কেহ জল পায় নাই।

আমরা সংবাদপত্র পাঠে আহ্লাদিত হইলম বাঙ্গেলোরের একজন দেশীয় বণিক দেশীয় স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ ৬০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ইউরোপ।

পারস্যের সাহ নাইট কম্পানিয়ন হইয়াছেন, রাজ্ঞী তাঁহাকে ১১ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক উপহার দিয়াছেন।

সাহ ৪ঠা জুলাই ব্যারন্ রিউটারের নিকট বিদায় লইয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, খিবার খাঁ (যিনি এক্ষণে রুশীয়ানদিগের নিকট বন্দী ভাবে আছেন) জেনেরল কফম্যানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, পারস্যের সাহার ৩৬০ টী স্ত্রী আছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি ইহার ৩টীকে ইউরোপে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সাহ এদেশীয় কুলীনদিগকে লজ্জা দিয়াছেন।

বিবিধ।

ইণ্টার ন্যাসনাল প্রদর্শনের সভাপতি গ্রাণ্ট সাহেব বলিয়াছেন আগামী ১৮৭৬ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নামক স্থানে একটী প্রদর্শন খুলিবেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা বিদেশীয় রাজদূতদিগের বাসের নিমিত্ত একটী বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। কলিকাতায় বাহিরের রাজারা আসিলে প্রায় অনেককেই মাঠে তাঁবু খাটাইয়া থাকিতে হয়।

তুর্কির সুলতান মিশরের খেডিবকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। খেডিবকে প্রভূত অর্থ দিয়া ইহা ক্রয় করিতে হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, মুন্সী প্যারী লাল বিবাহের ব্যয় কমাইবার যে নিয়ম করিয়াছেন, সাহাবাদের লোকেরা তৎপালনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। সম্প্রতি আরার ৪ ব্যক্তি এই নিয়ম ভঙ্গ করাতে অঞ্জুমন সভা উঁহাদিগের দুই জনকে ক্ষমা, এবং আর দুই জনের ২১৫ ও ১৫০ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। এই টাকা দরিদ্র ব্যক্তিদিগের কন্যাগণের বিবাহের সাহায্যার্থ রাখা হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটে নিম্ন লিখিত কৌতুকাবহ বিষয়টী লিখিত হইয়াছে। রিডিং নামক নগরের একজন সম্পাদক এই বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাঁহার কাগজে এক বৎসরে যে আয় হয় সেই টাকা দিয়া তিনি একটী উত্তম কুকুর ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। এই সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে লোকে বিক্রয়ার্থ তাহার বাটীতে কুকুর পাঠাইতে লাগিল। এমন কি এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের বাটীতে ৮ হাজার কুকুর আসিয়া জুটিল। উহার মধ্যে কতকগুলির শিকল খুলিয়া যাওয়াতে উহারা মহা উপদ্রব আরম্ভ করিল। সম্পাদক ছাদে উঠিয়া জীবন রক্ষা করিলেন, তাঁহার বন্ধুগণ বেলুনে করিয়া তাহার নিকটে খাদ্য প্রেরন করিতে লাগিলেন। ৬ দিন পর্য্যন্ত কাগজ বন্ধ রহিল। পরিশেষে এক ব্যক্তি আর্সেনিক মিশ্রিত মাংস খাওয়াইয়া কুকুরগুলিকে মারিয়া ফেলিলেন। সম্পাদক তখন ছাদের উপর হইতে নামিয়া দেখেন, তাহার নামে ৮ হাজার ডলারের এক বিল রহিয়াছে। মিউনিসিপালিটী প্রতি কুকুরে এক এক ডলার টাক্স ধরিয়া ঐ বিল করিয়াছেন : সম্পাদকের এখনও দণ্ডের শেষ হয় নাই, যাহাদিগের কুকুর তাহারা অল্পে ছাড়িবে না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

আর ডি, কক্রেল সাহেব ২৪ পরগণার ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী কুমার ঘোষ বীরভূমে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত স্থান সকলের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন:—

বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভদ্রক, অন্নদা প্রসাদ সিংহ জগতসিংহপুর, শ্যামচন্দ্র নাথ কেন্দ্র পাড়া, অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী জাজিপুর, ডবলিউ এচ, এম, গন্ খুর্দ্দা।

বাখরগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

টি টি এলেন সাহেব কিছু দিনের জন্য পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু নাটোর, ব্রজমোহন রায়, সিরাজগঞ্জ, শশিশেখর দত্ত জজিপুর।

টিপারার, প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এস, পার্ক সাহেব কিছু দিনের জন্য নিজ কার্য্য ভিন্ন হিল টিপারার পোলিটিকাল এজেন্টের কার্য্যভার পাইবেন।

ডবলিউ, এচ, পেজ কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইয়া মানভূমে রহিলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দকিশোর দাস কিছু দিনের জন্য কটকে বদলী হইলেন।

বীরভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এস, মোসলি নদীয়াতে বদলী হইলেন।

জে, পি গ্রাণ্ট কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ঢাকায় তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বুলিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ মৌলবী তমীজউদ্দীন মহম্মদ প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নত হইবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নত হইবেন।

বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র মেদিনীপুর, মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ দিঘী, কানাইলাল মুখোপাধ্যায় চুয়াডাঙ্গা, জগদ্বন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় রাণীগঞ্জ।

বাবু কৃষ্ণনাথ রায় আলীপুরের তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাতাজারির তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু হর প্রসাদ সেন অলিপুরের মুন্সেফ হইবেন।

হাটহাজরীর মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ (এম, এ, বি, এল) পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে বদলী হইলেন।

নিমলের মুন্সেফ বাবু জগদ্দুর্ল্লভ মজুমদার সুরীতে বদলী হইলেন।

বিষ্ণুপুরের মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিমলে বদলী হইলেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

সপ্তাহদ্বয় অতীত হইল দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পূর্ব্ব দেশীয় ব্রাহ্মণ ডায়মণ্ড হারবরের নিকটবর্ত্তী হটুগঞ্জ নামক গ্রাম হইতে মজিলপুর গমন করিতেছিলেন। পথি মধ্যে পুকুরিয়া ও গোকুল নগর গ্রাম দ্বয়ের মধ্য স্থলে সদর রাস্তায় কয়েক জন লোক খান কয়েক তাস লইয়া খেলা করিতেছিল। ব্রাহ্মণ নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র উহারা সাদর সম্ভাষণে ব্রাহ্মণকে তামাক খাইতে দিল। তিনি পথ শ্রান্ত হেতু দণ্ডায়মান অবস্থায় ধূম্র পান করিতেছেন এমত সময়ে একজন হঠাৎ তাঁহার ছত্রটী লইয়া উক্ত (তেতাস) খেলায় পণ রাখিল। পরক্ষণেই ঐরূপে তাঁহার কাপড়ের গাঁটরীটী লওয়া হইল। কিঞ্চিৎ পরেই অমনি একজন আসিয়া ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া ১৩ টী টাকা লইয়া ঐ খেলায় পণ রাখিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে হরিধ্বনি দিয়া বলিয়া উঠিল "আহা গরিব ব্রাহ্মণ সকলি হারিলেন। ব্রাহ্মণ বিষম বিপদস্থ। কি করেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে কোন ভদ্রলোক তৎকালে (বেলা ১০।১১ টার সময়) তথায় উপস্থিত হইলেন না। দস্যুরা তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে বরং বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অনন্তর বেলা অধিক হওয়াতে দস্যুরা ক্রমে স্বস্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণও তাহাদের একজনের পশ্চাৎগামী হইয়া পুকুরিয়া গ্রামের ষষ্ঠী চরণ গাএনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাহার পুত্র দস্যু দলের প্রধান। সুতরাং ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ষষ্ঠী চরণ আহারাদি করাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ টাকার শোকে একান্ত অধীর হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি বিনয় করিয়াও কোন উপায় করিতে না পারিয়া অগত্যা নিকটবর্ত্তী গোপালনগর গ্রামে জমীদারের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া নাএবের নিকট আদ্য বিবরণ সবিস্তার বর্ণন করিলেন। নাএব তাঁহার কাতরতা দর্শনে ক্লিষ্ট হইয়া পর দিবস প্রাতে ঐ সমস্ত দস্যুকে স্বীয় প্রভুত্ব বলে কাছারিতে উপস্থিত করিয়া বিস্তর পীড়ন করিয়া ব্রাহ্মণের টাকা ও বস্ত্রাদি আদায় করিয়া দিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়! ফড়, কুপন, ও তেতাস খেলার এই যে একটী মাত্র উদাহরণ এমত নয়। ডায়মণ্ড হারবর মহকুমার পূর্ব্ব ভাগে প্রায় প্রত্যেক প্রকাশ্য স্থলে, রাস্তায়, বৃক্ষতলে, বাজারে দোকানে সর্ব্বত্রেই ৫।৭ জন দলবদ্ধ হইয়া এরূপ দিনে ডাকাতি করিতেছে। জয়নগর মজিলপুরেও এ খেলার কম প্রাদুর্ভাব নয়। প্রত্যেক হাটে ৪।৫ টী খেলার স্থান। লোকের সর্ব্বনাশ কিন্তু পুলিসের পৌষ মাস। পুলিস দেখিয়াও দেখেন না। ডায়মণ্ড হারবরের জএণ্ট ও বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবিষয়ে মনোযোগ না করিলে আর উপায় নাই। ভরসা করি এরূপ ২।১ দল দস্যু বিশেষ শাস্তি পাইলে অনায়াসে দমন হইতে পারিবে।

মজিলপুর নিবাসী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কবিতা কমলে মধু, তুমি মধুকর!
চিরদিন কাব্যোদ্যানে ঝঙ্কারিবে তব,
মৃদু গুণ্ গুণ্ ধ্বনি, মধুর, সুন্দর,
নবরাগে সুরঞ্জিত, সিক্ত রসে নব। ১

নানা ফুল-মধু লয়ে "মধুচক্র" যদি
রচিত তোমার মধু, তবু মধুময়,

অপূর্ব্ব আসবালয়—ভাব নিরবধি
তব চারু কারুতার দিবে পরিচয়! ২

যত দিন বঙ্গভাষা—অঙ্গ বৈলক্ষণ
না হইবে, রবে সাজি এ সুন্দর বেশে,
তত দিন তব নাম, করিবে কীর্ত্তন,
বঙ্গ কবিকুলে মহা আগ্রহ আবেশে। ৩

"ভারত ভারত খ্যাত" নহে তোমা সম,
"কবিরাজ" তিনি, তুমি কাব্যের ভাণ্ডার,
তাঁহার "প্রসাদ" গুণ, "রস" অনুপম,
তোমার "ওজস্বী ভাব" অতি চমৎকার। ৪

ভারতের ভালবাসা—"ভালবাসা" ধন
ভারতের—"বীরভাব" তব, ধীরবর!
কবিতার রসে তাঁর, মুগ্ধ জগজ্জন,
তবকাব্য সভ্য মনে সতত সুন্দর! ৫

"অন্নদা মঙ্গল" "বিদ্যা-সুন্দর" তাঁহার,
ভারতে প্রকাশ বিদ্যা সুন্দর তাঁহার!
"তিলোত্তমা" "মেঘনাদ" তব কাব্য সার,
অনুপমা "বীরাঙ্গনা"-বঙ্গ অলঙ্কার! ৬

ভারত ভারতী অতি ললিত-মধুর,
সরল অমৃত সিক্ত চূত বিমোহন,
দেখিতে সুন্দর আর খাইতে প্রচুর
লালসে হৃদয় তৃপ্তি না হয় কখন। ৭

তব নব প্রবন্ধিত ভাষা—ভাসা নয়,
উন্নত গম্ভীর বেশে সদা সুশোভিত,
অন্তরে ভাবের দ্যুতি, ভাতি উজ্জলয়—
মহার্ঘ রতন সিন্ধু গর্ভে সন্নিহিত! ৮

নাচায়েছ বঙ্গে তুমি নব গীত তানে,
গাঁথি নব নব বন্ধে গাথা মনোহর,
মাতায়েছ নব কাব্য-পদ্মমধু পানে,
প্রকাশিয়া নবছন্দ অমিত্র-অক্ষর! ৯

বঙ্গ ভাষা তব পাশে ঋণী নিরন্তর
রহিবেন, কবিবর! করিয়া স্মরণ
তবদত্ত বেশ, ভূষা, কবিতা নিকর;
ফেলিবেন অশ্রু, বলি, শ্রীমধুসূদন! ১০

তব সম ভাগ্যবান কেহ আর নাই
ধন্য তুমি! কবিবর কবিকুল বঁধু!
আশা অনুরূপ ফল লভিয়াছ তাই,
বঙ্গ-"মন কোকনদে" মধু তুমি মধু। ১১

অনিত্য এ চিত্ত, বিত্ত, জীবন, যৌবন!
অনিত্য সংসার,—মেঘে বিদ্যুৎ যেমতি,
ক্ষণে বিভাতিয়া হয়, ক্ষণেকে গোপন,
সকলি অস্থির, "কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি!"১২

কে বলে করেছে মৃত্যু হরণ তোমারে?
"যশের মন্দিরে" তুমি পশিয়াছ ধীর!
কালের কি সাধ্য তথা যাইবারে পারে?
অচল তোমার কীর্ত্তি; যশঃ তব স্থির! ১৩

কবিতা কমলে মধু, তুমি মধুকর!
চির দিন কাব্যোদ্যানে ঝঙ্কারিবে তব
মৃদু গুণ্ গুণ্ ধ্বনি, মধুর সুন্দর।
নবরাগে সুরঞ্জিত, সিক্তরসে নব! ১৪

মহাশয়!

আমাদিগের এই গোস্বামি দুর্গাপুরে একটী ভদ্র লোকের বাটীতে আশ্চর্য্য ভূতের ভয় হইয়াছে। ঐ বাটীতে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দুই প্রহর ২টা ৩টা পর্য্যন্ত কোন দিবস সমস্ত রাত্রি গীত বাদ্য ও নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই রাস্তায় চলিবার এতদূর আশঙ্কা হইয়াছে যে মনুষ্য মাত্রেই চলিতে পারে না, এমন কি গো মহিষ প্রভৃতি প্রাণ ভয়েও পথে চলিতে সাহসী হয় না। এই গ্রামে এরূপ ভূতের ভয় কখন দেখা যায় নাই এবং ভূতে যে এরূপ গীত বাদ্য করে তাহাও কখন শ্রবণ করা যায় নাই। (১)

এই গ্রামে মধুসূদন রায় নামক এক ব্যক্তির বাটীতে বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে একটী আশ্চর্য্য চুরী হইয়া গিয়াছে। দালানের ভিতর হইতে বাক্‌সের চাবি খুলিয়া নগদ ৩ হাজার ও সোণা রূপার গহনা ৩০০ শত টাকার লইয়াছে। কুষ্টিয়ার পুলিস আসিয়া লোক দেখান একবার তদারক করিয়া গমন করিয়াছেন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

(১) অমেরিকার স্পিরিটের প্রথম আবির্ভাবের এইরূপ আখ্যায়িকা শুনা যায়। এদেশের স্পিরিচুয়ালিষ্টেরা এই সুযোগ অবহেলা করিবেন না।

বিজ্ঞাপন।

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে বিক্রেয় পুস্তক।

(পুস্তক বিশেষে কমিসন বাদ আছে।)

পুস্তক	মূল্য
নারী শিক্ষা ১ম ভাগ … …	॥০
ধর্ম্মসাধন প্রথম হইতে ১৬ সংখ্যা	।০
ঐ ১৭ " ৩৬ … …	।/০
ঐ প্রতি সংখ্যা … …	(৫
বামাবোধিনী পত্রিকা ঐ …	।০
ঋজুবোধ … … … …	/০
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা (বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত)	।০
ব্রাহ্মদিগের আহ্বান … …	(১০
পদ্যসার … … …	৵১০
ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা)	৵০
ধ্রুব তপস্যা নাটক … …	।৵০
চিরসন্ন্যাসিনী নাটক … …	১৲
সদ্ভাব কুসুম … …	।৶০
কাঞ্চনমালা … …	১৲
ধর্ম্ম ও নীতি … … …	৵০
আধ্যাত্মিক দশ আদেশ … …	(১০

সাপ্তাহিক সমাচার।

এই নামের একখানি সম্বাদপত্র, আগামী শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইবে।

এই সম্বাদপত্র কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত প্রতিপোষক হইবে না। যাঁহারা ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজভুক্ত এবং হিন্দু সমাজ পর্য্যদস্ত করিয়া ভিন্ন জাতীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণে স্পৃহাশূন্য। যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালিরা জাতিগত মহত্ব লাভ করিতে পারেন, শুদ্ধ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান এতৎপত্র সম্পাদকদিগের অনুমোদনীয় হইবে।

এই সম্বাদপত্র, বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাত্রেরই বোধগম্য সরল ভাষায় লিখিত হইবে। অকারণে সরলতা সম্পাদন মানসে ইতর ও গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষার অপকর্ষ সাধন করা এতৎ পত্র সম্পাদকদিগের অভিপ্রেত নহে।

এই পত্রে লেখকদিগের সহিত ভিন্ন মতাবলম্বী ভদ্রলোকদিগের গ্লানি ও কুৎসা লিখিত হইবে না, লেখকেরা ভদ্রলোক, সুতরাং ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের প্রতি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন না এই সমীচীন রীতিটী তাঁহাদের জানা আছে।

সম্বাদপত্র সুসম্পাদিত ও সুলভ হইলেই সাধারণের আদরণীয় হয় এই বিশ্বাসে এই পত্র প্রকাশকগণ যেমন সুযোগ্য লেখকগণের উপর পত্র-সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তেমনি ইহার মূল্য যতদূর সুলভ হইতে পারে সে পক্ষেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পত্রখানির অবয়ব একখানি সম্পূর্ণ রয়েল কাগজের চারি পৃষ্ঠা হইবে। মূল্য ষাণ্মাসিক অগ্রিম ১৲ এক টাকা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক অগ্রিম ৩৲ তিন টাকা মাত্র দিতে হইবে।

কলিকাতা
১১৫, আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট।
১২ই আষাঢ়। ১২৮০।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানি
সাপ্তাহিক সমাচার
প্রকাশক।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬৲ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক … …	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক … …	২৲ "	২।৵০
মাসিক …	৸ৢ৹	৸৵০
প্রতি সংখ্যা … …	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED No. 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ১৭শ সংখ্যা	বঙ্গাব্দ ১২৮০—৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার। ইং ১৮৭৩—১৮ই জুলাই	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহিত ৭ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির এত ত কড়াকড়ি, তথাপি ইহার কর্ম্মচারীদিগের গুণের কথা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি। আর্ম্মানিঘাটের রসিদ প্রদাতা সাহেবের বিষয় ত অমনি অমনি চাপিয়া গেল, এদিকে হাবড়া ষ্টেসনের রসিদ প্রদাতা ফিসার সাহেব তদপেক্ষা গুরুতর দোষে ধরা পড়িয়াছেন। তিনি রবিবারে উপরি বেতন দোকর আদায় করিয়া ছয়মাস কাল উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি ধরা পড়িয়া অমনি ২।৩ দিনের ছুটী লইয়া জামালপুরে প্রস্থান করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে তিনি বেচিলার সাহেবের আত্মীয় লোক, গোপনে গোপনে দোষক্ষালন করিয়া আবার স্বপদে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইবেন। এ সব লোক বাঙ্গালী হইলে কি রক্ষা থাকিত? সাহেবের সাতখুন মাপ, সত্য কথা।

—

পাবনার প্রজা বিপ্লবের এক প্রকার শান্তি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিপ্লবকারীদিগের দমনার্থ মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সৈন্য প্রভৃতি প্রেরণ করাতে অল্পে২ গোলযোগ নিবারণ হইয়াছে। কিন্তু অল্পে যে ইহার জড় মরিবে বোধ হয় না। জমীদারেরা প্রথমে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলেন, এখন প্রজাগণ অত্যাচার করিয়া জমীদারদিগের চক্ষের বিষ হইল। উভয়ের মনোভঙ্গ অধিকতর হইয়া পড়িল। গবর্ণমেণ্ট যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আরো ভাল করিয়া হস্তক্ষেপ না করিলে রাজ্যের মঙ্গল নাই। জমীদার ও প্রজাসম্বন্ধীয় আইন আরো কিছু সংশোধন করিয়া উভয় পক্ষের স্বার্থ যাহাতে নির্ব্বিবাদে সংরক্ষিত হয়, এমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবিজ্ঞ সোমপ্রকাশ সম্পাদক পরামর্শ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগের সহিত যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, প্রজাদিগের সহিত সেইরূপ একটা কিছু করুন্। আমরাও গবর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য মনোযোগী হইতে বলি।

—

তারকেশ্বরের মোহন্তকে এত অনুসন্ধান হইতেছে, ধরা যাইতেছে না কেন? পুলিসের লোক ত তাঁহাকে সংগোপিত রাখিবার জন্য বৃত্তি স্বীকার করে নাই? যাহা হউক মোহন্ত দেখা না দিলে গবর্ণমেণ্টেরই লাভ। ইতিমধ্যে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মোহন্তের সম্পত্তি সকল ক্রোক করিয়া তারকেশ্বরকে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে এই দেবালয় সংক্রান্ত বন্দোবস্ত হইবে। আমরাও অগ্রে এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

হাবড়া ষ্টেসনে ওয়াটর পম্পে জল আনিবার জন্য একটী নূতন খাল খনন হইতেছে। এবারকার অনাবৃষ্টি এই ঘটনার কারণ।

ভারত সংস্কারক।

এডেড স্কুলের শিক্ষকগণ।

'যারা নিজে আপনাদের ভালাই না চায়, কেউ তাদিগের ভাল করিতে পারে না।' এই সামান্য কথাটী এদেশের এডেড স্কুলের শিক্ষকদিগের প্রতি যেমন খাটে, এমন আর কাহার প্রতি নয়। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি পরিশ্রমে কোন বিভাগের কর্ম্ম চারীদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনে কিছু মাত্র যত্ন দেখা যায় না। অনেকে এক বিদ্যালয়ের একটী শ্রেণী লইয়া ১০।২০ বৎসর কাটাইতেছেন, যাহা ১২৬০ সালে পড়াইয়াছেন, ১২৮০ সালেও প্রায় তাহাই পড়াইতেছেন, অধিক বিদ্যা লাভ করিবার প্রয়োজন নাই, অধিক বিদ্যা উপার্জন করিবার জন্য বড় একটা চেষ্টাও করেন না। ইহাঁদিগের অনেকের পূরা বেতন নাই, যাহা বেতন বলেন, ফলে তাহার অপেক্ষা কম পান, যাহা পান তাহাও ধারে বরাতে ধানে চাউলে আদায় করেন। এমন স্থল আছে, যেখানে ইহাঁদিগকে দাতব্য সংগ্রহের জন্য দাতাদিগের দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন

করিতে হয়, ছাত্রদিগের বেতন সংগ্রহের জন্য তাহাদিগেরও উপাসনা করিতে হয় এবং সময় মতে বিদ্যালয়ের ভৃত্যের কার্য্যও সম্পন্ন করিতে হয়। যাঁহারা এইরূপে অভ্যস্ত এবং ভাবী জীবনের এইরূপ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যত দুর্ভাগ্য উপস্থিত হউক তাহাতে তাঁহাদিগের সহসা চৈতন্যোদয় হয় না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের দ্বৈমাসিক সাহায্যদান প্রণালী ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমরা অনেক স্থানে শুনিতে পাই, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষ হইতে এডেড স্কুল সকলে দ্বৈমাসিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করাতে শিক্ষকদিগের বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা একে সময়ে বেতন পাইতেন না, এখন তাঁহাদিগকে এককালে দুইমাস করিয়া হাপ্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হইয়াছে। মাসের আয় মাসে ব্যয় করা সকল স্থানেরই রীতি, কিন্তু ইহাঁদিগের ভাগ্যে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। দুইমাস কাল ইহাঁদিগকে কতক ধার কর্জ্জ কতক উপবাস করিয়া দেনার জ্বালায় বিব্রত হইয়া কাটাইতে হইবে, পরে এককালে দুইমাসের ভাতা পাইবেন। ইহাতে একদিকে ঋণগ্রস্ত, অন্য দিকে অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িতেহয়। যদি সংসারের কষ্ট কিছুতেই না ঘুচে চাকরী করিয়া সুখ কোথায়? যাহা হউক একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহাদিগের কষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা নিজে তন্নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহারা নির্জ্জনে অশ্রুপাত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন এবং আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়াই মনকে সান্ত্বনা দান করিয়া থাকেন। ইহাতে কোন ফল লাভের ত সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহারা কেন অন্য উপায় অবলম্বন করিতেছেন না?

ফল কথা এই, এদেশে গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবেন, নম্রভাবে তাহা পালন করা এদেশীয়দিগের অভ্যাস। তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমাদিগের সাহসে কুলায় না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অন্যায় হইলেও তাহাই বলবৎ থাকিয়া যায়। ইনকম ট্যাক্স এদেশের লোকদিগের উৎপীড়ক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত আন্দোলন করাতে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা গিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য এদেশীয় লোকদিগকে অধিক গৌরব প্রদান করা যায় না। ভাগ্যে তদ্দ্বারা ইউরোপীয়দিগের স্বার্থ হানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাই তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন এবং যতক্ষণ জয়লাভ না হইল, ততক্ষণ নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহাদিগের সাহসের উপর ভর দিয়া আমরা পশ্চাতে থাকিয়া একার্য্যের যাহা কিছু সহায়তা করিয়াছি মাত্র, তাঁহাদিগের অবলম্বন না পাইলে একার্য্য আমাদিগের দ্বারা কখনই সম্পন্ন হইত না। বাঙ্গালী সাধারণের যে দুর্ব্বলতা, এডেড স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে তাহা আবার বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ফলতঃ ইহাঁরা অন্যায়-সহিষ্ণু ও ভাগ্যজীবী দলের অধম দল। কোন কালে ইহাঁদিগের যে সৌভাগ্যোদয় হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প।

যাহা হউক আমরা দেখিতেছি চেষ্টার ফল অবশ্যই ফলিয়া থাকে এবং ইউরোপীয়গণের ন্যায় এ দেশীয়গণ চেষ্টা-পরায়ণ হইলে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন্ তাহাতে সফলমনোরথ হইতে পারেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে এডেড স্কুলের শিক্ষকগণের দুরবস্থা মোচনের জন্য আমরা প্রস্তাব করি, তাঁহারা একবার উদ্যমশীল হইয়া ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখুন। এত দিন হইল আজিও গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদিগের এক খানিও দরখাস্ত পড়িল না, তাঁহাদিগের যে ইহা দ্বারা কষ্টবোধ হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট কি সে বুঝিবেন? সাধারণেও মনে করিতেছেন এ নূতন নিয়ম দ্বারা শিক্ষকগণ বুঝি কিছু লাভবান্ হইয়াছেন, নতুবা তাঁহাদিগের মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবার তাৎপর্য্য কি? যাহা হউক আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। সকল শিক্ষকে একমত হইয়া দ্বৈমাসিক সাহায্যদান প্রণালীর প্রতিবাদপূর্ব্বক একখানি দরখাস্ত প্রস্তুত করুন্, সকলে তাহাতে স্বাক্ষর করুন্ এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট অচিরাৎ প্রেরণ করুন্। যদি সকলের একত্র হইয়া আবেদন করা অসম্ভাবিত হয়, নানাস্থান হইতে আবেদন পত্র বর্ষণ করুন্, গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই তাহা বিবেচনা স্থলে লইয়া একটা সদুপায় করিতে হইবে। এবিষয়ে শিক্ষকদিগের পক্ষসমর্থন করিতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। আমরা আশা করি এডেড স্কুলের অধ্যক্ষগণও আপনাদিগের অধীনস্থ অনন্যগতি দুঃখী জীবদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন।

এডেড স্কুলের শিক্ষকগণের প্রতি এক্ষণে নিবেদন, আর আপনারা ঘরে বসিয়া অক্ষম আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট আত্মদুঃখ বর্ণনপূর্ব্বক বিলাপ করিবেন না, তাহাতে তাঁহাদিগের মনে বৃথা বেদনা প্রদান করা হইবে, অথচ আপনাদিগের কোন ফলোদয় হইবে না। যদি যথার্থই আপনাদিগের দুরবস্থা হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনা থাকে, যেখানে কাঁদিলে উপকার দর্শিবে, সেই খানে গিয়া ক্রন্দন করুন, আর যে উপায় আশু ফলোপধায়ী হইবে, সেই উপায় অবলম্বন করুন, অর্থাৎ সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করুন। যদি ভাবেন তাহা

অগ্রাহ্য হইবে। একবার অগ্রাহ্য হইলেই ছাড়িবেন কেন? যতক্ষণ প্রার্থনার ফল না পাইবেন বার বার তাহার আন্দোলন করিবেন। ইংলণ্ডের প্রজাগণ কেবল অধ্যবসায় সহকারে আপনাদিগের ন্যায্য স্বত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়া গবর্ণমেন্টকে আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রকৃতিও এই যাহার যে স্বত্ব স্বস্ব চেষ্টা দ্বারা গ্রহণ ও ভোগ করিবে। আপনারা গবর্ণমেন্টের অন্যায় ব্যবহারে যদি কোন কষ্ট সহ্য করিতে থাকেন, স্পষ্টাক্ষরে তাহা নির্দ্দেশ করুন এবং গবর্ণমেন্টের ত্রুটি সম্পুর্ণরূপে তাঁহার হৃদগত করিয়া দিউন। বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন এত লোক থাকিতে যদি আপনারা উদ্যমহীন ভীরু কাপুরুষের ন্যায় থাকেন, সকলে সমবেত হইয়া আত্মদুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতে না পারেন আপনাদিগকে ধিক্। আপনাদিগের আলস্য ও ঔদাসীন্যের শাস্তি চিরকাল ভোগ করুন, বৃথা ঘরের কোণে ক্রন্দন করিবেন না।

প্রজাদিগের উপপ্লব ও পাবনার বর্ত্তমান ঘটনা।

ভারতবর্ষের প্রজারা চিরকালই রাজপাদাবনত। প্রজারা সকলে একত্র হইয়া কখন যে স্বতন্ত্রতা লাভোদ্দেশে রাজ প্রতিকূলে সমুত্থান করিয়াছে এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষে কখন সংঘটিত হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের রঙ্গ ভূমিতে; প্রজাদের "প্রবেশ" ও "প্রস্থান" কেহ কখন দৃষ্টি বা শ্রুতি-গোচর করে নাই; কেবল মাত্র রাজা রাণী মন্ত্রী পাত্র মিত্র সেনাপতি ও সেনাদল এ রঙ্গভূমির সমস্ত ক্রীড়া স্থল চিরদিন অধিকার করিয়া আছে, সাধারণ প্রজাদিগকে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অভিনেয় অংশকে কখন দেখাইতে দেওয়া হয় নাই। আসিয়া খণ্ডের যাবতীয় দেশ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে। কেবল ইউরোপ খণ্ডের কোন কোন দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেও প্রজাদিগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তাহারা অনেক সময়ে একত্র হইয়া রাজ-প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং রাজ ক্ষমতাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া স্বেচ্ছাভিমত শাসন প্রণালী দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। প্রজাদিগের এইরূপ সংযোগ সৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব লাভ দেশের প্রভূত মঙ্গলই সংসাধন করে। মহাত্মা বকলের মতে এরূপ সংযোগের অভাবই ভারতবর্ষের অবনতি ও দুর্গতির অন্যতর কারণ। যে সমস্ত কারণে এরূপ সংযোগের সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে প্রজাপীড়ন একটী প্রধান কারণ। উৎপীড়িত প্রজাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রথমতঃ একটী সহানুভূতি সম্ভূত হইয়া থাকে; সেই সহানুভূতি হইতে তাহাদের একটী অপূর্ব্ব সংযোগের উৎপত্তি হয়; সেই সংযোগ তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাবের নিদান হইয়া উঠে; সেই ক্ষমতা ও প্রভাব উপযুক্ত সময়ে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া রাজশক্তির প্রতিকূলে নিয়োজিত হয়, এবং অনেক সময়ে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। বোধ হয় এক দিগে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের অন্ধ রাজভক্তি ও অপরদিকে রাজগণের অনুপম প্রজাবাৎসল্য এই উভয় বিধ কারণে এ দেশে কখন প্রজা প্রভাব সংস্পৃষ্ট হইতে পারে নাই। যদিও মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রাজা অত্যাচারী হইয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছেন কিন্তু প্রজারা সে অত্যাচার স্থায়ী হইবে না জানিয়া অত্যাচারী রাজার মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করিয়া শান্তভাবে সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে। হস্তী আপনার বল আপনি জানে না। প্রজারা একত্র হইলে যে সে অত্যাচার অনায়াসে নিবারিত, এবং অত্যাচারী প্রভু অনায়াসে শাসিত হইতে পারে, ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন এ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। ক্ষমতার প্রয়োগ ভিন্ন ক্ষমতার পরিমাণ হয় না। ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন আপনাদের ক্ষমতাকে প্রয়োগও করে নাই, কখন আপনাদের ক্ষমতাকে জানিতেও পারে নাই। বোধ হয় ভারতবর্ষে রাজঅত্যাচার কখন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, উহা অত্যাচারী রাজার সঙ্গে আবির্ভূত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তিরোহিত হইয়াছে। অত্যাচার যদি কিছু দীর্ঘকাল ব্যাপী হইত, প্রজাদিগের অপরিস্ফুট ক্ষমতা নৈসর্গিক নিয়মে আপনা আপনি স্ফূর্ত্তি লাভ করিত। যে যে স্থানে প্রজা প্রভাব উপযুক্ত পরিমাণে উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে, সেই সেই স্থানে রাজগণের অত্যাচার কিছু কাল স্থায়ী হওয়া দূরে থাকুক, আবির্ভূত হইতেই অবসর পায় না।

বঙ্গদেশের নীলকর অত্যাচারের তুল্য নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার বোধ হয় ভারতবর্ষ আর কখন দর্শন করে নাই। তদানীন্তন অত্যাচারপীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে একটী অপূর্ব্ব যোগ সংঘটিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে সেরূপ আর একটী ঘটনা ভারতবর্ষে কেহ কখন দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ। এ সময়ে প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া উত্থিত হয় নাই। কিন্তু অত্যাচারের প্রাবল্য আর একটু গুরুতর হইলে, অথবা আশু নিবারিত না হইলে তাহার পরিণাম কি হইত তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। জমিদারদিগের অত্যাচারে কোন কোন স্থানের প্রজারা দলবদ্ধ হইতে প্রবৃত্ত

হইয়াছে। বারাসাত মহকুমার চৌরাশী পরগণার প্রজারা অনেক দিন হইতে জমিদারের প্রতিকূলে সম্মিলিত হইয়া এ পর্য্যন্ত তাহাদের যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে। দুই তিন জন প্রবল জমিদারের ধনবল সামর্থ্যবল তাহাদের সে যোগ ভঙ্গ করিতে পারে নাই। উত্তর পাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অত্যাচারে ডায়মণ্ড হারবরের প্রজাগণের মধ্যেও দিব্য একটী যোগ সংসৃষ্ট হইয়াছে। ঐ উভয় স্থানের বিশেষতঃ ডায়মণ্ড হারবরের ভূস্বামী প্রজাগণের মৌরস স্বত্ব বিলোপ করিয়া তাহাদের ভূমির উপর কর বৃদ্ধি করিতে চান; প্রজারা সহজে এক কপর্দ্দকও জমিদারকে বেশী দিতে স্বীকৃত নহে। জমীদারেরা বিশেষতঃ উত্তরপাড়ার জমিদার মহাশয় মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রজারা নিরুপায় হইয়া পরস্পরের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্তির জন্য অগত্যা একপণ এক উদ্দেশ্যে আবদ্ধ ও মিলিত হইয়াছে। পাবনার প্রজাগণের বর্ত্তমান উপপ্লব যে অন্য কারণ হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে তাহা আমাদের কখনই বোধ হয় না। পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রজা প্রিয়তা, রেজিষ্টারী কবুলিয়ৎ প্রজাদিগকে প্রত্যর্পণ করা, এ সমস্ত সে উপপ্লবের উপলক্ষ হইতে পারে, কিন্তু কদাপি মূল কারণ হইতে পারে না। পাবনার উপপ্লবপরায়ণ প্রজাগণের মধ্যে যাহারা প্রধান অপরাধী গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড প্রদান করুন, কিন্তু যে সমস্ত নির্দ্দয় জমিদার মোকর্দ্দমায় মোকর্দ্দমায় প্রজাগণের সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন, আদালত সকলকে প্রজাপীড়নের যন্ত্র স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং অত্যাচারে, অত্যাচারে প্রজাগণকে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদিগকেও সমুচিত দণ্ড বিধান করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করুন। আমরাও জমিদার কৃত অত্যাচার সকলের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।

মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও মহম্মদ মসিন ফণ্ড।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজেরা আজ যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমানেরা সেই মহোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাঁদের অনুগ্রহে ইংরাজেরা সেই ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী বঙ্গদেশের কিয়দংশস্থান লাভ করেন, পরে দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহায়তায় ইহাঁদের হস্ত হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করেন, ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ইহাদের করতলন্যস্ত হইয়াছে। দেশীয়গণ ইংরাজ রাজত্ব লাভ করিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন, ইংরাজদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইলেন,রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নিতান্ত অনুগত হইলেন। ইংরাজেরাও অনুগত ভক্ত প্রজাদিগের প্রতি আনুকূল্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিলেন না। মুসলমানেরা সেরূপ বাধ্যতার সহিত ইংরাজ রাজত্বের অধীনস্থ হইতে পারিলেন না। অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বাধীন প্রকৃতি, তাহাতে সম্প্রতি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহারা ইংরাজ রাজত্বের প্রতি প্রসন্ন চক্ষে চাহিতে পারিবেন? ভারতবর্ষ পরাজয় করিয়া যাঁহারা সাত আট শত বৎসর ইহার উপর প্রভুত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারা কেমন করিয়া সহসা দেশীয়দিগের দ্বারা ঘৃণিত ও ইংরাজদিগের দ্বারা শাসিত হইয়া নিতান্ত হীনভাবে নম্রতার আশ্রয় অবলম্বন করিবেন? তাঁহারা দেশীয়দিগের সম্বন্ধে জেতৃ রাজপুরুষ ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের সমাগমে তাঁহারা সেই উচ্চ আসন হইতে ভ্রষ্ট হইলেন, ভ্রষ্ট হইয়া দেশীয়দিগের সঙ্গে এক ভূমিতেও দাঁড়াইতে পারিলেন না, তদপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন হইয়া তাঁহাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িলেন। এদিকে জেতা ইংরাজ জাতি সেই রাজ্যভ্রষ্ট, পরাজিত এবং পরাধীনতায় অনভ্যস্ত মুসলমান জাতির উপর কঠিন শাসন প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহারা সহজে বশীভূত হইবার নহেন; গোপনে গোপনে তাঁহাদের হারানিধি ভারতবর্ষ পুনরুদ্ধারার্থ উপায়ানুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন, সুতরাং দেশীয়দিগের ন্যায় তাঁহারা আশু ইংরাজদিগের স্নেহ ও বিশ্বাস ভাজন হইতে পারিলেন না। দেশীয়দিগের দুরবস্থা বিমোচনের জন্য ইংরাজ দিগের যত্ন ও চেষ্টা প্রথমতঃ নিয়োজিত হইল, দেশীয়গণও আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুযাত্রী হইয়া চলিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যের সঙ্গে মুসলমানদিগের কেবল যে কোন সহানুভূতি ছিল না তাহা নহে, তাঁহারা বিজাতীয় ঈর্ষা পরবশ হইয়া তাঁহাদের ক্ষমতার উন্নতি ও রাজত্বের বিস্তার দেখিতেছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা এক তিলও উপকার পাইবার বাসনা অন্তরে পোষণ করেন নাই, এমন কি ইংরাজদিগের নিকট তাঁহাদের যে কিছু শিক্ষা করিবার আছে অভিমান ও অহঙ্কারের আধিক্য বশতঃ তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। অধিবাসীরা ইংরাজদিগকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে আপনাদের রাজ্যাপহারী শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; সুতরাং উহারা সেই সদ্ভাব নিবন্ধন ইংরাজ-

দিগের ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান ক্রমশঃ আয়ত্তীকৃত করিতে পারিল, এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের সভ্যতার ভাবগ্রাহী হইতে সমর্থ হইল। ইহারা কিন্তু সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাবে, ইংরাজদিগের যাবতীয় ব্যাপারকে ঘৃণা ও তাঁহাদের সভ্যতাকে অনাদর করিয়া একটী মহদুপকার হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। এক দিকে মুসলমানদিগের মধ্যে ইংরাজদিগের কার্য্যক্ষেত্র লাভের অভাব ও অপরদিকে আপনাদের ঔদাস্য ও প্রতিবন্ধকতাচরণ এই উভয় বিধ কারণে মুসলমানেরা এতদিন ইংরাজ রাজত্বের কল্যাণময় ফল লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

এক্ষণে অসন্তোষ ও বিদ্রোহপরায়ণ ধর্ম্মান্ধ ওহাবি সম্প্রদায় ভিন্ন অধিকাংশ মুসলমান ক্রমশঃ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। শতাধিক বর্ষের পরীক্ষায় তাঁহাদিগের নিকট ক্রমেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অজেয় ইংরাজ জাতির প্রতিকূলে রণস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অপহৃত সাম্রাজ্য প্রতিগ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে; বিশেষতঃ যে সমস্ত রাজ বংশ তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা ও গৌরব স্বরূপ থাকিয়া তাঁহাদের মনে অস্তমিত মহিমার কথা উদ্বোধিত করিত তাহাদের নাম পর্য্যন্ত অধুনা বিলুপ্ত হওয়াতে ইহাঁদের চেষ্টা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন সময়ে মুসলমানদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ও যত্ন প্রকাশ সময়োচিত ও বিহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল লর্ড মেয়ো এ সম্বন্ধে প্রথম কর্ত্তব্য উপলব্ধি করেন এবং শিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ও শাসনকর্তৃবর্গের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ তদনুসারে মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উৎকর্ষসাধনের উপায় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, যে যে স্থানের প্রচলিত ভাষা, হিন্দুস্থানি বা উর্দ্দু অক্ষরে লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে, তত্তৎ স্থানের বিদ্যালয় সমূহে মুসলমানদিগের সংখ্যা অপ্রচুর নহে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে লোক সংখ্যার সমষ্টি ধরিয়া বিবেচনা করিলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা পরিমাণানুসারে অধিক হইবে। সে আধিক্য অযোধ্যা প্রদেশে আত্যন্তিক হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশে যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা যেমন হিন্দুদের তেমনি মুসলমানদিগের পক্ষেও উপযোগী। অপর যে যে প্রদেশে মুসলমানেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সংখ্যায় অধিক নহেন, এবং দেশ ভাষায় কথা বার্ত্তা কহেন না তত্তৎ স্থানে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হয় নাই। শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অর্থ সংস্থান অল্প বলিয়া হিন্দু ও মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া এই সকল স্থানে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করিবার কোন উপায় ও চেষ্টা অবলম্বন করা হয় নাই। পূর্ব্ববাঙ্গালায় ও বোম্বাইয়ের কোন কোন স্থানের ন্যায় যেখানে তাহারা দেশ ভাষা পরিগ্রহ করিয়াছে তথায় তাঁহারা অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত প্রথম শিক্ষার বিদ্যালয়ে অনায়াসে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই তাঁহারা পরাঙ্মুখ। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সকল যে অদ্যাপি তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মুসলমানদিগের জন্য মান্দ্রাজে প্রথম শিক্ষার উপযোগী পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইতেছে; অন্যান্য যে সকল বিদ্যালয় সাধারণের জন্য আছে তাহাতে উহাদের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। তথায় তাহাদিগকে উর্দ্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব্য ও পারস্য ভাষা ইতি পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েও আরব্য ও পারস্য ভাষা ইতি পূর্ব্বেই গ্রাহ্য হইয়াছে। এলফিন্‌ষ্টোন কালেজে একজন আরব্য ও পারস্য অধ্যাপক ১৮৭০ অব্দ হইতে নিয়োজিত আছেন। বঙ্গদেশেও মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে আরব্য ও পারস্য শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইবার আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতা মাদ্রাসার সংস্করণ হইবে এবং হুগলি কালেজের মহম্মদ মসিন ফণ্ড হইতে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মুসলমানদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা তত আবশ্যক নহে। তথাপি যে কোন সংস্করণের প্রয়োজন, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে। যাহা হউক মুসলমানদিগকে এখন পাশ্চাত্য বিদ্যার রসাস্বাদনে আমন্ত্রিত করা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা বড় অল্প নহে। মুসলমানেরা এখন এ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে গণ্য, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া ভারতবর্ষ শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। ভারতের অন্যান্য অধিবাসীরা সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হউক আর হতভাগ্য মুসলমানেরা সমস্ত উন্নতি

হইতে বঞ্চিত থাকুক ইহা কাহারও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে যথোচিত উৎসাহ দিলে, কোন ভারতবাসী অসন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রথম শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া উচ্চ শিক্ষার শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, সেইরূপ যদি মুসলমানদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে গিয়া অপর শ্রেণীস্থ লোকদিগের উৎসাহ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে যান, তাহা হইলে সমুহ দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। এই আশঙ্কার স্থল আছে বলিয়া মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্যানুষ্ঠান কোন কোন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। এরূপ অসন্তোষ এ সময়ে ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা মুসলমানদিগের প্রতি তাহাদের পোষিত ঈর্ষ্যা বশতঃ নহে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কাই ইহার কারণ মহম্মদ মসিন ফণ্ড হইতে এত দিন হুগলি কালেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে। এক্ষণে সর জর্জ্জ ক্যাম্বল সাহেবের প্রস্তাব মতে লর্ড নর্থব্রুক সেই ফণ্ডের অধিকাংশ অর্থ হুগলি ভিন্ন অপরাপর স্থলে অর্থাৎ বঙ্গদেশের মধ্যে যেখানে যেখানে বিশেষ আবশ্যক হয় সেই২ স্থলে শুদ্ধ মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবার আদেশ করিয়াছেন। মসিন ফণ্ড এতদিন জাতি বিচার না করিয়া উদার ভাবে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত ছিল, এখন তাহার অন্যথা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্বের উপর অনেকের যে সন্দেহ জন্মিবে তাহা বিচিত্র নহে। যদিও মসিনফণ্ডের ক্ষতিপূরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত দিবার অনুমতি করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সংক্রান্ত অভিসন্ধি (পলিসি) অধুনা যেরূপ পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসমান হইয়া যাইতেছে, তাহাতে তাহার উপর লোকের বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল অভিসন্ধি সম্ভূত দান অপেক্ষা, অপরিবর্ত্তসহ চিরস্থায়ী মসিন ফণ্ডের উপর লোকের অধিকতর আস্থা আছে। যখন উচ্চশিক্ষার উপর ক্যাম্বল সাহেবের বিষদৃষ্টি পতিত হইয়া, পাটনা ও অন্যান্য কালেজ সকলকে দাহন করিয়াছিল, তখন অন্ততঃ হুগলি কালেজের উপর কোন প্রকারে হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই বলিয়া লোকের ভরসা ছিল। এখন সেই হুগলি কালেজকে যখন উপজীবিকার জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিতে হইল, তখন যে ইহা এক দিন গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনশীল শিক্ষা সংক্রান্ত "পলিসির" স্রোতে পড়িয়া পাটনা ও বহরমপুর কালেজের অনুগামী হইতে পারিবে না, লোকের এ বিশ্বাস ও ভরসার স্থল কোথায় রহিল? হুগলি কালেজ এতদিন কঠিন প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, (অন্ততঃ লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত) ইহার স্থায়িত্বের উপর কাহারও কোন সন্দেহ এতদিন উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু মহাত্মা ক্যাম্বল সাহেবের আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশলে সেই দৃঢ় প্রোথিত হুগলি কালেজকে বালুকা রাশির উপর আনিয়া স্থাপন করা হইল। এখন এক দিন গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে বলিয়া বসিবেন যে প্রেসিডেন্সি কালেজের এত নিকটে আর একটী রাজকোষ শোষক কালেজ রাখিয়া অপব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? হুগলির ছাত্রেরা অনায়াসে কলিকাতায় গিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে, অতএব ইহাকে জিলা স্কুলে পরিণত করা যাউক।

মসিন ফণ্ডের অর্থ হুগলি কালেজ হইতে গ্রহণ করিয়া হুগলি কালেজের জন্য ৫০০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিয়া ক্ষতি পূরণ করা অপেক্ষা, মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য ঐ ৫০,০০০ টাকা সহজে দেওয়া যাইতে পারিত। তবে এ বক্রপন্থা অবলম্বন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? মসিন ফণ্ডের টাকার কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে যে তাহা দেশময় যতদূর বিস্তৃত হইবে তত দূর মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষার পথ প্রসারিত করিয়া যাইবে এই জন্য গবর্ণমেণ্ট বিত্ত অপেক্ষা তাহা নিতান্ত উপযোগী বিবেচনা করা হইয়াছে? এতদ্দ্বারা মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন অধিকতর উপকার হইবে, আমাদের চক্ষে ত প্রতীয়মান হইতেছে না, কেবল হুগলি কালেজকে অস্থায়ী ও দুর্ব্বল করা হইল। ইহা দেখিয়া লোকে কেনই বা গবর্ণমেণ্ট পলিসির উপর সন্দেহ না করিবে?

বাল্য বিবাহ।

হিন্দু সমাজে যত প্রকার পাপ প্রথা আছে, বাল্য বিবাহ তন্মধ্যে প্রধান। কি শরীর কি মন সমুদায়ের দুরবস্থার প্রবল কারণ এক বাল্য বিবাহ। ইহা দ্বারা যে সকল ভয়ঙ্কর শোচনীয় ঘটনা হইতেছে, তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কত কোমলাঙ্গী নির্দ্দোষ-প্রকৃতি বালিকা অযোগ্য বয়সে গর্ভবতী হইয়া প্রাণান্ত ক্লেশে মৃত সন্তান প্রসব করেন, অথবা সেই সময়ে সন্তানের সঙ্গে স্বয়ংই গতাসু হন এই হৃদয় বিদীর্ণকর ব্যাপার সচরাচর প্রত্যক্ষ হইতেছে। সন্তান জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলেও তাহার স্বাস্থ্য, বল বা দীর্ঘ জীবন প্রায় দেখা যায় না। এরূপ জীবিত সন্তানও অচিরেই হতভাগ্য

জনক জননীকে অকূল শোকসাগরে ও চিন্তার তরঙ্গে ভাসাইয়া থাকে। পরন্তু অনেক বালিকা এপ্রকার অস্বাভাবিক রূপে গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব করিয়া যে নানা উৎকট রোগে প্রপীড়িত হন, শীর্ণ মলিন ও দুর্ব্বলশরীর হইয়া মহা কষ্টে জীবন যাপন করেন, এবং অনেকে তাহাতেই মৃত্যুর শরণাপন্ন হন, তাহা বলা বাহুল্য। বাল্য বিবাহের কত যে গরলময় ফল প্রত্যেক পরিবার ভোগ করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১১।১২ বৎসর বয়সেই এক একটী বালিকাকে, (যে নিজের বিষয় কিছুই ভাবিতে পারে না, নিজের ভার অন্যের উপরে অর্পণ না করিলে যাহার চলে না; সংসারে কাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য জানে না ও বুঝে না) গৃহিণী হইয়া সংসারের গুরু ভার বহন করিতে হইতেছে, সন্তান সন্ততির ভাবনা ভাবিতে হইতেছে। বালস্বভাবসুলভ মধুর হাস্য আর তাহার মুখে প্রকাশ পায় না, তাহার কোমল মনে সেই প্রফুল্লতা বিরাজ করে না, তাহার মস্তকে পরাধীনতার গুরু ভার, মুখে বিষাদের অন্ধকার, চক্ষে চিন্তার অশ্রু, শরীর ক্ষীণ, জীবন যন্ত্রণার আগার। হায়! তাহার বিকাশোন্মুখ জীবন কুসুমের সেই মনোহর লাবণ্য ও স্ফূর্ত্তি কে হরণ করিল? বাল্য বিবাহরূপ দুরন্ত কীট। কেহ বলিয়াছিলেন যে, যে সময়ে ইউরোপীয় মহিলাদিগের যৌবনের আরম্ভ হয়, তখন এদেশীয়াদের শেষ হইয়া যায়। ইহার বাস্তবিকতা কে অস্বীকার করিবে? ২০।২১ বৎসর বয়সের সময়ে ইউরোপীয় নারীদিগের সচরাচর বিবাহের প্রস্তাবও হয় না। তাহারা সে পর্য্যন্ত কি তদধিক কাল পর্য্যন্ত চিন্তাশূন্য প্রফুল্ল মনে কেবল বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানোন্নতি সাধনে রত থাকেন, এতদ্দেশীয় অনেক রমণী এই বয়সে ৫।৬টী সন্তানের জননী হইয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। 'কুড়ি হইলেই বুড়ী' ইহা এদেশের স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে একটী প্রবাদ বাক্য। এরূপ অকালবৃদ্ধা শোচনীয় দুর্দ্দশাপন্না স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতি কিসে হইবে? তাহাদিগের দ্বারা স্বদেশের, পরিবারের, সন্তান সন্ততির উন্নতিই বা কিরূপে সংসাধিত হইবে? বাল্য বিবাহ যে কেবল বঙ্গ মহিলাদিগের যৎপরোনাস্তি দুঃখ দুর্গতির কারণ হইয়াছে পুরুষদিগের হয় নাই তাহা নহে, তাঁহারাও ইহার বিষময় ফল সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতেছেন। বলিতে কি এদেশীয় পুরুষদিগের অকাল মৃত্যু শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মানসিক তেজোহীনতা, চরিত্রগত দোষ, দারিদ্র্য ও পারিবারিক অশান্তি যে বাল্য বিবাহ হইতে অনেক পরিমাণে সম্ভূত হয় তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

পুরাকালে এদেশে বাল্য বিবাহ প্রথা ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন স্বেচ্ছা পরিণয় গান্ধর্ব্ব বিধান বা স্বয়ম্বর বিধানই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন শাস্ত্র বাল্য বিবাহ অনুমোদন করে না। শাস্ত্রে আছে

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাত পতিসেবনাম্ নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্"।

যে কন্যা পতি মর্য্যদা—পতির প্রতি কর্ত্তব্য কিছুই জানে না, ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই এমত কন্যাকে পিতা বিবাহ দিবেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু বলিয়াছেন "ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত,কুমার্য্যৃতুমতী সতী" কুমারীর যৌবন আরম্ভের পরও তিন বৎসর বিবাহের জন্য প্রতীক্ষা করিবে। বাল্য বিবাহের প্রতিকূলে ধর্ম্ম শাস্ত্রের এরূপ অনেক বচন এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বৈদ্যক শাস্ত্রকার সুশ্রুত প্রভৃতিও বাল্য বিবাহের বিষম বিরোধী। শাস্ত্রে যখন বিবাহের এরূপ প্রশস্ত বিধি রহিল, বাল্য বিবাহের যখন এপ্রকার শোচনীয় ফল, তখন কেন লোকে শিশু কালে পুত্র কন্যাকে বিবাহ দান করে? আধুনিক কোন অপরিণামদর্শী পণ্ডিতের বিবাহ বিষয়ে রোহিণী ও গৌরীদানের ব্যবস্থা এবং লোকের আমোদপ্রিয়তা ও অবিমৃষ্যকারিতাই তাহার কারণ। বিবাহ বলিতে স্ত্রী পুরুষের পবিত্রভাবে চিরজীবনের জন্য যে যোগ ইহাই উপলব্ধি হয়। বিবাহ শব্দটীর ধাতু প্রত্যয়ের অর্থ গ্রহণ করিলে বিশেষ ভাবে পরস্পরের ভারবহন করা বুঝায়। অতএব বাল্যকালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত না হইতে যে বিবাহ তাহা বিবাহ নামের যোগ্য হইতে পারে না, তাহাকে ব্যভিচার সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রকার ঘৃণিত বিবাহে যে বালককাল হইতে জীবনে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হয় এবং মন নীচ পশুপ্রবৃত্তির অধীন,পবিত্রতাশূন্য,নরকের আলয় হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দুঃখের বিষয়, সুশিক্ষিত লোকেরাও এই জঘন্য ব্যাপারে অম্লান বদনে যোগদান করিতেছেন। জানিয়া শুনিয়া আপন পুত্র কন্যার ও ভ্রাতা ভগিনীর সর্ব্বনাশ করিতেছেন। বিবাহ ব্যাপারটা কি? উহা কিরূপ জিনিষ? যাহারা তাহাই বুঝে না, বিবাহ কাল না সাদা, খাবার না পরিধানের বস্তু যাঁহারা জিজ্ঞাসা করে, এমত অজ্ঞান শিশুদিগকেও, অনেকস্থলে এমত কি বাক্স্ফূর্ত্তিহীন স্তন্যপায়ী অঙ্কবিহারী বালক বালিকাকেও; বিবাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হইয়া থাকে। কি লজ্জা, কি দুঃখের বিষয়!

বাল্য বিবাহের এই বিষম অনিষ্টকর ফল এক্ষণে অনেক শিক্ষিত যুবা চিন্তা করেন ও তাহার উচ্ছেদ সাধনে কিছু কিছু চেষ্টাও করিতেছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ঢাকা নগরের কতিপয় উৎসাহী যুবা তথায় 'বাল্য বিবাহ নিবারণী' নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। সভার এই নিয়ম হইয়াছে যে কোন সভ্য যে বালিকার ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিবেন না। পুরুষের বিবাহের কাল অন্যূন ২১ বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনেক গুলি যুবা এই নিয়ম স্বীকার পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া সভ্য হইয়াছেন। কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বয়স অন্যূন ১৬ বৎসর নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত ছিল। যাহাহউক ১৪ বৎসর মন্দের ভাল। বোধ হয় সমাজের নানা বিঘ্ন অন্তরায় ভাবিয়া আপাতত এই নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু কন্যা সম্বন্ধে এনিয়মও যে কার্য্যকর হইবে তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। সভ্যগণ বরং ২১ বৎসর পূর্ণ না হইলে বিবাহ না করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু সমাজের শাসনাধীন হইয়া যে জনক জননী ১০।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। আমাদের ভয় হয় সভ্যগণ নিজের বিবাহের বিঘ্ন দেখিয়া পাছে অঙ্গীকার ভগ্ন করিয়া বসেন। একে বিবাহের দারুণ প্রলোভন, তাহাতে আবার বাঙ্গালি যুবা-প্রকৃতি-সুলভ চঞ্চলতা, এরূপ স্থলে আমাদের এপ্রকার আশঙ্কা অকারণ নহে। পুরুষদিগের অনেক স্থলে পূর্ণ বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, এবিষয়ে চেষ্টা করিলে অনেকে সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। কিন্তু যৌবনের পূর্ণ অবস্থাতে, পূর্ণ অবস্থা কেন যৌবনের প্রারম্ভাবস্থাতেও কোন হিন্দু কন্যার বিবাহ হইতে পারে না। এই বিপদ্ নিবারণের উপায় কি? সভ্যগণ যখন অবিবাহিত, স্বয়ং বালিকার পিতাও নন, মাতাও নন তখন তাঁহাদের হাতে কিছুই ক্ষমতা নাই। যাহাহউক যতদূর হইতে পারে তাঁহারা প্রাণ পণে এই কুপ্রথার মূলোৎপাটনে চেষ্টা করুন। ঈশ্বর প্রসাদে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক কৃতকার্য্য হইবেন। সভার প্রচারিত মহাপাপ বাল্য বিবাহ নামক সাময়িক পত্র এবং বাল্য বিবাহ নামক শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিপূর্ণ পুস্তক এই কুপ্রথার প্রতিকূলে অনেক কার্য্য করিবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি পূর্ব্ববাঙ্গালার ন্যায় অন্যান্য বিভাগস্থ কৃতবিদ্যগণ এ বিষয়ে উৎসাহী হইয়া ভারতের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হইবেন।

ডাক্তার ওয়াইজ ও নেটিভ্ ডাক্তারগণ।

ঢাকার জন সাধারণ সভা তথায় একটী বাঙ্গলা মেডিকাল স্কুল স্থাপনের প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছিলেন। তথাকার ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন কট্‌ক্লিফ্ সাহেবও তাহার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া রিপোর্ট করেন। গবর্ণমেণ্ট জন সাধারণ সভার প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া ঢাকার কমিসনরের ও বর্ত্তমান সিবিল সার্জ্জন ওয়াইজ সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। কিন্তু ওয়াইজ সাহেব তাহার বিরুদ্ধ রিপোর্ট করিয়াছেন। তিনি কেবল তাহা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, জন সাধারণ সভার অস্তিত্ব নাই, নেটিভ ডাক্তার সকল অকর্ম্মণ্য তাহাদের দ্বারা কিছুই কার্য্য হয় না ইত্যাদি অনেক কথা রিপোর্টে লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ওয়াইজ সাহেব এটী তাঁহার পদোচিত কার্য্য করেন নাই, জন সাধারণ সভার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু নেটিভ্ ডাক্তারদিগের বিরুদ্ধে তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ ঐক্য হইতে পারিতেছি না। অনেক নেটিভ্ ডাক্তারই অতিশয় দক্ষতার সহিত স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন, ইহা আমরা স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। অধিকাংশ সিবিল ষ্টেশনের ও সব্‌ডিবিজনের জেল হসপিটাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার নেটিভ ডাক্তারদিগের প্রতি অর্পিত আছে। তাঁহারা প্রায়ই এই সকল গুরুতর কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয়ের লাঘব হইয়াছে। অনেক নেটিভ ডাক্তার চিকিৎসা নৈপুণ্যে সাধারণের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। নেটিভ ডাক্তরদিগের দ্বারা দেশের বিস্তর উপকার হইতেছে গবর্ণমেণ্ট ও অনেক সুযোগ্য সিবিল সার্জ্জন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ৪ টাকা বা তৎচতুর্গুণ ভিজিট দিয়া সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কি সিবিল সার্জ্জনদিগকে ডাকিয়া কয় জন লোকে চিকিৎসা করাইতে পারে? তাহা বড় বড় ধনীদিগেরও অনেক সময় ক্ষমতার অনায়ত্ত। রোগের সময় নেটিভ ডাক্তরদিগের সাহায্য লাভ করিতে কাহারও তাদৃক কষ্ট হয় না। গরিব দুঃখিরাও তাঁহাদিগের দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট হন। নেটিভ ডাক্তরের সংখ্যা যত বহুল হয়, ততই মঙ্গল। তবে এইক্ষণ তাঁহাদের যতদূর শিক্ষা হইতেছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইবার বন্দোবস্ত হয় ইহা আমাদের প্রার্থনীয়। শ্রুত হইল মেডিকাল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র পূর্ব্ব বাঙ্গলা নিবাসী। উক্ত ক্লাসের প্রায় সকল ছাত্রই দরিদ্র। কলিকাতার ব্যয় ভার বহন করা তাহাদিগের পক্ষে অতিশয় কষ্ট দায়ক। ঢাকায় শিক্ষা লাভের সদুপায় হইলে তাহাদের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। এই মহদুদ্দেশ্যে বিঘ্ন আনয়ন করা ওয়াইজ সাহেবের যার পর নাই অন্যায় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে যেন একটু বিশেষ বিবেচনা করেন। ওয়াইজ সাহেব দেশীয় বৈদ্যদিগকে এক বৎসর কাল মাত্র শিক্ষা দান করিয়া উত্তম ডাক্তর করিয়া তুলিবেন এরূপ কল্পনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ভয়ানক ভ্রম ও নির্বুদ্ধিতা। তিন চারি বৎসর সুপ্রণালী মতে শিক্ষা লাভ করিয়া নেটিভ্ ডাক্তরগণ তাঁহার নিকটে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইল, হাতুড়ে বৈদ্যগণ এক বৎসর কাল শিক্ষা পাইয়া চিকিৎসা বিদ্যাপণ্ডিত হইবে ইহা অপেক্ষা হাস্য কর ব্যাপার কিছুই নাই। দেশীয় বৈদ্যদিগকে শিক্ষা দান করিয়া উপযুক্ত করিতে পারেন সুখের বিষয়। কিন্তু নেটিভ ডাক্তরদিগের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিলে এ দেশের বিস্তর অনিষ্টের কারণ হইবে সন্দেহ নাই।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

ইংলণ্ডে রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য এদেশীয়দিগকে তথায়পাঠাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, কাম্বেল সাহেব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। সাধারণ মতে মত দেওয়া কাম্বেল সাহেবের স্বভাব নয়, তিনি সকল বিষয়েই নূতন মত দিতে ভালবাসেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট শ্রবণ করিয়াছেন, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফ্রিমেসন্ হইয়াছেন।

পিক্র কিনু নামক যে ব্যক্তি ব্লাকবরন্ লেনের একজন চীনাম্যানকে হত্যা করে, বিচারপতি মার্কবি কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ১০ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

দুইজন পাহারাওয়ালা গড়ের মাঠে ৩ জন গাড়য়ানের নিকট হইতে অন্যায় পূর্ব্বক পয়সা লইয়াছিল বলিয়া ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের সম্পাদক উইলসন সাহেব যে উহাদিগকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করেন, গত শনিবারের সেসনে বিচারপতি মার্কবির নিকটে তাহার বিচার হয়। একজনের মুক্তিলাভ ও আর একজনের কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। বিচারপতি ও জুররগণ উইলসন সাহেবকে তাঁহার এই কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন। যদি অন্যান্য লোকেও উইলসন সাহেবের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন সমাজের অনেক উপকার সাধিত হয়।

শুনা যাইতেছে পাবনার যে সকল প্রজা বিদ্রোহী হয়, উহাদের মধ্যে যাহাদের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে তাহাদিগকে গঙ্গার পর পারস্থ কোন জেলে প্রেরণ করা হইবে। যদি গঙ্গা পার করিয়া দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ হয়, মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া উচিত।

মিরর বলেন তারকেশ্বরের মোহন্ত এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই। নবীন চন্দ্রের বিচারও হয় নাই। মোহন্তের সম্পত্তি সকল গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। পুরস্কার ঘোষণা ব্যতিরেকে মোহন্তকে ধরা বোধ হয় সহজ হইবে না।

বাবু বেণীমাধব সেন যখন প্রিন্সিপাল সদর আমীন ও ছোট আদালতের জজ ছিলেন, তখন "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন তিনি জীবনাবধি ঐ উপাধি ভোগ করিতে পারিবেন।

৩রা জুলাই কলিকাতায় যে অহিফেন বিক্রীত হয় তাহাতে বিহারের ২১২৫ সিন্দুক অহিফেন প্রতি সিন্দুক ১২৮৭ টাকায় এবং বারাণসীর ১৩৭৫ সিন্দুক প্রতি সিন্দুক ১২৪৬ টাকায় বিক্রীত হয়। সর রিচার্ড টেম্পল যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক টাকা হইয়াছে। টেম্পল সাহেবের অনুমান প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কখন অধিক হয় না ইহার কারণ কি?

কিছু দিন হইল কাশিপুরে যে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরিকাণ্ড হয় এবং যাহাতে একজন ইহুদী একজন বাঙ্গালি ও মহিশূরের এক রাজপুত্র লিপ্ত ছিল, সম্প্রতি মৌলবী আবদুল লতিফের নিকটে উহার বিচার হইয়া গিয়াছে। ইহুদীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাবাস ও ১ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড, এবং বাঙ্গালি বাবুটীর (তুলসী দাস দত্ত) কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। মহিশূরের রাজপুত্রকে জাল অপরাধে সেসনে দেওয়া হইয়াছে। রাতারাতি বড়মানুষ হইবার চেষ্টা করিলেই এইরূপ ঘটে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মৃত মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রগণের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ উক্ত মহাত্মা কৃত "মায়াকাননের" অভিনয় করিবেন। এতদ্দেশীয়গণ এই সুযোগে মৃত কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিস্মৃত হইবেন না।

পিপলস্ ফ্রেণ্ডের একজন পুরীস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, সে দিন পদ্মপুরে এক বৈষ্ণবের বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৪ জন ডাকাইত উক্ত বৈষ্ণবের বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী স্ত্রীলোক ধরিয়া তাহার সমুদায় অলঙ্কারগুলি লয়, পরে তাহার প্রতি এত অত্যাচার করে যে সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকের প্রতিও বিলক্ষণ অত্যাচার করা হয়। উপবিভাগের কর্ম্মচারী টেলর সাহেবের যত্নে উহারা ধৃত হইয়া সেসনে অর্পিত হইয়াছে। ৪ জনের ১০ বৎসর ৫ জনের ৬ বৎসর এবং দুই জনের ৩ বৎসর করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে।

হাইকোর্টের উকীল বাবু ভগবতী চরণ ঘোষের পুত্র সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ভগবতী বাবু কলিকাতার হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার অনুমতি লইয়া পুত্রকে বিলাত পাঠাইতেছেন। হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা গঙ্গা জলে পাক করা গোমাংস ভক্ষণে ব্যবস্থা দেন কি না আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গত শুক্রবার প্রেসিডেন্সি কালেজের নিকট দুটী স্কুলের ছাত্র ও একজন যুবক ঘোড়া দ্বারা আহত হয়। আহত হইবামাত্র হাসপাতালে পাঠান হয়, কিয়ৎক্ষণ পরে সর্ব্ব কনিষ্ঠটী উত্তমরূপে সুস্থ হইলে উহাকে বাটীতে লইয়া আসা হইতেছে, পথিমধ্যে পাহারাওয়ালা সাহেবেরা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, পুলিষে যাইতে হইবে। পরে কতকগুলি ভদ্র লোক বলাতে ছাড়িয়া দেন। এই সকল মহাপুরুষ চোর ডাকাইতের কেহ নন, ভদ্র লোকদের প্রতি কার্দ্দানি প্রকাশ করিতে বিলক্ষণ পটু।

সম্প্রতি দুই জন মিঠাইওয়ালা অতিরিক্ত গ্যাস জ্বালাইয়াছিল বলিয়া উহাদের প্রত্যেকের ৫০টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম।

সম্প্রতি আলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ ও কাশীতে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আজি কালি ঘুরতি খেলার কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। মুরীর ঘুরতি ভিন্ন অম্বালায় আর একটী ঘুরতির অনুষ্ঠান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কি ঘুরতি খেলার অনুমোদন করেন?

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, ঝঙনামক একটী জেলায় ইতর জাতীয় একটী স্ত্রী ভ্রষ্টা ছিল। তাহার স্বামী ইহা জানিতে পারে এবং সে উহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হয়। স্বামী গোপনে তাহার স্ত্রীর উপপতির প্রতীক্ষায় থাকে, সে উপস্থিত হইলে তাহাকে তাড়া দেয়, সে পলায়ন করে। পরে সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীর প্রাণ বিনাশ করে। তাহার মাতা ও অপর দুটী স্ত্রীলোক তাহার স্ত্রীর সাহায্যার্থ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদিগকেও আক্রমণ করে। মাতার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, অপর দুই জন স্ত্রীর জীবনের আশা অল্প। ঐব্যক্তি তৎপরে স্বয়ং পুলিষে গিয়া সমুদায় স্বীকার করিয়াছে। এত শীঘ্র আবার নবীনচন্দ্রের ঘটনা উপস্থিত।

বোম্বাই।

আমেদাবাদে একজন ব্রাহ্মণ সুরাপানে মত্ত হইয়া রাস্তায় মাতলামি করাতে সমাজচ্যুত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে কিন্তু সামাজিক শাসন ক্রমে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সামাজিক শাসন প্রবল থাকিলে সমাজের অনেক দোষ সংশোধিত হইতে থাকে।

বোম্বাই আর্গস বলেন, গত বৎসর বোম্বাইয়ের

ছোট আদালতে গবর্ণমেণ্টের ৫৩৫২৯ টাকা লাভ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা ৫ হাজার টাকা অধিক লাভ হইয়াছে।

পিপলস্ ফ্রেণ্ড পাঠে অবগত হওয়া গেল, সম্প্রতি আমেদাবাদের কতকগুলি প্রধান হিন্দু এক সভা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন তথায় বিবাহের সময় স্ত্রীলোকদিগের অশ্লীল গান করিবার যে রীতি আছে তাহার উন্মূলনার্থ সাধারণকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিবেন। অন্যান্য স্থানের লোকের অপেক্ষা ইহাদিগকে সমাজ সংস্কার বিষয়ে সমধিক যত্নবান দেখা যায়।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, বাঙ্গেলোরের প্রায় ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে ক্লসিপেট নামক একটী পল্লীতে একজন মুসলমান আছে, উহার বয়স ১২৫ বৎসর হইয়াছে। সে নিজে খাটিয়া খাইতে পারে না, ভরণ পোষণ করে তাহার এমন কেহ নাই, সে নিজ ভরণ পোষণের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। আজি কালি ১২৫ বৎসর বয়স্ক লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

গুজরাট মিত্র বলেন, বরদার রেসিডেণ্ট বরদার রাজকার্য্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিয়াছেন। গুইকুমার ক্রমে গোলযোগে পড়িবেন দেখা যাইতেছে।

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সর সাইমর ফিটজারল্ড পীড়া নিবন্ধন এ পর্য্যন্ত তুর্কিতে রহিয়াছেন।

ইন্দু প্রকাশ বলেন সে দিন তথায় ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম গজানন কন্যার নাম কন্দু বাই। এ বিবাহের একটু বিশেষ এই, গজানন ইংরাজী জানেন না, এক জন গোঁড়া হিন্দু, তিনি কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া এই বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার মাতারও এ বিষয়ে বিলক্ষণ মত ছিল।

মান্দ্রাজ।

পিপলস্ ফ্রেণ্ড কোন পত্রে দেখিয়াছেন, মহিশূরে একটী গাভী ৬টী পা ও দুটী লাঙ্গুল যুক্ত একটী বৎস প্রসব করিয়াছে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পোনানি নামক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে পুরস্কার লাভার্থ ২১০ টী কুম্ভীরের মস্তক নীত হয়। গত ছয় মাসের মধ্যে উক্ত স্থানে কুম্ভীর বধের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ৩৭ হাজার টাকা দিতে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বাড়াবাড়ি দেখিয়া এক্ষণে পুরস্কার দান বন্ধ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে একটী লাইব্রেরি ও লেক্চর কক্ষ নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট ৪২ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ইউরোপ।

জর্ম্মণির সম্রাট উইলিয়ম এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অসুস্থ আছেন, কোন রাজকার্য্য করিতে পারিতেছেন না, শীঘ্র যে করিতে পারিবেন সে সম্ভাবনাও অল্প।

ব্রাডফোর্ড অবসার্ব্বরের বর্ত্তমান সম্পাদক কটলেজ সাহেব ইংলণ্ডস্থ রাজস্ব কমিটি ভারতবর্ষে আসিয়া রাজস্ব বিষয় অনুসন্ধান করেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে আসিলে অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে, তাহা হইলে ফসেট সাহেব ও তাঁহার সহচরগণের অভীষ্ট সিদ্ধি অনায়াসে হইতে পারিবে, কিন্তু কমিটি যদি কেবল ইংলণ্ডে বসিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের সে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। কমিটী কেবল ইংরাজদিগের সাক্ষ্য লইয়াই সন্তুষ্ট না হন, কটলেজ সাহেব সে অনুরোধও করিয়াছেন। আমাদিগেরও মত এই, এদেশে আসিয়া অনুসন্ধান না করিলে প্রকৃত বিষয় সকল জানা যাইবে না, কয়েকজন দেশীয়ের ইংলণ্ডে গিয়া সাক্ষ্য দিবার কথা হইতেছে বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কাজ হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। তবে নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।

লণ্ডনের হেল্থ মেডিকল আফিসের আসোসিয়েসনে বক্তৃতা কালে বঙ্গদেশের সংক্রামক জ্বরের নিদান সম্বন্ধে ডাক্তার মৌএট বলিয়াছেন, নদীতীরে বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা জল নির্গমনের পথ রোধ হওয়াতেই এই ভয়ানক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কেবল মৌএট সাহেব কেন, জল নির্গমনের পথ রোধ যে বঙ্গদেশের সাংক্রামিক জ্বরের প্রধান কারণ, এদেশের বিশেষজ্ঞ অনেকের মত এই। বাবু দিগম্বর মিত্র ইহার আবিষ্কর্ত্তা।

বিবিধ।

অন্যান্য দেশের অপেক্ষা আমেরিকায় আজি কালি কিছু অর্থের সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে। অধ্যাপক টীণ্ডাল বক্তৃতা করিয়া চারি মাসের মধ্যে ৪৬০০০০ টাকা পাইয়াছেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, মৃত জন ষ্টুওয়ার্ট মিল কেবল যে একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন এমন নয়, অন্যান্য গুণ ব্যতীত তিনি সঙ্গীত বিদ্যা বিলক্ষণ জানিতেন।

কোয়ান সাহেবকে পুনরায় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম দেওয়া হয় এনিমিত্ত তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন, লর্ড নর্থব্রুক তাহাতে সম্মত হন নাই। ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন ইহাতে দুঃখিত হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের দুঃখে বড় কিছু আসে যায় না। কিন্তু কোয়ান সাহেব পুনরায় পদস্থ হইলে সর্ব্বনাশ হইবে সন্দেহ নাই।

দিল্লী গেজেট বলেন, বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সমূহের ১৮৯০৯৮৩০০ টাকা আয় হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দের ঐ সময়ের মধ্যে ১৮৫৬০০৯০ টাকা আয় হইয়াছিল।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, ১৮৭২ অব্দে আমেরিকার লোকে ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা শিক্ষা বিষয়ে দান করেন। অন্যান্য দেশের ধনবান্ ব্যক্তিরা লজ্জিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল হাজরা জেলার আগরর নগর হইতে কয়েকজন আফগান একজন এদেশীয়ের দশ ও সাত বৎসর বয়স্ক দুটী কন্যা হরণ করিয়া লইয়া যায়। উহাদের পিতা অনেক অনুনয় বিনয় করাতে আফগানেরা ১২০০ টাকা লইয়া কন্যা দুটী প্রত্যর্পণ করিতে চাহে। উক্ত ব্যক্তি ৬ শত টাকা স্বীকার করেন, উহাতে তাহারা সম্মত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে লাহোরে ভিক্ষা করিয়া টাকা তুলিতেছেন, ৩ শত টাকা উঠিয়াছে।

সীস্তানের সীমা সম্বন্ধে ব্রিটিশ মিশনের জন্য আমীর সিয়ার আলীর যে ব্যয় হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সে সমুদায় টাকা দিয়াছেন। অন্য সময় হইলে কি হইত বলা যায় না।

ওয়াসিংটনের একজন বহুদর্শী চিকিৎসক বলিয়াছেন, যে সকল লোকের টাক আছে অতি অল্প বয়সে তাহাদের মৃত্যু হয় এবং কেশ বিশিষ্ট লোকেরা ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং তাহাদের ৮০ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা।

অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠে অবগত হওয়া গেল হাইদ্রাবাদে একজন মনুষ্য উপস্থিত হইয়াছে। সে ৭ ফিট চারি ইঞ্চ উচ্চ। সে তাহার এই অদ্ভুত আকার দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে! লোকে এক পয়সা করিয়া দিয়া তাহাকে দেখিতে আসিতেছে।

REGISTERED No. 84.

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
১৫শ সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৮০— ১১ই শ্রাবণ শুক্রবার। ইং ১৮৭৩—২৫শে জুলাই

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা অবগত হইলাম, বিলাতের রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য দিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ১৪ জন প্রার্থী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৬ জন মনোনীত হইয়াছেন—মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সারণের ছোট আদালতের জজ সায়দ মামুদ আলি এবং তাঁহার পুত্র, রেবরেণ্ড জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং বাবু রামশঙ্কর সেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মণির প্রাপ্য দ্বিতীয় কিস্তীর টাকা পরিশোধ করাতে জর্ম্মণ সৈন্য ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়াছে। এত দিনের পর ফরাসীরা পুনরায় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের উদ্ধারের সংবাদ, সমুদায় সভ্য জাতির আনন্দকর হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু 'অহঙ্কার ও বিলাসিতা' যে পাপের মূল, এক্ষণ হইতে তাঁহারা এই শিক্ষা লাভ করিয়া আপনাদিগের পুনরুন্নতির চেষ্টা করিতে থাকুন আমাদিগের এই প্রার্থনা।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, সিবিল সার্ব্বিসের দ্বিতীয় পরীক্ষায় যে ৩৪ জন উত্তীর্ণ হন, ঢাকানিবাসী বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তন্মধ্যে দ্বিতীয় হইয়াছেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ইংলণ্ডে গিয়া এ দেশের যে গৌরব স্থাপন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তাহা রক্ষা করিলেন।

বরিসালে একটী সাধারণ জনহিতৈষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই তত্রত্য জমীদার বাবু রাখালচন্দ্র রায় তাহার প্রধান উদ্যোগী।

আমরা প্রেরিত স্থলে চাকদহের সন্নিহিত গোঁড়পাড়া সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটী বিশেষ গোলযোগের বিষয় প্রকাশ করিলাম, একটী মুসলমান বিধবা ঐ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বার্ষিক প্রায় তিন চারি শত টাকা উপস্বত্বের ভূমি দান করিয়া যান, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাহা লোপ করিতে উদ্যত। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া জানাইতেছি মৃত মহাত্মা মধুসূদন দত্তের পুত্র দ্বয়ের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার্থ দাতব্য সংগ্রহের জন্য একটী কমিটী হইয়াছে। অনরেবল রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ও দিগম্বর মিত্র, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গৌরদাস বসাখ, মনোমোহন ঘোষ, হেমচন্দ্র কর, শিশির কুমার ঘোষ এবং কৃষ্ণদাস পাল এই কয়েকজন কমিটীর সভ্য হইয়াছেন। বাবু উমেশচন্দ্র বানুর্য্যি ইহার সম্পাদক। সকলে স্ব স্ব দেয় তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবেন।

ভারত সংস্কারক।

মেডিকল কালেজের ছাত্রদিগের তুমুল বিবাদ।

গত সোমবার অবধি মেডিকল কালেজের ছাত্রদিগের বিবাদ লইয়া কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বিবাদের স্থূল বিবরণ এই—এপথিকারী ক্লাশের ইংরাজ ছাত্রগণ ইংরাজী ক্লাশের বাঙ্গালি ছাত্রদিগের সহিত একত্রে লেকচর শুনিয়া থাকে, বাঙ্গালিদিগের উপর ইহাদিগের স্বাভাবিক ঘৃণা আছে বলিয়া সূত্র পাইলেই ইহাদিগকে অপমান করে। বাঙ্গালি ছাত্রেরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ক্রন্দন করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। ইহারা দুর্ব্বল ও ভীরু বাঙ্গালি হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নালীশ করে, তাহাদের কৃত অপমান

অম্লানমুখে সহ্য করে না, বল ও সাহস নাই তথাপি 'দাঁত্‌গামটি' ছাড়ে না এই সকল দেখিয়া ইংরাজ ছাত্রেরা ইহাদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে ঐকমত্য অবলম্বন করে। গত সোমবার ৩টার সময় যখন কেমিষ্ট্রির লেকচার হইবে, সেই সময় একজন ইংরেজ ছাত্র বাঙ্গালি ছাত্রদিগকে সম্মুখস্থ আসনে বসিতে দিবে না বলিয়া চরণদ্বয় বিস্তৃত করিয়া গ্যালারির বেঞ্চের ৩।৪ জনের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বাঙ্গালি ২।৩ জন ছাত্র এই সময় সাহস সহকারে উহার পা সরাইয়া দিয়া বসে এবং ইহাতে আপনাদের গৌরব ও জয় হইল বিবেচনা করিয়া অন্যান্য বাঙ্গালী ছাত্রেরা করতালি দেয়। ইহাই অনর্থের মুল হইল। করতালি দিবামাত্র উহারা যে যেখানে ছিল উঠিয়া কেহ মুষ্টি, কেহ যষ্ঠি, কেহ বেঞ্চ, কেহ বা ষ্টুলের পায়া ইত্যাদি দ্বারা প্রহার আরম্ভ করিল। প্রাণ ভয়ে বাঙ্গালীরা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ম্যাকনামারা সাহেব আসিয়া অনেক কষ্টে গোলযোগ থামাইয়া লেক্‌চর দিলেন। লেক্‌চর ভাঙ্গিলেই ইংরেজ ছাত্রেরা গৃহ হইতে যে যাহার লাঠি লইয়া বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে তাড়া করিয়া ছুটিল। ম্যাকনামারা ছাত্রগণকে গেট পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিলে উহারা ফটকের বাহিরে আসিয়াও ছুচখে যাহাকে পাইল মারিতে লাগিল। সেই সময় যাহারা ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল তাহারাও প্রহারের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। আহত বালকদিগের ৬জন গিয়া প্রিন্সিপলের নিকট নালীশ করে, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি কনষ্টেবল যে তোমাদের পাহারা দিব? বিলাতে এরূপ ঘটনা ক্রীড়া ভূমিতে মীমাংসা হইয়া থাকে।" পরে যখন দেখিলেন কাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, কাহার কপাল ও মুখ দিয়া রক্ত পড়িয়া বস্ত্রাদি ভিজিয়া গিয়াছে, তখন কি করেন, অগত্যা নালীশ গ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু বলিলেন বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। তিনি সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন; ইংরাজ ছাত্রদিগের হস্তে লাঠি দেখিলেন; ম্যাকনামারা সাহেব স্বয়ং গিয়া বলিলেন তাহার সম্মুখেই ক্লাশের মধ্যে এই সকল ঘটনা হয়, তিনি নিবারণকরেন, কিন্তু কেহই তাহা গ্রাহ্য করে নাই; ছাত্রদিগের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে; গাড়ী ভাঙ্গিয়াছে; স্মিথ সাহেব আর কি বিশেষ প্রমাণ চান আমরা বুঝিতে পারি না। দুই একটা খুন হইলেও স্মিথ সাহেব ইংরাজ ছাত্রদিগকে দোষী মনে করিতেন কি না সন্দেহ।

পর দিন (মঙ্গলবার) বালকেরা ভয়ে কেহই কলেজে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহারা কি করিবে এই বিষয় স্থির করিবার জন্য প্রাতঃকালে সকলে গোলদিঘির ধারে একত্রিত হইল। অন্যান্য বিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্রও জুটিয়া গেল। বিপরীত জনতা দেখিয়া পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ৪০।৫০ জন কনষ্টেবল সঙ্গে আসিয়া বালকদিগের গোলযোগ ভাঙ্গিয়া দিলেন। ছাত্রেরা ভয়েই কলেজে যায় নাই, কিন্তু কালেজে না যাওয়াও অন্যায় এই বলিয়া প্রিন্সিপালের নিকট দরখাস্ত করে যে তাহারা বিদ্রোহী হয় নাই, তিনি যদি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন এমত আশ্বাস দেন, তাহারা কলেজে গিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারে। দরখাস্তের কোন উত্তর না পাওয়াতে মেডিকল কালেজের ও অন্যান্য কলেজ ও স্কুলের প্রায় ২০০০ ছাত্র বেলা ৪টার সময় ছাতু বাবুর মাঠে সমাগত হইয়া স্থির করে যে উপস্থিত বিষয় ক্রমে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট পর্য্যন্ত জানাইতে হইবে, এবং ইহার একটী চূড়ান্ত মীমাংসা না হইলে কালেজে যাওয়া হইবে না। এই সময় হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের কয়েকজন বালক মেডিকল কলেজের ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, ভিতর হইতে কয়েকজন ইংরাজ ছাত্র আসিয়া উহাদিগকে বিলক্ষণ প্রহার করে, এমন কি কয়েকজনকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। আক্রমণকারীরা ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া মাধব বাবুর বাজারের দোকানদারদিগকেও প্রহার করে। কনষ্টবল ও সার্জ্জন সাহেবেরা সাক্ষিগোপালের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রিন্সিপাল বাড়াবাড়ী দেখিয়া তখন আজ্ঞা দিলেন ইংরেজছাত্রদিগের কেহ কালেজের বাহিরে না যায় এবং এক সরকুলার দিলেন, যে, সকল বালক নির্ভয়ে কালেজে ও হাসপাতালে আসিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিবে, বিবাদকারীদিগের দোষ প্রকাশ হইলে দণ্ড হইবেন, যাহারা এই আজ্ঞা পালন না করিবে তাহাদিগকে অনুপস্থিত লেখা হইবে এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না।

পর দিন (বুধবার) প্রাতে অধিকাংশ বালক ভয়ে২ কালেজে যায়, কালেজের মধ্যে ও বাহিরের রাস্তায় ৪।৫ জন সার্জ্জন সুপরিণ্টেডেণ্ট ও ৫০।৬০ জন কনেষ্টবল বিবাদ ভঞ্জনার্থ প্রস্তুত ছিল। বেলা ১০ টার পর৮।১০ জন ইংরাজ ছাত্র প্রিন্সিপালের আদেশের বিরুদ্ধে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তার লোককে তাড়া করে এবং গোলদিঘীর ভিতর দিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েক জন ছাত্রকে আঘাত করে, কনষ্টেবলগণ আর্দ্দালির মত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব কলেজে আসিয়া এই সংবাদ

শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া ডাইরেক্টরকে পত্র লিখেন। আটকিন্‌সন সাহেব আসিয়া তদন্ত পূর্ব্বক কয়েক জন ইংরেজ ছাত্রের নাম লিখিয়া স্মিথ সাহেবকে এ বিষয়ের শাসন করিবার অনুমতি করিয়া যান। অপরাহ্ণ ৩ টার সময় মেডিকেল কলেজের কৌন্সেল বোর্ডের অধিবেশন হয়। এদিকে গোলদিঘী লোকে লোকারণ্য। ইংরাজ ছাত্রদিগকে মারিবার জন্য বাঙ্গালি ছাত্রেরা আরো দলবল লইয়া অসীম বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিপক্ষদিগের কেহ বাহির না হওয়াতে কোন ফল দর্শিল না। লাভের মধ্যে গোলযোগ থামাইতে গিয়া কনষ্টবলদিগের ২।১ জনের মস্তক চূর্ণ হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জনতা শেষ হয় নাই।

কৌন্সেল বোর্ডের প্রথম দিনের বিচারে স্মিথ সাহেব ইংরাজ ছাত্রদিগের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হওয়াতে ম্যাকনামারা সাহেব বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান। গত কল্য পুনরায় অধিবেশন হয়; তাহাতে ইংরেজ ছাত্রদিগের দোষ অনেকটা সপ্রমাণ হইয়াছে। অদ্য পুনরায় অধিবেশন হইবে। এ বিষয়ের মীমাংসা হউক, পরে আমাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিব।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের অত্যাচার।

গত সপ্তাহের ভারতসংস্কারকে আমরা উক্ত রেলওয়ের হাবড়াস্থ রসীদ প্রদাতা ফিসার সাহেবের গুণাগুণের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়া তত্রত্য অফিসিএটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট কম্‌রী সাহেব তাঁহার অধীনস্থ জনৈক কেরাণী বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসুকে ইহার সংবাদদাতা জ্ঞানে মিথ্যা সন্দেহ করিয়া পদচ্যুত করিয়াছেন। কম্‌রী সাহেবের বিশ্বাস যে তাঁহার আফিসের লোক ভিন্ন এ সংবাদ কেহই পাইতে পারে না কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিয়াও কুকর্ম্ম করিলে অবরুদ্ধ প্রাচীরের দ্বারা যে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে সেটি তাঁহার জানা নাই। 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি' পাপকর্ম্ম কখনই গোপন থাকে না, অধর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। কম্‌রী সাহেব মনে করিবেন না যে অকারণে সন্দেহ প্রযুক্ত একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিয়া তিনি সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন, ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার হইবার যো নাই। এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যদি ঘটনাটি সত্য হয় তাহা হইলে প্রকাশককে লইয়া পীড়াপীড়ি করিবার আবশ্যকতা কি? সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দোষ সংশোধনের কর্ত্তা, না, তাহার প্রশ্রয় দানের কর্ত্তা? যাহাতে তাঁহার আফিসের কলঙ্ক হয় তিনি এমন কাজ সকল হইতে দেন কেন? তা না হলেই তো আপদ চুকে যায়। সংবাদ পত্র সকলকেও আর তিরস্কার করিয়া মুখ কটু ও রক্ত উষ্ণ করিতে হয় না। তিনি গোবিন্দ বাবুকে সন্দেহ করিয়া পদচ্যুত করিয়াছেন। গোবিন্দ বাবু কি তাঁহার অধীনস্থ একজন শিক্ষানবিস? বোধ হয় গোবিন্দ বাবুর চাকরী তাঁহার অপেক্ষা অধিক দিনের হইবে। গোবিন্দ বাবু সাহেব হইলে বোধ হয় এতদিনে তাঁহার পদ কম্‌রী সাহেবের অপেক্ষা বড় ন্যূনতর হইত না। যাহাই হউক, গোবিন্দ বাবুর লিখিবার ক্ষমতা আছে সন্দেহ করিয়া যদি অকারণে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় তাহা হইলে এই অত্যাচারের বিষয়গুলি কি তিনি প্রচার করিবেন না? আমরা শুনিলাম গত শনিবার গোবিন্দ বাবুকে ডাকিয়া কম্‌রী সাহেব অনেক ভদ্রতাবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছিলেন। স্পষ্টাক্ষরে মিথ্যাবাদী বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। বাস্তবিক এ গুলি অসহ্য। তিনি তাঁহার সমতুল্য একজন সাহেবকে কখনই এরূপ বাক্যে সম্ভাষণ করিতে পারিতেন না। তিনি আরও গোবিন্দ বাবুকে স্পষ্ট করিয়া না হউক ইঙ্গিতে চাকরী পরিত্যাগ করিতেও বলিয়াছিলেন। তার দুই দিবস পরেই গোবিন্দ বাবুকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। আমরা শুনিলাম গোবিন্দ বাবু এজেন্সিতে আবেদন করিয়াছেন। ষ্টিফেন্‌ সাহেব একজন সুযোগ্য ব্যক্তি, আমরা ভরসা করি যে তিনি ইহার বিশেষ তদন্ত করিয়া অপরাধীদিগকে শিক্ষা দান করেন এবং নির্দ্দোষ গোবিন্দ বাবুর বহুদিনের চাকরী এবং কার্য্যদক্ষতা বিষয়েও বিশেষ বিবেচনা করেন। আমরা অন্যান্য সকল সহযোগী (ইংরাজী ও বাঙ্গালা) সম্পাদকদিগকে বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের সাপ্তাহিক রিপোর্টার রবিন্‌সন্‌ সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই বিষয়টি স্বীয় স্বীয় পত্রিকায় প্রকটিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন।

জমীদার ও প্রজাদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের প্রজাদিগের উপপ্লব নিবারিত হইয়াছে। যে সমস্ত উপপ্লবলিপ্ত দুর্জ্জন লোক এতদুপলক্ষে অপরাধ পঙ্কে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি সমুচিত দণ্ড-বিধান হইতেছে। আমরা পূর্ব্বাবধিই জানিতাম, যে প্রজাদিগের উপপ্লব অল্প কাল মাত্র স্থায়ী হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় জমিদারদিগের অত্যাচার এরূপ অল্পকাল স্থায়ী নহে। প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে প্রায় কখন সমুত্থান করে না, যখন করে তখন তাহাদের উপপ্লবাগ্নি বিদ্যুদগ্নির ন্যায় আশু নিবারিত হইয়া থাকে, কিন্তু জমিদারদিগের অত্যা-

চার অধিকতর স্থায়ী ও অনিবার্য্য। উপরি উক্ত প্রদেশের জমিদারেরা অনেক দিন ধরিয়া প্রজাদিগের উপর যে অত্যাচার করিতেছিল, প্রজাদের এই বিগত উপপ্লব তাহার একটী প্রতিধ্বনি মাত্র। যাহাহউক এই ঘটনা দ্বারা অন্ততঃ ইহা সপ্রমাণ হইল বঙ্গীয় প্রজাগণ প্রতিঘাতক্ষম। কর্দ্দম আঘাত গ্রহণ করে, কিন্তু যদ্দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাকে প্রতিক্ষেপ করিতে পারে না। আমরা এত দিন মনে করিতাম যে বঙ্গের প্রজারা বুঝি কর্দ্দম বা তদ্রূপ কোন কোমল পদার্থ হইবে, নতুবা কি প্রকারে তাহারা জমিদারদিগের এত অত্যাচার সহ্য করে? এখন দেখিতেছি যে অত্যাচারের পৌনঃপুনিক সংঘর্ষণে সে কর্দ্দম ক্রমে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া কোন কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে বা হইতেছে। জমিদারেরা এখনও কি সাবধান হইবেন না? তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন বঙ্গদেশের নিরীহ প্রজারা শুদ্ধ তাঁহাদের দোষে দুরন্ত স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা অগ্রে শান্ত হউন, তাঁহাদের প্রজারাও ক্রমে শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে।

ক্যাম্বল সাহেব প্রজাদিগকে শান্তভাবে দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের অত্যারের প্রতিবাদ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। জমিদারের পক্ষপাতী কোন কোন সংবাদ পত্র-সম্পাদক তাহাতে অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ক্যাম্বল সাহেব বঙ্গীয় প্রজাগণকে আর অন্য কোন উপদেশ দিতে পারেন না। এই সকল সংবাদ পত্র-সম্পাদকেরা কি এই চান যে ক্যাম্বল সাহেব উপপ্লব লিপ্ত প্রজাগণের প্রতি এইরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করিবেন যে তাহারা তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র, জমিদারদিগের পাদাবনত হয়, এবং তাঁহারা যে বর্দ্ধিত কর প্রজাদিগের প্রতি নির্দ্ধারণ করেন, অথবা যে পরিমাণরজ্জু দ্বারা তাহাদের ভূমি মাপ করেন, কোন আপত্তি না করিয়া প্রজারা অবিলম্বে তাহাতে সম্মত হয়? যখন দেখা যাইতেছে জমিদারেরা প্রজাগণের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছেন ও নানা উপায়ে তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন এবং প্রজা রক্ষক আইন ও আদালত তাঁহাদের আশ্চর্য্য কৌশলে প্রজাপীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ক্যাম্বল সাহেব কি প্রজাগণকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে,এবং একে একে জমিদার দিগের বধ্য হইতে পরামর্শ দিবেন? প্রজারা যদি সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আপনাদের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করে, তাহা হইলেও তাহারা জমিদারদের সম্মুখীন হইতে পারে কি না সন্দেহ। পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির কর বর্দ্ধিত হইলে প্রজাদিগকে সেই বর্দ্ধিত কর আইনানুসারে দিতে হয়। যদি প্রজারা ঐক্য বদ্ধ হইয়া আপন আপন স্বত্ব রক্ষা করে তাহা হইলে উপরি উক্ত কারণে কর বৃদ্ধির হস্ত হইতে তাহারা অনায়াসে এড়াইতে পারে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে কোন কর সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রজাগণের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাহাদের কখন সাধ্যায়ত্ত নহে। এ অবস্থায় কোন প্রজাহিতৈষী সদ্বিবেকী ব্যক্তি তাহাদিগকে এ সময়ে যোগ ভঙ্গ করিবার পরামর্শ দিতে পারেন না।

জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত না হইলে স্থায়ী শান্তির আশা করা যায় না। অধুনা যাহাতে জমিদারের লাভ, তাহাতে প্রজাদের অলাভ এবং যাহাতে প্রজাদের লাভ, তাহাতে জমিদারের অলাভ। এ অবস্থার পরিণাম অবশ্যই বিষময় প্রতিদ্বন্দিতা এবং তন্নিবন্ধন এক দিকে জমিদার কর্ত্তৃক প্রজা পীড়ন ও অপর দিকে প্রজাদিগের ধর্ম্ম ঘট ও জমিদারের বিরুদ্ধে উত্থান। আমাদের বিবেচনায় জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় আইন শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। প্রজাদের উপর কর বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমিদারদিগের হস্তে রাখা উচিত নহে। বাণিজ্যের উন্নতি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, অথবা দৈবযোগে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে,শুদ্ধ জমিদারকে তাহার ফল ভোগ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। প্রথমতঃ কর বৃদ্ধি বৎসর বৎসর বা শীঘ্র শীঘ্র হইলে প্রজাদিগের অত্যন্ত অসুখের কারণ হয়। এ বিষয়ে একটী সময়ের ব্যবধান থাকা আবশ্যক। আমাদের মতে এ ব্যবধান অন্ততঃ ২৫ বৎসর হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ কর বৃদ্ধি জমিদার কর্ত্তৃক না হইয়া উপযুক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা হওয়া বিধেয়। যে সকল প্রজার স্বত্ব মোকররী নহে, তিনি তাহাদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধে উপযুক্ত নিরিখ স্থির করিবেন। জমিদার কেবল সেই নিরিখ প্রজাদের নিকট চাহিতে পারিবেন, প্রজা তাহাতে স্বীকৃত না হইলে আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিবেন।

অনেক স্থলে প্রজাদিগের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত কর আদায় করা জমিদারের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। জমিদার যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করিতে কাল বিলম্ব করেন তাঁহার জমিদারী তৎক্ষণাৎ বিক্রয় হইয়া যায়, কিন্তু প্রজারা খাজনা না দিলে আদালতের বিচারের উপর জমিদারকে নির্ভর করিতে হয়। একারণ প্রজাদিগের উপর কোন কঠিন শাসন থাকা বিধেয়।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও দেশীয় নীতি।

গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের উপর দেশের নীতির উন্নতি ও অবনতি কতদূর নির্ভর করে তাহা অনেকে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন না। আমাদের দেশের গ্রন্থকারেরা অনেকেই চিন্তাশূন্য ও সতর্কতা শূন্য ভাবে লিখিয়া থাকেন। কোন সময়ের সাহিত্য বর্ত্তমান পুরুষদের ছবি, কিন্তু অনেক পরিমাণে ভাবী পুরুষদের ছাঁচ। কোন দেশের সাধারণ্যে ব্যবহৃত দুই চারি খানি গ্রন্থ দাও, বলিয়া দিতেছি তাহার নীতির আদর্শ কিরূপ উচ্চ। এই জন্য দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দেশীয় সাহিত্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি, এই জন্যই ইউরোপের স্থানে স্থানে সাহিত্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য সভা নিযুক্ত আছে। বর্ত্তমান সময়ে কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যন্ত বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। পয়সা ধরিবার জন্য লোকের প্রবৃত্তি ও রুচি স্রোতের উপর যাঁহার যে প্রকার জাল আছে, তিনি তাহা ফেলিতেছেন। এই সকল গ্রন্থের কৃতকার্য্যতার তারতম্য অনুসারে দেশের রুচিরও তারতম্য দেখা যাইতেছে। ৪০ কি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্য এক প্রকার অবয়ব ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও হয়। দেশের সকল গ্রন্থকারই কিছু না কিছু পরিমাণে এই অবয়ব সংগঠন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি কয়েক বৎসর চলিয়া যাইতেছে এবং দেশীয় সাহিত্যের মুখশ্রী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম জন্ম রামমোহন রায় ও কেরি সাহেবের সময়। এই দুই মহাত্মা সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা প্রেস খুলিয়া, বাঙ্গালা ভাষাতে নানা বিধ পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশীয় সাহিত্যের প্রথম অঙ্গ সন্ধি সকল সংযোজনা করেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়দিগের সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের দুগ্ধ পোষ্যাবস্থা। তাহার পর এই দুই মহাত্মা বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন। বাবু বঙ্কিম চন্দ্রের মতাবলম্বী লোকেরা যাহাই বলুন না কেন, আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের সে ইতিহাসকে কখনই সম্পূর্ণ ও অপক্ষপাতী বলিতে পারি না, যাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় বাবুর কার্য্যের গুরুত্ব অস্বীকার করে। বঙ্কিম বাবুর দল বলেন, "বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই।" তাঁহারা পরান্ন ভোজী প্রভু হইয়া অনেক উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা অতিরিক্ত সীমায় যাইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে তাহা তাঁহার প্রণীত বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে প্রচারিত। পূর্ব্ব কালের লোকদিগের অনুসরণ করিয়াছেন, এই অপরাধে তাঁহাকে লক্ষ্যের মধ্যে না আনা অতিশয় ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য। তবে তাঁহার ভাষা স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক এবং তাহার মধ্যে নিরর্থক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অনেক তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা তাহা কে অস্বীকার করিবে? যাহাহউক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও অক্ষয় বাবুর বাহ্যবস্তু প্রকাশ হওয়া অবধি বঙ্কিম বাবুর সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের শৈশবাবস্থা; এই সময়ের মধ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকেরই মুখশ্রীতে এই দুই জন লেখকের প্রণালীর আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষতঃ অক্ষয় বাবুর গৌরবের জন্য এস্থানে বলা উচিত, যে তাঁহারা দেশের লোকের রুচি ফিরাইবার এবং নীতির আদর্শ উন্নত করিবার পক্ষে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় অদ্যাবধি কোন লেখক সে প্রকার করেন নাই। দাশুরায় প্রভৃতির পাঁচালী, ছড়া, খেঁউড় প্রভৃতি হইতে সেই সময়কার লোকদিগকে যাঁহারা ফিরাইযা শকুন্তলা সীতার বনবাস, ধর্ম্ম নীতি, বাহ্য-বস্তু প্রভৃতির দিকে আনিতে পারিয়াছেন তাঁহারা যে দেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবুর রাজ্য চলিয়া গিয়া এক্ষণে বঙ্কিম বাবু ও দীনবন্ধু মিত্রের রাজ্য উপস্থিত। ইহার পূর্ব্ব সময়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ হইত তাহার অধিকাংশ হয় কোন সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ, না হয় কোন নীতির উপদেশ, কিন্তু এক্ষণে যাহা কিছু বাহির হয়—হয় 'নভেল' নয় নাটক। এই দুই প্রকার গ্রন্থে দেশ ভরিয়া গেল। নাটকগুলির অধিকাংশের নামও যেমন চমৎকার লিখিবার শক্তিও তেমনি চমৎকার! "কৌলীন্য-প্রথা হইতে কি কি অমঙ্গল হইতেছে নাটক।" আমাদের বোধ হয় পরকাল আছে কি না এ বিচার করিতে হইলেও লোকে এখন নাটক কি নভেলের আকারে করিয়া বসেন। কিন্তু এই দুই লেখকের দ্বারা দেশের রুচির এবং নীতির কিরূপ উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা একবার বিবেচনা করা যাউক। আমাদের বিবেচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষতঃ অক্ষয় বাবুর দ্বারা দেশের লোকের রুচি যে প্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এই দুই জন

তাহার উন্নতি না করিয়া বরং কতক পরিমাণে অবনতি করিয়াছেন। নাটক ও নভেলের দুই উদ্দেশ্য। প্রথম ও প্রধান, লোকদিগকে মনুষ্যের প্রবৃত্তি, চরিত্র ও কার্য্য এবং তাহাদের ফলাফল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া, দ্বিতীয় ও অপ্রধান আমোদ যোগান। লোকের মনে সৎভাবের সঞ্চার করা; সৎপ্রতিজ্ঞার উদয় করা; সংসারের অবস্থাচক্রের মধ্যে শক্ত ও সমর্থ করা এবং মনুষ্য-প্রবৃত্তির জোয়ার ভাঁটা বুঝিবার শক্তি জন্মাইয়া দেওয়া এই সকল কার্য্য যে নাটক বা যে নভেল সাধন করিতে পারে তাহাই আদরণীয় ও সার্থক। আর কেবল আমোদ যোগান যদি উদ্দেশ্য হয়, মুখে কালি মাখিয়া নাচিলে ও হইতে পারে। ইহাঁদের যে কিছু কিছু সৃষ্টিক্ষমতা আছে, তাহাও দেখিতেছি। কিন্তু ইহাদের গ্রন্থ পাঠে কতকগুলি মনোবৃত্তির ক্ষণিক উদ্রেক ভিন্ন অধিক কি ফল হয় বুঝিতে পারি না। তবে বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শন আরম্ভ করিয়া যে দেশের বিশেষ উপকার করিতে পারেন এবং করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম প্রথম আমরা বঙ্গ দর্শনে ভদ্ররুচিবিরুদ্ধ লেখা কিছু কিছু দেখিয়া ছিলাম, কিন্তু ক্রমে বঙ্গ দর্শনের রুচি সংস্কৃত দেখা যাইতেছে,এবং ইহাতে চিন্তার উপযুক্ত বিষয় সকল থাকাতে লোকের চিন্তা শক্তিরও ক্রমশ উদ্রেক হইতেছে। বঙ্গদর্শন দেশের বিশেষ মঙ্গল করিবে। বঙ্কিম বাবুর ভাষার অনেক দোষ আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ এই যে, তাহা জীবন্ত, সতেজ এবং যথাযথ ভাবব্যঞ্জক। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির ভাষাতে তাহার অভাব।)

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত ইতি হাস মধ্যে এখনও বাঙ্গালা ভাষার অপর কয়েকটী ভাগের আলোচনা করা হয় নাই। সে কয়টী এই পরমার্থতত্ত্ব, কবিতা এবং সঙ্গীত। ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম কার্য্যে নিযুক্ত আছে এবং নানা প্রকার গ্রন্থ, বক্তৃতা প্রভৃতি প্রচার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। দ্বিতীয় কবিতা, ইহাও তিন রাজ্যে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভারতচন্দ্রের রাজ্য, ঈশ্বর গুপ্তের রাজ্য, ও মাইকেলের রাজ্য। গান, পাঁচালী কবি প্রভৃতি ভারচন্দ্রের রাজ্যের মধ্যে; "মনের প্রতি উপদেশ" "ঋতু বর্ণনা" "দুর্গোৎসব বর্ণনা" "আম কাটাল" প্রভৃতি বর্ণনা ঈশ্বর গুপ্তের রাজ্যের মধ্যে; আর অমিত্রাক্ষর ও "চতুর্দ্দশপদী" প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ছন্দোবন্দের কবিতা বর্ত্তমান কালের মাইকেল মধুসূদনের রাজ্যের মধ্যে। সুবিখ্যাত মাইকেল যে তাঁহার কবিতা দ্বারা দেশের রুচির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলের বিদিত আছে। তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে বঙ্গ কবিতা রাজ্যের সিংহাসন শূন্য রহিয়াছে, এখন ও রাজা স্থির হয় নাই। তৃতীয় সঙ্গীত, এবিষয়ে এখনও বড় অভাব আছে। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে অনেক গুলি ভাল ভাল ধর্ম্ম বিষয়ক সঙ্গীত বাহির হইয়াছে; তাহা ভিন্ন ভদ্রলোকের গাইবার উপযুক্ত ভাল সঙ্গীত আজিও প্রস্তুত হয় নাই। আমাদের দেশের চলিত গান সকলের মধ্যে অধিকাংশ এরূপ অশ্লীল ভাবপূর্ণ ও জঘন্য যে শুনিতে ক্লেশ হয়। লোকদিগকে আমোদের অনুরোধে সেই সকল গাইতে হয় সুতরাং তাহা দ্বারা দেশের লোকের রুচি ও নীতি যথেষ্ট পরিমাণে বিকৃত করে। ইহা ভিন্ন গোপনে গোপনে ভয়ানক আদিরস ঘটিত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সকল পুস্তক অন্তঃসলিলা নদীর স্রোতের ন্যায় সমাজের ভদ্র ব্যক্তিদের দৃষ্টির নিম্ন দিয়া চলাচল করিতেছে। ইহাদের দ্বারা দেশের নীতি যে কত দূষিত হইতে পারে এবং হইতেছে তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। এ সকল দমন হইবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হওয়া উচিত এবং দেশের সম্বাদপত্র সকলের এই সকল অনুসন্ধান করিয়া সাধারণের গোচর করা উচিত ও লেখকদিগের শাসনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা উচিত। এরূপে দেশের অনেক অমঙ্গল নিবারিণ হইতে পারে।

ধর্ম্মের নিত্যত্ব সম্বন্ধে আধুনিক দার্শনিকগণের মত।

(২ সংখ্যক)

আমরা গতবারে অন্যান্য দার্শনিকগণের মধ্যে কম্‌টের মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদিগের তাঁহার মত সম্বন্ধে বক্তব্য সেই প্রবন্ধেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। অতএব এ প্রবন্ধেও তাঁহারই মত অনুধাবন করিয়া দোষাদোষের উল্লেখ করিতে হইতেছে।

আমরা পূর্ব্ববারে প্রদর্শন করিয়াছি, কম্‌টের ধর্ম্মের বিরোধী মত কোথা হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা মাত্রকে যথেচ্ছাচারী মনে করেন, সুতরাং তাঁহার মতে এই জগৎ কোন পুরুষের ইচ্ছা কর্ত্তৃক চালিত হইলে ইহা কখন নিয়মানুসরণ করিত না। কিন্তু পাঠকবর্গ কখন মনে করিবেন না, কম্‌ট আপনার এই মতটিকে সর্ব্বত্র অক্ষতরূপে স্থিরতর রাখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় স্বমতপক্ষপাতীগণ যাহা বলেন, তাহাই আবার নিজ বাক্যে খণ্ডন করিয়া থাকেন। মানিলাম ইচ্ছা নিয়মে বদ্ধ নহে, আমরা জিজ্ঞাসা করি কম্‌ট মানবীয় ইচ্ছাকে এই স্বাধীনতা অর্পণ করেন নাই কেন?

ইচ্ছা জগতের নিয়ন্তা হইলে নিয়ম থাকিত না, এইরূপ যদি তাঁহার সিদ্ধান্ত হয় এবং ইচ্ছার যদি এই লক্ষণ হয় যে উহা নিয়ম না মানিয়া যখন যাহা চাহিবে, তাহাই করিবে, তবে যাঁহারা মনুষ্যের মনের এই স্বাধীন ক্ষমতাটি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডনে তিনি এত ব্যগ্র কেন? ফল কথা এই ইচ্ছা স্বাধীন এই স্বাভাবিক বিশ্বাস এত প্রবল, যে একস্থানে না এক স্থানে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা কম্‌টের দোষোদ্ঘাটন করিতে গিয়া নিজকৃতজালে নিজেরাই বদ্ধ হইলাম। কারণ আমরা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিয়াছি যে, যে ইচ্ছা যত পূর্ণ তাহা তত নিয়ত। এখন এই বিতর্ক আসিতে পারে, যখন ইচ্ছা নিয়ত হইল তখন উহা স্বাধীন কিরূপে হইল? এ বিতর্ক অতি অকিঞ্চিৎ কর। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং নিয়ম যদি স্বতন্ত্র * হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়মের দ্বারা বদ্ধ, সুতরাং অস্বাধীন একথা বলা যাইতে পারিত, কিন্তু নিয়ম যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার কার্য্য করিবার প্রণালী মাত্র, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে উহার নিয়ন্তৃত্ব কোথায় থাকিল? ঈশ্বর এক প্রণালীতে কার্য্য করেন, অন্যথা করিতে পারেন না, অতএব তিনি বদ্ধ এ কথা আরো অকিঞ্চিৎকর। কেন না ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন ব্যক্তি একথা স্বীকার করেন না, যে ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন এক মুহূর্ত্তে তিনি তাহা বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন না। তবে তিনি তাহা করেন না, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সকল দিকেই পূর্ণ স্বাধীনতা অবস্থান করিতেছে।

কম্‌ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন শুদ্ধ ইচ্ছাকে জগৎ হইতে অন্তর্হিত করিলে ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন না। সুতরাং তিনি জগৎ হইতে সর্ব্ব প্রকারের শক্তি জ্ঞান তিরোহিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে কতদূর সফলযত্ন হইয়াছেন ইহা এক জন অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। যে কালে বিজ্ঞানবিদ্গণ কাল্পনিক পরমাণুবাদ পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় জগৎকে কতকগুলি শক্তিতে পরিণত করিতে প্রস্তুত,* সে সময়ে কম্‌ট শক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার জন্য সমর্থ হইবেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। তিনি যে নিয়মকে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে দিয়াছেন, তাহাতেই শক্তি জ্ঞান বিলক্ষণ রহিয়া গিয়াছে। কারণ, পর্য্যায় সংঘটন (Succession) এবং একত্রাবস্থিতি (Co-existence) নির্দ্ধারণ নিয়ম হইলেও তন্মধ্যে অবস্থান্তর প্রাপ্তিও গণনা করিতে হইতেছে। অবস্থান্তর প্রাপ্তি মধ্যে শক্তি জ্ঞান কে বিদূরিত করিতে পারে? কম্‌ট অন্যত্র যাই করুন, রসায়ন বিদ্যায় তাঁহার গতি কি হইবে? রসায়ন বিদ্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্তি নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহা নির্ণয় করিতে গেলেই তাঁহাকে শক্তির গতি অবরোধ ও গত্যন্তর প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে। কম্‌ট যে বিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের মূলদেশে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে আপনার বাক্যে আপনাকে নিরুত্তর হইতে হইয়াছে। বস্তু দ্বয়ের সন্নিকর্ষতা সাধক (Gravitation) আভিমুখ্যকে তিনি 'ভার' মাত্র জ্ঞাপক মনে করেন। সুতরাং শক্তি জ্ঞাপক আকর্ষণ শব্দ উহাতে না থাকাতে ঐ শব্দটির নিতান্ত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু যার অত্যল্প চিন্তাশক্তি আছে, সেও বুঝিতে পারে এ স্থলে স্পষ্ট শক্তি বুঝাইতেছে। কেন্দ্রানুসারী ও কেন্দ্রাপসারী এই দুইটি শক্তিতে এই আভিমুখ্যটি পরিণত। কিন্তু অভিমুখ হওয়া বলাতেই শক্তি স্বীকার অপরিহার্য্য! কেন না কোন শক্তি দ্বারা অভিমুখে প্রেরিত না হইলে উহার কার্য্য কখন হইতে পারে না। যদি একবার কোন প্রকারে প্রেরিত হয়, উহার কার্য্য চলিতে থাকিবে; চলুক, কিন্তু প্রথম প্রেরণা স্বীকার করিতে গেলে শক্তির অস্তিত্ব না মানিলে কোন প্রকারে চলে না।

বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে কম্‌ট নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন জগতের বিষয় গভীর রূপে চিন্তা করিলে মনুষ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কখন থাকিতে পারে না। এই জন্য তিনি নাস্তিকতার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু কি জানি পাছে মনুষ্যের স্বাভাবিক বুভুৎসা তাহাকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যায়, এই জন্য তিনি সমুদায় প্রাকৃতিক আভ্যন্তরীণ জিজ্ঞাসা বিদূরিত করিয়া সমগ্র অনুসন্ধান প্রকৃতির উপরিভাগে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। কম্‌ট এখানে মনুষ্য প্রকৃতিজ্ঞতা বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য আপনার অনুসন্ধিৎসাকে এইরূপ আবদ্ধ রাখিবে, ইহা সর্ব্বথা অস্বাভাবিক। মনুষ্য এখনো বাস্তবিক জ্ঞানের কণা মাত্রও জানিতে সমর্থ হয় নাই, আগমিষ্য কাল ইহার সকল বিষয় জা-

* আধুনিক অনেক বিজ্ঞানবিৎ নিয়মকে সর্ব্বে সর্ব্বা করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা নিয়মকে এমনি করিয়া তুলিয়াছেন, যেন নিয়ম চেতন জ্ঞানবান্ স্বয়ং কার্য্য করিতে সমর্থ। বিজ্ঞানবিদ্গণের এরূপ চেষ্টাতে আমরা এই দেখিতে পাইতেছি, মানুষ সহস্র চেষ্টা করুন, চেতনাবান্ পুরুষের কার্য্য জগতে না দেখিয়া কোন প্রকারে থাকিতে পারেন না। কম্‌ট শিষ্য লুইস এখানে যথার্থ তত্ত্বদর্শীর ন্যায় স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন।

* কম্‌টের শিষ্য লুইস প্রাণকে সর্ব্বব্যাপী এবং সমুদায় জগৎ প্রাণের কার্য্য বলেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি প্রাণের ক্রিয়া। শক্তি সকল যে প্রণালী দিয়া গমন করে, সেই প্রণালীকে তিনি নিয়ম বলেন। সমুদায় জগৎ শক্তির বিকাশ মাত্র।

নিতে অতিবাহিত হইবে। ইহাতে আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি কতকগুলি কাল্পনিক শব্দে বিজ্ঞান আপনার যে অজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন করিতে গিয়াছে, তাহাই মনুষ্যের জ্ঞানের চরম সীমা হইবে, ইহা তিনি কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করিলেন? বিজ্ঞানের বিষয় নির্ণয় জন্য কতকগুলি মিথ্যা শব্দের অনুসরণের প্রয়োজন একথা বলিয়া কি তিনি ইহাই স্বীকার করেন নাই, কোন বাস্তবিক বিষয়কে প্রচ্ছন্ন করিতে গিয়া বিজ্ঞানকে এরূপ মিথ্যার অনুসরণ করিতে হইয়াছে। মিথ্যার রাজ্য জগতে যদি চির দিন আধিপত্য করিল, তবে মনুষ্যের জ্ঞানের প্রয়োজন কি? বাস্তবিক কথা এই যে, যে পরমা শক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবার জন্য বিজ্ঞানের এত প্রয়াস, বিজ্ঞান স্পষ্ট বাক্যে তাহারই প্রচার করিয়া থাকে।

কম্‌ট স্থানে স্থানে ধর্ম্ম শাস্ত্র বিলোপের যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহার খণ্ডন নিস্প্রয়োজন। কারণ ধর্ম্ম শাস্ত্রে অজ্ঞানতা নিবন্ধন যে সকল ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত স্থায়ী ধর্ম্মের মূল তত্ত্বের কি প্রকারে বিলোপ হইবে? কম্‌ট জড়বাদী, বাহ্য প্রকৃতিতে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুতরাং তিনি কতকগুলি গ্রন্থোক্ত মতের সঙ্গে ধর্ম্মকে এক করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শিগণ প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্মের স্থায়ী মূল দর্শন করিয়া তাঁহার বাক্যে কিছু মাত্র আস্থা সংস্থাপন করেন না। কম্‌ট জগতের সংস্থানাদি বিষয়ে দোষারোপ করিয়াছেন, এটি তাঁহার ধৃষ্টতা। কারণ যদি তিনি অগণ্য জগৎ পরম্পরার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া এই মত প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে উহা কথঞ্চিৎ গ্রাহ্য হইত। জগৎকে যেরূপে সংস্থাপিত কর না কেন, উহা আদর্শ জগতের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে না, ইহা তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত ছিল। কেন না আদর্শের উচ্চতা কোন বাস্তবিকতা দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে না। এক রূপে জগৎ কল্পনা করিলে অন্য রূপ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এইরূপ ক্রমে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর জগৎ কল্পিত হইতে পারে। বাস্তবিক কম্‌ট যাদৃশ অনুসন্ধান প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এ সকল কথা লিখিয়া তিনি স্বয়ং তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। মনুষ্যের প্রকৃতি কেমন অপরিহার্য্য, নিজের লেখাতেই তিনি তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদি প্রকৃতি সম্বন্ধে বাস্তবিক পর্য্যায় সংঘটন এবং একত্রাবস্থিতি নিরূপণ করা সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য হয়,তবে তিনি এ সকল জটিল বিষয় উত্থাপিত করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে কেন গিয়াছেন? মনুষ্যে দুরপনেয় প্রকৃতি যদি না থাকিত, সংশায়িগণের অস্ত্রাঘাতে মনুষ্যের সমুদায় জ্ঞানের বিষয় এক কালে তিরোহিত হইয়া যাইত।

কম্‌ট একেশ্বরবাদের কাল হইতে ধর্ম্মের প্রাবল্য বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। কম্‌ট একেশ্বরবাদ কাহাকে বলেন? রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে? আশ্চর্য্য একেশ্বর বাদ! কোন প্রকারে পৃথিবী হইতে ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে, সুতরাং যে কোন প্রকারে ধর্ম্মকে একেশ্বর বাদ বলিয়া নির্দ্ধারণ স্থির রাখিবার জন্য কোন কালে বিশুদ্ধ একেশ্বর বাদ লোকের মধ্যে স্থান পায় নাই, প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যদি সর্ব্বকালীন জ্ঞানিগণের মধ্যে একেশ্বর বাদ স্থান পাইয়া থাকে, তবে সকল লোক তাদৃশ জ্ঞানবান্ হইলে উহার বিশুদ্ধ ভাবে প্রচলন কেন সম্ভবপর হইবে না? বাস্তবিক মিল এই স্থলে কম্‌টকে খণ্ডন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য। প্রকৃত একেশ্বরবাদ পৃথিবীতে আগমন করে নাই, এই তাহার আগমনের সময়।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে কম্‌ট দ্বারা ধর্ম্ম এবং দর্শনের কি কোন উপকার সাধন হয় নাই? আমরা বলি তাঁহার দ্বারা সুমহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার দর্শনশাস্ত্র অনেক গুলি অসার অনর্থ বিষয়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে মানবীয় প্রকৃতির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিতে গিয়াছেন, এই তাঁহার বিষম ভ্রম। বৈনাশিক কার্য্য সম্পাদন করিতে গেলেই ইহা অপরিহার্য্য এই বলিয়া আমরা ক্ষমা করিতে পারি। তাঁহার দর্শন দ্বারা যে সুমহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, পৃথিবী তজ্জন্য তাঁহার নিকট চির ঋণ পাশে আবদ্ধ থাকিবে।

পুস্তক সমালোচনা।

ধ্রুব তপস্যা নাটক, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র। মূল্য ৷৷০ মাত্র।

সকল পুস্তকই যে আদ্যোপান্ত পড়িতে হইবে সুবিজ্ঞ বেকন এমত বিধান দেন না। আমরা এই উপদেশের অনুসারী হইয়া ধ্রুব তপস্যা নাটক পড়িতে পড়িতে অর্দ্ধ পথে ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহাতেই নাটককারের এক প্রকার পরিচয় পাইয়াছি যে তিনি নবীন লেখক, তাঁহার নাটক লিখিবার এখনও নৈপুণ্য জন্মে নাই। একথা বলাতে গ্রন্থকারকে নিরুৎসাহিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আজি কালি নাটককারদের মধ্যে কয় ব্যক্তি বা নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন? আমরা জানি, যত প্রকার রচনা আছে নাটক লেখা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহার নিয়ম সকল অতীব দুঃসাধ্য। সর্ব্ব বিষয়ে বিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা না জন্মিলে নাটক রচনায় কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য এই যে নাটক লিখিতে তথাপি সকলেই ব্যস্ত, স্কুলের ছাত্র

পর্য্যন্ত নাটক লিখিয়া গ্রন্থকর্ত্তার পদবীতে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা নাটক রচনার নিয়মাবলী কিছুই অবগত নহেন, উপন্যাস সিন্ধু পুরাণাদি হইতে এক একটী উপাখ্যান লইয়া তাহা কথোপকথনচ্ছলে বর্ণনা পূর্ব্বক পরিচ্ছেদের স্থানে অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহাতে নাটক নাম প্রদান করেন। কেবল তাহা হইলেই বাঁচা যাইত, অধিকাংশ নাটকে আবার এমন অশ্লীল বাক্‌চাতুরীর ছড়াছড়ি যে তৎপাঠে বমন করিতে হয়। ধ্রুব-তপস্যা নাটক খানিতে অন্য যে ত্রুটি থাকুক, শেষোক্ত দোষটী না থাকাতে ইহা প্রশংসার্হ বলিতে হইবে।

এই নাটকখানির বিষয়টি অতীব উৎকৃষ্ট। বাস্তবিক, তাহার অনুরোধে অধ্যয়ন করিতে প্রীতি জন্মে। ইহাতে ঘটনাপরম্পরা যথা পর্য্যায়ক্রমে কথোপকথনচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে কখন স্ত্রীসর্ব্বস্ব রাজার প্রতি ঘৃণা জন্মে, সাধ্বী সতী সুনীতির প্রতি সুরুচির সতিনী ঈর্ষায় রাগ হয়, সুনীতির বনগমনে সীতার বনবাসের কথা মনে পড়ে ও তদ্রূপ করুণরসে চিত্ত আর্দ্রীভূত হইতে থাকে, কখন বা ধ্রুবের বাল্য তপস্যায় আশ্চর্য্য ও বিমোহিত হইতে হয়। মধ্যে মধ্যে স্বগতগুলি অধ্যয়ন করিলে নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগুলির সহিত সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশের মধ্যে বাখরগঞ্জে যত ধান্য জন্মে এমন আর কুত্রাপি নয়। বাখরগঞ্জের বালাম অনেকের জীবন রক্ষা করে। কিন্তু শুনা যাইতেছে এবার তথায় সুবৃষ্টি না হওয়াতে ধান্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আশু ধান্য অর্দ্ধেকের অধিক জন্মিবে না, বৃষ্টি অভাবে আমন ধান্যেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে।

১৮৭৩-৭৪ অব্দের প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষা ১লা ডিসেম্বর সোমবার এবং বি, এ পরীক্ষা ২৯এ ডিসেম্বর সোমবার হইতে আরম্ভ হইবে। প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষার্থিদিগকে ১লা নবেম্বরের পূর্ব্বে এবং বি, এ পরীক্ষার্থিদিগকে ২রা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল ছোট আদালতের কোন কোন জজ ২৷৩ টার সময় আদালতে আইসেন। ইহাতে অর্থি প্রত্যর্থি ও সাক্ষিদিগের যার পর নাই কষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে ক্যাম্বেল সাহেব সম্প্রতি যে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, তাহা কি কলিকাতার হুজুরদিগের জন্য নহে?

সম্প্রতি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বিচারপতি ফিয়ার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি এক সভা করিয়াছিলেন।

সে দিন বরাহনগরের অনেকে মিস আক্রয়েডকে একখানি অভিনন্দন দিয়াছেন। তাঁহার নম্র ও বিনীত স্বভাবের জন্য না কি?

গত শনিবার নূতন মিউসম গৃহের উপর হইতে পতিত হইয়া একজন মিস্ত্রির মৃত্যু হইয়াছে।

৫০০ মন লবণ বোঝাই একখানি নৌকা বাবুর ঘাটে জলমগ্ন হইয়াছে। ২০০ মন লবণ পাওয়া গিয়াছে।

গত শুক্রবার উক্ত ঘাটে প্রায় ৮ হাত দীর্ঘ একটী হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছে।

অমৃত বাজারপত্রিকায় প্রচারিত একখানি পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, যশোহরের নীলকরেরা পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের প্রথম হইতেই ইহার নিবারণ চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

পুরীতে এবার যাত্রির সংখ্যা ৮০ হাজার হইয়াছিল। বাসস্থানের সুব্যবস্থা এবং পুলিষের বিশেষ তত্বাবধান জন্য কোন দুর্ঘটনা বা পীড়াদি হয় নাই।

আমেরিকার বিখ্যাত প্রচারক টেলর সাহেব ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কলিকাতায় একটী "প্রিচিং হল" নির্ম্মাণ করিবার মানস করিয়াছেন।

সহচর লিখিয়াছেন, তারকেশ্বরের মোহন্ত চন্দন নগরে পলায়ন করিয়াছে। ফরাসী ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি আছে তাহাতে পরস্পরের অপরাধিদিগকে অর্পণ করিতে হয়, কিন্তু যে সকল অপরাধের জন্য ইহা করিতে হয়, পরদারগমন তন্মধ্যে পরিগণিত নহে। এই নিমিত্ত ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এ ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এ দিকে নবীনের বিচার স্থগিদ রহিয়াছে। অনেকে আশা করিতেছেন, ইহার সামান্য মাত্র দণ্ড হইবে। হুগলীর ডেপুটী কালেক্টর বাবু রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তারকেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তির তত্বাবধায়ক হইয়াছেন। মন্দির হইতে নগদ ১২০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। নূতন মোহন্ত নিয়োগের ক্ষমতা বর্দ্ধমানের রাজার আছে, হুগলীর মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে একজন নূতন মোহন্ত নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই ক্ষমতা মিউনিসিপালিটীর হস্তে দেওয়া সহচর সম্পাদকের ইচ্ছা। তারকেশ্বরের সম্পত্তি ও যাত্রিদিগের নিকট হইতে বার্ষিক প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আদায় হয়, দেব সেবা বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে উহা হইতে মোহন্তকে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ দিয়া অবশিষ্ট রাস্তা ঘাট ও শিক্ষা প্রভৃতিতে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। আমরাও সহচরের এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি॥

উক্ত পত্র বলেন, বাবু আলফ্রেড নন্দী বারিষ্টার হইয়াছেন। ইনি বিখ্যাত রেবরেণ্ড গোপী নাথ নন্দীর পুত্র। নন্দ ঘোষের পুত্র যেমন কৃষ্ণ চন্দ্র দেবশর্ম্মা, রেবরেণ্ড গোপী নাথ নন্দীর পুত্র বাবু আল ফ্রে ড নন্দী শুনিতে ঠিক সেইরূপ হইয়াছে।

গত রথ যাত্রায় গুপ্তিপাড়া ভিন্ন রঙ্গপুরে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তথায় ৪ জন হত হইয়াছে। কাম্বেল সাহেবের রথ তুলিবার চেষ্টার পূর্ব্বে আমরা রথ ঘটিত এত দুর্ঘটনার সংবাদ পাই নাই, ইহার কারণ কি।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মহারাণী স্বর্ণময়ী সুখচরের স্কুলে ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

১২ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৭৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৬৭ জনের মৃত্যু হয়।

আমরা কলিকাতা আর্টস্ স্কুলের ছাত্রদের নিকট শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, ১লা জুলাই তাহাদের গ্রীষ্মাবকাশের শেষ হইবার কথা ছিল, কিন্তু জুলাই শেষ হইতে চলিল আজিও তাহাদের স্কুল খুলিতেছে না। ইহার কারণ কি?

এক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহা দ্বারা শস্যাদিরও বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে কিন্তু যে পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক তাহা হয় নাই। আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। স্থানে স্থানে বসন্ত ও ওলাউঠা আছে বটে কিন্তু ক্রমে উহার প্রাদুর্ভাব কমিতেছে। আসামের স্থানে স্থানে পশুপীড়া রহিয়াছে।

গঙ্গায় হাঙ্গরের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সে দিন শ্রীরামপুরের দুটী ভদ্র লোকে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হন; এক জন বিলক্ষণ কষ্ট পাইতেছেন।

এডুকেশন গেজেট বলেন, শান্তিপুরের অন্তঃপাতী গড়গ্রামে কতকগুলি ভদ্রলোকের উৎসাহে একটী ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ বাবু দুর্গা-চরণ লাহা কমিশনর হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউস্ বলেন হাইকোর্ট মহাজন দিগের সম্বন্ধে এই মীমাংসা করিয়াছেন, যে দিবস টাকা পরিশোধ করিবার কথা থাকিবে সেই দিবস পর্য্যন্ত মহাজনেরা খতের লিখিত মত সুদ পাইবেন, তাহার পর যদি টাকা ফেলিয়া রাখেন, সে টাকার সুদ আদালত যেরূপ দেওয়াইয়া দিবেন তাহাদিগকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন আগামী ১লা অক্টোবর হইতে নদীয়া, পূর্ণিয়া এবং ফরিদপুরে রথ্যাকর সংগ্রহ আরম্ভ হইবে।

উত্তর-পশ্চিম।

আগরার কনষ্টাণ্টাইন নামক একজন সাহেবের একটী দাসীকে গক্ষুরা সর্পে দংশন করে। দাসীর মুখ দিয়া যখন ফেণা নির্গত হইয়াছিল তখন সাহেব রিচার্ডসন্ সাহেবের সর্পের ঔষধ সেবন করান, তাহাতে দাসীর জীবন রক্ষা হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, বিহার, ভাগলপুর এবং ছোট নাগপুরের অদালতে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে নাগরাক্ষরে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা শুনিয়াছেন, লর্ড নর্থব্রুক দীর্ঘ কাল আগ্রায় থাকিয়া একটী দরবার করিবেন।

এক্ষণে কাতিওয়ারের রাজকুমার কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৩২ জন হইয়াছে।

বোম্বাই।

সহচর বলেন, বোম্বাইর বারিষ্টর অনিষ্টি সাহেবের ক্ষমতা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এমন দুর্মুখ ব্যবহারাজীবদের মধ্যে অল্পই পাওয়া যায়। কি জজ, কি বিপক্ষের বারিষ্টর কেহই অনিষ্টি সাহেবের মুখের সম্মুখে স্থির হইতে পারেন না। সম্প্রতি এক জন নূতন বারিষ্টার অনিষ্টি সাহেবের দ্বারা এই প্রকার আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আদালত ভাঙ্গিলে পর উভয়ে খাস কামরায় গিয়া গাউন পরিত্যাগ করিতেছেন এমন সময়ে নূতন বারিষ্টর বলিলেন অনিষ্টি সাহেব যেন ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন। এব্যক্তি বলবান বলিয়া অনেষ্টি উভয়ের মধ্যে এক খানি চৌকী রাখিয়া মিষ্টভাবে বলিলেন, কনিষ্ঠ বারিষ্টার দিগকে প্রধানদিগের নিকটে অনেক শিখিতে হয়। তিনি যাহা করেন, তাঁহার উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে, ইত্যাদি। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন ভালই হউক আর মন্দই হউক আর যদি তুমি আদালতের মধ্যে আমার অপমান কর, আদালতের বাহিরে তোমার সহিত বুঝাপড়া হইবে। অনিষ্টি আর কথা কহিতে পারিলেন না। কহিলে বোধ হয় বিপদে পড়িতেন।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত হরিচাঁদ চিন্তামন পুত্র কলত্র সহিত ইংলণ্ডে যাইতেছেন। বোম্বাই সকল বিষয়েই এদেশকে পরাস্ত করিল। এখানকার অনেকে ইংলণ্ডে গিয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই একাকী গিয়াছেন, বরাহনগরের শশি বাবু কেবল সস্ত্রীক গিয়াছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ সপরিবারে যাইতে পারেন নাই।

মান্দ্রাজ।

সম্প্রতি বাঙ্গেলোরের জুডিসিয়াল আসিষ্টাণ্টের কোর্টে একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। একব্যক্তি বৈবাহিক স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির জন্য একটী স্ত্রীলোকের নামে উক্ত আদালতে নালীশ করে। আর এক ব্যক্তি ঐ স্ত্রী লোকের প্রকৃত স্বামী বলিয়া মোচলকা দিয়াছেন। বিচারপতি মহা বিপদে পড়িয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যে নূতন "দাম্পত্য দণ্ড বিধির আইন" করিতেছেন, এ বিষয়ের মীমাংসা বোধ হয় তদ্দ্বারা অনায়াসে হইতে পারে।

মান্দ্রাজের সিনি নামক স্থানে ডাকাইতি হয়, একজন পুলিষ ইনস্পেক্টর ও দুই জন কনষ্টেবল অনুসন্ধান করিতে গিয়া এক ব্যক্তিকে দোষ স্বীকার করাইবার জন্য এত প্রহার করে যে কিয়ৎক্ষণ পরে উহার মৃত্যু হয়। পুলিস শঙ্কটে পড়িয়াছেন, চোর ধরিতে না পারিলেও দোষ, ধরিতে গেলেও দোষ।

আজি কালি চাকুরীর বাজার যেরূপ গরম হইয়াছে তাহাতে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া কাজ কর্ম্ম জুটা ভার হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি মান্দ্রাজের পোষ্ট আফিসের জন্য একজন লোক আবশ্যক হওয়াতে পোষ্ট মাষ্টার বিজ্ঞাপন দেন, আবেদনকারীর ইংরাজী হিন্দী, আরবী, বোরা আরবী, মহারাষ্ট্রীয় গুজরাটী, ইত্যাদি ভাষা জানা চাই, বেতন ৩০ টাকা। এ হিসাবে যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিয়া সর উইলিয়ম জোন্স হইতে পারিলেও ৯০ টাকার অধিক বেতন হয় না।

শুনা যাইতেছে, মান্দ্রাজের একজন সম্ভ্রান্ত দেশীয় সস্ত্রীক ইংলণ্ডে যাইবার মানস করিয়াছেন।

ইউরোপ।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল পারস্যের সাহা জর্ম্মণির যুবরাজের স্ত্রীকে ২০০০ টাকা মূল্যের এক ছড়া হার উপহার দিয়াছেন। সাহা ইউরোপে গিয়া বড় মানুষী করিতেছেন বটে কিন্তু দেশে প্রত্যাগমন করিয়া বোধ হয় প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন।

পারিসে জনশ্রুতি এই, আমাদিগের রাজ্ঞী ফ্রান্সের যুবরাজের সহিত রাজ কন্যা বিট্রিসের বিবাহ দিবেন।

পারস্যের সাহাকে লইয়া ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের আত্যধিক আগ্রহ জন্মিয়াছে। যে দিবস তিনি প্যাডিংটন্ ষ্টেসন হইতে বকিংহাম্ প্যালেসে গমন করেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য ষ্টেসনে স্থান পাইবার নিমিত্ত ১৫ হাজার লোকে রেলওয়ে কোম্পানির নিকট আবেদন করেন।

ব্রিটিশ সেনাগণ এল্‌মিনি নামক স্থান অধিকার করিয়া দগ্ধ করিয়াছে। ব্রিটিশ আফিসরেরা ক্রমে অধিক সাহসী ও কার্য্যদক্ষ হউন না হউন বিলক্ষণ নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছেন।

পারস্যের সাহার সম্মানার্থ পারিস নগর আলোক মালায় সুশোভিত করা হইয়াছিল।

আমাদিগের রাজপুত্র আর্থার ডেনমার্কের রাজার তৃতীয়া কন্যা থাইরা এমিলিয়া কারোলিনাকে বিবাহ করিবার মানস করিয়াছেন। রাজকন্যার আজিও ২০ বৎসর বয়স হয় নাই, রাজপুত্র ২৩ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন।

বিবিধ।

কাবুলে জনশ্রুতি এই, রুশীয়েরা আফগান্স্থানের সীমা হইতে ২০ ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করাতে তাহারা শীঘ্র উক্ত দেশ আক্রমণ করিবে আমীর এই সম্ভাবনা করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট সৈন্য ও অর্থ সাহায্য চাহিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, কাবুলের অন্তর্গত জেলালাবাদে একটী ব্রিটিশ ক্যাণ্টনমেণ্ট স্থাপন করা হউক। শুনা যাইতেছে ইংরাজদিগের সম্বন্ধে কাবুলে না কি দুটী দল হইয়াছে, ইংরাজেরা কবুলের প্রবেশ করিলে নানা অনর্থ ঘটিবে, এক দলের সংস্কার এই, দ্বিতীয় দল বর্ত্তমান রাজার অপেক্ষা ইংরাজ শাসনের অধীনে থাকিতে ভালবাসেন। বস্তুতঃ ইংরাজ শাসনে সুখ আছে।

আমেরিকার স্ত্রীস্বাধীনতা ক্রমে ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি তথাকার লোক সংখ্যায় স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক হওয়াতে মেসচসেট্‌সের কতকগুলি স্ত্রীলোকে বহু বিবা-

REGISTERED No. 84.

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
১৬ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৫শে শ্রাবণ শুক্রবার। ১৮৭৩—৮ই আগষ্ট { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

শুনা যাইতেছে বারুইপুর মহকুমা স্থায়ী রাখিবার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হুকুম দিয়াছেন।

মাহেশে একটী বাগ্দীর গৃহে একটী আশ্চর্য্য সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার মুণ্ডটী মানুষের মত সমুদায় শরীর ছাগলের মত। এরূপ আশ্চর্য্যজীবের কথা ত এদেশে আর শুনা যায় নাই। জন্মিয়া এক ঘণ্টা পরে তাহার মৃত্যু হয়।

তারকেশ্বরের মোহন্ত এত দিন লুকায়িত থাকিয়া হঠাৎ দর্শন দিয়াছেন। বারিষ্টার ব্রানসন সাহেব তাঁহার কৌনসেলী হইয়া গত শুক্রবার হুগলী আদালতে ১৫০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ জামিন স্বরূপ রাখিয়াছেন এবং মোকর্দ্দমায় জয় হইবে বলিয়া মোহন্তকে উৎসাহিত করিয়াছেন। বারিষ্টর সাহেব তারকেশ্বরের বড় ভক্ত হইবেন দেখিতেছি, নতুবা এ অদৃশ্য মহাপুরুষের সন্ধান কিরূপে পাইলেন? যাহাহউক মোহন্ত বাঁচুক আর মরুক, এবারে তাঁহারই পোয়া বার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সিবিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সস্পেণ্ড করিয়াছেন।

ভারত সংস্কারক।

মোকর্দ্দমার নেসা।

কত কষ্টে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, কিন্তু সেই অর্থ হরণ করিবার জন্য কত লোক ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। উকিল, ডাক্তার, মহাজন দোকানি, পশারি, গাড়োয়ান বেহারা প্রভৃতি সকলে যেন চক্ষে ধূলি দিয়া হাতের টাকাগুলি কাড়িয়া লইয়া যায়, কেবল হিসাবের বহিতে তাহার অঙ্কপাত মাত্র থাকিয়া যায়। প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যাপারে যে অর্থনাশ হয়, তাহাতে অনুযোগ করিবার কারণ নাই, কিন্তু নেসার বশে লোকে যে অকাতরে প্রভূত অর্থ নষ্ট করে তাহা ভদ্রলোক মাত্রেরই অসহ্য। মদ, গাঁজা, চরশকে কেবল যে আমরা নেশার মধ্যে পরিগণিত করিতেছি তাহা নহে। এ সকল নেসা এবং বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি অন্যবিধ জঘন্য আসক্তি সমূহ প্রকৃত ভদ্রলোক মাত্রের নিকট চিরকাল ঘৃণিত আছেই, কিন্তু আর এক প্রকার নেসা দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং দিন দিন অধিকতর বিস্তারিত হইতেছে, সমাজ ও তাহার বিলক্ষণ প্রশ্রয় দিতেছেন। প্রস্তাবের শিরোদেশে আমরা ইহাকে "মোকর্দ্দমার নেসা" এই অভিধানে অভিহিত করিয়াছি। ইহা দ্বারা লোকের প্রভূত অর্থনাশ ও ধর্ম্মহানি হইতেছে, দেশের নীতি চরিত্র দূষিত হইয়া পড়িতেছে, দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার বাড়িতেছে। ইহা দ্বারা কেবল উকীল মোক্তার ও গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি কর্ম্মচারী প্রতিপালিত হয় এই মাত্র লাভ।

অধুনা এতদ্দেশে দেওয়ানি মোকর্দ্দমা নিষ্পিত্ত করিবার জন্য চারি শ্রেণীর আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রথমতঃ মুন্সেফ আদালত। মুন্সেফেরা ১০০০ টাকা পর্য্যন্তের মোকর্দ্দমার বিচার করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ সুবর্ডিনেট জজের আদালত। এখানে মুন্সেফের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল হয়, এবং মোকর্দ্দমার দাবি ১০০০ টাকার অধিক হইলে এখানে তাহা উত্থাপন হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ জজ আদালত। এখানে ভূমি বা চুক্তি সম্বন্ধীয় কোন মোকর্দ্দমা উত্থাপিত হয় না। সুবর্ডিনেট জজের বিচারিত ৫০০০ টাকার বা তদধিক দাবির মোকর্দ্দমার ও জজ সাহেবের নিষ্পন্ন মোকর্দ্দমার আপিল হইয়া থাকে।

এই আদালত চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের বিচারের আপিল তদুপরিস্থ আদালতে হইয়া থাকে। হাইকোর্টের নিষ্পত্তিরও আপিল আছে। এ আপিল বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। আপিল উপস্থিত হইলে আপিল আদালত নিম্ন আদালতের নথি দৃষ্টে বিচার করেন এবং প্রমাণ অসম্পূর্ণ থাকিলে নিম্ন আদালতের প্রতি তৎ প্রতীকারের আদেশ করেন। প্রথম আপিলকে যথার্থ আপিল বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। তাহার পর যদিও দ্বিতীয় আপিলের পথ আছে, কিন্তু সে

আপিলে কেবল আইন ঘটিত ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই সংশোধিত হইতে পারে না। আপিলের উপর আপিলের নিয়ম থাকাতে, মোকদ্দমাপ্রিয় লোকে অতি সহজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। আপিলে সুবিচারের প্রত্যাশা অনেক স্থলে অতি অল্প। অনেক স্থলে নিম্ন আদালত, তদুপরিস্থ আপিল আদালত অপেক্ষা বিচারক্ষম। এরূপ স্থলে আপিলে সুবিচারের চূড়ান্ত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ আপিলের বিধি বিদ্যমান থাকাতে যে পরিমাণে লোকের অর্থনাশ ও অপ-ব্যয় হইয়া থাকে, সে পরিমাণে ফল লাভ হয় না। ফলতঃ এতদ্দ্বারা কেবল লোকের ঈর্ষ্যা বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাদের নীতি দূষিত হইয়া যায় সাধারণ ধনাগারের অর্থ ধ্বংস হয়, এবং অনেকানেক আঢ্য পরিবার সৌভাগ্যের ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া অনভ্যস্ত দারিদ্র্যের করে নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে। উকিল মোক্তারেরাও এতদ্দ্বারা অনুচিত অর্থ স্পৃহার বশীভূত হইয়া কুমন্ত্রণা দানে অনেকের মোকর্দ্দমা প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটায়, আপনারাও নীতিভ্রষ্ট হইয়া যায়।

ষ্টিফেন সাহেব তাঁহার ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের বিচার বিভাগ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে এই অনিষ্টের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে হাইকোর্টের জজেরাও এই অনিষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি সর রিচার্ড কাউচ যে মেমরেণ্ডম প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে উল্লিখিত অনিষ্ট ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধান বিচারপতি নর্ম্মাণ সাহেব এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য চেষ্টাবান হইয়াছিলেন। তিনি নিয়ম করেন যে হাইকোর্টে কোন আপিল উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আপিলাণ্ট দরখাস্ত দ্বারা অগ্রে কোর্টের অনুমতি গ্রহণ করিবেক। কোর্ট আপিলের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া যথা বিহিত আদেশ করিবেন। এ নিয়ম ব্যবস্থিত হইলে খাস আপিল প্রথমতঃ অনেক কমিয়াছিল। ১৮৬৯ শালে হাইকোর্টে ১০০ টাকার ন্যূন দাবির জন্য ১৫৪৩টি, এবং তদধিক অথচ ৫০০ টাকার ন্যূন দাবির জন্য ৯৪১টী, এবং তদধিক অথচ ১০০০ টাকার ন্যূন দাবির জন্য ২৬৬টী, খাস আপিল উপস্থিত হয়। ১০০টাকার অনধিক উপরি উক্ত ১৫৪৩টি আপিলের মধ্যে ১৪৭টি ৫ টাকার, এবং ১৭৫টি ১০ টাকার ন্যূন দাবির জন্য। ১০০ টাকার অনধিক এই ১৫৪৩টী খাস আপিলে জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয় প্রত্যেক আপিলের প্রতি গড়ে ১২৫ টাকা করিয়া পড়িয়াছে এবং সর্ব্বশুদ্ধ ১৯২৮৭৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি দাবিদারদিগের দাবির টাকা মায় খরচা দিয়া বিদায় করিতেন, তাহা হইলে এত টাকা খরচ হইত না। বাদী প্রতিবাদীর খরচের ত সংখ্যা নাই। ৫ টাকার অনধিক দাবির মোকর্দ্দমাও হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লইয়া আসা হইয়াছে। শুদ্ধ হাইকোর্টের ব্যয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রতি মোকর্দ্দমায় প্রায় ২ জন উকিল আবশ্যক করে। হাইকোর্টের কোন উকিল ১০ টাকার কম গ্রহণ করেন না। উকিল খরচা ব্যতীত আরো কত ব্যয় হইয়া থাকে। ২।৪ টাকার দাবির জন্য যাহারা এত টাকা ব্যয় ও ২।৩টী নিম্ন আদালতের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিতে পারে তাহারা আশ্চর্য্য জীব।

এই সকল অনিষ্ট ও আপিলের সংখ্যা হ্রাস করিবার কোন প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ব্যবস্থাপক বিভাগের মন্ত্রী হবহাউস এতদুপলক্ষে যে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

১। মোকর্দ্দমার মূল্য ২০০ টাকার অধিক হইলে আপিলের পর আর দ্বিতীয় আপিল হইবে না।

২। নিম্ন আদালতের বিচারের সহিত প্রথম আপিল আদালতের বিচারের ঐক্য হইলে কোন মোকর্দ্দমার আর দ্বিতীয় আপিল হইবে না।

৩। এতদ্ভিন্ন এবং ১৮৬১ শালের ২০ আইনের ২৭ ধারার (চুক্তি সম্বন্ধীয় ৫০০০ টাকা পর্য্যন্তের) মোকর্দ্দমা ভিন্ন অন্য সকল মোকর্দ্দমার নিম্ন আপিল আদালতের বিচারের উপর হাইকোর্টে পুনর্ব্বার অন্য আপিল হইতে পারিবে।

৪। প্রথম আপিল আদালতের উপর তদীয় নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিল করিবার অনুমতি দিবার ভার থাকিবে।

৫। প্রথম প্রস্তাবের নিষেধ সত্বে অর্থ ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তির মোকর্দ্দমা হইলে হাইকোর্ট তাহার দ্বিতীয়বার আপিলের অনুমতি দিতে পারিবেন।

৬। মোকর্দ্দমায় সাধারণের প্রয়োজনীয় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে হাইকোর্ট উল্লিখিত দুইটী নিষেধ সত্বেও আপিলের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

এক্ষণে উক্ত প্রস্তাবগুলি বা তদনুরূপ কোন প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ ও কার্য্যে পরিণত হইলে যে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা তাহা বলা বাহুল্য।

ধর্ম্মের নিত্যত্ব সম্বন্ধে আধুনিক দার্শনিকদিগের মত।

(৩ সংখ্যা)

ধর্ম্মের নিত্যত্ব সম্বন্ধে কম্‌টের বিরোধিতা এবং তাঁহার ভ্রান্তি আমরা দুই বারে সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছি। আর চারি জন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মতের বিষয় উল্লেখ করিলেই আমাদিগের এই প্রবন্ধ শেষ হইতে পারে। বকল, মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং লুইস। সার উইলিয়ম হামিলটনের মতের দোষ প্রদর্শন করিতে গিয়া মিল ঈশ্বর পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং গ্রন্থান্তরে বেন্থাম প্রচারিত নীতির অপূর্ণতা যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন (১) তাহাতেই ধর্ম্মের নিত্যত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মত আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। অধিকন্তু তিনি ঈশ্বরকে অনন্ত সত্য জ্ঞান মঙ্গলরূপে স্বীকার করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত গ্রন্থ শীঘ্রই প্রচারিত হইবে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে এখন অধিক না লেখাই

---

(১) নীতির দুই বিভাগ। ১-আত্মশিক্ষা, ২-ব্যবহার। বেন্থাম ব্যবহার মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, আত্মশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শের অনুসরণ আত্মশিক্ষা। মিল বলেন শুদ্ধ আধ্যাত্মিক পূর্ণতার অনুসরণ করাও একটি লক্ষ্য থাকা আবশ্যক; কারণ এতদ্ভিন্ন আত্মশাসন অসম্ভব।

কর্ত্তব্য,সেই গ্রন্থ প্রচার হইলেই আমরা সকল জানিতে পারিব। বকলের সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার সংশয় হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার "সভ্যতার ইতিবৃত্ত" গভীররূপে পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধ ও পত্র দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের এ সম্বন্ধে তার অণুমাত্রও সংশয় তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি শুদ্ধ ধর্ম্মের নিত্যত্ব মানিতেন এমন নহে ঈশ্বর পরলোক, প্রার্থনা (২) সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কম্‌টের মতের উপরে তিনি কেমন তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়াছেন, ১৮৫৮ সালের ১৯ এ মার্চ্চ রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসনে "The influence of women on the progress of knowledge" "জ্ঞানোন্নতি সাধনে স্ত্রীজাতির প্রভাব" নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা দেখিলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি জ্ঞানোন্নতিকে সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর উন্নতির প্রধান হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নীতি এবং ধর্ম্ম প্রতি ব্যক্তির উন্নতির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মূল বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার সহিতও আমাদিগের কোন বিরোধ নাই। লুইস এবং হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ধর্ম্মের নিত্যত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন; কিন্তু ইহাঁরা মিলের ন্যায় ঈশ্বরকে জ্ঞান ও মঙ্গল স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না, ইহাঁরা নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরবাদী। এক হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মত আলোচনা করিলেই লুইসের মতের আলোচনা হইল। অতএব, অদ্য আমরা তাঁহারই মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞেয় রূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার কৃত "First principles" নামক গ্রন্থের "Unknowable" অর্থাৎ অপরিজ্ঞেয় নামক প্রথমাধ্যায়ের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। মনুষ্যের জ্ঞানের সীমা আছে। তিনি সেই সীমা অতিক্রম করিলে কেবলই অন্ধকার দর্শন করেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর অতি নিপুণতা সহকারে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অধ্যায়টী সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক। কেননা মনুষ্যের জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব হইবার পক্ষে এটি অনেক সহায়তা করিতে পারে। কি জড়বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞান কি ঈশ্বরতত্ত্ব এ সকল বিষয়েই মনুষ্যের জ্ঞানের সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করিলেই অন্ধকার, ইহা তিনি বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। কোন বিষয়েরই অন্তস্তল ভেদ করিয়া আমরা জানিতে পারি না, এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। জড়বস্তু দর্শন করিতেছি অথচ উহার অন্তর্ভেদ করিয়া "সারভূত পদার্থ" জানিবার আমাদিগের সাধ্য নাই। মন এবং ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। দেশ, কাল, জড়, গতি, আকর্ষণ এ সকলেরই অন্তস্তত্ত্ব স্থির করিতে গেলে কিছুই নিরূপণ হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সঙ্গে অনেক দূর সায় দিতে পারি, কিন্তু সকল বিষয়ে সায় দিতে পারি না।

সার উইলিয়ম হামিলটন এবং তৎশিষ্য মানসেলের ন্যায় হার্ব্বার্ট স্পেন্সার পূর্ণ নিরবলম্বের * জ্ঞানকে কিছুই নয় বলেন না, তাহা বাস্তবিক বলেন। ইনি ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞেয় এবং দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টি শক্তিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শক্তির সর্ব্বব্যাপিত্ব (P.99) এবং আদি কারণের অসীমত্বও (P.93) স্বীকার করিয়াছেন। অথচ জ্ঞেয় বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার স্থির নিশ্চয়তা করা তাঁহার অনভিমত। ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি অজ্ঞেয় ব্রহ্মে পর্য্যবসান হইবে এই ইহাঁর মত। তাঁহার মতে ঈশ্বরকে জ্ঞানাদিরূপে নির্দ্দেশ করা আর তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় করা একই। জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ইহার কিছুই তাঁহাকে আরোপ করা যাইতে পারে না। অথচ তিনি স্বীকার করেন হয়তো চির দিনই তাঁহাকে কোন না কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করিতে হইবে (p. 113)। কিন্তু এইটী স্মরণ রাখিতে হইবে উহা বাস্তবিক নয়, আরোপ (৩) মাত্র।

আমরা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সহিত এ সম্বন্ধে কোন প্রকারে একমত হইতে পারি না। তিনি আপেক্ষিক জ্ঞান † স্বীকারদ্বারা সমুদায় সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে তাঁহাকে বিলক্ষণ সংশয়ী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেশ, কাল, গতি, জড় প্রভৃতির মূল জ্ঞানকে আরোপজ্ঞানে পরিণত করিয়া আবার আপেক্ষিক জ্ঞানে তাহাদিগের বাস্তবিকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সম্বন্ধ, ভেদ এবং সাদৃশ্য এই কয়েকটি দ্বারা আপেক্ষিক জ্ঞান জন্মে। অন্যে আপেক্ষিক জ্ঞানে শুদ্ধ সম্বন্ধ এবং ভেদ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন,"সাদৃশ্যকে""প্রধানরূপে গ্রহণ করেন নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সাদৃশ্য ভিন্ন বস্তু জ্ঞান হইতে পারে না এই বলিয়া সাদৃশ্যকে অন্য দুইটির সঙ্গে মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আদি কারণ, অনন্ত এবং পূর্ণ নিরবলম্বের কোথায়ও সাদৃশ্য নাই, অতএব তিনি অপরিজ্ঞেয়; অথচ সমুদায় অন্তবিশিষ্ট অপূর্ণ পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পূর্ণ নিরবলম্বের জ্ঞান থাকিবেই থাকিবে, ইহা এককালে অপরিহার্য্য, অতএব তিনি জ্ঞেয়। সাদৃশ্য ভিন্ন কোন পদার্থ জ্ঞান হয় না, ইহা একবারে আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কেননা অগ্রে কোন একটি পদার্থের জ্ঞান না থাকিলে সাদৃশ্যই চলে না। সম্বন্ধ এবং ভেদ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হইল, তাহাকে মূল করিয়া অন্য বিষয়ে জ্ঞানকে আমরা সাদৃশ্য দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। একটি নূতন প্রাণী স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, অথবা মৎস্য সদৃশ ইহা জানিবার পূর্ব্বে সম্বন্ধ

(২) তিনি শুদ্ধ স্বয়ং প্রার্থনা করিলে উপকার হয় এই মানিতেন তাহা নহে, অন্যে প্রার্থনা করিলে নিজের হিত সাধিত হয় বিশ্বাস করিতেন। তিনি তাঁহার একজন বন্ধুকে ১৮৫৭ সালের ২৭এ জুলাইয়ের পত্রে লিখিয়াছেন "Pray God that my mind may be preserved to me, and that the degradation of taste does not become permanent"

* Absolute and Unconditioned.

(৩) "আরোপ" শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রতিমা" শব্দ ব্যবহার করিলেই গ্রন্থকারের ভাব প্রকাশ পাইত। "Symbol" শব্দে প্রতিমা বলা যাইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ পদার্থের আমরা সমস্ত দর্শন করিতে পারি না, অথচ তাহার একটি স্থূল জ্ঞান সকলেরই আছে। এই জ্ঞান বাস্তবিক নয়, আরোপ বা প্রতিমা মাত্র।

† Relative Knowledge.

ও ভেদ জ্ঞান দ্বারা স্তন্যপায়ী প্রভৃতির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন প্রাণীর সদৃশ না হইয়া যদি কেবল জড় বলিয়াও প্রতীত হয়, তথাপি সাদৃশ্যের পূর্ব্বে এই জড় জ্ঞান আবশ্যক, নচেৎ জড় বলিয়া সাদৃশ্য হইতে পারে না। একটী বিষয়ের জ্ঞানের অল্পতা বিস্তরতা হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের অল্পতাকে জ্ঞান নয় বলিয়া কখন নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যে ঈশ্বর অনন্ত পূর্ণ ও নিরবলম্ব, তিনি অন্তবিশিষ্ট অপূর্ণ অবলম্বী সৃষ্টপদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং ভেদ দ্বারা আমাদিগের জ্ঞেয় হইতেছেন। তাঁহার অন্ত দর্শন করিতে পারি না তাহাতে কি? পূর্ণ নিরবলম্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করাতেই, তিনি অবশ্য কিছু হইলেন, ইহা তিনি স্বয়ংই স্বীকার (p. ৯৪) করিয়াছেন। যদি "কিছু" হইলেন তবেই জ্ঞানের বিষয় হইলেন। সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি কিছু জড়ের ন্যায় নহে, অথচ ঐ সকল "কিছু," সুতরাং উহা জ্ঞানগম্য, অপরিজ্ঞেয় নয়।

তিনি এই অপরিজ্ঞেয়কে শক্তি স্বরূপ কি প্রকারে নির্দ্দেশ করিলেন? সর্ব্বত্র এই শক্তির প্রকাশ কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করিলেন? সমুদায় পদার্থ সেই শক্তির বিকাশ একদা যেমন তিনি ইহা বিচারের মধ্যে পাঠ করিলেন, তেমনি একটু মিথ্যা সংস্কার পরিত্যাগ করিলে তন্মধ্যে জ্ঞান এবং মঙ্গলও পাঠ করিতে সমর্থ হইতেন। পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে অজ্ঞাতসারে তিনি এই দুইটির জ্ঞানও স্বীকার করেন নাই। তিনি এক স্থলে কুসংস্কারী সকল যাহাকে শান্তি বলে তাহাকে কল্যাণ বলিয়াছেন। শান্তি স্থলে "কল্যাণ" বলাতেই সেই অপরিজ্ঞেয় শক্তিকে মঙ্গল স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। শুদ্ধ ইহা নহে, সেই অপরিজ্ঞেয় শক্তি যে সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রেরক, তাহা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অপরিমেয়, সর্ব্বব্যাপী, শক্তি, মঙ্গল, জ্ঞান, উন্নতির প্রেরয়িতা, কারণ ইত্যাদি যদি কাহার বিষয়ে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিল, তবে আর তিনি অজ্ঞেয় থাকিলেন কি রূপে? জড় পদার্থ বা মন এই দুই সম্বন্ধে এতদপেক্ষা কি আর অধিক নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে?

মনুষ্য আপনার গুণ ঈশ্বরকে আরোপ করে, একথার কিছু অর্থ নাই। শক্তি জ্ঞান, মঙ্গল যাহা সে জগতের মধ্যে আত্মার মধ্যে মুদ্রিত দেখিতে পায়, তাহা সে কি প্রকারে অস্বীকার করিবে? কেহ অন্য শব্দে বিশেষ করিতে চান করুন, কিন্তু ঐ সকলের জ্ঞান অব্যাহত থাকিবে। জড় জগতের মধ্যে যে ক্রিয়া লক্ষিত হয়, যদি তাহাকে শক্তি নামে অভিহিত করাতে দোষ না হয়, তাহা হইলে সমঞ্জসতা এবং সেই সমঞ্জসতাতে কল্যাণ লক্ষিত হইলে ঈশ্বরকে জ্ঞান ও মঙ্গল বলিয়া কেন না নির্দ্ধারণ করা যাইবে? নিতান্ত অন্ধ না হইলে আর কেহ ইহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের গ্রন্থকর্ত্তাকেও এই জন্য অজ্ঞাতসারে বাক্যান্তরে জ্ঞান মঙ্গল স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আমাদিগের সকল বিষয়ের জ্ঞানই আপেক্ষিক। ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানও সুতরাং আপেক্ষিক। আত্মাতে এবং জগতে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারি, ততদূর তাঁহার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হই। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের অভ্যন্তরে সমঞ্জসতা, হিতসাধকত্ব, নিয়ামকত্ব দর্শন করিব অথচ আমরা তত্তৎসাধক একটি নাম দিব না ইহা হইতে পারে না। সংশয়ীরা শক্তি ভিন্ন অন্য (৪) নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে ভীত হইতে পারেন, কিন্তু স্পষ্ট জ্ঞান মঙ্গল নিয়ন্তৃত্ব প্রকাশ দেখিলে জ্ঞানময় মঙ্গলময় ঈশ্বর না বলিয়া আমরা থাকিতে পারি না। বিজ্ঞান দ্বারা দর্শন দ্বারা যাহা সর্ব্বদা আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়, তাহার অপলাপ আমরা কি প্রকারে করিতে পারি? এই সকল শব্দে মনুষ্য ও ঈশ্বর উভয়ে এক হইয়া যায়, এ ভয় বৃথা। কেন না মনুষ্যে অনন্তত্ব কখন কোন মতে সম্ভবপর নহে। অন্তর্জ্জগতের শৃঙ্খলার সহিত বাহ্যজগতের শৃঙ্খলা থাকাতে আমরা যেমন তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তেমনি জ্ঞান, মঙ্গল, ন্যায় ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের আত্মার উপযুক্ত সম্বন্ধ থাকাতে আমরা তাঁহাকে তত্তৎরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ। একথা যে অস্বীকার করে, তাহার সম্বন্ধে অন্তর্ব্বহির্জ্জগতের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হয়। কারণ সেই সকল নিয়ম সেই "অপরিজ্ঞেয় শক্তির" কার্য্য প্রণালী। কাহার কার্য্য প্রণালী জানিতে হইলে তৎসহ মনের সমঞ্জসতা না থাকিলে আমরা তাহার কিছুই মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারি না। সুতরাং সৃষ্ট আত্মার স্রষ্টাকে বুঝিবার সামর্থ্য আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্রষ্টাই তাহাকে এইরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব সে যদি তাঁহাকে বুঝিতে গিয়া জ্ঞানাদি রূপে নির্দ্দেশ করে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ঔদ্ধত্য অহঙ্কার বা অসাধুতা প্রকাশ পায় না। অবশ্য সে তাঁহাকে জানিয়া শেষ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাঁহাকে জানা তাহার অনন্ত কালের কার্য্য ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবে।

(৪) পাঠকেরা এস্থলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, "শক্তি" শব্দে নির্দ্দেশ করাতেও মনুষ্যের শক্তির সহিত একতা করা হইল, সংশয় হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা হয় না, কেন না অনন্ত শক্তি বলিলে মনুষ্যের শক্তি হইতে উহা ভিন্ন হইয়া পড়ে।

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া ও নিরস্ত্র করণের আইন।

ভারতবর্ষীয় সিপাহী বিদ্রোহের পর্য্যবসান হইলে পর ১৮৬০ সালের ৩১ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এটী প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আইন। তখন যে সময় পড়িয়াছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা প্রযুক্ত এরূপ বিধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে গবর্ণমেণ্টের যত আশঙ্কা ও সন্দেহ স্বভাবতঃ কমিতেছিল, আইনটী ততই ইহার দৃষ্টি পথ হইতে দূরে পড়িতেছিল। উত্তর পশ্চিম ও অন্যান্য প্রদেশে এই আইনটী অদ্যাবধি কথঞ্চিৎ সজীব আছে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে অন্ততঃ—ইহার কয়েকটী বিভাগে ইহা নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। উপরি উক্ত আইনের বিধানানুসারে অস্ত্র ব্যবহারস্পৃহ লোকদিগকে শুদ্ধ স্থানীয় কর্ম্মচারীর অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের তদানীন্তন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশে কয়েকটী বিভাগ সম্বন্ধে তাহাও আবশ্যক নয়। অপরাপর স্থলে, শিকার বা তাদৃশ কার্য্যোপলক্ষে কোন প্রকার অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে, অভিপ্রায় সপ্রমাণ করিয়া অনুমতি পত্র গ্রহণ করিবার বিধি নাম মাত্র প্রচলিত।

এই শৈথিল্য বশতঃ ভারতবর্ষে অস্ত্র শস্ত্রের আমদানি বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭০।৭১ সালে ৭,৪২,৯৭০ টাকার অস্ত্র আমদানি করা হয়। পরবৎসরে তাহা ৯,৩৭,৫৯০ টাকার অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া বিগত বর্ষে ১০,০৮,৫০০ টাকার অঙ্কে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উত্তরোত্তর আমদানির আরো বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। বরণ কোম্পানি ও তাদৃশ ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতের বাজারকে অস্ত্রশস্ত্রে ছাইয়া ফেলিতেছেন। ৩৫০টী সিঙ্গল গণ্, ২৫০টী ডবল্ গণ্, ৪০টী সিঙ্গল ও ২০টী ডবল্ রাইফল, তৎসঙ্গে ৪০০ পিস্তল ও ৫০০ টন গন্ধক এক ইনভইসের (প্রেরিত তালিকার) আমদানির সামগ্রী। এতদ্দ্বারা মোট আমদানির পরিমাণ এক প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে। ১৮৬৮ সালে ৩২ জন লোক কলিকাতায় অস্ত্র বিক্রয় করিত, ১৮৬৯ সালে বিক্রেতার সংখ্যা ৮৭ জন হইয়া উঠে।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমাদের মাননীয় ইংরাজ সহযোগী ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক বড়ই ভয় পাইয়াছেন। যদিও আমরা তাঁহার আশঙ্কাকে নিতান্ত অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না, কিন্তু এই আশঙ্কা যদি ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্দেহানল প্রজ্বলিত করিয়া দিবার এক ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। অগ্নিদ্বারা অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া তাহা অব্যবহার্য্য বলা যায় না। তদ্রূপ প্রজাদিগের গৃহে অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে বিপদের আশঙ্কা থাকিতে পারে, তজ্জন্য প্রজাদিগের অস্ত্র ব্যবহার অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করা অবশ্যই অন্যায় বলিতে হইবে। সত্যের এক দেশ মাত্র দেখিয়া লোকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সর্ব্বদিগ্দর্শী বিশুদ্ধ রাজনীতির চক্ষে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই জঘন্য ও ঘৃণিত বলিয়া অনাদৃত হইয়া থাকে। আত্মরক্ষার স্বত্ব ঈশ্বরের একটী অমূল্য দান। ইতর জীব জন্তুরাও এ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বনের পশুরাও এ স্বত্ব রক্ষার্থে স্বাভাবিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে। মনুষ্যদিগকে পদাবনত করিবার জন্য বা তাহাদের অমূল্য স্বাধীনতা নিধিকে অপহরণ করিবার মানসে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া রাখা কে না অবৈধ বলিয়া স্বীকার করিবেন? মানুষের অনেক শত্রু। ইতর পশুরা মানুষের শত্রু; দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষও মানুষের বিষম শত্রু। অনেক সময়ে প্রতিবাসীর হস্ত হইতেও তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। চোর ডাকাইত গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিলে, নিরস্ত্র গৃহস্থ কি পুলিসের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গৃহ মধ্য হইতে ৫ জন রাইফল-পাণি লোক নিরাপদে থাকিয়া ৫০০ দস্যুকে পরাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু একজন সশস্ত্র দস্যু ১০ জন নিরস্ত্র বলবানের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে পারে। সশস্ত্র থাকিলে আপনা হইতে সাহস আইসে। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন আপনার রাজত্বকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী করিবার জন্য ফ্রান্সকে নিরস্ত্র করেন। রণোন্মত্ত জিগীষু জর্ম্মণ সৈন্য যখন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন জগৎবিখ্যাত অতুল বিক্রম ফরাসীরাও নিরস্ত্রতা প্রযুক্ত শত্রু সম্মুখে এরূপ ভীরুতা ও নিশ্চেষ্টতা প্রদর্শন করিল যে লোকে তাহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছে। নিরস্ত্রতা ভীরুতার প্রতিপোষক। যখন ফ্রান্সের ন্যায় বীর্য্যবান দেশ ২০ বৎসর কাল নিরস্ত্র থাকিয়া ভীরুস্বভাব হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বঙ্গদেশের ন্যায় স্বভাব দুর্ব্বল জনপদের যে কি দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা কে বলিতে পারে? সশস্ত্র লোক স্বভাবতই সাহসী হয়। এমন যে দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালী জাতি যদি দ্বাদশ বর্ষ কাল ইহাদিগকে সশস্ত্র রাখা যায় অবশ্যই ইহাদের স্বভাবের কিছু না কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হইতে পারে। যে দেশে নিরস্ত্র করণের আইন চিরস্থায়ীরূপে প্রচলিত থাকে, সে দেশের লোকেরা যে কেবল ভীরুস্বভাব হইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু তাহারা রাজপুরুষ

দিগের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আস্পদ হইয়া ক্রমে বিকৃতস্বভাব ও সুনীতি-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। অবস্থা বিশেষে এরূপ আইনের সাময়িক বিধান কোন কোন স্থলে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে তাহাকে নিরর্থক দীর্ঘকালব্যাপী করা বিধেয় নহে। এই জন্য বোধ হয় সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিং, সিপাহী বিদ্রোহের পর, কেবল এক বৎসরের জন্য উপরি উক্ত আইন প্রচলিত করিয়াছিলেন। পরে ১৮৬৫ ও ৬৬ সালে সেই আইনের সংশোধন হইয়াছে।

সম্প্রতি এই আইন সংশোধিত হওনের প্রস্তাব হইতেছে। ১৮৭০ সালে রবিন্সন সাহেব এই আইনের একটী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। সেই পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত আইন প্রস্তুত হওনের সম্ভাবনা। প্রজাদিগকে নিরর্থক ভীরু ও দুর্ব্বল করা যেন আইনের লক্ষ্য না হয়। তাহাদিগকে আত্মরক্ষণে অসমর্থ করিলে গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ হইবে না, প্রত্যুতঃ প্রতিপদে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ জন্য ব্যয় স্বীকার করিতে ও ব্যস্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু দেশীয় লোকে যদি কিয়ৎ পরিমাণে অস্ত্রব্যবহারে সুশিক্ষিত হয়, তদ্দ্বারা তাহারা যে কেবল আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে এরূপ নহে, গবর্ণমেণ্টকেও সময় বিশেষে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে। তাহা হইলে পার্ব্বতীয় কোন জাতি বা বিদেশীয় কোন শত্রু দেশ আক্রমণ করিলে গবর্ণমেণ্টের এক গুণ বল দশগুণ হইয়া দাঁড়াইবে। ইংলণ্ডের সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প কিন্তু কোন শত্রুভয় উপস্থিত হইলে দেশশুদ্ধ লোক সশস্ত্র হইয়া অনায়াসে রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে সেরূপ সাহায্যলাভ কি বাঞ্ছনীয় নহে? তবে গবর্ণমেণ্ট আত্মসতর্কতার জন্য যে জাতিকে দৌরাত্ম্যপ্রিয় এবং বিদ্রোহী স্বভাব অথবা ওহাবিদিগের ন্যায় যে সম্প্রদায়কে ভয়ানক বলিয়া জানিবেন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা করিলে সর্ব্বাংশে সুমঙ্গল হইতে পারে। আইন প্রণয়ন কালে রাজভক্ত প্রজাদিগের প্রতি অবিবেচনা ও অন্যায়াচরণ করা না হয় এইটী আমাদিগের প্রার্থনা।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক যাহাই বলুন আমরা আমাদিগের ব্যবস্থাপকগণকে এই পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে নিরপেক্ষ ন্যায়াচরণ ও সস্নেহ ব্যবহারদ্বারা প্রজাগণের বিশ্বাস ভাজন হইতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নিরাপদ হইতে পারেন প্রজাগণের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও নিরুপায় করিলে কখন সেরূপ নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুতঃ তদ্দ্বারা বিপদের সহস্রদ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের যথেচ্ছাচারিতা।

আমরা গতবারে এতদ্বিষয়ে একটী কৌতুকাবহ শোচনীয় ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলাম, এবারেও আর কয়েকটি বিষয় প্রকাশ করিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষেরা বিশেষতঃ ষ্টিফেন্‌সন্ সাহেব এই সকল অত্যাচারের বিশেষ তদন্ত করিয়া অত্যাচারীদিগকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করেন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক অনুরোধ। আমরা সিসেল্ ষ্টিফেন্‌সন্ সাহেবকে বিলক্ষণ জানি, তিনি একজন সুযোগ্য কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া সাধারণ্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রেলওয়ে সংঘটিত অত্যাচার তাঁহার গৌরবের বিষয় নহে। একে এদেশীয় রেলওয়ে মাত্রেরই দুর্নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে যদি পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের প্রতি উদাসীন হন, তাহা হইলে ইহাঁরা যে সাধারণের বিষনয়নে পতিত হইবেন, এরূপ নহে, এতন্নিবন্ধন বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইবে। কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যদক্ষতা, সদ্ব্যবহার ও লোকানুরঞ্জনগুণ দ্বারাই ব্যবসায়ী বণিক সম্প্রদায় লাভবান্ হইতে পারেন—বিশেষতঃ রেলওয়ে কোম্পানির এগুণটী অত্যাবশ্যক; সুতরাং যে সকল কর্ম্মচারীর এই সকল গুণের অভাব তাহাদিগকে নিযুক্ত করা বিড়ম্বনা। রেলওয়ে কোম্পানীদিগকে কার্য্য সৌকর্য্যার্থ অনেকগুলি ডিপার্টমেণ্ট (বিভাগ) রাখিতে হয়, তন্মধ্যে ট্রাফিক্ ডিপার্টমেণ্টই আয়মস্ত বিভাগ সুতরাং ইহার সুশৃঙ্খলতা সাধনই তাঁহাদিগের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাগমের একমাত্র উপায় স্বরূপ ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টকে উপেক্ষা করিয়া অন্যান্য ইতর ডিপার্টমেণ্টের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিলে যেরূপ ফল প্রসূত হওয়া সম্ভব, পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের জন্যই রেলওয়ে সাধারণের "পতিতোদ্ধারিণী" নাম হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা না থাকিলে দেশ বিদেশের অনেক গণ্ডমূর্খ নীচমনা, কুনীতিপরায়ণ ইতর লোকের ভরণ পোষণ হওয়া ভার হইত। অকর্ম্মণ্য নাবিক, নামকাটা গোরা, এবং অজ্ঞাতকুলশীল নিম্ন শ্রেণীর ইংরাজেরা প্রায় এই ডিপার্টমেণ্টের গণনীয় কর্ম্মচারী। ইহাদিগের দ্বারা যেরূপ সুচারুরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারিতেছেন। ট্রাফিক ম্যানেজর বেচি-

লার সাহেবকে অনেকেই জানেন—তাঁহার গুণ ও কার্য্যদক্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার বিবেচনার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা উদাহরণ স্থলে হাবড়া ডিষ্ট্রিক্টকে গ্রহণ করিলাম। ইহা যেরূপ বৃহৎ এবং রাজধানীর সন্নিহিত বলিয়া এখানে যেরূপ কার্য্যের ভিড় অন্য ডিষ্ট্রিক্টতে সেরূপ নাই; অথচ ইহার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিলি সাহেবের অবসর গ্রহণাবধি এই এক বৎসরের মধ্যে যে এখানে কতশত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তাহা বলা যায় না। আজি রে সাহেব কালি করবেট পরশ্ব হডসন প্রভৃতি যে কত সাহেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল তাহা বক্তব্য নহে। মধ্যে মধ্যে কমুরী সাহেবের ভাগ্যেও সিকা ছিড়িয়াছিল। বলিতে কি অধিকাংশ সময় প্রায় সমস্ত ডিষ্ট্রিক্টের ভার কমুরি সাহেবের উপর অর্পিত হয়। সুতরাং এবৎসর এডিষ্ট্রিক্টের কার্য্য যেরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে তাহা ইহার দুর্ঘটনা তালিকা দেখিলেই প্রতীত হইবে। আশ্চর্য্য যে হাবড়া হেড্ অফিসের এত নিকটে থাকিয়াও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। হাবড়াতে যে উপযুক্ত কর্ম্মচারীগণের অসদ্ভাব, তাহা এই সকল দুর্ঘটনা দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। অধিকাংশ কর্ম্মচারীই অনুগ্রহজীবি গুণ থাকুক বা না থাকুক, যিনি কোনমতে উপদেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তিনিই একজন কর্ম্মক্ষম প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত। কোম্পানির কাজ থাকুক বা না থাকুক তাঁহার বেতন ও রবিবারের উপরি লাভ কেহই ছাড়ায় না। আমরা এরূপ অনেক নিষ্কর্ম্মা কর্ম্মচারী হাবড়ার ট্রাফিক আফিসে দেখিতে পাই। লোডার কিম্বা মালগুদামের বহিতে অথবা রিলিভিঙ বিভাগে তাহাদিগের নাম থাকে, তথায় কাজ নাই সুতরাং আফিসে সাক্ষীগোপালের মত তাহাদিগকে বসাইয়া রাখা হয়, প্রায়ই তাহাদিগকে তাঁহাদিগের মহাপ্রভুর কাজ করিতে হয়, কদাচিৎ কোম্পানির "ফায় ফরমাস" ও খাটিয়া থাকেন। ইহাদিগের অন্য কোন কার্য্য নাই সুতরাং ইহারা আফিসের কেরাণী বাবুদিগকে বিশেষ জ্বালায়তন করেন এবং মধ্যে মধ্যে মহাজনদিগের মধ্যে "হুজুক" তুলিয়া কোম্পানির কাজ বৃদ্ধি করিয়াও থাকেন। শুনিলাম গতবর্ষে লাডলক্ সাহেব কমিসনর হইয়া হাবড়ার কেবল কয়েক জন মন্দভাগ্য অল্প বেতনভোগী বাঙ্গালীর মাথা খাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদিগের কিছুই করিতে পারেন নাই। তাঁহার সুবিচারে পাঁচ ছয় জন বাঙ্গালি কেরাণী কমিলেন কিন্তু তাহার দুই দিন পরেই ততগুলি সাহেব ভর্ত্তি হইলেন। অবশ্য তাহারা আর কেরাণী বলিয়া নিযুক্ত হইলেন না, কিন্তু কেরাণীর দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বেতনে মালগুদামের এক একজন কর্ম্মচারী বলিয়া কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে কমিসনারের কার্য্য সম্পন্ন হইল। ট্রাফিক কার্য্যজ্ঞ একজন উপযুক্ত কমিসনর হইলে হাবড়া আফিসের অনেক সংস্কার হইতে পারে। ষ্টিফেনসন সাহেব ইহার বিশেষ তদন্ত করিলে অনেক গলদ বাহির হইতে পারিবে। যদি আফিসের এতই কাজ অধিক থাকে তাহা হইলে কেরাণীর সংখ্যা কমাইয়া লোডার বা মালগুদামের উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহা নির্ব্বাহিত করিবার অভিপ্রায় কি? এবং মালগুদামের কর্ম্মের ভিড় অল্প হইলে এ সকল কর্ম্মচারীরই বা প্রয়োজন কি? শীতকালে বাণিজ্য দ্রব্যের আধিক্য হেতু কাজকর্ম্মেরও বিলক্ষণ ভিড় হয় কিন্তু একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী হইলে অনায়াসে তাহা স্থায়ী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারেন। ডিষ্ট্রিক্ট অথবা গুডস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যদি একজন সুযোগ্য কৃতবিদ্য বাঙ্গালী হন, তাহা হইলে কোন গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। রামগতি বাবুর দ্বারা ভারতবর্ষীয় শাখা রেলওয়ে সকল এবং মাতলা রেলওয়ের যেরূপ কার্য্য চলিতেছে তাহা কাহার অবিদিত আছে? পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সম্বন্ধে এরূপ হইলে যে কেবল সাধারণের সুবিধা হয় এরূপ নয়, কোম্পানিও বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে যেরূপ দেশীয় বাণিজ্যের ভিড় তাহাতে দেশীয় লোক ব্যতীত অন্যের দ্বারা তাহা নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব নহে, এই জন্যই ইহার অনেক বিশৃঙ্খলতা দেখিতে পাই। ইহার সমুদয় কার্য্য নীচ শ্রেণীর সাহেবদিগের এক চেটিয়া। তাহারা না মহাজনদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে জানে না কোম্পানির লাভালাভ বুঝে। আপনাদিগের বেতন ও উপরি বেতনই তাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য; সুতরাং তাহাতে আর কতদূর আশা করা যাইতে পারে? এই সকল কাজ কর্ম্মগুলি কর্ত্তব্য পরায়ণ ভদ্র বাঙ্গালীদিগকে দিলে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অন্ততঃ একবার ইহার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা দেখুন ইহাতে কোম্পানি লাভবান হইতে পারেন কি না? আমাদিগের এ বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রাপ্ত।

"আঁধারে ডুবালে বঙ্গ সবারে কাঁদালে।

তৃতীয় প্রহর নিশি ; —গভীর আঁধারে
মগ্ন ধরা ; চারিদিক এমনি সুস্থির
প্রহরী কুকুর ডাকে, তার সেই রব
সহরের প্রান্ত হতে আর প্রান্তে ধায় !!
যেন, প্রতিধ্বনি তার প্রাসাদেরা মিলে
লোফালুফি করে একি ভয়ঙ্কর ভাব !
ওই যে শয্যায় পড়ে, সরলা কামিনী ;
আলু থালু প্রিয়া মোর ; সম্বরি বসন
কে ঢাকে এখন তনু ! নিদ্রিত বদন
যত দেখি, কি আশ্চর্য্য হৃদয়ের দ্বার
খুলে যেন ভাব স্রোত হয় উৎসারিত।
কে তুমি ! কে আমি ! কেন আমার শয়নে
অসঙ্কোচে সোহাগিনি আছলো পড়িয়া !
কে শিখালে এ বিশ্বাস সরলে তোমারে ?
নিজের জীবন ভার আমার মস্তকে
দিয়ে সুখে ঘুমাইছ। আমি সেই ভার
বহি, ধন্য ! যত কাল বাঁচিব বহিব।
শৈশব না যেতে লোকে এ তরুর শাখে
বেঁধেছে তোমারে ! হায় আমার সঙ্গিনী
তদবধি আছ ; দোষ গুণ যা কিছু আমার,
সকলি দেখিছ ; ওই যুগল নয়নে
মোর দোষে কতবার ঝরিয়াছে ধারা !
নিজ গুণে সে সকল ভুলিয়া সরলে
আবার প্রসন্ন মনে রয়েছ নিদ্রিত।
পোহালে যামিনী পুন প্রসন্ন বদনে,
উঠিবে ; আনন্দ সুধা আমার অন্তরে
বর্ষিবে, ও বিধু মুখে মধুর হাসিয়া।
কিন্তু হা এ ঘোর নিশি পোহাবে না আর,
কত অভাগার কাছে ! অন্তর শমন
এ নিশীথে কত ঘরে পশিয়া হরিছে
প্রণয়ীর প্রাণধন হৃদয় রতন।
ওরে মৃত্যু ! নিত্য তুমি যাতায়াত কর
যেথা যাই সেথা দেখি, কিন্তু পরিচয়
আজিও জানে না কেহ ; তব পদার্পণে
বিহগী, কুলায়ে যদি পশে কাল ফণী,
কাঁদে যথা ; ওরে মৃত্যু তব পদার্পণে
মনুজ-সংসারে কেন শুধি হাহাকার ?
কে তুমি কোথায় বাস ? ঘোর মৌনী তুমি
স্বকার্য্য সাধিয়া ফের, ও পাষাণ করে
স্পর্শ যাহে তাহে লও, রোদনে চীৎকারে
অনুনয়ে তিরস্কারে ভুলনা কখন।
কে তুমি ? বঞ্চিত যেই করে সুখ হতে
সেই যদি শত্রু, তবে তুমিরে শমন।
আমার পরম শত্রু। জীবনের পথে
সবেত চতুর্থ ভাগ এসেছি এখন
ভেবে ছিনু হবে যাহা তাহাতে হলো না।
হৃদয়ের আশা যত এক্ ছুই করে,
সকলি মিলাল কোথা, ভাসি চক্ষু জলে
ঘটনার দাস জীব বুঝিনু ধরায়।
ওরে মৃত্যু ! একে জীব কাল চক্রে পড়ে
সদা কাঁদে তাহে তুমি অধিক যন্ত্রণা
দাও কেন ? আজ যদি করিরে গণনা
অনেক সামগ্রী মোর লয়েছ কাড়িয়া
অসময়ে। ওরে মৃত্যু ! হলো কয় দিন
বঙ্গপুরী অন্ধকার করিয়া অকালে
হরেছ অমূল্য নিধি প্রিয় কবিবরে,
সবার রোদন ধ্বনি থামিল এখন,
যার যাহা বলিবার সবাই বলিল,
প্রিয় মধু ! এইবার কাঁদি একবার
তোমারে স্মরিয়া ; প্রাণ দহিছে বিষাদে
তোমার দুঃখের কথা স্মরি শতবার !
কবিতা কানন পূর্ণ করিয়া গৌরবে,
করিলে বঙ্গের নাম স্বনামে উজ্জ্বল।
সেই তুমি কবি শেষে, অনাথের মত
জীবন হারালে ; ধিক্ বঙ্গবাসি জনে !
"রেখমা দাসেরে মনে" বলিয়া বিদায়
লয়ে ছিলে। আজ চক্ষে ধরে না যে জল
স্মরিয়া সে কথা, সে কি ! তোমারে ভুলিবে
বঙ্গভূমি ! বঙ্গভাষা রবে যত কাল
রবে তুমি ; যত কাল থাকিব আমরা
কাঁদিব তোমার তরে—তোমার কাহিনী
উপকথা হয়ে রবে আমাদের ঘরে।
বলিব বার্দ্ধক্যে লয়ে পুত্র পৌত্রগণ
ছিল কবি মধুনামে এই বঙ্গ ভূমে
ভারতীর প্রিয় পুত্র—বিবিধ বিদ্যায়
ভূষিত করিলা মাতা আপনি তাহারে।
কিন্তু হা ! ডাকিনী সম কাল দরিদ্রতা
কি যে সঙ্গ নিল তার—স্বদেশে বিদেশে
সঙ্গে সঙ্গে পায়ে পায়ে—ফিরিয়া বেড়ায়
অজ্ঞাতে শোণিত তার শুষিতে লাগিল,
সেই পিশাচীর হাত মরি এড়াইতে
ভারতী কানন ফেলি পলাইলা কবি
আইন জনতা মাঝে ; ভাবিলা বাঁচিব।
তবুত পিশাচী সঙ্গে না ছাড়ি কবিয়া
ধরিল, বিকট রূপ ; যথা সুর্পণখা
না পাইয়া রঘুবীর তাড়িল আক্রোশে
জানকীরে ; সেইরূপ পিশাচী কুপিয়া
পতিপ্রাণা রমণীরে চাপিয়া মারিল।
ভগ্ন মনে ভগ্ন প্রাণে মণিহারা হয়ে
কতই কাঁদিলা কবি, দুদিন না যেতে
তাহারো জীবন দীপ পিশাচী নিবালে,
আঁধারে ডুবালে বঙ্গ—সবারে কাঁদালে।
প্রিয় মাইকেল ! প্রাণে বাজে শেল,
এই দশা শেষে হলো হে তোমার !
যার মধু ভাষে, সবে সুখে ভাসে,
তার দশা স্মরি ঝরে অশ্রুধার !
কি অভাব ছিল, কভু না ঘুচিল
ঘোর দরিদ্রতা, একি চমৎকার !
তবে বুঝিলাম, বাস্তবিক বাম,
কবি কুলোপরে দৃষ্টি কমলার !

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

মেডিকল কালেজের বাঙ্গালি ছাত্রদিগের সহিত ইংরেজ ছাত্রদিগের যে বিবাদ হয় এ পর্য্যন্ত তাহার বিচারের শেষ হয় নাই। স্মিথ সাহেব বাঙ্গালি ও ইংরাজ ছাত্রদিগের বসিবার পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বহুবাজারস্থ কাব্যানুবাদ সভা হইতে প্রতি সপ্তাহে প্যারিস রহস্য নামক যে অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তৎপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

ডেলিনিউসে লিখিত হয় মেডিকল কালেজের ছাত্রদিগের গোলযোগ নিবারণার্থ যেসকল কনস্টেবল আইসে, উহাদিগের মধ্যে এক জন গুরুতর রূপে আহত হইয়া হাসপাতালে যায়, তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, মিরর বলেন এ সংবাদ সমূলক নহে, ঐ ব্যক্তি আহত হইয়াছিল বটে কিন্তু সে আঘাত সামান্য মাত্র। দেশীয় ছাত্রেরা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিয়াছে বলিয়া যে ইংলিসম্যানে লিখিত হয়, তাহাও সত্য নহে। ইংরেজ সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের এরূপ মিথ্যা জনরব প্রচার করিবার অভিপ্রায় যে অতি নীচ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, মিস আক্রয়েডের সহিত উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের যে মনোভঙ্গ ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মমন্দিরে স্ত্রী পুরুষের স্থান লইয়া যে গোলযোগ হয়, তন্নিবন্ধনই হইয়াছে। ফ্রেণ্ড স্বপ্ন দেখিয়াছেন না কি ? বসিবার স্থান লইয়া যে গোলযোগ হয়, মিস আক্রয়েডের ভারতবর্ষে পদধূলি পড়িবার পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা হইয়া যায়।

সুবরবন্ মিউনিসিপালিটীর গত বার্ষিক রিপোর্টে কালীঘাটের এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।* এই স্থানটী পূর্ব্বে বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরী-দিগের জমীদারী ভুক্ত ছিল এবং চাঁদপুর নামে অভিহিত হইত। ইহা জঙ্গল এবং বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। পরে আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তি কালী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিস্ট হন। বড়িশার জমীদার কেশবচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা কাশীশ্বর রায় ঐ স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরটী গঙ্গার ঘাটের* নিকট নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম "কালীঘাট" হয়। বর্ত্তমান মন্দির গুলি ১১১১ সালে উক্ত চৌধুরী বংশীয়েরা নির্ম্মাণ করেন, এ নিমিত্ত যে ব্যয় হয় তাহা সাধারণ চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হয়। কালীর পূজা ও সেবার জন্য উক্ত জমীদারেরা ৫৬ শত বিঘা ভূমি দেন। এক্ষণে কালী ঘাটের হালদারেরা এই ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। প্রতিদিন যাত্রীদিগের নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তদ্দ্বারাই কালীর পূজা ও সেবা চলিয়া যায়। কেবল কালীঘাট বলিয়া নয়, যে যে স্থানে দেবোত্তর প্রভৃতি আছে, তাহার পরিণাম এইরূপই হইয়াছে। উহা দাতৃগণের অভীস্ট সাধনে প্রযুক্ত না হইয়া ব্যক্তি বিশেষের ভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

গোস্বামী দুর্গাপুরের হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সহকারী সম্পাদক বাবু প্যারীমোহন গোস্বামী কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত সভা গৃহ নির্ম্মাণার্থে ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

পাবনা হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, এক্ষণে তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় আর আইন বিরুদ্ধ জমায়েত হইতেছে না। কিন্তু প্রজারা বর্দ্ধিত কর দিবে না বলিয়া যে পণ করে, এখনো তাহারা ছাড়িতেছে না। এক্ষণে পাবনা জেলে প্রায় দুই শত প্রজা রহিয়াছে। ইহাদিগের বিচার হইতেছে। ইহারা যে সকলে সমবেত হইয়া অত্যাচার করে গবর্ণমেণ্ট ত তাহারই বিচার করিতেছেন, কিন্তু কর বৃদ্ধির চেস্টা হইতেই যে এই গোলযোগের উৎপত্তি হয় তাহার কি করিতেছেন?

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌মান বলেন, যদিও কর বৃদ্ধির চেষ্টা হইতে পাবনার প্রজা বিপ্লব ঘটিয়াছে কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস কৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উন্মূলন ইচ্ছা যে ইহার অন্তরে আছে তাহার সন্দেহ নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব এই প্রজা বিপ্লব সম্বন্ধে যে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন তাহাতেও প্রকারান্তরে এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ন্যাশনাল পেপার বলেন, হিন্দু হিতৈষিণীতে বাখরগঞ্জের সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার বেন্সলির বিরুদ্ধে একটী মিথ্যা ও ঈর্ষাপূর্ণ প্রস্তাব লিখিত হওয়াতে তিনি উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন।

এবার শোন নদের জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সচরাচর জল যতদূর বৃদ্ধি হয় এবার তদপেক্ষা প্রায় ৬ ফীট বৃদ্ধি হইয়াছে, আর কিছু দূর উঠিলেই লৌহ বর্ত্ম স্পর্শ করিবে।

হাবড়া হেরাল্ড্ বলেন, সেদিন একজন ইউরোপীয় ম ট্ গোলা লেন ... আসিতেছিলেন, এমন সময় ১৯ জন বদমায়েস উঁহার সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, তাহা লইবার জন্য উঁহাকে গুরুতর রূপে আক্রমণ করে। পুলিস কোথায় ছিলেন?

গতপূর্ব্ব শুক্রবার একখানি ট্রেণ বঁইচি হইতে পাণ্ডুয়া যাইতেছিল ইতিমধ্যে উহার ড্রাইবর এঞ্জিন হইতে অকস্মাৎ পড়িয়া যায়। ট্রেণ পাণ্ডুয়াতে উপস্থিত হইলে দেখা গেল ড্রাইবর নাই, তখন পুনরায় ট্রেণ পাঠাইয়া দেওয়াতে দেখা গেল ড্রাইবর সাহেব প্রায় ৪ মাইল পশ্চাতে রক্তাক্ত কলেবর হইয়া পড়িয়া আছেন। মাতলা রেলওয়ের একজন ড্রাইবর যে অবস্থায় একদা এঞ্জিন দ্বারা মাতলা নদী পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন নিশ্চিত বোধ হয় সেই অবস্থায় এঞ্জিন হইতে অন্তর্হিত হন।

হুগলীতে যে ডানকুনি খাল খনন করা হইতেছে, শুনা যাইতেছে শীঘ্রই উহা সম্পূর্ণ হইবে। ইহা দ্বারা অনেক উপকার হইবে।

হাবড়া হেরালড বলেন, সম্প্রতি চুচুড়ার হিন্দু কালেজের একজন বেতনভোগী ও একজন অবৈতনিক শিক্ষক বড় বাহাদুরী লইয়াছেন। একটী সামান্য বিষয় লইয়া দুইজনে প্রথমে মুখামুখি পরে হাতা হাতি হইয়া শেষে হুগলির মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালীশ হয়। অবৈতনিক শিক্ষকটীর ১৩ টাকা জরিমানা হইয়াছে। একে অবৈতনিক, তায় জরিমানা, মন্দ চাকরী নয়।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, কলিকাতা পুলিস কোর্ট বাটীতে (পূর্ব্বকার সেলর্স হোম) গত মঙ্গলবারের রাত্রিতে জল পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে। পর দিন মাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য কর্ম্মচারিদের বসিয়া কাজ করা ভার হইয়া উঠে। সম্প্রতি এই বাটীর যে সংস্কার করা হয় তাহাতে ১৮ হাজার টাকা ব্যয় পড়ে। সংস্কার করিতে না করিতেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। একবার সংস্কার করিয়া যদি দুই চারি বৎসর বসিয়া থাকিতে হয় পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের চলিবে কিসে?

মিরর বলেন, আগামী ১২ই আগষ্ট মঙ্গলবার হুগলীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিয়ার্স সাহেবের নিকট তারকেশ্বরের মোহন্তের বিচার হইবে।

নবাব সিংহ নামক যে একজন শিখ কিছু দিন হইল বিচারপতি ফিয়ারের ঘরে চুরি করিয়াছিল, সে সম্প্রতি আবার মহিশূরের একজন রাজ পুত্রের ঘরে চুরি করিয়াছে। ইহার যে রূপ ভাব দেখা যাইতেছে, কোন দিন বেলভিডিয়ারে বা সন্ধি খনন করিয়া বসে।

যে সকল ব্যক্তির সর্প দংশনে মৃত্যু হয়, উহাদের চুল টানিবামাত্র উঠিয়া আইসে। বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট বেবরিজ সাহেব স্বয়ং এবিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি ইহা বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু একদা তিনি সর্প দংশনে মৃত্যু হইয়াছে এমন এক ব্যক্তির চুল টানিয়া দেখিলেন, টানিবা মাত্র চুলগুলি সহজে উঠিয়া আসিল।

উত্তর পশ্চিম।

মসূরি সিজন নামক সংবাদ পত্রের বারাণসীস্থ সংবাদদাতা প্রাচীন কালের একটী অত্যাশ্চর্য্য স্বর্ণ মুদ্রার বিষয় লিখিয়াছেন। মুদ্রাটীর মূল্য একশত মোহর অর্থাৎ ১৬০০ টাকা। ইহার ব্যাস চারি ইঞ্চ এবং অর্দ্ধ ইঞ্চ স্থূল হইবে। ইহার উপর পারসী অক্ষরে গদ্য পদ্য লেখা আছে। মুদ্রাটী অরঙ্গজীবের সময়ের। ইহাতে মুসলমান শকের ১০৮৩ অব্দ লিখিত আছে। এ হিসাবে এটা ইংরাজী ১৬৭১ অব্দের হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত কাল হইয়া গিয়াছে, আজিও এটী নূতনের ন্যায় রহিয়াছে।

জয়পুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী নবাব ফায়াজ আলী খাঁ বাহাদুর সি. এস. আই পদত্যাগ করিয়াছেন।

লর্ড নর্থব্রুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়ম করাতে আজমীরের যাবতীয় সর্দ্দার তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন "মেও কালেজ' দ্বারা যেমন লর্ড মেওর এই কার্য্য দ্বারা সেইরূপ লর্ড নর্থব্রুকের নাম চিরকাল তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

বোম্বাই।

ডিউক অব এডিনবরা রুশীয় সম্রাট কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য সেণ্টপিটারসবর্গে যাত্রা করিয়াছেন। বরযাত্রী কাহারা হইবেন?

ডওি এড্‌বার্টাইজার ভিন্ন ওয়ারিঙ টন গার্ডিয়ান নামক সংবাদ পত্রও পাটনির্ম্মিত কাগজে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পাটের কাগজের ভালরূপ প্রচলন হইলে সংবাদ পত্র গুলি সুলভমূল্য হইয়া লোকের অনেক সুবিধা করিবে।

পাঠকগণ শুনিয়া চমকিত হইবেন সন্দেহ নাই, বোম্বাইয়ের মেজর বেকার গণনা করিয়া দেখিয়াছেন আগামী ১৮৭৫ অব্দে পৃথিবীর ধ্বংশ হইবে! তিনি এবিষয় প্রমাণার্থ রাশি রাশি প্রস্তাব ও পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পৃথিবীর ধ্বংশ হেতু আমাদিগের তত ভয় নাই, কিন্তু মেজর বেকরের জন্য বাস্তবিক আমরা বড় ভয় পাইয়াছি।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দুইজন ইংরাজ সৈন্য বাজি রাখিয়া প্রায় ১০৷ ক্রোশ রাস্তা দৌড়িয়াছিল। একজন ৩ ঘণ্টা ২ মিনিট এবং আর একজন ৩ ঘণ্টা ৭ মিনিটে এই পথ দৌড়ায়। ধন্য ক্ষমতা!

কৃষ্ণা প্রদেশের একটী অল্প বয়স্কা বিধবা স্ত্রী এক যুবককে প্রণয় পাশে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এক বৃদ্ধের নিকট হইতে এক প্রকার ঔষধ লইয়া খাদ্যের সহিত মিশাইয়া ঐ যুবাকে ভক্ষণ করায়। দুর্ভাগ্য ক্রমে যুবক ও তাহার পিতা উভয়ে ঐ দ্রব্য খাইয়া অসুস্থ হয়। এ বিষয় প্রকাশিত হওয়াতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেলঐ ঔষধ গাঁজা ও ধুতুরায় প্রস্তুত। স্ত্রীলোকটীর কিছু দিনের জন্য কারা দণ্ড হইয়াছে। এদেশেও অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা ঔষধ খাওয়াইয়া স্বামী প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পায়। ইহার ফল এই হয়, উহাদিগকে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইতে এবং সময়ে সময়ে প্রাণেও মারা যাইতে হয়।

ইউরোপ।

পিয়নিয়র বলেন, নবাব নাজিমের পুত্রদ্বয় যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন, বৃদ্ধটী সে সমুদায় তাঁহার বিলাসবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য ব্যয় করিতেছেন, এদিকে মহাজনেরা মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছে। একজন দেওয়ানের বাটিটী লইয়াছে,আর একজন স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করা হয় এনিমিত্ত আবেদন করিয়াছে। ওদিকে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত এজেণ্ট এই সকল নিবারণার্থ ক্রমাগত মকর্দ্দমা রুজু করিতেছেন। বোধ হয় এই মাসের মধ্যেই এ সমুদায় বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। নবাব নাজিমের বড় বিপদ দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি নাজিমকে রক্ষা করিতে চান, তাঁহাকে মিতব্যয়ী করিয়া যাহাতে ক্রমে ক্রমে ঋণগুলি পরিশোধিত হয় তাহার একটী ব্যবস্থা করিয়া দিন।

ইন্দু প্রকাশ বলেন, গত ১৭ই জুন নাউরোজী ফর্দ্দুনজী রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দেন। এপর্য্যন্ত যে সকল ইংরাজ সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাদিগের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলেও এদেশীয় জন সাধারণের মনের প্রকৃত ভাব ও অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু সেটী ইঁহা দ্বারা হইয়াছে। ফর্দ্দুনজী লোকের মনের ভাব জানিবার জন্যই গুজরাট প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এদেশীয় সাক্ষিদিগের নিকট হইতে রাজস্ব কমিটী এই বিষয়টী উত্তমরূপে জানিতে পারিবেন।

ইংলণ্ডে পারস্যের সাহাকে বিশেষ সম্মান করাতে রুশীয়ার এই আশঙ্কা জন্মিয়াছে, সাহাকে যদি ইংলণ্ড এই সদ্ব্যবহার দ্বারা বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আসিয়ায় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার যে ইচ্ছা ছিল, তাহার বিঘ্ন জন্মিবে। এই নিমিত্ত তাঁহারা সাহার ইংলণ্ডের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। রুশীয়ার প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ ইংলণ্ডকে প্রজাপীড়ক স্বার্থপর রাজ্যাপহারী প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতেছেন এবং বলিতেছেন সাহা যেন ইংলণ্ডের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া না যান। ইংলণ্ডের যে দোষ থাকুক, কিন্তু রুশীয়ার সহিত বন্ধুতার এবং ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুতার বিশেষ কি, সাহা যে সেটী বুঝিতে পারিবেন না আমাদিগের এমন বোধ হয় না।

কনষ্টাণ্টিনোপলে তুরুস্ক দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ইংরাজ রমণীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজদিগের রীতি নীতি ও পরিচ্ছদ ক্রমে অনেক দেশে সাংক্রামিক রূপ ধারণ করিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, পারস্যের সাহা যখন তাঁহার মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন তখন তাঁহার মূল্য ৯০ লক্ষ টাকা হয়। পরিচ্ছদগুলি পরিত্যাগ করিলে তাঁহার মূল্য কত হয় ফ্রেণ্ড কি বলিতে পারেন?

পারস্যের সাহার ইংলণ্ডে গমন নিবন্ধন অন্য কিছু হউক না হউক এই এক ফল হইয়াছে, তাঁহার সমভিব্যাহারে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পুত্রগণকে ইংলণ্ডে রাখিয়া শিক্ষিত করিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিয়াছে।

সহচর বলেন, পারস্যের সাহা আমাদিগের রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার জীবন কালের মধ্যে আর কখন কাহার প্রতি তাঁহার এত সম্মান করিবার ইচ্ছা হয় নাই। রাজ্ঞীর গম্ভীর অথচ স্ত্রীস্বভাব সুলভ স্নেহময় ভাবে নসিরদ্দীন এক কালে আর্দ্র হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী নিজে তাঁহাকে রাজবাটীর সকল অংশ দেখাইয়াছিলেন। তিনি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন বিশেষ আহ্লাদ সহকারে সেগুলির উত্তর দেওয়া হয়। নসিরদ্দীন এনিমিত্ত অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজবাটী পরিত্যাগের সময় রাজ্ঞী স্বহস্তে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি সাহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। সাহা বরাবর বলিয়াছেন বিক্টোরিয়ার ন্যায় উচ্চ দরের স্ত্রীলোক তিনি আর কখন দেখেন নাই। ভারতবর্ষের ইংলণ্ডের প্রতি ভক্তির যে সকল কারণ আছে রাজ্ঞীর এই সকল অলোক সামান্য গুণ তন্মধ্যে প্রধান।

বিবিধ।

কাবুল হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, আবদুল রহমন খাঁ আর না অগ্রসর হইতে পারে এজন্য আমীর সিয়ার আলী প্রতি দিন হিরাট এবং তুর্কি স্থানে বহু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন।

যে একজন আমেরিকান বেলুনে করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইবার প্রস্তাব করেন, তিনি এক্ষণে নিউইয়র্কে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। ২০ হাজার টাকা হইলেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যে বেলুনে করিয়া তিনি এই মহৎ কার্য্য সাধন করিবেন উহার ব্যাস ১০০ ফীট হইবে। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে এবিষয়ে যদি কৃতকার্য্য হওয়া যায়, এই উপায় দ্বারা ৮১৯ দিনের মধ্যে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসা যাইবে। ইংলণ্ডে রেলওয়ে করিয়া ৫৬ দিনের মধ্যে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিতেছেন ও দিকে আমেরিকা ৮১৯ দিনের মধ্যে পৃথিবী ভ্রমণ করিবার চেষ্টায় আছেন। আমেরিকার নিকটে কাহারও পারিয়া উঠিবার যো নাই।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল খিবাতে যাইবার সময় ৭।৮ হাজার রুশীয় সৈন্য কাম্পিয়ান হ্রদে মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে,এবং প্রায় ১৫।১৬ হাজার উষ্ট্র ও বলদ মরুভূমিতে মরিয়া যায়।

ফ্রেণ্ডের একজন এঙলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহার মুখখানি অবিকল একটী কলিকাতার বাবুর ন্যায়। দাড়ি আছে বলিয়া না কি ?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ১২ জন মাত্র এদেশীয় রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দানার্থ গমন করিতে অনুমতি পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের ৫ পঞ্জাবের ২ বোম্বাইয়ের ৪ এবং একজন মান্দ্রাজের। ইহার অধিকাংশই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী।

সীমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে ৭ জন রুশীয় আফিসর সর্দ্দার আবদুল রহমনের সৈন্যগণকে লইয়া কর্চিকার্শি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই স্থানটী সমারখন্দের ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহারা তথা হইতে একটী রাস্তা বাহির করিতেছে। আমীর ইহাদিগের কার্য্যাদি অনুসন্ধানের জন্য একদল সৈন্য রাখিয়াছেন।

আমেরিকায় 'আগমী" নামে এক প্রকার পক্ষী আছে, ইহারা সর্প বধে বিলক্ষণ পটু। এই পক্ষী সহজে পোষ মানে। ওশন হাইওয়েস নামক একখানি সংবাদ পত্রের একজন লেখক ভারতবর্ষে এই পক্ষী আনয়ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরাও এ প্রস্তাবের অনুমোদন করি।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

ডাক্তার জি, গ্রিফিথ সিলেটে একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, জে, নিউবেরি মুঙ্গেরে বদলী হইলেন।

দানাপুরের প্রতিনিধি কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন এ,এল, প্লেফেয়ার ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ মধ্যে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

ডবলিউ এলেন পাটনার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইবেন। এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বড়পেটার অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় মানভুমে বদলী হইলেন।

উবলিউ ডি, জি, টেলর প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন অন্নদাচরণ কাস্তগিরি চট্টগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রতি কান্ত ঘোষ যশোহরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মধুবনীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন—

তত্রত্য উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী, লেপ্টনণ্ট কর্ণেল জে. বরন্ জি ডবলিউ লিউহেলেন। এম, গেল। বাবু গিরিধারী সিংহ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রাজসাহীর প্রসন্ন নাথ ফণ্ড কমিটীর সভ্য হইবেন।

বাবু হরি নাথ চট্টোপাধ্যায়।
" যাদব চন্দ্র সরকার।
" কিশোরি লাল সরকার।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ। বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষ কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার একজন প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইয়া বারাসতে রহিলেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় !

১। বিগত ১২ই আষাঢ় অপরাহ্ণে এখানকার একজন প্রধান বিখ্যাত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, (বাঙ্গালী) দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হন। পাঠকবর্গের মধ্যে প্রায় অনেকেই সরস্বতী জীকে কৌপীন পরিধান করিয়া থাকিতে দেখিয়া থাকিবেন। বাবু উহাঁর কৌপীন দেখিবামাত্র নিজেও কৌপিন ধারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে উদ্যোগী হন। পরে "স্থীরোভব" করিয়া বসিতে বলিলে বাবু বসিয়াই সরস্বতী জীকে এক প্রশ্ন করেন যে "সকল পণ্ডিতই তোমা হইতে পরাভব হইতেছে, আমাকে বুঝাও দেখি, 'সরল ও বক্র রেখা কাহাকে বলে।' বাবুর মনে সংস্কার এই যে ইনি কেবল বেদান্তে পণ্ডিত, অঙ্কশাস্ত্রে পরাভুত হইবেনই হইবেন! সরস্বতী জী সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ। প্রশ্ন মাত্রেই সদুত্তর প্রদান করিলেন। পরে আরও কতকগুলি উত্ত্যক্তিজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া বাবু শকটারোহণ করিলেন। বাবুটীকে সুরেশ্বরী দেবীর এক প্রধান ভক্ত বলিয়া বোধ হয়।

২। বারাণসীর চকবাজারের এক পার্শ্বে একজন মৌলবী খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিপরীত উপদেশ দিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম সকল জাতির মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কথায় বাইবেলের দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন।

৩। বিগত ৮ই আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটীকার পর ঘোসলা ঘাটে এক ভয়ানক জলস্তম্ভ উঠিয়াছিল, অনেকে দেখিয়াছিলেন এবং আমিও বিশ্বস্ত সূত্রে ইহার সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়াছি। কিন্তু এখানকার "কবিবচন সুধা" সম্পাদক বলেন যে জলস্তম্ভ উঠিয়াই আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া গিয়াছে; অসম্ভব কি ? হইতেও পারে।

বারাণসী শ্রীঃ

মহাশয় !

গবর্ণমেণ্ট ব... [illegible]র সব্‌ডিবিজনটী এককালে উঠাইয়া দিবার কল্পনা করিয়া তৎপ্রদেশস্থ সমুদায় প্রজাবর্গকে যে কি পর্য্যন্ত মহা বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত করিয়াছেন তাহা এক্ষণে বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। উক্ত সব্‌ডিবিজনের মধ্যে দুইটী প্রধান জমীদারের অধিবাস। [illegible]দের অত্যাচার নিবারণ করাই উক্ত উপবিভা[illegible] সৃজন করিবার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; এবং অনেক পরিমাণেও তাহা সফল হইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ অশনি-পাতের ন্যায় উহার উচ্ছেদ সংবাদ শুনিয়া কি ধনী কি নির্ধন, কি জ্ঞানী কি মূর্খ, সকলেই মহা বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া মহামান্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট ক্রমান্বয়ে ৮।১০ খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে মঙ্গীলপুরের দত্তবংশীয় জমীদার মহাশয়েরাও একখানি পাঠাইয়াছেন। সব্‌ডিবিজন্‌টী রক্ষা পায় ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা না হইলেও তাঁহারা একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়া যে অতি বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ যখন দেখিলেন সমুদায় সংবাদপত্র এক স্বরে জমীদারদিগের দোষ ঘোষণা করিয়া ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কায় উহাকে স্থায়ী করিবার জন্য চীৎকার করিতেছে, দেশস্থ সমস্ত লোক উপর্য্যুপরি আবেদন পত্র দ্বারা তাঁহাদের অত্যা-

চারের বিষয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতেছে তখন তাঁহারা যদি মৌন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হইবেক যে তাঁহারাও নিজে সে দোষ স্বীকার করিতেছেন। কেবল বারুইপুরের জমীদার মহোদয়গণ ঘাড় পাতিয়া সমুদায় ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদেরউচ্চ মনকে এই সর্ব্ব-বাদী সম্মত কলঙ্ক আলোড়িত করিতে পারে নাই। বারুইপুর সব্‌ডিবিজন উঠিয়া না গিয়া যে ইহা পুনরায় স্থায়ী হইবে ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই। যাহা হউক আমি অতি বিশস্ত সূত্রে শুনিয়া আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে মহামান্য বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মহোদয় সমুদায় আবেদন পত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সব্‌ডিজনটী স্থায়ী করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আপনি ও আপনার পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন এবং এ সম্বাদ যতই প্রচার হইবে ততই তৎপ্রদেশস্থ সমুদায় লোক মহা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন সন্দেহ নাই। এত দিনের পর সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সবডিবিজন উঠিয়া যাইবে মনে করিয়া জমীদারগণ যে মনে মনে কালনিমার লঙ্কা ভাগ করিতেছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। যাহাহউক দয়ালু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে মনের দুঃখ রীতিমত জানাইতে পারিলে যে তাহার প্রতীকার হইবে ইহা তাহার একটী উদাহরণ স্থল।

৭ই আগষ্ট। বারুইপুর।

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

আগামী ভাদ্রমাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি প্রকটনদ্বারা পাঠকগণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা যাইবে। ইংরাজী বা সংস্কৃত উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব সকল অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

যাহাতে দেশীয় লোকের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ, সুরুচি সংবর্দ্ধন এবং ধর্ম্মনীতির দৃঢ়তা সংসাধিত হয় এবং স্বদেশ ও স্বজাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় তাহাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। যে কোন মত বা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি হউন, এই উদ্দেশ্য সাধক প্রস্তাব সকল প্রেরণ করিলে, আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিব। কিন্তু লেখকদিগের বিশেষ মতের জন্য আমরা দায়ী হইব না।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছে :—

অগ্রিম বার্ষিক	... ...	৩ টাকা।
" যাণ্মাসিক	...	১৸৹
" ত্রৈমাসিক	...	১৸৹
প্রতি সংখ্যা	... ...	।৵৹

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
১০ই শ্রাবণ } প্রকাশক।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেনে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পত্রিকা ও জব ওয়ার্ক অল্পমূল্যে উত্তম অক্ষরে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে।

চির সন্ন্যাসিনী নাটক।

এই পুস্তক শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্রে অথবা পটলডাঙ্গার পুস্তকালয় সকলে তত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে বিক্রেয় পুস্তক।

(পুস্তক বিশেষে কমিসন বাদ আছে।)

নারী শিক্ষা ১ম ভাগ	॥৹
ধর্ম্মসাধন প্রথম হইতে ১৬ সংখ্যা	।৹
ঐ ১৭ " ৩৬	।/৹
ঐ প্রতি সংখ্যা ...	(৫
বামাবোধিনী পত্রিকা ঐ ...	।৹
শম্ভুবোধ	/৹
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা (বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত)	।৹
ব্রাহ্মদিগের আহ্বান	(১
পদ্যসার	৵১০
ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা)	।৵৹
ধ্রুব তপস্যা নাটক	।৵৹
চিরসন্ন্যাসিনী নাটক	
সদ্ভাব কুসুম	৷৶৹
কাঞ্চনমালা	১৲
ধর্ম্ম ও নীতি	৵৹
আধ্যাত্মিক দশ আদেশ	(১০

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥৹
" যাণ্মাসিক	৩॥৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵৹
মাসিক ...	৬৹	৸৵৹
প্রতি সংখ্যা	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵৹ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষরূপ লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
১৮ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—৩২শে শ্রাবণ শুক্রবার। ১৮৭৩—১৫ই আগষ্ট { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৹ টাকা৷

সূচী।

সপ্তাহ।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেব গত কল্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর ভার এ, মেকেঞ্জি সাহেবকে অর্পণ করিয়াছেন। মেকেঞ্জি সাহেব বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জুনিয়ার সেক্রেটরীর ভার এচ, জে, এস, কটন সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের সর্ব্বেয়িং ও প্রাকৃত ভূগোলের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সর্ব্বেয়িং লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একটী প্রিয় বস্তু, যাহারা এ বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবে, সমুদায় স্কলর্সিপের অন্যূন অর্দ্ধেক তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে। যাহারা কেবল সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষা দিবে, তাহাদিগের অপেক্ষা সর্ব্বেয়িং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের প্রতি অনেক বিষয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও হইবে।

বেঙ্গল কৃশ্চান হেরাল্ড যথার্থ খৃষ্টান্ দতের কার্য্য করিতেছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাঁওতাল দিগের মধ্যে খৃষ্টান্ ধর্ম্ম প্রচারার্থ অর্থদানে প্রস্তুত, ইংরাজ সম্পাদকেরা পর্য্যন্ত ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন, কিন্তু হেরাল্ড এ সুবিধা ছাড়িবার নহেন। তাঁহার মতে মহারাণী কাহার ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিবেন না বলিয়া ঘোষণা পত্রে অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের অবলম্বিত ধর্ম্ম তিনি যে রাজ্য মধ্যে প্রচার করিবেন না, এমন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষময় খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর এক স্থানে খৃষ্টীয় সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন তাঁহারা একবার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া দেখুন দেখি, তিনি গবর্ণমেণ্ট কলেজ সকলের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করেন কি না? নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষার্থ অধিক টাকা দেন কি না? এবং একটী মিসনরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিতে পারেন কি না? ইহা কি ধর্ম্মান্ধতা নয়?

আমরা শুনিলাম যে লেপ্টনেন্ট কর্ণেল জে এচ্ টেনান্ট আর ই ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলে থাকিয়া বৃহস্পতি গ্রহের গতি নির্ণয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জ্যোতির্ব্বিৎকে এজন্য মাসিক ১০০ টাকা করিয়া দিবার অনুমতি হইয়াছে।

সিমলার কার্য্যালয় সকল শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সিমলায় শাসন কর্ত্তাদিগের গাঢ় প্রবাস হইল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বারিষ্টার আনেষ্টী সাহেব যিনি কয়েকদিন কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টকে তোলপাড় করিয়াছিলেন এবং যিনি সম্প্রতি বোম্বাইর জজদিগকে থরহরি কম্পমান ও তত্রত্য লোকদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন গত পরশ্ব প্রাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভারত সংস্কারক।

পারস্যরাজ নসিরুদ্দিন সাহ।

পারস্যের সাহের ইউরোপ দর্শন একটী সামান্য ঘটনা। যদি এ ঘটনা দ্বারা ভবিষ্যতে আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় ও পরস্পরের মধ্যে সভ্যতা ও জাতীয় ভাবের বিনিময় হয়, যদি এতদ্বারা আসিয়ার জড় ভাব ও ইউরোপের রুক্ষ স্বভাব তিরোহিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাবের বিস্তার সংঘটিত হয় তাহা হইলে এ ঘটনার ফলশ্রুতি ইতিহাসের অঙ্গ হইয়া থাকিবে এবং উত্তরকালের লোকে ইহাকে একটি অসামান্য ঘটনা বলিয়া স্মরণ রাখিবে। যদি এরূপ ঘটনা ভবিষ্যতে তাদৃশ কোন ফল প্রসব না করে, তাহা হইলে ইহা সামান্যই থাকিয়া যাইবে এবং ইতিহাস ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়া নিস্তব্ধ হইবে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনা ইউরোপকে যেরূপ ঘোর আন্দোলনে আন্দোলিত

করিয়াছে, ইহা হইতেও সহস্রগুণ গুরুতর ঘটনা সেরূপ করিতে পারে নাই। যাহাহউক পারস্যের সাহ ইউরোপে গিয়া যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহা অপেক্ষা বড় বড় লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। রুসিয়া জর্ম্মণি ইংলণ্ড ফ্রান্স সকলেই পারস্যের অধিপতিকে লইয়া উৎসবে মাতিয়াছিলেন। এই সকল সম্রাজ্য সাহকে সম্মান ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্বকীয় অভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য পারস্যরাজের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়া রুসিয়ার পক্ষে আবশ্যক এবং রুসিয়া সে পক্ষে সাধ্যানুসারে ক্রুটী করেন নাই। বর্লিনেও তাঁহার অভ্যর্থনার যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। প্রুশিয়ার সম্রাট রুসিয়ার বন্ধু, পূর্ব্ব রাজ্যের সম্বন্ধে তিনি একেবারে নির্লিপ্ত নহেন। তিনি অবশ্যই রুসিয়ার কল্যাণপ্রার্থী। অন্ততঃ রুসিয়ার জন্য তিনি পারস্য রাজের মন রক্ষা ও তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। সাহ তথা হইতে ইংলণ্ডের অতিথি হন। তাঁহাকে পূজার্চ্চনা করিবার জন্য ইংলণ্ডে বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। এখানকার মহোৎসবের ব্যাপার, এখানকার অভ্যর্থনার প্রণালী ও আড়ম্বরের ধুম ধাম, রুশিয়ার ও জর্ম্মণির ব্যাপারকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিতেছি। সাহ ১৮ই জুন তারিখে ক্রুশেল হইতে ইংলণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি ডোভরে পৌঁছিলে মহারাণীর পুত্রদ্বয় ডিউক অব এডিনবরা ও প্রিন্স আর্থর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এখানে তাঁহার সম্মানের জন্য যার পর নাই সুসজ্জার পরিপাটী হইয়াছিল। চারিংক্রশ ষ্টেসনে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বড় বড় লোক সমভিব্যাহারে পারস্যরাজকে অভ্যর্থনা করিলেন। এ অভ্যর্থনা দেখিবার জন্য অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। রেলওয়ে ষ্টেসনের সালুন ও তাহার বহিঃ প্রদেশ ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য সুসজ্জিত হইয়াছিল। মাননীয় অতিথিকে সেখান হইতে বকিংহামের রাজ প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য ১৩ খানি রাজ শকট সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। নসিরদ্দিন সাহ ও তাহার সঙ্গীগণ যখন তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিলেন, দুধারের সহস্র সহস্র লোক আনন্দ ধ্বনি ও তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

উইণ্ডসরে আমাদের মহারাণী পারস্যরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া তাঁহার প্রিয় বেলমোরা হইতে এতদূর পথ আসিয়াছিলেন। নসিরদ্দিন সাহকে সন্তুষ্ট করিতে ইংলণ্ডের যতদূর সাধ্য, তাহার কিছু মাত্র ক্রুটী করা হয় নাই। তিনি প্রায় ১মাস কাল ইংলণ্ডে ছিলেন। এ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপরিবার অনুচরের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছেন এবং তাঁহার চিত্তরঞ্জনের জন্য যে কিছু উপায় অবলম্বন ও উদ্ভাবন করিবার, তাহা ও করিয়াছেন। ইংলণ্ডের এতটা করিবার কারণ কি? অবশ্য ইহাতে কিছু স্বার্থ থাকিবে। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে শুদ্ধ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সাইরস বা দেরায়ুশের উত্তরাধিকারী বলিয়া ইংলণ্ড নসিরদ্দিন সাহকে কখনই ততটা সম্মান প্রদর্শন ও তজ্জন্য এ বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজন করিতেন না। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় তুরস্কের সুলতানকে যে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল তাহা ইণ্ডিয়া হাউসের উর্দ্ধে উঠে নাই।

রুসিয়ার জয় স্রোত ক্রমে মধ্য আসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং ক্রমে বৃহত্তর বিস্তার লাভ করিয়া ব্রিটিস ভারতবর্ষের সন্নিহিত হইতেছে। ইংলণ্ড বাহিরে যদি ও উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতেছেন এবং বলিতেছেন রুসিয়া তমসাচ্ছন্ন আসিয়া খণ্ডে সভ্যতার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাঁহাকে বাধা দেওয়া বহুদর্শী রাজনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু পারস্তানাধিপতির মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার আড়ম্বর দেখিয়া বোধ হয়, যে তিনি বাস্তবিক রুশিয়ার অগ্রসর দেখিয়া অন্তরে ভয় পাইয়াছেন এবং তজ্জন্য প্রতিবেশী রাজ্যকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। যাহা হউক ইংলণ্ড পারস্যরাজের প্রতি অত্যধিক সদ্ব্যবহার করাতে সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

রুসিয়া কিন্তু ইংলণ্ডের এই আড়ম্বর ও অভ্যর্থনা ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রুসিয়া মনে করিতেছেন যে ইংলণ্ডের সাহকে লইয়া এত বাড়া বাড়ি করিবার আর কোন অভিপ্রায় নাই, কেবল, তাঁহার কৃত অভ্যর্থনার মূল্য কমান, ও তদ্দ্বারা পারস্য রাজকে হস্তগত করা মাত্র। রুসিয়া এ জন্য দুঃখিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন।

কিন্তু আড়ম্বরের ধুম ধামে ও আয়োজনে ইংলণ্ডের একটী শোচনীয় ভ্রম হইয়াছে। সে ভ্রম সামান্য নহে এবং আর যে পরে সংশোধিত হইবে এরূপ বোধ হয় না। সে ভ্রমটী এই, ব্যারণ রিউটারকে পারস্যের যাবতীয় পবলিক ওয়ার্কের ভার গ্রহণ করিতে দেওয়া। ব্যারণ রিউটর এক জন জর্ম্মন্। পারস্তানে টেলিগ্রাফ রেলওয়ে প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য প্রবর্ত্তন করিবার ভার তাঁহার হস্তে থাকাতে তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে পারস্যের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সম্বন্ধে জর্ম্মণি এবং জর্ম্মণির সম্বন্ধে রুসিয়াও তথায় এক প্রকার দাঁড়াইবার স্থল পাইলেন। যাহা হউক, সহস্র সহস্র বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ সত্ত্বে ইংলণ্ডের এ ভ্রম কখন মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। পারস্যরাজ ইচ্ছা করিলেও, ইংলণ্ড ভবিষ্যতে কখন যে রিউটরের হস্ত হইতে সে ভার ছাড়াইয়া লইবেন সে আশা বৃথা। ইহা লোকাচার ও ধর্ম্মাদেশ উভয়েরই বিরুদ্ধ। ইংলণ্ড যদি লোকাচার ও ধর্ম্মাদেশ তুচ্ছ করিয়া সেরূপ করিতে চান, তাহা হইলে রিউটর অবশ্যই জর্ম্মণি ও রুসিয়াকে মধ্যস্থ মানিয়া তুমুল কাণ্ড বাঁধাইবেন্ সন্দেহ নাই।

নশিরদ্দিন সাহ ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে গমন করেন। প্যারিশ নগরীর লোকেরাও এই রাজ অতিথিকে অসামান্য সম্মান প্রদর্শনের ক্রুটি করেন নাই। ফ্রান্সের সর্ব্বাধ্যক্ষ ম্যাকমোহন সস্ত্রীক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন। সাহ তথা হইতে তুরস্কের সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে যাত্রা করিয়াছেন।

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও হাবড়ার ঈশ্বর নাপিত্ ঘটিত মোকদ্দমা।

আমরা যে দিন শুনিলাম যে আমাদিগের সূক্ষ্মদর্শী লেপ্টনেন্ট গবর্ণর উক্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাগচ পত্রাদি সকল চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা সেই দিনই সন্দেহ করিয়া ছিলাম যে অবশ্য ইহার ভিতরে কোন নিগূঢ় কারণ আছে,তবে যে পুলিসের সংস্কারের আশা করিয়াছিলাম সে কেবল মনের সান্ত্বনার জন্য। আমাদিগের যে একটী পূর্ব্বাবধি সংস্কার ছিল, যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা পুলিস ক্যাম্বেল সাহেবের নিতান্ত প্রিয় বস্তু, তাহা এক্ষণে আরও দৃঢ়তর হইল। অন্যান্য সংবাদ পত্রেরা যাহাই বলুন, আমরা আমাদিগের মত সহসা পরিবর্ত্তন করিতে পারিনা। ঈশ্বর নাপিত ও তাহার পরিবারের প্রতি পুলিস যে অসহ্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার করিয়াছিল কে তাহার অপলাপ করিবে? বিশেষতঃ ঈশ্বর নাপিতের সদ্যপ্রসূ যুবতী পুত্র বধূর উপর যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ ও দুর্ব্যবহার করা হয়, তাহা মনে হইলে কাহার না হৃৎকম্প হয়? রাজধানীর সম্মুখে, গবর্ণমেণ্টের চক্ষের উপর, দিনের বেলায়, দেশের শান্তিরক্ষকদিগের দ্বারা এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের চিরকলঙ্ক বলিতে হইবে। বাস্তবিক এ ঘটনাটি মনে হইলে নবাবদিগের যথেচ্ছাচারিতার রাজ্য পুনরুপস্থিত বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্টর এরূপ কদর্য্য দৃশ্য দেখা অভ্যাস নাই সুতরাং জানিয়া শুনিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। এদিকে প্রজাদিগের ভয়ে অন্ন উদরস্থ হইতেছে না। ঈশ্বর নাপিতের মোকদ্দমায় যদিও যথার্থদোষীদিগের এক প্রকার দণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু প্রশ্রয়দাতা হিলী প্রভৃতি সাহেবেরা 'অমনি অমনি' অব্যাহতি পাইলেন বলিয়া, লোকে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়াছে। ইহার উপর সম্প্রতি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অপূর্ব্ব বিচার দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছে। তারাচাঁদ একবার শ্রীঘর দর্শন মাত্র করিয়া আসে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইনস্পেক্টর নিমচাঁদকেও নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি দিয়াছেন। এই মোকদ্দমায় নিমচাঁদের অভিনেতৃত্ব যেরূপ প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন, এখন এ সকলি যদি মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে কি আমরা বুঝিব হাইকোর্টের বিচার গম্ভীর প্রহসন মাত্র? যাহাহউক যথার্থ নির্দ্দোষী ব্যক্তি দণ্ড হইতে বিমুক্ত হয় ইহা অপেক্ষা আমাদিগের আনন্দের বিষয় আর কিছুই নাই। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যদি মোকদ্দমাটিকে সাজান মনে করেন তাহা হইলে কৈলাশ কি অপরাধ করিল? তাহাকেও মুক্তি প্রদান করিয়া সত্যের দ্বারে সম্পূর্ণরূপে খালাস হউন্। কিন্তু যদি ইহার মূলে সত্য থাকে, তাহা হইলে পুলিসের সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক তাহার আর সংশয় নাই। আমরা ভরসা করি যে আমাদিগের সুযোগ্য গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন। যদি প্রজার কল্যাণ সাধন রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বাঙ্গালা পুলিসের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন্, বঙ্গদেশ চির দিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।

নর্ম্মাল স্কুলের নূতন ব্যবস্থা।

লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বাহাদুর নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবেন তাঁহাদিগের জন্য এতদিন কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষা বিধানের জন্য জেলায় জেলায় নর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে এবং তদুদ্দেশে প্রচুর ব্যয় স্বীকারে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত আছেন। এই বিদ্যালয় গুলিতে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না, দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে অর্থাৎ বঙ্গদেশে বাঙ্গালা, আসামে আসামী, উড়িষ্যায় উড়িয়া, বেহারে হিন্দী ভাষা অধীত হইবে। বাঙ্গালায় সাধুভাষার ভালপুস্তক সকলও গ্রহণ করা অভিপ্রেত কি না, এবং কি কি বিষয়ে শিক্ষা দান করা হইবে তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই।

বিদ্যালয় গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। প্রথম শ্রেণীর ৯টী স্কুল নিম্ন লিখিত ৯ স্থানে স্থাপিত হইবেঃ—হুগলী, কলিকাতা, রামপুর বোয়ালিয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাটনা, ভাগলপুর, কটক ও গৌহাটী। এই নয় বিদ্যালয়ের ৯ জন হেড মাষ্টরের এক জনের ৩০০, এক জনের ২৫০, এক জনের ২০০, চারি জনের ১৫০ করিয়া ৬০০ এবং দুই জনের ১০০ করিয়া ২০০ সমুদায়ে ১৫৫০ টাকা মাসিক বেতন হইবে। মাসে ৩০০ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার অর্দ্ধেক গুরু হইবার আকাঙ্ক্ষী ছাত্রেরা এবং অর্দ্ধেক পণ্ডিত হইবার আকাঙ্ক্ষী ছাত্রেরা পাইবেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যয় ধরিয়া প্রথম শ্রেণীর ৯টী নর্ম্মাল স্কুলের বার্ষিক সামুদায়িক ব্যয় ৬৩,৯৫০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ২২টী নিম্ন লিখিত জেলা সকলে হইবে;—বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া, যশোহর, মুরশিদাবাদ, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট,

ত্রিপুরা, গয়া, সাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, মুঙ্গের, পুর্ণিয়া, হাজারিবাগ. মানভূম, ত্রিহুত। ইহার প্রত্যেক স্কুলে হেড মাষ্টরের মাসিক বেতন ৭০, দ্বিতীয় শিক্ষকের ৩০, ছাত্রবৃত্তি ১২০ এবং অন্যান্য ব্যয় ২০ সমুদায়ে ২৪০ টাকা।

তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ১৫টী নিম্ন লিখিত ১৫টী স্থানে হইবে;—বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, কাছাড়, নোয়াখালি, পুরী, বালেশ্বর, সিংহভূম, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, শিবসাগর, লখিমপুর, দারভাঙ্গা। তৃতীয় শ্রেণীর এক একটী বিদ্যালয়ে হেড মাষ্টরের বেতন ৫০, দ্বিতীয় শিক্ষকের ২০, ছাত্রবৃত্তি ৮০ এবং অন্যান্য ব্যয় ১৫ টাকা সমুদায়ে ১৬৫ টাকা ব্যয় স্থির হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি কেবল গুরু হইবার আকাঙ্ক্ষী ছাত্রদিগকে প্রদত্ত হইবে। তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সামুদায়িক বার্ষিক ব্যয় ১,৫৭,০২০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৩০০০ টাকা এবং অন্যান্য শ্রেণীর ১০০০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত দান প্রদত্ত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যখন বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক নর্ম্মাল স্কুলগুলি সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এ অর্থের যাহাতে যতদুরসাধ্য সদ্ব্যয় হয়, তাহার প্রতি মনোযোগী হইবেন। এডেড্ স্কুলের জন্য নূতন সাহায্য দান বন্দ করিয়া বিদ্যা প্রচারের পথ বিলক্ষণ অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, এ টাকা সাহায্য দিলে অনেক ছাত্রের উচ্চতর শিক্ষা লাভ হইতে পারিত। এক্ষণে নর্ম্মাল স্কুল সকলদ্বারা যাহাতে দেশীয় ভাষা ও বিজ্ঞানাদির শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া অল্পে অল্পে দেশ মধ্যে প্রকৃত বিদ্যার প্রচার হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে গবর্ণমেণ্ট যেন বিস্মৃত না হন।

বঙ্গভাষার দুরবস্থা এবং দেশীয় লোকদিগের কর্ত্তব্য।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা এরূপ জঘন্য ছিল যে ইহাতে সুপাঠ্য গ্রন্থ প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক, বিশুদ্ধ রূপে একখানি চিটী পত্র লেখাও অসম্ভব ছিল। অল্পকাল মধ্যে এই ভাষায় রাশি রাশি পুস্তক ও সংবাদ পত্র প্রচারিত দেখিয়া কে না আশ্চর্য্য হয়েন? বঙ্গভাষার সংস্কার ও উন্নতি কিরূপে সাধিত হইল, ইহা আলোচনা করিতে গেলেই খৃষ্টীয় মিসনরী এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। মিসনরীগণ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র, বাঙ্গালা সংবাদ পত্র এবং বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তাঁহাদিগের ভাষা অবিশুদ্ধ হউক এবং তাঁহাদিগের অভিসন্ধি খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হউক, কিন্তু আমাদিগের জন্য যে তাঁহারা এক নূতন রাজ্য আবিষ্কার করিয়া দিলেন তাহার সন্দেহ নাই। দেশীয়গণ তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া, অনেক সময় তাঁহাদিগের হস্তে মাতৃভাষার দুর্দ্দশা দর্শনে দুঃখিত হইয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্ হইলেন। এক দিকে ব্রাহ্ম সমাজ প্রাচীন শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সমবেত করিয়া বঙ্গভাষাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, অন্য দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার অনুবর্ত্তী সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ অনুবাদ, সঙ্কলন ও সুললিত সন্দর্ভ রচনাপূর্ব্বক দরিদ্র মাতৃ ভাষার অভাব পূরণ করিতে লাগিলেন, আর একদিকে ইংরাজী ভাষাজ্ঞ দেশীয় কৃতবিদ্য গণ ইংরাজীর আদর্শে, কাব্য নাটক ও বিজ্ঞানাদি প্রস্তুত করিয়া সাহিত্যের বিশুদ্ধতা ও জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। এই তিনটী যন্ত্র কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া কদাকার বঙ্গভাষার সুসৌষ্ঠব বিধান করিয়াছে—বঙ্গ সাহিত্যের মূল পত্তন করিয়াছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয় যে তাঁহারা স্কুলবুক সোসাইটী, গার্হস্থ্য পুস্তকালয়, ও বাঙ্গালা ভাষায় সাময়িক পত্রাদি প্রচারে অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক আপনাদিগের বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন এবং অধীনস্থ বিদ্যালয় সকলে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল প্রচলিত করিয়া গ্রন্থকারগণকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন। এইরূপ কয়েক উপায়ের সমবেত কার্য্য গুণে বঙ্গভাষা ক্ষিপ্র পদে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ছিল, ইহার পুস্তক সকল কেবল বাঙ্গালার নয়, আসাম, উড়িষ্যা, বেহার প্রভৃতি জনপদের বিদ্যালয় সকলে পাঠ্যপুস্তক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালার জননী সংস্কৃত ভাষাও সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সকল সুলক্ষণ দেখিয়া দেশহিতৈষী জনগণের চিত্ত কত না আশায় উৎসাহিত এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল!!

কিন্তু হায়! বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গভাষার হঠাৎ অকাল মৃত্যু লক্ষণ দর্শন করিয়া আমরা সাতিশয় শঙ্কাকুল হইয়াছি। আমরা অদ্য তাহার কয়েকটী উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি, পশ্চাৎ বিশেষ সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিলঃ—

১—উড়িষ্যা ও আসামে বাঙ্গালা ভাষার লোপ; ২-বঙ্গ বিদ্যালয়ে সাহিত্য পাঠের অনাদর; ৩-আদালতের ভাষাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় পরিণত না করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালাকে আদালতের ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা; ৪-বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে ইংরাজী সংমিশ্রণ; ৫-কৃতবিদ্য

ও মুলেখক বাঙ্গালী গণের বঙ্গভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরাজীতে বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা ইত্যাদি।

১ম। উড়িষ্যা ও আসামে বাঙ্গালা ভাষার লোপ। মূল সম্বন্ধ ধরিতে গেলে উড়িষ্যা, আসামী ও বাঙ্গালা তিনই প্রায় এক বলিতে হইবে। বর্ণগত সামান্য বিভিন্নতা ও উচ্চারণের অসমতার জন্য ইহাদিগকে এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা-শ্রেণীতে বিভক্ত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত কার্য্য, তাহা ভাষা-বিৎ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বজ্ঞ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উচ্চারণ ভেদের জন্য ভাষার বিভিন্নতা করিলে পূর্ব্ববাঙ্গলা ও পশ্চিম বাঙ্গালার ভাষাও বিভিন্ন করিতে হয়; ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের ও এক ভাষা কখনই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের ভাষার সম্মিলন হওয়াতে ইংরাজী সাহিত্যের যে মহোন্নতি সাধিত হইয়াছে কে অস্বীকার করিবেন? যতদূর সাধ্য বাঙ্গলা ভাষার সীমা বিস্তার হইতে দিলে ভাষার উৎকর্ষ এবং তৎসঙ্গে অনেক বিষয়ে দেশের যে সমূহ কল্যাণ লাভ হইতে পারে, কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অল্প অল্প প্রভেদ জন্য এক ভাষা দশ আকারে বিচ্ছিন্ন হইলে সকলেই সঙ্কীর্ণ ও হীনবল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভাষার একতা দ্বারা জাতীয় একতা হয়; সাহিত্য-ক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়া অধিক সংখ্যক চিন্তাশীল লোকের জ্ঞান ও ভাবের আধার হয়, সকলে সমবেত হইয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে অধিকতর উৎসাহিত হন। প্রাচীন গ্রীক জাতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। বাঙ্গলা ভাষা ক্রমে ক্রমে যেরূপ বিস্তারিত হইতেছিল তাহাতে ইহা অনায়াসে ও অব্যাঘাতে সমুদায় বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সী অধিকার করিতে পারিত, কিন্তু আমাদিগের লেপ্টনণ্ট বাহাদুর তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। আসামী ও উড়িষ্যা ভাষা যদি বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হউক আমাদিগের তাহাতে কিছু মাত্র আক্ষেপ নাই, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার যে স্বাভাবিক গতিরোধ ও অনিষ্ট সাধন করা হইতেছে এইটিই বিশেষ দুঃখের বিষয়।

২য়। বঙ্গ-বিদ্যালয়ে সাহিত্য পাঠের অনাদর। আমাদিগের কর্ম্মক্ষম লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সদাচারী বিদ্বান্ কর্ম্মচারী চান না, কিন্তু বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহার আদরণীয়। এইজন্য তিনি অঙ্কবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সার্ভেইং লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। শিক্ষক সকলও তদ্বিষয় সকল শিক্ষা দানার্থ বিশেষ যত্নশীল। সাহিত্যের সমাদর নাই কাজে কাজেই তাঁহারাও তাহার শিক্ষাদান আবশ্যক মনে করেন না। কেবল ইহা নহে, গবর্ণমেণ্ট সাহিত্য পাঠ এক প্রকার নিষেধ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য! বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সাহিত্য ব্যতিরেকে বিদ্যাবিশারদ হইবে! তাহাদিগকে চলিত বাঙ্গালায় রচনা লিখিতে হইবে, আদালতের পাট্টা, কবুলতি লিখিতে শিখিলেই, বিদ্যা হইল! এতদিনের পর গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা সকলই জাঁকিয়া গেল। বস্তুতঃ, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি রাজার সাহায্যাধীন, রাজার ইহাতে উৎসাহ নাই, সুতরাং সাহিত্য অনুশীলনের মূলচ্ছেদ হইতেছে।

৩। আদালতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ব্যবহৃত না হওয়া।—সভ্য দেশ সমূহে আদালতের ভাষাই (কোর্ট ল্যাঙ্গোয়েজ) বিশুদ্ধ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ভাষাশিক্ষার্থীরা আদালতের ভাষা শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ রীতিতে কথোপকথন ও লিখিতে শিক্ষা করে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি যে কোন দেশের আদালতে যাও, তথাকার ভাষা শুনিয়া তাহার বিশুদ্ধ রীতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গ দেশই কেবল ইহার ব্যতিক্রম স্থল। ইহার যে কোন আদালতে যাও (অবশ্য যথায় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হয়) ইহার অপরূপ ভাষা শ্রবণে চমৎকৃত হইবে। বাস্তবিক, বলিতে লজ্জা হয় যে, বঙ্গদেশের আদালতের ভাষা শুনিলে বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে হয়। ইহা বাঙ্গালা, পারশী আরবি, হিন্দুস্থানী, ভগ্ন ইংরাজী প্রভৃতি অনেক উপাদানে বিরচিত, আদালতে কিছু কাল না কাটাইলে ইহা কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ ইহার লিখন প্রণালী যেরূপ জঘন্য ও ভদ্রতা বিরুদ্ধ, তাহাতে ইহা যে দেশের কলঙ্ক স্বরূপ, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার সংস্কার করা কাহার কি সাধ্যায়ত্ত নহে? মোক্তারদিগের পরীক্ষার নিয়ম হইলে আমরা মনে করিয়া ছিলাম, যে শিক্ষিত-দল আদালতে প্রবেশ করিলে বুঝি আদালতের ভাষার সংস্কার হইবে, কিন্তু আমাদিগের সে আশা বিফল হইতেছে। শিক্ষিতগণ আদালতের ভাষার সংস্কার না করিয়া, আপনাদিগের শিক্ষিত সাধু ভাষাকেই আদালতের ভাষায় পরিণত করিয়া ফেলিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে অধিক দোষ কি দিব? গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই এই দোষের পৃষ্ঠপোষক। আদালতের ভাষা ক্যাম্বেল সাহেবের আদর্শ বঙ্গভাষা, তিনি তাহাই সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবার জন্য সমুৎসুক।

বিদ্যালয় সকলেও সেই ভাষার আধিপত্য সংস্থাপিত করিতেছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণ শরীরপাত করিয়া যে ভাষার জন্ম দান করিলেন, আদালতের আমলা মহাত্মাদিগের ভাষার নিকট তাহাকে পরাস্ত মানিতে হইল। রাজদৃষ্টির প্রভাবে এবং দেশের দুরদৃষ্টে সকলি সম্ভব!

৪র্থ। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকায় ইংরাজী সংমিশ্রণ। আজিকালি এটি একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ বাঙ্গালা পত্রিকা ক্রমে ইংরাজীতে পরিণত হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আপাততঃ দুইটী দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম বাঙ্গালা ভাষার প্রতি গবর্ণমেন্টের অনাদর, দ্বিতীয় দেশীয়দিগের রুচির বিপর্য্যয়। গবর্ণমেন্ট ব্রতপালনের ন্যায় একটী অনুবাদক রাখিয়াছেন, তাঁহাদ্বারা অনুবাদ কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, তাহার তত্ত্বাবধান লওয়া আবশ্যক মনে করেন না। দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদক সকল বহ্বায়াস স্বীকারপূর্ব্বক অবশ্য জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয় সংকলন করিলেন, অনুবাদকের আলস্যে তাহা গবর্ণমেন্টের গোচর হইল না, সম্পাদকেরা চিৎকার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে চিৎকার কেবল তাঁহার কাগজ মধ্যেই আবদ্ধ রহিল; অগত্যা তাঁহাকে ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হইল। দ্বিতীয়তঃ দেশীয় দিগেরও বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ নাই। অনেকে হয় তো বাঙ্গালা "জানেন না" বলিয়া থাকেন—কেহ কেহ কিছুই জানেন না, কিন্তু এক একখানি ইংরাজী পত্র হস্তে করিয়া বেড়াইতে কিম্বা সম্মুখে রাখিতে ভাল বাসেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক কি পত্রিকা দেখিতেও লজ্জা বোধ করেন। দেশে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং সম্পাদকগণ অর্থাভাব মোচন বা লোকানুরঞ্জন মানসে ইংরাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, মাতৃভাষার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েন না। ইহাও বঙ্গ ভাষার অবনতির অন্যতর নিদর্শন।

৫ম। কৃতবিদ্যদিগের ইংরাজীতে বিদ্যা প্রকাশের ইচ্ছা। আমাদিগের এ বিষয়টীর বিশেষ করিয়া আন্দোলন করিবার ইচ্ছা রহিল। অদ্য এই মাত্র বক্তব্য যে কৃতবিদ্যগণ কথোপকথন, বক্তৃতা, পত্রাদি লিখন এবং সংবাদ পত্রাদি প্রচারে ইংরাজীর আশ্রয় গ্রহণে যেরূপ অনুরাগী, বাঙ্গলায় সেরূপ নহে। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই—যাঁহারা কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমূহ আয়াস ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে বাঙ্গালা-সাহিত্য-সংসারে তাঁহাদিগের দর্শন লাভ বিরল হইয়াছে। তাঁহাদিগের অনেকে হতভাগ্য মাতৃ ভাষাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় বিদ্যা বুদ্ধি সময় ও পরিশ্রম ইংরাজীর সেবায় সমর্পণ করিয়াছেন। নব্য যুবকগণ ইহাঁদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবেন আশ্চর্য্য কি?

কিশোরীচাঁদ মিত্র।

বঙ্গ ভূমি আর একটী রত্ন হারাইলেন। প্রায় দেড় মাস হইল কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, বঙ্গদেশ এখনও তাঁহার শোক বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; ইতি মধ্যে আর একটী শোক আসিয়া উপস্থিত। বিগত বুধবার, ২৩শে শ্রাবণ, রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সুশিক্ষিত সম্প্রদায় যে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াছেন ইহা বলা বাহুল্য।

১২২৯ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে কিশোরী চাঁদ মিত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, কিছু দিনের মধ্যেই সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজন গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ টমসন্ সাহেব ভারতের উন্নতি কামনা করিয়া যে সভা সংস্থাপন করেন, বাবু কিশোরীচাঁদ সেই সভার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই সভাই অধুনাতন ভারতবর্ষীয় (ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন্) সভার ভিত্তি ভূমি। তিনি থিওবোল্ড সাহেবের সময়ে কিছু দিন রেলওয়েতে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, পরে এই রাজধানীস্থ চিত্রশালিকার (এসিয়াটিক সোসাইটির) সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। কথিত আছে তিনি এই সময়ে ইংরাজিতে, রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউতে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লেখেন, বঙ্গদেশের তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেব ঐ প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া বিশেস আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ লেখককে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। কিশোরী বাবু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় দ্বারা, তাঁহার যোগ্যতা ও কার্য্য দক্ষতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া ক্রমে তাঁহাকে কলিকাতার পুলিস-মাজিষ্ট্রেটের পদ অর্পণ করেন। তিনি যোগ্যতা সহকারে পুলিষের কার্য্য সম্পাদন করিলেও কোন বিশেষ কারণে পদচ্যুত হন। তদবধি দেশীয় কোন ব্যক্তিই কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেট হইতে পারেন নাই।

কিশোরী বাবু একজন প্রকৃত বিদ্যানু-

রাগীও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। মাতৃভূমির উন্নতি সাধন কার্য্যে তাঁহার হস্ত সতত প্রসারিত থাকিত। তিনি একজন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজ সংস্কারক। তাঁহার রচনাশক্তি ও বাগ্মিতাগুণে তিনি সাধারণের আদর ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি Theo-philanthropic সভার প্রতিষ্ঠাতা। তিন কলিকাতা রিভিউর একজন বিচক্ষণ সুলেখক ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়, রমাপ্রসাদ রায়, মতি শীল, চৈতন্য প্রভৃতি দেশের বড় বড় লোকের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। হিউম সাহেব ইণ্ডিয়ান ফিলড নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলে তিনি সেই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় (ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন) সভার একজন প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদারপ্রকৃতি দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতীব সুদুর্লভ। সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার গুণের ভাগই অধিক বলিতে হইবে। কিন্তু মানবীয় স্বভাব নিবন্ধন তাঁহার দুর্ব্বলতার ভাগও অল্প ছিল না। আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি এরূপ বহুগুণের আধার হইয়াও, বঙ্গ মাতার কয়েকটী সুশিক্ষিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় পানদোষের নিতান্ত বশবর্ত্তী ছিলেন। আমরা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম যে এই পান দোষই তাঁহার মৃত্যুর অন্যতর কারণ। যাহা হউক, তাঁহার বিয়োগে দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের অশেষ ক্ষতি হইল, সন্দেহ নাই।

প্রাপ্ত। (১)

অমৃতবাজার ও ক্যাম্বেল সাহেব।

আমাদের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেব নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রজাদিগের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন। সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি যখন তাহাদিগের জন্য সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, জমিদার ও রাইয়তে বিবাদ হইলে তিনি যখন শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার সেরূপ পরিচয় দিবার অধিকার নাই এ কথা কে বলিবে? আমাদের অমৃত বাজার পত্রিকাও মহাত্মা ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় সেই নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রজাদিগের হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ সাধারণ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তন কালে তৎপ্রতি ইহাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না, অধিকন্তু সে সময় ক্যাম্বল সাহেবের প্রধান বিপক্ষ হইয়া উঠেন। জমিদার ও রাইয়তের বিবাদ স্থলে, অমৃত বাজার স্পষ্টতঃ জমিদারদিগের সপক্ষতা করেন, এবং সে সময় রাইয়তদিগের প্রতি ইহাঁর কোন স্নেহ মমতা ও সহানুভূতি কার্য্যতঃ প্রকাশ পায় না। আশ্চর্য্য! ক্যাম্বেল সাহেব ও অমৃত বাজার উভয়েই নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের হিতৈষী অথচ উভয়ের কোন স্থলে ঐক্য নাই। ইনি যখন দক্ষিণাভিমুখী, উনি তখন উত্তরমেরুর সন্নিহিত, এই অনৈক্য আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে আরও সুস্পষ্ট দেখা যায়। নীলকরেরা যখন প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করে, তখন ক্যাম্বেল সাহেব প্রায় নিদ্রা যান এবং কথাটীও কন না। কিন্তু অমৃত বাজার তখন বড় জাগ্রৎ থাকেন এবং ডাকা ডাকি চেঁচা চেঁচি করিয়া পাড়াকে অস্থির করিয়া তুলেন এবং শান্তিপ্রিয় লোকদের মধ্যে হুলস্থুল বাঁধাইয়া দেন। আবার দেখ ক্যাম্বল সাহেব রথ্যা কর আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রজা পীড়নের একটি নিদারুণ অমোঘ ব্রহ্ম অস্ত্র সৃষ্টি করিলেন এবং জমিদারদিগকে সেই অস্ত্রের প্রয়োগ কৌশল শিক্ষা দিয়া ইহাকে তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। অমৃত বাজার এই রথ্যাকর আইনের পরম শত্রু। দুঃখী জনের বন্ধু হইয়া ক্যাম্বেল সাহেব চা-চাষের জন্য বিদেশে কুলি পাঠাইবার আইন করিতেছেন। কুলিদিগের প্রতি যাদৃশ দুর্ব্ব্যবহার হইয়া থাকে, কিছুই তাঁহার অগোচর নাই, তিনি তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়াও থাকেন। তথাপি জানিয়া শুনিয়া আমাদের দীনবৎসল শাসনকর্ত্তা, তাহাদিগকে নিরতিশয় নিষ্ঠুর পীড়নে পেষিত করিবার জন্য অবান্ধব প্রবাসে নির্ব্বাসিত করিতে চান। অমৃত বাজার কখনই ইহা অনুমোদনও করিতে পারেন না, সহ্যও করিতে পারেন না। উভয়েই দীনজনের বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে চান অথচ উভয়ের ভাবগতিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী। উভয়ের ভাব গতিক আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং মনে মনে এই প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হয় ইহাঁরা কি প্রকার হিতৈষী?

যাহা হউক ক্যাম্বেল সাহেব কি অমৃত বাজার যাহাই বলুন না কেন, তাঁহারা কেহই নিম্ন শ্রেণীর হিতৈষী বন্ধু নহেন। উভয়েই আপন আপন অভিসন্ধির পক্ষপাতী। ক্যাম্বেল সাহেব যে পরিমাণে জমিদারদিগকে নির্ম্মূল করিতে চান, সে পরিমাণে প্রজাদিগের হিত সাধন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, যে পরিমাণে স্বজাতি চা-করদিগের সহায়তা করিতে চান, সে পরিমাণে প্রজাদিগের ক্লেশ নিরাকরণ করিতে চান না। যে পরিমাণে উচ্চশিক্ষার মূলচ্ছেদ করিয়া দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে চান, সে পরিমাণে সাধারণ লোকদিগকে সুশিক্ষিত করিতে চান না। যে পরিমাণে

(১) আমরা নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া পত্রিকাতে এই প্রস্তাবটীর স্থান দান করিলাম। লেখকের মতের জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী। স।

নীলকরদিগের কল্যাণ প্রার্থনা করেন,সে পরিমাণে তাহাদের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে চান না। অমৃত বাজার ও অপর দিকে, প্রজার বন্ধুত্ব ক্রমে পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি যখন যশোহরে ছিলেন, তখন তাঁহাকে নিম্ন শ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তখন পায়ে চটী জুতা, কাঁধে গামচা করিয়া দুঃখী প্রজাদিগের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন, এখন সে কালও নাই সে হালও নাই। কলিকাতায় আসিয়া পায়ে বুট পরিয়াছেন, গায়ে পিরাণ দিয়াছেন, সুতরাং এখন আর তাহাদের দুঃখে দুঃখ বোধ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ এখন কলিকাতায় আসিয়া সমাজের উচ্চস্তরের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, এখন দুঃখী লোকদিগের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে বড় বড় লোকের কাছে কলিকা পাওয়া ভার হইবে এবং তাঁহারা ছোট লোক বলিয়া ঘৃণা করিবেন সুতরাং এখন বহুদিনের আশ্রিত দীন হীন জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সাহস হয় না এবং বড় বড় লোকদিগের সপক্ষতা না করিলে চলেনা। দেখিয়া শুনিয়া অমৃত বাজার কাজে কাজেই আপনার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুঃখী জনের কান্না আর তাঁহার কাণে যায় না।

যখন ইণ্ডিয়ান মিরার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে অমৃত বাজারের এই সহানুভূতির পরিবর্ত্তন প্রচার করেন, তখন সে কথা সকলে বিশ্বাস করেন নাই। পরে “বেঙ্গলী” সংবাদপত্রও এ বিষয়ের উল্লেখ করেন। ইহাতেও অনেকের চৈতন্য হয় নাই। এক্ষণে পাবনার প্রজাদিগের উপপ্লব সম্বন্ধে অমৃত বাজারের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া অনেকে অবাক হইয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাদের চৈতন্য হয় নাই, এখন তাহাদের চৈতন্য হইতেছে। এক্ষণে ইহা অনেকের মনে হইতেছে যে কলিকাতার অমৃত বাজার যশোহরের অমৃতবাজার নহেন, কিন্তু তাঁহার বিকৃত প্রেতাত্মা।

উপসংহার কালে ক্যাম্বল সাহেব ও অমৃত বাজার পত্রিকা এ উভয়ের নিকট আমাদিগের কর যোড়ে প্রার্থনা, তাঁহারা যথার্থ নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রজাদিগকে তাঁহাদের বন্ধুতাজনিত উপকার হইতে রক্ষা করুন্।

—

(আমাদিগের বারাণসীস্থ সংবাদ দাতা হইতে)

অতীব আহ্লাদের সহিত লিখিতেছি যে জগদীশ্বর এত দিনের পর আমাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন। কাশীর বদ্‌মায়েস ভুবিখ্যাত। ঐ বদ্‌মায়েস দিগের নির্যাতনার্থ আমাদের বারাণসীর সুযোগ্য বিচার কর্ত্তা মহোদয়গণ একান্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। বিনা প্রমাণে বদ্‌মায়েস দিগের অল্প কালের নিমিত্ত দণ্ড হইবার বিধি আমাদের বিচারকর্ত্তাগণের প্রতি অর্পিত হইয়াছে এবং কার্য্যতঃ অসভ্য বদ্‌মায়েসদিগের দণ্ড ও হইতেছে। এখনও এ স্থানে অসংখ্য বদ্‌মায়েস বিরাজমান আছে। বোধ করি ইহাদের প্রতি ও বিশেষ বিধান করা হইবে। অনেক বদমায়েস স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেছে।

২। জনরব যে এখানকার গঙ্গার উপর এক সেতু হইবার কল্পনা হইতেছে এবং রোহিলখণ্ড কোম্পানির রেলওয়ের জন্য এইটী হইবে। অপরিমেয় অর্থ ব্যয় না করিলে ইহা শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারিবে না। উক্ত কোম্পানির রেল রাস্তায়, বরুণানদীর সেতু প্রস্তুত হইয়াছে; কাশী হইতে জোয়ানপুর পর্য্যন্ত রেলওয়েতে মালাদি যাইতেছে কিন্তু আরোহীর শকট এপর্য্যন্ত চলিতেছে না।

৩। এলাহাবাদে অনেকানেক সহৃদয় ব্যক্তি সমবেত হইয়া এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। ঐ সভার উদ্দেশ্য এই যে উঃ পঃ প্রদেশ হইতে উর্দ্দূ অক্ষর লোপ হইয়া, হিন্দী অক্ষরে গবর্ণমেণ্ট আফিসাদিতে কর্ম্ম কাজ করা হয়। সভ্য মহোদয়গণ ঐ বিষয় রাজ প্রতিনিধি সমীপে আবেদন করিবার নিমিত্ত একান্ত যত্নবান হইয়া আমাদের কাশী ধামে কয়েক খণ্ড আবেদন পত্র নাম স্বাক্ষরিত করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। অনেকে নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে। যে যে মহাত্মা উর্দ্দূপ্রিয়, আবেদন পত্রে নাম স্বাক্ষর করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরোধ এই যে উর্দ্দূ অক্ষরে যখন নানা রকমের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, কাছারিতে উর্দ্দূ অক্ষরে প্রায় আবশ্যক শূন্যাদি দেওয়াই হয় না, তজ্জন্য ন, ব ইত্যাদির ভেদ করা যায় না, তখন ঐ রূপ লিখিবার নিয়ম ত্যাগ করিয়া হিন্দী করিলে সকল বিষয়েই উত্তম হইবে সন্দেহ নাই। আর উর্দ্দূ একটী স্বতন্ত্র ভাষা নয়, আরবী, পারসী ও হিন্দী একত্র করিয়া যাহা বলা যায়, তাহার নাম উর্দ্দূ।—নানাবিধ ভাষা যখন এ দেশে ব্যবহৃত হয়, তখন যাঁহারা কেবল হিন্দীজ্ঞ তাহাদিগকে আফিসে গিয়া বোকা হইয়া থাকিতে হয়। অতএব যখন উর্দ্দূ একটী স্বতন্ত্র ভাষাই নহে তখন যাহাতে ইহার উচ্ছেদ হইতে পারে তাহার প্রতি মনোযোগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

৪। বিগত ৬ই শ্রাবণের পত্রে যে লিখিয়াছিলাম বাবু * *র সুপুত্র মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া. বেশ্যা সঙ্গে রাত্রিযোগে এক বিবির ঘরে প্রবেশ করিয়া ধৃত হন। অধুনা ঐ বিবিকে সম্মতি পূর্ব্বক ২৫০ আড়াইশ টাকা দিয়া মুক্তি পাইয়াছেন। মাতালের টাকার এমনই খরচ।

৫। কাশীর নীচে গঙ্গাদেবী প্রবল বেগ ধারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি একটী মহারাষ্ট্রীয়া বৃদ্ধা, ঘাটে স্নান করিতে গিয়া, জলে ডুব দেওয়া মাত্রই গঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন, পরে যে তাঁহার কি হইয়াছে তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। প্রায়ই ঘাটে আজ কাল জলের জোর অধিক। ঘাটের রক্ষক অর্থাৎ পাণ্ডারা সতর্ক হইয়া থাকিলে ঘাটে লোক নষ্ট হইবার কম সম্ভাবনা থাকে।

৬। বারাণসীর জয়নারায়ণ কলেজের প্রিন্সিপাল রেভরেণ্ড এইচ, ডি, হাবার্ড এম, এ, দুই বৎসরের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সম্প্রতি প্রত্যাগত হইয়া, পুনরায় উক্ত কলেজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি এক জন বিচক্ষণ লোক, ইহাঁর অনুপস্থিতি কালে রেভরেণ্ড এইচ ডবলিই সেকল এম, এ, দুই বৎসর অতিশয় প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

৭। বারাণসী কুইন্স কলেজের বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বাবু গিরীশচন্দ্র রায়কে দিনাজপুরের রাণী এক স্বর্ণ মেডেল পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ইহার মূল্য ২৫০ টাকা। ঐ কলেজের বি, এ, উত্তীর্ণ বাবু গিরীশচন্দ্র সেট বিজন গ্রামের মহারাজ প্রদত্ত এক স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—

সংবাদাবলী ।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ ।

গুরু মহাশয় দিগের শিক্ষার্থ অর্থাৎ পাঠশালার জন্য গুরু প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কতিপয় নর্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের (ডিরেক্টর অব পব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাকসন্‌) অভিমতে ইহাতে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে না কেবল দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হইবে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে বাঙ্গালা, বেহারে হিন্দি, উড়িষ্যায় উড়িয়া এবং আসামে আসামী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। ত্রিহুতে প্রথম শ্রেণী মোজাফ্ফর পুরে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং দ্বার ভাঙ্গায় তৃতীয় শ্রেণীর নরম্যাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। চব্বিস পরগণার জন্য বারাসতেও আর একটী নরম্যাল বিদ্যালয় হইবে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর স্থায়ী বন্দবস্ত সম্বন্ধে চব্বিস পরগণা ও ত্রিহুত ব্যতীত প্রতি ডিস্‌ট্রিক্টে এক একটীর অধিক নরম্যাল বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক বোধ করেন না, তবে বিশেষ আবশ্যক হইলে কেবল বর্ত্তমান বর্ষের জন্য(১৮৭৩।৭৪)কোন কোন ডিস্‌ট্রিক্টে (৩০০) তিন শত টাকার অনধিক দান করিতে পারেন। পাঠক মহাশয়েরা জানেন যে এই সকল গুরু ২॥০ টাকা সাহার্য্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন।

সেখ সাহাবুদ্দিন, যে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে দুইটী নরহত্যা করিয়াছিল, গত শনিবারে সেসনে তাহার বিচার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের আফিস কলেজ স্কোয়ারে সেনেট হাউসে উঠিয়া আসিয়াছে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বিখ্যাত খাজাঞ্চি বাবু মাধব চন্দ্র সেন পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা খাজাঞ্চি বাবুর কার্য্যদক্ষতাও বহুদিনের চাকরীর সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য সে দিন একটী সভা করেন। আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা এই পুরাতন বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করেন।

কলিকাতার স্মলকজ কোর্টের বিচারপতিগণ তথায় আর একটী অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। তবে নাকি স্মলকজ কোর্টের মোকদ্দমার সংখ্যা কমিয়াছে?

মেডিকাল কালেজের হাঙ্গামা উপলক্ষে হেয়ার সাহেবের স্কুলের জনৈক ছাত্র ল নামক মিলিটারি ক্লাশের এক জন ছাত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পুলিসে অভিযোগ করে, বিচারে প্রতিবাদীর ১৬ টাকা দণ্ড হইয়াছে। এদিকে মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল স্মিথ সাহেব মিলিটারি ক্লাসের ছাত্র দিগের পক্ষপাতী হইয়া একটী বাঙ্গালী ছাত্রকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। যাহাহউক, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিবাদ ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লিখিতে বলিয়াছেন, এবং তিনি উপস্থিত থাকিতে যে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল তাহার ও কারণ অবগত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি যে ক্যাম্বেল সাহেব ইহার যথার্থ বিচার করেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে এ সপ্তাহে উড়িষ্যা পেট্রিয়ট নামক একখানি সংবাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এ খানি প্রতিমাসের ৮ই ও ২৪শে তারিখে উড়িয়া ও ইংরাজী ভাষায় কটক সমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রায় আড়াই বৎসর হইল এখানি বন্ধ ছিল, সম্প্রতি কটক সমাজ এ খানি নিয়মিত রূপে প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহারা একটী মুদ্রাযন্ত্র পর্য্যন্ত স্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি পুস্তক সকল উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া অল্প মূল্যে প্রচার করাও তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। আমরা তাঁহাদিগের সদভিপ্রায়ের জন্য বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। তাঁহাদিগের উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে উড়িষ্যার সংস্করণ হইতে পারিবে।

গুড় চাক্‌লী পরগণার অন্তঃপাতি কাশীঘোড়া গ্রামে একটী এয়োদশ বর্ষীয় বালক বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সাতটী বালক একটী কৃষিক্ষেত্র দিয়া গমন করিতেছিল এটী সকলের পশ্চাৎ একটী আগুনের মালসা মাথায় করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় তাহার দক্ষিণ হস্তে বজ্রটী পতিত হয়। তৎক্ষণাৎ তেজে সিদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ ত্যাগ হয়, আর ছয়জন অচেতন হইয়া পড়ে। ডেলিনিউসের একজন পত্রপ্রেরক এতৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে সুখের বিষয় এই যে মৃত বালকের পিতামাতা পুলিস কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয় নাই। পুলিসের অত্যাচার এইরূপই বটে।

সেদিন বিবি জেকব হগ্‌ পুলিসে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরীর সংবাদ দেন। তিনি বলেন একজন পোর্টুগিজ কেল্লার ভিতরে তাঁহার দোকানে আসিয়া কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিতে চায়, দ্রব্য গুলি প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি অগ্রিম ৪০ টাকা চান, সে তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে একখানি ৫০ টাকার রসীদ দিতে বলেন এবং আরও ১০ টাকা দিয়া তাঁহার ভৃত্যকে তাহার সহিত পাঠাইতে বলে। তিনি তাহা করিলে সে সেই ভৃত্যকে চিত্রকর সাইকস্‌ ও ডাইআরের দোকানে গিয়া একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দেয় এবং রসীদ ও টাকা তাহার নিকট হইতে লইয়া তাহাকে ন্যাসন্যাল বেঙ্কে যাইতে বলে। সে তথায় পত্র দিলে তাহারা টাকা দিতে অস্বীকৃত হইল। পশ্চাৎ সে ফিরিয়া গিয়া তাহার কর্ত্রী বিবিকে সমুদয় বলিল। পুলিস এই পোর্টুগিজের অনুসন্ধান করিতেছেন।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, গবর্ণমেণ্টের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হওয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট দেশের শিক্ষিত বিশেষতঃ ভদ্রলোক পান না। মুদী, পশারী এবং কৃষকদিগকেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করিতেছেন, বিচারক অনাবৃত শরীরে খালিপায়, মলিন অথচ সঙ্কীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া চেয়ারে বসিলে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য হইবে।

উত্তর-পশ্চিম।

রাজকোটের একজন সংবাদ দাতা একটী অদ্ভুত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। একজন সিপাহী স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে তত্রত্য বারিকের কোন এক বিশেষ স্থানে একখানি প্রস্তরের নীচে অনেক ধন প্রোথিত আছে। সিপাহী তৎক্ষণাৎ তাহার দলস্থ আর ও দুই তিনজনকে লইয়া সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ খুঁড়িয়াই একখানি বৃহৎ প্রস্তর দেখিতে পায় এবং তাহাদিগের ও আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু পরক্ষণেই মথির রক্ষী শাল্পি আসিয়া তাহাদিগকে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। স্বপ্নের ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে।

মীরাট হইতে একজন লিখিয়াছেন যে একটী ইতর লোকের স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হওয়াতে তাহার স্বামী তাহার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছে, এবং আপনারও উদরে অস্ত্রাঘাত করিয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী তত্রত্য হাঁসপাতালে আছে।

উক্ত সংবাদ দাতা বলেন যে আর ও একটী স্ত্রীলোক কোন এক অপরাধের জন্য কয়েক মাস

কারাবাসের দণ্ড প্রাপ্ত হয়, তিন মাস কাল বুলন্দ সহরের জেলে রাখিয়া পরে তাহাকে মীরাটের জেলে আনা হয়। এখানে আড়াই মাসের পর প্রকাশ হইল যে সেটি স্ত্রীলোক নয়, কিন্তু একটী পুরুষ।

হুলকারের রাজা ইন্দোরে একটী বস্ত্রের কল স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে উত্তম উত্তম বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়া অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, লোকেও আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিতেছেন। আমাদিগের কলিকাতার লক্ষপতি বাবুরা দেখুন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে রামপুরের রাজকুমার পৈত্রিক গদিতে বসিবার সময় তাঁহাকে উক্ত রাজ্যের ছয় মাসের আয় নজর প্রদান করা হয়, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌএর একখানি সংবাদ পত্র বলেন যে একজন মিসনরি এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগকে পালকীর বেহারা, পাখাটানাওয়ালা, কাহাকেও বা মুটের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। প্রচারক গুলির কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত বটে, স্বর্গ রাজ্যও নিকটে।

বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছেন, নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রীর সহিত সিমলায় মিস্ বেরিং সাক্ষাত করিয়াছিলেন। রাজা ও তাঁহার শিক্ষিতা স্ত্রী উভয়ে মিস বেরিং এর আবাসে গিয়া প্রতি দর্শন করিয়াছিলেন। এ প্রকার সাক্ষাৎ সহৃদয়তার লক্ষণ।

বোম্বাই।

বরদার সকলি অদ্ভুত কাণ্ড! সম্প্রতি ওই কুমার পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার রাজ্য মধ্যে বর্ত্তমান মাসে (শ্রাবণ) সকল প্রকার জীবহত্যা নিবারণ করিয়াছেন। ইহাতে জেলেরা মৎস্য ধরিতে এবং কসাইরা ছাগ প্রভৃতি পশুবধ করিতে ও পারিবে না। রাজার এই খাম্ খেয়ালিতে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর পুনা নগরে একটী শিল্প প্রদর্শন হইবে। সার্ ফিলিপ্ উডহাউস্ স্বয়ং তাহার অধ্যক্ষতা করিবেন।

সুরাটের গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের অধীনে একটী ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রস্তুত করিবার জন্য স্থানীয় ফণ্ড হইতে এবৎসরের নিমিত্ত ৩০০০ টাকা দিবার অনুমতি হইয়াছে। ক্যাম্বেল সাহেবকে ধন্যবাদ, তাঁহার ব্যায়াম চর্চ্চা ভারত ব্যাপী হইতেছে।

গত বুধবার প্রাতে প্রসিদ্ধ কাউন্সিল চিসহল্ম অনষ্টি সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ক্রম প্রায় ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি এক জন সুবিখ্যাত উকিল ছিলেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ নগরস্থ বিসপ কোরাইর গ্রামার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রেভারেণ্ড ডুবইস সাহেব তত্রত্য একটী ছাত্রকে পাঠে অমনোযোগিতা জন্য বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বালকের পিতা তাঁহার নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করেন, মাজিষ্ট্রেট প্রহার গুরুতর হইয়াছে বলিয়া তাঁহার এক টাকা জরিমানা করেন এবং আদালতের সমুদায় খরচা দিবার আদেশ দেন। শিক্ষকেরা সাবধান হউন।

মান্দ্রাজের একটী ইংরাজ যুবক তাঁহার মনোনীত একটি কামিনীকে বিবাহ করিবার জন্য পিতার সম্মতি প্রার্থনা করেন তাহা না পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন যে মান্দ্রাজের বিসপের চ্যাপলেন রেভারেণ্ড টেলর সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া, পরদিন প্রাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়াতে মহিসুর ও বাঙ্গালোরে কৃষিকার্য্য ভালরূপ চলিতেছে না। কোন কোন স্থলে একবারে কর্ষণ পর্য্যন্ত হয় নাই। রোমান কাথলিকেরা গির্জ্জায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। দেবরাজের আরাধনা করুন মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

ইউরোপ।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আপীল সম্বন্ধে প্রিভিকাউন্সিল এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। প্রিভিকাউন্সিলে এক্ষণে প্রায় ১৫০টী মোকদ্দমা পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু আপীল কর্ত্তারা আপীল করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। প্রিভিকাউন্সিলের বিচারপতিগণ বলিতেছেন যে এই সকল বিচার কর্ত্তারা যদি এক বৎসরের মধ্যে উহার নিষ্পত্তির চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে এ গুলির নম্বর খারিজ করা হইবে। ভবিষ্যতে যাঁহারা আপীল করিবেন তাঁহাদিগকে আপীল কবুর দিবস হইতে ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে হইবে, নচুবা মোকদ্দমা খারিজ করা হইবে। যাঁহারা এই নিয়মটী জানি না বলিয়া আপত্তি করিবেন, তাঁহাদিগের সে আপত্তি শুনা যাইবে না। আপীল প্রার্থীরা সতর্ক হইবেন।

সার বার্টল ফেুয়ার এক জন প্রিবি কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছেন।

পারস্যের সাহা তুরস্ক সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কন্‌ষ্টান্টিনোপলে যাত্রা করিয়াছেন।

রুসীয় সম্রাটের এক মাত্র কন্যা মেরি আলেক্‌জাণ্ড্রোনার সহিত রাজকুমার আলফ্রেডের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। সম্রাট-কুমারীর বয়স প্রায় বিংশতি বর্ষ।

রুসিয়াসম্রাট-কন্যার সহিত ডিউক অফ্ এডিনবরায় বিবাহ হইলে, হাউস অফ্ কমন্স তাঁহাকে অতিরিক্ত বার্ষিক ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সম্রাটকন্যা ৬০০০০ হাজার টাকা করিয়া বার্ষিক পাইবেন।

ডেনমার্কের রাজ কন্যার সহিত আমাদিগের রাজকুমার আর্থারের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

বিবিধ।

আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহার ছাত্রীদিগকে চুম্বন করিতে পারেন কি না? ইলিনইস ওএস্‌লিএন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডাক্তর মন্সেল সাহেব কতক গুলি যুবতী ছাত্রীকে বাৎসল্য ভাবে চুম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যালয়ের ট্রষ্টীদিগের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছেন। ট্রষ্টীরা বলেন, যে ডাক্তর মন্সেল ভিন্ন ভিন্ন যুবতীদিগকে চুম্বন করিয়া অন্যায় করিয়াছেন, একজনকে করিলে বিশেষ দোষের হইত না। তাঁহারা শেষে মীমাংসা করিয়াছেন যে তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে চুম্বন করাতে মন্দঅভিসন্ধি প্রকাশ পায়নাই। ডাক্তার বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। উত্তমই করিয়াছেন।

আমেরিকায় ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ওয়াসিংটন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট সাহেবের ওলাউঠা হইয়াছিল কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। নাস্‌ভিলে একদিনে ৭৩ জনের ওলাউঠা হয়—এই পীড়া প্রায় কেনটকী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ওয়াসিংটনে ও অনেকে ওলাউঠাক্রান্ত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত অধ্যাপক হলওয়ে সাহেব যাঁহার বটীকা ও মলম জগৎ প্রসিদ্ধ সম্প্রতি উন্মাদ,

উৎকট রোগ গ্রস্ত আতুর দিগের জন্য হাঁস পাতাল নির্ম্মাণার্থে ২৫০০০০০* পঁচিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার বদান্যতা!

শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনী অসভ্য জাতির বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে দক্ষিণ টেরাডেল ফিউগো নামক দ্বীপে যে অসভ্য জাতি আছে তাহাদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এক অদ্ভুত প্রণালী আছে। ইহারা শব মৃত্তিকাতে সমাহিত করে এবং মাসান্তে তাহা তুলিয়া বৃহদাকৃতি পাত্রে ভাজে। পরে শব সম্পূর্ণ দগ্ধ হইলে তাহা চূর্ণ করিয়া রাখে এবং সময় সময় সকলে সমবেত হইয়া সরবত করিয়া পান করে। এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা মৃতের গুণ সকল তাহাদিগের শরীরের অন্তর্গত হয়, এই তাহাদিগের বিশ্বাস।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল যে সম্প্রতি আমেরিকাস্থ ব্রিটিস গায়েনাতে একটী ২০০০ ফুট উচ্চ জলপ্রপাত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এটি সুপ্রসিদ্ধ নায়াগারার জলপ্রপাত অপেক্ষা দ্বাদশ গুণ উচ্চতর।

আমেদাবাদ সমাচার বলেন, যে কোন এক রেলওয়ের একজন ইঞ্জিন চালকের পত্নী, সেই রেলওয়ে কোম্পানির ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে অভিযোগ করেন যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিবিটীকে চুম্বন করিয়াছেন। বিবির বাক্য সপ্রমাণিত না হওয়াতে সাহেবকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যা হউক রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মচারী দের মধ্যে এইরূপ লোকই অনেক।

২ রা আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৬৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

কাছাড়ের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর উইলফ্রেড ক্লিমেণ্টসন্ সাহেব পাটনা বিভাগে বদলি হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর গডফ্রে সাহেব যে পর্য্যন্ত না বাবু বি, এল, গুপ্ত উপস্থিত হন, ততদিন পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবার বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

টমাস্ ক্রস লেন সাহেব তাহার আপনার কাজের অতিরিক্ত বিচার কার্য্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সারের কার্য্যও কিছু দিন করিবেন।

যত দিন এম, সি, কাউল সাহেব অনুপস্থিত থাকিবেন, কিম্বা অন্য আদেশ প্রদত্ত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত টমাস্ টেলর এলেন সাহেব ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারীগণ দণ্ড বিধির ২২২ ধারা মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ শিয়ালদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, কাপ্তেন উইলিএম লিষ্টার মুঙ্গের বারাকপুরের অফসিএটিং ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

পুলিস—এডওয়ার্ড মেলিএন সাহেব কিছু দিনের জন্য বাকর গঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু মথুরা মোহন পাড়ে বালেশ্বর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর একজন সভ্য হইবেন।

মৌলবী খাদেম হোসেন, মুরসিদাবাদের অন্তর্বর্ত্তী কান্দির দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির একজন সভ্য হইলেন।

বাবু রামচাঁদ আঢ্য পুরী ডিসট্রিক্ট রোড সেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

জে, সি, মরে সাহেব কলিকাতা বন্দরের উন্নতি সাধন জন্য একজন কমিসনর হইলেন।

লেপ্টনেণ্ট হেনরি সেণ্ট পেট্রিক ম্যাক্সওয়েল সাহেব গৌহাটীর সব রেজিষ্ট্রারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা মালদহের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইবেন।

জে সি, উইলিএমসন
বাবু প্রিয় নাথ দত্ত বি এল।
" গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" ঈশান চন্দ্র সেন।
" কৃষ্ণ মোহন দাস।
" হেম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" উমেশচন্দ্র সেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরাও পাটনা ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইবেন।

জেমস ফ্রান্সিস কাথারিনস হিউইট।
আলফ্রেড হিম্বার হাগার্ড।
মৌলবী সাএদ এবং জৈনদ্দিন হোসেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও আশ্চর্য্য হইলাম যে অত্রত্য সহকারী মাজিষ্ট্রেট বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি, এস, মহাশয়কে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব, অনির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তাঁহার বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা না হয়, তাবৎ তাঁহাকে এই অবস্থাতে থাকিতে হইবে। তাঁহার দোষ সম্বন্ধে আমরা যাহা জ্ঞাত আছি তাহার স্থূল বিবরণ এখানে উল্লেখ করিতেছে। ১ম, একটী মোকর্দ্দমায় এক জন আসামী হাজির থাকাতেও তাহাকে ফেরার বলিয়া মাসকাবারি 'রির্টর্ণে' লেখা হয়। এই ভুলটী কেবল তাঁহার আমলা বর্গের দোষে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। তিনি তখন ফেরার শব্দের অর্থ জানিতেন না, সুতরাং আমলাদের কথাতেই অসামীকে হাজির থাকা সত্বেও মাস কাবারি বিবরণ পত্রে ফেরার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ফেরার শব্দের অর্থ, যে আসামী পলাতক হয়। দ্বিতীয় মকর্দ্দমার দোষটী এত গুরুতর নয়, তৎসম্বন্ধে সকল কথা এখন পর্য্যন্ত ভালরূপে অবগত হইতে পারি নাই, সুতরাং এখন তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। এই দুই মকর্দ্দমা ধরিয়া এখানকার জজ ও কালেক্টর সাহেবদ্বয় সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে কড়া করিয়া হাইকোর্টে লিখেন এবং বোধ হয়, তাঁহাদেরই রিপোর্টে এই ফল উৎপাদন করিয়াছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে যে পত্র খানা আসিয়াছে তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, যে সুরেন্দ্র বাবুকে একবারে কর্ম্মচ্যুত করাই লেপ্টনণ্টে গবর্ণর সাহেবের ইচ্ছা। আমরা ভরসা করি, বঙ্গদেশের সংবাদ পত্র সমূহ এক বাক্যে এই অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ করিবেন।

২। অদ্য তিন চারি দিবস হইল পুনরায় এখানে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলের এবার সময়ে বৃষ্টি না হওয়াতে আমনধান্যের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। অনেক স্থানে এখন পর্য্যন্তও ভালরূপ জল হয় নাই।

৩। এখানে সম্প্রতি স্থানে স্থানে চুরি হইতেছে। পুলিস কি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন?

৪। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, এস্থানের কোন হাকিম নাকি সাক্ষীদিগকে বড় গালাগালি দিয়া থাকেন। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কোথা হইতে ভদ্রতা শিক্ষা করিয়াছেন? এখানকার হাকিম দিগের বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে লেখনী কম্পিত হইতে থাকে, কি জানি পাছে কখন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। কেননা তাঁহারাই এখানকার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা পুরুষ।

৫। আমরা মধ্যে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের

বালকদিগের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাই। হেড্‌মাষ্টর বাবুর নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তিনি এবিষয়ে সত্বর মনোযোগ প্রদান করেন, নচেৎ তাঁহার বড় অগৌরব হইবে।

৬। অল্প দিন হইল একজন মুসলমান কুমিল্লা হইতে পাঠশালা সমূহের সব্‌ ডিপুটী ইনেস্পেক্টর হইয়া এখানে আসিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম এই কার্য্যের জন্য এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের কোন কোন সুযোগ্য শিক্ষকও নাকি আবেদন করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের প্রার্থনায় উপেক্ষা করিয়া এণ্ট্রানস্‌ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ একজনকে কিরূপে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল, বলিতে পারি না।

এখানকার ইনাম বন্দোবস্তের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র সিংহ মহাশয় অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীর মধ্যে যে ছাত্র ইংরাজীতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম একটী রচনা লিখিতে পারিবে, তাহাকে পঁচিশ টাকা মূল্যের একটী মেডেল প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রচনার বিষয় মনোনীত করিবার ভার মান্যবর শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের উপরে অর্পিত হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম "যুধিষ্ঠিরের জীবন" এই বিষয়ে রচনা লিখিতে দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে।

শ্রীহট্ট।

২৫এ শ্রাবণ ১৭৯৫ শক।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর আজ প্রায় ১৪।১৫ দিন হইল এখানে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু তথাপি প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে বলা যায় না। বৃষ্টি আরম্ভের দ্বিতীয় দিবসে এখানে দুইটী বজ্রপাত হয়। একটী বজ্র ইহার মধ্যে কিছু ভদ্র বলিতে হইবে, সেটী এখানকার সহরের হাঁসপাতালের উপর পতিত হয়, ভদ্র বলিয়া কোন জীব হিংসা না করিয়া কেবল গবর্ণমেণ্টের কিছু অপকার করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে, হাঁসপাতালের কতকটা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টী এখান হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে বেলিয়া নিবাসী একটী লোকের উপর পতিত হইয়া তাহার দেহ হইতে জীবন হরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আজ কাল এখানে বড় ধুম ধাম নাই, সাহেব লোকের সংখ্যা অনেক কম, অহিফেণ সংক্রান্ত যত গুলি সাহেব প্রায় সকলেই বাঁকিপুরে পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল সাহেব বাহাদুর নূতন পরীক্ষার নিয়ম সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বড় বিপদ্‌ গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাহাদের উন্নতি হইবার আশা নাই, এমন কি পদচ্যুত হইতেও পারেন, কাজে কাজেই সকলে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে শুনিলাম তাহারা এই অনুপস্থিত অবস্থায় পূর্ণ বেতন পাইবেন এবং তথায় যাতায়াতের খরচও পাইবেন। ইহারা সকলেই সাহেব এই কারণে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন। যদি কোন "নেটিব" এই প্রকার পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ছুটী লইত তাহা হইলে কখনই এ প্রকার হইত না, তাঁহাদিগকে অবশ্যই অর্দ্ধেক বেতন খোয়াইয়া ছুটী লইতে হইত। ভাল, এক্ষণে যাহারা তাহাদের অনুপস্থিত অবস্থায় কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহারা বেতন কোথা হইতে পাইবেন? গবর্ণমেণ্ট নিজ হইতে দিবেন, কি তাহাদের জুতের ব্যাগার খাটা হইতেছে, বোধ হয় তাহাই হইবে।

আজ প্রায় ১৪।১৫ দিন হইতে এখানে বৃষ্টি হইতেছে, গ্রীষ্মও অনেক পরিমাণে কম হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওলাউঠার সংখ্যা কম না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। শুনিলাম রুবেনী সাহেবের কর্পূরের আরোকে অনেক গুলি রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, আর যাহারা কাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে তাহাদের ও ঐ ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক্‌ নিয়মিত সময়ে ও নিয়মিত রূপে ব্যবহৃত হয় নাই। ডেঙ্গু ও ক্রমশঃ দেখা দিয়াছেন, তিনি অদ্যাপি ভারতের মায়া ভুলিতে পারেন নাই।

গাজিপুর।

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

আগামী ভাদ্রমাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি প্রকটনদ্বারা পাঠকগণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা যাইবে। ইংরাজী বা সংস্কৃত উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব সকল অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

যাহাতে দেশীয় লোকের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ, সুরুচি সংবর্দ্ধন এবং ধর্ম্মনীতির দৃঢ়তা সংসাধিত হয় এবং স্বদেশ ও স্বজাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় তাহাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। যে কোন মত বা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি হউন, এই উদ্দেশ্য সাধক প্রস্তাব সকল প্রেরণ করিলে, আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিব। কিন্তু লেখকদিগের বিশেষ মতের জন্য আমরা দায়ী হইব না।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছে :—

অগ্রিম বার্ষিক	... ...	৩ টাকা।
" ষাণ্মাসিক	...	১৸৹
" ত্রৈমাসিক	...	১৸৹
প্রতি সংখ্যা	... ...	।৴৹

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
১০ই শ্রাবণ } প্রকাশক।

চির সন্ন্যাসিনী নাটক।

এই পুস্তক শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্রে অথবা পটলডাঙ্গার পুস্তকালয় সকলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥৹
" ষাণ্মাসিক	৩॥৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵৹
মাসিক ...	৸৹	৸৵৹
প্রতি সংখ্যা	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵৹ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 34

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ। ১৯ শ সংখ্যা। বঙ্গাব্দ ১২৮০—৭ই ভাদ্র শুক্রবার। ১৮৭৩—২২শে আগষ্ট। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গঙ্গার জল বৃদ্ধি হেতু ঘোঘা ও ভাগলপুর ষ্টেসনের মধ্যে রেলওয়ের রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা হওয়ায় আপাততঃ ভাগলপুর পর্য্যন্ত সকল মাল ও আরোহী "কর্ডলাইনে" লক্ষ্মী সরাই দিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে দেশীয় গার্ড নিয়োগের মত স্থির করিয়াছেন। পরীক্ষার জন্য আপাততঃ ৪।৫ জন নিযুক্ত হইয়াছেন। সাহেব গার্ডদিগের বেতন ৮০ টাকা, কিন্তু বাঙ্গালীদিগের তাহার অর্দ্ধেকেরও কম করা হইতেছে কেন?

গত বুধবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় কোন্নগরে একটী ভয়ানক ডাকাইতী হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ এই,

কোন্নগর বাজারের নিকট শ্যামা তেওয়নীর বাটীতে ১৫।১৬ জন ডাকাইত নৌকারোহণপূর্ব্বক আসিয়া পাঁচিল টপ্‌কাইয়া তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে, প্রায় ৩০০ টাকার মাল লুঠ করে, তাহার নাকে কাণে অনেক গহনা ছিল টানিয়া ছিঁড়িয়া লয় এবং তাহার মাতার কপালে একটী খোঁচা দ্বারা গুরুতর আঘাত করে। যখন ডাকাইতী হইতেছিল, চারিদিকের লোক জাগিয়া উঠিয়া পুলিসের লোকদিগকে ডাকাডাকি করে, কিন্তু তাহাদিগের কেহ তখন অগ্রসর হয় নাই, কেবল নির্ম্মল পাঠক নামে একজন কনষ্টেবল্ গঙ্গার ঘাটে ছিল তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া একঘা লাঠি খায়। ডাকাইতগণ কার্য্য শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি নৌকারোহণপূর্ব্বক যখন পলাইবার চেষ্টা করে, তখন পাড়ার লোক সকল ও কনষ্টেবলগণ নৌকা করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ২ ধাবমান হয় এবং গঙ্গার মধ্য স্থলে তাহাদিগকে আটক করে। সৌভাগ্য ক্রমে সেই রাত্রে রিবর পুলিসের লোকেরা তদারক করিতে আসিয়া পাণিহাটীর দিকে ছিল, গোলমাল শুনিয়া সে দিক্ আটকাইয়া ফেলে। ডাকাইতেরা প্রথমে বলপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করে, পরে উভয় সঙ্কট দেখিয়া কতক গুলি ডাকাইত জলে লাফ দিয়া পড়িয়া সন্তরণপূর্ব্বক পলাইয়া যায়। পাঁচ জন বদমায়েস্ ধৃত হইয়াছে। লুটিত দ্রব্য সকলের অধিকাংশ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়, ৮।৯ টাকার মাল মাত্র নৌকায় পড়িয়া থাকে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাবেনার সাহেব সংবাদ পাইয়া সেই রাত্রেই কোন্নগরে আইসেন। বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীরাম পুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া তদারক করেন। ডাকাইতেরা বৈদ্যবাটী নিবাসী এবং জাতিতে বাগ্‌দী জানা গিয়াছে। অচিরাৎ সকল আসামী ধরা পড়িবে সন্দেহ নাই।

হরিনাথ দে নামক একজন নকল নবিস্ সিয়াল দহের ছোট আদালতে একটী নূতন ধরণে কোর্ট ফি চুরি করিত।

দরখাস্ত প্রভৃতির সঙ্গে যে সকল সাদা কাগজে বসান অতিরিক্ত কোর্ট ফি আদালতে দাখিল হইত, হরিনাথ সেই সকল ষ্ট্যাম্পের মধ্য স্থলে আদালতের রীত্যনুসারে (স্পঞ্জ) ছেনি করিয়া ফেলিত। যখন একদিন ঐ ব্যক্তি ঐ সকল অতিরিক্ত কাগজ হইতে কোর্ট ফি তুলিয়া লইতেছিল, হঠাৎ আদালতের মহাফেজের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মহাফেজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্লার্ক রাইপর সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। অনুসন্ধানে কয়েক খানি ছেনি করা কোর্ট ফি তাহার পকেট হইতে বাহির হইল। আদালতে যে সকল দরখাস্ত বা ফয়সালা লইবার জন্য যে সকল কোর্ট ফি দাখিল হইত, এই ব্যক্তি [illegible] ষ্ট্যাম্প অপহরণ করিয়া পূর্ব্বাপহৃত স্পঞ্জ [illegible] কোর্ট ফি তাহার স্থানে বসাইয়া শুদ্ধ সাদা কাগজ গুলি স্পঞ্জ করিয়া রাখিত। অদ্য সিয়াল দহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মোকর্দ্দমা উপস্থিত। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত যে আর কোথাও এরূপ ষ্ট্যাম্প রেভিনিউয়ের অপহ্নব হইতেছে কি না।

আমরা নৈহাটী মিউনিসিপালিটী পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে একখানি পত্র পাইয়াছি, অদ্য স্থানাভাবে সে খানি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অত্যাচার প্রপীড়িত ব্যক্তি বারাসতের মাজিষ্ট্রেটের নিকট পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন, আমরা ভরসা করি যে মাজিষ্ট্রেট ইহার বিশেষ তদন্ত করেন। পুলিসের সংস্করণ কল্পে গবর্ণমেণ্ট আর কতদিন উদাসীন থাকিবেন?

বিহার বন্ধু নামে হিন্দী ভাষায় প্রচারিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। ইহা সুলভ সমাচারের ন্যায় এক ফরমা, পক্ষান্তে মুদ্রিত হয়, মূল্য ১০ পয়সা মাত্র। ভারতবর্ষের মধ্যে বিহারীরা বিদ্যানুশীলনে প্রায় সকলের পশ্চাদ্‌গামী। তাঁহাদিগের মধ্যে এপ্রকার উদ্যোগ অতিশয় প্রীতিকর।

গত শনিবার (১৬ই আগষ্ট) হইতে মর্ণিংবিম নামক একখানি ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র এরিএন প্রেস্ হইতে প্রচারিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা মাত্র। সম্পাদক ভূমিকাতে যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সকল হইতে

পারিবে। আমরা প্রার্থনা করি এখানি দীর্ঘজীবী হউক।

ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য ৭৭জন ভদ্রলোক আবেদন করেন, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কেবল ১১ জন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছেন এবং এখনও আরো যদি উপযুক্ত সাক্ষী পান, তাহা হইলে তাহাদিগের নাম ও ষ্টেট্ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া বলেন যে যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই গবর্ণমেণ্টের সামান্য কর্ম্মচারী। দীনকর রাও বা সালার জঙ্গের মত একজনও নাই। অথচ সার টি মাধব রাওয়র আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। আমরা নিম্নে মনোনীত ব্যক্তিদিগের নাম প্রকাশ করিলাম!

বঙ্গদেশ।

১। বাবু শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মুন্সেফ পাবনা।
২। বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদার উড়িষ্যা।
৩। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট।
৪। রেবারেণ্ড জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য।
৫। সৈদ ইমদাদ আলি। সুবর্ডিনেট জজ—বেহার।

পাঞ্জাব।

৬। বাবু নবীন চন্দ্র রায়। একাউণ্টেণ্ট ইরিগেশন বিভাগ। ডিপার্টমেণ্ট পব্লিক ওয়ার্কস।
৭। মহম্মদ হায়াত খাঁ, সি, এস, আই। অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর।

বোম্বাই।

৮। শান্তিরাম নারায়ণ। হাইকোর্টের উকিল।
৯। হরিদাস বরিদাস।
১০। আপ্পাজী রামচন্দ্র। দপ্তরদার সুরাট কালেক্টরী।
১১। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত। ডেপুটী কালেক্টর।

ভারত সংস্কারক।

সিবিল সার্বাণ্ট বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অবিচার।

কলিকাতার পরলোক গত বিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণের পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথ। ইনি ডবটন কলেজে সুশিক্ষিত হইয়া বিলাতে যান এবং তথায় রীতিমত ৩ বৎসর অধ্যয়নপূর্ব্বক 'সিবিল সার্ব্বিস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াই ইনি কুগ্রহের ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরীক্ষকেরা ইহাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, এই গোলযোগ তুলিয়া ইহাঁর নাম ছাটিয়া ফেলেন। পরে ইনি ঠিকুর্ষি কুষ্ঠী লইয়া অনেক কায়ক্লেশ ও প্রমাণ প্রয়োগের পর পুনরায় কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং বঙ্গদেশের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। আমরা যতদুর জানি, ইনি অতি শান্ত, নিরহঙ্কার, সচ্চরিত্র, স্থিরবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ যুবাপুরুষ। ইনি ইংরাজীতে আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিয়া যে একখানি পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে ইহাঁর বিদ্যাবত্তার পরিচয় সাধারণে জ্ঞাত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইনি বঙ্গদেশের একটী অলঙ্কার বলিয়া যশস্বী হইবেন এই আমাদিগের আশা। ইনি ২।৩ বৎসর মাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিতেছেন, বিশেষ পরিশ্রম ও কার্য্য কুশলতার জন্য উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রশংসিত হইতেছিলেন—এমন কি তজ্জন্য বিগত জানুয়ারি মাসে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের পদে উথিত হন।

সম্প্রতি এই সুরেন্দ্র লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশে হঠাৎ কর্ম্ম হইতে সস্পেণ্ড হইয়াছেন শুনিয়া আমরা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইলাম এবং বঙ্গবাসীমাত্রেই সেরূপ পাইবেন সন্দেহ নাই। মনে হইল না জানি না বুঝিয়া শুঝিয়া কাহাকে ফাঁসী দিবার হুকুম দিয়াছেন অথবা ট্রেজরীর টাকা অপহ্নব করিয়াছেন। পরে নানা লোকের নানা গুজব শুনাযায়-কেহ বলে তিনি 'বাঙ্গলা ভাষা বুঝিতে পারি না' বলিয়া উকীলের বাঙ্গলা বক্তৃতা শুনেন নাই, কেহ বলে তাঁহার বড় গুরুতর দোষ হইয়াছে। এখন বিশেষ তদন্তদ্বারা জানা গেল যে তাঁহার একটী সামান্য অনবধানতার জন্য লঘুদোষে তাঁহার এই গুরুদণ্ড হইয়াছে। আমরা জজ সাহেবের রিপোর্টের সংক্ষেপ মর্ম্ম লইয়া পাঠকগণকে এ বিষয় অবগত করিতেছি।

জয়কৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তির ঘোট চুরি যায়, সে যুধিষ্ঠিরকে চোর বলিয়া পুলিস মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করে। যুধিষ্ঠির বলে তাহার ভাই গদাধর শরৎ নামে একব্যক্তির কাছে ঘোট খরিদ করে। ১৫ই জুলাই আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, গদাধর ও শরৎ জামীন দিয়া খালাস পায়। ২৪ এ আগষ্ট যুধিষ্ঠিরের সাক্ষীর জবানবন্দীতে সে নির্দ্দোষ প্রমাণ হয়, কিন্তু শরতের সাক্ষী আসে নাই এবং তদ্দ্বারা তাহার দোষ প্রমাণ হইলে হইতে পারে এই সন্দেহে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে জামীন হইতে খোলসা দেন নাই। ৩০এ অক্টোবরে শরতের একজন সাক্ষী আসিলে কোন কারণে মোকর্দ্দমা উঠে না। পরে ২৮এ ডিসেম্বর মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য হয়। হেড কনষ্টেবল সে দিবস আসামী ফরিয়াদীকে ডাকিয়া পায় না, ইহাতে মুহুরী তাহাদিগকে ফেরার বলিয়া ফেরারী মাস কাবারীতে লিখাইয়া দেন এবং যুধিষ্ঠির ও শরতের নামে ওয়ারেণ্ট করিয়া মাজিষ্ট্রেটের সই করাইয়া লন। ৩১এ ডিসেম্বর যুধিষ্ঠিরের জমীন তাঁহাকে হাজীর করিলেও ফেরারী তালিকা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয় নাই এবং ডিসেম্বরের মাস কাবারিতে মোকর্দ্দমার কোন উল্লেখ করা হয় নাই। ৭ই জানুয়ারি শরতের নামিত ওয়ারেণ্ট ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেটের নিকট যায় এবং ৩০এ জানুয়ারি সে উপস্থিত হইলে বিচার হইয়া উভয় আসামী ও ফরিয়াদী নিরপরাধী সপ্রমাণ হয় এবং উভয়ে খালাস পায়।

জজ সাহেব সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে দুইটা চার্জ আনেন—(১) তিনি মোকর্দ্দমার এত কাল বিলম্ব করিলেন কেন? (২) যুধিষ্ঠির উপস্থিত ছিল, তথাপি তিনি 'ফেরারী' বলিয়া মিথ্যা বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন কেন? সুরেন্দ্র বাবুর আত্ম-

পক্ষ সমর্থনার্থ বলিবার কি আছে তাহা আমরা সকল অবগত হই নাই, যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে তাঁহার এ ত্রুটি মার্জনীয় হইতে পারে। প্রথমটীর বিষয়ে—সুরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন সাক্ষ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া সূক্ষ্ম বিচার করিতে কাল বিলম্ব হইয়াছে। ময়মন সিংহ ও ত্রিপুরা হইতে সাক্ষী সকল আনিতে অনেক অসুবিধা ও সময় হরণ হয়, শরতের একটী সাক্ষী অনেক কষ্টে আনীত হইলে সে তাহার সাক্ষ্যে আপত্তি করে, মোকর্দ্দমার কোন কোন দিন ফরিয়াদীরা অনুপস্থিত থাকে। দ্বিতীয়টীর বিষয়ে—'ফেরারী' কথা তাঁহার মোহরর লেখে, তিনি ইহার অর্থ জানিতেন না এবং যত দিন বিচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন 'ফেরারী' মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয় নাই। প্রথম বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষে আরো কিছু বলা যাইতে পারে। জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসে ১৫০০ দেড় হাজারের অধিক সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া তাঁহাকে অনেক সংখ্যক মোকর্দ্দমা করিতে হইয়াছিল, তিনি মধ্যে কিছুকাল পীড়িত হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন ট্রেজরী, রেকর্ড আফিস্ এবং নেজামতের কার্য্য করিতে তাঁহার অনেক সময় যায়। ইহাতে একটী জটিল মোকর্দ্দমা নিঃসন্দেহরূপে বিচার করিতে সময় গিয়াছে বলিয়া কি সে অপরাধ মহাপরাধ বলিয়া ধর্ত্তব্য? বিশেষতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরকে কোন কষ্ট দেন নাই, কেবল জামীন বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ২য় বিষয়ে, তিনি শৈশবাবধি ইংরাজী রকমে শিক্ষিত হওয়াতে যে ফেরারী শব্দের অর্থ জানিতেন না এবং টানা বাঙ্গালা পড়িতে পারেন নাই তাহা আশ্চর্য্য নহে। মোকর্দ্দমার বাঙ্গালা কথা কজন ইংরাজীওয়ালা লোক জানেন? ইংরাজ সিবিলিয়ানেরা এ বিষয়ে শত শত ভ্রমে পড়িয়া কি শুদ্ধহস্ত হইয়া যান না?

যাহাহউক ক্যাম্বেল সাহেবের বিচার দেখিয়া আমরা যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছি। পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট কেম্বেল সাহেব হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আবদুল কাদেরের প্রতি পুনঃ পুনঃ কত না অত্যাচার করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুই হইল না। আর সুরেন্দ্র বাবু সামান্য অপরাধে অপমানিত ও কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইতে বসিয়াছেন। জজ সাহেব লেখেন ইহাঁকে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালন করিতে দেওয়া যায় কি না, হাইকোর্ট বিবেচনা করিবেন, লেপ্টেনণ্ট বাহাদুর তাঁহাকে এককালে বিচারকার্য্যের ক্ষমতা হইতে রহিত করিয়া সস্পেণ্ড করিলেন। সুরেন্দ্র বাবুর এরূপ দুর্ঘটনায় বঙ্গবাসী সকলের দুঃখিত হওয়া উচিত এবং তাঁহার স্বপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য ত্বরায় করা বিধেয়।

হুগলীর রথ্যা করের ব্যবস্থা।

হুগলি জেলায় যেরূপ হারে রথ্যাকর সংগৃহীত হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আইনে যেরূপ সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কেবল তাহার অর্দ্ধেক মাত্র হারে কর সংগৃহীত হইবে। খাজানা যত টাকা হইবে, রথ্যা করের জন্য টাকা প্রতি এক পয়সা দিতে হইবে। তাহার অর্দ্ধেক প্রজার ও অর্দ্ধেক জমিদারের দেয়। যদি কোন প্রজা জমিদারকে চল্লিশ টাকা বার্ষিক খাজনা দেয়, তাহা হইলে তাহাকে চল্লিশের অর্দ্ধেক কুড়ি পয়সা অর্থাৎ পাঁচ আনা মাত্র রথ্যা কর দিতে হইবে এবং অপর অর্দ্ধেক পাঁচ আনা জমিদার দিবেন। অর্থাৎ যদি কোন মহলে হাজার টাকা খাজনা আদায় হয় তাহা হইলে পাঁচ শত পয়সা প্রজাকে এবং পাঁচ শত পয়সা জমিদারকে দিতে হইবে। কালেক্টরীর রাজস্ব দিবার সময় একুনে হাজার টাকার মহলে হাজার পয়সা রথ্যা কর সংগৃহীত হইবে। রথ্যাকর আইনে জমির কর ব্যতীত বাটীর কর দিতে হইবে। যে সকল বাটী মিউনিসিপাল এলাকার অন্তর্গত, অথবা যে সকল বাটীর জমীর রথ্যাকর দিতে হইবে, কেবল সেই সকল বাটীরই আর স্বতন্ত্র রথ্যাকর দিতে হইবে না, নতুবা ১০০ টাকার ন্যূন মূল্যের সকল প্রকার বাটীর ও দোকানের কর দিতে হইবে। আইনেতে যেরূপ সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, হুগলি জেলায় কেবল তাহার অর্দ্ধেক মাত্র হারে রথ্যাকর সংগৃহীত হইবে। যথাঃ—

বাটীর মূল্য ৫০০ টাকার ন্যূন ও ১০০ টাকার অন্যূন হইলে তাহার কর আট আনা।

হাজার টাকার ন্যূন ও ৫০০ টাকার অন্যূন হইলে দেড় টাকা।

দুই হাজার টাকার ন্যূন ও হাজার টাকার অন্যূন হইলে দুই টাকা চারি আনা।

এবং দুই হাজার টাকার অন্যূন বাটীর মূল্য যত অধিক হইবে, প্রতি হাজারে দেড় টাকা করিয়া অধিক কর দিতে হইবে। পূরা হাজার না হইলেও পূরা হাজারের হারে কর সংগৃহীত হইবে।

বঙ্গভাষার দুরবস্থা ও দেশীয় লোকদিগের কর্ত্তব্য।

(২য় প্রস্তাব)

আমরা গত সংখ্যক পত্রে বঙ্গভাষার দুরবস্থার যে কয়েকটী প্রধান কারণ, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে ইহার উন্নতির উপায় কি এবং তৎসম্বন্ধে দেশীয় লোকদিগের কি কর্ত্তব্য তাহার আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু সে

আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমরা কতদূর আশা করিতে পারি, একবার চাহিয়া দেখিব। রাজোৎসাহ দান ভিন্ন দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির সম্ভাবনা অল্প। সংস্কৃত ভাষা কখন্ উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিল? যখন মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিজে বিদ্যানুরাগী হইয়া বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতদিগকে 'নবরত্ন' পদে বরণ করিলেন। লাটিন ভাষার কখন্ যার পর নাই শ্রীবৃদ্ধি হইল? যখন রোম-সম্রাট অগষ্টস্ বিদ্বন্মণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া রাজ্য ভোগাপেক্ষা অধিকতর সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেখাযায় যে, যে দেশের ভাষার ও বিদ্বান্দিগের প্রতি রাজার সমাদর, সেই দেশেরই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় এমন দেশ নাই, যেখানকার গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষার উন্নতি কল্পে সমূহ উৎসাহ দান না করেন। ভারতবর্ষ বিজাতীয় রাজার অধীনস্থ বলিয়া কি সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইবে? যেখানে বিজাতীয় রাজা অধীনস্থ প্রজাবর্গের ভাষায় অভিজ্ঞ হন অথবা তাহাদিগের সহিত সমহৃদয় হইয়া তাহাদিগের সুখে আপনাকে সুখী বোধ করেন, সেখানে এরূপ আক্ষেপ করিতে হয় না। কিন্তু নিজে যদি অধীনদিগের ভাষার রসাস্বাদনে নিতান্ত অক্ষম হন এবং তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী না হন, তাহা-হইলে দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকে না। আমরা বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ এই উভয় প্রদেশের তুলনা করিলে এ বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। এ উভয় প্রদেশ এক রাজার অধীন, উভয়ই বিজাতীয় শাসন কর্তা দ্বারা শাসিত। কিন্তু শাসন কর্তার গুণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যাবিষয়ে কতদূর রাজোৎসাহ! সেখানে দেশীয় বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের উচ্চপদ লাভের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হয় এবং দেশীয় ভাষা অনুবাদাদির জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থ-দান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ উৎসাহ স্থলে ক্রমাগত নিরুৎসাহ লাভ করিতেছে। ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রচার জন্য স্কুল বুক সোসাইটী, গার্হস্থ্য পুস্তকালয়াদি করিয়া-ছিলেন, এখন কদাচ তাহাদিগের নাম শুনা যায়; পূর্ব্বে দেশীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্র নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিতেন, এখন তাহা হইতে হস্তাপসরণ করিয়াছেন; পূর্ব্বে দেশীয় গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ দান জন্য তাঁহাদিগের কতকগুলি পুস্তক কিনিয়া লইয়া সাহায্য করা হইত, এখন সে পথে কণ্টকরোপণ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় কি বলিব, অল্পদিন হইল এ দেশীয় কোন একখানি পত্রিকার সম্পাদক ইনস্পেক্টার উড্রোসাহেবের নিকট গিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পত্রিকার ২।৪ খানি লইয়া স্ত্রীজাতির শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দান করুন্ বলিয়া অনুরোধ করিলেন। উড্রো সাহেব পত্রিকাখানি দেখিয়া যার পর নাই প্রশংসা করিলেন, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এ বিষয়ে ক্ষমতা ছিল বটে, কিন্তু এখন গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ দানার্থ আর তাঁহাদিগের একটী পয়সা ব্যয় করিবারও ক্ষমতা নাই। আমা-দিগের দেশের শাসন কর্তা সার জর্জ কাম্বেল সাহেব বঙ্গভাষার কতদূর অনুরাগী, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পরেও বলিব। এক্ষণে গত ডিসেম্বর মাসে তিনি দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে যে মিনিট লিখিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেলঃ—

"দুঃখের বিষয়, আমি বাঙ্গলা ভাষা কিছুই জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস করিতে হইয়াছে, যে ইহা সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষা ঘটিত অনেক শব্দে বিকৃত ও অপভ্রষ্ট হইয়াছে।"

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বাঙ্গলা ভাষার সহিত একান্ত অপরিচিত, তথাপি সরস্বতীর বরপুত্রের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ইহার সম্বন্ধে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহার আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বাঙ্গালা ভাষায় অগাধ পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত গোচের পুস্তক সকল বাদ দিয়া যে ভাষায় বাঙ্গালীরা সচরাচর কথা বার্ত্তা কয়, সেই খাঁটি বাঙ্গলায় লিখিত পুস্তকগুলি নির্ব্বাচিত হইয়া বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবে, যদি সে প্রকারের পুস্তকের সংখ্যা অল্প হয়, নূতন খান কয়েক প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবস্থা হইতে পারে। এ ভাল পরামর্শ হইয়াছে—এ আদেশ যদি পালন হয় আমরা দেখিতেছি বাঙ্গলা ভাষার সম্পত্তি স্বরূপ যে কয়েক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তাহা গঙ্গায় বিস-র্জ্জন দিয়া "পচা" নাটক ও "কি মজার শনিবার" প্রভৃতির ন্যায় কাব্যে বিদ্যালয় সকল গুল্‌জার হইবে। আমাদিগের বঙ্গ পুরোহিত ছোট লাট সাহেব আদালতী বাঙ্গালা রূপ কাষ্ঠ দিয়া চলিত ইতর বাঙ্গলা আগুণ জ্বালিয়া নবজাত সুকুমারী বঙ্গ ভাষার দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বসি-য়াছেন, যদি আর কিছু দিন এদেশে থাকেন, না জানি কত ঘটা করিয়া ইহার শ্রাদ্ধ করিয়া যাইবেন।

দেশীয়গণ বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির ক্রম, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ এবং তাহার পরিণাম এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট দ্বারা বঙ্গ ভাষার উন্নতি হইবে এ আশা করা বৃথা। এ সময়ে আপনাদিগের কি কর্ত্তব্য চিন্তা করুন্, আমরা আগামী বারে এ বিষয়ে আপনাদিগের সহিত পরামর্শ করিব।

ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটী ও এতদ্দেশীয় সাক্ষীগণ।

উদারচিত্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ অধ্যাপক ফসেট্ সাহেব বহ্বায়াস স্বীকার করিয়া যে মহদভিপ্রায়ে এ সভাটী সংস্থাপনে প্রয়াস পান, কতিপয় স্বার্থপর নীচপ্রকৃতি সভ্যের দোষে তাহা সংসিদ্ধ হইতেছে না, প্রত্যুতঃ দিন দিন তাহার অধিকতর অপব্যবহারই দৃষ্ট হইতেছে। সে দিন সাক্ষ্য গ্রহণ কালে আয়ারটন্ সাহেব বোম্বের সুযোগ্য সাক্ষী দাদা ভাই নোরোজীকে অকারণে অপমান করিয়াছিলেন। লিটেলটন্ সাহেব (স্পষ্টরূপে না হউক) তাঁহাকে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের অহিতাকাঙ্ক্ষী—"সংস্রবচ্ছেদী" বলিয়াও ভর্ৎসনা করেন। পাঠকগণ তাহার অপরূপ কারণ শুনিলে চমৎকৃত হইবেন। লিটেলটন্ সাহেব নোরোজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে "বর্ষে বর্ষে ভারতের সুখ সৌভাগ্য হ্রাস হইতেছে কি না?" নোরোজী তাহাতে অভিমত প্রকাশ করিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়—"ইহা কি ব্রিটিস সংস্রব পরিত্যাগ করিবার প্রগাঢ় কারণ নয়?" চমৎকার সিদ্ধান্ত!!! সাক্ষীদিগের প্রতি এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিলে কোন্ ব্যক্তি অপমানিত হইবার জন্য বিলাত গমনের ক্লেশ স্বীকার করিবেন? গবর্ণমেণ্ট কি এই জন্য লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন? তাঁহারা যদি কেবল আপনাদিগের মতানুসারী ব্যক্তি দিগেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর.দেশের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন কি? এবং এত টাকারই বা শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা কি? কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে কতিপয় "নেমকের চাকরকে" পাঠাইয়া দিলেই তো কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট ও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত উদারতার দায়(!) হইতে খালাস পান! প্রহসন দেখাইয়া আর সাত দেশ ঢলাঢলি করা কেন? দাদা ভাই নোরোজী একজন স্বাধীন চিত্ত পুরুষ, তিনি স্ব-দেশের হিতচিকীর্ষু হইয়া স্থানীয় কর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু রাজস্ব কমিটী তাঁহাকে ইচ্ছা মত সৈন্য, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন এবং সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম নির্ঘণ্ট চান। তিনি লর্ড লরেন্স সাহেবের মত একজন সর্ব্বজ্ঞ কর্ম্মচারী নন,সুতরাং রাজস্ব কমিটীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। তাঁহার এ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আর কোন্ স্বাধীনচিত্ত পুরুষ বিলাতে সাক্ষ্য প্রদানার্থ যাইতে স্বীকৃত হইবেন? সে দিন ইণ্ডিয়ান অবজারবারের এক জন লণ্ডনস্থ লেখক লিখিয়াছেন যে,"যে কয়েকটী লোক রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে দেশের উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রায় কেহই নাই। বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র এবং কৃষ্ণদাস পাল যদি সাক্ষ্য দিতে গমন করেন, তাহা হইলে প্রকৃত বিষয় সকল প্রকাশ হইতে পারে। নোরোজী ফরদনজী ও দাদা-ভাই নোরোজী সকল বিষয়ের দোষ বাহির করিতে গিয়া অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন।" আমরা তাঁহার বাক্য সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিলাম, কিন্তু তিনি কি বলিতে পারেন হলকারের মহারাজার দেওয়ান সর মাধব রাওয়ের আবেদন অগ্রাহ্য হইল কেন? মাধব রাও কি এক জন অযোগ্য প্রতিনিধি? ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য রাজনীতিজ্ঞ আর কয় জন আছেন? ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে ভারতের কল্যাণার্থ একটি মহোদ্যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম এবং তজ্জন্যই বিশেষ আগ্রহ সহকারে দেশের হিতার্থী দিগকে সাক্ষ্য প্রদানার্থ উত্তেজিত করিয়াছিলাম। এখন আর সে বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সাক্ষ্য দিবার জন্য যে কয়েকটি লোক মনোনীত হইয়াছেন, আবেদনকারীদিগের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কি ছিলেন না? তবে যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী সুতরাং স্বাধীনভাবে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন না, এই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট ভাল লোক পাইলেন না বলিয়া এখনও সকলকে আবেদন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন,কিন্তু যে সকল ভাল লোক একবার আবেদন করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা যে আবার আবেদন করিবেন এরূপ তো বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ যাঁহারা ফরদনজী ও নোরোজীর দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনই ইহাতে স্বীকার পাইবেন না। ইণ্ডিয়া গেজেটে ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েসনের উপর যেরূপ একহাত ঠাট্টা করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় এ সভার কোন সভ্যও লজ্জায় অগ্রসর হইতেছেন না। আরো অধিক লোক ডাকিয়া কি রাজ্যের অপদার্থ লোক বাছা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য? সম্প্রতি রাজস্ব কমিটীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আয়ারটন সাহেব সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং এডাম সাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আমরা এডাম সাহেবের গুণাগুণের বিষয় কিছুই অবগত নহি, ভারতের অদৃষ্টে কি হয় বলা যায় না।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী।

আমরা ষ্টার্নডেল সাহেবের যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে কেবল সুবারবান্ মিউনিসিপালিটীরই "মা বাপ" নাই, কিন্তু এক্ষণে কলিকাতার মিউনিসিপালিটির অবস্থা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। সত্য বটে, যে কলিকাতা ভারতের রাজধানী, এখানে অনেক মহৎ লোকের বাস, বিশেষতঃ ইহা গবর্ণমেণ্টের অব্যবহিত কর্ত্তৃত্বাধীন; তত্রাপি, কলিকাতার মিউনিসিপালিটির যে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হয় ইহা আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। লর্ড ইউলিক্ ব্রাউনের যথেচ্ছাচারিতার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। জষ্টিস্দিগের সভাপতি ওয়াকোপ সাহেবের নিজের কোন দোষ থাকুক বা না থাকুক আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত নহি, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের দোষে তাঁহাকেও দূষিত হইতে হইয়াছে। গত বারে কলিকাতার লোক সংখ্যা করিবার ভার হ্যাকৃনি গাড়ীর রেজিষ্ট্রার চিক্ সাহেবের উপর অর্পিত হয়। জষ্টীসেরা এই বর্ষের জন্য তাঁহাকে ১৫০০ শত টাকা দিয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশের লোক সংখ্যার ভার প্রাপ্ত হইয়াও বিবারলি সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে এত টাকা প্রাপ্ত হন নাই। তত্রাপি চিক্ সাহেব যেরূপ সূক্ষ্মরূপে কলিকাতার লোকসংখ্যা গননা করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই! সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে যে লোক সংখ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব পত্র সকল নষ্ট করা হইয়াছে। তদুপলক্ষে জষ্টিস্দিগের সে দিনের অধিবেশনে ঘোর আন্দোলন হয়। কিন্তু 'বার ভূতের' কাণ্ড বলিয়া কিছুই মীমাংসা হয় নাই। চিক্ সাহেবও বাঁচিলেন যে তাঁহাকে আর নিকাশ দিতে হইবে না। হিসাব পত্র গুলি নাকি তদানীন্তন সহকারী সভাপতির আদেশে নষ্ট করা হয়। এখন সাধারণের এরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে যে সহকারী সভাপতি কাহার আদেশে এরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন? জষ্টিস্দিগের কর্ম্মচারীগণ কি তাঁহাদিগের অধীন নন? তবে তাঁহাদিগের বৃথা আড়ম্বরময় জষ্টিস্ সভা করিবার প্রয়োজন কি? উইল্সন্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছিলেন যে ইহা কেবল জষ্টিস্ দিগেরই নিজের দোষ যে তাঁহারা কর্ম্মচারীদিগকে স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে দেন। বাস্তবিক যদি কর্ম্মচারীগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের জন্য জষ্টিস্ সভার নিকট আপনাদিগকে দায়ী মনে করিতেন এবং আপনাদিগকে অধীনস্থ কর্ম্মচারী জানিয়া জাতি নির্ব্বিশেষে সকল সভ্যের প্রতি সমান সম্মাননা করিতেন, তাহা হইলে মিউনিসিপালিটির এরূপ দুরবস্থা ঘটিত না এবং জষ্টিসেরাও আপনাপন মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতেন। সে দিন ওয়াকোপ্ সাহেব চিক্ সাহেবের কৃত লোক সংখ্যার ভুল দেখাইয়া কতিপয় বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন করেন, বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্রও তাঁহার পোষকতা করিয়া কিঞ্চিৎ টীকা করিয়াছিলেন, ইহাতে চিক্ সাহেব বিরক্ত হইয়া ঔদ্ধত্যাবলম্বন পূর্ব্বক জষ্টিস্দিগের দোষ ঘোষণা করিয়া ইংলিসম্যানে এক খানি পত্র লেখেন, তাহাতে রাজেন্দ্র বাবুকে বিলক্ষণ ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে গালাগালি দিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি যথার্থ বার্ত্তা সকল সাবধানে গোপন করিয়া কেবল অনর্থক বাগাড়ম্বর দ্বারা আপনার ধৃষ্টতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পরিশেষে জষ্টিস্ দিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলেন যে "জষ্টিস্দিগের বিরুদ্ধে হুরমুদের দাবী অনিবার উপদেশ পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার (রাজেন্দ্র বাবুর) মনঃপ্রীতির জন্য বলিতেছি যে আমার তাহা করিবার ইচ্ছা নাই।" বাস্তবিক এটি নিতান্ত অসহ্য। একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারীর পক্ষে এরূপ স্পর্দ্ধা সহকারে জষ্টিস্দিগের প্রতি অযথা আচরণ করা, যারপর নাই অন্যায় বলিতে হইবে। আমরা ভরসা করি যে জষ্টিসেরা ইহার বিহিত বিধান করিবেন। নতুবা জষ্টিস্দিগের কার্য্যের প্রতি লোকের তিলমাত্র বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকিবে না।

তারকেশ্বরের মোহন্তের মোকর্দ্দমা।

গত ১২ই ও ১৩ই আগষ্ট হুগলির জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মোহন্তের মোকর্দ্দমা হয়। মোহন্ত এতদিন মনের ধিক্কারে এবং লোক লজ্জাভয়ে কোথায় পলাইয়াছিলেন, সে দিন বেশ একজন মক্কেল হইয়া বরিষ্টার, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি স্বগণ সমভিব্যাহারে সাহসী পুরুষের ন্যায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এত সহায় থাকিতে তাঁহার পরাজয় মানবীয় সম্ভাবনার অতীত, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় তাঁহার গুরুতর দোষ প্রকাশ হওয়াতে মোকর্দ্দমা দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষ্য গ্রহণাদির বিশেষ বিবরণ আমরা নিম্নে ক্রমশঃ লিখিতেছি, অন্যান্য সংবাদ পশ্চাৎ প্রকাশ করিব।

হুগলী জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারি।

মঙ্গলবার, ১২ই আগষ্ট ১৮৭৩।

(উপস্থিত—শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এফ্, মিয়ার্স)।

বাদী—নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবাদী—(১) রাজা মাধবচন্দ্র গিরী মোহন্ত।
(২) নীলকমল মুখোপাধ্যায়।
(৩) তেলী বৌ (ওরফে) বড় বৌ।
(৪) প্রসন্নময়ী দেবী।

বাদীর উকিল—বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" ভবানীচরণ মিত্র এবং
" দীননাথ ধর।

(১)(২) প্রতিবাদীর ঐ—বাবু অম্বিকাচরণ বসু।
বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
" ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।
" শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং
" মহেন্দ্রনাথ মিত্র।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।—১ নং প্রতিবাদীর নামে আমার এই অভিযোগ যে, সে গত মাঘ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত আমার স্ত্রীর (এক্ষণে মৃত) সহিত ব্যভিচার করে। আমার স্ত্রীর নাম এলোকেশী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার বিবাহ হয়। আমার শ্বশুর কুমরুল নিবাসী নীলকমল মুখোপাধ্যায়। শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিবাহের প্রধান উদ্যোগী। মহেশচন্দ্র ইহার ঘটক। শম্ভুচন্দ্র আমার খুড়া। নীলকমল চাকরীর জন্য মোহন্তর নিকট উমেদারী করিত।

(অভিযোক্তা এখানে তাহার মামাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে, এবং জল খাইতে চাহিলে তাহাকে জল দেওয়া হয়।)

থাক তেলিনী (তেলী বৌ) আমার শ্বশুর বাটীর চাকরাণী। এই স্ত্রীলোক আমাদের বাটীতে (আমার শ্বশুর বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে) একদিন এক হাঁড়ি জলখাবার এবং একখানি ধুতী লইয়া আইসে। ধুতী খানি দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইল যে, ইহা কাহার পরা কাপড়। ইহাতেই আমার স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি সন্দেহ জন্মে। আমি তাহার পর তেলিনীকে বলিলাম যে আমি কুমরুল যাব। কিন্তু সে, "বড় রদ্দুর এখন তোমার গিয়ে কায নাই" বলিয়া আমাকে যাইতে বারণ করিল। তাহার পর আমি আমার স্ত্রীকে বাড়ীতে আনিবার কথা বলিলাম। তাহাতেও সে বলে যে, "না এখন তাকে এখানে এন না।" গত ২৬শে মে শনিবার আমি শ্বশুর বাটী যাই। সেখানে গিয়া পা হাত ধুইবার পর আমার শ্বশুর বলিলেন যে, "বাড়ীর বাহিরে যেওনা; প্রতিবাসীরা সকলেই আমার শত্রু। আমি এ বাটীতে কেবল জন কতক স্ত্রীলোক লইয়া থাকি।" আমি জানিতাম যে তাঁহার সহিত প্রতিবাসীদিগের কোন মনান্তর ছিল না। কিন্তু সে দিন আমি আর কোথাও না গিয়া কেবল আমার দিদি শাশুড়ীর বাড়ী যাই। আমার দিদি-শাশুড়ীর বাড়ী আমার শ্বশুর বাড়ী হইতে ১০০ হাত দূরে। যখন আমি সেখানে যাই, তখন আমার ছোট শালী মুক্তকেশী আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। পাছে কেহ আমার স্ত্রীর চরিত্রের কথা আমার কাছে বলে, ইহা চৌকী দেওয়া বোধ হয় তাহার অভিপ্রায় ছিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম, আমার দিদিশাশুড়ী সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ব্রত উদ্যাপন করিবেন। তাহার পর আমি শ্বশুর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পর দিন যখন আমি দামোদরের ঘাটে স্নান করিতে যাই, তখনও মুক্তকেশী আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। পথে আমার সহিত তাহার কোন কথা হয় নাই। সে স্নান করে নাই। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে আমার ভাত প্রস্তুত। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি? দিদি-শাশুড়ীর বাড়ী এত ঘটা, এত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছে, আমাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন?" ইহাতে আমার স্ত্রী উত্তর করিল, "তাইত! দিদি ষষ্ঠি মাকাল পূজাতেও নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু এবার করেন নাই কেন?" যাহা হউক, আমাকে বলে যে তোমাদের সকাল সকাল খাওয়া অভ্যাস বলিয়াই আহার প্রস্তুত হইয়াছে। আমি আহার করিয়া একটু নিদ্রা গেলাম। আমি আমার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের কথা, নবকুমার তাঁতী, চিন্তামনি নাপিত, এবং অপূর্ণা দেবীর কাছে প্রথম শুনি। তাহারা সকলেই আমাকে বলে যে, "তাড়কেশ্বরের মোহন্ত এলোকেশীর জন্য তোমার শ্বশুর বাড়ী আইসে এবং এলোকেশী মোহন্তের কাছে যায়। তুমি তোমার স্ত্রীকে বাড়ী লইয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া আমি শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আমার শ্বশুরকে যথোচিত তিরস্কার করিলাম। আমার শ্বশুরও আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সেই অবধি আমি আমার স্ত্রীকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য উপায় দেখিতে লাগিলাম। পাল্কী মেলা ভার। কিন্তু আমি ঈশ্বর বাগদীকে আমার গায়ের ভাল উড়ানী খানা দিয়া, তাহার দ্বারা একখানা পাল্কীর সুবিধা করিলাম। যখন আমি ইহার উপায় ভাবিতেছিলাম, তখন আমার শ্বশুরবাড়ীর একটী ঘরে, ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া সেই ঘরের দ্বারের দিকে যাই। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু আমি দরজার একটু ফাঁক দিয়া, আমার শ্বশুর এবং তেলী বৌ এর এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম:—

নীলকমল।—"আমি যাহা পাঠাইয়াছিলাম, তা দেখে মোহন্তরাজ কি বল্লেন?"

তেলী বৌ।—"মোহন্ত মহারাজ বল্লেন, আমি তাকে দেক্‌বো; আর সে এলোকেশীকেই বা কি করে নিয়ে যায় তাও দেক্‌বো। আমি রাস্তায় পাহারা রেখে পাল্কী ছিনিয়ে নেব।"

একথা শুনিয়া আমি একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠি, এবং একখানা বাঁশ লইয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার শ্বশুর ভয় পাইয়া, ভিতর হইতে তাহা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দেন। এমন সময় কতকগুলি প্রতিবাসী আমাকে আমার দাদা-শ্বশুরের বাটীতে লইয়া যায়। তখন আমি আমার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের কথা জানিতে পারিয়া, তাহাকে বলিলাম যে আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব। সে বলিল "তুমি কেন, মোহন্ত আমায় মারিবে। বাবাকে আমি একাজ করিতে বারণ করেছিলাম। আমি জানি যে তুমি বড় একগুঁয়ে লোক। অতএব যদি তুমি আমায় মার, তা'হলে মোহন্ত ও কেনারামকেও মেরে ফেল।

বাদীর উকিল।—যখন তুমি বলিলে যে তোমার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিবে, তখন তোমার স্ত্রী কি বলিয়া ছিল?

(মাজিষ্ট্রেট—"এই প্রশ্ন তুমি বোধ হয় উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার না।")

উকীল। কেন না পারি? ১৮৭২ শালের সাক্ষ্য প্রদান আইনের ৩২ ধারার ৩য় প্রকরণে ইহার বিধান আছে। (ইহাতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেওয়া হইল।)

নবীন।—তুমি নয়, মোহন্ত আমায় মারিয়া ফেলিবে। অতএব যদি তুমি আমায় মেরে ফেল, তা হলে মোহন্ত আর কেনারামকেও মেরে ফেল।

উকীল।—তুমি এ ব্যভিচারে সম্মতি প্রদান কর নাই?

নবীন।—(অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া) কি, আমার সম্মতি? নিশ্চয় আমি সম্মতি দিই নাই।

উকীল।—তোমার স্ত্রীর সহিত যখন কথা বার্ত্তা হয়, তখন অন্য কেহ তথায় ছিল?

নবীন।—স্ত্রী পুরুষে কথা কহিবার সময় কে উপস্থিত থাকে?

ইহার পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব থাক তেলিনীকে কহেন যে যদ্যাপি সে সত্য বলে তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করা হইবেক।

থাক তেলিনীকে সাক্ষীর বাক্সয় তুলিয়া তাহাকে নিম্ন লিখিত প্রশ্ন গুলি জিজ্ঞাসা করা হয়।

প্রশ্ন।—তুমি কোথায় থাক?

উত্তর।—আমি নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের জমিতে বাস করি।

প্র।—তুমি প্রথমে বল যে তুমি এলোকেশীকে মোহন্তর নিকট লইয়া গিয়াছিলে।

উ।—আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা মিথ্যা। বকাউল্লা দারগা আমায় ঐরূপ বলিতে শিখাইয়া দিয়াছিল।

প্র।—প্রথমে তুমি তবে এরূপ বল নাই কেন?

ইহাতে সাক্ষী ক্ষণেক চুপ করিয়া পরে এক অর্থশূন্য উত্তর দিল।

উ।—আমাকে ছাড়িয়া দিবে বলিয়াছিল, কিন্তু আমি দেখিতেছি আমি এখনও বদ্ধ আছি।

প্র।—তোমার জামিনের জন্য ১০০০ টাকা তোমাকে কে দিয়াছে?

উ।—উমাচরণ বামুন ঐ টাকা দিয়াছেন।

প্র।—উমাচরণ কে? তুমি তাহাকে কেমন করিয়া জানিলে?

উ।—আমার স্বামী তাঁহার চাকর ছিলেন।

প্র।—তুমি মোহন্তকে জান?

উ।—আমি মেয়ে মানুষ, তাঁহাকে কেমন করিয়া জানিব?

প্র।—মোহন্তের কোন মোক্তার ওকালত নামা দস্তখত করাইবার জন্য তোমার নিকট গিয়াছিল?

উত্তর।—না।

বাদীর ১নং সাক্ষী। আমি তারকেশ্বরের মোহন্তের চাকর ছিলাম। আমি জানি এলোকেশী ও মোহন্ত পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ছিল। এলোকেশী নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। আমি নীলকমলকে চিনি না। এলোকেশী নবীন বাঁড়ুর্য্যের স্ত্রী। আমি নবীনকে জানি। তিনি ঐ দাঁড়াইয়া আছেন (অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল।) আমি তেলী বৌ কে জানি (অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইল) ঐ সে দাঁড়াইয়া আছে। এলোকেশীর বয়স প্রায় ১৪।১৫ বৎসর হইবে। সে অতি সুন্দরী ও দেখিতে সুশ্রী ছিল। ১৪ই কি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মোহন্ত মহারাজ আমাকে অনুমতি করিলেন, "তুমি ধঞ্জনের মাঠে থাকিবে। আমি শুনিয়াছি যে নবীন নীলকমলের বাটীতে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিতে পাইলে আমার নিকটে লইয়া আসিবে।" লালচাঁদ বাগ্‌দী, দিগে বাগ্‌দী, গয়ারাম বৈষ্ণব এবং আর আর অনেককে আমার সঙ্গে যাইতে বলেন। আমি বলিলাম আমি অতি দুর্ব্বল আছি, আমি যাইতে পারি না। কেনারাম কহিলেন, "আচ্ছা তবে তুমি এখানে থাক।" উপরের ব্যক্তিগণ সেখানে গিয়াছিল কি না তাহা আমি বলিতে পারি না। এলোকেশী কোন কোন দিন সকালে এবং কোন২ দিন বা ভোরে মোহন্তের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিত। এলোকেশী যখন মহন্তের নিকট যাইত তখন মোহন্ত যেখানে থাকিত সেইখানেই একবারে যাইত। দুই এক দিন অন্তর আমি তাহাকে তারকেশ্বরে আসিতে দেখিয়াছি। (এই স্থলে প্রতিবাদীর উকীল আদালতকে একথা লিখিতে অনুরোধ করেন।) তেলী বৌ এবং এলোকেশীর ভগ্নী মুক্তকেশী উভয়ে তাহার সঙ্গে আসিত। তাহারা যে ঘরে থাকিত সেই ঘরের জানালা দিয়া আমি এলোকেশী ও মোহন্তকে একত্র দেখিয়াছি। নীচে থেকে ভিতরের সকল বিষয় দেখা কঠিন। আমি তাহাদিগকে বাটীর ভিতর হইতে দেখিয়াছিলাম। সেই ঘরটী মোহন্তর বিশ্রাম করিবার ঘর। মোহন্ত তথায় শয়ন করিতেন। এলোকেশী যখন ঘরের ভিতর থাকিত, তখন ঘরের কপাট বন্ধ থাকিত। যখন আমি এলোকেশীকে ঘরের ভিতর দেখিয়াছিলাম, তখন মোহন্ত ও সেই ঘরে ছিল। হাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

প্রতিবাদীর কৌন্সলি ব্রানসন্ সাহেবের আদালতে আসিতে বিলম্ব হওয়াতে এই সাক্ষীর জেরা স্থগিত রহিল।

২ নং সাক্ষী। ফাল্গুণ মাসের এক দিন আমি তারকেশ্বরের মোহন্তের বাটীতে গিয়াছিলাম। একটী বালিকা সিঁড়ি হইতে নামিয়া আমার গায়ে কতকগুলি আবির ফেলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আবার উপরে উঠিয়া গেল। আমি তৎপরে দেখিলাম যে মোহন্ত মহারাজের শয্যাও আবিরে মণ্ডিত রহিয়াছে। আর এক দিবস ১০ই চৈত্র কি ১২ই চৈত্র হইবে আমি দেখিয়াছি দুইটী বালিকা মোহন্তের শয্যায় বসিয়া আমোদ করিতেছে। ঐ দুইটী বালিকা এলোকেশী ও তাহার ভগ্নী মুক্তকেশী। তাহারা তখন হাসিতেছিল এবং ঠাট্টা তামসা করিতেছিল। এ ছাড়া আর কিছু করে নাই। শয্যা রাজশয্যার তুল্য। তাহারা মোহন্তর সহিত এক বিছানায় ছিল। আমাকে দেখিয়া তাহারা সরিয়া গেল। এলোকেশীর মাথায় ঘোমটা ছিল না।

জেরায়। আমি এলোকেশী ও মুক্তকেশীকে কখন পূর্ব্বে দেখি নাই। আমি তৎপূর্ব্বে এলোকেশীর বিষয় কিছুই জানিতাম না। অনুসন্ধানে আমি কেবল এই মাত্র জানিলাম যে তাহারা কুমরুলের নিবাসী। হাঁ! স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এমন রীতি প্রচলিত আছে যে মঠের মহন্তকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার নিকটে আইসে। তারকেশ্বরে দ্বিতীয়বার আসিয়া আমি আর কখন ঐ দুই বালিকাকে দেখি নাই। আমি মঠের মোহন্ত। (নাম শুনিতে পাওয়া গেল না।) আমি এই পদে আমার গুরুর উত্তরাধিকারী হইয়াছি। আমার গুরুর দুটী চেলা—আমি ও আর এক জন। আমি ঐ পদে মনোনীত হইলে তারকেশ্বরের মহন্ত আমার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। ছোট মঠের অধিকারী নিয়োগের সময় বড় মঠের তারকেশ্বরের মোহন্তের মত লওয়া আবশ্যক। (পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া) হাঁ স্ত্রীলোকেরা সচরাচর মোহন্তকে দেখিবার জন্য গদি ও অপরাপর স্থানে প্রণামার্থে গিয়া থাকে। না, কোথায়ও রীতি নাই যে মেয়েরা মঠে গিয়া হাস্যামোদ করিবে। তাহারা রীতিমত প্রণাম করিবার জন্য গিয়া থাকে।

মাজিষ্ট্রেট। রীতিমত প্রণাম কাহাকে বলে? (ইহাতে সাক্ষী ঘোমটার মত দিয়া উত্তরীয় বস্ত্রের মুড় গলদেশে জড়াইয়া দেখাইল।) ইহারা এ সময়ে ওলা প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য ও কিছু টাকা মোহন্তকে উপহার দেয়, আর প্রণিপাত করে। ইহার নাম রীতি মত প্রণাম।

মাজিষ্ট্রেট। যখন স্ত্রীলোকেরা প্রণাম করে, মোহন্ত তখন কি বলেন?

উ। তিনি তখন আশীর্ব্বাদ করেন।

মাজিষ্ট্রেট। বৎসরের সকল সময়ে কি এই রীতি?

উ। হাঁ বৎসরের সকল সময়ে।

মাজিষ্ট্রেট। বালক বালিকারাও কি মোহন্তকে প্রণাম করিতে যায়?

উ। হাঁ তাহারাই কেবল যাহাদের জ্ঞানোদয় হইয়াছে।

ব্রান্সন সাহেবের বেলা ২টার সময় আসিবার কথা ছিল, না আসাতে বাবু অম্বিকাচরণ বসু ১ নং সাক্ষীকে জেরা করিতে লাগিলেন।

সাক্ষী। হাঁ আমি ধঞ্জনের মাঠে যাইতে অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে অনেকবার এলোকেশীকে দেখিয়াছি। আমি তাহাকে তারকেশ্বরের বাজারে গোপাল মৈত্রের দোকানে এবং মোহন্তের বাটীতে দেখিয়াছি। মোহন্ত যে গদির উপর বসেন, স্ত্রীলোকেরা সচরাচর সেখানে গিয়া থাকে। আমি কখন এলোকেশীর পিতার বা শ্বশুরের বাটীতে যাই নাই। আমি তারকেশ্বরেই শুনিয়াছি যে তাহার নাম এলোকেশী। আমি শুনিয়াছি যে এলোকেশী নীলকমল মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির কন্যা। (বাবু অম্বিকাচরণ বসু এস্থলে আদালতকে নীলকমল নামক এক ব্যক্তির কথা লিখিতে বলেন, কেন না সাক্ষী কোন্ নীলকমল তাহা জানে না।) বালিকার মৃত্যুর পূর্ব্বে নবীনকে জানিতাম না, আমি মোহন্তের দ্বারবান্। প্রয়োজন হইলে আমি মোহন্তের গদির নিকট যাইতাম। তাঁহার নিয়মিত আমলার বন্দোবস্ত আছে। আমি তাঁহার আদেশ বহন করিতাম, এবং যেখানে যাইতে বলিতেন যাইতাম। আমার নিজের প্রয়োজনেও আমি মহন্তের নিকট যাইতাম। তাঁহার অনেক ভৃত্য। আমি মোহন্তকে জানালার মধ্য হইতে, কখন কখন সন্ধ্যার সময় কখন কখন এক প্রহর রাত্রির সময় দেখিয়াছি। আমি নিচে থেকে দেখিয়াছি। মোহন্ত উপরের ঘরে থাকিতেন। বাটীর দুতালার ছাদের উপর এক দিন রাত্রিতে মোহন্ত ও এলোশীকে দেখিয়াছি। আমার তারিখ ঠিক্ স্মরণ নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে জবানবন্দি দেওয়াতে মোহন্ত আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। ক্ষেত্রমণি দেবী আমার ভগিনী। কখন কখন আমাদের একান্নে চলে, কখন কখন আমাদের অন্ন পৃথক্ হয়। মহন্ত দেওয়ানী আদালতে তাহার বিরুদ্ধে যে ডিক্রি পাইয়াছে, একথা আমি শুনি নাই। ইহা সম্ভব যে, আমি যখন গৃহ হইতে অনুপস্থিত ছিলাম, তখন ডিক্রি পাইয়া থাকিবেন।

(পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে) আমি তারকেশ্বরের বাজারে এলোকেশীকে দেখিয়াছি। মহন্তের বাটী তাঁহার গদি হইতে ৩।৪ রসি দূর এবং তারকেশ্বরের মন্দির হইতে ১০।১২ রসি দূর।

নবীনকে পুনরায় জেরা করিবার জন্য আনা হইল।

প্র। তুমি যখন শ্বশুর বাটীতে ছিল, এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিতে ছিলে তখন আর কেহ সেখানে উপস্থিত ছিল?

উ। স্বামী স্ত্রীর কথা বার্ত্তার সময় কি কখন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকে?

প্র। তবে কি তুমি বল সেখানে আর কেহ ছিল না?

উ। এ প্রশ্ন অর্থ শূন্য, আমি ইহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না।

নবীন। (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালীকে আসামী, করা হইয়াছিল, তাহার নামে কেন ওয়ারেণ্ট বাহির হয় নাই? হাঁ আমি গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং আফিসে কর্ম্ম করিতাম।

(ক্রমশঃ)

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় বাবু শ্যামাচরণ সরকারকে আর একবৎসরের জন্য ঠাকুর ল লেক্‌চরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে সেনেটে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবু একজন বিশিষ্ট যোগ্য লোক, বিশেষতঃ তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন ও তাহা শেষ হয় নাই।

সাধারণ আদেশ দ্বারা নিরূপিত করা হইয়াছে যে এক রেজীমেণ্ট এতদ্দেশীয় পদাতিক মধ্যে সর্ব্বরকমে ৭২০ জন সৈন্য থাকিবে। ৮ জন ইংরাজ কর্ম্মচারী, ১৬ জন এতদ্দেশীয়, ৪০জন হাওলদার, ৪০ নায়ক, ১৬ জন বাদ্যকর এবং ৬০০ সিপাহী।

ইণ্ডিয়ান অবজারবার বলেন, যে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিয়ম মতে সর জর্জ ক্যাম্বেল তাঁহার বর্ত্তমান পদ (বাঙ্গালার 'লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর') পরিত্যাগ না করিলে তথায় সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিতে পারেন না। বঙ্গদেশ শান্ত হও!

আমরা শুনিলাম আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব আগামী মার্চ্চ মাস হইতে ছয় মাসের অবকাশ লইবেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর্ হইবেন। হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, বঙ্গদেশ তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত আগুনে পড়িল।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর উইলিএম গ্রে সাহেবের এক খানি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, এখানি প্রিন্সেপ সাহেব চিত্রিত করিয়াছেন। ছবি খানি টাউনহলে রাখা হইবে। সকলেই জানেন এখানি বঙ্গবাসীদিগের কৃতজ্ঞতার উপহার। তাঁহারা এই বিষম সময়ে প্রতিমূর্ত্তিখানি দর্শন করিয়া মহাত্মা গ্রে সাহেবের সুখের রাজ্য স্মরণ করুন্।

আজিকালি কলিকাতায় বড় নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। একদল সাতু বাবুর বাড়ির সম্মুখে একটি নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবারে তথায় মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রণীত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্যাও ছিল। এপর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্ত্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্রসন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আমাদিগের কোন সহযোগী বলেন, গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের মহামারির কারণানুসন্ধানে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়াছেন। কর্ণেল হাইগের প্রস্তাবানুসারে নদী, খাল প্রভৃতি কাটিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন এবং অন্যান্য স্থানের কৃষক ও শ্রমজীবি প্রজাদিগের তুলনায় বর্দ্ধমানের প্রজাদিগের অবস্থা কিরূপ তাহা জানিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় দরিদ্রতা বাড়িয়াছে, কেহ কেহ এরূপ অনুমান করায় প্রজারা যদি অন্যস্থানে উঠিয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সহচর বলেন গড়পারের একজন চাসাধোপা আপনার পঞ্চমবর্ষীয় কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করে। বরটী লেখাপড়া জানে, এবং বিবাহ হইলে কিছু কিছু সাহায্য ও করিতে চাহিয়াছিল। বর আসিয়াছে, কন্যাকে ছাল্‌না তলায় আনয়ন করা হইল। এমত সময়ে আর কয়েক জন চাসাধোপা আসিয়া কন্যাকর্ত্তাকে প্রহার ও তাহার স্ত্রীকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া বরকে চলিয়া যাইতে বলিল। বরও তাহার সহচরগণ আপত্তি করিল। মহা গোলযোগ হইতে লাগিল। বরের চীৎকার, কন্যাটির ক্রন্দন, অত্যাচারকারীদিগের হোররা, এই সমুদায় এককালীন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি কন্যাটীকে লইয়া তাহার এক অবিবাহিত মূর্খ আত্মীয়ের সহিত বিবাহ দিল। পরদিবস যাবতীয় ভদ্রলোকেরা ইহা শ্রবণ করিয়া কন্যাকর্ত্তাকে নালীশ করিতে বলেন, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বলিল "যাহার কন্যা সে লইয়া গিয়াছে, আমি তাহার কি করিব।" সর জর্জ কাম্বেল যে প্রতিনিধিরাইয়তের নিমিত্ত এত ব্যস্ত, এব্যক্তি সেই প্রতিনিধি হইতেছে। ইহাকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আসাম মিহির বলেন গোয়াল পাড়ার একজন উকিল তত্রত্য পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সেলাম না করাতে সাহেব তাঁহাকে "হারামজাদ" "বজ্জাত" ইত্যাদি বলিয়া অপমান করিয়াছেন। মারেন নি যে এই যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিতে হইবে।

পোষ্ট আফিসের বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তিত হওয়াতে এক্ষণে বড়ই গোলযোগ বাধিয়াছে। পূর্ব্বে মাশুল দেওয়া পত্রে ষ্ট্যাম্পের উপর একটী লাল মোহর অঙ্কিত থাকিত, এক্ষণে সেটী তুলিয়া দিয়া বেয়ারিং ও ষ্ট্যাম্প উভয়েই একবিধ কাল মোহর ব্যবহৃত হইতেছে। পত্র বাহকেরা এই সুবিধায় ষ্ট্যাম্প খুলিয়া নিয়া মাশুল দেওয়া পত্র বেয়ারিং বলিয়া অনেকের নিকট পয়সা লইতেছে। "নানা মুনির নানা মত।" পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভাবী ফল বিবেচনা করিয়া পরিবর্ত্তন করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত ইব্রাম গ্রামে একটী কৈবর্ত্তের ১০।১১ মাসের শিশু একটি খলিসা মৎস্য গিলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পিতা মাতারা সতর্ক হউন্।

৯ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৭৪ জন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮ জন খৃষ্টান, ১১২ জন হিন্দু, ৫৩ জন মুসলমান এবং এক জন চিনাম্যান।

উত্তর-পশ্চিম।

দিল্লিগেজেটের একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, সম্প্রতি মথুরায় অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে প্রায় ১০ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

মধ্যভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনেরল ই উইলমট সাহেব জব্বলপুরে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনের গোবিন্ জীউর মন্দির জীর্ণ হওয়াতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম মিউর সাহেব জয়পুরের মহারাজাকে লেখেন যে এই মন্দিরটী তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি, অতএব তিনি ইহার সংস্কারের ব্যয় দিবেন কি না। মহারাজা এতদর্থে ৫০০০ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১০০০ টাকা দিয়াছেন।

সীমলায় কতিপয় সুশিক্ষিত বাঙ্গালী তথায় একটী সংস্কার সভা (রিফরম সোসাইটি) স্থাপন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে যে আমাদিগের গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের পুত্র বেরিং সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে (অফিসিএটিং) কার্য্য করিতেছেন।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন কানপুরের জেল দারোগা ও তাহার কয়েক জন অনুচর একজন কয়েদীকে হত্যা করণাপরাধে সেসনে অর্পিত হইয়াছে।

সিন্ধিয়ার মহারাজ তাঁহার রাজ্য মধ্যে চুরি নিবারণ করিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কোথাও চুরি হইলে যতদিন পর্য্যন্ত চোর ধৃত না হয় ততদিন কোতোয়াল ও অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দেওয়া হয় না। চোর ধরিতে পারুন আর নাই পারুন, আমাদিগের বাঙ্গালা পুলিসের কোন ভাবনা নাই।

বোম্বাই।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে কোন মেডিকাল অফিসার গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা ভিন্ন অভিনন্দন লইতে পারিবেন না।

গত ১২ই আগষ্ট সমস্ত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ২৯৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, একদা বরদার মহারাজ ভ্রমণে বহির্গত হইলে তাঁহার হস্পিটালের সিবিল সার্জ্জনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তর সাহেব গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতে ও মহারাজের যথোপযুক্ত সম্মান করিতে বলা হয়। ডাক্তর অস্বীকার করিলে তাঁহাকে বাধ্য করা হয়। ডাক্তর অপমানিত হইয়া তত্রত্য রেসিডেণ্টকে অবগত করেন। রেসিডেণ্ট রাজাকে লেখাতে রাজা প্রত্যুত্তরে লেখেন যে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে ডাক্তরের কথানুরূপ ঘটনা হয় নাই। এইরূপ অনেক লেখালিখির পর রেসিডেণ্ট বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মহারাজাকে জানাইয়াছেন যে ডাক্তর সাহেব যেরূপ পদবীস্থ লোক, তাঁহার কথায় অবিশ্বাস হয় না সুতরাং ইহার মীমাংসার জন্য এতৎ সংক্রান্ত কাগজ পত্র সকল ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইল। গুইকুমারের খাম খেয়ালি অনেক, তত্রাপি তিনি একজন মহারাজা, সুতরাং তাঁহার বিপক্ষে ডাক্তারের ন্যায় একজন সামান্য কর্ম্মচারীর পক্ষ সমর্থন করা কখনই গবর্ণমেণ্টের উচিত কার্য্য হয় নাই।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে বোম্বাই স্মলকজ কোর্টের প্রথম জজের বেতন কলিকাতা স্মল কজকোর্টের প্রথম জজের সমান হইবে।

বোম্বাইয়ের মেজর বেকর সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তিনি ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক প্রস্তাব লিখিতেছেন। মেজর সাহেব নিজে প্রস্তুত হউন।

আমরা শুনিলাম জি, আই, পি রেইলওয়ের একখানি ডাকগাড়ী মুর্ত্তিজাপুর ও আকোলার মধ্যবর্ত্তী একটী লৌহ সেতুর উপর দিয়া যাইবার সময় তাহার ইঞ্জিন চালক একব্যক্তিকে রেলের উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে দেখিতে পায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও গাড়ী থামাইতে পারিল না সুতরাং ঐ হতভাগ্যের উপর দিয়া গাড়ী খানি চলিয়া গেল, সেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

মান্দ্রাজ।

৪৫ টন সিঙ্কোনার ছাল মান্দ্রাজ হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছে। এ গুলি আবার কুইনাইন হইয়া এ দেশে প্রত্যাগমন করিবে। এ দেশে কি কুইনাইন প্রস্তুত হইতে পারে না? তাহা হইলে যে কুইনাইন সুলভ হইবে, দেশের উপকার হইবে, এবং প্রস্তুতকর্ত্তাও লাভবান্ হইবেন, সুতরাং ইহাতে এদেশীয় দিগের উৎসাহ হইবে কেন?

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে নীলগিরি শাখা রেলওয়ে খোলা হইবে।

মান্দ্রাজে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, দক্ষিণ-কানাড়ায় যে ব্যক্তি ইংরাজি টীকা লইবে তাহাকে দুই আনা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গত লোক সংখ্যায় প্রকাশ হইয়াছে যে মান্দ্রাজে গোঁড়া হিন্দু প্রায় এক শত চব্বিশ জন। যেমন কলিকাতায় ব্রাহ্ম সংখ্যা ৯২ জন ধরা হইয়াছিল সেইরূপ নাকি?

গত বৎসরে শেষ তিন মাসে মান্দ্রাজে ১২১ খানি পুস্তক রেজিষ্টরি হইয়াছে।

ইউরোপ।

ডিয়েন্না নাম্নী একজন ইউরোপীয় মহিলা পারস্য রাজের নিকট হইতে ২৫০,০০০ টাকা পাইয়া তাঁহার একজন মহিষী হইতে সম্মত হইয়াছেন। টাকা পাইলে আত্ম বিক্রয় করিতে সভ্য জাতিরাও কুণ্ঠিত হন না।

লণ্ডন নগরে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটী' নামে এতদ্দেশীয় দিগের যত্নে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে যে সকল ভারতবর্ষীয় আছেন, তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সৌহার্দ্দ ও সদ্ভাব বর্দ্ধন করাই সভার উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার কর্ম্মচারী মনোনীত হইয়াছেন;—

সভাপতি—সি মিনাকৃশিয়া—মান্দ্রাজ।

সহকারী সভাপতি—বি, দে—বঙ্গদেশ।

সম্পাদক—এম, সি, মল্লিক। ঐ ইংলণ্ডস্থ ঠিকানা—নং ৪৬ বার্থোলোমিউ রোড—লণ্ডন এন, ডবলিউ।

সহকারী সম্পাদক—আর, পি ঘোষ—বঙ্গদেশ। নং ৪৭ মর্ণিংটন রোড এন, ডবলিউ।

সভ্য—জি, সি, কাশীচেটি—সিংহল।

" মহম্মদ, এচ, হাকিম—বোম্বাই।

" পি,কে, রায়,—বঙ্গদেশ।

প্রুসীয়ার অফিসিয়াল গেজেটে ফ্রাঙ্কো প্রুসীয়ান সমরে সৈন্যদিগের মৃত্যু সংখ্যার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। যথা, ১১০৪৩৫ জন জর্ম্মণ সেনা, ৫১৬৬ কমিসণ্ড অফিসর এবং ১২২৬৬ জন নন-কমিসণ্ড অফিসার, সাকল্যে ১২৭৮৬৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ফ্রান্সে পুনর্ব্বার একজন রাজাকে স্থাপিত করিবার নিমিত্ত ফরাসী মহাসভার রাজতন্ত্র-প্রিয় প্রতিনিধিগণ এক খানি পত্র স্বাক্ষরিত করাইতেছেন।

ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর সভাপতি আয়ারটন্ সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন, এডাম সাহেব তাঁহার পদে মনোনীত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিসপ কলেজের অধ্যক্ষের পদে রেভারেণ্ড আর, ষ্টিওয়ার্ট সাহেব মনোনীত হইয়াছেন। ইনি ওরসেস্টার কলেজে ছিলেন।

বিবিধ।

ইয়ারখন্দের দূত শীঘ্রই বোম্বাই আগমন করিবার জন্য কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রুসীয় রাজপরিবার সেপ্টেম্বর মাসে ডিউক অব এডিনবরাকে লিভাডিয়া নামক স্থানে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন। আগামী মার্চ মাসে ইহাঁর বিবাহ হইবে।

পারস্যের সাহ কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য মধ্যে গোলোযোগ হওয়াতে শীঘ্রই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

ফিরাগো ভিন্ন ভিন্ন দেশের মাতাল দিগের একটী বার্ষিক মৃত্যু সংখ্যার তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ইংলণ্ডেরই জয় দেখা গেল। ইংলণ্ডে মদ্যপানে ৫০০০০ লোকের মৃত্যু হয় তন্মধ্যে ১২০০০ স্ত্রীলোক। জর্ম্মণিতে ৪০০০০, ইউনাইটেড ষ্টেটে ৩৪০০০ রুসিয়ায় ১০০০০,

বেল্‌জামে ৪০০০ এবং ফ্রান্সে ১৫০০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়।

রুসীয়েরা মধ্য আসিয়ায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। একটী খীবায়, অপরটী মরি সাহজীহানে এবং তৃতীয়টী চারজোই তে নির্ম্মাণ হইতেছে। খীবা ও অন্যান্য স্থানের সদাগরদিগকে অবগত করা হইতেছে যে তাঁহারা যখন খীবা ত্যাগ করিবেন, তখন যেন রুসীয়ার তত্রত্য সেনাপতির নিকট শান্তির জন্য আবেদন করেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী সকল নিরাপদে পৌঁছিয়া দেওয়া হইবে। বণিকেরা হিরাট হইয়া একবারে করাচী হইতে খীবায় যাইতে পারিবেন, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য দ্রব্য সকল ও উক্ত পথ দিয়া প্রেরিত হইবে।

ইণ্ডোইউরোপিএন্‌ করেস্‌পণ্ডেন্স বলেন, কলোম্বোর তুরস্ক কন্‌সলের পুত্র, ইস্রসালিবি নামক এক ব্যক্তিকে তত্রত্য ডিটেক্‌টিভ পুলিসের হস্ত হইতে ছিনিয়া লইবার চেষ্টা করাতে কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে যাহাদের মাথায় টাক পড়ে তাহারা প্রায় যুবা বয়সে মরে। বুড়া বয়সে টাক পড়িলে কখন মৃত্যু হয় ডাক্তার সাহেব বলিতে পারেন?

আমেরিকায় সম্প্রতি এক লিপিযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আকার পাএনোফোর্টের ন্যায়। মূল্য ১২৫ টাকা মাত্র।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

উড়িষ্যার অফিসিএটিং কেনাল রেবেনিউ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফ্রান্সিস্‌ উইলিয়াম রাইস কাউলি সাহেব কটক ডিষ্ট্রিক্টে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এড ওয়ার্ড ষ্টিওয়ার্ট সাহেব দণ্ডবিধির ২২২ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

ই ম্যাকল স্মিথ সাহেব নদীয়ার ২য় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

জি, ই ম্যাক্‌ জিলি সাহেবের অবসর প্রার্থনার দিনাবধি ফ্রেডারিক ওয়াইয়ার বি, এ, দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন, কিন্তু এক্ষণে মালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদেই কার্য্য করিবেন।

গোলাণ্ডর ডেপুটী কালেক্টর কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পুলিস—উইলিএম্‌ ওয়াট্‌ ডেলী সাহেব, এচ, ডবলিউ, জে ভ্যাম্বার সাহেবের বিদায় দিবসাবধি তৃতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যালয়—কাছাড়ের অফিসিএটিং ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর তত্রত্য স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইলেন।

রোড সেস—হেনরী জেমস্‌ নিউবেরী সাহেব মুঙ্গের ডিষ্ট্রিক্টের রোড় সেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

জর্জ রবার্ট কিং মিয়ার্স সাহেব গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট রোডকমিটীর ভাইস চেয়ার ম্যানের পদে মনোনীত হইলেন।

বিচার বিভাগ—বাবু কৈলাস চন্দ্র মজুমদারের অনুপস্থিত কালে বাবু মহেন্দ্র লাল রায় তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইবেন এবং বৰ্দ্ধমানে অতিরিক্ত মুন্সেফেরও কার্য্য করিবেন।

বাবু উমাচরণ কাশ্যপিরীর অনুপস্থিত কালাবধি বাবু প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় এল, এল, রঙ্গপুরের সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিত কালে বাবু অভয় চরণ দে ময়মনসিংহের দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু মহেশ চন্দ্র সেনের অনুপস্থিত কালে বাবু যাদব চন্দ্র দে, বি, এল, সিলেটের সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বারাণসী গবর্ণমেণ্ট কালেজের ইংরাজী-বিভাগে ছাত্র দিগের বেতনের নিয়ম পূর্ব্বাবধি এইরূপ ছিল; ছাত্রের অভিভাবকের আয় ২৫ টাকা থাকিলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত ১ টাকা ৫০ টাকা থাকিলে ২ টাকা; ৭৫ টাকা থাকিলে ৩ টাকা এবং ১০০ টাকা থাকিলে ৪ টাকা; একশতের অধিক হাজার পর্য্যন্ত থাকিলে ১০ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিতে হইত। আর সাধারণ নিয়মানুসারে বি, এ এবং ফাষ্ট আর্ট ক্লাসের ৫ টাকা এবং এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ৩ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিতে হইত। এবম্বিধ নিয়ম থাকাতে উক্ত কলেজে সাধারণের বিদ্যোপার্জ্জনের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। সম্প্রতি সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে কথিত কলেজের পূর্ব্ববৎ কঠিন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি সুলভ ব্যয়ে শিক্ষাবিভাগের দ্বার মুক্ত হইয়াছে। এখন কাহার ইন্‌কম্‌ দেখা যাইবে না, সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া বি, এ, এবং ফাষ্ট আর্টস্‌ ক্লাসে ৩ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। এণ্ট্রান্স্‌ ক্লাস হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ।।০ আনা এবং তন্নিম্ন ভাগে ।০ আনা করিয়া মাসিক বেতন দিতে হইবে। এটী যে গবর্ণমেণ্টের কতদূর পর্য্যন্ত দয়ার কার্য্য হইয়াছে, তাহা সরল হৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই বোধগম্য। ইহার জন্য কে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন? কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার বিপরীত নিয়ম থাকাতে প্রেসিডেন্সি কলেজ সাধারণের অগম্য হইয়াছে।

২। বারাণসী গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল মান্যবর শ্রীযুক্ত টী, এইচ্‌ গ্রীফিথ্‌ এম, এ, মহোদয় মহামুনি বাল্মীকি কৃত সংস্কৃত রামায়ণ ইংরাজী সরল কবিতাছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা সকলের বিদিত আছে। তিনি আদিকাণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড, অত্যুৎকৃষ্ট, সরল পদ্যে অনুবাদ করিয়া ধরাতলে যশ লাভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত খণ্ডত্রয়ের মূল্য অতিশয় সুলভ (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় ৬ টাকা করিয়া ১২ টাকা এবং তৃতীয় খণ্ড ৪।।০ টাকা, সমষ্টি ১৬।।০ মূল্য) করিয়াছেন। সম্প্রতি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, অর্থাৎ চতুর্থ খণ্ড কবিতাতে অনুবাদ করিয়াছেন, ই, জে, লাজরস্‌ সাহেবের মেডিকল্‌ হল প্রেসে ছাপা হইতেছে অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইবে। গ্রিফিথ্‌ সাহেবের অসাধারণ শক্তি। পোপ যে প্রকার হোমরের অনুবাদ করিয়া জগদ্বিখ্যাত কবিগণ মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, আমাদের কবিবর গ্রীফিথ সাহেবও সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ ইংরাজী কবিতাতে অনুবাদ করিয়া ভূ বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ কবিগণ মধ্যে একজন প্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ইনি অবশিষ্ট তিন খণ্ডের তদ্রূপ অনুবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন বোধ হয় না।

৩। এখানকার মিসনরী কলেজ ও স্কুলে যদি বেতন হ্রাস করা না হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট কলেজে অল্প বেতনে পাঠ করিয়া অধিক ব্যয়ে মিসনরী স্কুলে যে কেহ পাঠ করিবেন এমন ভরসা নাই। জনরব যে তাঁহারাও গবর্ণমেণ্ট কলেজের সমান বেতন রাখিবেন, কিন্তু ইহাও

মিসনরী দিগের পক্ষে ফলদায়ক হইবে বোধ হয় না। ইঁহাদের উচিত যে গবর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে বেতন কমাইয়া দেন।

৪। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বারাণসী ত্যাগ করিয়া মৃজাপুরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। আজ কাল তথায় হিন্দুস্থানী দিগের কাজরী গীতের সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব বোধ হয়, সরস্বতীজী, তচ্ছ্রবণে, উৎসুক হইয়াছেন। সরস্বতী জী মধ্যে কেবল একবার কলিকাতা গিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন ছুইবৎসর কাল বারাণসীতেই বাস করেন। ইতর চামার, প্রভৃতির সঙ্গে ও তিনি সংস্কৃত বিনা অন্য কোন ভাষায় বাক্যালাপ করেন নাই। আজ কাল তিনি হিন্দীতে আলাপ করেন, আর সংস্কৃত ব্যবহারই করেন না।

৫। দুর্গা বাটিতে, ভগবতীর মন্দিরের চূড়া ভাগ ৫ হাত পরিমাণ মন্দির সহিত, হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে এই দিবস তথায় লোকারণ্য ছিল না। চূড়া টী উৎকৃষ্ট পিত্তলের দ্বারা আবৃত ছিল। এই মন্দির রাণী ভবানীর কৃত। এখন যাঁহারা রাণী ভবানীর দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করেন, তাহাদের উচিত যে উক্ত মন্দিরের চূড়া পুনরায় উঠাইয়া দিয়া রাণী ভবানীর কীর্ত্তি সজীব রাখেন।

৩০ শ্রাবণ। ১২৮০। বারাণসী।

বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীমতী কাদম্বিনী	ইন্দোর	৭॥০
গোবিন্দ চাঁদ বসু	দেবানন্দপুর	২।৵০
অমরেন্দ্র নাথ চট্টো	কলিকাতা	৬
কুঞ্জ বিহারী দে	ঐ	৬
কলিকাতা রিডিং রুম	ঐ	৩॥০
দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩॥০
অক্ষয় কুমার ভড়	ঐ ৩॥০ টাকার মধ্যে	৩
রাখাল দাস বন্দ্যো	ঐ	৩॥০
ব্রজেন্দ্র নাথ শীল	ঐ	২
দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	ভবানীপুর	২
দ্বারকা নাথ ঘোষ	চেতলা	৬
প্রসন্ন কুমার গুহ	শ্রীহট্ট ৩॥০ টাকার মধ্যে	৩
আনন্দ চন্দ্র ঘোষ	জয়নগর	৭।০
নগেন্দ্র নাথ মুখো	লক্ষ্নৌ	৩
শীতল চন্দ্র মুখো	পাবনা	৭॥০

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেনে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পত্রিকা ও জব ওয়ার্ক অল্পমূল্যে উত্তম অক্ষরে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

বর্ত্তমান মাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং প্রবন্ধ সকল পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি সকল প্রকটিত হইবে। ইংরাজী সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব ও প্রবচন সকল সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

যাহাতে দেশীয় লোকের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ, সুরুচি সংবর্দ্ধন এবং ধর্ম্মনীতির দৃঢ়তা সংসাধিত হয় এবং স্বদেশ ও স্বজাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় তাহাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। যে কোন মত বা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি হউন্, এই উদ্দেশ্য সাধক প্রস্তাব সকল প্রেরণ করিলে, আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিব। কিন্তু লেখকের বিশেষ মতের জন্য আমরা দায়ী হইব না।

সাহিত্য সন্দর্ভের লেখকদিগের নাম প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, একারণ আমরা তাহাতে বিরত হইলাম। কিন্তু গ্রাহক মহাশয় দিগের জ্ঞাপনার্থ আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বাঙ্গালাভাষার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদিগের অনেকেই লেখক শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছে:—

অগ্রিম বার্ষিক (মফস্বলে ডাকমাসুল লাগিবে না)।	৩ টাকা।
" ষাণ্মাসিক	১৷৹
" ত্রৈমাসিক	১
প্রতি সংখ্যা	।৵০

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
১লা ভাদ্র } প্রকাশক।

আগামী ৯ই ভাদ্র রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব উপলক্ষে সমস্ত দিবস উপাসনাদি হইবে।

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে বিক্রেয় পুস্তক।

(পুস্তক বিশেষে কমিসন বাদ আছে।)

নারী শিক্ষা ১ম ভাগ	॥০
ধর্ম্মসাধন প্রথম হইতে ১৬ সংখ্যা	।০
ঐ ১৭ " ৩৬	।৴০
ঐ প্রতি সংখ্যা	(৫
বামাবোধিনী পত্রিকা ঐ	।০
ঋজুবোধ	৴০
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা (বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত)	।০
ব্রাহ্মদিগের আহ্বান	(১
পদ্যসার	৵১০
ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা)	।৵০
ধ্রুব তপস্যা নাটক	।৶০
চিরসন্ন্যাসিনী নাটক	
সদ্ভাব কুসুম	।৶০
কাঞ্চনমালা	১৲
ধর্ম্ম ও নীতি	৵০
আধ্যাত্মিক দশ আদেশ	(১০
জয়নগর গিরি ভ্রমণ	৷৴০

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭।০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵০
মাসিক	৷৹	৷৵০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ২০ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০— ১৪ই ভাদ্র শুক্রবার। ১৮৭৩—২৯শে আগষ্ট | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬্ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ... টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা গত সপ্তাহে কোন্নগরের যে ডাকাইতীর সংবাদ দিয়াছিলাম, তাহার সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ জন ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে। ৫ জন ডাকাইত সদ্য ধরা পড়ে, তজ্জন্য কোন্নগরের জেলেদিগকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। একজন ডাকাইত সেই রাত্রে গঙ্গাপার হইয়া সুখচরে যায় এবং একজন কনষ্টেবল কর্ত্তৃক ধৃত হয়। কিন্তু আমরা শুনিলাম তাহার নিকট মাল ছিল এবং সুখচরের জমাদারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দেন, সে পুনরায় ধৃত হইয়াছে। ২।৩ দিনের মধ্যে আর ৭ জনও গ্রেপ্তার হইয়াছে। ডাকাইতদিগের পরিবারদিগকেও ধরিয়া আনা হইয়াছে এবং সকল বিষয়ের ভাল করিয়া অনুসন্ধান হইতেছে। কোন্নগরের পুলিসের অতি নিকটেই এই ডাকাইতী হয়, কিন্তু সমস্ত রাত্রের মধ্যে জমাদারকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই কেন, ইহার যেন তদারক হয়।

———

শুনাগেল গত রবিবার রাত্রে কাঁচড়াপাড়ায় একটী ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে।

———

আমরা বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনরের এক বিজ্ঞাপন পাঠে অবগত হইলাম, আগামী ১৮ই ও ১৯এ সেপ্টেম্বর উক্ত বিভাগস্থ এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের সর্ভেইং পরীক্ষা হইবে।

———

গত সংখ্যক কলিকাতা গেজেটে কলিকাতা মেডিকাল কলেজের সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন প্রস্তাবনা দেখা গেল। ইহাতে এক্ষণে ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থানী ৩টী বিভাগ আছে, ইহাদিগকে ৩টী পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখা হইবে। কলেজ বাটীতে কেবল ইংরাজী শ্রেণী থাকিবে, সিয়ালদহের পপার হস্পিটালে বাঙ্গালা শ্রেণী যাইবে এবং হিন্দুস্থানী শ্রেণী পাটনাতে স্থানান্তরিত হইবে। কেবল ইহা নহে, ঢাকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাঙ্গালা মেডিকাল স্কুল সকল সংস্থাপিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ প্রদর্শন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে মেডিকাল কলেজে বৎসর শতকরা ২৫ জন করিয়া ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এ বৎসর ইংরাজীতে ৪৮৬, লাইসেনসিয়েট ক্লাসে ৪৪০, বাঙ্গালাতে ৩৩২ এবং হিন্দুস্থানীতে ১৩৬ সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৯৪ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, এত অধিক ছাত্রের একত্র শিক্ষায় অনেক ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ ফিবার হস্পিটালে ১৩৭টী মাত্র রোগী আশ্রয় পাইতেছে, ইহাদ্বারা এত ছাত্রের কি উপকার হইবে? মেডিকাল কলেজে যত ছাত্র পড়ে, তাহার প্রায় তৃতীয়াংশ ঢাকা অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকে, এই জন্য ঢাকায় একটী স্কুল হইলে ইহাদিগের অনেক প্রকারে সুবিধা হইতে পারে। বাঙ্গালা শ্রেণীর ছাত্রদিগের মাসিক বেতন ৪ টাকা করিবার জন্য ক্যাম্বেল সাহেব অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবনা সকল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় পাইলাম না, আগামী বারে দেখিব।

———

আমরা অবগত হইলাম, বিগত ২৫শে আগষ্ট ২৪ পরগণায় রথ্যাকর সভাতে, উচ্চতম হারে ভূমি ও গৃহাদির উপর কর আদায় করণের নিয়ম স্থির হইয়াছে। তাহা এইঃ—

প্রথমতঃ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় বর্ণিত ভূমির বার্ষিক আয়ের প্রত্যেক টাকার উপর ১০ দুই পয়সা।

দ্বিতীয়তঃ কৃষী ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য লোকের গৃহের মূল্য:—

১০০ টাকার অন্যূন কিন্তু ৫০০ টাকার ন্যূন হইলে ১ টাকা।

৫০০ টাকার অন্যূন কিন্তু ১০০০ টাকার ন্যূন হইলে ৩ টাকা।

১০০০ টাকার অন্যূন কিন্তু ২০০০টাকার ন্যূন হইলে ৪॥০ টাকা।

২০০০টাকার অন্যূন ও ততোধিক হইলে হাজার করা ৩ টাকা।

তৃতীয়তঃ দোকান ঘরের মূল্য ২৫ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার ন্যূন হইলে বার্ষিক ১ টকা! ৫০০ টাকা বা তদূর্দ্ধ হইলে উল্লিখিত হারে কর আদায় হইবে।

———

ডিউক অব্ এডিনবরার সহিত রুসীয় সম্রাট দুহিতার বিবাহকাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া রুসীয় সংবাদ পত্র সকল অত্যন্ত

আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন এই উপলক্ষে সেণ্ট পিটর্স-বর্গে মহারাণী বিক্টোরিয়ার শুভাগমনের সম্ভাবনা।

ভারত সংস্কারক।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব ও ভারতবর্ষের আয়ব্যয় বিচার।

গত ৩১শে জুলাই হাউস অফ্ কমন্সে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। অণ্ডার সেক্রেটারী গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব (যেরূপ তাঁহা হইতে আশাকরা যাইতে পারে) বৃথা বাগাড়ম্বর দ্বারা তাঁহার কুসংস্কারপোষিত চির অভ্যস্ত ভাব সকল ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে দুইবেলা দুই মুঠা আহার করিতে পায়, ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা নয়—অথচ ভারতের অন্নে তাঁহার শরীরের পুষ্টি সাধন হইতেছে। বাস্তবিক তিনি ভারতের বৃত্তিভোগী হইলেও ভারতের সহিত তাঁহার কেবল বৃত্তিরই সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। তাঁহার যে কর্ত্তব্য কি, তাহা এ পর্য্যন্ত এদেশীয় অতি অল্প সংখ্যক লোকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। নীতিকারকেরা বলেন যে যাঁহাদিগের অন্নে লালিত পালিত, যাঁহাদিগের কৃপায় জীবন ধারণ ও লোক যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, তাঁহাদিগের সেবা ভিন্ন উপকৃত ব্যক্তির দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই। গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব এই সাধারণ নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কতদূর কার্য্য করিতেছেন ইহা কি কেহ, বিশেষতঃ ভারত সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না?' তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করিবার লোক কি কেহই নাই?

আমরা কেবল গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবেরই দোষ দিতে পারিনা—যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, আমরা তাহার মুলেই দোষ সংলগ্ন দেখিতেছি। আমরা আপনারা কিছু না বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টেরই একজন প্রসিদ্ধ সভ্যের বাক্যে আপনাদিগের মত প্রকাশ করিতেছি। ব্রাইটনের সভ্য সুবিখ্যাত অধ্যাপক ফসেট্ সাহেব, গ্রাণ্ট ডফের বিপক্ষে প্রতিবাদ করিবার সময় বলিয়াছেন;—

"প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর হইল মহারাণী (বিক্টোরিয়া) সমস্ত ইংরাজ জাতির নামে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের স্বত্ব রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমরা উদার হৃদয়ে আগ্রহসহকারে এই পবিত্র ভার বহন করিব। এই আশ্বস্ত অঙ্গীকার বচনে ভারতের একসীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত আনন্দের উচ্চরোল উঠিয়াছিল। কিন্তু আমরা এই প্রতিজ্ঞা পালনে কতদূর সক্ষম হইয়াছি? প্রত্যুত আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয় সকলে যেরূপ অবহেলা ও অমনোযোগ প্রদর্শন করি এ সভায় অন্য কোন অকিঞ্চিৎকর বিষয়েও তাহা করিতে সাহসী হই না। প্রায় সকল কার্য্যের শেষে, সেশনের চরমকালে ভারতের বিষয় সকল উপস্থিত করা হয়। + + × × × + +

ভারতবর্ষের রাজ্য শাসন প্রণালীও অদ্ভুত। ইংলণ্ডস্থ সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ও অণ্ডার সেক্রেটরীই ভারতের মস্তক স্বরূপ। গবর্ণর জেনেরল কেবল নামমাত্র শাসনকর্ত্তা। সুতরাং ভারতের ভাগ্য কেবল জনকতক উচ্চ বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীর হস্তেই অর্পিত আছে। ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টই আবার সকল কর্ম্মচারী মনোনীত করেন ভারতের এবিষয়ে কিছু মাত্র হস্ত নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী যেরূপ যত্নসহকারে ভারতের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। বলিতে কি ইংলণ্ডের স্বার্থ নিবন্ধন যে ভারতের স্বত্ব লোপ হইতেছে ইহার আর প্রমাণ আবশ্যক করে না।"

সুতরাং গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব যে এরূপ অসঙ্গত কার্য্য করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? ভারতবর্ষীয়েরা যদি সেক্রেটারী কিম্বা অণ্ডার সেক্রেটারীর পদ মনোনীত করিতে পারিতেন অথবা মহাসভায় গিয়া আপনাদিগের স্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব কখনই এরূপ ধৃষ্ট ভাব ধারণ করিতে পারিতেন না।

আমরা আয় ব্যয় সম্বন্ধে গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের যুক্তি ও মহাসভার মত আগামী বারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গভাষার দুরবস্থা ও স্বদেশীয়দিগের কর্ত্তব্য।

(৩য় প্রস্তাব)

আমরা পূর্ব্ব দুই প্রস্তাবে বঙ্গভাষার দুরবস্থা প্রদর্শন করিয়াছি, এক্ষণে এ সম্বন্ধে স্বদেশীয়দিগের কর্ত্তব্য আলোচনা করা যাউক। আপনার মাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? মাতৃভাষার অধোগতি দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও সেইরূপ অস্বাভাবিক। ইহার সৌভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে আর কাহাকেও সুখী বা দুঃখভাগী হইতে হইবে না, আমাদিগকেই হইবে। অতএব দেশীয় বন্ধুগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা আমাদিগের এই কয়েকটীপ্রস্তাবে মনোনিবেশ করিয়া যে কর্ত্তব্য স্থির করুন্।

১—বঙ্গসাহিত্যের অভাব পূরণ। বাঙ্গালা ভাষায় যদিও সপ্তাহে সপ্তাহে পুস্তক পুস্তিকা সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু তন্মধ্যে সুপাঠ্য গ্রন্থ এত অল্প যে অঙ্গুলির অগ্রেও গণিতে কুলায় না। তন্মধ্যে কখানি পুস্তক ৫০ বৎসর চলিত থাকিবে? ইহার উত্তর দিতে হইলে স্তব্ধ থাকিতে হয়। বঙ্গভাষায় ইংরাজী ও সংস্কৃত হইতে অনেকগুলি পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এত উৎকৃষ্ট পুস্তক অনুবাদিত হইতে অবশিষ্ট আছে যে তাহার তুলনায় যাহা হইয়াছে তাহা কিছুই নয়, বলিলেই হয়। বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষাতে কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ, নানাবিধ বিজ্ঞান ও কাব্য পুস্তক বিদেশীয় ভাষা

হইতে যেরূপ সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়াছে বাঙ্গলা ভাষায় সেরূপ কয় খানি? অনুবাদের জন্য অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক গুলি নির্ব্বাচন করিতে হইবে এবং উপযুক্ত লোকদ্বারা সে গুলির অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রায় সকল ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে, এই জন্য ইহার সাহিত্যসংসার এত সঙ্গতিপন্ন। বিজ্ঞান বিষয়ে এদেশ অতি হীন, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক সকলের ভূরি পরিমাণে অগ্রে অনুবাদ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই কার্য্যের প্রবর্ত্তকগণ প্রথমেই আপত্তি করেন এবং সে আপত্তি অকারণ নহে, যে বঙ্গভাষা এ সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দে অতি দরিদ্র এবং নূতন শব্দের সৃষ্টি না করিলে এ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি তাঁহারা এ বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অনেক অনিষ্ট করিতেছেন। একজনের পরিশ্রমকে অন্যে যদি অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া চলেন, বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য কখন ও ঘুচিবে না। এক উদ্দেশ্য সাধনে সকলে পরস্পরের সাহায্যকারী হইয়া কার্য্য করুন্।

অনুবাদের বিষয় বলিতে গিয়া ভাষার মূল বিষয় আমরা পশ্চাতে ফেলিয়াছি। স্বচিন্তা ও স্ব-ভাব বিনির্গত সাহিত্যগ্রন্থ যাহাতে সংরচিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এটী অবশ্য শক্তিসাপেক্ষ, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি থাকিলে শক্তিরও স্বভাবতঃ স্ফূরণ হইয়া থাকে। ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নয় যে আমরা আজও পর্য্যন্ত কেবল চাওয়া গহনা কর্দ্দমিত করিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতেছি, দুই একখানি অলঙ্কার নিজে গড়াইয়া দিবার সামর্থ্য আজও আমাদের হইল না। কিন্তু ইহা না হইলে বঙ্গভাষা নিশ্চয়ই ভাষা মধ্যে গণ্য হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থকারগণকে উৎসাহ দান। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা গ্রন্থ লিখিয়া উপাধি ও বৃত্তি পাইতেন, সকল সভ্যদেশেই কোন না কোনরূপে এ প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। এই ভারতবর্ষের স্থানে স্থানেও এ বিষয়ের অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখাযায় না। কাশ্মীর, জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজগণের শাসিত দেশ সকলের কথা আমরা বলিতেছি না, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরাও পারিতোষিক দান দ্বারা ভাল ভাল গ্রন্থ সকল স্বদেশীয় ভাষায় সংরচিত করিয়া লইতেছেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ গ্রন্থকারের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব পৃথিবীতে বিরল। কিছু দিন পূর্ব্বে কোন কোন দেশীয় মহাত্মার এ বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়া আমরা পুলকিত হইতেছিলাম, কিন্তু এখন সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে। পুরস্কার দান দ্বারা দেশীয় সুলেখকদিগকে উৎসাহদান একটী উপায়। দ্বিতীয় উপায় এই, লিখিত ভাল ভাল গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে সাহায্য করা, অথবা কোন ভাল পুস্তক মুদ্রিত হইলে তাহার এক এক খণ্ড সকলে কিনিবার জন্য চেষ্টা করা। স্বব্যয়ে বা ঋণপূর্ব্বক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া অনেক গ্রন্থকার শেষে হতাশ হন এবং এককালে লেখকবৃত্তিতে জলাঞ্জলি প্রদান করেন, ইহা বলা বাহুল্য। সাধারণে সাহায্যদান করিলে রাজোৎসাহের অভাব পূরণ হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ কদর্য্য পুস্তক দমনের চেষ্টা করা। বাঙ্গলা ভাষা চিরকাল 'বেওয়ারিস্' থাকিবে এবং ইহাতে যাহার যা ইচ্ছা অনায়াসে তাই লিখিয়া প্রচার করিবে; এরূপ হইতে দেওয়া কখন উচিত এবং দেশের পক্ষে শুভকর নহে। তাহাতে বঙ্গভাষার বিকৃতি সাধনদ্বারা সাধারণের নিকট তাহাকে ঘৃণাস্পদ করা হয়, কেবল ইহা নহে, তদ্দ্বারা দেশ কুনীতি ও দূষিত ভাবে কলঙ্কিত হইয়া উচ্ছিন্ন যায়। সুকুমার মতি বালক এবং কোমল প্রকৃতি নারীগণের হস্তে অশ্লীল পুস্তক পতিত দেখিলে কাহার না হৃদয়ে আঘাত লাগে? অশ্লীল পুস্তকের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের দণ্ড বিধি আছে, কিন্তু দেশীয়গণ উদ্যোগী না হইলে সে বিধি কার্য্য কর হইতে পারে না। কুৎসিত পুস্তকের বিরুদ্ধে এরূপ একটী প্রবল সাধারণ মত সংগঠিত হওয়া আবশ্যক যে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণিত হইবার ভয়ে কেহ সেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়। যে পুস্তক ভাষাকে বিকৃত করিবার চেষ্টা পায়, তাহারও প্রতি যথোচিত শাসন করা আবশ্যক।

চতুর্থতঃ স্বীয় সন্তানদিগকে প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষিত করা এবং বিদ্যালয়ে তদুপযোগী পুস্তক প্রচলনের চেষ্টা করা। মাতৃস্তন দুগ্ধের ন্যায় মাতৃভাষা বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ কল্যাণকর। ইহাদ্বারা বালকের উন্নতি যেমন শীঘ্র ও স্বাভাবিকরূপে সম্পন্ন হয় এরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন ইহাদ্বারা প্রথম হইতেই মাতৃ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা হয় এবং সেই শ্রদ্ধা হইতে উত্তর কালে বিবিধ সুফল প্রসূত হইতে পারে। এ উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণ সাধন করিতে হইলে বিদ্যালয়ে সাহিত্যাদির ভাল পুস্তক প্রবর্ত্তিত করা চাই, ইহা অনেকটা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনার ত্রুটি হইলে আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্বক তাহা মোচন করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন ও চিটী পত্র লেখার অভ্যাস রাখা। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব অধিক হইবে ইহা অনিবার্য্য,

কিন্তু তথাপি যে যে স্থান আমরা মাতৃভাষার সমাদর রক্ষা করিতে পারি তাহার প্রতি উপেক্ষা করা কেবল অনুচিত নহে, অকৃতজ্ঞতার কার্য্য বলিতে হইবে। বাঙ্গালীরা দশজনে বসিয়া যে সভা করেন, ধর্ম্মালোচনা করেন, বক্তৃতা করেন তাহাতে বঙ্গভাসা অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। পরিবার এবং আত্মীয়গণের সহিত বাক্যালাপ বা পত্রালাপ যতদূর সাধ্য বিশুদ্ধ মাতৃভাষাতেই করা আবশ্যক। ইংরাজেরা সর্ব্বদা ইংরাজী ব্যবহার করেন বলিয়া আমরা তাহা করিব, যাঁহারা এরূপ ভাবেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহারা ইংরাজ নন—বাঙ্গালী।

ষষ্ঠতঃ বঙ্গভাষার স্বপক্ষে গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করা এবং এতদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের রুচি সংস্করণের চেষ্টা করা। আমরা যেরূপ আশা করি, গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভাষার প্রতি সেরূপ সদয়তা প্রকাশ করেন না বলিয়া ক্ষোভ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উপর আশা এককালে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? এ দেশের যেরূপ রীতি ও সংস্কার, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের এক কথায় যা হইবে, সহস্র লোকের প্রাণান্ত চেষ্টায়ও তাহা হইতে পারে না। অতএব গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের প্রতি যদিও উদাসীন থাকেন, আমরা কাতর নয়নে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিব এবং তাঁহাদিগের দ্বারে ক্রমাগত আঘাত করিতে বিরত হইব না। দৃঢ়তা সহকারে এরূপ চেষ্টা করিলে অভীষ্ট ফল একদিন না একদিন লাভ হইবেই হইবে।

বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনের জন্য আমরা যে কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা দুই এক ব্যক্তির যত্ন পরিশ্রমে সম্পন্ন হইবার নয়-সকলের সমবেত চেষ্টা চাই। বিশেষতঃ ইহাতে যে পরিমাণে অর্থ সাহায্য আবশ্যক তাহা একজনের সাধ্যায়ত্ত নহে, সকলের আনুকূল্য সাপেক্ষ। এইজন্য আমরা প্রস্তাব করি 'বঙ্গসাহিত্য সভা' নামে একটী সভা সত্বর কলিকাতা নগরে সংস্থাপিত হউক, যাহাতে বঙ্গ ভাষানুরাগী সকল মহোদয়ের সাহায্য লাভ হইতে পারে তাহার সম্যক্ চেষ্টা করা হউক এবং প্রস্তাব গুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তজ্জন্য সম্যক্ চেষ্টা অবলম্বিত হউক। যাঁহারা এ বিষয়ের প্রথমোদ্যোগী হইবেন, প্রকৃত দেশহিতৈষী বলিয়া আমরা চিরকাল সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।

সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান।

পরিচ্ছদ বিষয়ে বাঙ্গালীরা সকল জাতির অধম। উলঙ্গ অসভ্য জাতি মধ্যে ইহাঁদিগকে গণনা করা অন্যায় বটে, কিন্তু উলঙ্গতার দিকে ইহাঁদিগের এতদর প্রবৃত্তি, যে তাহা দর্শন করিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত হইতে হয়। যে হিন্দুস্থানীকে আমরা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাকে সম্মুখে দাঁড় করাও, সে টুপী বা পাগড়ী মাথায়, জামাযোড়া গায় দাঁড়াইবে, তাহার স্ত্রীলোকগণ ঘাগরা, অঙ্গরক্ষা, ওড়না গায় দিয়া ভদ্রতার পরিচয় দিবে। কিন্তু বাঙ্গালী বাবু কোথায়? বাজারে মিহী-খোলের কাপড় অন্বেষণ করিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় এমন একখানি পাতলা কাপড় পরিয়া গায় চাদর—ইচ্ছা হয় দিলেন না হয় না দিয়াও অসঙ্কোচে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রীলোকদিগকে কেবল আবরু রক্ষার জন্য একখানি বস্ত্র গায় জড়াইয়া দিয়াছেন। আজি কালি আফিসের বাবুরা বা ইংরেজ সহবাসেচ্ছু বাঙ্গালীগণ বাধ্য হইয়া মোটা বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করেন বটে, কিন্তু সেটী যে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক ও মনোগত ইচ্ছা নয় তাহা একবার তাঁহাদিগের গৃহে আসিয়া দেখিলেই প্রতিপন্ন হয়। পালপার্ব্বণে পোসাকী কাপড় যত সূক্ষ্ম২ বাছিয়া মনোনীত করেন, কুলাঙ্গনাগণকে নির্লজ্জ করিবার জন্য উলঙ্গপেড়ে পর্য্যন্ত বস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাহাই হউক বাঙ্গালীদিগের সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান দর্শন অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা গৃহে যা ইচ্ছা তাই করুন, কিন্তু ভদ্র সমাজে, পথে ঘাটে, রেলওয়ে, স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাতে পর্য্যন্ত যেরূপ সূক্ষ্মবস্ত্র পরিয়া জঘন্যতা প্রদর্শন করেন তাহা দেখিয়া বমনেচ্ছা হয়। আশ্চর্য্য! আপনাদের স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ বেশে সাধারণের সম্মুখে বাহির করিতে লজ্জা বোধ করেন না। কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহাদিগের যদি ভদ্রতার বোধ জন্মিয়া থাকে, যাহাতে শীঘ্র সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান প্রথা রহিত হয় সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করুন। ইহাদ্বারা দেশের মধ্যে কুনীতি ও অভদ্রতার যে কত বৃদ্ধি হইতেছে তাহার পরিমাণ করা যায় না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে আমাদিগের রীতি ব্যবহার যেরূপ ছিল, তাহাতে এজন্য বড় ক্ষতি হইত না। এখন রেলওয়ে প্রভৃতির নূতন ব্যাপার হওয়াতে ক্রমে স্ত্রীপুরুষগণের পরস্পরের অধিক একত্র সমাবেশ হইতেছে, এরূপ স্থলে বিশেষ সতর্ক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের প্রতিও আমাদের নিবেদন, তাঁহারা আইন দ্বারা ইহার শাসনের চেষ্টা পান। গোয়ানগরে রাজনিয়ম দ্বারা উলঙ্গতা নিবারণ হইয়াছে, এখানে কেন হইবে না?

বঙ্গদেশীয় সিবিল ফণ্ড।

এংলো ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয় সিবিলিয়নেরা অনেক কারণে বহু মানের আস্পদ। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে নিরপেক্ষ ন্যায় বিতরণের জন্য, অনেকে কার্য্য নিপুণতার জন্য, অনেকে বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত আছেন এবং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে প্রায় সকলে সদ্বিবেকীর ন্যায় স্ব স্ব ভার বহন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের এত গুণ তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত উদারতার অভাব অতীব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সিবিল ফণ্ডের কার্য্যাধ্যক্ষগণের বিগত ষাণ্মাসিক সভার অধিবেশনে তাঁহারা যে শোচনীয় ভ্রম জালে পতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা পশ্চাত্তাপ না করুন, তাঁহাদের পুত্র পৌত্রেরা অবশ্যই তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত হইবেন। তাঁহারা সে দিন বঙ্গদেশীয় সিবিল ফণ্ড সম্বন্ধে যে অন্যায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শীঘ্র তাহার অন্যথা না হইলে, বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। এতদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সিবিলিয়নদিগের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল, যাহার ফল অবশ্যই উভয়পক্ষেরই অনিষ্ট জনক ও মনের শান্তি সংহারক হইবে, সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় লোকেরা এককালে একাধিক স্ত্রীর পতিত্ব গ্রহণ করে, বিধবা বিবাহ দেয় না, স্ত্রীলোকদিগকে মাঠে ঘাটে পুরুষ সমাজে বেড়াইতে দেয় না ইত্যাদি কারণ সিবিল ফণ্ডে অধিকার লাভের পক্ষে অন্তরায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এগুলি সিবিলিয়ানদিগের লাভের কতদূর হানি জনক আমরা বলিতে চাই না, কিন্তু বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে অনিষ্ট সম্ভাবনা কি নিবারণ হইতে পারিত না? আমরা শুনিয়াছিলাম মনরো সাহেব এক জন ধার্ম্মিক লোক। তিনি প্রস্তাবের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে সকল কথা দ্বারা তিনি স্ববক্তব্য বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইয়াছে যে তাঁহার হৃদয়ে দেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা ও জাতি বৈরতার ভাব অন্তঃসলিলে বহিতেছিল। তাঁহার ধর্ম্ম ভাব তাঁহার সেই ক্ষুদ্র ভাবকে নিষ্কাসিত করিতে পারে নাই। কক্‌রেল সাহেব এ প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া আপনার নামের গৌরব অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ণার্ড সাহেব যে সংশোধনের প্রস্তাব করেন ও তদুপলক্ষে যে সকল কথা বলেন তজ্জন্য তাঁহাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়, কিন্তু তিনি নিস্তেজ ভাবে আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া এতদ্দেশীয় সিবিলিয়নদিগের উপকার সাধনে উৎসাহ ও তৎপরতা, যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। হিলি সাহেব• কেবল, বর্ণার্ড সাহেবের পোষকতা করিয়াই বসিলেন। অধিকাংশ অধ্যক্ষ যখন এতদ্দেশীয় সিবিলিয়নদিগের বিপক্ষ তখন এরূপ সামান্য চেষ্টায় কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। হিলি সাহেব যেরূপ পক্ষপাতশূন্য সদ্বক্তা, তাঁহার উদার যুক্তিপূর্ণ বাক্যে অনেকের মত ও ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। অন্ততঃ তাঁহার সচ্চেষ্টা অনেক দেশীয় লোকের প্রীতিকর হইত সন্দেহ নাই। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যাহা বলিলেন আমরা তাহার আবশ্যকতা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াই বসিলেন, যে তিনি কোন নূতন প্রস্তাব বা কোন সংশোধন প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক নহেন। তবে তিনি কেন মিথ্যা বাগাড়ম্বর করিলেন? যাহাহউক, ইতিহাস এই অধ্যক্ষ সভার অখ্যাতি ঘোষণা করিবে সন্দেহ নাই। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থে এতৎ সম্বন্ধে সভার কার্য্য বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বিগত ২৯শে জুলাই টাউন হলে সিবিল ফণ্ডের কার্য্যাধ্যক্ষগণের ষাণ্মাসিক সভা হয়। তাহাতে শক সাহেবের প্রস্তাবে এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের পোষকতায় ইহা ধার্য্য হইল যে নিম্নলিখিত অংশটী ফণ্ড নিয়মের দ্বিতীয় ধারাতে সংযোজিত হয়।

"যে সকল এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক ১৮৭২ সালের ১৫ই মে তারিখে বঙ্গদেশীয় সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য ছিলেন এবং ঐ তারিখের পূর্ব্বে যাঁহাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে উক্ত ফণ্ডে স্বাক্ষর করণের নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছিল তাঁহাদিগকে স্বাক্ষরকারী বলিয়া গণ্য করা যাইবে, কিন্তু প্রথম স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় অপর স্ত্রীর স্বপক্ষে অথবা প্রথম স্ত্রী সত্ত্বে অপর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের স্বপক্ষে কোন দাতব্য গৃহীত হইবে না এবং ঐ স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাত সন্তান ফণ্ড হইতে কোন বৃত্তি পাইবে না।" তত্রত্য উপস্থিত ২০ এবং প্রতিনিধীকৃত ১৭৪ সর্ব্বসমেত ১৯৪ জন সভ্য প্রস্তাবের স্বপক্ষে এবং উপস্থিত ৪ ও প্রতিনিধীকৃত ৪৭ সর্ব্বসমেত ৫১ জন তদ্বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে অধিকাংশ কার্য্যাধ্যক্ষগণের স্বপক্ষে মনরো সাহেব প্রস্তাব করিলেন:— যে, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারী এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় সিবিল ফণ্ডের অনুপযোগিতা এবং ঐ সকল সিবিলিয়ানদিগের প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে সিবিল ফণ্ড সম্বন্ধীয় বাধ্য বাধকতার নিয়ম পরিত্যক্ত হওয়ার আবশ্যকতা বিষয়ে সেক্রেটারী অফ ষ্টেট্ ১৮৬৫ এবং ১৮৭২ সালে যে মত অবলম্বন করেন, সার্বিসও সেই মতের

পোষকতা করেন। এই প্রস্তাব করিয়া মেং মনরো বলিলেন যে দুইটী কারণে অধিকাংশ কার্য্যাধ্যক্ষ এই প্রস্তাবটী সমর্থন করেন—একটী (Social) সামাজিক এবং অপরটী (Statistical) প্রকৃত বিবরণ ঘটিত। এ বিষয়ে যে আমাদের উদারতা দেখান কর্ত্তব্য এবং প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া যে অনুদারতার পরিচয় দান ও স্পষ্টাভিধানে ভেদ স্থাপন করা হইবে সে বিষয়ে অনেক কথা হইয়াছে। যখন এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের উন্নতির প্রস্তাব লইয়া বিবেচনা করিতে হয়, তখন ঐ সকল ভাবব্যঞ্জক কথা উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার স্থল ও উপকারিতা নাই। এস্থলে কেবল ইহাই বিবেচ্য যে এই ফণ্ডের ন্যায় একটী সামাজিক ব্যবস্থার ট্রষ্টী, কার্য্যনির্ব্বাহক ও অঙ্গ স্বরূপ হইয়া পূর্ব্বতন, অধুনাতন ও আগমিষ্য দাতাগণের লাভালাভ গণনা করিয়া আমরা কি ন্যায়তঃ এমন এক শ্রেণীকে এই ফণ্ডের ফলভোগী হইবার অধিকার দিতে পারি যাহাদের উদ্দেশে ইহা অগ্রে সৃষ্ট হয় নাই এবং যাহাদিগকে ইহার ফলভোগী করা এই সভার অধিকাংশ পৃষ্ঠপোষকের মতে পরামর্শসিদ্ধ নহে? এই প্রস্তাবের সমর্থন করাতে দেশীয় এবং ইউরোপীয় সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে কোন দুরভীপ্সিত প্রভেদ সংস্থাপন বা স্থায়ীকরণ আমাদিগের উদ্দেশ্য, একথা যাঁহারা বলেন, আমরা তাঁহাদিগের প্রতিবাদ করি। দেশীয় এবং ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে সামাজিক প্রভেদ সকল আছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া আমরা জানি ও স্বীকার করি এবং বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিরোধীগণও প্রতিদিনের জীবনে তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব যে সামাজিক প্রভেদ সকল আমাদিগের কৃত নয়, তাহা স্বীকার করাতে আমরা দেশীয় ও ইউরোপীয় সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে দুরভিসন্ধিজনিত প্রভেদ আনয়ন করিতেছি, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ বুঝিতে পারি না। যতদিন দেশীয় সিবিলিয়ানেরা আইন সম্মত বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম প্রণালীর অধীন থাকিবেন, যদ্দারা বহুবিবাহ, বিশেষতঃ জঘন্য ব্যবহারপূর্ণ কৌলীন্য প্রথা, স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ (শিশু বিধবা বিবাহ পর্য্যন্ত) প্রতিষেধ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার (পতি পত্নী বর্জ্জন) ডাইবোর্স আইন সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য, তত দিন আমার বিবেচনায় দেশীয় সিবিলিয়ান দিগকে ফণ্ডে গ্রহণ না করায় আমরা যে কেবল অন্যায় করিতেছি না এরূপ নহে, কিন্তু আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধন করিতেছি বলিতে হইবে। যতদিন দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের পরমায়ুর যথার্থ বিবরণ অপ্রাপ্য এবং যতদিন তন্নিরূপণোপযোগী সামাজিক জীবন বৃত্তান্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না, ততদিন দেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে ফণ্ডে গ্রহণ করিলে আমাদিগের বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞতা ও নির্ব্বোধতা প্রকাশ পাইবে। এদেশীয়দিগকে ফণ্ডে অধিকার দিলে অত্যল্প ক্ষতি হইবে এ যুক্তি যুক্তিই নহে। এ বিষয়টী ক্ষতির পরিমাণ বিষয়ক নহে, কিন্তু কার্য্য নীতি বিষয়ক। বিপরীত যুক্তি যেরূপ হউক, তাহা স্বীকার করিলেও বিবেচনা করা উচিত যে দুই একটী মোকর্দ্দমায় জড়িত হইতে হইলে আমাদিগকে এত ব্যয় করিতে বাধ্য হইতে হইবে যে এ সভার ট্রষ্টী হইয়া আমরা নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তাহা স্বীকার করিতে কখন সক্ষম নহি এবং যতদূর সাধ্য তাহা পরিত্যাগ করাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

অনন্তর, আর ভি কক্‌রেল সাহেব ইহার পোষকতা করিলেন।

অল্পাংশ অধ্যক্ষের স্বপক্ষে বার্‌নার্ড সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের এইরূপ সংশোধন করিলেন যে,—

সর্ব্বিসের মতে যে সমস্ত ভারতবর্ষের অধিবাসী বঙ্গদেশীয় সিবিল সর্ব্বিসের সভ্য শ্রেণী ভুক্ত আছেন বা হইবেন, তাঁহারা বঙ্গদেশীয় সিবিল ফণ্ডে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের অধিবাসী নহেন, এমন সভ্যেরা যে পণে ও যে নিয়মে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষেও সেই নিয়ম থাকিল। কিন্তু এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ অপর স্ত্রী পরিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই শেষোক্ত স্ত্রীর জন্য বা তাঁহার গর্ভজাত কোন সন্তানের জন্য তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে দেওয়া হইবে না এবং সেই স্ত্রী অথবা সেই সন্তান এই ফণ্ড হইতে কোন বৃত্তি পাইবে না। অতঃপর যদি ব্যবসায়িক অনুসন্ধানে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে ফণ্ডের অর্থ সংস্থান রক্ষণার্থ ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগকে অপরাপর সভ্যগণ অপেক্ষা উচ্চতর পণে দাতব্য দেওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সেইরূপ উচ্চতর পণে তাঁহাদিগের নিকটও দাতব্য আদায় করা যাইবে।

উপরি উক্ত সংশোধনের প্রস্তাব বিবৃত করিয়া বার্‌নার্ড সাহেব বলিলেন যে এই সংশোধনের বাক্যাবলির জন্য তিনি দায়ী নহেন, ইহার সমগ্র সীমার সঙ্গে তাঁহার যোগ নাই, কিন্তু ইহার ভাবের সঙ্গে তাঁহার মিল আছে। তাঁহার মতে দেশীয় সিবিলিয়নেরা যে সম্ভ্রান্ত সার্ব্বিসে যোগ দান করিয়াছেন, তাহার মূল্য তাঁহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে দেওয়া ন্যায়ানুগত ও রাজনীতির অনুমোদিত। তাঁহাদের সঙ্গে

যে সার্ব্বিসের সহানুভূতি আছে, ইহা হৃদ্বোধ থাকিলে তাঁহাদের ব্যবহার সরল ও সাধু হইবার পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিবে।

ফণ্ড হইতে দেশীয় সিবিলিয়ন্‌দিগকে বহিষ্কৃত করিলে যে কিছু বিশেষ লাভ আছে বর্ণার্ড সাহেব এ কথা বিশ্বাস করেন না। বঙ্গদেশস্থ সিবিলিয়নেরা প্রায়ই বহু পরিবারের কর্ত্তা, বঙ্গদেশের অধিবাসী দিগের বিশেষতঃ তন্মধ্যে যে শ্রেণী হইতে দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের দলপুষ্টি হইতেছে, তাহাদিগের পরিবার সংখ্যা অতি অল্প। তিনি আরও বলিলেন যেমন স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে ফণ্ড হইতে তাহার নাম কর্ত্তন করার প্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ যে সিবিলিয়ান দুই বিবাহ ও মৃত্যু শয্যায় বাল্য বিবাহ করিবেন তাঁহাদিগকে ফণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিবার কোন বিধান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হওনের যাবতীয় দ্বার রুদ্ধ করিবার সম্পূর্ণ উপায় করা যাইতে পারে। একারণ তিনি সংশোধনের প্রস্তাবের বা তদ্রূপ কোন প্রস্তাবের পোসকতা করণার্থে সার্ব্বিসকে অনুরোধ করেন।

হিলি সাহেব এ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড সাহেব বলিলেন;—

প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহার মত সভামধ্যে ব্যক্ত করণে এই জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে যে কি মূল প্রস্তাব কি তৎসংশোধন উভয়ের কোনটীই তিনি সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। সিবিল ফণ্ডের অধিকার হইতে দেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে বহিষ্কৃত করণের কোন কারণ তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইতেছে না, কেন না এই স্বত্ব ও অধিকার গবর্ণমেণ্ট ফণ্ডকে যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহার ফল। কিন্তু তাঁহার মতে ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক যে দেশীয় দিগের হিসাবে যাহা দেয় হইবে, ইউরোপীয়দিগের নিকট সংগৃহীত তাঁহাদিগেরই অর্থ হইতে তাহার পূরণ হইবে। তিনি গবর্ণমেণ্টকে এই উত্তর দিতে চান যে সিবিল ফণ্ডে দেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে প্রবেশ করিতে দিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ স্বতন্ত্র ফণ্ড স্বরূপ পৃথক থাকিবে এবং এই ফণ্ড অপর ফণ্ডের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তুল্য অধিকার সম্ভোগ করিবে এবং তাঁহাদের হিসাবে যত টাকা ব্যয়িত হইবে শুদ্ধ এই ফণ্ড হইতে হইবে। তিনি উপরি উক্ত বিষয় প্রস্তাব বা সংশোধন মধ্যে গণ্য হইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না।

সভাপতি জ্যাকসন সাহেব বলিলেন যে, দেশীয়দিগকে ফণ্ডে প্রবেশ করিবার অধিকার দিলে ফল কিরূপ দাঁড়ায় যে পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কোন উপায় না হয়, তদবধি তাহাদিগকে ইহাতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

বার্ণার্ড সাহেবের সংশোধনে সকলের মত লওয়া হইল। তাহাতে ৭ জন উপস্থিত সভ্য কেবল সংশোধনের স্বপক্ষে মত দিলেন। সুতরাং এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না।

পূর্ব্ব প্রস্তাবের স্বপক্ষে উপস্থিত ২০ জন ও প্রতিনিধীকৃত ১৭৭ জন, সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৭ জন এবং বিরুদ্ধে উপস্থিত ৭ জন, প্রতিনিধীকৃত ৩৯ জন সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬ জন। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

যাহা হউক কেবল একটী কারণে আমরা সভার উপরি উক্ত কার্য্য বিবরণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতদ্দেশীয় বিলাতের যাত্রী মহোদয়েরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া বাল্যকালের বন্ধুদিগকেও ভুলিয়া যান, দেশীয় লোকদিগকে এক প্রকার ঘৃণা করেন, এবং বিদেশীয় আচার ব্যবহার, বেশভূষা ও রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া মাতৃভূমিকে এক প্রকার অস্বীকার করিয়া থাকেন এবং প্রাণ পণ যত্নে ইংরাজদিগের মনস্তুষ্টি ও সহানুভূতির জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকেন। সিবিল সার্ব্বিস্ ফণ্ডের অধ্যক্ষ সভার বর্ত্তমান আচরণে তাঁহাদিগের চৈতন্যোদয় হইতে পারে। ইউরোপীয় সিবিলিয়ন যে ভাবে আর একজন ইউরোপীয় সিবিলিয়নকে গ্রহণ করিতে পারিবেন, একজন দেশীয় সিবিলিয়নকে কখন সে ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তিনি হ্যাট কোটই পরুন, আর "মিষ্টর" "স্কোয়ের" প্রভৃতি উপাধিই গ্রহণ করুন্ সাহেবের নিকট তিনি যে "কালা লোক" সেই "কালা লোকই" থাকিবেন। নীচ ভাবে সাহেবদের অনুকরণ করিয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে সমপদস্থ হইয়া কেহ তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে বা তাঁহাদের সঙ্গে সমান সমাদর সম্ভোগ করিতে পারিবেন না। যাহাহউক ইউরোপীয় সিবিলিয়ানদিগের উদারতা, ও সহৃদয়তা সভ্য জাতির উপযুক্ত বটে!!

তারকেশ্বরের মোহন্তের মোকর্দ্দমা।

(২২৫ পৃষ্ঠার পর)

অভিযোক্তার ৩ নং সাক্ষী। আমার যজমান আছে, তাহাদেরদ্বারাই আমার দিনপাত হয়। গত বৈশাখ মাসের এক দিন একটু রাত্রি হইলে নীলকমল মুখুর্য্যের বাটীর নিকট দিয়া আমি নিমন্ত্রণ রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে ছিলাম। নীলকমলের খিড়্‌কীর দ্বার হইতে প্রায় এক বিঘা অন্তরে একটা তাল গাছের তলায় একখানি পাল্‌কি ও কতক গুলি বেহারা দেখিতে পাই। আর এক দিন অধিক রাত্রিতে নারায়ণ পুর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় দূর হইতে একটী আলো দেখিতে পাই। আলোটী ক্রমে আমার সন্নিহিত হইলে দেখিলাম একটা হাতী ও একজন মানুষ নীলকমলের বাটীর

দিকে লণ্ঠন হস্তে আসিতেছে। তৃতীয় বারে জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ই। ৮ই আমি বৈদ্যবাটীর হাট হইতে ফিরিয়া আসিতে ছিলাম, এমন সময় দেখিলাম এলোকেশী ও তেলি বৌ একত্রে যাইতেছে। এলোকেশীর হাতে কাসুন্দি ছিল। আমি তাহাদিগকে মোহন্তের গোয়াল বাটীর সম্মুখে দেখিয়াছিলাম। আমি এলোকেশীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে এমন সময় (তখন অপরাহ্ণ ৪টা কি আর ও কিছু বেশী হইবে) কোথায় যাইতেছে। সে আমাকে বলিল যে গোপাল ময়রার বাটীর মেয়েরা আমাকে এই কাসুন্দি টুকু গোপাল ময়রার দোকানে দিতে দিয়াছে। উভয়ে মোহন্তের বাটীর খিড়্‌কীর দ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে জন মিস্ত্রীরা কায করিতে ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল "ঐ এ বাড়ীর গিন্নী আস্‌ছেন।" যখন আমি বলিলাম যে আমি এক খানা পাল্‌কি দেখিয়াছিলাম সে সময়ে একজন দ্বারবানকেও নীলকমলের বাটীর দ্বারে দেখিয়াছিলাম। সে কাহার দ্বারবান্ আমি ঠিক বলিতে পারি না।

অভিযোক্তার উকিল। এই সাক্ষী আমাদের বিরোধী হইতেছে আদালতের অনুমতি হইলে আমি ইহাকে জেরা করিতে চাই।

আসামীর উকিল। তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

মাজিষ্ট্রেট। (অভিযোক্তার উকিলের প্রতি) যাহা করিতেছ সাবধান হইয়া কর।

অভিযোক্তার উকিল। যখন প্রতিবাদীর উকিলের কোন আপত্তি নাই, তখন আমার বোধ হয় যে আদালতেরও কোন আপত্তি নাই। মাজিষ্ট্রেট জেরা করিতে অনুমতি দিলেন।

জেরা। তুমি কি পূর্ব্বে বল নাই যে তুমি তারকেশ্বরের মোহন্তের দ্বারবান্‌কে জানিতে?

উ। হাঁ আমি তাহা বলিয়াছিলাম।

(আসামীর উকিলের প্রশ্নে) যখন আমি রাস্তায় এলোকেশীকে দেখি তখন তাহার ঘোমটা অর্দ্ধেক খোলা ছিল। গৃহস্থঘরের মেয়ে ছেলেদের প্রায় রাস্তায় এই ভাবে দেখা যায়।

প্র। মোহন্তের পরিবার ভুক্ত কি কোন স্ত্রীলোক আছে?

উ। না।

প্র। তবে তাঁহার খিড়্‌কীর দ্বার কেন?

উ। আমি তাহাকেই খিড়্‌কীর দ্বার বলি যেখান দিয়া সকলে যাতায়াত করে। আমি মোহন্তের জমিতে বাস করি না, শীতলা ঠাকুরাণী লইয়া মোহন্তের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই।

বুধবার ১৩ আগষ্ট ১৮৭৩।

অভিযোক্তার ৪ নং সাক্ষী। আমার নিবাস কুমরুলে। আমি শিষ্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। গত মাঘমাসের এক দিন আমি নীলকমলের বাটীতে যাইয়া এলোকেশীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে কোথায়, তাহাতে তিনি বলিলেন যে তেলী বৌ আর সে দুই জনে নারায়ণপুরে আলু আনিতে গিয়াছে। আমি তাহা শুনিয়া নীলকমলকে কহিলাম যে ভদ্রলোকের মেয়ের এইরূপে বাটীর বাহির হওয়া উচিত নয়। সন্ধ্যা হইলে আমি বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। নারায়ণপুর কুমরুল হইতে প্রায় তিন পোয়া পথ হইবে। পর দিবস নীলকমলের বাটীতে যাইয়া দেখিলাম যে একটী মাটির পাত্রে উত্তম উত্তম ওলা, সন্দেশ, বেদানা আর মিছরি রহিয়াছে। সে রকম মাটির বাসন কেবল তারকেশ্বরে পাওয়া যায়। তাহার ৫।৭ দিন পরেই আর এক দিবস, নীলকমলের বাটীতে যাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় এলোকেশীকে বাটীতে দেখিতে না পাইয়া নীলকমলকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কোথায়" তাহাতে সে আমাকে বলিল যে প্রসন্ন (এলোকেশীর জেষ্ঠ্যা ভগ্নী) এলোকেশী আর তেলিবৌ তিন জনে নচীব পুরে খাজনা আদায় করিতে গিয়াছে। আমি তাহার পরেই বাটীতে ফিরিয়া গেলাম, তাহার পর দিন আর তথায় যাই নাই। আর এক দিন মাঘ মাসের শেষে তেলীবৌ, প্রসন্ন, আর এলোকেশী তিনজনে আমাদের বাটীর ভিতর দিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগেকে দেখিতে পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমরা কোথায় যাইতেছ"। প্রসন্ন কহিল খাতকদের বাড়ী যাইতেছি। দুই দিন পরে তাহারা কতকগুলি উত্তম উত্তম বড় বড় খয়রা মাছ্ লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিল। আমি স্বচক্ষে তাহাদিগকে হাতে করে কিছু আনিতে দেখি নাই। চৈত্র মাসের দোল পূর্ণিমার শেষ দিনে আমি তেলী বৌ এর বাটীর দরজা বন্ধ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে তবে এলোকেশী ও বাটীতে নাই। পর দিন আমি দেখিলাম এলোকেশী বাটীর কাজ কর্ম্ম করিতেছে। তাহার গায় আর কাপড়ে লাল আবিরের দাগ। তাহার পরেই আমি বাটীতে ফিরিয়া গেলাম। মোহন্তর পুজারী রামকৃষ্ণ মুখুর্য্যে আমার বৈবাহিক (মেয়ের শ্বশুর) এই সম্বন্ধে মোহন্ত আমাকে বৈশাখ মাসে তাঁহার "ভাণ্ডারাতে" নিমন্ত্রণ করেন। আমি নীলকমলের সহিত একত্রে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। নীলকমল আমার ভ্রাতার জামাতা মোহন্ত আমার সহিত ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। বাটীতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে গোবিন্দ বাঁড়ুর্য্যে আমাকে বলিল যে কেবল তোমার নয় তোমার স্ত্রী ও ৩টী নাত্‌নীর (অর্থাৎ নীলকমলের ৩টী কন্যার) ও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তবে কেন তুমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ভাণ্ডারাতে লইয়া আসিলে না। তিনি আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে আবার কবে তাহাদিগকে তারকেশ্বরে আনিবে।

তৎপরে আমরা বাটীর দিকে যাইতে লাগিলাম এবং পথে নীলকমলকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কেমন হইল, মোহন্ত তোমার কন্যাদের কথা এমন করে বলিল কেন? নীলকমল বলিল যে মোহন্ত আমার তিনটী মেয়েকে বড় ভাল বাসেন। এলোকেশীর বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর হইবে। সে দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল।

মাজিষ্ট্রেট।—(জ্যাক্‌সনের প্রতি) তুমি কি এই সাক্ষীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা কর?

মেঃ জ্যাকসন ও অম্বিকা বাবু—না আর কিছুই না।

অভিযোক্তার সাক্ষী নং ৫—

নীলকমল মুখুর্জ্জের জামাতা নবীন বাঁড়ুর্জ্জেকে আমি জানি। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের এক দিন আমি তেলীবৌ আর এলোকেশীকে কুমরুলের দক্ষিণ—পূর্ব্ব মাঠে দেখিয়াছিলাম। তাহারা যে কোথায় যাইতেছিল তাহা আমি বলিতে পারি না। হাঁ, আমি তেলীবৌকেও জানি (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল) ঐ সে দাঁড়াইয়ে আছে। সন্ধ্যা হইবার ৩।৪ দণ্ড বিলম্ব ছিল, আমি যখন তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা কোথায় যাইতেছ? তাহাতে তেলীবৌ কহিল আমরা নারায়ণপুরে নীলকমলের বন্ধুর বাটীতে যাইতেছি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

প্রায় ৫০ বৎসর হইল একজন আরমানি ভদ্র লোক আরমাণি গীর্জার উন্নতির জন্য ১৭০০০০ টাকা দান করেন। সম্প্রতি হাইকোর্টের কাগজ পত্র সকল অনুসন্ধান করাতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভার গত অধিবেশনে সভা ২৮ জন পণ্ডিতকে, তাঁহাদিগের আপনাপন শিষ্য দিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মাসিক ৪ টাকা করিয়া প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তন্মধ্যে সভাপতি বাহাদুর ১০ জন এবং রায় মোহন লাল মিত্র দুই জনের ভার লইবেন। সভার এই সকল কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

বঙ্গভাষায় জঘন্য গ্রন্থ সকল প্রচার নিবারণ করিবার জন্য সম্প্রতি বেঙ্গল লাইব্রেরীতে একটী সভা হয়। সভাস্থলে দেশী বিদেশী বিবিধ সম্প্রদায়স্থ ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। বাবু কৃষ্ণদাস পাল ব্যতীত সকলেই একবাক্য হইয়া সভার উদ্দেশ্যের সহানুভূতি করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর একটী (প্রবিসনাল'কমিটী) সভা স্থাপিত হয়। রেভারেণ্ড রবিন্‌সন্, জেম্‌স উইলসন্ সাহেব, বাবু কৃষ্ণ দাস পাল, কেশব চন্দ্র সেন, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, চন্দ্র শিখর মুখোপাধ্যায়, মৌলবী কবীরুদ্দিন অ,মদ ও রেভারেণ্ড সূর্য্য কুমার ঘোষ ইহার সভ্য হইলেন। শেষোক্ত মহোদয় কমিটীর অবৈতনিক সম্পাদক হইলেন। আমরা প্রার্থনা করি সভার কার্য্য সফল হউক।

বাঙ্গালা লাইসেন্স ক্লাসের নেটীব ডাক্তার বাবু কৈলাস চন্দ্র বসু, যিনি ভাগলপুর ডিষ্ট্রিক্টে কাহালগাঁয়ের চিকিৎসালয়ে ছিলেন, তত্রত্য রোগীদিগের নিকট হইতে টাকা লইবার চেষ্টা করণ ও কর্ত্তব্যে অবহেলা করণ অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। তিনি আর কখন গবর্ণমেণ্ট চাকরী পাইবেন না।

ইংলিসম্যান তারযোগে সীমলা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে পাইওনিয়ারের প্রকাশিত রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য প্রদানার্থীদিগের নামের তালিকা সত্য নহে। সর মাধবরাও আবেদন করেন নাই। অথচ কিছু দিন হইল, সীমলার সংবাদ পত্রে তাঁহার আবেদনের কথা প্রকাশিত হয়। পাইওনিয়ার যদি হোম অফিস হইতে এই তালিকাটী পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা সত্য না হইবার কারণ কি? গবর্ণমেণ্টের তালিকাটী ও কি সত্য নহে?

সম্প্রতি ইণ্ডিয়াগবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে যে সকল আয় ব্যয়ের উল্লেখ 'চলিত' বৎসরের আয় ব্যয়ের 'বজেটের' মধ্যে না থাকিবে, তাহা মঞ্জুর করা যাইবে না। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এবং ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষেরা নিতান্ত আবশ্যক না হইলে যেন এরূপ ব্যয়ের জন্য কেহ অনুরোধ বা আবেদন না করেন।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার সহিসের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট মিলার সাহেবের নিকট এর্নসিলি নামক একটী ফিরিঙ্গী যুবকের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে সে মাতালাবস্থায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে বগী হাঁকাইয়া যাওয়াতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের গাড়ীতে ধাক্কা লাগে। গাড়ীতে ক্যাম্পবেল সাহেব ও ডাম্পিয়ার সাহেব ছিলেন। গাড়ীর একটী ঘোড়া অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট এনসিলির ৫০ টাকা জরিমানা করেন। শুনিলাম সে যুবকটী হাইকোর্টে কর্ম্মকরে, এই অপরাধে তাহাকে সস্‌পেণ্ড করা হইয়াছে। এটি কি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে নাকি?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে প্রত্যেক প্রধানতম বিচারালয়ে এক এক জন রিপোর্টার থাকিবে। তাহারা সকল মোকর্দ্দমার রিপোর্ট প্রস্তুত করিবে। তাহাদিগের সকলের উপর আর একজন রিপোর্টার থাকিবেন, তিনিই এই সকল রিপোর্ট নির্ব্বাচন করিয়া যাহা আবশ্যক বোধ করেন, তাহাই সংকলন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন।

সমাচার চন্দ্রিকা শুনিয়াছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংলণ্ডগামী যুবকদিগকে সমাজ ভুক্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহকে ধন্যবাদ! সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা কি করিতেছেন?

সমাজ দর্পণ লিখিয়াছেন, ক্যাম্বেল সাহেব সেদিন জষ্টিস কেম্প সাহেবকে লিখিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর সম্বন্ধে যে রায় প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার এক স্থলে লিখিত আছে যে "পূর্ণিয়ার কালেক্টর যথার্থ অপরাধীকে নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া কাহাকে অপরাধী করিবেন ভাবিতে লাগিলেন এই স্থলটা আর একবার বিবেচনা করিয়া লিখিলে ভাল হয়।" কেম্প ও ফিয়ার সাহেব উত্তর করিয়াছেন যে আমরা আপনাকে আমাদের রায়ের দোষাদোষ নির্ণয় করিতে অনুরোধ করি নাই। আমরা এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি যে আবদুল কাদেরের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়ায় যে মোকর্দ্দমা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারীকে তথায় প্রেরণ করুন। উপযুক্ত উত্তর হইয়াছে।',

মীরার শুনিয়াছেন গত ২০ শে আগস্ট পূর্ব্ব-ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের নবেদা ষ্টেসনের নিকট (২৫৬ ও ২৫৭ মাইলের মধ্যে) কলিকাতা আসিবার ১নম্বর গাড়ী হইতে একজন একটী লোককে গুলি করিয়াছেন। আহত ব্যক্তি চিকিৎসালয়ে আছে। মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে অপরাধীকে ধরিতে পারিবে তাহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। রেলওয়ে পুলিস দুই জন আরোহীর হস্তে বন্দুক দেখিয়া সন্দেহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিয়া ঘটনা স্থলে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ন্যাসনাল পেপার শুনিয়াছেন যে জ্যাফ্‌রী সাহেব শ্রীরামপুরের মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতির (ভাইস চেয়ারম্যান) পদে নিযুক্ত হইয়া দেখিলেন, দুই শতের ও অধিক পত্র পড়িয়া রহিয়াছে এ গুলি ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতিকে লেখা হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শও করেন নাই। সকল স্থানেরই মিউনিসিপালিটীর সমান দুরবস্থা।

অবলাবান্ধব লিখিয়াছেন, কুমারী এক্রয়েডের প্রস্তাবিত নারী বিদ্যালয় সম্ভবতঃ নবেম্বর মাসে খোলা হইবে। পূর্ব্বে সেপ্টেম্বরে খুলিবার কথা ছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াই অল্পকাল মধ্যে অবকাশ দিতে হইবে বলিয়া সেই সংকল্প পরিত্যাগ করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের নাম "হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়" হইবে।

আমরা শুনিলাম অত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রেসিডেন্সী কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার্থ একটী শ্রেণী খুলিবার জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এখানে ব্যায়াম শিক্ষা হইত, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহা রহিত হয়। যখন দেশের সকল ইস্কুল ও কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার ধুমধাম হইতেছে তখন কলিকাতার প্রধান কলেজে যে ইহার উচ্চ বাচ্য নাই কারণ কি? ক্যাম্বেল সাহেব কি ভুলে গিয়াছিলেন? না বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটর দিগের————?

ইংলিসম্যান বলেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী বাবু মাধবচন্দ্র সেন তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসৃতির জন্য ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে ২০০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আগ্রা ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী বাবু মধুসূদন সেন তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা জেলান্তর্গত নারায়ণ গঞ্জের ছোট আদালতটী উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু মুন্সি গঞ্জে আর একটী স্থাপনের আদেশ হইয়াছে। ক্যাম্বেল সাহেব "নাড়ানাড়ি" করিতে বিলক্ষণ পটু।

বাইবেল সোসাইটীর অনুরোধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমস্ত স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরীতে এক এক খণ্ড বাইবেল রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। শুধু রাখা না আর কিছু অভিপ্রায় আছে?

উত্তর-পশ্চিম।

লক্ষ্ণৌয়ে কতকগুলি কৃতবিদ্যের যত্নে একটা জাতীয় সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সভ্যেরা কেবল কথার শ্রাদ্ধ না করিয়া কার্য্যে জাতীয় গৌরব রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

দিল্লি গেজেটে প্লীহার এক নূতনবিধ চিকিৎসা প্রণালী দৃষ্ট হইল। চিকিৎসক উদরচ্ছেদ করিয়া প্লীহা বাহির করিয়া উহা হইতে রক্ত মুক্ষণ করেন, পরে প্লীহা স্বাভাবিক আকার ধারণ

করিলে উহাকে উদর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ছেদিত স্থল সীবন দ্বারা পুনর্ব্বার যোগ করা হয়। উক্ত গেজেট বলেন যে এরূপ প্রণালীতে প্লীহা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

অযোধ্যায় গত বৎসর ৬২২ জন পুরুষ ৯৫০ জন স্ত্রীলোক ৭৪০টী বালক ও ৭২০টী বালিকা জলমগ্ন হইয়া এবং ৫২০ জন পুরুষ, ৩২২ জন স্ত্রীলোক ২০২টী বালক ও ১৯৯টী বালিকা সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সিন্ধুদেশীয় মুসলমান গণেরা একটু সামান্য অপরাধের জন্য তাহাদিগের নাসিকাচ্ছেদন করিয়া থাকে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস রাজপুতনা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে যোধপুর হইতে যে সকল ছাত্র মেও কালেজে পড়িতে যাইবে যোধপুরের মহারাজা তাহাদের বাসগৃহের (বোর্ডিং) জন্য ৩৬০০০ টাকা দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। টঙ্কের রাজা ও তাঁহার রাজ্য হইতে যে সকল ছাত্র যাইবেন তাঁহাদিগের জন্য ৬০০০টাকা দিবেন বলিয়াছেন।

বোম্বাই।

সর টি মাধব রাও হলকার রাজ্যে অনেক সুশিক্ষিত পারসী ও মান্দ্রাজী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেছেন। আমাদিগের বাহাদুর দের কাছারীতে প্রায় অধিকাংশ অশিক্ষিত চাটুকার দিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটিয়ার পোলিটিকাল এজেণ্টের জুডিসিয়াল এসিষ্টাণ্ট জার্ডিন সাহেব তত্রত্য আদালতের প্রসিদ্ধ পারসী বারিষ্টার হর্ম্মসজী ওয়াদিয়ার প্রতি অতিশয় দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। ১মতঃ ওয়াদিয়াকে গুজরাটী ভাষায় বক্তৃতা করিতে বলা হয়, কিন্তু তিনি অনেক দিন বিলাতে ছিলেন সুতরাং গুজরাটী ভাল জানেন না বলিয়া আপত্তি করেন। তত্রাপি তাঁহাকে একজন মধ্যবর্ত্তী (ইনটারপ্রিটার) নিযুক্ত করিতে বাধ্য করা হয়। ২য়তঃ তাঁহাকে বলা হয় যে তিনি পোলিটিক্যাল এজেণ্টের অনুমতি ব্যতীত তাঁহার (জার্ডিনের) কাছারিতে আসিতে পারিবেন না। জার্ডিন সাহেব কি বুঝিতে পারিয়াছেন যে বারিষ্টার তাঁহার বিদ্যার দৌড় জানিতে পারিয়াছেন?

মৃত বারিষ্টার প্রসিদ্ধ অনেষ্টি সাহেব বড় বিড়াল ভাল বাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহে ২৩ টী জীয়ন্ত ও ১টী মৃত বিড়াল দৃষ্ট হয়। এই জন্যই বুঝি শেষাবস্থায় তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইয়াছিল?

সম্প্রতি গুজরাটে একটী পীরের মন্দিরে এক জন মাতালাবস্থায় পাঁটা বলিদানের পরিবর্তে আপনার একটী দুই মাসের শিশু সন্তানকে বলি দান করিয়াছিল। হাইকোর্টে তাহার দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হয়, কিন্তু বোম্বে গবর্ণমেণ্টে আপিল করিয়া কেবল ছয় মাসের জন্য কারা দণ্ড পাইয়াছে। ইহাকে আদালত প্রথম ১ দিন মাত্র মেয়াদ দিয়াছিলেন। সকল স্থানেরই আদালত সমান।

বাঙ্গালোর এক্জামিনার বলেন বাঙ্গালোরে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের বড় আন্দোলন হইতেছে। এক জন পণ্ডিতের ৫টী বিধবা কন্যা আছে, দুইটীর শিশুকালে পতি বিয়োগ হয় তজ্জন্য তাহাদিগের বিবাহের উদ্যোগ করা হইতেছে। মহীসুরের অনেক গুলি কৃতবিদ্য যুবক এবং অন্যান্য ভদ্র ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। চাঁদা সংগ্রহের জন্য শীঘ্র একটী সভা আহ্বান করা হইবে।

আমেদাবাদের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ রহিত করিবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন। সভার তো ছড়াছড়ি, কিন্তু কাজ কই?

বোম্বাইয়ের শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তর বুলার সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার স্বদেশে (জর্ম্মণি) যাইবার পূর্ব্বে রাজ পুতনা ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

গোদাবরী প্রদেশের একজন সম্ভ্রান্তব্যক্তি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে স্থানীয় ফণ্ডের সভাপতি তাঁহার প্রকৃত উপাধি "গুরু" বলিয়া সম্বোধন করেন না। মান্দ্রাজের গবর্ণর তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে স্থানীয় ফণ্ড ও মিউনিসিপালিটীর সভ্যদিগকে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় সম্ভ্রান্ত উপাধি অনুসারে সম্বোধন করা হইবে।

আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কইম্বোটোর হইতে মেটাপোলিয়ম পর্য্যন্ত রেলের গাড়ী খোলা হইবে।

হিন্দি ভাষায় একখানি গবর্ণমেণ্টগেজেট প্রকাশিত হইবার কল্পনা হইতেছে। রামমোহন লাল ইহার সম্পাদক হইবেন।

বারাণসীতে গঙ্গার উপর একটী সেতু নির্ম্মাণের কল্পনা হইতেছে। এটি হইলে ভাল হয়। যে এক নৌকার সেতু আছে তাহাতে অনেক অসুবিধা, আবার বর্ষাকালে একটানার সময় তাহাও থাকে না।

ইউরোপ।

লণ্ডন নগরে পাচকতা শিক্ষার জন্য একটী সভা স্থাপন হইয়াছে। তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের রমণী সকল ইহার সভ্য হইয়াছেন। গত অধিবেশনে রাজকুমারী লুইসও উপস্থিত ছিলেন। আমাদিগের অর্দ্ধ শিক্ষিত ধনি পত্নীরা দেখুন, পাক কার্য্য অসম্মানের কার্য্য নহে।

জর্ম্মণিতে ২৩০০ এবং রুসিয়াতে ১০০ সংবাদ পত্র আছে।

রুটারের তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী ডিউক অফ আরগাইল পদ ত্যাগ করিলে লো সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন। লো সাহেব ইতিপূর্ব্বে চান্সেলর অফ এক্সচেকার ছিলেন। খোষ খবরের ঝুট ও ভাল।

গত ১লা জুনে প্রিবিকাউন্সেলে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৪ টী আপিলের মোকর্দ্দমা পড়িয়াছে। তন্মধ্যে একা বঙ্গদেশেরই ১৪৪, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ৩৬ টী। অষ্ট্রেলিসিএন, ক্যানেডিয়ান, উত্তর আমেরিকা ও অন্যান্য উপনিবেশের ৪টী মাত্র। এই জন্যই বাঙ্গালী দিগকে মোকর্দ্দমাপ্রিয় বলে।

এবৎসরের দ্বিতীয় তিন মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ২৫ খানি পুস্তক ১৩ খানি পুস্তিকা এবং ১২ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম ক্রমে বিদ্যালোকে আলোকিত হইতেছে।

বিবিধ।

কুর্গরা গবর্ণমেণ্টের চাকরী অত্যন্ত মান্যের বলিয়া জ্ঞান করে। একজন দশলক্ষপতি হইয়া ১০০ টাকা বেতনে একটী গবর্ণমেণ্টের চাকরী পাইলে আর তাহার অহঙ্কার রাখিবার সীমা থাকে না। বাঙ্গালীদিগেরই বা কশুর কি?

গত জুন মাসে সিটনী ও অষ্ট্রেলিয়াতে একটী অপূর্ব্ব নৈসর্গিক ঘটনা দৃষ্ট হয়। মধ্যাহ্ন কালের প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ মধ্যেও বৃহস্পতি গ্রহের উজ্জ্বল কিরণ স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল।

পাটে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার মেইন নগরে এক প্রকার কাষ্ঠে (স্পস) কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাগ্মিতা শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত বাগ্মিতা অধ্যাপক ডিন লুইস বি, মনরো এম, এ, সাহেব তাহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন। আমাদিগের দেশে কথকতা শিক্ষা প্রায় এক্ষণে লোপ হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণর জেনারেল মীমাংসা করিয়াছেন যে রেলওয়ের পুলিশের কর্ম্মচারীদিগকে (পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ও বোম্বে রেলওয়ে) গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে, যদিও তাহাদিগের সমুদয় অথবা আংশিক বেতন রেলওয়ে কোম্পানি দিয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু রতন লাল ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হালিডে সাহেবের অনুপস্থিতকালে সি এফ ওর্যাসলি সাহেব ত্রিহুতের প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর হইয়া তাহার পদে কার্য্য করিবেন।

কটকের সহকারী কলেক্টর জি, এচ, এটকিন্‌সন সাহেব ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিসনর লেপ্টনেণ্ট উইলিয়ম, এ, হলকুম্ব সাহেব মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

লেপ্টনেণ্ট এম, এ, গ্রে সাহেব আসাম বিভাগের এক জন সহকারী কমিসনের কাজ করিবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল মেজার পারসন সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে পূর্ব্ব ভারতবর্ষ রেলওয়ের লাইন যতদূর আছে, ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

ই, এম, সাউর্য্যস সাহেব পুনর্ব্বার বাকরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সদর উপবিভাগের ব্যাপ্তিষ্ট মিসনরি রেভারেণ্ড এচ, সি বইয়ার সেন সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিবাহ অথবা দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুঙ্গেরস্থ রেভারেণ্ড ই, সি, বি, হালাম সাহেব দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে আদেশ পাইয়াছেন।

বাবু বনোমালী মিত্রের অনুপস্থিত কালে বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার স্কুলে প্রথম শিক্ষকের কার্য্য করিবেন।

বাবু রামকুমার পালচৌধুরীর অনুপস্থিতকালে সিলেটের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু শ্যামচাঁদ রায় বি, এল, নবীগঞ্জের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু অভয়চরণদের অনুপস্থিতকালে মৌলবী মোবারক আলি ত্রিপুরার অন্তঃপাতী নোয়াখালীর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু বরদা প্রসন্ন সেনের অনুপস্থিত কালে বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্টের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

সম্প্রতি নৈহাটী নিবাসী বাবু হরিদাস ঘোষের বাটীতে একটী ভয়ানক কাণ্ড হইয়াগিয়াছে। বিগত ২৭শে জুলাই রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় তত্রত্য মিউনিসিপালিটী থানার হেড্ কনস্‌টেবল্ ১০।১২ জন কনস্‌টেবল্ ও ৩।৪ টী অপর লোক সমভিব্যাহারে, হরিদাস বাবুর বাটীর সন্নিহিত বাগানের ফটক ভাঙ্গিয়া সদর ও খিড়্কীর দরজায় লাঠীর দ্বারা আঘাত করে। দরজা ভাঙ্গিতে না পারিয়া "দরজা খোল" "দরজা খোল" বলিয়া চিৎকার করে। উক্ত বাটীর চাকর বাটীর ভিতর হইতে জানালা দিয়া সভয়ে প্রত্যুত্তর করিল "তোরা কে? কি নিমিত্ত এত রাত্রে বাটীর মধ্যে আসিয়া গোল করিতেছিস্? "তোদের বাটীর ভিতর কি দরকার আছে?" তাহাতে উল্লিখিত খোদাবন্দেরা (যাহাদিগের অনেকের হস্তে লাঠী ব্যতীত চাপরাষ কি ইউনিফরম্ ড্রেশ কিছুই ছিল না) সদর্পে উত্তর করিল "আমরা শুনিয়াছি এবাটীর 'নদে' চাকরকে খুন করিয়া বাটীর মধ্যে রাখিয়াছে।" চাকর টী সবিস্ময়ে উত্তর করিল "আমার নাম নদে' কৈ আমাকে তো কেহ খুন করে নাই।" ইত্যবসরে হরিদাস বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদর বাটীতে আসিয়া দ্বার খুলিবার হুকুম দিলেন। 'নদে' চাকর দরজা খুলিয়া দিলে কনস্‌টেবলেরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, ২।৪টী অপর লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে দল ভারী দেখিয়া কনস্‌টেবলেরা 'আমতা আমতা' করিয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু ফিরিয়া যাইবার সময় 'ভিকু' নামে এক জন কনস্‌টেবল (এ ব্যক্তি পূর্ব্বে হরিদাস বাবুর বাটীতে চাকর ছিল) চিৎকার করিয়া কহিল "নদেকে থানায় লইয়া গিয়া উত্তম রূপে প্রহার করিলে অবশ্যই স্বীকার করিবে।" কি আক্ষেপের বিষয়! পুলিস কর্ম্মচারী মাত্রেরই কি এরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি? যে সুস্থ আছে তাহাকে কি পীড়ন করিলে সে স্বীকার করিবে যে, আমি খুণ হইয়াছি? পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা এরূপ স্বভাবের লোকের হস্তে কি জন্য শান্তি রক্ষার ভার দিয়াছেন বলিতে পারি না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কনস্‌টেবলদিগের কোন দুষ্ট অভিসন্ধি ছিল, নতুবা দণ্ড বিধি আইনের ১৬৬ ধারার সাজা জানাইয়াও কি নিশ্চিন্ত তাহারা এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

আমরা বারাশতের মেজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি এই ঘটনাটীর বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করেন। আমরা আরও শুনিলাম যে হরিদাস বাবু ও পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন। বিচারে কি রূপ প্রমাণ হয় অবগত হইয়া পশ্চাৎ লিখিব।

১৭ আগষ্ট। শ্রী———

মহাশয়!

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে এতদ্দেশীয় গার্ড নিযুক্ত করিবার কল্পনা হইতেছে এবং শুনিলাম যে পরীক্ষার নিমিত্ত ৪।৫ জন লোকও নিযুক্ত করা হইয়াছে। দেশীয় গার্ডের দ্বারা যে কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে, এবং রেলওয়ে কোম্পানিরও যথেষ্ট সাশ্রয় হইবে, তাহা কে না বলিবে? এ কল্পনা যিনি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান ও কোম্পানির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মচারী, কিন্তু সকল বিষয়ে বিবেচনার অভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ট্রাফিক সুপারিইন্‌টেণ্ডেণ্ট দেশীয় গার্ডদিগের যেরূপ অল্প বেতন ধার্য্য করিয়াছেন তাহাতে যে উত্তম বিচক্ষণ লোক পাওয়া যাইবে, বোধ হয় না। সাহেব গার্ডদের মাহিনা ১৫০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত শুনা যায়, ইহা ব্যতীত আবার ওভার টাইমও আছে। যাহারা প্রথমে কর্ম্ম শিক্ষা করেন তাহারাও

মাসিক অনূ্যন ১০০ টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পে বিলে নাম সহি করিবার সময় গায়ে জ্বর আইসে। যে সকল জমাদার পশ্চিমে গাড়ির সম্মুখের ব্রেক ভ্যানে যাতায়াত করে, তাহারাও ১৫.২০ টাকা বেতন পায়। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী গার্ডদিগের অদৃষ্টে ২০।২৫ টাকাই যথেষ্ট বিবেচনা হইল। ইহারা কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই কি এই ফল? আমরা ভরসা করি কর্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন।

১৭ই আগষ্ট ১৮৭৩ শ্রী প্রিয় নাথ দে।

মহাশয়!

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বারুইপুরস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী তাঁহার অভিনব উদ্যানে সম্প্রতি ১লা আগষ্ট হইতে কৃষক গণের শিক্ষোপযোগী একটী দাতব্য রজনী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া অত্র বারুইপুর এবং তৎ পার্শ্বস্থ কৃষিজীবী গণের ভাবী উন্নতি সাধনের পথ করিয়াছেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণ ৬॥ টা হইতে রাত্রি ৯॥ টা পর্য্যন্ত দুইজন শিক্ষকের দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, অতি অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষার্থী সমূহ যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা আমাদিগের আশার অতিরিক্ত, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহাহউক এক্ষণে বিদ্যালয়টী স্থায়ী হইলে দেশের মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

১২৮০। ৪ ভাদ্র। জনৈক বারুইপুর বাসী।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

বর্ত্তমান মাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং প্রবন্ধ সকল পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি সকল প্রকটিত হইবে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব ও প্রবচন সকল সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

যাহাতে দেশীয় লোকের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ, সুরুচি সংবর্দ্ধন এবং ধর্ম্মনীতির দৃঢ়তা সংসাধিত হয় এবং স্বদেশ ও স্বজাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় তাহাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। যে কোন মত বা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি হউন, এই উদ্দেশ্য সাধক প্রস্তাব সকল প্রেরণ করিলে, আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিব। কিন্তু লেখকের বিশেষ মতের জন্য আমরা দায়ী হইব না।

সাহিত্য সন্দর্ভের লেখকদিগের নাম প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, একারণ আমরা তাহাতে বিরত হইলাম। কিন্তু গ্রাহক মহাশয়দিগের জ্ঞাপনার্থ আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বাঙ্গালাভাষার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদিগের অনেকেই লেখক শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছে:—

অগ্রিম বার্ষিক (মফস্বলে ডাকমাসুল লাগিবে না)।	৩ টাকা।
" ষাণ্মাসিক	১৸০
" ত্রৈমাসিক	১
প্রতি সংখ্যা	।৵০

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
১লা ভাদ্র } প্রকাশক।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵০
মাসিক	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
২১ শ সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১২৮০—২১শে ভাদ্র শুক্রবার। ১৮৭৩—৬ই সেপ্টেম্বর
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত ১৩ই ভাদ্র পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সাতিশয় শোক প্রাপ্ত হইলাম। ইনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ, সুলেখক ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম ছিলেন। গত ১০ বৎসর ইনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং ঐ সমাজের পতন অবস্থায় ও তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকে উপাসনা স্থানে যাইতেন। ইনি কয়েক বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার নির্ব্বাহ করেন এবং ধর্ম্মদর্শন নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে সে মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক বক্তৃতা সকল একত্র করিয়া 'মাঘোৎসব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার শেষে পাকড়াসী মহাশয়ের বক্তৃতাটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা উক্ত ব্রাহ্ম সমাজের উৎকৃষ্ট বক্তৃতা সকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং আমাদিগের মতে ইহা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লেখার পরমোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। ইনি 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে অতি সরল ও মধুর ভাষায় ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক গুলি মূল সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদেরও সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি জীবনের শেষাংশে অনেক প্রকার দুরবস্থায় পড়িয়া এবং ৩ মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বিধবা পত্নী এবং নাবালক ২টী পুত্র ও ২টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতিপালন করিবার কেহ নাই। ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য এই দুঃস্থ পরিবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

গত বুধবার প্রাতে সার জর্জ কাম্বেল কয়েকটী সঙ্গী সমভিব্যাহারে একখানি (এস্পেস্যাল) অতিরিক্ত ট্রেণে মাহেশে গিয়াছিলেন, রিসড়া ও শ্রীরামপুরও দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শুনাগেল রিসড়া ও মাহেশের মধ্যস্থলে একটী উত্তম গবর্ণমেণ্ট উদ্যান করা উদ্দেশ্য, তদর্থ ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে।

বঙ্গসন্তানদিগের বিলাত যাইবার আবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, যিনি একবার যাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, পুনর্যাত্রা করিয়াছেন। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দলাল হালদার নামে দুইটী যুবক প্রস্থান করিয়াছেন। প্রথমটী কাশ্মীরের প্রধান জজ বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। দ্বিতীয়টী চক্ষুরোগ চিকিৎসক বাবু নীল মাধব হালদারের পুত্র। নীলমাধব বাবুর সন্তানের মধ্যে এই একমাত্র। পিতাকে কিছুমাত্র পূর্ব্বাভাস না দিয়া যুবকটী অদৃশ্য হন। ডাক্তার বাবু অনেক কষ্ট করিয়া নৌকাযোগে সমুদ্রমুখে গিয়া জাহাজ ধরিয়া ছিলেন, কিন্তু পুত্রের ফিরিবার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া আর কিছু অর্থ ও পরিচ্ছদাদি সঙ্গে দিয়া আসিয়াছেন। নীলমাধব বাবু অতি বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুখিত হইলাম, গত মঙ্গলবার বহুবাজার নিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি জার্ডিন স্কিনার কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব মুচ্ছুদ্দী ছিলেন। দীন দুঃখী দিগের প্রতি ইহাঁর অসাধারণ দয়া ছিল। ইহাঁর উদ্যোগে রেলওয়ে যাত্রীদিগের দুঃখ নিবারক 'পাসেঞ্জার সোসাইটী' নামে মহোপকারী সভাটী স্থাপিত হয় এবং ইহাঁরই যত্নে দোল ও শ্যামা পূজায় গবর্ণমেণ্টের ছুটী দিবার পুনরনুমতি হয়।

আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর তারকেশ্বরের মোহন্তের দায়রা বিচার হইবে।

বাবু রাখালচন্দ্র রায়, যিনি কেশব বাবুর সহিত একত্রে বিলাতে গিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর সেখানে থাকিয়া বারিষ্টার হইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। সিবিল সার্বাণ্ট বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত ইংলণ্ড হইতে শীঘ্র যাত্রা করিবেন।

পূর্ব্বভারতবর্ষ রেলওয়ের মাসকাবারী টিকিটের মূল্য দুর্গাপূজার বন্ধের সময় কমিয়া থাকে। এ বৎসর অদ্যাবধি তদ্বিষয়ে কোম্পানীর কোন অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া আরোহিগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং এজেন্সীতে আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমরা আশা করি, এজেন্সী এবিষয়ে অনুকূল দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাদিগের উদারতার পরিচয় দিবেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের প্রতি বালী ও কোন্নগর বাসীদিগের কয়েকটী অনুযোগ আছে। যে অবধি মাসকাবারী টিকিটের বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই অবধি তাঁহারা নৌকা ও অন্য প্রকার উপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক রেলগাড়ী একমাত্র ভরসা করিয়াছেন, কিন্তু সুবিধা থাকিতেও রেলওয়ে কোম্পানী নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাদিগকে বড় কষ্টে ফেলিয়াছেন।

১ম—রবিবারে কলিকাতায় আসিবার গাড়ী নাই, যা আছে অপরাহ্ণের সময়ে, তাহাতে বিশেষ উপকার কি? ২য়—কলিকাতায় প্রাতে ৯।৩০ মিনিট যে গাড়ী আসে এবং কলিকাতা হইতে অপরাহ্ণ ৫।১৫ মিনিটে যে গাড়ী ছাড়ে তাহা উক্ত ষ্টেশনদ্বয়ে থামে না। একারণ ১০ টার সময় আফিসে উপস্থিত হইতে না পারিয়া অনেকের কার্য্য হানি হয় এবং ৪।৫ টার পর আফিসাদি হইতে ছুটী পাইয়া বৃথা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। শীতকালে দিন ছোট হইলে শেষোক্ত ব্যবস্থাটী অধিক ক্লেশকর হয়। ৩য়—পশ্চিম হইতে যে দুইখানি গাড়ী (একখানি লুপ লাইন ও একখানি কড় লাইনে) আইসে, তাহার কোন খানি উক্ত দুই স্থানে থামে না। ইহাতে যাঁহাদিগকে পশ্চিম হইতে পরিবার লইয়া আসিতে হয় তাঁহাদিগকে হয় শ্রীরামপুর নয় কলিকাতায় আসিয়া বহু কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বাটী গমন করিতে হয়।

ভারত সংস্কারক।

মেডিকাল কলেজের নূতন ব্যবস্থা।

আমরা গতবারে মেডিকাল কলেজ সম্বন্ধে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবনা সকল প্রকাশ করিয়াছি। ক্যাম্বেল সাহেব পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়েন বলিয়া তাঁহার সকল কার্য্যেরই যে প্রতিবাদ করিতে হইবে এরূপ নহে। আবশ্যক বিবেচনায় সদুদ্দেশে যে কার্য্য কৃত হয়, তাহার প্রশংসা না করা অর্ব্বাচীনতা মাত্র। আমরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এই শুভকর চেষ্টার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি। মেডিকাল কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার হইতে চলিল। এত অধিক ছাত্রকে একস্থানে রাখাতে শিক্ষার সুবিধা না হইয়া ব্যাঘাতই হইতেছে। অধ্যাপকের উপদেশ সকলে শুনিতে পান না, তজ্জন্য গোলযোগ হয়, শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরের সহিত পরিচয় হইতে পারে না; হস্‌পিটালে রোগী দর্শন যাহা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা হইতে অর্দ্ধাংশের অধিক ছাত্রকে প্রায় বঞ্চিত থাকিতে হয়। এরূপ স্থলে একটী সুব্যবস্থার নিতান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই। ইংরাজী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা ছাত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিক্ষা লাভ করিলে এবং ভিন্ন ভিন্ন হস্‌পিটালের তত্ত্বাবধান ভার পাইলে এ গোলযোগ নিবারিত হইতে পারে। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট একটী চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পরিবর্ত্তে যদি ৮।১০টী করিয়া দেন, ১০০ স্থানে আমরা হাজার ডাক্তর পাইব ইহা অপেক্ষা দেশের সৌভাগ্য কি আছে?

কিন্তু একটী বিষয় দেখিতে হইবে যেরূপ গোলযোগ নিবারণ করা চাই, ডাক্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি চাই, সেইরূপ সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করাও আবশ্যক। অন্যান্য বিদ্যালয় যেমন তেমন করিয়া চলিতে পারে, অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে অপূর্ণ শিক্ষিত ছাত্র বহির্গত হইলে তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু চিকিৎসা বিষয়ে যতটুকু শিক্ষা হয় তাহা অভ্রান্ত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলে লোকের জীবন লইয়া ক্রীড়া করা হয়। মেডিকেল কলেজের সঙ্গে হস্‌পিটাল, উদ্ভিদুদ্যান, চিত্রশালিকা ও রাসায়নিক প্রদর্শনোপযোগী বন্দোবস্ত না থাকিলে ছাত্রগণের শিক্ষা কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগার্থ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নানা স্থানে চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করণার্থ যে বৃহৎব্যাপারের উদ্যোগ করিতেছেন, তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ৬ লক্ষ টাকা মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। যদি এই টাকা সম্বল করিয়া কোমরবান্ধা হয়, তাহা হইলে বায়ুর উপর স্তম্ভ নির্ম্মাণের ন্যায় হাস্যকর হইবে সন্দেহ নাই। যদি একটী বৃহৎ কলেজের পরিবর্ত্তে দশ স্থানে দশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কুল করিয়া ২॥০ টাকা বেতনের গুরু পোষার ন্যায় তিলকাঞ্চনে কার্য্য সারা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে ইহা হওয়া অপেক্ষা না হওয়া শ্রেয়। সংখ্যাতে বা নামে অধিক ডাক্তার হইলে কি হইবে? ১০০ হাতুড়ে অপেক্ষা সুনিপুণ একজন চিকিৎসক থাকিলে উপকার অধিক এবং অনিষ্ট কম। এখনি অশিক্ষিত চিকিৎসকদ্বারা অনেক অনিষ্ট হইতেছে, আর তাহা বৃদ্ধি করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। এইজন্য আমরা বলি এতদর্থে গবর্ণমেণ্ট যদি অধিক অর্থব্যয় স্বীকার করিতে না পারেন, অন্য উপায়ে বরং মেডিকাল কলেজের বর্ত্তমান অভাব দূর করুন। আপাততঃ হস্‌পিটাল লইয়াই প্রধান অনাটন। কলিকাতার আরো ২।৩টী হস্‌পিটালের কার্য্যে ছাত্রদিগকে নিয়োগ করিলে চলিতে পারে। ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ছাত্রদিগের শিক্ষার্থ পৃথক্ পৃথক্ হসপিটাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে হয়। ছাত্রেরা অধ্যাপকের কথা কর্ণগোচর করিতে পারে না বলিয়া যে আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, তাহা অধিক সংখ্যক অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেই

নিবারিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্সী কলেজের যেমন একবর্ষীয় ছাত্রদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, ইহাতেও সে প্রণালী অবলম্বন করিলে হয়। নানা স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে যেরূপ ব্যয় করিতে হইবে, তাঁহার দশাংশ করিলে এখানে অধিকতর ফল লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই।

লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর চিকিৎসাপুস্তক সকল প্রণয়ন জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে টাকা চাহিয়া দিবেন বলিয়াছেন ইহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকের বাস্তবিক নিতান্ত অভাব এবং তন্নিমিত্ত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা শ্রেণীর ছাত্রদিগের দুরবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আইসে। আমরা দেশীয় ভাষার প্রতি যে রাজোৎসাহের অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতে ছিলাম, তাহা পাইলে পরম লাভ হইবে। কিন্তু সে সম্বন্ধে ক্যাম্বেল বাহাদুরের পূর্ব্ব সংস্কারের অন্যথা না দেখিয়া আমাদিগকে দুঃখিত হইতে হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন বিজ্ঞান অনুবাদে বরং ইতর কথা প্রয়োগ করিতে হইবে,তথাপি সংস্কৃত বা আরবী হইতে কোন শব্দ সঙ্কলিত না হয়। যদি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা সকল রোগের নাম ইতর ভাষায় লিখিত হয়, তাহা শিক্ষক ও ছাত্র সকলেরই বলিতে ও শুনিতে দিব্য উপাদেয় হইবে !!! প্রাচীন ভাষার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া ক্যাম্বেল সাহেব কি সামান্য বোধ শক্তি হারাইয়াছেন? যাহাহউক মেঘ না হইতে বজ্রাঘাতের ভয় কেন?

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব ও ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বিচার।

২য় প্রস্তাব।

ইংরাজ জাতির মধ্যে ফসেট্ সাহেবের ন্যায় ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু আর কেহ আছে কি না আমরা জানিনা। তিনি ব্রাইটন সায়ারের নিয়োজিত হাউস্ অফ্ কমন্সের সভ্য হইয়া, ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন জীবনের একটী প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্টে ভারতের পক্ষ সমর্থন করিতে আর কে আছে? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যখন যে কথা তথায় উপস্থিত হয়,ফসেট্ সাহেব আমাদের স্বপক্ষে দুই চারিটী কথা বলিবেনই বলিবেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষের ইংলণ্ডস্থ অণ্ডার সেক্রেটরি গ্রাণ্ট ডফ্ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয়ের বজেট উপস্থিত করেন। এতদুপলক্ষে গ্রাণ্ট ডফ ও ফসেট সাহেবের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিগতবর্ষে, ফসেট সাহেবের নিকট গ্রাণ্ট ডফ নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিলেন। এ বারে ও অণ্ডর সেক্রেটরি মহাশয় সে বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—"আয় ব্যয় সম্বন্ধে নিরর্থক ভয় দেখান ফসেট সাহেবের স্বভাব। তিনি গত বৎসরে বলেন 'ভারতবর্ষের ব্যয় ক্রমিকই বাড়িয়া যায়।' কোন কোন বিষয়ে ব্যয় যে বজেট অপেক্ষা বাড়িয়া যায়, আমি আহ্লাদের সহিত স্বীকার করি। আমরা ভারতবর্ষের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন উদ্দেশে ভারতবর্ষে রহিয়াছি !! বহুল অর্থব্যয় ভিন্ন সে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় না। ব্যয় বাহুল্য ভয়ে যদি তাহা হইতে বিরত হই, তাহা হইলে ভারতবর্ষের কার্য্য ভার পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে আমাদের প্রস্থান করাই শ্রেয় !!!" অণ্ডার সেক্রেটরি মহোদয়ের কি নিঃস্বার্থ ভাব! তিনি কি সরল ভাবে উপরি উক্ত কথা গুলি উচ্চারণ করিয়াছেন! যদি তাহা করিয়া থাকেন, ভারতের বিংশতি কোটী লোক আর তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন কেন? দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করুন না। কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহাকে চিনিয়াছেন এবং স্বচক্ষে সাধারণ অর্থের অপব্যয় দেখিতেছেন, সুতরাং তাঁহার মিষ্ট কথায় ভুলিতে বা প্রবঞ্চিত হইতে পারেন না। তাঁহার কথার প্রত্যেক অর্থ তাঁহারা অসরল মনে করেন। ইনকম্ ট্যাক্স সম্বন্ধে আমাদের সুবিচক্ষণ অণ্ডার সেক্রেটরি মহাশয় বিগত বর্ষের ও এবারকার অধিবেশনে বলেন যে ইহা ধনীদিগের নিকট কর আদায় করিবার একমাত্র উপায়। কোন রাজনৈতিক কারণে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় কারণে নহে। তিনি বিশ্বাস করেন যে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ইহা পুনঃস্থাপিত হইবে। এংলো ইণ্ডিয়ান্ সংবাদ পত্র সম্পাদক দিগকে এবং অনেকগুলি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে এই করের ভার বহন করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা এই করের বিপক্ষ হইয়া উঠেন, ধনবান্‌দিগকে এই করের ভার বহন করিতে হয় না বলিয়া ইহার প্রতি তাঁহাদের বিজাতীয় আক্রোশ পতিত হয়। ব্রাইটনের প্রতিনিধি মাননীয় ফসেট সাহেব বার বার এই করের বিরুদ্ধে মহাসভায় আন্দোলন করেন, এই সমস্ত কারণে এই কর ভারতবর্ষে তিষ্ঠিতে পারিল না। ইনকম ট্যাক্স যে অন্যায় নহে, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি লর্ড লরেন্স ও কয়েক জন প্রসিদ্ধ বহুজ্ঞ ফাইনেন্স কর্ম্মচারীর মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন। স্থানীয় করের উল্লেখ করিয়া আমাদের গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব বলেন যে "এক্ষণে বৎসর বৎসর ২,৫০,০০,০০০ টাকা ও তদ্ভিন্ন প্রাদেশিক কর ২৫,০০,০০০ টাকা সমষ্টিতে ২,৭৫,০০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইতেছে। যে রাজ্যের আয়তন রুষিয়া ভিন্ন সমগ্র ইউরোপের সমান, তথায় উপরি উক্ত করাঙ্ক গুরুতর বলিয়া

সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।" সৈনিক ব্যয় সম্বন্ধে তিনি বলেন যে "ভারতবর্ষীয় সেক্রেটরি অফ ষ্টেটের নিতান্ত ইচ্ছা যে ভারতবর্ষীয় সৈনিক ব্যয় কমিয়া যায়, কিন্তু যখনি ভারতবর্ষ হইতে ব্যয় লাঘব করিবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি তাহা "ওয়ার" অফিস প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করেন। সেখানে এ প্রস্তাবের মীমাংসা ভারতবর্ষের লাভালাভ গণনা করিয়া হয় না, কিন্তু ইংলণ্ডের লাভালাভ গণনা করিয়া হইয়া থাকে।" পবলিক ওয়ার্ক, রেলওয়ে ও ইরিগেসন সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে "যেখানে জেতৃগণ বুদ্ধিমত্তায় অন্ততঃ কয়েক শতবৎসর পরাজিত জাতির অগ্রবর্ত্তী রহিয়াছে, সেখানে যত দিন না লোকে পবলিক ওয়ার্কের উপকারিতা উপলব্ধি করে, ততদিন কি তাহাতে আদৌ হস্তক্ষেপ করা যাইবে না? এরূপ কার্য্যোভিসন্ধি ন্যায়ানুমত হইতে পারে। কিন্তু বিগত ৩০ বৎসরাবধি পবলিক ওয়ার্ক সম্বন্ধে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা যদি অন্যায় হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য যে সমস্ত বাক্যব্যয় হইয়াছিল, তাহা শ্রুতি সুখকর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। এই মহাসভা তাহা হইলে ভয়ানক ভ্রমজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পুরাতন কোর্ট অফ ডিরেক্টরদিগের দুর্নীত কার্য্য প্রণালী কেবল মাত্র অভ্রান্ত ছিল বলিতে হইবে। ইহা বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে যে ইরিগেসন প্রভৃতি কার্য্যে যে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, সাক্ষাৎ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক, তাহার ফল অবশ্যই একদিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। দেশের লোকেরা প্রার্থনা করুক আর না করুক, ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে হইবে। কেননা এখন যে সমস্ত লোক অনর্থক ব্যয় নিবারণের জন্য তৎপর হইয়াছে, একটী নূতন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে সন্দেহ নাই।"

মহাত্মা ফসেট সাহেব এসকল কথার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহা যার পর নাই উপযোগী, যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। তিনি সে দিন প্রত্যুত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই। এ জন্য মহা সভায় প্রস্তাব করেন, যে ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা বলিবার আছে, এখন প্রস্তুত নহেন ও তদুপযুক্ত সময়ও নাই অতএব দিনান্তরে তিনি তদ্বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিবেন। কিন্তু মহাসভার অন্যান্য সভ্যদিগের মত হইল যে সেই দিনই সে বিষয়ের কথা বার্ত্তা শেষ হইয়া যায়। তাহাতে সেই দিনই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে হইল। এ অবস্থায় প্রত্যুত্তরটী সম্পূর্ণ উপযোগী না হইবার কথা, কিন্তু ফল অন্যরূপ হইয়াছে। প্রত্যুত্তরটী যেরূপ মনোহর হইয়াছে আমাদিগের গত বারের উদ্ধৃত অংশটী পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা তাহার সমগ্রই অনুবাদ করিয়া পাঠকগণকে বিনোদন করি, কিন্তু এবার তাহার স্থল নাই। আমরা বারান্তরে তাঁহার বক্তৃতার স্থূল স্থূল কথা পাঠকগণকে জানাইব।

তারকেশ্বরের মোহন্তের বিষয়ে দেশীয় লোকদিগের মত।

আজি কালি বঙ্গদেশ মধ্যে তারকেশ্বরের মোহন্ত যেরূপ সাধারণ আন্দোলনের বিষয়, এরূপ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। পথে ঘাটে যাও তারকেশ্বরের মোহন্তের কথা শুনিবে, রেলের গাড়ীতে আরোহীতে আরোহীতে এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিতেছে, সহরের কেরাণী বাবুরা অফিস্ হইতে ঘরে আসিয়া দুই পাঁচ জন জুটিয়া এই বিষয়েরই আলাপে ক্ষণকালের জন্য আরাম লাভ করিতেছেন, পল্লীগ্রামের দোকানে বা চণ্ডীমণ্ডপে ৫ জন ইতর ও ভদ্র একত্র হইয়া ইহারই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছে। আশ্চর্য্য! অন্তঃপুরের রমণীগণও কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরের সহিত এই বিষয় লইয়াই তোলপাড় করিতেছেন দেখাযায়। যে ঘটনা লইয়া এতদূর দেশব্যাপী আন্দোলন, প্রত্যেক সমাচার পত্রের স্তম্ভ যে তাহাতে পূর্ণ হইবে এবং আগ্রহের সহিত পাঠিত হইবে আশ্চর্য্য নহে। কেহ কেহ এই অবসরে তদ্বিষয়ে অল্পমূল্য ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়াও আন্দোলনের সহায়তা করিতেছেন।

তারকেশ্বরের মোহন্তের সম্বন্ধে সাধারণের বিচার কিরূপ, ইহা জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমরা অনেক স্থলে স্থিরচিত্তে কর্ণপাত করিয়াছি, যেরূপ শুনিয়াছি তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি। সকলেই দেখিতে পাই মোহন্তের বিপক্ষ। 'সে একজন ধর্ম্মযাজক হইয়া কোথায় লোককে সৎপথ দেখাইবে, লোকের শান্তি ও কুশলের জন্য দিবানিশি জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, যোগী ঋষির ন্যায় জিতেন্দ্রিয় হইয়া জীবন কাটাইবে, না ভণ্ডতপস্বী জঘন্য ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে, একটী নির্দ্দোষী ভদ্র ব্রাহ্মণের ঘর মজাইয়াছে, তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাকে স্ত্রীহত্যা মহাপাতকের পাতকী করিয়াছে। নরাধম মোহন্তকে মঠ হইতে দূর করিয়া দেও, তাহাকে মোহন্ত করিয়া রাখিলে ধর্ম্মলোপ—দেশের সর্ব্ব-

নাশ। এখনি তার প্রকৃত দণ্ড হউক, তার আবার বিচার কি? হিন্দু রাজার কাল থাকিলে সে টের পাইত।' নীলকমল ও তাহার স্ত্রীর উপর সাধারণের কোপ ততোধিক। 'কি! ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ধনলোভে আপনার কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইল, তাহার ও জামাতার মৃত্যুর কারণ হইল! উহাদিগকে নবীন কেন আগে কাটিয়া ফেলিল না, উহাদিগের আগে ফাঁসী হউক।' হতভাগিনী এলোকেশীর কেহ স্বপক্ষ, কেহ বিপক্ষ। তাহার অল্পবয়স, সুখের প্রলোভন, পিতামাতার প্রবর্ত্তনা তাহার দোষ মার্জ্জনার যথেষ্ট কারণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন, কিন্তু অনেকে আবার বলেন, যে হিন্দুকুলনারীগণের নিকট সতীত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের ও আদরের ধন, সে কেন তাহা বিসর্জ্জন দিল? তাহার হত্যা উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, আরো অধিক যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিলে ভাল হইত।' আমাদিগের কুলাঙ্গনাগণের মধ্যে এই শেষোক্ত মতটী অধিক প্রবল দেখা যায়। কিন্তু যে নবীন ভয়ঙ্কর স্ত্রীহত্যা করিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহার স্বপক্ষ এবং সকলেই তাহার দুঃখে দুঃখিত। তাহার প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, সে যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহার চিত্তের যেরূপ বিকার প্রাপ্তি হওয়া স্বাভাবিক, তাহাতে সে যে কার্য্য করিয়াছে তাহাতে ক্ষমার পাত্র। আহা! তার মনের কষ্ট সেই জানে, আর অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন। অন্ততঃ তাহার প্রাণদণ্ড যেন না হয়, এই বলিয়া লোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সাধারণে এই বিষয়টা যেরূপ চক্ষে দেখিতেছে তাহাই সামান্যরূপে বর্ণন করিলাম। আদালতের বিচারে কি সিদ্ধান্ত হয়, ভবিষ্যতে দেখিবার কথা, কিন্তু সাধারণের মত আদালত এককালে অগ্রাহ্য না করেন এই আমাদিগের অনুরোধ। আমরা কাহার ও প্রাণদণ্ড দেখিতে চাহি না, দোষীর দোষের শাসন হয় এবং সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টাশঙ্কার প্রতিবিধান হয় এই আমাদিগের প্রার্থনীয়। মোহন্তের অর্থবল বিলক্ষণ আছে, ভাল২ বারিষ্টার, উকীল, যাঁহারা আপনাদিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও যুক্তিবল প্রভাবে দিনকে রাত, রাতকে দিন, দোষীকে নির্দ্দোষী ও নির্দ্দোষীকে দোষী করিতে পারেন, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবীনের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং মোহন্তের অনুকূলে ও নবীনের প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। এই বিবেচনায় দেশীয় লোক নবীনকে যথাসাধ্য সাহায্য দানার্থ চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। আমাদিগের অধিক সুখের বিষয়, আমাদিগের সহযোগী 'সাপ্তাহিক সমাচার' এই সাধুকার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার উদ্যোগে ইতিমধ্যে ৬০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং আরো হইতেছে। আমাদিগের পাঠকগণ এবং দেশীয় সহৃদয় ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আনুকূল্য দান করেন, আমাদিগের একান্ত অনুরোধ। তাঁহারা যদি সত্যের জয় ও পাপের দণ্ড দেখিতে চান, দেশের ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মালয় সকলের পবিত্রতা রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, এবিষয়ে উদাসীন হইবেন না।

ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধীয় নূতন ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক কৌশল।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ্যের শাসন কৌশল সমালোচন ছলে, আমাদিগের স্মরণ হয়, কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত এক খানি বিলাতীয় সাময়িক বীক্ষণে (Review) এইরূপ লিখিয়াছিলেনঃ— "আমরা (ইংরাজেরা) যে নগরে নগরে, জিলায় জিলায় আদালত স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গকে সুবিচার বিতরণ করিতেছি, ইহার একটি গূঢ় অভিপ্রায় আছে। সুবিচার প্রাপ্ত হইলে প্রজাবর্গের মধ্যে বিবাদ বিষম্বাদ থাকে না, নিশ্চিন্ত হইয়া তাহারা গৃহধর্ম্মে মনোযোগী হয়, তাহাদের চঞ্চল প্রকৃতি স্থিরীকৃত হইয়া আইসে, এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া ক্রমে রাজভক্ত হইয়া পড়ে। রাজকার্য্য ও সর্ব্ব সাধারণের প্রয়োজন সাধনের সুবিধা ব্যতীত, ভারতবর্ষে লৌহ বর্ত্ম স্থাপনেরও আর একটি গূঢ় অভিসন্ধি কাহার নিকট না প্রতীয়মান হইতেছে? এই লৌহ বর্ত্মের অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, অজ্ঞ ও অসভ্য ভারতবাসিগণের মনে আমাদিগের প্রতি কিরূপ ভাব জন্মিয়াছে? তাহারা আমাদিগের ক্ষমতা ও বীর্য্য শালিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছে। সামান্য জনগণ মনে করে, ইংরাজেরা দেবতুল্য লোক, ইহারা অসাধ্য ও সাধন করিতে পারে, অঘটন ও ঘটাইতে পারে। বাস্তবিক তাড়িত-বার্ত্তাবহ ও লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি অবদান নিচয়ের দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি পুঞ্জের মনে আমাদিগের প্রতি যে সভয় ভক্তির উদ্দীপন হইয়াছে তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই।"

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজশাসন প্রণালীর এইরূপ গূঢ় রাজনৈতিক অভিপ্রায় তাহার প্রতি ব্যবস্থাতেই মুদ্রিত রহিয়াছে, তলাইয়া দেখিলে সকলেই দেখিতে পায়। ক্যাম্বেল মহামতির দেশীয় ভাষা সম্বন্ধীয় নূতন ব্যবস্থাটীও যে উক্ত প্রকার একটী গূঢ় রাজনৈতিক কৌশল সমন্বিত নহে, আমাদিগের এমত বোধ হয় না। ব্রিটিশ শাসন প্রণালীকে এক প্রকার দর্পণের

সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সোজা দিকে দেখ, সজ্জনগণ আপনাদিগের সাধু হৃদয়ের অনুরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু অপর দিক্ ফিরাইয়া দেখ, বুকের পট দেখিতে পাইবে।

এই ব্যবস্থার বাহ্য অভিপ্রায় অতীব সাধু বলিয়া প্রতীত হয়। ক্যাম্বেল মহোদয় ইহাতে দেখাইতেছেন তিনি সর্ব্ব জাতীয় প্রজাবর্গকে সমচক্ষে দর্শন করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কেবল বঙ্গভাষার প্রতি পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে। বঙ্গভাষাই কেন আসাম রাজ্যে ও উড়িষ্যায় প্রচলিত হইবে? তাহাদিগের নিজ নিজ জাতীয় ভাষা বঙ্গভাষার সহিত কেন সমান রাজপ্রসাদ সম্ভোগ করিবে না? বঙ্গভাষাকে যেরূপ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত, এই প্রেসিডেন্সিস্থ অন্যান্য ভাষাকেও তদ্রূপ প্রশ্রয় দেওয়া বিধেয়। ক্যাম্বেল সাহেবের এই নিয়মটী সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করিবার অনুকূল ব্যবস্থা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এ নিয়ম না করিলে সাধারণের পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে না। একজন সামান্য শ্রমজীবী উড়ে কি আসামীর পক্ষে বঙ্গভাষা শিখিবার সময় বা অবসর নাই। নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হইলে সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সুবিধা ঘটে।

এইরূপ সদযুক্তি ও সদভিপ্রায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভাষা সম্বন্ধীয় নূতন নিয়মাবলীর বাহ্য সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছে। কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে আমরা একটী গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি দেখিতে পাই। যে জন্য গবর্ণমেণ্ট এদেশে উচ্চ শিক্ষা নিরুৎসাহিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, সেই জন্যই বঙ্গভাষার উন্নতির গতিরোধ বিধানেও অগ্রসর হইয়াছেন। ভাষার একতা হইলে জাতীয় একতা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু জাতীয় একতাদ্বারা যেরূপ জাতীয় কল্যাণের—সেইরূপ অনেক রাজনৈতিক বিপৎপাতের সম্ভাবনা এই জন্য তাহার নিবারণ চেষ্টা একটী 'পলিসী' বলিয়া গণ্য। ব্রিটিশরাজ বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে এই পলিসী বা রাজনৈতিক কৌশলের অনুগামী হইয়া আসিতেছেন। একতার স্থানে বিচ্ছিন্নতা, মিলের স্থানে অমিলন ও অকৌশল সম্পাদন করিয়া দিয়া ব্রিটিশরাজ আত্মগৌরব এতদূর উন্নত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তে ইহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুহৃদ্ভেদ ব্রিটিশরাজের চিরাগত রাজনৈতিক কৌশল। অতএব সর্ব্ব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় বা পরিবারকে বিচ্ছিন্ন রাখা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক কৌশলের অনুকূল কার্য্য প্রণালী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে বাস্তবিক জাতিগত সামান্য বিভিন্নতা আছে, সেখানে বরং সেই বিভিন্নতা ও পার্থক্য যাহাতে দূর হয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। আসাম, বেহার ও উড়িষ্যা মধ্যে যে অকিঞ্চিৎকর জাতীয় পার্থক্য আছে, ভাষার একতা দ্বারা তাহা ক্রমে তিরোহিত হইতে পারে। কিন্তু সেই জাতীয় বৈলক্ষণ্য যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ জাতি হইয়া দাঁড়ায়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে স্বতঃ পরতঃ তাহারই সহায়তা করিতেছেন। 'খা শত্রু পরে পরে' শত্রুগণের বিরুদ্ধে এ "পলিসী" অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগের মধ্যে জাতিবৈর ও বিদ্বেষানল প্রবল করিয়া পরস্পরের উচ্ছেদ সাধন সহজে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অনুগত প্রজাগণের প্রতি এ বিড়ম্বনা কেন? তাহাদিগের সম্বন্ধে বিপরীত ব্যবহারেরই প্রত্যাশা করা যায়।

তিন তাসে জুয়া খেলা।

কিছুদিন হইল এই নূতন খেলার আরম্ভ হইয়াছে। প্রমারা, কুপণ, প্রভৃতি জুয়া খেলা সকল যেরূপ অনিষ্ট জনক, ইহাও তদপেক্ষা কিছু মাত্র ন্যূন নয়। ইহাতে তিন খানি তাস লইয়া ক্রমাগত তাসান হয়। পরে তাসের বিপরীত দিক্ দর্শকের সম্মুখে রাখিলে তিনি যদি এক খানি চিহ্নিত করিয়া বলিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার জিত, নতুবা তাঁহাকে হারিতে হয়। ইহাতেও "এক লাগাও গে, চারি পাও গে"—র ন্যায় দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বা তদধিক গুণ পণে খেলা হইয়া থাকে। সরল মতি পথিকদিগকে লওয়াইবার নিমিত্ত দুরাত্মা জুয়াচোরেরা দলবদ্ধ হইয়া এই খেলা খেলিতে আরম্ভ করে। একটী বালককে "সাজাইয়া" তাহাকে লইয়া খেলিতে বসে। প্রতিবারেই তাহাকে জিতাইয়া দেয়, কেবল দর্শকদিগের প্রত্যয়ার্থ মধ্যে মধ্যে কার্ চুপীও খেলিয়া থাকে। বালক খেলিয়া জিতিতেছে দেখিয়া সরলচিত্ত কৃষক ও পথিকগণও ইচ্ছা করিয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়। জিতিলে লোভে ও হারিলে ক্ষোভে পড়িয়া খেলায় অনুরক্ত হয়। অনুরাগের সহিত একবার খেলায় প্রবৃত্ত হইলে তখন আর তাহাদিগের নিবৃত্ত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। ক্রমে পণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে। আমরা স্বচক্ষে অনেক চাষার এরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়াছি। ভোলার রাস্তায় ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। তারকেশ্বরের যাত্রী এবং বৈদ্যবাটী ও ভদ্রেশ্বরের হাটের "হেটুয়া" দিগের জন্য এ রাস্তায় প্রায় সকল সময়েই পথি-

কের ভিড় দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী আড্ডার নিকট, গাছের তলায় প্রায় এই খেলার ধুমধাম হইয়া থাকে। কেহবা পূজার মানসিক টাকা, কেহবা হাটে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিল সেই সকল অর্থ দুষ্ট জুয়াচোরদিগের প্রলোভনে পতিত হইয়া খোয়াইয়া পরিশেষে পরিধান বস্ত্র খানি পর্য্যন্ত হারিয়া উন্মাদের প্রায় রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে। গবর্ণমেণ্টও এ সকলের বিশেষ তত্ত্বাবধান লন না। পুলিসের কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, যে ইহাদিগকে যদি ধরিয়া শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাওয়া যায়, তিনি বড়জোর আট আনা জরিমানা করেন, তাহারা অনায়াসে তাহা প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার খেলা আরম্ভ করে। ইহারা যখন প্রত্যহ দশ, পনর টাকা, কখন কখন শতাধিক টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তখন আট আনা দিতে কেনই বা কাতর হইবে? আমরা তত্রত্য কোন মাজিষ্ট্রেটের সহিত একদা ভোলার রাস্তায় ভ্রমণ করিবার সময় এইরূপ খেলার ধুমধাম দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণের কথা বলিলে, 'ইহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই এবং ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট হয় না' বলিয়া, তিনি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাঁহার বিবেচনায় লোকে যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাতে প্রবৃত্ত হয় তখন ইহার নিয়মের আবশ্যকতা নাই। মফস্বলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষদিগের যখন এইরূপ মত তখন জুয়চোরেরা প্রশ্রয় পাইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

সম্প্রতি লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বক্লাণ্ড সাহেবের অনুরোধে ইংরাজী ১৮৬৭ সালের দুই আইনের দ্বিতীয় ধারা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা উচিত বোধ করিয়াছেন। তদনুসারে নিম্ন লিখিত রাস্তা ও গ্রাম গুলিতে এই আইন প্রচারিত হইয়াছে। আমরা এডুকেশন গেজেট হইতে ইহার তালিকাটী উদ্ধৃত করিলাম।

১। এক দিকে ফরাসডাঙ্গা, আর দিকে বৈদ্যবাটীর নিকটে গঙ্গাতীরের পথ, এই দুই সীমার মধ্যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ নামে সরকারি রাস্তার যে অংশ আছে, তাহাতে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ।

২। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ঐ অংশের উভয় পার্শ্বে যে গ্রামগুলি আছে, অর্থাৎ তেলিনীপাড়া, পাইক পাড়া, শ্যামবাটী, ভদ্রেশ্বর, ব্রিটেশ ও চাপদানি এই কয়েক গ্রামে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ।

৩। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এক দিকে এবং শ্রীরাম পুরের মিউনিসিপাল এলাকার উত্তর সীমা আর এক দিকে, এই দুই সীমার মধ্যে বৈদ্যবাটীর গঙ্গাতীরের রাস্তার যে অংশটুকু আছে, তাহাতে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ।

৪। ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে যে গ্রাম আছে, অর্থাৎ বৈদ্যবাটী, শঙ্করপুর, বৈদ্যপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, সেওড়াপুলির হাট ও সেওড়াপুলিতে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ।

৫। বৈদ্যবাটীর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ।

৬। এই রাস্তার উভয়পার্শ্বে যে গ্রাম ও নগর আছে তাহাতে ও নিষিদ্ধ। গ্রাম ও নগরের নাম দিতেছি।

শঙ্করপুর, দীর্ঘাঙ্গ, রাজ্যধরপুর, ছিনেমোড়, চাপসাড়া, মাঙ্কপাড়া, দেশপাড়া, নসিবপুর, পুরুষোত্তমপুর, মল্লিকপুর রত্নপুর, সিঙ্গুর, দলুইগাচা, নাকিকুল, বড়গাছিয়া, দক্ষিণকুল, বন্দিপুর, হামিরগাচা, বামনপাড়া, ঘনশ্যামপুর, গোপীনগর, বাসুদেবপুর, বলচোড়া, কৈকালা, কীর্ত্তিনগর, খিকড়া, বাহিরখন্দ, কাবিপুর, বাকবুড়ি, বালগোড়ি, বাজিপুর, তারকেশ্বর।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের এই আদেশের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। কিন্তু তাঁহার প্রতি সবিনয় অনুরোধ, জুয়াখেলা নিবারণের একটী সাধারণ কঠিন আইন প্রচার করুন্। ইহা বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বস্থল ব্যাপী হইয়াছে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে ইহার ঘোরতর প্রাদুর্ভাব। ইহা দ্বারা দুঃখী ইতর লোকদিগেরই অধিক পরিমাণে অনিষ্ট হইতেছে।

তারকেশ্বরের মোহন্তের মোকদ্দমা।

(২৩৬ পৃষ্ঠার পর।)

ষষ্ঠ, সপ্তম অষ্টম, এবং নবম সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রয়োজনীয় সার কথা কিছুই নাই এ জন্য সে সে অংশ পরিত্যক্ত হইল।

১০ ম সাক্ষী। আমার নাম মহেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমার নিবাস হরিপাল। আমি নবীনের বিবাহের ঘটক ছিলাম। আমি বরযাত্রী হইয়া যাই। নবীনের বিবাহ এলোকেশীর সঙ্গে হয়। বিবাহ ক্রিয়া কুমরুলে নীলকমল মুখর্য্যের বাটীতে সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। বিবাহ ক্রিয়া ভিতর বাটীতে সম্পন্ন হয়, আমি সে সময়ে বাহির বাটীতে ছিলাম। বিবাহের পর নবীন কন্যাকে লইয়া হরিপালে আইসে। আমি নবীনকে এলোকেশীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। কন্যা শম্ভুচন্দ্র বাড়ুর্য্যের বাটীতে ছিল। কুশণ্ডিকা, হরিপালে কি বাগাণ্ডায় হইয়াছিল স্মরণ নাই।

জ্যাক্সন্ সাহেব (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) আদালতকে অনুরোধ করি নবীনকে গৃহের বাহির লইয়া যাওয়া হয়, কেন না এই সাক্ষীর পরীক্ষার পর নবীনকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

অভিযোক্তার উকিল। কিন্তু নবীনের নিকট কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ চাই। সুতরাং আমার ইচ্ছা নবীন এখানে উপস্থিত থাকে।

অভিযোক্তাকে থাকিতে দেওয়া হইল। জ্যাক্সন সাহেব (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) মহাশয় আপনি কি লিখিবেন যে অভিযোক্তা এই সাক্ষীর পরীক্ষার সময় উপস্থিত?

মাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা।

কোন জেরা হইল না।

১১ নং সাক্ষী। আমার নাম শম্ভুচন্দ্র বাঁড়ুর্য্যে। আমার নিবাস হরিপাল। আমি নবীনচন্দ্র বাঁড়ুর্য্যেকে চিনি। (তাহাকে দেখাইল) নবীন আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতষ্পুত্র। বাঙ্গালা ১২৭৪ সালের ফাল্গুণ মাসে কুমরুলের নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের (নীলকমলকে দেখাইয়া) কন্যার সঙ্গে নবীনের বিবাহ হয়। কন্যার নাম এলোকেশী

যখন উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। নীলকমল স্বয়ং কি তাহার ভগিনী নবীনকে কন্যা সম্প্রদান করে আমার তাহা ঠিক্ স্মরণ নাই। আমি মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়াছি। নীলকমলের পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিয়াছিল। বিবাহের পর কন্যাকে আমার বাটীতে আনা হয়। কুশণ্ডিকা হরিপালে কি বাগাণ্ডায় হইয়াছিল আমি বলিতে পারি না। আমার বাটী হইতে নবীন আর এলোকেশী বাগাণ্ডায় গিয়াছিল। তাহারা এক পাল্‌কীতে আমার বাটীতে আইসে।

—বাবু অনুকুল চন্দ্র বসু আদালতকে একথা লিখিতে অনুরোধ করিলেন যে সাক্ষী বলিলেন যে কুশণ্ডিকা ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহা দেখেন নাই।

—অভিযোক্তার উকিল বিবাহ ঘটনা সপ্রমাণ করিবার জন্য আদালতকে নবীনের পরীক্ষার্থে অনুরোধ করিলেন, তাহাতে নবীনকে পুনর্ব্বার সাক্ষীর বাক্‌সতে উপস্থিত করা হইল।

—নবীন। আমার বিবাহের সময় আমার শ্বশুরের ভগ্নী "ভব" আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল। আমার কুশণ্ডিকা ক্রিয়া আমাদের পুরোহিত শিবনারায়ণ চাটুয্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

জেরা করা হইল।

অভিযোক্তার উকিল (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) মহাশয় আমি দুইজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে চাই। মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় ঘটনা তাহাদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়িবে বোধ হয়।

মাজিষ্ট্রেট তদনুসারে সাক্ষীদের নামে সফিনা প্রেরণের অনুমতি দিলেন। মাজিষ্ট্রেট (মোহন্তের প্রতি) তোমার নাম কি?

মোহন্ত। আমার নাম রাজা মাধব চন্দ্র গিরী মোহন্ত।

মাজিষ্ট্রেট। তোমার গুরুর নাম কি?

মোহন্ত। রাজা রঘু নাথ গিরী মোহন্ত।

মাজিষ্ট্রেট। তোমার নিবাস কোথা?

মোহন্ত। মোং শম্ভু।

মাজিষ্ট্রেট। তোমার স্বপক্ষে তুমি কি কিছু বলিতে ইচ্ছা কর? তুমি যাহা বলিবে তাহা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

মোহন্ত। না, আমি কিছুই বলিতে চাহি না। আমার যাহা বক্তব্য আছে, আমার কৌন্সিল দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইবে।

১৮ ই সোমবার মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য রহিল।

সোমবার ১৮ই আগষ্ট।

এ দিন কোন সাক্ষীর পরীক্ষা হইল না এবং মাজিষ্ট্রেট মোহন্তকে পরদারাপরাধের জন্য এবং নীল কমল ও তেলী বৌকে তৎ সহকারিতার জন্য সেসন আদালতের বিচারে অর্পণ করিলেন।

পুস্তক সমালোচনা।

ভারতমাতা।*

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়টী প্রসিদ্ধ জাতীয় রঙ্গভূমিতে সেদিন অভিনীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা নাটক নয়, প্রহসনও নয়। বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ খানি একটী নূতন ধরণের রচনা। এবম্বিধ রচনাকে ইংরাজীতে 'মাস্ক' বলে। বেন্ জন্‌সন এবং মিল্টন কয়েক খানি উৎকৃষ্ট মাস্ক লিখিয়া গিয়াছেন। সুন্দর দৃশ্য, মনোহর কাব্যরচনা এবং সুমধুর সঙ্গীত এই ত্রিবিধ উপকরণে 'মাস্ক' প্রস্তুত হয়। ইহার কাব্য রচনা প্রায় রূপকময়ই হইয়া থাকে। নাট্য রচনা প্রণালীতে রূপকটী বিবৃত হয়, এবং সচারাচর এক দৃশ্যেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। বেকন কহেন এই মাস্ক রচনা নৃপগণের জন্যই প্রস্তুত হইত, নিজে নৃপতিরাই ইহার অভিনয় করিতেন।

রূপক বর্ণনাই মাস্কের বিশেষ লক্ষণ থাকাতে বঙ্গভাষায় ইহাকে আমরা নাট্য রূপক বলিলাম। সমালোচ্য নাট্য রূপক খানির প্রণেতার নাম নাই। যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার এবম্বিধ রচনায় বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে দৃষ্ট হইল। রূপকের কল্পনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। রূপক বর্ণিত কোন কল্পনাটীই ব্যর্থ নয়, ভাবিয়া দেখিলে তাহার প্রতি ঘটনা অর্থযুক্ত। গীতের মধ্যে ভারতলক্ষ্মীর প্রথম গানটী কি সুমধুর, কি মনোহর! রূপকের ভাষাটি একটু উৎকৃষ্ট হইলে ভাল হইত। রূপকের বিষয় যেরূপ গভীর, হিমাচল রূপ গভীর দৃশ্যই তাহার সমুচিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই নাট্য রূপক খানি অতি চমৎকার হইয়াছে, ইহা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত এবং স্থানে স্থানে মোহিত হইয়াছি। কোন কোন স্থলে রোমহর্ষ ও অশ্রু বিসর্জন সম্বরণ করিতে পারি নাই।

নাট্যরূপক গুলি প্রায় এক একটী উদ্দেশ্য ধরিয়া লিখিত হয়। পতিত ভারত—সন্তানগণকে সহিষ্ণুতা, সাহসিকতা এবং কার্য্যশীলতায় উত্তেজিত করাই এই গ্রন্থের মহৎ উদ্দেশ্য। যে গ্রন্থ এই রূপ মহদুদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়া, ক্ষণকালের নিমিত্তও আমাদের চিত্তে করুণা এবং উৎসাহের উদ্দীপন করিতে পারে, আমরা শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি। প্রহসন এবং বিদ্যাসুন্দরীয় প্রেমপূরিত নাটকে আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। পুরাতন বিদূষকের ভাড়ামিও আর ভাল লাগে না। আদিরসে দেশ প্লাবিত হইয়াছে এবং ইহাতেই সমুদায় উৎসন্ন যাইতেছে। আর আদিরস বিষতুল্য বোধ হয়। ভারতবাসির মুখে হাসি দেখিলে আমাদের কান্না পায়। এখন আমাদের হাস্যের সময় নয়, রসিকতায় সময় নয়, এখন আমাদের ঘোর শোকাশৌচ ঘটিয়াছে। আর্য্যগণ আপনাদের শোচনীয় অবস্থা আলোচনা করিয়া যে দিন সকলে মিলিয়া হৃদয়ের সহিত কাঁদিতে পারিবেন, সেই দিন জানিব, ভারতে সৌভাগ্য সূর্য্যের অভ্যুদয় হইবে।

* ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত শ্রী কিরণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

২। বঙ্গদর্শন ও বহু বিবাহ—এই নামে এক খানি পুস্তিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে একটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করাই ইহার উদ্দেশ্য। বঙ্গদর্শন লেখক জগদ্বিখ্যাত অশেষ শাস্ত্রবিদ্ ভারতের অমূল্য রত্ন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি রূঢ় হস্ত প্রয়োগ করিয়া যেরূপ অবিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি আপনার কুৎসিত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছেন। আমাদিগের পুস্তিকা লেখক ইঁহাদিগের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থনার্থ যে চেষ্টা পাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে বঙ্গদর্শনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষকে বৃহদায়তন করিয়া এবং তাহার সদ্‌গুণ প্রতিষ্ঠিত যশের অনর্থক বিলোপ চেষ্টা পাইয়া বালকত্বের পরিচয় দিয়াছেন এজন্য আমরা দুঃখিত হইলাম। বঙ্গদর্শন সহস্র দোষ সত্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের অদ্বিতীয় পত্রিকা। ইনি বহু বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিপক্ষে যাহা লিখিয়াছেন তাহার (Spirit) ভাব আমাদিগের মতে সুন্দর, কিন্তু তাহার অনেক সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ ও অখণ্ডনীয়।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে সেবিং ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া যদি ছয় বৎসরের মধ্যে টাকা ফিরিয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে সেই টাকা গবর্ণমেণ্টের হইবে। সেবিং ব্যাঙ্ক স্থাপনের কি এই উদ্দেশ্য ছিল?

আগামী জানুয়ারী মাস হইতে আসাম বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্ হইয়া একজন প্রধান কমিসনরের অধীন হইবে। ক্যাম্বেল সাহেব আসামে বাঙ্গালা ভাবার অধিকার কমাইতে গিয়া আপনার অধিকার হারাইলেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্তের মধ্যে বহু দোষ সত্ত্বেও এক জলের সুবিধার জন্য এত দিন কেহ কোন উচ্চ বাক্য করে নাই। সম্প্রতি ইহাও দোষযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর নির্ম্মল জল পাওয়া যায় না—মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জল ও বহির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত বেলা ছয়টার পর অর্দ্ধঘণ্টা জল পাওয়া যায় না, রাত্রিতে দ্বিতালার উপরে জল উঠে না। এই সকল বিশৃঙ্খলতার জন্য মিউনিসিপালিটী ক্রমে সাধারণের বিরাগ ভাজন হইতেছেন। আমরা ভরসা করি যে আমাদিগের নূতন সহকারী সভাপতি (বাইস চেয়ারম্যান) উমেশ বাবু এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবেন, নতুবা তাঁহারই অপযশ অধিক হইবার সম্ভাবনা।

আমাদিগের অফিসের সম্মুখস্থ গলীতে (বেণে টোলা লেন) মিউনিসিপালিটীর কিছু অধিক অনুগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় ছয় মাস হইল অদ্যাপি ইহার সংস্কার সম্পূর্ণ হইল না। আজি এস্থান, কালি অন্যস্থান, পরশ্ব তৃতীয় স্থান উপর্য্যুপরি খনন করিয়া যাতায়াতের পথ এক প্রকার বন্ধ করা হইয়াছে। রাত্রিকালের কথা চুলোয় যাক্ দিনের বেলাও অতি সাবধানে গমন করা দুষ্কর। তাহাতে যদি একপসলা বৃষ্টি হয় তবেই সোনায় সোহাগা। বাস্তবিক এরূপ অবস্থায় ইহাকে কলিকাতার মধ্যস্থল বলিয়া কখনই বোধ হয় না। আমরা ভরসা করি যে মিউনিসিপালিটী ইহার প্রতি একটু মনোযোগ দিয়া পল্লী বাসীদিগকে পরিবাধিত করেন।

এবৎসর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ বিভাগে অনেক ছাত্র হইয়াছে। দুই জন অতিরিক্ত সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন তথাপি কার্য্য সুচারু রূপে চলিতেছে না। কলেজের অধ্যাপকেরা আর এক জন সহকারী অধ্যাপকের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

২৩ শে আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৬ জন খ্রীষ্টান ১৩৮ জন হিন্দু ও ৬১ জন মুসলমান।

সহচর বলেন "বৈটকখানার বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি একটী বালিকাকে বিবাহ করেন। প্রায় ১৷৷ বৎসর হইতে এই বালিকা ও তাহার মাতা বিনোদের গৃহে বাস করিতেছিল। বালিকাটীর বয়স এখন ১৩।১৪ বৎসর। সম্প্রতি বালিকার মাতা কন্যাটীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। যাইবার সময় বিনোদের গৃহে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত লইয়াগিয়াছে। যশোহর অঞ্চলে তাহার বাস। এখন সে বিনোদের সহিত বিবাহ অস্বীকার করিয়া বলে, পূর্ব্বে আপনার দেশে এক বৃদ্ধ পাত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু কন্যা বৃদ্ধের ভয়ে তাহার ঘর করিতে চাহে না। সুতরাং সে কন্যা পুত্র লইয়া কলিকাতায় আইসে; এবং বিনোদের গৃহে বাস করে। তথাপি বিনোদের সহিত কন্যার বিবাহ দেয় নাই। বিনোদ পুলিষে অভিযোগ করেন। কিন্তু পুলিস কমিসনর প্রমাণাভাবে অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এখন বিনোদের সর্ব্বনাশ!"

বরাহনগর পাক্ষিক অবগত হইয়াছেন, যে গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণেশ্বর মেগেজিনের নিকট যে জমী ক্রয় করিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ তত্রত্য মুসলমান দিগের গোরস্থানের জন্য দেওয়া হইয়াছে, উহা উক্ত স্থানের তত্ত্বাবধায়ক মিউনিসিপালিটির অধীনে থাকিবে। উক্ত পত্র বলেন যে উক্ত জমীর গঙ্গাতীরের কিয়দংশ তত্রত্য অন্য অন্য সম্প্রদায়ের সমাধির জন্য দেওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন কোন দলের লোকের সুবিধা হয়।

গত ২১শে মার্চ্চ 'ফাইনেন্স রেজোলিউসন নং ১৯৫৫ দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে এক্ষণে আর স্থানীয় করের তত প্রয়োজন নাই সুতরাং তাহা আর বৃদ্ধি করা হইবে না। কিন্তু সম্প্রতি তাহার এক টীকা বাহির হইয়াছে যে কোন বিশেষ কারণে কখন যদি বিশেষ কর স্থাপন করিতে হয়, তখন উক্ত রেজোলিউসন অনুযায়ী চলা যাইতে পারিবে না। এ গুলি বুঝি নিয়মের ব্যতিক্রম!!

এরূপ জন শ্রুতি যে প্রধানতম আদালতের অনারেবল এল, এস, জ্যাক্সন সাহেব আসামের চিফ কমিসনর হইবেন।

আমরা অবগত হইলাম লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মেডিকেল কলেজের গত হাঙ্গামার মীমাংসা করিয়াছেন। কয়েক জন ইউরোপীয় ও একজন দেশীয় ছাত্রের এক বৎসরের জন্য পাঠ স্থগিত করা হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বলেন, কলিকাতার সর্পবিষ সভা (স্নেক পইজন কমিটী) হলফোর্ড সাহেবের ঔষধ পরীক্ষার জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে সর্প আনাইতেছেন। বাঙ্গালা দেশে কি বিষধর সর্পের অপ্রতুল! সভা কলিকাতা ছেড়ে দুই একপা এদিক ওদিক যে কোন পল্লী গ্রামে যাইবেন, এখন সেই স্থানেই অস্ত্রেলিয়া দেখিতে পাইবেন।

কলিকাতার চিত্রশালিকায় (এসিয়াটিক সোসাইটি) একটী দুই শীর্ষক সর্প আনীত হইহইয়াছে। লেজ হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত এক শরীর, তাহার উপর হইতে দুই ভাগ হইয়া দুইটী মাথা হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বেও আর একটী দুই শীর্ষক সর্প ছিল।

গত সংখ্যার 'মদ না গরল' পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, বটতলার এক জন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত মদ্যপান করিতেন। এক দিন পরিরাজ হইয়া ছাদ হইতে পড়িয়া যান। মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে ৩।৪ দিন থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সম্প্রতি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর একটী অদ্ভুত নিয়ম করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সরি স্থাপন করিবেন, তিনি তজ্জন্য নিজে যতটাকা দিবেন তাহার এই রূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে যে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ও তাহা দিতে বাধ্য। ক্যাম্বেল সাহেবের বুঝি পূর্ব্বে নীলের কুটী ছিল—নতুবা তিনি দাদনের ব্যবস্থা কোথা হইতে শিখিলেন!

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, "ময়মনসিংহের একজন মুসলমান একজন হিন্দুর সহিত পরামর্শ করিয়া মুক্তাগাছার নিকটস্থ বরগ্রামের কোন ভদ্রলোকের ৪টী পাঁটা ও একটী গাভী চুরি করে, ধৃত হইয়া উভয়েই ৩০।৩০ করিয়া বেত্রাঘাতে পুরস্কৃত হইয়াছে! অধিকন্তু হিন্দুভায়া সমাজচ্যুত হইয়াছেন। সামাজিকগণের এরূপ শাসন নিতান্ত আহ্লাদকর বটে।"

উক্ত পত্র বলেন "বাঙ্গালাবাজার ফিমেল নরম্যাল স্কুল হইতে ২টী ছাত্রীকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বোধ হয়, তাঁহাদের প্রতি

কোনরূপ সন্দেহ হইয়া থাকিবে। ফলতঃ অধ্যক্ষদিগের এরূপ শাসন নিতান্ত মঙ্গলজনক।"

হালিসহর পত্রিকা বলেন, হালিসহরের পূর্ব্ব ভাগুলি পুলিসের অধীন সিমহাট গ্রামের একজন অসহায় বিধবা যুবতীকে তত্রত্য জমিদার শ্রীবিহারী লাল মুখোপাধ্যায়, গর্ভপাত করিয়াছে বলিয়া আপন বাটীতে ধরিয়া আনেন ও অত্যাচারী পুলিসের দ্বারা তাহাকে অপরাধিনী প্রমাণিত করিয়া থানায় চালান দেন। যুবতী প্রথমে পুলিসের দৌরাত্ম্যে ও পীড়নে আপনার অপরাধ স্বীকার করে, তৎপরে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ আঢ্যের নিকট যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করে। পুলিসের কথায় সন্দেহ হওয়াতে দীন বাবু যুবতীকে ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সমস্ত মিথ্যা। ডেপুটী বাবু যুবতীকে খালাস দিয়া জমিদার ও পুলিসের হেডকনেষ্টবলকে মাজিষ্ট্রেট সোপর্দ্দ করিয়াছেন।" বাঙ্গালা পুলিস হইতে বাঙ্গালা দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে, তথাপি গবর্ণমেণ্ট দেখিবেন না?

উত্তর-পশ্চিম।

পব্‌লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিসের বুকিং "ব্রাঞ্চ" স্থায়ীরূপে সিমলায় থাকিবার আদেশ হইয়াছে। ক্রমে শুঁড়ী পর্য্যন্ত টান ধরিবে।

সম্প্রতি ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাটীতে মহাসমারোহে একটী সভা হইয়াছিল। রাজা দক্ষিণারঞ্জন বাহাদুর তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। ভারতের কল্যাণ সাধনই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ইহা স্থিরীকৃত হয় যে তথা হইতে এরূপ এক খানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হইবে, যাহাদ্বারা সাধারণের দুঃখ সকল গবর্ণমেণ্টের গোচর করা যাইবে। অনেক দিন অবধি লক্ষ্ণৌ হইতে যে "এরিয়ান" নামক সংবাদ পত্র প্রচারের কথা হইতেছে, বোধ হয় ইহাই তাহার "উদ্যোগ পর্ব্ব।" তবে পত্র খানিও শীঘ্র প্রচারিত হইতে পারে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন, যে সেসন আদালতে সাত জন জুরী থাকিবে।

আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর সীমলায় একটী শিল্প প্রদর্শন হইবে।

জয়পুর ষ্টেট কলেজের বাঙ্গালী প্রধান শিক্ষক তত্রত্য আদালতের প্রধান বিচারপতি (চিফ জষ্টিস্) হইয়াছেন। হেড মাষ্টরের পদে অন্য বাঙ্গালী আহূত হইতেছেন।

মিরারের আগ্রাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে তথায় সম্প্রতি "মেলা" উপলক্ষে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গত ২৮শে আগষ্ট মেলা দর্শনে অনেকেরই সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে লালা দামোদর দাস বি, এ, আর কয়েক জন ব্যক্তির সহিত নৌকারোহণে পণ্টুন সেতুর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। যমুনার ভীষণ তরঙ্গ বেগে নৌকা খানি সেতুর লোহায় লাগিয়া জলমগ্ন হয়। তৎক্ষণাৎ চারি ধার হইতে লোক সকল আরোহীদিগের উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তিন চারি জনকে তুলিয়া প্রাণ রক্ষা করিল, কিন্তু লালা দামোদর দাসও ১০।১১ জনের কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। লালা তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কলেজের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন যে ভাউনগর ষ্টেটে অনেক দিন অবধি এই নিয়মটী প্রচলিত আছে যে তথায় যে ব্যক্তি গোহত্যা করে তাহাকে বহুকাল পর্য্যন্ত কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সম্প্রতি এক জন কসাই একটী গরু কাটিয়া তাহার দোকানে রাখে ইহাতে হিন্দুরা বিরক্ত হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে।

বোম্বাই।

বোম্বাএর পার্সীরা মৃত অনেষ্ট্রি সাহেবের স্মরণার্থ একটী কীর্ত্তি স্তম্ভ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। ভগ্ন ধর্ম্মশালাটী পুনঃ সংস্কারের প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই। পার্সীরা অনেষ্ট্রি সাহেবের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল।

সে দিন করাচিতে এক জন ইউরোপীয় এক জন দেশীয়কে হত্যা করে। বিচারে "হঠাৎ ঘটিয়াছে" বলিয়া হত্যাকারীকে মুক্তি দান করা হইয়াছে। গুজরাটে ও এক জন ইউরোপীয় এক গাছি ইক্ষু দণ্ডকে গুলি করিতে একটী মনুষ্যকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তাহারও কেবল ১০০ শত টাকা অর্থ দণ্ড হয়। যদি ভারতবাসীরা এইরূপ ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিত তাহা হইলে "হঠাৎ ঘটিয়াছে" "অনিচ্ছায় গুলি করা হইয়াছে" বলিয়া কি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন?

মফস্বলাইট শুনিয়াছেন যে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে নীলগিরি শাখা রেলওয়ে খোলা হইবে।

কোচিন আর্গাস পালঘাট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে তত্রত্য একটী গ্রাম্য শিক্ষক একটী ছাত্রকে সে বিদ্যালয় হইতে সর্ব্বদা পলাইত বলিয়া বুকে আলগা করিয়া দড়ী বান্ধিয়া ঘরের কড়ীতে ঝুলাইয়া রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, কিন্তু প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে বালকটী মরিয়া গিয়াছে। আমাদিগের দেশে গুরুমহাশয়েরা ও এইরূপ 'কপিকলে' ঝুলাইতেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ মেলের এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে কয়েক সপ্তাহ হইল কডালোরে একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়াগিয়াছে। ফুলচারীর জনৈক ধনী চেট্টী তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য পরিজনের সহিত বেলা প্রায় ২ দুইটার সময় কডালের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে অনেক অর্থ ও অলঙ্কার ছিল। রেডি চেভোডি আড্ডায় বিশ্রামের সময়ে একজন তাঁহাদিগের সম্পত্তি দর্শনে সঙ্গ লয়। সন্ধ্যার পর তাঁহারা আড্ডা হইতে উঠেন; কিন্তু দেড় ক্রোশ পথ না যাইতে যাইতেই দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন। দুরাত্মারা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ ও সকলকে ঘোরতর আঘাত বিশেষতঃ তাঁহার কন্যার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিস সন্দেহ করিয়া একজন আমিনাকে ধৃত করিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে করাচীর ডেপুটী এডুকেশন্যাল ইন্‌স্পেক্টর সাহেব নারায়ণ জগন্নাথ বৈদ্য মহীশূরের বিদ্যালয় সকলের প্রথম ইন্‌স্পেক্টরের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীদিগের প্রতি এরূপ অনুগ্রহ অদ্যাপি দেখা যায় নাই।

সাউথ ইণ্ডিয়া অবজারভার একটী নূতন রকমের চাকরীর কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কাপ্তেন সেণ্ট জর্জ কলফিল্ড সাহেবকে "ব্যাঘ্রহন্তার' পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। সাহেব টী বোধ হয় বিশেষ গুণবান্ শিকারী হইবেন।

সর ওয়াণ্টার মরগান সাহেব প্রত্যাগত হইয়া গত সোমবার হইতে আপনার কর্ম্ম ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন যে এই বার বোধ হয় সংবাদ পত্রের সম্পাদক দিগের জন্য একটী নূতন আইন হইবে যে তাঁহারা কেহ জীবিত ব্যক্তিকে "বধ" করিতে পারিবেন না।

ইউরোপ।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী সর চারলস ট্রিবিলিয়ানকে সকলেই জানেন। সম্প্রতি তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। বিবি ট্রিবিলিয়ান এক জন পরম গুণবতী রমণী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত লর্ড মেকলে সাহেবের এক মাত্র ভগ্নী।

"বানর জাতি হইতে নর জাতির উৎপত্তি" আবিষ্কার কর্ত্তা ডারউইন সাহেবের খ্যাতি সকলেই জ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি ফ্রেঞ্চ একাডেমীতে তাঁহাকে করেস্‌পণ্ডিং মেম্বর করিবার প্রস্তাব হয়, তাহাতে ২৬ জন সভ্যের অমতে কেবল ৬ জন সভ্য মত দিয়াছিলেন। ক্ল্যারিক্যাল ইউনিভার্স নামক সংবাদ পত্র শেষোক্ত সভ্যদিগকে "বানর বন্ধু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিবিধ।

নিউইয়র্কের সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল যে অধ্যাপক লা মণ্টেইন সাহেব অবঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একটী উষ্ণ বায়ু পূর্ণ কাগচের বেলুনে আরোহণ করিয়া শূন্য মার্গে উঠিতেছিলেন, দুইশত হস্ত উপরে উঠিয়াই জানিতে পারিলেন যে বেলুনটির কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে। অর্দ্ধ মাইল উচ্চে উঠিয়াই বেলুনটি সংলগ্ন যান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, যানটি অধ্যাপকের সহিত উল্টাইয়া নীচে পতিত হয়। অধ্যাপক হাড় গোড় চূর্ণ হইয়া একবারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

ফরাসী রাজ দূত কাউণ্ট ডি মণ্টেগু অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তিনপাটী জুতা দুই যোড়া জুতার কায করে, কারণ এক যোড়ার মধ্যে প্রায় এক পাটীই জীর্ণ হইয়া থাকে, এই জন্যই তিনি সচরাচর তিন পাটীর ফরমাইশ দিতেন। আমাদিগের দেশের সুবর্ণবণিকদিগের বোধ হয় এটী নূতন নয়।

আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে একব্যক্তির একটী অশ্ব ছিল সে বিয়ার সরাপ পান করিত। একদিন কিছু অপরিমিত পান করিয়া অচেতন হয়। অশ্বস্বামী তাহাকে মৃত বলিয়া তাহার শরীর হইতে চর্ম্মটী খুলিয়া লন, কিন্তু পর দিন প্রাতে উক্ত চর্ম্মহীন অশ্বকে তাঁহার বাটীর সম্মুখে চরিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। পরে একজন অশ্ব চিকিৎসক ডাকিয়া পুনর্ব্বার চর্ম্ম ও লোম উহার শরীরে লাগাইয়া দিয়াছেন। এও কি সম্ভব ?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

নিম্ন লিখিত ভদ্র লোকেরা মুঙ্গের ডিষ্ট্রিক্টে জামালপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন। ইহাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডি, ডবলিউ ক্যাম্বেল; সি, বি, লেমেসিউর; এন, সেণ্ট এল, কার্টার; রেবারেণ্ড জে, সি লাত, বাবু প্রসাদ মণ্ডল ও বনিয়াদ মণ্ডল।

নিম্ন লিখিত ভদ্র লোকেরা গয়া ডিষ্ট্রিক্টে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন ইহাঁরাও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সদর ষ্টেসন—বাবু বলদেব লাল থরকোটা গোস্বামী।

নবেদা উপবিভাগ—বাবু শুক লাল জমীদার, বক্স সইদ দেল্‌ওয়ার হোসেন ঐ মেদিনীপুরের সার্ভে ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভগবান চন্দ্র সেনের অনুপস্থিতকালে বাবু বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কার্য্য করিবেন। তিনি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু বিমলা নন্দ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বাড় ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারীরা প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতে পারিবেন। এ ফর্বস, এচ গ্রাণভিল সার্প, জে ই বি জেক্সি, পি নোলান, জে কেলহার, ডবলিউ ফিড্যান, এ এ ওয়েস, আর এম ওয়ালার।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। জি জি ডে, জে প্রাট, জি এচ ডেমাণ্ট, এফ ডবলিউ বেডক, জে বারলো, সি এ শ্যামুএল, জে এ বোর্ডিলন, জে পস্‌ফোর্ড, টি জে মরে, আর কলিন্স বি এ।

এওয়ালিস পল দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিসনরের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারীগণ নিম্নলিখিত স্থানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। চব্বিশ পরগনার সবডেপুটি বাবু মহানন্দ গুপ্ত বি এ, হুগলি ডিষ্ট্রিক্টে, দিনাজপুরের প্রথম শিক্ষক বাবু কৃষ্ণকুমার সেন রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক্টে; ফরিদপুরের সব ডেপুটী বাবু মহেশচন্দ্র সেন বি এ ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্টে।

বাবু মহিম চন্দ্র ঘোষ বি এ. চব্বিশ পরগণার প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটি হইলেন।

বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার বি এ, ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্টে সবডেপুটি হইলেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারীরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন:—অফিসিএটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কৃষ্ণকুমার সেন, মহেশচন্দ্র সেন, সবডেপুটি বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ও মহেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার।

জে এম টমসন সাহেব পুনর্ব্বার একজন চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। বাখর গঞ্জের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাম্বর সাহেবের অনুপস্থিত কালে তিনি তাঁহার কার্য্য করিবেন।

ই এম সাউয়ার্স সাহেব পাঠনার সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

রাজসাহি ডিষ্ট্রিক্টে নাটোরের অফিসিএটিং মুন্সেফ বাবু নীলমাধব রায় উক্ত চৌকীর মুন্সেফ হইলেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতার সন্নিকটে বালী একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। বালীর পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলে আদরের সহিত গৃহীত হয়। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা বোধ হয় পাঁচ সহস্রের অধিক হইবে।

এখানে একটী গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। ইহা বালী ও উত্তর পাড়ার সন্ধি স্থলে অবস্থিত। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা তিন শতের অধিক, সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী শিক্ষক আছেন।

এতদ্ভিন্ন বালীতে আর তিনটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। তাহাতে ও প্রায় পাঁচ শত ছাত্র অধ্যয়ন করে।

বালীতে কৌলীন্যের বড় প্রাদুর্ভাব। সেই রাক্ষসের হাতে দেশটী ছারখার হইল। দুর্ভাগ্য ক্রমে এখানে আবার পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। দেশের রীতি নীতির অবস্থা দর্শন করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বালী হইতে প্রত্যহ প্রায় আট শত লোক চাকরী করিতে কলিকাতা আইসে। ইহাদিগের অধিকাংশ কেরাণী। প্রতিদিন বালী ষ্টেসনে এক শত টাকার টিকিট বিক্রয় হয়। রেলওয়ে ভিন্ন অনেকে আপন আপন নৌকায় যাতায়াত করে। বস্তুতঃ যেমন অন্যত্র লোকের গাড়ী ঘোড়া থাকে এখানে তেমনি গৃহস্থ মাত্রে এক এক খানি নৌকা রাখিয়াছেন।

নদীতটে সংস্থাপিত হওয়াতে বালী কাল ক্রমে একটা বিখ্যাত বন্দর হইতে পারে। নিকটস্থ দুর্গাপুর হইতে প্রতি বৎসর শত শত মণ পাটে,

রপ্তানি হয়। এখানকার জল বায়ু পূর্ব্বে অতি উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু কালক্রমে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বালী জঙ্গলে আছন্ন। মারীভয়ের দূত স্বরূপ বিলাতী এরণ্ড চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়াছে। যেন দেশের কলঙ্কে লজ্জিত হইয়া মেদিনী অবগুণ্ঠন পরিয়াছে।

আজ কাল বালীতে চোরের উপদ্রবের কিছু লাঘব হইয়াছে। দিন কতক সকলে বদমায়েস দিগের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়াছিল। ফলতঃ যেখানে এত বন, সেখানে চোরের ভয় কি? এখনকার নব্য সম্প্রদায় মাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া "ভলন্টিয়ার" হইবার অনুমতি পাইয়াছে। তাহারা অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত হইয়া রাত্রিতে দলে দলে চৌকী দেয়। শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম তাহাদের পরিশ্রম সফল হইয়াছে। এপর্য্যন্ত পুলিসে কিছুই করিতে পারে নাই, কিন্তু এই যুবকগণ সেদিন একটী চোর ধরিয়াছে প্রমাণ হইয়াছে, সে একটি পুরাণ বদমায়েস। গবর্ণমেন্টের উচিত যে ধরিয়াছে তাহাকে পুরস্কার দেন।

সে দিন এখানে দুটী বালিকা জলে ডুবিয়া প্রাণহারাইয়াছে।

বিখ্যাত পুস্তক প্রণেতা বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত এখন বালীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুষ্পোদ্যানটী অতি রমণীয়। আজ কাল "ভারত বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ" লিখিতে ব্যস্ত আছেন।

আগামী বারে উত্তর পাড়ার বিবরণ আপনার পাঠক গণকে জানাইব।—

আপনার

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীবেহারী লাল সেন—আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

একটী বাবু——————ঐ ঐ ঐ

শ্রীম—প্রাপ্ত। আপনি ভবিষ্যতে আপনার নাম ধাম বিশেষ করিয়া লিখিবেন। ইচ্ছা করিলে নাম অপ্রকাশ থাকিবে, কিন্তু আমাদের তাহা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক।

শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত। আপনার "গ্রীষ্ম বিদায়" পদ্যটী ভাল হয় নাই বলিয়া অনেক দিন পড়িয়া আছে। বোধ হয় এইটী আপনার প্রথম লেখা। আপনি একটু ভাল করিয়া লিখিতে শিখুন আমরা আদরের সহিত আপনার লেখা পত্রস্থ করিব।

জনৈক দর্শক—অধুনা কৃতবিদ্য দিগের মধ্যে যে সকল দোষ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারই কয়েকটীর উল্লেখ করিয়া এত দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন যে ভারতসংস্কারকে তাহার স্থান হইতে পারে না। আমাদিগের অনুরোধ তিনি যদি ভবিষ্যতে কখন পত্রাদি প্রেরণ করেন তাহা হইলে অল্প করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিলে বাধিত হইব।

শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসী—লিখিয়াছেন যে জয়নগর মজিলপুরের গঞ্জে একজন মাতাল একটী বৃদ্ধকে এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে তাহাকে গরুর গাড়ী করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। মাতাল পলাইয়া গিয়াছে।

শ্রী দী—কটক হইতে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক দিগের দোষে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতেছে। পত্র খানির অনেক স্থল ব্যক্তি গত বিদ্বেষ ও কুৎসাতে পূর্ণ বলিয়া আমরা ইহা প্রকাশে বিরত হইলাম। প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে লেখকের যে কিছু বক্তব্য থাকে, স্পষ্ট রূপে তাঁহাদিগকে বলিয়া মীমাংসা করিয়া লইলেই ভাল হয়।

আমরা আমাদিগের চট্টগ্রাম, বারাণসী ও বারুইপুরের সংবাদ দাতার পত্র পাইয়াছি।

বিজ্ঞাপন।

বড়িশা সংস্কার সভা।

বড়িশা সংস্কার সভার সভ্যগণ তত্রস্থ বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন এবং পুস্তকাদি দিয়া নিরুপায় বালক দিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা আশা করেন যে দেশীয় পুস্তক প্রণেতা এবং সহৃদয় দাতৃগণ স্বপ্রণীত পুস্তকাদি বা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবেন।

বড়িশা সংস্কার সভা ১৭ আগষ্ট ৭৩ } শ্রী উপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী। সম্পাদক।

হেমপ্রভা নাটক।

মূল্য ॥০ আনা।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে বেনার্জ্জি ব্রাদার্স, ও তৎপার্শ্বস্থ সকল লাইব্রেরীতে প্রাপ্য।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

আগামী কার্ত্তিক* মাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং প্রবন্ধ সকল পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি সকল প্রকটিত হইবে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব ও প্রবচন সকল সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছে:—

অগ্রিম বার্ষিক (মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে না)।	...	৩ টাকা।
" ষাণ্মাসিক	...	১৸০
" ত্রৈমাসিক	...	১
প্রতি সংখ্যা ...	...	।৴০

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ ১লা ভাদ্র } প্রকাশক।

* ভাদ্র মাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' প্রচারিত হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ না হওয়াতে কিছু কাল বিলম্ব হইয়া পড়িল। আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। এই কালবিলম্বের জন্য সাধারণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শান্তি জল।

অশান্ত চিত্তের শান্তি অর্থাৎ সংসারী, উন্মত্ত, রোগী, শোকার্ত্ত, পাপী, তাপী, ও দীন হীন গণের সান্ত্বনা। শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। মূল্য আট আনা। গ্রাহকগণের নাম আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না এবং কলিকাতায় ছয় আনা মূল্যে প্রদান করা হইবে।

কলিকাতা। প্রাচীন ভারত যন্ত্র।
পটলডাঙ্গা—বেনেটোলা লেন ২৫ নং।

শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র বসু।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

		কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	... ...	৬ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	... ...	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	... ...	২ "	২।৵০
মাসিক	...	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	... ...	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ⁄১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে মরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ২২ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৮শে ভাদ্র শুক্রবার। ১৮৭৩—১২ই সেপ্টেম্বর | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

ডেপুটী কণ্ট্রোলার জেনারল এডওয়ার্ড গে সাহেব যত দিন অনুপস্থিত থাকিবেন, বাবু শ্যামাচরণ দে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। ই,ডব্লিউ কেল্‌নার সাহেব শ্যামাচরণ বাবুর কার্য্য করিবেন। বাঙ্গালীদিগের ইহা একটী সামান্য গৌরবের বিষয় নয়।

লর্ড নর্থব্রুকের সৌজন্য ও সহৃদয়তার জন্য সকল শ্রেণীর প্রজা সুখী হইবেন। জমীদারদিগের অনেক অংশীদার থাকাতে প্রজাপীড়ন আত্যন্তিক হয়, দশশালা বন্দোবস্তে এ গোলযোগ নিবারণ জন্য একজন সরবরাহকার নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহা এককালে কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হন, গবর্ণর জেনরল এজন্য অগ্রে জমিদার প্রভৃতির মত গ্রহণার্থ বিজ্ঞাপন পাঠাইতে আদেশ করিয়াছেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের লক্ষ্ণৌয়ের কয়েকটী বন্ধু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমাদিগের পত্র প্রেরক বন্ধু লিখিয়াছেন "লক্ষ্ণৌস্থ সমস্ত লোক নবীনের জন্য এত দুঃখিত যে চাঁদা উঠাইতে আমাদের কোন বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে না।" সর্ব্বত্র এরূপ হইলে বড় সুখের বিষয়।

নীলকর বিষধর দিগের অত্যাচার আজও নিঃশেষ হয় নাই।

যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা নিবাসী বাবু দীননাথ মিত্র নামক এক ব্যক্তিকে পীড়িত অবস্থায় এক নীলকর সাহেব দুই দ্বারবান দ্বারা আপন কুঠীতে ধৃত করিয়া লইয়া যান, যথোচিত অপমান করেন এবং অন্যায়রূপে আটক করিয়া রাখেন। তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এক ফিরিঙ্গী সাহেবের নিকট অত্যাচরিত ব্যক্তি অভিযোগ করেন এবং কয়েকটী সাক্ষীদ্বারা অত্যাচার সপ্রমাণ করেন। বিচার-কর্ত্তা ডিয়ার সাহেব অন্য প্রমাণ সকল অগ্রাহ্য করিয়া নীলকুঠীর অধ্যক্ষকে ডাকাইয়া সাক্ষ্য লন, তাঁহার স্বমুখেই দোষ ব্যক্ত হয়। তথাপি মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ করা হইয়াছে !!

গত ১০ই সেপ্টেম্বর বুধবার হুগলীর জজ আদালতে মোহন্তের মোকর্দ্দমা উপলক্ষে লোকে লোকারণ্য হয়। ইতর ভদ্রলোক, বৃদ্ধ বালক, রিপোর্টার এডিটর প্রভৃতি অনেকানেক দর্শক উপস্থিত হন। জজ সাহেব নিজে বিচার না করিয়া মোকর্দ্দমাটী জেলা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। মোহন্তের দণ্ড হইবে বলিয়া সকলে আশান্বিত হইয়া গিয়াছিল, নিরাশ হইয়া দুঃখিত হইল। কিন্তু বালকেরা ছাড়িবার পাত্র নয়, তাহারা এজলাসের ভিতর পর্য্যন্ত মোহন্তের উপরে লোষ্ট্র প্রক্ষেপ করিয়াছিল এবং চারিদিকে হাততালি ও গালি দিয়া তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই।

আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি কলিকাতার দক্ষিণস্থ মজিল পুর গ্রামের দুইটী যুবককে সুরা রাক্ষসী অকালে গ্রাস করিয়াছে।

১মটী বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ দত্ত জমীদার, তত্রত্য জমীদার পরিবারের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ভদ্র, বদান্য, সদাশয় ও বিদ্যোৎসাহী আর একটী দেখা যায় না। অধিক সুরাপানে পেট ফুলিয়া হঠাৎ ইহাঁর মৃত্যু হয়। ২য় টী বাবু অভয়কৃষ্ণ দত্ত, যক্ষ্মারোগে অনেক কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন কৃতবিদ্য যুবক, সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া পাটনা অঞ্চলে বহু দিন ওবারসিয়ারের কার্য্য করেন। অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অমিতব্যয়িতা ও অতি সৌজন্য দোষে এক পয়সারও সম্বল করিতে পারেন নাই।

মজিল পুরের জমীদার বংশের হাড়ে হাড়ে সুরা যেরূপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের ও দেশের সর্ব্বনাশ হইবে সন্দেহ নাই।

ভারত সংস্কারক।

সংক্রামক জ্বর বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বাদশ প্রশ্ন।

আমাদিগের শাসনকর্ত্তারা আ[illegible] দিগের দুঃখের সংবাদ লন, একথা শু[illegible] লেও মনে একটু আরাম পাওয়া [illegible] আমরা যখন শুনি যে এবৎসর ম[illegible] পার্লেমেণ্টের বক্তৃতায় ভারত[illegible] নামোল্লেখ করিয়াছেন, মহারাণীর [illegible] পুত্র এদেশ দেখিতে আসিতেছেন, [illegible] মহাসভার দুই একজন সদাশয় [illegible] ভারতবর্ষের হইয়া দুটা কথা ব[illegible]

তখন আমাদের মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়, হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠে! ফল কিছু হউক না হউক ইহাতে আমরা আশার স্বপ্ন-সুখও অনুভব করি। কয়েক বৎসর সংক্রামক জ্বর রোগে বঙ্গদেশের উৎকৃষ্ট কয়েকটী জেলা উৎসন্ন প্রায় হইল, এতদিন রাজপুরুষেরা চক্ষু খুলিয়া ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। গবর্ণর জেনারল মহাত্মা নর্থব্রুক শাসন ভার গ্রহণ করিয়া অবধি ইহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা যে তাঁহার প্রতি কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। তিনি পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক প্রস্তাব লিখিতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং ইহার প্রতি বারংবার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত দ্বাদশ প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছেন।

১। যে সকল ব্যক্তি জ্বরে মরিয়াছে তাহার অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীস্থ কি না? জোতদার এবং ঠিকা জোতদার প্রজাদিগের মধ্যে কাহাদের অধিক মৃত্যু হইয়াছে? গত কয়েক বৎসরে নিম্ন শ্রেণীদিগের খাদ্যের সুযোগ কি পরিমাণে ছিল?

২। অল্প লোকাশ্রিত বিভাগেও জ্বরের আক্রমণ ও ফল সাংঘাতিক হইয়াছে কি না? যদি হয় বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অপেক্ষা তত্রত্য ইতর শ্রেণী অধিক সম্পন্ন কি না?

৩। যে জেলার নিম্ন শ্রেণী উত্তম রূপে আহার পাইয়াছে তাহাতেও এতাদৃশ অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে কি না?

৪। বহু জনাকীর্ণ জেলায় কোন শ্রেণীর লোকে এ জ্বরের হাত হইতে মুক্ত আছে কি না? জল হাওয়া পরিশ্রমশীলতা বা কৃষিকার্য্যের তারতম্য এ প্রভেদের কারণ কি না?

৫। জ্বর পীড়িত দেশ সকলের যে যেখানে লোক সংখ্যা সর্ব্বাধিক এবং লোকদিগের দারিদ্র্য অধিক সেই সেই স্থানে অধিক মৃত্যু হইয়াছে বোধ হয় কি না?

৬। সাধারণ লোকে সচরাচর কি আহার করে? প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং বালক কি পরিমাণে অন্ন খায়? দিন কয় বার আহার করে?

৭। লোকদিগের অন্ন, লবণ প্রভৃতির অনাটন হয়, বোধ হয় কি না?

৮। গত দুই এক পুরুষ অথবা ১৮৪০ সাল হইতে এ সম্বন্ধে লোকদিগের রীতি প্রণালীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে কি না? এখনকার লোকে বারে, পরিমাণে এবং গুণে খাদ্য কম খায় কি না?

৯। দৈনিক ভৃতি বাড়িয়াছে, কি কমিয়াছে? শ্রমজীবীদিগের উপজীবিকা লাভের কোন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে কি না? ভিক্ষুক এবং নিঃসম্বল লোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে কি না?

১০। ২০ বৎসরের পূর্ব্বে লোকের পরিধেয় যেরূপ ছিল, এখন তদপেক্ষা হীন কি না? কাপড় সংগ্রহে এখন তাহাদের অধিক কষ্ট হয় কি না? তাহারা নূতন কাপড় বেশী দিন অন্তর পরিবর্ত্তন করে কি না?

১১। জমীর উপর কোন পীড়ন আছে কি না? জমীর রাজস্ব বাড়িয়াছে কি না? এবং পতিত ভূমির গ্রাহক আছে কি না?

১২। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে লোকেরা ভারতবর্ষের অন্য অংশে অথবা ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে যাইতে ইচ্ছুক কি না?

এ প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা প্রজাদিগের অবস্থা অনেকটা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু সংক্রামক জ্বর রোগের মূলকারণ যাহা দিগম্বর বাবুদ্বারা আবিষ্কৃত এবং অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টিপাত কেন হয় না আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। রেলওয়ে নির্ম্মাণদ্বারা যে যে স্থানের জল নির্গম পথ রুদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই সংক্রামক রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ইহা অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট এই মূল বিষয়টীর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন্ এবং তদর্থে ব্যয় স্বীকার করিয়া দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধন করুন্। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশে জল পথ সকল যত প্রসারিত হইবে, তত আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের যেমন উন্নতি হইবে, তেমনি প্রজাগণের অস্বাস্থ্য নিবারিত ও স্বাস্থ্য সুখ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব ও ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের বিচার।
(ফসেট সাহেবের প্রত্যুত্তর)
৩য় প্রস্তাব।

ফসেট্ সাহেব বলিলেন, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সমস্ত বক্তব্য বিবৃত করা নিতান্ত অসম্ভব। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তর বলিবার আছে, তৎসমুদায় ব্যক্ত করা তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন। এই সমস্ত কারণে দিনান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা হয়, এজন্য তিনি সহাসভাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না হইয়া 'যেন তেন প্রকারেণ' কার্য্য শেষ করিবার জন্য সেই দিনেই বজেটের বিচার হয়। আমাদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে এই মহানুভব রাজনীতিজ্ঞের সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার স্থূল স্থূল কথা আমরা পাঠক বর্গের গোচর করিতেছি। নিম্ন লিখিত অংশ সমূহ পাঠ করিয়া কোন্ ভারতবর্ষীয় সেই উদার হৃদয় ভারতবন্ধু অন্ধঋষি মহাত্মা ফসেট্ সাহেবকে সানন্দচিত্তে ধন্যবাদ না করিবেন? হে বিদেশিন্! তুমি আমাদের দেশকে এত ভালবাস? ইহার প্রতি তোমার অনুরাগের শতাংশ যদি আমাদের থাকিত তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতাম!

গ্রাণ্ট ডফের প্রত্যুত্তরে ফসেট্ বলিলেন, যে তিনি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে নিরর্থক ভয় দেখান না। তিনি অণ্ডার সেক্রেটরি মহাশয়কে ইহা অবগত করিতে চান, যে তিনি (ফসেট) যত দিন সেই মহাসভার সভ্য থাকিবেন, তত দিন যাহাতে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয় ব্যাপারে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে যাহা কিছু আবশ্যক তাহার সমস্তই একজন স্বাধীন সভ্যের ন্যায় তিনি সংসাধন করিবেনই করিবেন। ইহা নিশ্চয় জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে যদি আমরা (ইংরেজেরা) ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের প্রতি পূর্ব্বানুরূপ আচরণ করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য কখনই রক্ষা করিতে পারিব না।

ইনকম্ ট্যাক্স সম্বন্ধে ফসেট সাহেবের

প্রত্যুত্তর এই, যে এই কর সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব বৎসরে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, রাজস্ব সম্বন্ধে তাহা তাঁহার যার পর নাই ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া বোধ হয়।

বিগত বৎসরে অণ্ডার সেক্রেটরি মহাশয় বলিয়াছিলেন,যে এই কর ধনীদিগের নিকট 'কিছু' আদায় করিবার একমাত্র উপায়, কিন্তু এক্ষণে বলেন, যে ইহা রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোন কারণে পরিত্যক্ত হয় নাই। ইহা আদায় করিতে আনুসঙ্গিক অনেক অত্যাচার হয়; লোকে ইহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, এই সকল রাজনৈতিক কারণে ইহাকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। যে কোন ট্যাক্স এক দেশের উপযোগী তাহা অবশ্যই তজ্জন্য অপর দেশেরও উপযোগী ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক যুক্তি আর কি হইতে পারে? ভারতবর্ষের পক্ষে ইনকম্ ট্যাক্স যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যদি এই কর ভারতের পক্ষে উপযোগী ছিল সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিয়া ভয়ানক ভ্রমাপরাধে অপরাধী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অণ্ডার সেক্রেটরি তাঁহার মতের স্বপক্ষে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় রাজস্ববিৎ কর্ম্মচারীর মত উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি (ফসেট সাহেব) তদুত্তরে তিন জন লোকের মত উল্লেখ করিতে চান, যাঁহারা ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষের রাজস্ব—মন্ত্রী পদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যিনি প্রথম বলিয়া গণ্য, তিনি ভারতবর্ষীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে ইনকম্ ট্যাক্স আদায় করণের যন্ত্রস্বরূপ হওয়া অপেক্ষা বরং কর্ম্মত্যাগকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া গবর্ণর-জেনারেলের পদের অব্যবহিত নিম্নস্থ পদ অনায়াসে পরিত্যাগ করেন। তৎপরে যাঁহাকে দ্বিতীয় বলিয়া গণ্য করিতেছি তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন,যে "ইহা অপেক্ষা বিরক্তিজনক ও আপত্তি মূলক ট্যাক্স কল্পনা করাও অসম্ভব।" ইহাঁর উত্তরাধিকারী তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, যে যদি ইনকম্ ট্যাক্সকে রাজস্বের চিরস্থায়ী উপায় স্বরূপ গণ্য করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে কোন পার্থিব শক্তি তাঁহাকে স্বকার্য্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না। অণ্ডার সেক্রেটরি মহাশয় ইনকম্ ট্যাক্সের স্বপক্ষে লর্ড লরেন্সের অনুশাসন উল্লেখ করেন, কিন্তু লর্ড লরেন্স যে বলিয়াছিলেন "আর কোন ট্যাক্স ইনকম্ ট্যাক্সের ন্যায় লোকের অধিকতর অসন্তোষ উৎপাদন করে নাই," তিনি আদৌ সে কথার কোন উল্লেখই করেন নাই। ইনকম্ ট্যাক্সের হার প্রতিনিয়তই অস্থির থাকে, সুতরাং কেহ জানিতেও পারে না তাহাকে কত টাকা আদায় করিতে হইবে। অণ্ডার সেক্রেটরি মহাশয় বলিয়াছেন 'কয়েক বৎসরের মধ্যে এই ট্যাক্সের পুনঃ স্থাপন আবশ্যক হইবে, কিন্তু তিনি (ফসেট সাহেব) ইহা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন, যে যদি ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বর্ত্তমান অপব্যয় দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ঐ ট্যাক্সের পুনঃ স্থাপন কেবল যে সম্ভব তাহা নহে, কিন্তু নিতান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। অণ্ডার সেক্রেটরি মহাশয় সে রাত্রে তাঁহাকে 'রাজস্ব সম্বন্ধে নিরর্থক ভয় ঘোষণাকারী" বলিয়া উপহাস করেন, কিন্তু তিনি এ বিষয়ের আন্দোলন করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ৬ কোটী টাকা হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, উপরি উক্ত ঘটনা,তাঁহাকে তৎবিষয়ে উৎসাহিত করিতেছে। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপার এত গোলযোগে পড়িয়াছে যে তাহার উদ্ধার সাধনে অতি সূক্ষ্মদর্শী লোকেরও বুদ্ধিকৌশল পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। এই গোলযোগ কয়েকটী কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয়—সাধারণ ও অসাধারণ পবলিক ওয়ার্কের মধ্যে একটী বোধাগম্য বিভিন্নতা রক্ষা করা এবং মূলধনকে আয়ের মধ্যে গণনা করা। গোলযোগের আর একটা কারণ এই হিসাবে বক্রি মজুত টাকার অঙ্কে অস্থিত থাকা। কখন কখন ১,৬০,০০,০০০ টাকা অঙ্ক পর্য্যন্ত অস্থিত হয়। এই অস্থিত অঙ্ক নিবন্ধন কখন কখন ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে যখন আয় অপেক্ষা ব্যয় বাস্তবিক অতিরিক্ত হইয়াছে, তখন উদ্বৃত্তের ঘরে অঙ্কপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আইনের স্পষ্ট বিধান এই ভূমি সম্পত্তি বিক্রয়ের পণের টাকা কখনই আয়ের সঙ্গে গণনা করা যাইবে না। কিন্তু এ বিধান সত্বেও যখন গবর্ণমেণ্টের ভূমি সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে, তখনই পণের টাকাকে রাজস্ব বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। রাজস্ব কমিটীতে যে সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ হইয়াছে তদ্দৃষ্টে ইহা বিলক্ষণ বোধ হয়, যে মূল ধনকে আয়ের সঙ্গে গণ্য করিবার যে রীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাহার অনুসরণ করা সুবিচক্ষণ গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম নহে, —একজন অপব্যয়ীর পক্ষে শোভা পায়—যে ব্যক্তি দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া আয়ত্তীভূত প্রত্যেক কপর্দ্দক পর্য্যন্ত হস্তসাৎ করে। পোষ্ট অফিস সম্বন্ধে বিগত-বর্ষে এদেশে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগের কারণ কেবল এক হিসাবের মূল ধনকে অন্য হিসাবে পরিগ্রহণ করা। এই জন্য গবর্ণমেণ্টকে ভৎর্সনা প্রাপ্তির আশঙ্কা করিতে হইয়াছিল। এই সামান্য কারণে যদি গবর্ণ-

মেণ্ট তিরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে যাহারা ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর মূল ধনকে আয়ের মধ্যে গণ্য করিয়া অপব্যয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে তাহারা কতদূর তিরস্কারের আস্পদ হইবে ?

পব্‌লিক ওয়ার্কস্ সম্বন্ধে মহাত্মা ফসেট সাহেব এই প্রত্যুত্তর দেন, যে তিনি অর্থনাশ ও বিশৃঙ্খলার শত শত উদাহরণ দর্শাইতে পারেন। তিনি এখন কেবল এমত একটী বিষয়ের উল্লেখ করিবেন, যাহার প্রত্যেক ঘটনা কর্ম্মচারীদিগের সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে সাগরের বারিক সমূহ ১৫,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে ও ৪॥০ বৎসরের পরিশ্রমে নির্ম্মিত হয়। যখন নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে সেই বারিক সমূহ এত জঘন্যরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। একজন ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ার ও আর দুই জন ইউরোপীয় অধীন কর্ম্মচারী বারিক নির্ম্মাণ কার্য্য সকলের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আদ্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে ঐ তিন মহাত্মার এক জনও স্থপতি কার্য্যের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না এবং সেই বিশেষ কারণে তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল! উক্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উপরে এক জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। তিনি নির্ম্মাণকালে কেবল তিন বার মাত্র এই কার্য্য পরিদর্শন করেন এবং একবার মাত্র এবিষয়ের রিপোর্ট লিখিয়া পাঠান। ইঁহার উপরে আর এক জন কর্ম্মচারী ও ছিলেন। তিনি একবারও কার্য্য পরিদর্শন করেন নাই এবং একবার ও রিপোর্ট লিখিয়া পাঠান নাই!! আশ্চর্য্য যে এই সকল কার্য্যের কোন ভার কণ্ট্রাক্টরদিগের উপরে দেওয়া হয় নাই, যাবতীয় কার্য্য পবলিক ওয়ার্কস বিভাগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন আবার এই বিভাগের উপর ভারতবর্ষীয় অধিবাসীদিগের ৭০,০০,০০,০০০ টাকা ব্যয় নির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে !!!

স্থানীয় কর সম্বন্ধে ফসেট্ সাহেব এই প্রত্যুত্তর দেন যে ইংলণ্ডে স্থানীয় কর স্থাপনের প্রয়োজন হইলে কেবল ভূমি ও গৃহ সম্বন্ধেই হইয়া থাকে, আয় বা দ্রব্য সামগ্রীর উপর হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কার্য্য প্রণালী অন্যরূপ। সেখানে এই কর কেবল যে ভূমি ও গৃহ সম্বন্ধে সংগৃহীত হইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু মনুষ্যের অধিকৃত সমস্ত সামগ্রী সম্বন্ধে হইয়া থাকে। তথাকার লোকেরা যে কাপড় পরিধান করে, যে আহার সামগ্রী দ্বারা শরীর রক্ষা করে, যে সকল দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা গৃহাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখে, যে উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তৎ সমস্ত বিষয়ের উপর কর সংগ্রহ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে কি এরূপ অত্যাচার এক মুহূর্ত্তের জন্য উপেক্ষিত হইতে পারে? অণ্ডার সেক্রেটরি মহাশয় বলেন ভারতবর্ষে ৩,২০,০০,০০০ টাকার অধিক সংগৃহীত হয় না। রাজ্যের আয়তন ধরিয়া বিবেচনা করিলে তাহা অধিক নহে। কিন্তু অণ্ডার সেক্রেটরি মহাশয় মহাসভায় এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন ধন ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে কত প্রভেদ। ইংলণ্ডে শতকরা ২টাকা হারে ৪,০০,০০,০০০ টাকা ইনকম্ ট্যাক্স আদায় হয়, ভারতবর্ষে ঐ হারে ৫০,০০,০০০ টাকার অধিক আদায় হইতে পারে না। এতদ্দারা সপ্রমাণ হইতেছে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অধিবাসী অপেক্ষা অষ্ট গুণ ধনী। আরো দেখ যে দেশের আয়তন ইংলণ্ডের সপ্তগুণ, সেই দেশের আয়ের কর ইংলণ্ডের অষ্টমাংশ। সুতরাং এই দুই দেশকে উপমাস্থলে আনা যাইতে পারে না।

সৈনিক অপব্যয় সম্বন্ধে আমাদের পরম বন্ধু ফসেট সাহেব বলেন যে, বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে ১২০০০ ইউরোপীয় সৈন্য ও ১৬০০০ দেশীয় সৈন্য সংখ্যা কমান হইয়াছে, কিন্তু সৈনিক ব্যয় সৈন্যসংখ্যা কমাইবার পূর্ব্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা ১,৫০,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

অবশেষে মহাত্মা ফসেট এই কথা বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, যে যে পরিমাণে এই মহাসভা উত্তরকালে ভারতবর্ষের প্রতি ইহার দায়িত্ব অধিকতর স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন সেই পরিমাণের উপর আমাদের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত ভাবী সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে গবর্ণর রাখিয়া অর্থনাশ করা আমার মতে কখনই উপেক্ষণীয় নহে। পঞ্জাব প্রদেশের ন্যায় সেই সেই স্থান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর দ্বারা অনায়াসে শাসিত হইতে পারে। আর একটী অতীব প্রয়োজনীয় সংস্করণ এই যে ভারতবর্ষের লোকদিগকে স্বদেশের শাসন কার্য্যে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করা। প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে না আসিলে এখন কোন দেশীয় ব্যক্তি সিবিল সর্ব্বিসে নিয়োজিত হইতে পারেন না। কুপার্স হিল কালেজে রীতি মত অধ্যয়ন না করিলে কোন দেশীয় ব্যক্তিকে স্বদেশের ইঞ্জিনিয়র হইতে দেওয়া হয় না। টাইম্‌সের মতে ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য রূপ সংসারে এক জন উত্তম গৃহিণী আবশ্যক; কেন না

এতদিন সেখানকার কাজ কর্ম্ম সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হয় নাই। কেবল 'খিচুড়ি' পাকান হইয়াছে। স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টে আপনাদিগের হাত আছে' যতদিন দেশীয় লোকদিগের এ প্রকার হৃদ্বোধ না হইবে, ততদিন শাসন প্রণালী যত সংস্কৃত হউক এবং আইন যত সংশোধিত হউক তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। ইংলণ্ড যতদিন এ প্রাপ্য অধিকার না দিবেন, ততদিন বিংশতি কোটী লোকের উপর অযাচিত রূপে রাজত্ব বিস্তার পূর্ব্বক স্বীয় স্কন্ধে যে গুরুতর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কখনই উপযুক্ত রূপে বহন করিতে পারিবেন না।

মহাত্মা ফসেটের সম্পূর্ণ বক্তৃতা অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। আমরা ভগ্নাংশ রূপে যাহা পাইয়াছি তাহাতেই আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে বলিতেছি, যে তাঁহার মস্তকে স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হউক।

ডিউক অফ্ এডিনবরার বৃত্তি ও ইংরাজ জাতি।

বিগত ৩রা আগষ্ট হাইড্ পার্কে একটী বৃহৎ সভা হইয়াছিল। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা রাজপুত্র ডিউক অফ্ এডিনবরাকে যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদ করা এই সভার উদ্দেশ্য। ব্রাড-ল সাহেব সভার মুখপাত্র হইয়া বক্তৃতা করেন যে, রাজ পরিবারের ভরণ পোষণার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে, বিশেষতঃ রাজ্ঞীর নিজেরও বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে। এরূপ অবস্থায় কর-গ্রস্ত হইয়া ডিউক অফ্ এডিনবরার ভরণ পোষণার্থ অধিক বৃত্তি প্রদান করিতে ইংরাজ জাতি বাধ্য হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে মহারাণীর রাজদণ্ড গ্রহণাবধি রাজ্য মধ্যে দরিদ্রতার সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ইংলণ্ডের লোকদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ও লজ্জা কর, সুতরাং রাজ্ঞী তাঁহার নিজের প্রভূত আয় হইতে রাজ পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন ইহাই প্রার্থনীয়। সভা রাজ্ঞীর নিকট এই মর্ম্মের এক খানি আবেদনও করিয়াছেন যে,"লণ্ডনবাসীরা প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া আবেদন করিতেছেন, যে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যেরূপ অধিক পরিমাণে কর বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই কাল মধ্যে তাঁহার (রাজ্ঞীর) নিজের যেরূপ বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে,—বিশেষতঃ কৃপণ নিল্ড তাঁহাকে প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন,—এই সকল বিবেচনা করিয়া (সাধারণ ধনাগার হইতে) তিনি (রাজ্ঞী) যেন ডিউক অফ্ এডিনবরার বার্ষিক বৃত্তি প্রদানে সম্মতি না দেন।—তাঁহার (রাজ্ঞীর) নিজের লাভাংশ হইতে ডিউক অফ্ এডিনবরার আবশ্যক ব্যয় সকল সমাধান করেন ইহাই সভার প্রার্থনা।"

রাজকুমার ডিউক অফ্ এডিনবরার ভরণ পোষণার্থ বৃত্তি প্রদান করিতে লণ্ডনবাসীরা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, কিন্তু রাজকুমার যখন ভারতবর্ষে মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ও তাঁহার অনুচরবর্গের সমস্ত ব্যয় ভারতবর্ষকে দিতে হইয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের টাকা বলিয়া কাহারই একটু মায়া হয় নাই। ইংরাজেরা স্বাধীন পুরুষ সুতরাং ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট একটী মাত্র কপর্দ্দকও অন্যায় রূপে ব্যয় করিতে পারেন না। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের অপব্যয়ের স্রোত সর্ব্বদা পরিমুক্ত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণ দূরে থাকুক, ইহার প্রশ্রয় প্রদান করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকেন না। মাল্টা এবং এলেকজাণ্ড্রিয়ার টেলিগ্রাফের সহিত ভারতবর্ষের কি সম্বন্ধ? অথচ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে তাহার ব্যয় দেওয়া হইল। আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষের ইষ্টাপূর্ত্ত কি? অথচ তাহার ব্যয়ের অংশ ভারতবর্ষ প্রদান করিলেন। এরূপ আরও কত প্রকার ব্যয় আছে যাহার সহিত ভারতের কোন সংস্রব না থাকিলেও তাহা ভারতবর্ষকে প্রদান করিতে হয়। ভারতের উপর এরূপ অত্যাচার কেন? ইহার উত্তর স্থলে আমরা মহাত্মা ফসেট সাহেবের সহিত এক বাক্য হইয়া কেবল ইহাই বলিতে পারি যে "ভারতের পক্ষ হইয়া কেহ বলিবার লোক নাই।"

পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের যথেচ্ছচারিতা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা বিগত ৮ই আগষ্ট দিবসীয় পত্রিকায় এতৎ সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাবের অবতারণা করি, এবং উদাহরণ স্থলে হাবড়া ডিষ্ট্রিক্টকে গ্রহণ করিয়া কতিপয় অসঙ্গত দোষ সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। আমরা শুনিলাম তদানীন্তন অফিসিএটিং ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কমরী সাহেব, ট্রাফিক ম্যানেজার বেচিলর সাহেবের সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহার দ্বারা আমাদিগের নামে অভিযোগ করিবার জন্য এজেন্সিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না, এজেন্সি তাহা অনুমোদন করেন নাই। যাহাই হউক, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বেচিলর সাহেব তাঁহার পদের অবমাননা করিয়াছেন বলিতে হইবে। একজন ক্ষুদ্রাশয় সামান্য কর্ম্মচারীর অন্যায়

অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া বেচিলর সাহেবের ন্যায় এক জন গণ্য কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য বির্গহিত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা যার পর নাই লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। যদি অনুষ্ঠানের দোষ গুণ বিচার করিয়া অনুষ্ঠাতার মূল্য নিরূপিত হয়, তাহা হইলে, সাধারণে তাঁহাকে কম্‌রী সাহেবের সমশ্রেণীস্থ লোক ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারেন না; সুতরাং ন্যায়ের অনুশরণ লইয়া সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে কম্‌রী সাহেবের সমশ্রেণীস্থ লোক কখনই ট্রাফিক্‌ ম্যানেজারের পদের যোগ্য হইতে পারে না। আমরা বেচিলর সাহেবের আর একটী গুরুতর দোষের বিষয় অবগত হইলাম, পশ্চাৎ তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমরা ভরসা করি যে কর্ত্তৃপক্ষেরা বিশেষতঃ পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানীর শুভানুধ্যায়ী গবর্ণমেণ্ট ইহার বিশেষ তদন্ত করেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে গবর্ণমেণ্টের শ্লথ হস্তের জন্যই, প্রশ্রয় বোধে এই রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের যথেচ্ছচারিতার এত অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

প্রায় দুই মাস হইল হাবড়া ষ্টেসনের রসীদ প্রদাতা (A receipt-clerk in the goods accountant,s o ffice) ফিসার সাহেব অন্যায় পূর্ব্বক রবিবারের উপরি বেতন দোকর আদায় করিয়া কিছু দিন ধরিয়া উপভোগ করিতেন, জুলাই মাসের প্রথম রবিবারে ধরা পড়েন। ধরা পড়িয়াই অন্তর্দ্ধান হন—তিন দিন পরে সাধুর ন্যায় প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার স্বপদে অধিষ্ঠিত হন। আর কোন উচ্চ বাচ্য নাই। আমরা ইহা কোন সূত্রে অবগত হইয়া ১৮ই জুলাইয়ের ভারত সংস্কারকের সাপ্তাহিক স্তম্ভে প্রকাশ করি। কম্‌রী সাহেব ইহা অবগত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ জনৈক কর্ম্মচারী বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসুকে তৎসংবাদদাতা জ্ঞানে মিথ্যা সন্দেহপূর্ব্বক অকারণে অনেক তিরস্কার করেন, এবং অভদ্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বারবার কর্ম্মপরিত্যাগ করিতেও বলেন। দুই দিন পরেই বেচিলর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। ২৫শে জুলাই দিবসীয় ভারত সংস্কারকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহা বিশেষ বিবৃত আছে। নির্দ্দোষী গোবিন্দ বাবু—কারণ এ সংবাদ আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাই নাই, বেলাতী কৌশল বুঝিতে না পারিয়া আবার বেচিলর সাহেবকেই সুবিচারের প্রত্যাশায় সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া আবেদন করেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি উপর্য্যুপরি তিন খানি পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু বেচিলর সাহেব তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা তাঁহার পদের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া, একেবারে এজেন্সিতে মিথ্যাভিযোগঘটিত গোবিন্দ বাবুর পদ চ্যুতির সংবাদ প্রদান এবং আমাদিগের নামে অভিযোগ করিতে অনুরোধ করেন। গোবিন্দ বাবু বেচিলর সাহেবের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া এজেন্সিতে আবেদন করেন। কিন্তু ইষ্টিফেন্‌সন্‌ সাহেব তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া এবং এজেন্সির অন্যান্য সভ্যগণের মত না লইয়াই স্বয়ং গোবিন্দ বাবুকে লেখেন যে, "তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার (গোবিন্দ বাবুর) উপরিস্থ কর্ম্মচারীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার (ইষ্টিফেন্‌সনের) উচিত হয় না!!" বিচার চূড়ান্ত হইল! গোবিন্দ বাবু আপ্যায়িত হইলেন!! রেলওয়ে কোম্পানি লাভবান্‌ হইল, বেচিলর সাহেব শান্ত হইলেন!!! কম্‌রি সাহেবের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, এবং ফিসার সাহেব ও বাঁচিলেন!!!! সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু ভারত সংস্কারকের নিদ্রা নাই। যে অপরাধের সংবাদদাতা জ্ঞানে একজন নিরীহ ভদ্র লোককে সন্দেহ করিয়া অকারণে পদচ্যুত করা হইল, না জানি সে অপরাধের যথার্থ অপরাধী ব্যক্তি কিরূপ গুরুতর শাস্তিই পাইবেন। ইহা জানিবার জন্য স্বতঃই কৌতুহল জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রায় দুইমাস হইতে চলিল অদ্যাপিও তাহার কিছুই মীমাংসা হইল না। বেচিলর সাহেব একবার লোক দেখান অনুসন্ধান করিলেন, কয়েকজন কর্ম্মচারীরও সাক্ষ্য লওয়া হইল, অপরাধ সপ্রমাণ হইল, তথাপি অপরাধী অব্যাহতি পাইলেন!! কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে কর্ম্মচারীরা কি উত্তর দেন বলিতে পারিনা, কিন্তু সাধারণ্যে ইহা কি বুঝিবেন না যে প্রধান কর্ম্মচারীরা এ অপরাধ অনুমোদন করেন না? প্রত্যুতঃ ট্রাফিক্‌ ডিপার্টমেণ্টের একজন সামান্য কুলী হইতে প্রধান কর্ম্মচারীর পর্য্যন্ত যেরূপ জঘন্য অপবাদের কথা শ্রবণ করা যায়, এই ঘটনা দ্বারা সেই সংস্কারটী যে দৃঢ়বদ্ধ হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। এ স্থলে আমরা স্বজাতীয় পক্ষপাতিতার কোন বিশেষ প্রমাণ দেখিতেছি না, কারণ যদি ঘটনাটী সত্য হয়, তাহা হইলে ফিসার সাহেব যে অন্যের সাহায্য ব্যতীত একস্থান হইতে দুইবার বেতন লইতে পারেন ইহা নিতান্ত সম্ভবপর নহে। প্রধান কর্ম্মচারীরা না জানুন, যাহার প্রতি 'পে বিল' প্রস্তুত করিবার ভার আছে অবশ্য তাঁহার জানা আবশ্যক। তাঁহার যোগ ব্যতীত যে এরূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভব, তাহা বুদ্ধিজীবী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু যদি নিতান্তই তাঁহার

অজ্ঞাতে বা অনবধানতায় 'পে বিল' খানি প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার জন্য তিনি ভিন্ন অপর কাহাকেও দায়ী করা অন্যায়। কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বেচিলর সাহেব যে কোন্ যুক্তির অনুশরণ লইয়া একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে বিনানুসন্ধানে পদচ্যুত করিলেন, তাহা বলা সহজ নহে। বাস্তবিক যদি আমাদিগের যথার্থ সংবাদদাতা তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী হন, তাহা হইলে এই দোষের (অন্যায় পূর্ব্বক দোকর বেতন গ্রহণ) সহিত তাঁহার যে কি সম্বন্ধ ছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এস্থলে আমাদিগের দেখা উচিত যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য কি? তাঁহারা কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়োজিত আছেন, না বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের (কোম্পানির) সম্পত্তি সকল আপনাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে পাইয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন? অপহরণ করিয়া ধৃত হইয়াও অপহারক নিষ্কৃতি পাইলেন, কিন্তু তাহার অপহরণের কথা প্রকাশ জন্য (সন্দেহ করিয়া) একজনের দণ্ড বিধান হইল! এরূপ বিচার ইতি পূর্ব্বে আর কেহ কখনই শ্রবণ করেন নাই। চোর ধরিবার জন্য পুরস্কার প্রদান করাই সভ্যজাতিদিগের রাজনীতি, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অনুসন্ধায়ীর দণ্ডবিধান, এবং চোরের তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য পুরস্কার প্রদান, এই নূতন বলিতে হইবে! গবর্ণমেণ্ট কি ইহার অনুকরণ করিতে প্রস্তুত আছেন?

আমরা এসম্বন্ধে ইষ্টিফেন্সন্ সাহেবকেও গুটি কত কথা বলিতেছি। গোবিন্দ বাবু যখন সমুদয় বিবৃত করিয়া এজেন্সিতে আবেদন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া ও তাহার কি অনুসন্ধান করিলেন? বিশেষতঃ আবেদন খানি যখন এজেন্সির সভাপতি বলিয়া তাঁহাকে প্রদান করা হয়, তখন এজেন্সি সভার (মিটিং) মত না লইয়া স্বয়ং তাহার প্রত্যুত্তর দিবার অভিপ্রায় কি? তিনি এজেন্সির একজন সভ্য বৈত নন, তাঁহার সমতুল্য আর একজন সুবিচক্ষণ কর্ত্তব্যপরায়ণ সভ্য রহিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, সুযোগ্য সিব্লি সাহেব ইহার বিন্দুমাত্র অবগত হইলে কখনো অনুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহাকে (ইষ্টিফেন্সন্ সাহেবকে) অনুরোধ করিতেছি, যে তিনি গোবিন্দ বাবুর আবেদন ও তৎসংযুক্ত অন্যান্য কাগজপত্র সকল প্রকাশ্য সভায় (official meeting) প্রদান করুন্। সিব্লি সাহেব ও কন্সল্টিং ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি সকলে অবগত হইয়া ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। ইহাতে যে কেবল গোবিন্দ বাবুর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইবে তাহা নহে, ভারতের কল্যাণ বর্দ্ধন, রেলওয়ে কোম্পানির অপব্যয় নিবারণ, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সাধন এবং রেলওয়ে প্রধান কর্ম্মচারীদিগের চক্ষু উন্মেষণ হইবে। শেষোক্ত মহাত্মারা "মাথার উপর কেহ নাই" ভাবিয়াই এতদূর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছেন। এই রেলওয়ে কোম্পানির (পূর্ব্বভারত বর্ষীয়) অর্থে ভারতের সাধারণ ধনাগার হইতে বর্ষে২ প্রায় সওয়া তিন কোটী টাকা ব্যয়িত হইতেছে; ভারতবাসীদিগের শোণিত শোষণ ও অস্তর্দ্দোহন করিয়া ইহা সংগৃহীত হয়, সুতরাং ইহার অপব্যয় দর্শন ভারত বাসীদিগের একান্ত অসহ্য। প্রস্তাবটী ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আমাদিগের পত্রিকার স্থান অল্প সুতরাং ইচ্ছাসত্বেও অদ্য আমরা আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। বারান্তরে বক্তব্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তক সমালোচনা।

১। মানস বিকাশ—সেলিগেল পুরাতন গ্রীক জাতীয় কাব্যাবলিকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। দৃশ্য কাব্য,—মহাকাব্য, এবং গীতিকাব্য। কেমন আশ্চর্য্য সমন্বয়ে বঙ্গদেশেও এখন এই তিন শ্রেণীর কাব্য সঞ্জাত হইতেছে। বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যে গীতিকাব্য যেমন প্রচুর তেমন অন্যবিধ নহে। বিদ্যাপতি, চণ্ডী দাস, প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি দিগের পদাবলী, কবি রঞ্জনের কালীকীর্ত্তন, মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা এবং বাবু হেম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবলী আমাদিগের সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গীতি কাব্য এবং স্বর্ণ ভূষণ। বঙ্গীয় গীতি কাব্য রঞ্জক এবং উদ্দীপক এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উল্লিখিত পদাবলী ও কালীকীর্ত্তন প্রথম শ্রেণী ভুক্ত। এই সমস্ত রচনা সংস্কৃতানুযায়ী এবং আদি, ভক্তি, ও করুণ রসাশ্রিত। হেম বাবুর কবিতাবলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। উহারা ওজোগুণ সম্পন্ন বীর ও করুণ রসাশ্রিত এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে সংরচিত হইয়াছে।

সমালোচ্য গ্রন্থ খানি কাব্য গ্রন্থ। ইহাতে কতকগুলি কবিতা আছে তাহা উল্লিখিত গীতিকাব্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। হেম বাবুর অবলম্বিত ছন্দের অনুকরণে "মিলন" নামক কবিতাটী লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের কবি হেম বাবু হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। ইহার উদাত্ত কল্পনা, রমণীয় দৃশ্যনিচয়, ভাবব্যঞ্জনা এবং বেদনা হেম বাবুর সমতুল্য বটে, কিন্তু বর্ণনার প্রসাদ গুণ ও প্রাঞ্জলতা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেবল ওজোগুণে তাহার সমান নহে। "দেবীর স্তব" ও "কাল" এই দুইটী গীতিরচনাও উত্তম বটে, কিন্তু "মিলনের" সমতুল্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "মিলন" (১) হইতে আমরা কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

৫

"স্বর্গের অতুল বিভব হেরিয়া,
মনে মনে সতী (২) মোহিত হইয়া,
বসিলা নীরবে বসন পাতিয়া, তটিনী তীরে। (৩)
আনন্দে অমনি নাচিতে নাচিতে,
রতন, মুকুতা, প্রবাল সহিতে,
সতী পদ নদী লাগিল পূজিতে, বিমল নীরে।"

---

(১) রামের সহিত সীতা দেবীর স্বর্গে মিলন।
(২) সতী—সীতা দেবী।
(৩) তটিনী—মন্দাকিনী।

১৯

"যথা ঘোর বনে লাগিলে অনল,
দশ দিক্ যেন করিয়া উজ্জ্বল,
ছোটে অনম্বরে স্ফুলিঙ্গ সকল,—কনক তারা;
উঠিলা আকাশে জানকী সহিত,
আবার গাইয়া মধুর সঙ্গীত,
সুরবালা দল বরষি নিয়ত, সুধার ধারা।"

২০

"অমনি হরষে হাসিল গগণ,
নদ, নদী, গিরি, বন, উপবন,
পড়িল ছড়ায়ে কনক কিরণ, স্বভাব শিরে।
আইল বিহঙ্গ অনল ভাবিয়া,
চারিদিক্ হতে ধাইয়া ধাইয়া,
নমিল পবন বিনতি করিয়া, সীতা সতীরে।"

২২

"হেরিলা অদূরে রতন আসনে;
আসীন রাঘব বিষণ্ন বদনে,—
হায় রে! অমনি সীতার নয়নে, বহিল ধারা!
"ক্ষম নাথ!" বলি সুচারু লোচনে,
পড়িলা আসিয়া পতির চরণে,
রহিলা হায় রে, যেন ধরাসনে, একটী তারা!"

মানস বিকাশের অপর কবিতাবলী সামান্য-মূল্য। তন্মধ্যে কিছু কিছু মিষ্টতা ও বেদনা আছে বটে কিন্তু কল্পনা বিরল। ইহাদিগের রচনা সরল ও প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট, কিন্তু অনেক পদে মিল দোষ দৃষ্ট হইল। বর্ণনার ওজস্বিতা থাকিলে আমরা মিল দোষ ধরিতাম না, কিন্তু লেখক তাহা অনেক স্থলে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুবাদ মিলন নামক কবিতাটিতেও কবি এক স্থানের কল্পনা এরূপ হীন ভাবাপন্ন করিয়াছেন, যে তাহা আমরা প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাঘব, সীতা দেবীকে চরণতল হইতে উত্তোলন করিবার সময় তাঁহাকেই তাঁহার নয়নবারি বিমোচন করিতে বলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি নিজে প্রাণেশ্বরীর অশ্রুমোচন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কল্পনাটি ভাবযুক্ত হইত,দৃশ্যটিও স্বাভাবিক এবং সুন্দর হইত।

যাহা হউক মানস বিকাশের রচয়িতা একজন কবি বটে। আমরা তাঁহার 'মিলন' কবিতাটি শীঘ্র ভুলিব না। পুস্তকের অভিধান পত্রে আমরা, কবির নাম পাই নাই বলিয়া অনুমান হয়, তিনি নবীন লেখক, কিন্তু তিনি যে উৎসাহ পাইবার যোগ্য পাত্র তাহার সন্দেহ নাই। ভরসা করি কাব্যামোদী সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁহার এই গ্রন্থ খানি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

২। মোহন্তের এই কি কাজ!—কোন নাটক সমালোচনছলে বঙ্গদর্শন বলিয়াছিলেন, এইক্ষণে আদালতের প্রতি ফয়শালার সঙ্গে সঙ্গে এক এক খানি নাটক প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। সমালোচ্য নাটক খানি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইহা নাটক নামে অভিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা নাটক নয়। নাটক খানিকে বিয়োগান্ত (Tragedy) করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকের কোন নিয়ম ইহাতে রক্ষিত হয় নাই। যে গ্রীক আদর্শে বিয়োগান্ত নাটক লিখিত হয় তাহার একটী প্রধান নিয়ম, আরিষ্টটেল বলেন, যে হত্যাকাণ্ড রঙ্গভূমির উপরে প্রদর্শিত হওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু এ নাটকে সে নিয়ম ও লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বাস্তবিক এ পুস্তক খানি একটী পয়সা ধরা ফাঁদ। আমরা শুনিয়াছি এই ফাঁদে পয়সা ও অনেক পড়িয়াছে। যাহা হউক এই পুস্তক খানি সদভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছে। সময়োপযোগী হওয়াতে ইহাকে মোহন্তের বিপক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপে ও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে যে সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে তাহা কোন সাক্ষীর মুখে ব্যক্ত হয় নাই, এবং তাহার যে সমুদায় অলীক আমাদের এমত ও বোধ হয় না। গ্রন্থকার কৌশল করিয়া এলোকেশী এবং তাহার পিতার নাম পরিবর্ত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে ভাণ বৃথা। নবীন, মোহন্ত, এবং ঘটনা পরম্পরা সমুদায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। মোহন্তের প্রতি সাধারণের বিরাগ এবং ঘৃণা উৎপাদন করিয়া দেওয়া যদি গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয়, সে উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা অনেকাংশে সম্পন্ন হইয়াছে।

৩। হেমপ্রভা নাটক।—এক্ষণে সচরাচর যে সকল অপদার্থ নাটক প্রকাশিত হইতেছে, এই পুস্তক খানিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাও আদি রস ঘটিত।

৪। শোন! শোন!! এক মজার কথা!!!—ইহা দুই পয়সা মূল্যে এক এক ফরমা করিয়া বাহির করা হইতেছে। (ইহার অদ্ভুত নামেই) ইহার পরিচয় দিতেছে; ইহার আদ্যোপান্ত কুৎসিত রুচির রচনা এবং জেঠামিতে পরিপূর্ণ। এ প্রকার পুস্তক দ্বারা দেশের অনেক অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। ইহা যে পরিমাণে বিক্রয় হয়, সেই পরিমাণে আমাদের স্কুলের ছাত্রগণের, গৃহের অঙ্গনাগণের এবং সাধারণ জনগণের রুচি একেবারে কলুষিত করিয়া দেয়। যাহারা পয়সার লোভে এরূপ কার্য্য করেন, তাহারা যে কিরূপ ধাতুর লোক আমরা বলিতে পারি না। যাহাই হউক, আমরা দেশহিতৈষিগণকে অনুরোধ করি, যাহাতে এ প্রকার লেখার পথ রোধ হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করুন।

৬। বামাবোধিনী পত্রিকা।—(ভাদ্র মাস) ইহাতে ১৩টী বিষয় লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংলণ্ডে নারীদিগের পরিশ্রম, প্রাচীনা স্ত্রীগণের নিকট নব্যাগণের কি শিক্ষণীয় আছে? অসভ্য জাতির বিবরণ এবং ইংরেজ পরিবার (ইংরাজীতে) এই কয়েকটী বিশেষ উপাদেয়। এ দেশের যে সকল স্ত্রীলোক বিবী হইতে চান, তাঁহারা প্রথম প্রস্তাবটী পাঠে জানিবেন ইংরেজ রমণীগণ দেশে গৃহ কার্য্যে কতদূর মনোযোগী ও পরিশ্রমশীল। যাঁহারা নব্য সভ্যতা-প্রিয় তাঁহারা ২য় প্রস্তাবটী দেখিবেন,আমাদিগের প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগের কত অসাধারণ গুণ আছে এবং তাহার লোপ হইলে এ দেশের কি দুরবস্থা হইবে। অসভ্য জাতির বিবরণে নিউজিলণ্ডবাসীদিগের অনেক নূতন বিধ অদ্ভুত দেশাচার বর্ণিত হইয়াছে। ইংরেজ পরিবার, লণ্ডনস্থ একটী বিবীর লেখা। অতি সরল ইংরাজীতে ইংরেজদিগের পারিবারিক দৈনিক কার্য্য প্রণালী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় কতকগুলি আশ্চর্য্য মৎস্যের একটী ছবি ও মনোরম হইয়াছে এবং ইলিয়ড হইতে 'ইন্দুমুখী ও হেক্তরের কথোপকথন বলিয়া যে পদ্যটী অনুবাদিত হইয়াছে তাহাও সুপাঠ্য। নূর জাঁহার জীবন চরিতটী অধিক অনুসন্ধান পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল।

৭। বঙ্গদর্শন।—(ভাদ্র) ইহাতে ১০টী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চঞ্চল জগৎ টী—বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, অতি সরল ভাষায় লিখিত। বঙ্গদর্শনের এরূপ প্রস্তাব সাধারণের বিজ্ঞান শিক্ষা পক্ষে বিশেষ উপকারী। চন্দ্রশেখরের শেষ না দেখিলে এবারকার অংশটীর বিষয়ে আমরা মত ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। কমলাকান্তের দপ্তরটী অদ্ভুত কল্পনা! মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মরণার্থ পদ্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটীই প্রশংসনীয়। অতলস্পর্শের যুক্তি স্বল্পগাধ বোধ হইল। মেঘটী গর্দ্দভ লেখকেরই। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষে প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু 'সুখ স্বাধীনতার পরিমাপক' এ মতটী দূষণীয়। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাধিকারের সময়টীর বিষয়ে ঠিক সিদ্ধান্ত বোধ হইল না, লেখক এ বিষয়ে আরো বলিবার আশ্বাস দিয়াছেন আমরা তাহা শুনিতে চাই।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

নাটোরের ব্রাঞ্চ রোড সেস্ কমিটীতে নিম্ন লিখিত সভ্যগণ মনোনীত হইয়াছে। একজন রাজা; দুইজন কর্ম্মচারী; পাঁচজন জমীদার; একজন রাজার দাওয়ান; একজন উকিল; একজন মোক্তার ও দুই জন প্রজা। শেষোক্ত দুইজনের নাম খুদ্‌কউল্লা ও জুমির পরামাণিক। আমরা "সিসিরোর অফিস" গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে রোমীয়দিগের মধ্যে অনেকে লাঙ্গল ছাড়িয়া সেনেটর বা কন্সল হইয়া ছিলেন। ক্যাম্বেল সাহেব আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিলেন।

কাছাড়ের পতিত ভূমি জরিপ করিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আবেদনানুসারে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১০০০ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ দিয়াছেন। ঘর থেকে তো দিতে হবে না তার আর ভাবনা কি?

পাম্ লিবস্ নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, বোধ হয় পাঠক গণের অনেকেই তাহা অবগত আছেন। এখানি একটী বিবির দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং তাঁহার স্বামীর যত্নে ও শ্রমে প্রচারিত হয়। মিরার বলেন যে কত কগুলি দেশীয় ভদ্র লোক সম্পাদিকাকে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য বাঙ্গালায় পাম লিব্‌স (তালপত্র) প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছেন। সম্পাদিকা ৫০০ শত গ্রাহক পাইলে ইহাতে সম্মত আছেন। এ দোকান দারী মন্দ নয়। এখন দেশীয় বিলাতি-বাঙ্গালা-প্রিয় মহাত্মারা কি এই গ্রাহক সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া দিবেন? ইহাতে ইংরাজীর গন্ধ আছে!! আমরা অনুরোধ করি যদি সম্পাদিকা কৃতকার্য্য হুন, তাহা হইলে পত্রিকার নামটী "তাল পত্রের" পরিবর্ত্তে "বিল্বপত্র" রাখিবেন—অনেকের শিব পুজায় আবশ্যক হইতে পারিবে।

আমরা শুনিলাম উড়িষ্যার জমিদার কালীপদ (যাঁহাকে ভুল ক্রমে কালীপ্রসন্ন বলা হইয়াছিল) বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ইংলণ্ডে যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। সাক্ষীদিগের প্রতি যেরূপ ভদ্রতা প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহাতে সহজে যে কেহ সাক্ষ্য দিতে যাইতে স্বীকার পাইবেন এরূপ বিবেচনা হয় না।

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টে নুতন সব রেজিষ্টরী অফিস খোলা হইবে—একটি শান্তিপুরে ও অপরটী মহেশ পুরে।

আমরা হুগলীর নুতন মাজিষ্ট্রেটের নুতন বিধ কার্য্য প্রণালীর বিষয় অবগত হইলাম। শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ। হুগলী জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর সাধারণ অবকাশ দিনে বাটী যাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ঘোষণা পত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে এরূপ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, তা কে শোনে? আর একজন সব ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার অনুমতি না লইয়া দশদিন কাল আফিসে কার্য্য করিয়াছিলেন, পাঠশালার বিলের টাকা বাঁটিয়া ছিলেন, স্থানীয় স্কুল কমিটীতে গিয়াছিলেন এবং আরও কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার ও দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। তিনি ইন্‌স্পেক্টর ও সব ইন্‌স্পেক্টরদিগকে মাসের মধ্যে ২৮দিন বিদ্যালয় সকল দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতে ও ভ্রমণের বৃত্তান্ত পাঠাইতে নিয়ম করিয়াছেন। সুতরাং গরিব কর্ম্মচারীদিগের রবিবারেও অবকাশ নাই। "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়"। ক্যাম্বেল সাহেব না হয় ইহাকে একটিং রাখিয়া অবসর লউন না।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন "তাঁতি বাজারের হরিচরণ নামক এক ব্যক্তি জিঞ্জা বাজারের রাজপথ পার্শ্বে রাঙ্গের দোকান করিত, প্রতিদিন সে কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক বাটী হইতে আহার করিয়া আসিয়া দোকানে শয়ন করিত, তাহার একজন চাকরও রাত্রে দোকানে থাকিত। উক্ত ১৬ই ভাদ্র রাত্রেও সে প্রতিদিনের নিয়মানুসারে আহারান্তে দোকানে আসিয়া শয়ন করে। কিন্তু তাহার চাকর বা অংশীদার সে রাত্রে আসে না। প্রাতঃকালে তাহার অন্য চাকর আসিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়া দেখে যে হরিকে এক কালে হত্যা করিয়া কতক দূর পুতিয়া রাখিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখিয়া সকলকে সংবাদ দেয়। তখন পুলিস ইত্যাদি বহুতর লোক উপস্থিত হয়। হরির কণ্ঠনালী এককালে ছেদন করিয়াছে। বক্ষে, পৃষ্ঠে, উভয় পার্শ্ব দেশে এবং বাহুদ্বয়ে ছুরি দ্বারা কয়েকটী ভয়ানক আঘাত করিয়াছে, দুর্ভাগ্য হরিকে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে কম্পিত হৃদয় এবং অবশেন্দ্রিয় হইতে হয়। তৎপরে গৃহমধ্য হইতে হরির শব উত্থিত করিয়া পরীক্ষাদি কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে।"

মুরসিদাবাদ পত্রিকা বলেন যে, বহরম পুরের মাজিষ্ট্রেট ওয়েভেল সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে "কেহ ইংরাজি জুতা ব্যবহার না করিয়া তাঁহার কাছারি মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এবং করিলে পেনাল কোডের দণ্ড বিধানের কথা বলিয়াছেন।" মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এত জুতার প্রতি নজর কেন?

মিরার অবগত হইয়াছেন যে দামোদর স্ফীত হইয়া জোৎশ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণপুরের মধ্যবর্ত্তী বাঁধ ভগ্ন করিয়াছে। নিকটস্থ অনেক গুলি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। দামোদরের শাখা প্রশাখা গুলিকে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিবারই এই ফল।

ইংলিসম্যান সংবাদ পাইয়াছেন যে সেনাপতি নরম্যান অবসৃত হইলে কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারল সেনাপতি জনসন, তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

ইংলিসম্যান তার যোগে সংবাদ পাইয়াছেন যে বাবু শ্যামাচরণ দে অফিসিএটিং ডেপুটী কণ্ট্রোলার জেনারেল অফ একাউণ্টস্ পদে নিযুক্ত হইলেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট অবগত হইয়াছেন, যে মুন্সি আমির আলি খাঁ বাহাদুরের যত্নে মুসলমান সমাজ হইতে মৃত প্রধান বিচারপতি নরম্যান সাহেবের স্মরণার্থ যে চাঁদা সংগৃহীত হয়, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহা দ্বারা কলিকাতা মাদ্রাসায় চারিটি পারিতোষিক প্রদান করিতে সংকল্প করিয়াছেন। পারিতোষের নাম "নরম্যান মেমোরিএল প্রাইজেস্" হইবে।

উত্তর-পশ্চিম।

সিবিল এবং মিলিটারি গেজেট বলেন যে পাতিয়ালার মহারাজা সিমলার হিন্দু সংস্কার সভার সাহায্যার্থে এককালীন আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন। আমাদিগের রাজারা এই সকল হিত-কল্পে উদার ভাব ধারণ করেন ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

আগামী নবেম্বর মাসের শেষে লর্ড নর্থব্রুক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। আসিবার সময় এলাহাবাদে মিউর কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবেন এবং থর্ণহিল মেমোরিএল পরিদর্শন করিবেন।

আমাদিগের বারাণসীস্থ সংবাদদাতা বলেন যে, নেপালের রাজগুরু পণ্ডিতবর জয়নাথ, এখনকার কমিসনর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে, সাহেবের বাঙ্গালায়, গমন করেন, কিন্তু তথায় যাইবা মাত্র জুতা খুলিয়া সাক্ষাৎ করিবার আদেশ হইল। পণ্ডিতজী লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন

করিলেন, আর সাক্ষাৎ হইল না। কমিসনর মুর্শিদাবাদের ওয়েভেল সাহেবের কুটুম্ব বুঝি?

—বারাণসী কলেজের তাপমান যন্ত্র ও বায়ুমান যন্ত্র এবং উইলসন সাহেব কৃত সংস্কৃত অভিধান অপহৃত হইয়া গিয়াছে। চোরটী বোধ হয় বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতজ্ঞ।

—তত্রত্য আরদালী বাজারে একটী গৃহস্থের স্ত্রী আপন গৃহে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময় একজন পাপাত্মা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সতীত্ব রত্ন হরণ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী আদালতে অভিযোগ করিয়াছেন।

বোম্বাই।

হল্‌কারের মহারাজা এল্‌ফিন্‌ষ্টন হাইস্কুলের প্রথম সহকারী রায়জী বাসুদেব তালাকে ইন্দোরের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের (ডিরেক্টর) পদে মনোনীত করিয়াছেন। দেশীয় শিক্ষা কার্য্যের ভার দেশীয় দিগের হস্তে থাকিলে যেরূপ সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, বিদেশীয় দিগের নিকট সেরূপ প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র।

বোম্বে ট্যাট্‌লার বলেন, একজন ইউরোপীয় ভেণ্ডী বাজারের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় একটা এক্কার গরু তাঁহাকে তাড়িয়া গুঁতাইতে আইসে। সাহেব পড়িয়া গেলেন। আঘাত এমন কিছু অধিক লাগে নাই, তবে ধরাধরি করিয়া জেম্‌সেট্‌জীর হাঁস পাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। ডাক্তার পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পাছে বীরত্বের কথা প্রকাশ হইলে হাস্যাস্পদ হন বলিয়া সাহেব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া—'বাস্তবিক তাঁহার যাতনা ও অত্যন্ত হইয়াছিল, উত্তর দিলেন যে "তাঁহার বড় পেট কামড়াইতেছে!!" এও এক প্রকার স্পার্টান বীরত্ব!

বোম্বাইয়ের ভুতপূর্ব্ব গবর্ণর সার বার্টল ফ্রিয়ারের কন্যা দাক্ষিণাত্যের পুরাবৃত্ত বিষয়ে একখানি অতি সুন্দর পুস্তিকা ইংরাজীতে লিখিয়াছেন। তাঁহার পিতা তাহার উপক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট হাউসের সিপাইরা রাত্রিকালে কোন জন্তু চলিতে দেখিলে সেলাম করিত; তাহাদের বিশ্বাস কোন, বিখ্যাত মৃত গবর্ণর প্রেতযোনি পাইয়াছেন!

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন যে সেসা লায়েঙ্গা নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার বিধবা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন। ইহাতে ত্রিবাঙ্কুরের লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহার ধোপা, নাপিত বারণ করিয়াছে, পরিচারক পর্য্যন্ত পাইতেছেন না।. হিন্দু সমাজের আর কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, কথায় কথায় এক ঘরে ও ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে বিলক্ষণ পটু।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড অবগত হইয়াছেন যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য ইনকম টাক্স সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব পত্র নষ্ট করিবার আদেশ দিয়াছেন। কেবল জেনারেল আবষ্ট্রাক্ট ও রিটরন গুলি থাকিবে।

ইউরোপ।

মহাত্মা ফসেট্‌ ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যাহা বক্তৃতা করেন তাহা সংবাদ পত্রে অসম্পূর্ণ রূপে প্রচারিত হওয়াতে তিনি তৎসমুদয় অবিকল পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

বোম্বে গেজেটের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন যে, ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সভার ভাবগতি দেখিয়া বোধ হয় যে বোম্বে ও মান্দ্রাজের গবর্ণরের এক্সিকিউটিব কৌউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হইবে। তিনি আর ও বলেন যে রাজস্ব সভার দ্বারা সর বার্টল ফ্রিয়ার এবং সিমোর ফিট্‌জেরাল্ডের গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ প্রকাশ হইয়াছে তজ্জন্য হাউস অফ্‌ কমন্সের প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহাদিগকে আপনাপন পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন।

টাইমস্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া ইংলণ্ড হইতে সমাচার পাইয়াছেন যে তত্রত্য ভারত বর্ষীয় রাজস্ব সভা (কমিটী) কেবল বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন। দাদা ভাই নোরোজীর সম্পূর্ণ রূপে মুখবন্ধ করা হয়, তিনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বলিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি ও ফর্দ্দনজি নোরোজী উভয়েই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইংলণ্ড ভারতের জন্য অত্যন্ত সামান্য যত্ন লন। তত্রত্য গণনীয় সমাজে অসভ্য বোধে ভারতের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত হয় না। একজন প্রাচীন ভারতবর্ষীয়কে একটী অদ্ভুত পদার্থের ন্যায় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সকলে দেখিয়া থাকেন। আমাদিগের ইংলণ্ডগামী যুবকেরা ইহা হইতে কি কিছু শিক্ষা করিতে পারিবেন না?

ইংলণ্ড রাজস্ব সভার সাক্ষী সম্বন্ধে ফ্রেণ্ড অফ্‌ ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, "যে বোম্বে ওয়ালারা—দাদাভাই নোরোজী ও নোরাজী ফর্দ্দনজী—তাহাদিগের সকল কথা বলিয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা টেম্‌স্‌ নদীতে আগুণ লাগায় নাই। (?) তাঁহারা উভয়েই সৎ ও সাহসিক—দাদাভাইয়ের উৎসাহ এবং ফর্দ্দনজীর সাহস ও স্বাধীন ভাব দ্বারা অনেক ফল হইয়াছে। রাজস্ব সভা বিদেশী বলিয়া ইহাদিগকে অনেকটা অন্যায় আদর দেন, কিন্তু ইহারা তাহা বুঝিতে না পারিয়া ক্রমাগত "আবদার" করেন। নোরোজী সভার নিয়মাধীন থাকিতে বিরক্ত হন। দাদাভাই তাহা সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করিয়াছেন। উভয়কেই লোকে "জল্পক" বলিয়া স্থির করিয়াছেন—বিশেষতঃ নোরোজীকে। তিনি কেল্‌নার সাহেবের সাক্ষ্য বিষয়ে বলিয়াছেন যে তাঁহার সাক্ষ্য অর্থপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয়। মারহাট্টা ডিচের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে (কলিকাতায়) তাঁহার যেরূপ খ্যাতি আছে এই সাক্ষ্য দ্বারা এখানে ও (ইংলণ্ডে) তাহার হ্রাস হয় নাই।" ইংলণ্ডেও অপ্রিয় সত্যের আদর নাই।

বিবিধ।

অধ্যাপক জন ওয়াইজ ব্যোমযান অর্থাৎ বেলুন দ্বারা আটালাণ্টিক মহাসাগর পার হইবার কল্পনা করিতেছেন। তিনি ৬০ ঘণ্টায় মধ্যে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড কিম্বা আয়রলণ্ডে উপস্থিত হইতে পারিবেন অনুমান করিতেছেন। নিউইয়র্ক ডেলি টেলিগ্রাফিক সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষেরা বেলুন নির্ম্মাণ প্রভৃতির সমস্ত ব্যয় প্রদান করিবেন বলিয়াছেন। ব্যয় প্রায় ২০০০০ টাকা হইবে। বর্ত্তমান ২০শে সেপ্টেম্বর ব্যোমযান ছাড়িবার কথা হইতেছে।

কাবুলের আমীরের পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহার মন্ত্রিরা তাঁহার পুত্র হিরাটের শাসন-কর্ত্তা সর্দ্দার মহম্মদ যাকুব খাঁকে কাবুলে আহ্বান করিয়াছেন। দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, যে আমিরের অন্যতর পুত্র সর্দ্দার আবদুল্লা জানের মাতা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কাবুলে এক্ষণে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর হিতচিকীর্ষু হইয়া নিম্ন লিখিত সংবাদটী সংগ্রহ করিয়া প্রকটিত করিলাম। একদা রুশীয় সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডার ওয়ারসা নগর দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, কর্ম্মচারীরা মহাবিভ্রাটে পড়িলেন। নগরের রাস্তা ও গলি সকল নিতান্ত অপরিষ্কার এবং স্থানে স্থানে কর্দ্দম চাঁচিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখা হইয়াছিল। সম্রাট শীঘ্র আসিবেন সুতরাং সে গুলি স্থানান্তর করিবারও সময় নাই। চতুর

পুলিস তৎক্ষণাৎ রাস্তার ধারের বাটী সকলের জানালা ও দরজা খুলিবার আদেশ দিলেন এবং রাস্তার যত ময়লা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিলেন! কি প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব! আজি কালি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমাদিগের কমিসনরেরা এ ঘটনাটি যেন বিশেষ করিয়া মনে রাখেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

সাহাবাদের অফিসিএটীং ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর বাবু মেদিনী প্রসাদ সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

অফিসিএটিং ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর বাবু নবীন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়দ্দিনের জন্য ২৪ পরগণান্তর্গত বসীর হাট বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

বাবু মহানন্দ গুপ্ত মেদিনীপুরের ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পাবনার ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর বাবু মহেন্দ্র নাথ বসু পুনর্ব্বার রাজসাহীতে বদলি হইলেন।

মালদহের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয় কুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তর-লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিসনর কাপ্তেন এচ, জে, পিট সাহেব সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গড্‌ফ্রি সাহেব কিছুদিনের জন্য কটকে বদলি হইলেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা নিম্ন লিখিত বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী, হইলেন;—

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ডায়মণ্ড হার্বার চব্বিশ পরগণা;
" রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—জেনিদহ এবং মাগুরা, যশোহর;
" সূর্য্য কুমার সেন—বনগাঁ—নদীয়া;
" গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়—বারাশত, চব্বিশ পরগণা;
" আনন্দ প্রসাদ সেন—নড়াল—যশোহর;
" ভৈরব নাথ পালিত—যশোহর;
" হীরালাল বিশ্বাস—রাণাঘাট—নদীয়া।

অফিসিএটিং দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে পসফোর্ড সাহেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্স বাজারের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এ, ডবলিউ কক্রেণ সাহেব প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আর্ম্‌ষ্ট্রং সাহেবের অনুপস্থিত কালে সহকারী মাজিষ্ট্রেটও কালেক্টর এ, এচ, হেগার্ড সাহেব বক্সার বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

এস, জে, নিউবারি সাহেব মুঙ্গেরের, বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় হাবড়ার, এবং এস, বি, রচফোর্ড সাহেব কুমিল্লার মিউনিসিপাল কমিসনর হইলেন।

বাবু মথুরা মোহন পাঁড়ে, ভুয়ান গোলাম মোস্তফা খাঁ এবং এফ, জি, ক্রুকস্ বালেশ্বর ডিষ্ট্রিক্ট রোড সেস কমিটীর সভ্য হইলেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি কোদালিয়া গ্রামে একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে উহার যেরূপ ছাত্র সংখ্যা হইয়াছে, রীতিমত বন্দবস্ত হইলে বিদ্যালয়টী নিশ্চয়ই স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। উক্ত গ্রামে এইরূপ বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ছিল, এক্ষণে গ্রামস্থ কয়েক জনের যত্নে সেই অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কিন্তু অর্থাভাবে অদ্যাবধি ইহার গৃহ নির্ম্মাণ না হওয়াতে বালকদিগের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এক্ষণে গ্রামস্থ কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। গৃহ নির্ম্মাণার্থে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। প্রসিদ্ধ দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী উহার সাহায্যার্থে কুড়ি টাকা ও তুষভাণ্ডারের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন রায় চৌধুরি মহাশয় কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন। এক্ষণে অন্যান্য দেশহিতৈষী মহোদয় গণ কৃপা করিয়া এই মহৎ কার্য্যের সাহায্যার্থে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া কোদালিয়া ও তৎসন্নিহিত গ্রাম সকলের মহোপকার সাধন করেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

বারুইপুর।

কিছু দিন হইতে বারুইপুরে যে ভয়ানক বাত্যা উত্থিত হইয়া সমস্ত প্রদেশকে আন্দোলিত করিয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় তাহার এক প্রকার উপশম হইয়াছে। বারুইপুরের বর্ত্তমান ডেঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র পাল ও তত্রত্য প্রবল জমীদার বংশ এই দুই পক্ষ উক্ত গোলযোগের মূল কারণ। একপক্ষ দয়াবতী মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া অবস্থা ও পদ নির্ব্বিশেষে ধনী নির্ধন, সবল দুর্ব্বল সকলের প্রতি সমভাবে ন্যায় দণ্ড চালনা করিতে ইচ্ছুক ও দুষ্টের অনধিকার চর্চ্চা নিবারণ পূর্ব্বক যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট ও অধিকারী রাখিতে চেষ্টাবান; অপরের আন্তরিক ইচ্ছা দুর্ব্বলের শোণিত পান করিয়া উদর পূর্ত্তি করিবে এবং অন্যের সুখ সম্পদ আপনাদের স্বার্থের চরণে বলিদান দিয়া সুখী হইবে; সুতরাং অচিরে এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতির সংঘর্ষণে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে লাগিল। নানাপ্রকার ছলে বলে ডেপুটী বাবুর মিথ্যা নিন্দাবাদ ঘোষিত হইতে লাগিল, আদালত সকল এই বৈরনির্য্যাতনের উপায় হইল। সংবাদ পত্র সকলও এই সংবাদ দেশ বিদেশে বহন করিতে লাগিল। অপর দিকে ডেপুটী বাবুও তাঁহার শিকারকে জালে বদ্ধ করিবার জন্য অল্পে অল্পে দড়ী টানিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক দিনের গজ কচ্ছপের যুদ্ধের পর, একে একে অসত্যের সকল অস্ত্র বিফল ও অবশেষে সত্যের জয় পতাকা উড্ডীয়মান দেখিতেছি। সব্ ডিবিসনের উচ্ছেদ কল্পনায় প্রজাবর্গ যে শঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাও দূর হইল। এক্ষণে চতুর্দ্দিক প্রশান্ত ও সুস্থির। এই অনুকূল অবস্থায় মন স্বভাবতই পূর্ব্বাপর ঘটনার ফলাফল চিন্তনে নিযুক্ত এবং ভাবী মঙ্গলের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে যত্নবান্ হয়।

১। উক্ত ঘটনা হইতে প্রধান রাজ পুরুষদিগের জন্য একটী সঙ্কেত পাওয়া যাইতেছে। এই সব ডিবিজনে অনেক কৃতবিদ্য ও দেশীয় ও বিলাতীয় ডেপুটীর শুভাগমন হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শপথ পূর্ব্বক যে গুরুভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, পক্ষপাত শূন্য হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সাহসী হন নাই। যদি দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করা মফঃস্বলে সব ডিবিজন খুলিবার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এককালে গবর্ণমেণ্ট উক্ত কর্ম্মচারীদের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যেখানে শক্ত লোকের ভয় বা স্বার্থ হানির আশঙ্কা দেখিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হওয়া অপরিণাম দর্শিতা বিবেচনা করিতেন। যাহাহউক ধন্য ঈশ্বরকে, যে

অবশেষে আমরা একজন প্রজাহিতৈষী এবং প্রভু ভক্তকর্ম্মচারী পাইয়াছি। এই বিষয়টী এত বিশেষ রূপে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্ট যদি দেখিতে চান যে মফঃস্বলে তাঁহার আদেশ সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে? তাহা হইলে মফঃস্বলস্থ হাকিমদের বিদ্যা বুদ্ধির গৌরব না করিয়া, বাস্তবিক প্রজার মঙ্গল উদ্দেশে কে সকলের প্রতি সুবিচার বিধান করিতে প্রাণপণ করিতেছে ইহা দেখিয়া তাহারই পদোন্নতি ও উৎসাহ বর্দ্ধন করা উচিত।—

ভারত সংস্কারকের প্রতি ভারতের উক্তি।

সঙ্গীত।

এস, দেশ-হিতৈষি হে! করিব বরণ!
ভারতের চির-দুঃখ করো বিমোচন! ১
কত দুঃখে দুঃখী আমি, জানেন অন্তরযামী,
ভূ-ভারতে ভারতের কেহ নাহি হে আপন! ২
কাহারে মনের কথা কহিয়ে, জুড়াই ব্যথা,
অভাগীর দুঃখ-ভাগী হবে কোন্ জন?
কে আর আয়াস লয়ে, অকূলে কাণ্ডারী হয়ে
নিরাশ-নীরধি-নীরে করিবে, বল, রক্ষণ! ৩
কহিতে বিদরে হৃদি, পুত্র যত গুণ-নিধি,
অতুল্য অবনী—তলে, অমূল্য রতন!
পোড়া কপালীর ভাল, কখনো হলো না ভাল,
বিবাদী হইয়া কাল অকালে কৈল গ্রহণ। ৪
বহুদিন অনাথিনী, গতি হীনা, কাঙ্গালিনী,
চির দিন শোকে, তাপে, দহিছে জীবন।
বঁধু নিদারুণ হয়ে, ধন, মান, প্রাণ লয়ে,
বিশ্বাস-ঘাতকী হয়ে, শেষে করিল বর্জ্জন। ৫
উপায় না দেখি আর, দোহাই বা দিব কার?
দুখী দেখে দয়া করে, কে আছে এমন?
জ্ঞানী, গুণী, ধনী যারা, গেলে,না আলাপে তারা
ভয়ে তাড়াইয়া দেয়, মরমে দিয়ে বেদন ।৬
"হত-ভাগা," "লক্ষ্মী-ছাড়া"—গালি মরণের বাড়া,
বরম তা সহ্য হয়, সময় যেমন!
কিন্তু কালিকার যারা, উপহাস করে তারা,
"অসভ্য," "অজ্ঞান," বলে,ঘৃণায় পোড়ে জীবন।৭
মুখ চাও'া, ছেলে যত, বেঁচে আছে এতাবত,
বিশেষ তা-দের জন্য আরো জ্বলাতন।
রামের লবণ খান, রাবণের গুণ-গান,
কে জানে পেটের শত্রু পোড়াবে কোরে এমন? ৮
কত যত্ন, সহকারে, ভিক্ষা মেগে দ্বারে দ্বারে,
খাও'য়ে পরায়ে করি মানুষ মতন!
এখন মানে না আর, একি কাল চমৎকার!
বরঞ্চ, আমার করে ছলে দোষ উদ্ভাবন ।৯
বৃথা সভ্যতাভিমানে, আপনারে ধন্য মানে,
অপমান করে মম-কত অকারণ।
বাছাদের সভ্য-হার, "দোউড়" কে দেখে আর!
লজ্জা পান "মা" বলিয়া, করিবারে সম্বোধন। ১০
বিধাতা আমায় বাম, ছেলে গুলি তাই শ্যাম,
কি করি, না হয় বর্ণ, মনের মতন!
আমার কি সাধ নাই, "গৌরাঙ্গ" সন্তান পাই,
অদৃষ্টের কলঙ্ক, বলো, কে করে খণ্ডন। ১১
এই অপরাধে যদি, পুত্র গণ নিরবধি
পাপ চক্ষে দেখে মোরে, বালাই যেমন।
তবু না দুঃখিত হব, আমারি তো ছেলে সব,
সুখে থাক্ তারা দেখে জুড়াবে প্রাণ, নয়ন ১
অবগত ছেলে যারা, রোগে রোগে হলো সারা,
ঔষধ পথ্য অভাবে ত্যজিছে জীবন।
দুষ্ট যত অত্যাচারী, দুরদৃষ্ট সে আমারি,
বাঁচে কি মায়ের প্রাণ, কোরে সব দরশন। ১৩
একে তো কুসংস্কার, দুরাচার দেশাচার,
করিতেছে অহর্দিন অন্তর-পীড়ন।
মণি কাঞ্চনের প্রায়, কু-শিক্ষায় যোগ তায়
উপায় না দেখি আর, বলো, কি করি এখন! ১৪
কত স্বার্থ-পর নরে, মম উদ্ধারের তরে,
দেখাইয়া "অতি ভক্তি—চোরের লক্ষণ।"
কোথায় কে গেল আর, কিছু নাহি সমাচার,
দেখা হলে কোন কালে, ছলে করে পলায়ন। ১৫
তুমি মিত্র হিত-আশী, তাই তোমা ভাল বাসি,
দুখিনীর উপহার করো, হে, গ্রহণ!
প্রসন্ন নয়নে চাও, ফিরে ভাল বাসা দাও,
বুঝিব বন্ধুর কায করিতে পার কেমন। ১৬
অনুকূল তব প্রতি, হউন জগত-পতি,
করুণ তোমার শুভ কামনা পূরণ।
ভারত-হিতাশী হও, ভারতের ভার লও,
ভারতের অর্থে করো মন, প্রাণ সমর্পণ। ১৭

বিজ্ঞাপন।

বড়িশা সংস্কার সভা।

বড়িশা সংস্কার সভার সভাগণ তত্রস্থ বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন এবং পুস্তকাদি দিয়া নিরুপায় বালক দিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা আশা করেন যে দেশীয় পুস্তক প্রণেতা এবং সহৃদয় দাতৃগণ স্বপ্রণীত পুস্তকাদি বা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবেন।

বড়িশা সংস্কার সভা ১৭ আগষ্ট ৭৩ } শ্রী উপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী। সম্পাদক।

হেমপ্রভা নাটক।

মূল্য ॥০ আনা।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে বেনার্জি ব্রাদার্স, ও তৎপার্শ্বস্থ সকল লাইব্রেরীতে প্রাপ্য।

শান্তি জল।

অশান্ত চিত্তের শান্তি অর্থাৎ সংসারী, উন্মত্ত, রোগী, শোকার্ত্ত, পাপী, তাপী ও দীনহীন গণের সান্ত্বনা। শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। মূল্য আট আনা। গ্রাহকগণের নাম আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না এবং কলিকাতায় ছয় আনা মূল্যে প্রদান করা হইবে।

কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।
পটলডাঙ্গা—বেনেটোলা লেন ২৫ নং।
শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র বসু।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং প্রবন্ধ সকল পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি সকল প্রকটিত হইবে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব ও প্রবচন সকল সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছে:—

অগ্রিম বার্ষিক (মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে না)। ... ... ৩ টাকা।
" ষাণ্মাসিক ... ১৸০
" ত্রৈমাসিক ... ১
প্রতি সংখ্যা ... ... ।৶০

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ ১লা ভাদ্র } প্রকাশক।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২।৶০
মাসিক	৸০	৸৶০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে; প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে মরা প্রাপ্ত হইব।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ, ২৩ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০— ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার। ১৮৭৩—১৯শে সেপ্টেম্বর | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭॥০ টাকা।

সূচী।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে কর্ম্মচারীদিগের অবকাশ থাকিবে, অতএব আগামীবারের পর সপ্তাহে ভারত সংস্কারক মুদ্রিত হইবে না, গ্রাহক মহাশয়েরা আমাদিগকে এক সপ্তাহের অবকাশ দিবেন।

গ্রাহক মহাশয়দিগকে আমরা বিশেষ করিয়া জানাইতাম না, কিন্তু না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না, এ সময় যাঁহার যে মূল্য দেয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

পূজার ছুটীর মধ্যে যাঁহাদিগের ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া কাগজ পাঠাইতে হইবে, আমাদিগকে সত্বর সংবাদ লিখিবেন।

সপ্তাহ।

অদ্য সর জর্জ ক্যাম্বেল হাজারীবাগে যাত্রা করিতেছেন।

নদীয়া জেলায় পূর্ণ মাত্রায় রোডশেস্ আদায় হইবে। রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্টে অৰ্দ্ধ হারে এবং হাজারীবাগে ৸০ আনা অর্থাৎ চারিভাগের তিন ভাগ হারে সংগৃহীত হইবে।

আগামী ২০ এ সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৪ টার সময় টাউন হলে 'ভারতবর্ষের সাধারণ অশ্লীলতা নিবারণী' সভার রীতিমত প্রতিষ্ঠা হইবে। ডাক্তর জর্জ স্মিথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। বাবু কেশব চন্দ্র সেন, চন্দ্র শেখর মুখো, কালীচরণ বন্দ্যো এম এ, মুনসী সায়েদ আমীর আলী, আর এস্ মনক্রিফ, জে উইল্‌সন্ এবং কে এস মাকডোনালড সাহেব সভাস্থলে বক্তৃতা করিবেন। আমরা আশা করি, দেশহিতৈষী সকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সভার উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম এডেড স্কুলের শিক্ষকদিগের প্রতি সর জর্জ ক্যাম্বেল দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী ২২এ সেপ্টেম্বর হইতে এডেড স্কুলের বিল মঞ্জুর করিবার অনুমতি হইয়াছে।

তারকেশ্বরের মোহন্ত ও নবীন উভয়েরই বিচার হাইকোর্টে গিয়াছে। সে দিন মোহন্তের বারিষ্টার একটী 'ফাঁকি' করেন যে এ মোকৰ্দ্দমা সেসনে হইতে পারে না, কেন না নিম্নস্থ উপযুক্ত আদালতে অগ্রে বিচার হয় নাই। তারকেশ্বর শ্রীরামপুর উপবিভাগ এবং হুগলী বিভাগের অধীন, অতএব হয় শ্রীরামপুরের নয় হুগলীর খোদ মাজিষ্ট্রেট ইহার বিচারের অধিকারী, কিন্তু হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট অনধিকার করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে অনুমতি দিলে হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি না লিখিয়া মুখে মুখে বলিয়াছিলেন, তাহা আদালতের গ্রাহ্য হইতে পারে না। মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার জয়েণ্টের এতদূর বিদ্যা ছিল না, জজ সাহেবও মহা বিপদে পড়িয়া অবশেষে মোকৰ্দ্দমাটী ফাঁসিয়া দিলেন। এখন হাইকোর্টের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, মোহন্তের বিচার দায়রাতে হইবে না ফিরে মাজিষ্টরীতে যাইবে। ধন্য আইনের খোঁচ! যাহা হউক সে দিন যে লোকারণ্য হইয়াছিল, ছেলেরা বিচার করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জজ সাহেবের নিকট নবীনের খুনি মোকৰ্দ্দমা হয়। জুরীরা অন্য কোন সাক্ষী না পাইয়া এবং নবীনের হত্যাটী সাময়িক ক্ষিপ্ততার কার্য্য বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলেন। জুরীদিগের অনুমতি পাঠ হইবা মাত্র চারিদিকে আনন্দ ধ্বনি এত বিস্তারিত হইয়াছিল যে তাহা থামাইতে এক কোয়াটারের অধিক সময় গত হয়। পরে জজ সাহেব অনেক ভাবিয়া বলিলেন জুরীরা নির্দ্দোষী বলিতেছেন, কিন্তু আমার মতে নবীন দোষী, অতএব হাইকোর্টে মীমাংসার ভার অর্পণ করা হইল।

কোন্নগরের শ্যামা তেওরুণীর বাটীতে ডাকাইতি করিয়া যে ১৩ জন ধৃত হয়, গত বুধবার হুগলীর সেসন

আদালতে তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে। ৬ জনের ১০ বৎসর করিয়া মেয়াদ হইয়াছে; নাক কাটা মধু ও তাড়ী ওয়ালা এই দুই জনের দোষ কিছু কম বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইবে; যে ব্যক্তি বাঁকুড়া হইতে ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করে, সে জজের আদালতে অস্বীকার করাতে হাইকোর্টের বিচারে আপত্তি হইয়াছে, অবশিষ্ট ৪ জন খোলসা পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের উপর মাস তদারকী অনুমতি হইয়াছে। দণ্ড প্রাপ্ত ৬ জনের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে টাকা আদায় হইবে তাহাহইতে ৩০০ টাকা তেওরনীকে দেওয়া হইবে এবং যে তেওরেরা ডাকাইত ধৃত করে তাহাদিগকেও পুরস্কার করা হইবে।

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টর জেনারল (যিনি এক্ষণে ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিস সমূহের ডিরেক্টার জেনারলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন) হগ সাহেব ও তাঁহার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে লইয়া সংবাদ পত্র সকল ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোরতর আন্দোলন করিতেছেন। ইহার বৃত্তান্তটী এই:—

অনেক দিন হইল হগ সাহেবের সন্দেহ হয়, তাঁহার স্ত্রী বানারসের কমিসনর কর্ডারী সাহেবের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছে। বিশেষ তথ্য জানবার জন্য তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে কর্ডারী সাহেব বিলাতে চলিয়া যান। এই সময়ে কর্ডারী সাহেবের নামে তাঁহার স্ত্রীর হস্ত লিখিত এক খানি পত্র পোষ্ট আফিস হইতে হগ সাহেবের হস্ত গত হয় এবং তাহাতে গাঢ় প্রণয় সূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। ইহার অনতিবিলম্বে বিবী হগ ৩টী সন্তান সমভিব্যাহারে বিলাত প্রস্থান করেন এবং কর্ডারীর সহিত মিলিত হন। হগ সাহেব বিলাতেও চর নিযুক্ত করিয়া অনেক সংবাদ জানিতে পারেন। অতঃপর তিনি বিলাতে গিয়া স্ত্রী পরিত্যাগ (ডাইবোর্স) জন্য আদালতে প্রার্থনা করেন এবং স্ত্রীর ব্যভিচারিতা সপ্রমাণ করেন, তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে।

এক্ষণে ইংলিসম্যান সম্পাদক প্রভৃতি অনেক ইংরাজ হগ সাহেবের উপর জাতক্রোধ হইয়া 'তিনি পোষ্ট আফিস্ হইতে তাঁহার স্ত্রীর লিখিত চিটী আত্মসাৎ করাতে ঘোরতর অপরাধী ও দণ্ডার্হ' বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। কেবল ইহা নহে তাঁহারা ব্যভিচারিণীর স্বপক্ষে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। হগ সাহেব এ প্রকারে চিটী ব্যবহার করাতে কিছু দোষ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তাঁহার 'উপর ওয়ালাকে' জানাইয়া করিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহার ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির এ দোষ মার্জনীয়। এখন ব্যভিচারিণীর হইয়া যে ইংরেজেরা লড়িতেছেন তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতির আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। তাঁহারা তারকেশ্বরের মোহন্তের জন্য ওকালতী করিতে দণ্ডায়মান হউন, অসভ্য বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের পায় নমস্কার করুক।

ভারত সংস্কারক।

দেশীয় শিল্পোন্নতি।

এ দেশে বিলাতী শিল্প সকলের যেরূপ আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে অল্পকাল মধ্যে দেশীয় কোন কারীগিরির চিহ্ন থাকিবে না এবং আমাদিগকে জড় হইয়া সম্পূর্ণ রূপে পরের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে এ আশঙ্কা সহজেই হইতে পারে। আমাদিগের অস্ত্র, শস্ত্র, কাগজ, কলম, লবণ, বস্ত্র, ঔষধ ও ছত্র প্রভৃতি অনেক দিন হইতে ইংলণ্ডীয় বণিকদিগের এক চেটিয়া সম্পত্তি হইয়াছে, ইহার উপরে আবার শুনিতে পাই আজি কাঁসারীদিগের, কালি কুমারদিগের অন্ন উঠিবার আয়োজন হইতেছে, কি না হইবে কিছুই বলা যায় না। ইউরোপীয় বণিকগণ দিন দিন আমাদিগকে অলস ও বিলাসী করিয়া তুলিতেছেন এবং দুঃখী ভারত সন্তানদিগের মাথায় হাত বুলাইয়া টাকা গুলি লইয়া যাইতেছেন। এই পাশ্চাত্য সভ্যদিগের আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কিন্তু ইহা আমাদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় শিল্পকারগণ যদি আপনাদিগের শিল্পের উন্নতি করেন; সিবিলিয়ান হইবার জন্য অনেকে যেমন বিলাতে যান, শিল্পকার হইবার জন্য যদি সেইরূপ গমন করেন; এখানকার সম্পন্ন লোকেরা যদি নানাবিধ কল স্বদেশে আনয়ন করিয়া দক্ষ লোকদিগকে উৎসাহ দান করেন, তাহা হইলেই আমরা একটী মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাই। কিন্তু সে পক্ষে কে যত্ন করিবে? যাহাহউক এ সময়ে এবিষয়ে যিনি যতটুকু চেষ্টা করিতে পারেন, তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র সন্দেহ নাই।

কয়েক মাস হইল বোম্বাই প্রদেশে কতকগুলি দেশীয় লোক সূতার কল আনয়ন করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতেছেন শুনিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলাম। আমরা মধ্যস্থ পত্রে অবগত হইলাম, সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী একটী 'রয়াল প্রেস' প্রস্তুত করিয়াছেন। এ সংবাদটী আমাদিগের যে কতদূর আনন্দকর, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা পাঠকগণের বিনোদনার্থ উক্ত পত্র হইতে এতৎ সংক্রান্ত এই বিশেষ বিবরণটী উদ্ধৃত করিলাম।

পাথুরিয়াঘাটার অন্তর্গত মণ্ডল ষ্ট্রীটে ১৮ নং বাটির অধিকারী বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই রয়েল যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এদেশে যাহা নাই, বিলাত হইতে আইসে, ইনি সেই অভাব মোচনে চিরকাল ব্রতী। তিনিই এদেশের সোডা ওয়াটারের কল প্রথম গঠন ও স্থাপন করেন। বিলাত হইতে কোক্ কয়লার আমদানি হইয়া এদেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়, ইহা দেখিয়া তিনি বহুযত্ন, ব্যয় ও পরিশ্রমে এদেশেই উহা প্রস্তুত করিতেছেন। আরো দুই এক বিষয়ে তাঁহার ঐরূপ উন্নত প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। লৌহ মুদ্রাযন্ত্রের নির্ম্মাণকৌশল এদেশে আবিষ্কার ও প্রচলন করাতে তিনি আমাদের নিকট আরো নমস্য হইতেছেন।

ভরসা করি, মুদ্রাকার মহাশয়েরা তাঁহার দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার গুণের সমুচিত উৎসাহ দান করেন।*** এই কার্য্যে তাঁহার সহিত আর দুই ব্যক্তির নামোল্লেখ আবশ্যক। বাবু মাধবচন্দ্র বসাখ মহাশয়ের আর্ম্মাণি ঘাটস্থ প্রসিদ্ধ লৌহকারখানায় তাঁহার অধ্যক্ষতাধীনে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, অতএব তিনি এবং তাঁহার যে মিস্ত্রী এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে এই দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, সে ব্যক্তিও বিশেষ প্রতিষ্ঠার যোগ্য। আমরা ঐ মিস্ত্রীর [illegible]স দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে তাহার গুম্ফোদ্ভিন্ন হয় নাই। এই অল্প বয়সে তাহার তৎপরতা ও লঘুহস্ততা দর্শনে আমরা বারম্বার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

যৎকালে এই যন্ত্রে প্রথম ছাপা হইল, সে সময় আমাদের ও যন্ত্রনির্ম্মাতার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকাতে একটা সমারোহের ব্যাপার পড়িয়া গেল। সকলেই দেখিলেন, সর্ব্ব বিধায়ে সন্তোষজনক রূপে এই যন্ত্র মধ্যস্থ পত্র ছাপিয়া দিল। সকলেই বলিতে লাগিলেন "বাঙ্গালী না পারে এমন কাজ কৈ ?" এই কার্য্যটী সামান্য অনুকরণের ফল বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা বিবেচনায় মগ্ন প্রায় ব্যক্তির তৃণা শ্রয়বৎ ইহাতেই দুর্ভাগা হিন্দুসন্তানের মনে দেশের ভাবী শিল্পোন্নতির আশা জন্মিয়া মহা সুখের বিষয় হইতেছে !

আমরা আনন্দ বাবুকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করি। দেশীয় কারিকরগণ ইঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করুন, দেশহিতৈষী মহোদয়গণ ইঁহার গুণের যথোচিত পুরস্কার ও উৎসাহ দান করুন।

লবণ।

বিগত বর্ষে ৮২,৮৭,০৩০ টাকার লবণ ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে। কোথা হইতে আমদানি হইল ? আর কোথা হইতে,—যে দেশের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা স্রোত প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিতেছে—যে দেশের নিকট অশেষ উপকারের জন্য এদেশ চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ, সেই উপকারী ইংলণ্ড ৮৩ লক্ষ টাকার লবণ বৎসর বৎসর পাঠাইয়া এ দেশকে রক্ষা করিতেছেন ! ভারতবর্ষে অবশ্যই লবণের প্রয়োজন। এক দিন যদি লবণ না থাকে, ভারতবর্ষ তজ্জন্য হাহাকার করিবে সন্দেহ কি ? এমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী যে দেশ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দেন, তৎপ্রতি কে না কৃতজ্ঞ হইবেন ? হে পাঠক ! তুমি কি কৃতজ্ঞ হইবে না ? না তুমি এখনো কৃতজ্ঞ হইতে পার না। আর কিছু দিন গেলে—যখন এ দেশের লোক এখানকার সহজ সুলভ অতি সামান্য দ্রব্য দ্বারা লবণ প্রস্তুত করিতে ভুলিয়া যাইবে, যখন ইংলণ্ড এক দিন লবণ না পাঠাইলে তুমি অন্ধকার দেখিবে, তখন তুমি কৃতজ্ঞ হইতে পারিবে, কিন্তু এখন পারিবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে বিপুল পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত। সেই লবণ সমস্ত ভারতবর্ষের অভাব পূরণ করিত। এখন ৮৩ লক্ষ টাকা পণে যে লবণ ইংলণ্ড হইতে ক্রয় করিয়া আনা হইতেছে, অতি অল্প দিন পূর্ব্বে তাহা এদেশের দ্রব্য জাত মধ্যে গণ্য ছিল ও বিনা পণে অনায়াসে লব্ধ হইত। ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য আইনের বিধানে, এখানে লবণ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং আমাদিগকে ইংলণ্ড হইতে তাহা ক্রয় করিয়া আনিতে বাধ্য করা হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সুসভ্য ইংলণ্ড আর কত দিন এরূপ অন্যায় আচরণে কলঙ্কিত থাকিবেন ? যে দেশে স্বভাবতঃ অতি সহজ উপায়ে প্রকৃতির অজস্র ভাণ্ডার হইতে অপর্য্যাপ্ত লবণ লব্ধ হইতে পারে, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সেই দেশকে ইংলণ্ডের স্বার্থ জন্য পরভাগ্যোপজীবী হইতে হইয়াছে। ইংলণ্ড যদি দেখিতে পান, যে নেমক পোক্তান উঠিয়া যাওয়াতে এ দেশের নিম্ন শ্রেণীস্থ কত লোক অন্নাভাবে কিরূপ দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই ক্রন্দন করিবেন সন্দেহ নাই।

অশ্লীলতা নিবারণী সভা।

আমরা একদিকে যেমন আনন্দচিত্তে স্বজাতির সদ্গুণ সকলের গৌরব করিব, অন্যদিকে তেমনি কঠোর হৃদয় হইয়া স্বজাতির দোষ সকলের প্রতিবাদ করিব, ইহা না হইলে কখন স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। আমাদিগের দোষ সকলের মধ্যে অশ্লীল ভাষাপ্রিয়তা একটী প্রধান দোষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই এ দোষ কিছু না কিছু পরিমাণে আছে এবং তাহা স্থল বিশেষে ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশ পায়। বা[illegible] পরস্পর বিবাদ কলহের সময় ইহারা আপনাদিগের সুকুমার জিহ্বাকে কলঙ্কিত করে, বয়স্কগণ ইহা লইয়াই অধিকাংশ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করেন, স্ত্রীলোকগণ তামাসা স্থলে ও পারিবারিক শুভানুষ্ঠানে ইহাদ্বারা আপনাদিগের রসজ্ঞতার পরিচয় দেন এবং বৃদ্ধগণ কি তামাসা, কি ভৎর্সনা, কি ব্যাবসায়িক কথোপকথন সকল স্থলে সুযোগ পাইলেই ইহাতেই জিহ্বাকে শিথিল করিয়া দিয়া আপনাদিগের পুরুষার্থের পরিচয় দিয়া থাকেন। অধিক দিন নয়, এ দেশে বসন্তোৎসব, কবি ও খেঁড় গান প্রভৃতি জঘন্য ব্যাপারে ভদ্র লোকেরাও অসঙ্কোচে ও উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, তাহাতে আমাদিগের জাতীয় দুর্ব্বলতার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্লীল ভাষা আমাদিগের এতদূর অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে যে অনেক কৃতবিদ্যও ইহার মায়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, বরং কেহ ইহার প্রতিপক্ষ হইলে একটী সুখের পথ রুদ্ধ হইবে ভাবিয়া খড়্গহস্ত

হইয়া দণ্ডায়মান হন। অশ্লীল ভাষা প্রিয়তা হইতে অশ্লীল পুস্তক পাঠে অনেকের স্বভাবতঃ রুচি দেখা যায় এবং বঙ্গদেশে অশ্লীল ভাষার প্রসূতি গ্রন্থকারগণেরও অভাব নাই।

অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বলেন অশ্লীল ভাষার সহিত পরিচিত হইলেই কি চরিত্র মন্দ হয়? তাঁহারা মিল্‌টনের দোহাই দিয়া বলেনঃ—

"The mind is its own place,
It can make a hell of heaven or a heaven of hell"

মন যার মন্দ সে স্বর্গকে নরক করিতে পারে এবং মন যার ভাল সে নরককেও স্বর্গ করিতে পারে।

ইহার উত্তর স্থলে আমরা বলিতে চাই যে মিল্‌টন এ উক্তি সয়তানের মুখ হইতে বিনির্গত করিয়াছেন। যদি পূর্ণ পাপের অবতার সয়তান কেহ থাকে, তাহার মুখে একথা শোভা পায়, অথবা অন্যপক্ষে পূর্ণপবিত্র ঈশ্বরে ইহা প্রযোগ করা যাইতে পারে। বাহ্য অবস্থায় মনের কোন পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে পারে না, পরিবর্ত্তনশীল মানব স্বভাব ধারণ করিয়া কে একথা বলিতে সাহসী হইবেন? যাঁহারা অশ্লীল কথা উচ্চারণ বা পাঠ করেন তাঁহাদিগেরই চরিত্র মন্দ একথা আমরা বলি না। অনেকে কুৎসিত অভ্যাস বশতঃ মনে কুভাব না থাকিলেও ইতর ভাষা অবাধে ব্যবহার করেন, অথচ অনেক ভদ্রবেশধারী সভ্য ভব্য অপেক্ষা তাঁহাদিগের চরিত্র দৃঢ়। ইহা হইলেও কুকথা হইতে যে কুভাবের উদ্রেক হইতে পারে এবং যাঁহারা কুৎসিত কথায় অনুরক্ত, কুৎসিত ভাবও যে তাঁহারা সহজে আলিঙ্গন করিতে পারেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কেহ কেহ এরূপ যুক্তি করেন অন্যান্য রস যেমন স্বাভাবিক এবং আমাদিগের উপভোগ্য, আদিরসও সেইরূপ, যাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করেন তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত এবং মনুষ্য স্বভাবের বিলোপসাধনেচ্ছু, তাঁহাদের চেষ্টা কখন সফল হইবে না। স্বাভাবিক কোন বৃত্তির বিলোপ করিতে আমরা বলি না, কিন্তু এ দেশে যাহা 'আদিরস' বলিয়া পরিচিত, তাহাকে আমরা স্বভাবের বিকার অথবা অস্বাভাবিক স্পৃহা বলি। আমাদিগের মনে নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অধীন হইয়া চলা আমাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক বা প্রশংসনীয় নয়। তারকেশ্বরের মোহন্তকে কেন সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিসম্পাত করিতেছে? সে ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অধীন হইয়াই কার্য্য করিয়াছিল। মূল কথা এই, আমাদিগের সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা শাসন করিতে হইবে, নতুবা তদ্দারা জগতের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই। অশ্লীলতা স্বভাবের বিকার, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ইহাকে দমন করিতে হইবে। বিশুদ্ধ প্রণয় রস যাহা স্বাভাবিক, যাহা সদ্ভাবের প্রতিপোষক, যাহা হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধক, যে তাহার হন্তা হইতে চাহিবে, আমরা তাহাকে মানবকুলদ্বেষী বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিব।

অনেকের আর একটী অসার যুক্তি এই যে যখন সেক্‌ষপিয়র, হোমার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অশ্লীল কথা রহিয়াছে এবং সেই সকল পুস্তক সর্ব্বসাধারণের আদরণীয়, তখন যাঁহারা অশ্লীলতা নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা পাইবেন তাঁহারা উপহাসাস্পদ হইবেন মাত্র। অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন লেখকগণ অনেক উচ্চ ভাবের সঙ্গে অল্লাল্প নিকৃষ্ট ভাব যোগ করিয়াছেন, সেই উচ্চভাবের অনুরোধে নিকৃষ্ট ভাবও সংরক্ষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মনুষ্যগণের রুচির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সাধ্য তাহার সংশোধন হইতেছে, এবং হওয়া আবশ্যক। অধিক কি, যে বাইবেল পুস্তক ইউরোপীয়দিগের নিকট ঈশ্বরবৎ পূজ্য, তাহার মধ্য হইতে অশ্লীল অংশ সকল পরিত্যাগ করিয়া নূতন সংস্করণের প্রস্তাব হইতেছে। আমরা পুরাকালীন লেখকগণের রচনা মধ্যে অশ্লীলতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে তত দোষ দিতে পারি না, কারণ তাঁহাদিগের শিক্ষা, সংস্কার, সামাজিক অবস্থা অনেক পরিমাণে আমাদিগের হইতে বিভিন্ন ও নিকৃষ্ট ছিল। উত্তরকালের লোকেরা পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণমাত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু তাঁহাদিগের দোষ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে দূষিত করিতে হইবে ইহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ কথা।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পশ্চাৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি কলিকাতায় 'অশ্লীলতা নিবারণী' নামে একটী সভার উদ্যোগ হইতেছে, দেখিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি। দণ্ডবিধিতে অশ্লীল ভাষাদি ব্যবহারের দণ্ড ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্টে এদেশে উন্নত নীতির সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু দেশীয় লোকদিগের ঔদাসীন্য প্রযুক্ত তদ্দারা কোন ফল লাভ হইতেছে না। এতদিনের পর সমাজ সংশোধনের একটী প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হইতেছে। সভার উদ্যোগীদিগের মধ্যে হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি দেশীয় বিদেশীয় ভারতহিতৈষী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্র হইয়াছেন দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া বিজ্ঞের মত কাজ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা উৎসাহ ও দৃঢ়তা সহকারে অবলম্বিত কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হউন, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

মহারাণী ভারতের প্রতি এত উদাসীন কেন?

আমরা মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রজা বলিয়া কত গৌরব করি! যিনি সকল প্রজাকে আপনার সন্তানের ন্যায় দেখেন, যিনি গোপনে গোপনে দীন দুঃখীদিগের কুটিরে গিয়া আপনার অসাধারণ দয়ার পরিচয় দেন, যিনি সকল প্রকার সদ্গুণের আধার হইয়া সমুদায় পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে অনুরাগিণী আমরা এমত রাজ্ঞীর শাসনাধীন হইয়াছি এজন্য আপনাদিগের কত সৌভাগ্য জ্ঞান করি। আমাদিগের অনেক দুঃখ কষ্ট আছে বটে, এমন কি আমাদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য জাতি আর ভূমণ্ডলে আছে কি না সন্দেহ। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের সকল প্রকার গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, বিদেশীয় ব্যবস্থাপক ও শাসন কর্ত্তৃগণের অবিবেচনা জনিত কার্য্যের ও অত্যাচারের ফলভোগে বাধ্য হইয়াছি, নানাবিধ সামাজিক ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করিতেছি, দারিদ্র্য দাসত্ব ও হীননীতিত্বার অধীনতা অভ্যাস করিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতেছি। দেশের এ সকল দুর্দ্দশা ভাবিয়া যখন হৃদয় শোকে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন মনে সান্ত্বনা দি যে দয়াশীলা মহারাণী বিক্টোরিয়া জননী রহিয়াছেন, তিনি আমাদিগের সকল দুঃখ দূর করিবেন, তাঁহার জয় জয়কার হউক।

মহারাণীর গুণের কথা শুনিয়া আমাদিগের মনে যে আশা হইয়াছিল, আরো দুই একটি ঘটনায় সে আশা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র এডিনবরার ডিউক স্বয়ং আসিয়া স্বচক্ষে এদেশ দর্শন করিলেন, সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার নিকট আপনাদিগের অবস্থার কথা নিবেদন করিল, তিনিও রাজমাতার নিকট সকলের কথা বিশেষ করিয়া বলিবেন অঙ্গীকার করিলেন। মহারাণীর সহিত দুই একটী ভারত সন্তানের সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতেও এদেশের দুরবস্থা তাঁহার গোচর হইয়াছে। বিশেষতঃ আমরা যখন ভাবি ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে কত বড় মহৎ ও বৃহৎ দেশ, ইহা দ্বারা ইংরেজ জাতির এতদূর ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে যে ইহাকে তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটের সর্ব্বোজ্জ্বল মণি বলিয়া বর্ণন করেন তখন ভারতের বিষয় যে মহারাণী বিস্মৃত থাকিতে পারেন ইহাত কখনই বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না।

কিন্তু আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য! এতদিনের পর দেখিতেছি আমরা মনে মনে বৃথা গৌরব ও বৃথা আশা পোষণ করিতেছি। ফল দ্বারাই মনের অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়া থাকে, আমরা ফল-দ্বারা জানিতেছি মহারাণীর মনে আজও আমরা স্থান প্রাপ্ত হই নাই। মহারাণী পার্লেমেণ্টে বক্তৃতার সময় আপনার সকল মন্তব্য ব্যক্ত করেন, এ বৎসরের বক্তৃতায় তাঁহার অধীনস্থ আর সকল স্থানের বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের নামোল্লেখও করেন নাই!! এ সংবাদটী ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে যে কতদূর মর্ম্মপীড়ক কে তাহা অনুভব করিতে পারে? আমাদিগের সহস্র দুর্ভাগ্য থাকুক, যে রাজার রাজ্যে বাস করি আমাদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকিলে দুর্ভাগ্য মোচনের উপায় হইবে জানিয়া সকলি বহন করা যায়। কিন্তু রাজা আমাদিগকে স্মরণও করেন না, মহারাণী বিক্টোরিয়ার ন্যায় রাজ্যেশ্বরী আমাদিগের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত, ইহা ভাবিলে সকল আশা ও সান্ত্বনার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

আমরা কেবল একটী নিদর্শন পাইয়া এত আক্ষেপ করিতেছি না, আমাদিগের আক্ষেপের আরো কারণ আছে। কোম্পানির হাত হইতে ভারতের শাসন ভার যখন মহারাণী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, তখন এ দেশীয়েরা কত সুখোন্নতির আশা করিয়াছিল। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে ট্যাক্সের দায়ে অস্থির, ইহা ভিন্ন তাহারা আর কোন অবস্থান্তর দেখিতে পাইল না। প্রজাদিগের প্রতি রাজার অধিকতর স্নেহ দয়া ও সহৃদয়তার কোন পরিচয় পাইল না। এ সকল ঘটনাদ্বারা এইটী সপ্রমাণ হইতেছে যে এ দেশীয়েরা রাজার দৃষ্টি হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের অস্তিত্ব থাকা না থাকায় সমান। আর একটী এই যে এ দেশ লাভের বিষয় বলিয়া ইংলণ্ডের বোধ নাই। এদেশের সহিত কোম্পানির লাভালাভের সাক্ষাৎ যোগ ছিল, সুতরাং তাঁহারা ইহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারিতেন না, ইহার কল্যাণ করিয়া আপনারা দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। মহারাণীর রাজত্বে আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয় রাজনীতি সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এক ষ্টেট সেক্রেটারীর হস্তে ইহার সম্পূর্ণ ভার দিয়া পার্লেমেণ্ট ও মহারাণী নিশ্চিন্ত আছেন, তিনি যেমন তেমন করিয়া ইহার তত্ত্বাবধান ও কার্য্য সম্পাদন করুন্ তাহার উপর দেখিবার কেহ নাই। ইংলণ্ডের অধীনস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দেশের সুবিধি ও সুব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যের দোষোদ্ধার ও সুসংস্কার কিছুতেই হইতেছে না। যাহাহউক আমাদিগের এ ক্ষোভ বৃথা, ইহা কি আমাদিগের রাজ্যেশ্বরীর কর্ণগোচর হইবে? এখন আমরা দেশায় সকল লোককে অনুরোধ করি, আর তাঁহারা নিদ্রিত থাকিয়া কল্পনার সুখস্বপ্ন না দেখেন। সকলে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা

বলুন্ "মহারাণী ভারতের প্রতি এত উদাসীন কেন?" যাহাতে এই স্বর সাগর পার হইয়া তাঁহার কর্ণে উপস্থিত হয়, এমত করিয়া সকলে চিৎকার করুন্। আমরা আছি, তাঁহার সাহায্য চাহিতেছি জানিতে পারিলে দয়াবতার বিক্টোরিয়া আর কখন আমাদিগের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য।

ব্রিটিশ সম্রাজ্য ও অপরাপর বিদেশীয় রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের প্রতি বৎসর গড়ে ১০০,০০,০০,০০০ শতকোটী টাকার বাণিজ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার সমুদ্র তীরবর্ত্তী বাণিজ্যের মূল্য ২৫০০,০০,০০০ পঁচিশ কোটী টাকারও অধিক হইবে। যে সুবৃহৎ বাণিজ্য গঙ্গা ও তৎসদৃশ অন্যান্য স্রোতস্বতীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে লৌহবর্ত্ম ও জলযান সহযোগে সম্পাদিত হয়, তাহার মূল্য শেষোক্ত অঙ্কমধ্যে গণনা করা হয় নাই। বিগত মার্চ্চ মাসে যে বৎসরের শেষ হইয়াছে, সে বৎসরে উপরি উক্ত গড় পড়তা অপেক্ষা বিদেশীয় বাণিজ্যের মূল্য ৭,০০,০০,০০০ সাতকোটী টাকা হ্রাস হইয়াছে; ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরে কিন্তু ঐ পরিমাণ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৬৬ ও ৬৭ শালে টাকার অঙ্ক সর্ব্বোপরি উত্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় তুলার প্রবর্দ্ধিত রপ্তানি ও তাহার মূল্য স্বরূপ প্রভূত অর্থ সংগ্রহ হওয়াতে টাকার অঙ্ক প্রায় ১২৪,০০,০০,০০০ একশত চব্বিশ কোটীর সন্নিহিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শুদ্ধ তুলার হিসাবে ৪০ কোটী টাকার রপ্তানি হয়। পরে রপ্তানির পরিমাণ ও তুলার মূল্য প্রতি বৎসর কমিয়া ক্রমে বিগত বর্ষের হিসাবে ৬০২৭০০৫ মণ তুলায় ১৫,০২,২১,০৮০ টাকার অঙ্ক পর্য্যন্ত নামিয়াছে। এই পর্য্যন্ত হ্রাসের শেষ সীমা বলিয়া বোধ হয়। এতদপেক্ষা অধিকতর হ্রাস হইবার সম্ভাবনা অল্প।

ভারতের বিদেশীয় বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার ক্রমোন্নতিই লোকের দৃষ্টিপথে প্রতীয়মান হয়। ১৮১৩।১৪ সালে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের উপর একাধিপত্য করিতেন, তখন বাণিজ্যের মূল্য ৭০,০০,০০০ টাকার উপরে কখন উঠে নাই। পরে ঐ কোম্পানি সে একাধিপত্য কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যাগ করিলে ১৮৩৪।৩৫ সালে বাণিজ্যের মূল্য পূর্ব্বাঙ্কের দ্বিগুণ হইয়া ১৪ কোটী, ৫০ লক্ষ টাকার অঙ্কে উপনীত হয়। তৎপরে স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়ম এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে ১০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৪৪।৪৫ সালে, ৩২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার বাণিজ্য এখানে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৫৩।৫৪ সালে যখন লর্ড ডেলহৌসি নানা উপায়ে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের বিস্তার সম্পাদন করিয়া ইহাকে বর্ত্তমান আয়তনে আনয়ন করিলেন, তখন ইহার বাণিজ্য ৩৬, কোটী টাকার অঙ্কে উপনীত হইয়াছিল। পরে রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ হইল। সে সময়ে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে পাট, তিসি প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ১৮৫৬।৫৭ সাল, অর্থাৎ সিপাই বিদ্রোহের পূর্ব্ব বৎসরে ৫৫ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার বাণিজ্য সম্পাদিত হইয়াছিল। মিউটিনির সময়ে উপরি উক্ত অঙ্কের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছিল। অল্প দিন পরেই আমেরিকায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে সময়ে আমেরিকার বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ইংলণ্ডীয় বণিকেরা ভারতবর্ষীয় তুলা ও পাটের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসা রক্ষা করিয়াছিল। তখন এই সকল পণ্য দ্রব্য অগ্নি মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল এবং ১৮৬২।৬৩ সালে বিদেশীয় বাণিজ্যের মূল্য ৭৪ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। পরে ১৮৬৩।৬৪ সালে, ৯২ কোটী, ১৮৬৪।৬৫ সালে ১১৭ কোটী, ১৮৬৫। ৬৬ সালে ১১৯ কোটী এবং অবশেষে ১৮৬৬।৬৭ সালে ১২৪ কোটী টাকার অঙ্কে উত্থিত হয়। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধানল হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইলে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যও কিয়ৎ পরিমাণে অধঃপতিত হইল। ১৮৬৭।৬৮ সালের বাণিজ্য ৯৫ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার অঙ্কে নামিয়া আইসে। কিন্তু বিগত ৫ বৎসরের বাণিজ্যের মূল্য গড়ে শত কোটী টাকা হিসাবে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই অঙ্ককে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সাংবৎসরিক স্থিত মূল্য বলিয়া এখন গণ্য করিতে হইবে। ভবিষ্যতে বহির্বাণিজ্যের উত্তরোত্তর আরো শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এমত আশা করা যাইতেছে।

উপরি উক্ত বহি র্বাণিজ্যের স্রোত পাঁচটী প্রধান বন্দর হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সে কয়েকটী এই, বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ, ও সিন্ধু প্রদেশ। বঙ্গদেশই বাণিজ্যের প্রধান স্থান। অন্যান্য বন্দর অপেক্ষা বঙ্গীয় বন্দর ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের অধিকাংশই আত্মকরস্থ করিয়া থাকে। দুইটী বৃহত্তর নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ইহার বাণিজ্যের প্রধান সহায়। এখান হইতে নানাবিধ দ্রব্যজাত দেশান্তরে নীত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজের বন্দর সুগম নহে। এখানে কোন নদীর সাহায্য নাই। এখানকার অধিবাসীরা কেবল যে সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প তাহা নহে, কিন্তু অবস্থায়ও অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ। মান্দ্রাজের অধিকাংশ পণ্য দ্রব্য পশ্চিম ও উত্তর পথে বোম্বাই প্রদেশের মধ্য দিয়া দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশের বাণিজ্যের নির্ভর শুদ্ধ তুলার উপর। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই সদৃশ সুন্দর বন্দর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু গুজরাট ভিন্ন অপরাপর যাবতীয় শস্যোৎপাদক প্রদেশ ঘাট পর্ব্বতের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন থাকাতে তথায় বাণিজ্যের সুবিধা হয় না। এই পর্ব্বত শ্রেণীর উপর দিয়া দুইটী লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা নানাদেশের পণ্যদ্রব্য বোম্বাইয়ের বন্দরে স্বতই আকৃষ্ট হইতে পারিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মাসুল এত অধিক যে ব্যবসায়ীরা তাহাদের পণ্য দ্রব্য কলিকাতায় সচরাচর প্রেরণ করিয়া থাকে। যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য সুয়েজ প্রণালী দিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরিত হয়, তাহারও অধিকাংশ বোম্বাই

বন্দরে না পাইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া থাকে। যদ্যপি বোম্বের লৌহ বর্ত্মের মাসুল কমান হয়, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আয়োজনের অসঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলে মধ্য ভারতবর্ষের বাণিজ্যের উপর বোম্বাইয়ের আধিপত্য অবশ্যই স্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই। সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে করাচি যদিও একটী উৎকৃষ্ট বন্দর, কিন্তু এখানে দ্রব্যাদি এত দিন বাণিজ্যার্থ আনীত হয় নাই। অধুনা লৌহ বর্ত্ম দ্বারা পঞ্জাব ও মধ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে ইহার সংযোগ হইয়াছে। এ বন্দরের ভবিষ্যৎভাগ্য এজন্য অবশ্যই আশাপ্রদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সিন্ধুনদের বাণিজ্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সিন্ধু প্রদেশের বন্দর অপেক্ষা মৌলমিন, একেয়াব, রেঙ্গুন ও ব্রহ্মদেশের বন্দর অধিকতর সৌভাগ্যশালী ও উন্নতিশীল। ইরাবতী নদীর আভ্যন্তরিক বাণিজ্যও বৎসর বৎসর বর্দ্ধিত হইতেছে।

১৮৩৪।৩৫ সাল হইতে বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাণিজ্যের যেরূপ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে নিম্ন লিখিত তালিকায় তাহার তুলনা করা হইল।

বৎসর	বঙ্গদেশ	বোম্বাই	মান্দ্রাজ
১৮৩৪।৩৫	৬,৩০,৩৯,৫৫০	৫,৮৮,৯৪,৪৬০	১,৬৪,৮৮,৯১০
১৮৬৫।৬৬	৪২,৪৯,৮১,২৪০	৬৬,৯৫,১৫,৯৯০	১২,২৬,৩২,৮০০
১৮।৭২	৪১,১৮,৮৪,৭২০	৩৪,২৫,৪৬,৪৬০	১০,৩৫,৪৭,০৩০

উপরি উক্ত তালিকা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বোম্বাই প্রদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তুলার রপ্তানি হইয়াছিল, মান্দ্রাজ হইতে তদপেক্ষা অল্প, এবং বঙ্গদেশ হইতে অতিযৎসামান্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ১৮৬৫।৬৬ সাল হইতে ১৮৭২। ৭৩ সাল এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে রপ্তানির তারতম্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমেরিকার যুদ্ধ কালে ভারতবর্ষীয় তুলার উপর অধিক টান পড়ে, ১৮৭২। ৭৩ শালে সে টানের অসদ্ভাব হইয়া পড়িয়াছিল। সিন্ধু প্রদেশের বন্দর সমূহ হইতে যে রপ্তানি হইয়াছে তাহাও তুলনা স্থলে আনিলে দেখা যায় যে সেই সেই স্থানেও এইরূপ তারতম্য সংঘটিত হইয়াছে। ১৮৭২।৭৩ সালে করাচির বাণিজ্য ৯৯,৭১,৮৬০ টাকার অঙ্কে নামিয়া আইসে, ১৮৬৫।৬৬ সালের অঙ্ক তদপেক্ষা ৫৭,৯২,৪৬ টাকা অধিক ছিল। এ বৎসরে এই টাকা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশ তুলার রপ্তানির ব্যাপার না থাকাতে, তথাকার বাণিজ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া ১৮৭২।৭৩ সালে ৫,৫৪,৮৯,২৯ টাকায় উত্থিত হয়। ১৮৬৫।৬৬ সালের অঙ্ক তদপেক্ষা ১৬৬,৭০,৮৫০ অল্প ছিল। ৫ বৎসরে এই টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিগত বৎসরে যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে তাহার মূল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সামাজিক তত্ত্বের কতকগুলি গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ২,০২,৩৫০ টাকার কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি, ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যৎসামান্য উন্নতি সাধন হইয়াছে। ৬৭০,০৮০ টাকার ঘোটক ও ৯৬৬,৩৪০ টাকার ক্রীত পুস্তক হইয়াছে; আসিয়াস্থ পোষ্ট আফিস সহযোগে যে সমস্ত পুস্তক এতদ্দেশে আনীত হইয়াছে তাহার মূল্য পূর্ব্বোক্ত অঙ্কের সহিত গণিত হয় নাই। ২৭,৪২,০৬০ টাকার কাগজ আমদানি হইয়াছে। ব্রিটেনি হইতে ৪৭৬২০২০ টাকার কয়লা ও আমেরিকা হইতে ১৬২৩৪০ টাকার বরফ আনীত হইয়াছে। ৫১৭৩১৬০ টাকার শিল্প যন্ত্র, ১৭৬,৭,৩৫০ টাকার মণি মুক্তাদি, ৬০১২৫৮০টাকার পোসাক১৮০০০৫০০ অস্ত্রাদি ও ১০৪২৬৭০ টাকার পলা ও কৃত্রিম মুক্তাদি এতদ্দেশে আমদানি হইয়াছে। তুলা নির্ম্মিত বস্ত্রাদির আমদানি ১৭,২৩,৪২,৪৮০ টাকার অঙ্কে উঠিয়াছে। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ যত টাকার তুলা রপ্তানি করিয়াছে, তদপেক্ষা ৩,২১,২১৪০০ টাকার অধিক তুলার বস্ত্রাদি আমদানি করিয়াছে। তাঁতী কুল যে উৎসন্ন যাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩১,৫২,৫৪০ টাকার ঔষধের আমদানি হয়। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক। এতদ্দ্বারা ইংরাজি চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবই সপ্রমাণ হইতেছে। মদ্যের অঙ্ক দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এ বৎসর ১,৫৪,৪৯,৩৩০ টাকার মদ্য আমদানি হইয়াছে। তন্মধ্যে সৈন্যদিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১১,৮২,৬৮০ টাকার মদ্য ক্রয় করেন। অবশিষ্ট ১৪২,৬৬,৬৫০ টাকার মদ্য মধ্যে অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণ এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয়দিগের ভোগজাত হইয়াছে। কিন্তু যে পরিমাণে এতদ্দেশের ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তদপেক্ষা মদ্য আমদানির পরিমাণ অনেক গুণ বাড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের মদ্যপান স্পৃহা দিন দিন ভয়ানক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতবর্ষবাসিগণ বৎসরে কোটী টাকার অধিক মদ্য উদরস্থ করিতেছেন, আর কি তাঁহাদের রক্ষা আছে?

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১ তমোলুক পত্রিকা—মাসিক পত্র, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। এখানিতে সংবাদ পত্রের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ের আলোচ্য কয়েকটী বিষয়েরই অধিক আলোচনা দৃষ্ট হইল। মাসিক পত্রের উদ্দেশ্য অন্যরূপ হওয়া আবশ্যক। পত্রিকাখানি কলিকাতার পরিবর্ত্তে তমোলুকে মুদ্রিত হইলে এবং তমোলুকের প্রাচীন বৃত্তান্ত পূর্ণ হইলে অধিক উপাদেয় হইত। ইহাতে 'সন্দেহ স্বপ্ন' বলিয়া মেমারীর নিকটবর্ত্তী এক

স্থানের কতকগুলি জনপ্রবাদ ও প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় উক্ত স্থানে শালিবাহন রাজার রাজধানী ছিল এবং শ্রীমন্তের মশান প্রভৃতির ঘটনা উক্তস্থানে হয়। ইহা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় বটে। পত্রিকার লেখা মন্দ হইতেছে না, আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

২ অবকাশ তোষিণী—এখানিও মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য প্রতি খণ্ড ৶৹ আনা। এখানির লেখা বেশ হইতেছে। মুদ্রাঙ্কণাদিও অতি উৎকৃষ্ট।

৩ জয়দেব চরিত—বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ।৶৹ আনা। এ পুস্তক খানি বিশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ এবং প্রশংসনীয়, আমরা আগামী বারে বিশেষ করিয়া ইহার আলোচনা করিব।

প্রাপ্ত।

কারাবাসীর বিলাপ।

১

ধীরি ধীরি ধীরি করি টল মল,
নড়িছে কেমন পল্লব সকল,
চলেছে সাগর করে কল কল,
সুবিমল আকাশের শোভা মনোহর রে।
মম ভাগ্য দোষে তাহা অতি দুঃখকর রে॥

২

মধুরা যামিনী, মধুরা ধরায়,
মৃদু মৃদু কিবা বহিতেছে বায়,
যত জীবগণ সুখে নিদ্রা যায়,
কিন্তু অভাগার চখে নিদ্রা নাহি আসে রে।
ঝর ঝর অশ্রু ঝরি বুক মোর ভাসে রে॥

৩

নিঃশব্দ ধরণী, নিঃশব্দ সকলে,
পশু, পক্ষী, কীট, মানবাদি দলে,
কোন শব্দ নাহি শুনায় ভূতলে,
কেবল দুঃখীর ধ্বনি আকাশ বিদরে রে।
কেহ নাহি অভাগারে শান্তি দান করে রে॥

৪

কোথা গো জননী, স্নেহের আধার,
করিনু তোমার এই উপকার,
মোর তরে শেষে কর হাহাকার,
জনমের ধার আজি শোধ করিলাম রে।
অন্তকালে মা'র মুখ নাহি হেরিলাম রে॥

৫

জনমের মত হইনু বিদায়,
আর দেখিবারে পাবেনা আমায়,
পচিবে বিদেশে মম এইকায়,
জন প্রাণীহীন এই কারার ভিতরে রে।
'মা'বলিয়া কে ডাকিবে আর প্রাণ ভরে রে?

৬

কোথা প্রণয়িনি! সুমধুরা অতি,
মম প্রাণাধিকা পতি ব্রতা, সতী,
বদ্ধ কারাগারে আমি মন্দমতি,
ভাসায়ে তোমায় চির-বিচ্ছেদ পাথারে রে।
প্রণয়ের ধ র তব শোধি একেবারে রে॥

৭

কোথা পুত্রগণ, জীবনের ধন,
অভাগারে আর করোনা স্মরণ,
হইল আমার বিদেশে মরণ,
তোদের সহিত মোর সম্পর্ক ঘুচিল রে।
"পিতা"বলিবারে আর কেহ না রহিল রে॥

৮

হায় সুপ্রণয়ী চির বন্ধু মম,
তোমার বিচ্ছেদ বাজে শেল সম,
দারুণ শোকেতে ব্যথায় মরম,
বিদেশে আমার তরে হারালে জীবন রে।
তোমার পাপের ভাগী এই অভাজন রে॥

৯

ধিক্‌রে জীবন. এখন কেমনে.
আছহ দেহেতে, বঁধুর বিহনে?
করিতেছ ভয়, এখন মরণে,
কপট তোমার সম, কে আছে বলনারে।
বেরনা কঠোর প্রাণ, বেরনা বেরনা রে॥

১০

কেন গো ধরণী, ধরিছ অধমে।
হয় না কি ক্লেশ তোমার মরমে,
গ্রাসিয়া পাপীরে নিবার সরমে,
তোমার কলঙ্ক, কালী আশু দূর কর রে॥
বিদর বিদর মাতঃ বিদর বিদর রে॥

(একটী ক্ষুদ্র পল্লীর প্রতি।)

ওহে পল্লী ক্ষুদ্রকায়, মানস মোহন!
নিরখিলে তব মূর্ত্তি জুড়ায় নয়ন।
তব ক্ষুদ্র দেহ-কান্তি অতি মনোহর,
হেরিতে লোলুপ সদা মন মধুকর।
উত্তর পূর্ব্বেতে তব আছে স্রোতস্বতী,
দক্ষিণ পশ্চিম-বাসী কৃষক-দম্পতী।
পরিশ্রম সহকারে যাহারা সতত,
মানবের হিত কার্য্যে আছে অনুরত।
প্রখর-তপনাতপে নিদাঘ দিবায়,
অবিরল বৃষ্টি জলে ঘোর বরিষায়,
স্বকার্য্য-সাধন যন্ত্র লয়ে বৃষগণ,
সতৃষ্ণ কঠিন ভূমি করিছে কর্ষণ।
পল্লী বাল-গণ যত করতালী দিয়া,
বিটপী-শোভিত বর্ত্মে বেড়ায় নাচিয়া।
সুরস, সুফল প্রদ বৃক্ষ সহকার,
তব কলেবরপরে রয়েছে বিস্তার।
সুপক্ক রসাল-সারে উদ্যান শোভিত,
ঘ্রাণেতে ইন্দ্রিয় মন হয় বিমোহিত।
ক্ষুদ্রতর বৃক্ষ রাজী আছে সারি সারি,
কিবা অপরূপ রূপ যাই বলি হারি!
স্বদল বেষ্টিত যুবা, বৃক্ষের তলায়,
খেলিছে বিবিধ খেলা, সুখ স্বাস্থ্যময়।
না আছে দস্যুর ভয় তব অধিকারে,
সামান্য ধনিক গণ সুখে বাস করে।
বিমল তরঙ্গময়ী সুচারু তটিনী,
পল্লী পার্শ্বে করিতেছে কল কল ধ্বনি।
দুধারে লতিকা চয় বিনম্র আকারে,
এঁকে বেঁকে উঠিতেছে তরুর উপরে।
বিহঙ্গ নিনাদ ধ্বনি হয় অহরহ,
শ্রবণ-মধুর-স্বরে গান করে কেহ।
স্বভাবজ ফুলকুল হয়ে বিকশিত,
সুরভি বাসেতে করে মানস মোহিত।
বৃদ্ধ যুবা গণ যত নব দূর্ব্বাদলে,
প্রদোষে ভ্রময় মঠে গিয়া দলে দলে।
তটিনী পুলিনে কোন যুবক সুধীর,
সেবন করয় সুখে মৃদুল সমীর।
সরলতা পূর্ণ তব সন্তান-হৃদয়,
ভুলিতে না পারে কভু তোমার প্রণয়।
সুধীবর, দেশ প্রিয় বৃদ্ধ যুবাগণ,
তোমার উন্নতি আশে সচেষ্টিত মন।
প্রকৃতিপ্রদত্ত তব সুষমা সুন্দর,
আকৃষ্ট করিছে যত পথিক অন্তর।
নর-নিস্দন-সুরা ক্ষমতা বিহীন,
তবাত্মজ যুবাকুলে করিতে অধীন।
চাকতা নিদান তব কুটির সুন্দর,
হেরি উচ্ছ্বসিত হয় ভাব-সরোবর।
কদলী পত্রিকা-চয় করি স্বন স্বন,
তাল-বৃন্ত বিনিন্দিয়া করিছে ব্যজন।
বিশাল কদম্ব তরু, কুসুম-রাজিত,
দ্বিগুণ বিকাশে রূপ হলে চন্দ্রোদিতা
কোমল ব্রততী কুল তরুশাখা পরে,
সুশ্লিষ্ট প্রণয়ে যেন আলিঙ্গন করে।
এবম্বিধ বহুরূপ, জগত নিদান,
তব অঙ্গে করেছেন চাকতা বিধান।
অমর বাঞ্ছিত পল্লী! ভাগ্যহীন তুমি,
সকল আছয় তব নাহি বিদ্যা ভূমি।
বিদ্যা রবি হৃদাকাশে না হলে উদয়?
মানব সমাজ সদা গাঢ় ধ্বান্তময়।
কে আছেরে জগতেতে হেন বন্ধুজন,
করিবে তোমার পল্লী এ দুঃখ মোচন?

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকর্দ্দমা।

হুগলীর জজের কাছারী।

১ম সাক্ষী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কেদার নাথ দাস বলিলেন, নবীন তাঁহার সম্মুখে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছে।

২য় সাক্ষী এলোকেশীর পিতা নীলকমল মুখোপাধ্যায় বলিলেন, তাঁহার কর্ম্মকাজ নাই. নবীনের সহিত এলোকেশীর বিবাহ ১৮৬৭ সালে হয়। যে মাসের এক শনিবারে নবীন যখন তাঁহার বাটী আইসে, তিনি তারকেশ্বরের মোহন্তের বাটী হইতে ভোজন করিয়া স্বগৃহে যান। (জেরায় বলিলেন) আমি তেলী বৌকে জানি, সে আমার নির্দ্দিষ্ট দাসী নয়, তবে সময় মতে কাজ কর্ম্ম করিয়া যায়। এলোকেশী আমার আদেশমতে ইছাপুর টিছাপুরে যাইত।

বারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করিলেন, যখন টিছাপুর যাইত বলিতেছ তখন সে অন্যত্রও যাইত?

নীলকমল—না সে আর কোথাও যাইত না, ইছাপুরেই যাইত। আমি সদয় ময়রাকে জানি না, আমি তার নাম শুনিয়াছি, কখন তাকে দেখি নাই। আমি যখন তারকেশ্বরে যাইতাম কোথায় বসিতাম মনে পড়ে না, কিন্তু সদয় ময়রার দোকানে বসি নাই, ঠিক স্মরণ আছে। ত্রৈলোক্যের নাম আমি কখন শুনি নাই। এলোকেশী ত্রৈলোক্যের দোকানে কখন যাইত না। কেনারাম ভট্টাচার্য্যকে আমি জানি না, তাহার নাম শুনিয়াছি। সে তারকেশ্বরের ডালা ধরা ব্রাহ্মণ। আমি মাধব গিরিকে জানি। আমি তাকে ২০ বৎসর জানি এবং তার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে। মাধবের নিকট হইতে পুরস্কারের হিসাবে আমি কখন কিছু লই নাই। আমার গরু সকলের গায় দাগ আছে। তারকেশ্বরের গরু সকলের গায় কেমন দাগ তা জানি না। আমি আর কাহাকে গরুগুলি পোষানি দিয়াছিলাম। আমার জানত আমার পরিবারের কেহ গত দুইবৎসরের মধ্যে তারকেশ্বরে হত্যা দেয় নাই! এলোকেশীর এমন কোন পীড়া ছিল না যে সেজন্য তারকেশ্বরে যাইবে। তাহারা তারকেশ্বরে গিয়াছে কখন শুনি নাই।

কয়েদী—(সাক্ষীর প্রতি) অধঃপাতে যাও, সব মিথ্যা বলিলে?

নীলকমল—তেলি বৌ এবং আমি এলোকেশী ও মাধবের মধ্যে ষড়যন্ত্র ঘটাইয়াছি নবীন আমাকে বলে নাই। আনন্দময়ীও একথা আমাকে বলে নাই। কাল আমাকে কেন আসামী করা হইল জানি না,মাজিষ্ট্রেটও আমাকে বলিলেন না। আমি একজন উকীল নিযুক্ত করিয়াছি, আমার উকীলকে কিছুই শিখাই নাই। আমার উকীলের খরচা মাধব দেয় নাই। হাইকোর্টের বাবু অম্বিকাচরণ বসু আমার স্বপক্ষে দাঁড়ান। আমার কনিষ্ঠ জামাতা তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমার ২০০০ টাকা মূল্যের বিষয় আছে। মাধব গিরি ও এলোকেশীর মধ্যে ঘটনার আমি সহায়তা করিয়াছি তাহা সত্য নয়। তেলি বৌর কিরূপ সঙ্গতি, আমি জানি না। উমাচরণ চৌধুরী তেলী বৌর খরচা দিয়াছে কি না জানি না। আমি জামিনের জন্য টাকা দিই নাই, লোকের জামিন দিয়াছি।

নীলকমল (পুনঃ পরীক্ষায়) মাজিষ্ট্রেট অপরাধের কথা আমাকে পড়িয়া শুনান নাই। আমি যখন আসামী হই, নবীন কি বলিল শুনি নাই। আমার স্ত্রী মন্দাকিনী ১০ দিন হইল মরিয়াছেন। তাঁহার মাথায় রক্ত বিকার হইয়া মরিয়াছেন। তিনি এ মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

মুক্তকেশী দেবী—বয়স ১২ বৎসর। আমি নবীনকে জানি। তিনি আমার ভগিনীপতি। আমার এক ভগিনী ছিল, তাঁহার নাম এলোকেশী। তাহাকে হত্যা করিয়াছে। কে তাহাকে কাটিল দেখি নাই, তাহার মৃত শরীর ঘরের মধ্যে পড়িয়া ছিল দেখিয়াছি। তার গলায় এক বঁটি লাগান ছিল, দেখিয়াছি (বঁটী দেখাইয়া দিল) ইহা রক্ত মাখান ছিল কি না দেখি নাই। আমি দেখিয়াছি নবীন দৌড়িতেছেন এবং চিৎকার করিয়া বলিতেছেন "দিদি মা গো তোমার এলোকেশীকে কেটে এলাম।" আমি তখন আমার মাতামহীর বাটী হইতে গৃহে আসিতেছিলাম। তখন সন্ধ্যাকাল। সে দিন মঙ্গলবার। আমি কেবল তিনি এইরূপ বলিতেছেন শুনিলাম. কিন্তু নবীন তখন কোথায় ছিল বলিতে পারি না। আমি দুইবার এই শব্দ শুনিয়াছিলাম। গতবার যখন নবীন আমাদের বাটী আসেন, তিনি এলোকেশীকে লইয়া আমার মাতামহীর বাটীতে ছিলেন। কতদিন ছিলেন, বলিতে পারি না। পরদিন দারোগা আমাদের বাটীতে আসিলে নবীনকে দেখিতে পাই নাই। আমার বিমাতা মন্দাকিনী ১০। ১২ দিন হইল মরিয়াছেন। আমি তাঁহাকে মৃত অবস্থায় দেখিয়াছি।

মুক্তকেশী—(জেরা) নবীনের সঙ্গে আমার কখন ঝগড়া ছিল না। তিনি আমার জন্য কোন সামগ্রী আনেন নাই। আমি যতদূর জানি নবীনের সঙ্গে আমার পিতার কোন ঝগড়া ছিল না। আমি কতবার তারকেশ্বর গিয়াছি তাহা মনে নাই। আমি সদয় ময়রার নাম শুনি নাই। আমি তারকেশ্বরের মোহন্তকে কখনও দেখি নাই। সত্য বলিব বলিয়া শপথ করিয়া যদি কেহ মিথ্যা বলে, তাহার কি হয় তা আমি জানি না। স্বর্গ কি এবং নরক কি তাও আমি জানি না। পাপ কি ও পুণ্য কি তা আমি জানি। আমি তেলি বৌকে জানি। এলোকেশী কখনও আমার সঙ্গে গিয়াছিল কি না তা আমার মনে নাই। আমার স্বামী গরিব লোক। আমার স্বামী ও নবীন ছাড়া আমার পিতার আর একটী জামাই আছে তাহার বাড়ী আলাতে। আমি কখন হাতী দেখিয়াছি কি না তা স্মরণ হয় না। "সাঁজুতী ব্রত" কাকে বলে তা আমি আদপে জানি না। মোহন্তের হাতী কখন আমাদিগের বাড়ীতে অথবা বাড়ীর নিকটে আসে নাই। আমি হাতীর পায়ের দাগও আমাদিগের বাড়ীর কাছে কখন দেখি নাই। আমার পিতা বা স্বামী বা আর কোন ব্যক্তির সঙ্গে এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে আমার কখনও কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। আমরা কখন কখন ইছাপুরে যাইতাম। আমার স্মরণ আছে যখন নবীন দিদিমার বাটীতে গিয়াছিল, আমি তাহাকে ও এলোকেশীকে আমাদের বাটীতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। তখন তাহাদের মধ্যে মিল ছিল। যে ঘরে আমি আমার ভগিনীর মৃত দেহ দেখি, সেই ঘরে এই বঁটি থাকিত। সে দিন দিদিমার বাটীতে সাঁজুতী ব্রত। "ফুলল তেল" কাকে বলে আমি জানি না। নবীন যখন স্নান করিতে যায় আমি তখন তাহার সঙ্গে যাই নাই। বাবা ও তেলি বৌতে কোন কথা বার্ত্তা হইয়াছিল কি না আমি জানি না। তেলি বৌ রবিবারে আমাদের বাটীতে আসে নাই। আমার পিতা দুঃখীও নয় বড় মানুষও নয়। মোহন্ত কখন আমাদিগকে তত্ত্বও করে নাই নিমন্ত্রণও করে নাই। আমার কাণের গহনা বৈদ্যবাটী হইতে কেনা হইয়াছে। আমি উহা পরিতে চাহিয়া ছিলাম।

আনন্দময়ী দেবী—আমি নবীনকে জানি। সে আমার নাতিনী এলোকেশীকে বিবাহ করে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার বাটীতে সাঁজুতী ব্রত হইয়াছিল। নবীন এলোকেশীর সঙ্গে দুই দিন আমার বাটীতে ছিল। মঙ্গলবারে নবীন নীলকমলের বাটী হইতে চলিয়া আসিয়া আমাকে তাহার অন্ন প্রস্তুত করিতে বলে। এলোকেশীর মৃত্যু শুনিয়া আমি তাহাকে দেখিতে গেলাম কিন্তু একজন বাগ্দি আমাকে নিষেধ করিল। আমি গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম এমন সময় নবীনের এইরূপ স্বর শুনিতে পাই। "দিদি মা গো তোমার এলোকেশীকে কেটে এলাম" আমি আর কিছু শুনি নাই। সে গোমস্তার নিকট গেল, বা দড়ি আনিতে গেল তাহা আমি শুনি নাই। নবীন ও তাহার স্ত্রীতে যে কথা বার্ত্তা হয়, বা বিবাদ হয় তাহা আমি শুনি নাই। আমি পরে শব ও দেখি নাই বঁটি ও দেখি নাই।

জেরা—নবীন তাহার স্ত্রীর অসচ্চরিত্রের কথা আমাকে বলে নাই। নীলকমলের উপর রাগ করিয়া কোন কথা বলিতে শুনি নাই। আমার এখন স্মরণ হইতেছে যে আমি নবীনকে বলিয়াছিলাম, "এ সকল কথা মিথ্যা, বিশ্বাস করিওনা"। আমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলি নাই যে নবীন তাহার স্ত্রীর অসচ্চরিত্রের কথা আমাকে বলে। আমি নীলকমলকে বলি নাই যে নবীন তাহার উপর ভারি রাগিয়াছে। আমি তেলি বৌকে জানি। তাহার নাম থাক। আমি এলোকেশী ও মুক্তকেশীকে থাকর সঙ্গে যাইতে দেখিয়াছি। আমি মোহন্তের হাতী দেখিয়াছি। নীলকমল অথবা মোহন্তের বিরুদ্ধে কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে কি না আমি জানি না। আমার বাড়ী নীলকমলের বাড়ী হইতে ২ বা ৪ বিঘা পথ দূর।

ক্রমশঃ

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে হাইকোর্ট ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৬ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

জেম্‌স্‌ আণ্ডারসন্‌ নামে শ্রীহট্টের একজন সিবিলিয়ান্‌ কর্ম্মচারী অধঃকৃত এবং চট্টগ্রামের কক্‌সবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার দোষ কি হইয়াছিল প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীহট্টে নব্য সিবিলিয়ানেরা আর যেন না যান।

'ইণ্ডিয়ান্‌ ইকনমিষ্ট' নামে পত্র সম্পাদক সার জর্জ কাম্বেলের একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি নাকি কাম্বেল সাহেবের মত সমর্থন পূর্ব্বক কাগজও চালাইবেন। এ এক নূতন কাণ্ড!

পিপল্‌স্‌ ফ্রেণ্ড বলেন জগৎবল্লভপুরে একটী ডাকাইতি হইয়াছে, ১৫ জন বদমায়েস ধরা পড়িয়াছে। বাগ্‌নাপাড়ার নিকটস্থ পোতাইগাছী নামক গ্রামেও এক ডাকাইতী হয়, তাহার ডাকাইতেরাও ধৃত হইয়া দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বর্ষাকালে ডাকাইতির উৎপাত ছিল না। এখনকার এই একটী আশ্চর্য্য যে ডাকাইতেরা প্রায়ই ধরা পড়িতেছে। আজি কালি পুলিসের যে রূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে বোধ হয় কাঁচা ডাকাইত সকল প্রস্তুত হইতেছে। এ বিষয়টী গবর্ণমেণ্টের বিবেচ্য।

উক্ত পত্র পাটনা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তথায় একজন মাঝী দীর্ঘে ১৪ ও প্রস্থে ৭ হাত একটী কুম্ভীর মারিয়াছে, তাহার পেটের মধ্যে একটী শূকরের মাথা এবং গরু ও মানুষের হাড় পাওয়া গিয়াছে। মাঝী ছুইবার তাহার চক্ষে ২টী লোষ্ট্র প্রক্ষেপ করিয়াছিল, পরদিন প্রাতে কুমীর মরিয়া ভাসিয়া উঠে। কুমীরের চখেই মৃত্যু।

প্রতি শনিবার অশ্লীল ভাষা নিবারণী সভার অধিবেশন হইতেছে। এ দেশীয় সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগ দিয়াছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ইহার সভাপতি এবং সূর্য্যকুমার ঘোষ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী শনিবার টাউন হলে ইহার প্রকাশ্য সভা হইবে।

ইণ্ডিয়ান্‌ ষ্টেট্‌সম্যানের কলিকাতার সংবাদ দাতা আশা করেন যে এ দেশীয়দিগকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব হইতেছে ষ্টেট্‌ সেক্রেটারী তাহা অগ্রাহ্য করিবেন, কেননা ইহা দ্বারা সামাজিক ও রাজনীতি সংক্রান্ত মর্ম্মপীড়ার বৃদ্ধি হইবে। লেখক একজন এ দেশের শ্রীবৃদ্ধিকারী সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান্‌ ডেলি নিউস বলেন, গত সোমবার বেলা ১ টারসময় এক ব্যক্তি নগদ ৫০০ টাকা ও নোট কয়েকখানি লইয়া মেছুয়া বাজারের খালাসী টোলা গলি দিয়া যাইতেছিল, একজন দস্যু তাহাকে দেখিয়া তাহার মুখের উপর একখানি কাপড় ফেলিয়া দিল, পরে তাহাকে এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যে টানিয়া লইয়া একখানি ধারাল ছুরী দ্বারা গলা ও ডান হাতে প্রহার করিল। দস্যু টাকা লুটিয়া পলাইয়াছে; আহত ব্যক্তি মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে আছে। কলিকাতায় দিনে দুপুরে ডাকাইতী!!

ডেলি নিউসের একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন পূর্ণিয়ার উত্তরাংশে জল্‌-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। জলের সহিত এত ছোট ছোট জাম পড়িয়াছিল যে তাহাতে মাঠ, ঘাট, পথ ছাইয়া যায়। পুষ্পবৃষ্টি, মৎস্যবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টির কথা শুনা গিয়াছে, জম্‌-বৃষ্টি এক নূতন সৃষ্টি!

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম লর্ড নর্থব্রুক টেলিগ্রাফযোগে সার জর্জ কাম্বেলকে জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে আর কোন পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব তিনি শ্রবণ করিবেন না। লেপ্টনেণ্ট বাহাদুর পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তনে দেশকে অস্থির করিয়াছেন, তিনি ক্ষান্ত থাকিলেই ভাল।

সহচর বলেন, ২৮এ সেপ্টেম্বর জমীদারীর মালগুজারি প্রদানের দিবস। কিন্তু উক্ত দিবস পূজার অবকাশের মধ্যে পতিত হওয়াতে রেবিনিউ বোর্ড কার্য্যারম্ভের প্রথম দিবস টাকা লইবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রায় ৩।৪ সপ্তাহ হইল আমরা এই গুজবটী শুনি, কিন্তু তাহার মূল না পাওয়াতে প্রকাশ করি নাই। এখন সকল সংবাদ পত্রে ইহা সত্য ঘটনার ন্যায় প্রকাশ হইতেছে।

হরিপাল হইতে কোন ব্রাহ্মণ আপন স্ত্রীকে লইয়া যাইতে যাইতে সীঙ্গুরের সন্নিকট এক পুলিস থানার নিকট উপস্থিত হয়। জমাদার পালকী আটক করিয়া ব্রাহ্মণকে বলে 'এ যে তোমার স্ত্রী' প্রমাণ কর। ইহাতে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে থানার একটী ঘরে কুলুপ দিয়া রাখিয়া শ্বশুরকে ডাকিয়া আনিতে যায়। ইতিমধ্যে জমাদার কুলুপ ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণীর প্রতি আক্রমণ করিবার জন্য যেমন দ্বার দিয়া গলা বাড়াইয়াছে, স্ত্রীলোকটী তরবারীর এক কোপে তাহাকে কাটিয়া ফেলে। থানার ঘরে একখান তলোয়ার ঝুলান ছিল, ব্রাহ্মণী অগ্রে তাহা হস্তগত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম।

পায়নিয়ার লিখিয়াছেন গাজীপুরে একটী ভয়ঙ্কর হত্যা হইয়াছে। সেখ মহম্মদ জান নামে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমীদার তাঁহার এক মুসলমান ভৃত্যের কার্য্য শৈথিল্যের জন্য ভর্ৎসনা করেন, সেই দুরাত্মা জাত ক্রোধ হইয়া প্রভুর কণ্ঠচ্ছেদন করে। জজ, মাজিষ্ট্রেট, সিবিল সারজন প্রভৃতি সকলে দর্শনার্থে গিয়াছিলেন, নগরে ইহা লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে।

পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ১৫ই অক্‌টোবর মুরি পরিত্যাগ করিয়া লাহোরে যাইবেন। তথা, হইতে ডেরা গাজি খাঁ ও অন্যান্য সীমাস্থ স্থান পরিদর্শন করিবেন।

সোম প্রকাশে দৃষ্ট হইল, আলাহাবাদে মেইন সাহেবের স্মরণার্থে যে ১৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, উহা আলফ্রেড পার্কে একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণে ব্যয় করা হইবে।

২২শে সেপ্টেম্বর লর্ড নর্থব্রুক স্বীয় কন্যা মিস্‌ বেরিং সমভিব্যাহারে চিম্লিতে গিয়াছেন। ১৫ই নবেম্বর আগরায় দরবার হইবে। তৎপরে গবর্ণর জেনারল কলিকাতায় আসিয়া ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য শেষ করিয়া মান্দ্রাজে গমন করিবেন।

উত্তর পশ্চিমে ব্যাঘ্র পালিত বালকের আবিষ্কার খুব চলিতেছে। সম্প্রতি আর একটী বালককে পাওয়া গিয়াছে সে হামাগুড়ি দিয়া চলে, এবং কাঁচা মাংস পাইলে বড় খুসী হয়।

বোম্বাই।

করাচীর নিকট কুলাজো কুহর নামক একটী স্থানে গত ১লা জুলাই ভূমিকম্প হয়। বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রিপ্রভাত পর্য্যন্ত ৪১৫ বার কম্পন হয়, প্রত্যেক কম্পনের পূর্ব্বে কামানের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হয়। স্থানে স্থানে মাটী ফাটিয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ে অভূতপূর্ব্ব বৃষ্টিপাত হইয়াছে। এক সপ্তাহে ৩০ বুকল জল দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের সংবাদ পত্রে একটী আশ্চর্য্য সমাচার প্রচারিত হইয়াছে। বিরাবজী জীজী ভাইয়ের একটী রাজহংস হারা যায়। অনেক অনুসন্ধান করিয়া নিকটে এক চলৎশক্তিহীন অজগর সর্প দৃষ্ট হয়। তাহার পেট চিরিয়া হংসটী জীবিতাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পূনাতে অশ্ব এবং গো প্রদর্শন মেলার ঘোরতর উদ্যোগ হইতেছে। ইহাদ্বারা অনেক সুফলের প্রত্যাশা আছে।

মান্দ্রাজ।

ওরিয়েন্টাল মানুস্ক্রিপ্‌ট লাইব্রেরীতে এদেশীয় অনেকগুলি হস্তলিখিত পুস্তক আছে, কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই গুলি সংরক্ষণ জন্য গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য সংস্কৃত অধ্যাপকের ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজে প্রথম বিধবা-বিবাহ হইবে। কন্যাটীর নাম পুঙ্গাব অমাল বয়স ১৩ বৎসর, বরটীর নাম বিচুর সুব্রামানিয়া মুদেলিয়ার বয়স ২৫ বৎসর।

ডেঙ্গু রাজ এদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণরাজ্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন। টেনিভেলীর অনেক কর্ম্মচারী ইহার আক্রমণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তথায় নূতন লোকের প্রয়োজন।

ইউরোপ।

আমরা অবগত হইলাম রুশীয় সম্রাট কন্যা একটী সেনাদলের অবৈতনিক অধিনায়ক, আমাদিগের রাজপুত্র ডিউক অব এডিনবরা রণতরীর অধ্যক্ষ। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া বলেন, মাঞ্চেষ্টারের ডিউক স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আগামী শীত কালে কলিকাতায় আসিবেন। তাঁহার পত্নী ব্রিণ্ডিসির পথ দিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড লরেন্স পীড়িত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে তমাকের ভয়ানক আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছে। গতবর্ষের ৬২,৩৫,৮৮০ টাকার পরিবর্ত্তে এবৎসর ১,০৬,৮২,০১০ টাকার বাণিজ্য হয়।

বিবিধ।

তুরুস্ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করাতে লেবাণ্ট হেরাল্‌ড পত্র বন্দ হইয়াছে। কনস্টাণ্টিনোপিলের নামে একখানি গ্রীক্‌ সংবাদ পত্র রুসীয় গবর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদ করাতেও বন্দ হইয়াছে।

পারস্য রাজের সহিত ব্যারন রিউটার যে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন, ইতিমধ্যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। টিহেরন্‌ হইতে কাস্পিয়ন্‌ সাগরের তীর পর্য্যন্ত রেলওয়ের উদ্যোগ হইতেছে। রুসিয়ার পোয়াবার।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহাতে সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছেন। যাঁহাদিগের প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় রূপান্তরিত হইতেছে, বাহিরের পোসাক না হইবে কেন?

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

১। বর্ত্তমান বর্ষের দীর্ঘ অনাবৃষ্টিও তৎসঙ্গে সূর্য্য দেবের প্রবল তাপ জনিত অসহ্য গ্রীষ্মের পর প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ হওয়াতে পীড়ার বিলবিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। বারাণসীতে প্রায় তৃতীয়াংশ লোক ডাক্তারি চিকিৎসার বিরোধী, কবিরাজী চিকিৎসার অধীন। কবিরাজী চিকিৎসালয়ের সংখ্যা করিয়া উঠা দুষ্কর। একাংশ লোক ডাক্তারী মতের চিকিৎসাধীন। দাতব্য ইংরাজী ঔষধালয় এ স্থানে ৯। ১০টী আছে। প্রত্যেক চিকিৎসালয়ে প্রাতঃকালাবধি অসংখ্য রোগী দেখিতে পাওয়া যায়। বিগত আগষ্ট মাসের মাস কাবারে, শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ মৈত্রের হোমিওপাথিক দাতব্য ঔষধালয়ে, গড়ে ১৫৭৬ জন রোগী গত মাস মধ্যে উপস্থিত ছিল। তন্মধ্যে ১১৫৬ জন অন্যান্য মাসের পুরাতন রোগী। ৪২০ জন নূতন রোগী, তন্মধ্যে ২৪৮ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ৫৬ জন অনুপস্থিত থাকা হেতু ফলাফল জানা যায় নাই এবং অবশিষ্ট ১১৬ জন চিকিৎসাধীনে আছে।

২। বারাণসীতে ওলাউঠা ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশ দেখিতেছি। এখানকার কারাগারে ওলাদেবীর শুভাগমন হইয়াছিল। অনেকানেক কারাবাসীদিগকে দেবীর অধীনে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইয়াছে! এই প্রকার ভয়ানক ব্যাপার নিরীক্ষণে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট, যে সকল কারাবাসীর মুক্তি লাভের ৩।৪ মাস বাকি ছিল, তাহাদিগকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বন্দিগৃহে ওলাবিবির আগমনকে 'শুভ' এই জন্য বলি, যে দীর্ঘ কালের কয়েদীগণ ওলাবিবির কর্ত্তৃত্বাধীনে, কাশীলাভ করিয়া সকল দুঃখকেই অতিক্রম করিয়াছে। অবশিষ্ট কারাবাসীগণ গবর্ণমেণ্টাধীনে মুক্তিলাভ করিয়া স্বীয়২ গৃহে পরমাহ্লাদে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

৩। বারাণসীর প্রায় সকল স্থানেই রাত্রিযোগে প্রদীপের বন্দোবস্ত হইয়াছে, অন্ধকার রাত্রিতে তথায় আলো দেওয়া হইতেছে। ক্ষুদ্র পথাকীর্ণ লোকারণ্য বাঙ্গালী টোলার পথ সমূহের কতক দূর পর্য্যন্ত আলোর বন্দোবস্ত মাত্র হইয়া রহিয়াছে। কেন আলো দেওয়া হইতেছে না? মিউনিসিপল মেম্বরগণ বাঙ্গালী টোলার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখুন ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

৪। এক জন সাহেব বারাণসীর পথ, গলী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলী, বাড়ি, ঘর, সর্ব্বত্র এক২ গজ দীর্ঘ কাগজে "ব্রিষ্টলের শালসা" "আয়ুর্ব্বেদ বৃদ্ধিকারক" ইত্যাদি নানা রকমের ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় বিজ্ঞাপনের অধ্যক্ষের অসংখ্য অর্থ ব্যয় হইয়াছে। উহাঁর ঔষধ বিক্রয় হউক আর না হউক নানা রঙ্গের কাগজ দ্বারা কাশী সহর বেশ সাজান হইয়াছে।

৫। এখানে বিগত ২২শে ভাদ্র হইতে "বিখ্যাত রামলীলার" মেলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে অত্রত্য রাজাদের অসংখ্য টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে। রাজাদের টাকা এইরূপে ব্যয় হয়।

৬। কোন একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য বাঙ্গালী এখানকার প্রায় নয় শত ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক এক টাকাও ১ খানা কাপড় দান করিয়াছিলেন, পরে অন্যান্য দলে অধিক প্রাপ্তির আশায়, তাহারা তাহার দল পরিত্যাগকরিয়াছে এই জন্য পূর্ব্বোক্ত দাতার কর্ম্মচারীগণ অনেকের নিকট হইতে দান ফেরত লইয়াছে। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা কোর্টে অভিযোগ না করিলে ফেরত দিবে না, এ প্রকার বলিতেছে। ইহা কি প্রকৃত দান?

বারাণসী।

গত কল্য এখানে একটী ভয়ানক খুন হইয়াগিয়াছে। সদর কোর্টের উকিল মহম্মদ জান নামক এক জন মুসলমান আহার করিয়া নিজ বৈঠক খানায় রাত্রে নিদ্রা যাইতেছিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া জাগাইতে গিয়া হঠাৎ তাহার বিছানা শোণিত পূর্ণ দেখিয়া গোল করায় অনেক লোক ও পুলিস আসিয়া দেখিল যে তাহাঁকে কাটিয়া ফেলিয়াছে। এই হত্যাকরী তাঁর একটি চাকর। এই চাকরটীকে তিনি বাল্য কাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতি সামান্য দোষের নিমিত্ত সে এই ভয়ানক কর্ম্মটী করিয়াছে। আজ ৪ দিবস হইল উক্ত উকিল দিনের বেলা শয়ন করিয়া ঐ চাকরকে পাখা করিতে আদেশ করেন, সে

পাংখা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া ছিল ও পাংখা তাহার হস্ত হইতে উক্ত উকিল মহাশয়ের গাত্রে পড়ে, তিনি রাগত হইয়া তাহাকে ৩।৪ টী চড় মারেন, এই সামান্য অপরাধে সে এই গুরুতর প্রতি শোধ লইয়াছে। মুসলমানদের কি ভয়ানক ক্রোধ! ইহাদের কি কিছু মাত্র দয়া বা প্রভুভক্তি নাই? ভৃত্য এই রূপ হত্যা করিয়া গঙ্গা স্নান পূর্ব্বক তাহার ভাইয়ের বাটীতে পলায়ন করিতেছিল, পথি মধ্যে ধৃত হইয়াছে ও এই হত্যার সমস্ত বিবরণ স্বীকার করিয়াছে। শুনিলাম উহার সঙ্গে আর এক জন মুসলমান (উক্ত উকিল মহাশয়ের খানসামা ছিল,) সেও ধৃত হইয়াছে!

গাজিপুর শ্রীরমণীমোহন ঘোষাল।

মহাশয়।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীশ্রীমতী রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী মহোদয়া বরাহনগর সাহায্যকৃত বঙ্গ-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ২০৲ কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন।

বরাহনগর সাহায্যকৃত বঙ্গ-বিদ্যালয় ৩১ সে ভাদ্র ১২৮০ শ্রীঅক্ষয়কুমার ভড় সম্পাদক।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

কটকের দী—আপনার পত্র আপনার মতে বিশুদ্ধ, কিন্তু আমাদের মতে সেরূপ নয়। 'সেনে সেনে কোলাকুলী' ইত্যাদি কথা নাম না থাকিলেও ব্যক্তিগত বলিয়া দূষ্য। ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের উপর আপনার যাহা কিছু বলিবার থাকে ধীরভাবে লিখিলে এবং আপনার সম্পূর্ণ নামটী দিলে আমরা প্রকাশ করিতে পারি।

কস্যচিৎ সম্পাদকস্য "শোন্ শোন্ এক মজার কথা" বিষয়ে আমরা যে সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহাতে বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে কিছু কটু বলিয়াছেন এবং হুতোম প্যাঁচা প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তকের সহিত তাঁহার পুস্তকের বিশেষ ঐক্য করিয়া আলোচনা করিতে বলিয়াছেন নতুবা আমরা 'সাধারণ সমীপে ইতভ্রষ্ট ও অপগ্রাহ্য হইব।' পুস্তক প্রণেতাদিগের প্রতি নিবেদন যাঁহারা আপনাদিগের যথার্থ দোষের কথা শুনিতে প্রস্তুত নন, তাঁহারা আমাদিগের নিকট সমালোচনার্থ পুস্তক পাঠাইবেন না।

আমরা এবার স্থানাভাব প্রযুক্ত অন্যান্য পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারিলাম না।

বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাশিমবাজার	৭॥৹
শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভূষণ বিশ্বাস	আমর্হাষ্টষ্ট্রীট	৬৲
" মহেন্দ্র নাথ মিত্র	বিশ্বনাথ আসাম	৭॥৹
" আশুতোষ মজুমদার	মেছোবাজার	৩৲
" গণেশ চন্দ্র রক্ষিত	চাঁচড়া	৭॥৹
" অমৃত নারায়ণ আচার্য্য	[illegible]কাগাছা	৭॥৹
" মৃত্যুঞ্জয় মুখো	কলিকাতা	৩॥৹
" যদুনাথ সিংহ	লাহোর	৭॥৹
" গণেশ কান্ত মিশ্র	ময়মন সিংহ	৭॥৹
" হর নাথ ভট্টা	৭॥৹ মধ্যে	৪৲
" রমণীমোহন শর্ম্মা	তুষভাণ্ডার	৭॥৹

*** আংশিক মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইল না।

হেমপ্রভা নাটক।

মূল্য ॥৹ আনা।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে বেনারজি ব্রাদার্স, ও তৎপার্শ্বস্থ সকল লাইব্রেরীতে প্রাপ্য।

শান্তি জল।

অশান্ত চিত্তের শান্তি অর্থাৎ সংসারী, উন্মত্ত, রোগী, শোকার্ত্ত, পাপী, তাপী ও দীনহীন গণের সান্ত্বনা। শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। মূল্য আট আনা। গ্রাহকগণের নাম আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না এবং কলিকাতায় ছয় আনা মূল্যে প্রদান করা হইবে।

কলিকাতা। প্রাচীন ভারত যন্ত্র।
পটলডাঙ্গা—বেনেটোলা লেন ২৫ নং।

শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র বসু।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং প্রবন্ধ সকল পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি সকল প্রকটিত হইবে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব ও প্রবচন সকল সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছেঃ—

অগ্রিম বার্ষিক (মফস্বলে ডাকমাসুল লাগিবে না)।	..	...	৩ টাকা।
" ষাণ্মাসিক		...	১৸৹
" ত্রৈমাসিক		...	১
প্রতি সংখ্যা	...	...	।৶৹

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ ১লা ভাদ্র } প্রকাশক।

বড়িশা সংস্কার সভা।

বড়িশা সংস্কার সভার সভ্যগণ তত্রস্থ বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন এবং পুস্তকাদি দিয়া নিরুপায় বালক দিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা আশা করেন যে দেশীয় পুস্তক প্রণেতা এবং সহৃদয় দাতৃগণ স্বপ্রণীত পুস্তকাদি বা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবেন।

বড়িশা সংস্কার সভা ১৭ আগষ্ট ৭৩ } শ্রী উপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী সম্পাদক।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

			কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	...	...	৬৲ টাকা	৭৷৹
" ষাণ্মাসিক	...	...	৩॥৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক	...	...	২৲ "	২।৶৹
মাসিক	...		[illegible]	৸৶৹
প্রতি সংখ্যা	...	...	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১৹ আনার হিসাবে দিতে হইবে; অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে, সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ২৪ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—১১ই আশ্বিন শুক্রবার। ১৮৭৩—২৬শে সেপ্টেম্বর | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা পোষ্ট অফিসের নূতন নিয়ম শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। পোষ্ট অফিসের বিরুদ্ধে যে কোন সাধারণ অভিযোগ হইবে, কর্ম্মচারীরা একেবারে বিনামাশুলে তাহা পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অফিসে পাঠাইলে গ্রাহ্য হইবে।

—

এতদিনের পর বোধ হয় দুর্ভাগ্য গেডিস সাহেব শনির দশা হইতে মুক্ত হইলেন। লর্ড নর্থব্রুক তৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্র সকল দেখিয়া তাঁহাকে 'নির্দ্দোষী' বলিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন যে হয় তাঁহাকে পূর্ব্বপদ পুনঃ প্রদান করা হউক নতুবা এমন কোন কর্ম্ম দেওয়া হউক যদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষতি বোধ না হয়।

—

কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তাটীর প্রতি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি ইহাকে পরমিট ঘাট হইতে ২৪ পরগণার দেবী রায়ের ঘাট পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

তারকেশ্বরের মোহন্তের পাপের ভরা বোধ হয় পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে এক নূতন মহাশত্রু উত্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম পরমানন্দ ওরফে কালীচরণ গিরি। তিনি গত ১৮ই সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে মাধব গিরিকে পদচ্যুত করিবার জন্য হুগলীর জজ সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেনঃ—

১—মাধব গিরি নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী এলোকেশীর সহিত ব্যভিচারী হইয়াছে।

২—তারকেশ্বর দর্শনে যে সকল স্ত্রীলোক যাত্রী আইসে, তিনি তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন।

৩—তিনি মোহন্তের ন্যায় পোসাক পরেন না, ফিন ফিনে পাড়ীওয়ালা ধুতী এবং ইংরাজী জুতা পরিধান করেন।

৪—তিনি অখাদ্য খান এবং মদ্যপান করেন।

৫—তিনি নিজের জন্য একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থ দেবালয়ের সম্পত্তি হইতে ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

৬—নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে যে ব্যভিচারের অভিযোগ করেন, তাহাতে আত্মরক্ষার্থে মন্দিরের দানের টাকা হইতে ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

৭—তিনি যে সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহার মত ও প্রণালী অনুসারে বিগ্রহের পূজা করেন না।

জজ সাহেব তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া মোকর্দ্দমা করিবার হুকুম দিয়াছেন।

—

বারাসত নিবাসী কুমুদচন্দ্র ঘোষাল—যে ব্যক্তি ইতি পূর্ব্বে আলীপুরের মুনসেফের নাজীর ছিলেন এবং উৎকোচ গ্রহণাপরাধে অল্পদিন হইল ৩ মাস কারাবাসের দণ্ড পান, গত বুধবার তহবিলের আমানতীটাকা আত্মসাৎ করণাপরাধে দোষী সপ্রমাণ হইয়া অতিরিক্ত ৬মাসের জন্য কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ ব্যক্তি আপনাকে পরম দেশহিতৈষী বলিয়া প্রত্যেক আগন্তুক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট পরিচয় দিয়া বেড়াইতেন !!

—

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যার্থ পাইক পাড়ার রাজাদিগের ষ্টেট্ হইতে ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। অধিক আনন্দের বিষয় এই, কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ এবিষয়ের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া জানান যে রাজপরিবারের সহিত মাইকেলের বহুদিনের বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা ছিল, তাঁহার স্মরণার্থ এ কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

—

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ লক্ষ্ণৌস্থ বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তত্রত্য বন্ধুগণের নিকট সংগৃহীত ২৫ টাকা আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং আরো পাঠাইবার আশা দিয়াছেন। তাঁহার প্রেরিত পত্রখানি আমরা সাদরে যথা স্থানে প্রকটিত করিলাম।

—

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশুর গোষ্ঠীতে কি পাপ প্রবেশ করিয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যে তাহার সমূল ক্ষয় হইতেছে। এলোকেশীর হত্যার পর তাঁহার বিমাতা কালপ্রাপ্ত হন। আবার আমরা শুনিতেছি, তাঁহার পিতা নীলকমল মুখোপাধ্যায় কয়েক দিন পরলোক গমন করিয়াছেন।

গত সপ্তাহ অবধি গবর্ণমেণ্ট সাপ্তাহিক রিপোর্টে পত্রের যথেষ্ট কলেবর বৃদ্ধি এবং তাহাতে দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের অধিকতর অনুবাদ দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি। ভরসা করি অনুবাদক মহাশয়ের বিরুদ্ধে এখন আর কোন সংবাদ পত্রকে অনুযোগ করিতে হইবে না। এই উন্নতির জন্য আমরা রবিন্‌সন্ সাহেবকে ধন্যবাদ করি।

গত বারের "বেঙ্গলি" পত্রে "অশ্লীলতা নিবারণ" বিষয়ক যে শ্লেষব্যঞ্জক প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত ও আশ্চর্য্য হইলাম। প্রস্তাবিত সভার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব লেখকের স্বাধীন মতের প্রতিকূলে আমাদের কোন আপত্তি বা অভিযোগ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু যে ভাবে সেই মতকে উদ্গীরণ করা হইয়াছে তাহা অতি কুৎসিত, অশ্লীল ও নিতান্ত অভদ্র। ভদ্র শ্রেণীর সংবাদ পত্রে এরূপ কুরুচি প্রসূত প্রস্তাব আমরা কখন দেখি নাই। "বেঙ্গলি" এতদূর কলঙ্কিত হইতে পারেন, ইহা আমরা কখন স্বপ্নেও মনে করি নাই। ইহা সত্য বটে যে অনেক "ভদ্র" নাম খ্যাত মহোদয়ের মুখে এতাদৃশ অভদ্র ভাষার বিস্তর ছড়াছড়ী হইয়া থাকে, কিন্তু তা বলিয়া বেঙ্গলির দোষ কখনই মার্জ্জনীয় নহে। সম্পাদক মহাশয়, বোধ হয় সাময়িক মোহ বশতঃ তাঁহার স্কন্ধের গুরুতর দায়িত্ব প্রস্তাব প্রকটন কালে বিস্মৃত হইয়া ছিলেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে বি, এল, পরীক্ষা দিয়া দুই বৎসর কাল কোন আটর্ণি অথবা হাইকোর্টের উকিলের নিকট কর্ম্ম কার্য্য শিক্ষা করিলে পর নূতন উকিলেরা হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবেন। শিক্ষানবীস দশাতে তাহাদিগকে এক খানি কণ্ট্রাক্ট লিখিয়া দিতে হইবে, সেখানি হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের আফিসে দিতে হইবে। তথায় উকিল কিম্বা আটর্ণি শপথ করিয়া বলিবেন যে তিনি পাঁচ বৎসর হাইকোর্টে কর্ম্ম করিতেছেন। যদি দুই বৎসর কাল ক্রমাগত একজনের নিকট শিক্ষানবীস থাকা অসুবিধা হয়, তাহা হইলে আবার যাঁহার নিকট থাকিতে হইবে তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নিয়মিতরূপে দুই বৎসর কাল কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। যে উকিল কিম্বা আটর্ণীর নিকট কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে তাঁহাকেও তাহা সাব্যস্ত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল বি এল মফস্বলে চারি বৎসর কাল ওকালতি করিয়াছেন, তত্রত্য জজেরা যদি সার্টিফিকেট দেন তাহারাও হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রবেশের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং তাহা অন্যূন চারিবার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে। বড় কড়াকড়!

ভারত সংস্কারক।

অশ্লীলতা নিবারিণী সভা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গত শনিবার অপরাহ্নে টাউনহলে অশ্লীলতা নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা কার্য্য অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুমান ৫।৬ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনানুসারে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জর্জ স্মিথ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ও শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, কালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রভৃতি কয়েকজন, সভার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সভাটির সংস্থাপন দ্বারা যে একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সভাটি যেন কেবল নামে মাত্র না হয়, ইহা দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হয় ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আপাততঃ মনে হইতে পারে এরূপ একটি মহদনুষ্ঠান অবশ্য সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। ইহাতেও আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে, ইহাতেও বাধা প্রতিবন্ধক আনিতে লোকে ত্রুটি করিতেছে না! যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার অভিমান রাখেন, এমত সকল লোকের মধ্যেই অনেকে এই সদনুষ্ঠানের বিরোধী। কতই অদ্ভুত তর্ক ইহার বিরুদ্ধে শুনা যাইতেছে। কেহ বলেন অশ্লীলতা নিবারণ করিতে গেলে সাহিত্যের অনিষ্ট করা হইবে। আদিরস একটি প্রধান রস, তাহার প্রতি খড়্গ হস্ত হওয়া অতি অবিবেচনার কার্য্য। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থে অশ্লীলতা আছে বলিয়া কি তাহা অগ্নিসাৎ করিতে হইবে? সেক্সপিয়রে কি অশ্লীলতা নাই? তবে ইংরেজেরা কেন উহা ধ্বংস করেন না? অশ্লীলতা নিবারণ করিতে গেলেই যে সাহিত্যের অনিষ্ট করা হইবে ইহার তুল্য অসার কথা আর কিছুই নাই। অশ্লীলতা ভিন্ন সাহিত্য থাকিতে পারে না, ইহা অতি ঘৃণিত কথা। বিশুদ্ধ প্রণয়রসের উপর কেহ হস্ত ক্ষেপ করিতেছে না। একথা কেহ বলে না যে নর নারীর প্রণয় ঘটিত কথা হইলেই তাহা অশ্লীল হইল। সেক্সপিয়রে অশ্লীলতা আছে, ইংরেজেরা তাহার উপায় করিয়াছেন; কদর্য্য অংশ সকল উঠাইয়া দিয়া পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন; ভদ্র পরিবার সকলে উহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল সাহি-

ত্যানুরাগী মহাত্মা আপত্তি উপস্থিত করিতেছেন তাঁহারা এরূপ কোন চেষ্টা করুন না কেন। বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের ঘৃণিত অংশ পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রিত করা যে কত আবশ্যক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উক্ত পুস্তক সকল যে অহিত সাধন করিতেছে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বয়স্কদিগের কথা দূরে থাকুক কত শত সুকুমারমতি বালকের হৃদয়ে অতি জঘন্য ভাব সকল মুদ্রিত করিয়া দিতেছে। বিশেষতঃ এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এক্ষণে এবিষয়ে সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আপত্তিকারী বাবুরা কি ইচ্ছা করেন যে, ন্যক্কার জনক ভাব ও ভাষা পূর্ণ গ্রন্থ সকল তাঁহাদের মাতা ভগিনী স্ত্রী প্রভৃতি পরিবার বর্গের হস্তে পতিত হয়? তাঁহাদের পরিবারস্থ রমণীগণ উক্ত প্রকার পুস্তক সকল পাঠ করিতেছে দেখিলে কি তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন? কেহ কেহ বলিতেছেন যে "ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অশ্লীল অংশ আছে বলিয়া সে সকলের প্রতিও কি সভা হস্ত ক্ষেপ করিবেন?" না, প্রাচীন মান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সকল এ সভার লক্ষ্য নহে। সে সকল গ্রন্থ অল্প সংখ্যক পণ্ডিতেই পাঠ করিয়া থাকেন; তদ্দ্বারা সাধারণের কোন অনিষ্ট হয় না। যে সকল নিতান্ত কদর্য্য পুস্তক বটতলা প্রভৃতি স্থান হইতে বহির্গত হইয়া আপামর সাধারণের হৃদয় কলুষিত করিয়া দিতেছে, সেই সকলের প্রতিই ইহার বিশেষ লক্ষ্য। আবার কেহ কেহ বলেন যে অশ্লীলতা নিবারণ করিতে হইলেই ধর্ম্মের উপর হাত দেওয়া হইবে। আমরা একথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। এদেশে প্রচলিত হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল যে অশ্লীলতাপূর্ণ এমন কথা বলিলে উহাদের অন্যায় নিন্দা করা হয়। কোন যথার্থ হিন্দু বা মুসলমান কি এ কথা সহ্য করিতে পারেন? তবে একটি কথা এই যে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রভৃতি কোন কোন দেবালয়ে অশ্লীল কদর্য্য মূর্ত্তি সকল খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার উপর গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না এবং উহা সভারও কার্য্যক্ষেত্রের অন্তর্গত নহে। কোন কোন প্রখর বুদ্ধি তার্কিক বলেন যে অশ্লীলতা কাহাকে বলে তাহা কে নিরূপণ করিবে? অশ্লীলতার লক্ষণ কি? একজনের মতে যাহা অশ্লীল আর একজনের মতে তাহা নয়, অশ্লীলতা ও বিশুদ্ধতার মধ্য সীমা কোথায়? এ তর্কের উত্তরে আমরা বলি যে, যে সকল জঘন্য পুস্তক এক্ষণে জন সাধারণের হৃদয় মনের অপবিত্রতা সাধন করিতেছে তাহাদের অশ্লীলতা বুঝিতে পারা কিছু কঠিন কর্ম্ম নহে। তাহা বুঝিবার জন্য বিশুদ্ধচিত্ত ঋষি অথবা অলৌকিক বুদ্ধি শালী হইবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রলোকে যে সকল কথা মুখে আনা দূরে থাকুক মনে করিতেও লজ্জিত হন, সে সকলের অশ্লীলতা কি আবার বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে?

কেহ কেহ আবার বলেন যে, "তবে শারীর স্থান বিদ্যা শিক্ষা কেন উঠাইয়া দেওয়া হউক না? তাহাতে কি অশ্লীল বিষয়ের চর্চ্চা নাই?" নিশ্চয়ই নাই। যে বিষয় সম্বন্ধেই হউক না কেন বিজ্ঞান সর্ব্বদাই পবিত্র। বিজ্ঞানের দ্বার দিয়া যাহা আসিবে তাহা পবিত্র হইয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য! যাহারা এই আপত্তি করেন তাঁহারা কি অশ্লীলতা ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পান না? কুৎসিত আমোদ ও সত্যানুসন্ধানে কি প্রভেদ নাই? সকল সত্যই পবিত্র, এবং কেবল সত্যলাভ কামনায় যে বিষয়ের আলোচনা হউক না কেন তাহা পবিত্র কার্য্য। আলোক ও অন্ধকারে যেমন প্রভেদ, কুৎসিত আমোদেচ্ছা সম্ভূত অশ্লীলতা ও সত্যানুরাগ সমুৎপন্ন বিজ্ঞানে সেইরূপ প্রভেদ।

উপসংহার কালে আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি যে সভাটির যেন গর্জ্জন মাত্র সার না হয়; আমরা ইহা হইতে প্রকৃত হিতসাধন হইতেছে দেখিয়া যেন আনন্দিত হই! সভার অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের প্রতি আর একটী নিবেদন, তাঁহারা দেশীয় লোকদিগের প্রতি একটু সহৃদয়তা ও সতর্কতা সহকারে কার্য্য করিবেন। সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ এবিষয়ের বিজ্ঞাপন চারিদিকে প্রচার করিয়া দিউন, যেন কেহ বলিতে না পারে এরূপ কার্য্যে দণ্ড হইবে জানিতাম না, অথবা বহুদিনের অভ্যাস দমন করিবার উপায় হয় নাই।

তারকেশ্বরের মোহন্ত ও ভয়ঙ্কর স্ত্রীহত্যা।

পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত ২৫ শে জ্যৈষ্ঠের ভারত সংস্কারকে আমরা প্রথম এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটী সাধারণের গোচর করি। ঘটনার দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত হইতে চলিল, কিন্তু এখনও ইহার কিছুই মীমাংসা হইল না। প্রত্যুত এখনও ইহাকে নূতন বলিলে বোধ হয় অন্যায় বলা হয় না। এই পাঁচ মাস কাল মধ্যে এ বিষয়ের যে সকল অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নবীন মোহন্তের চক্র ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া উন্মাদের ন্যায় ভগ্ন হৃদয়ে স্ত্রীহত্যা সাধন পূর্ব্বক স্বয়ং পুলিসে সংবাদ দেয়, পুলিসের

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার অপরাধ স্বীকার করে এবং হত্যা করিবার কারণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করে। এখানে মোহন্ত অন্তর্দ্ধান হন। তারকেশ্বরের সম্পত্তি সকল গবর্ণ মেন্ট হস্তগত করেন। কিছু দিন পরে মোহন্ত আবার প্রকাশিত হইয়া উকিল কৌন্সলী মোক্তার প্রভৃতি ব্যবহারা-জীবগণ সমভিব্যাহারে একেবারে আদালতে উপস্থিত হন। মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল, বিচারে মোহন্তের দোষ সপ্রমাণ হইলে তাহাকে দায়রা সোপরদ্ধ করা হইল—কিন্তু উকিল কৌন্সলীদিগের বুদ্ধি কৌশলে দায়রার বিচার হইতে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া গেল। মোকর্দ্দমা হুগলীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট হয় বলিয়া গ্রাহ্য হইল না। পূর্ব্বের সমস্ত অনুসন্ধানই বৃথা হইল, শুদ্ধ পণ্ড শ্রমই সার—কেবল মোহন্তের উকিল কৌন্সলীদিগেরই 'পোয়াবার'। মোহন্তেরও 'জোর কপাল'। তিনি পুনর্ব্বিচার কাল পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাইলেন, এবং পুনর্ব্বার 'গদীতে' বসিবার অনুমতিও প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল !!

হতভাগ্য নবীন 'আড়রীর ধারে' বসিয়া আছে, কখন স্রোতস্বতী অনন্ত কাল সাগরে ভাসাইয়া লইয়া ফেলিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! সে প্রথম প্রিয়তমাকে হত্যা করিয়া শোকে আকুল হইয়া জীবন ধারণ অসহ্য বোধে একান্ত মৃত্যুপ্রার্থী হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে সকল ভাবই শিথিল হয়, এক্ষণে পুনর্ব্বার জিজীবিষু হইয়া জীবন রক্ষার্থে একান্ত ব্যগ্র হইয়াছে। তজ্জন্যই জজের নিকট "আমি স্বয়ং স্ত্রীহত্যা করিয়াছি কি না ঠিক্ জানি না" ইত্যাদি সন্দেহ বাক্য সকল বলিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমরা কাহার ও প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করি না বটে, কিন্তু যথার্থ দোষী ব্যক্তি যে এককালে অব্যাহতি পাইবে এরূপ মতের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহি। নবীন যেরূপ অবস্থায় এরূপ গর্হিত কার্য্য করে তাহা নিতান্ত পরীক্ষাসহ। কয়জন নবীনের সমশ্রেণী লোক এরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের দেশের আচার বিচার রীতি নীতি, ভাব ও রুচিতে ইহাকে ততদূর "গর্হিত" বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু যথার্থ ন্যায়ের বিচারে ইহার অবৈধতা কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা দুর্ভাগ্য নবীনের দুঃখের সম্পূর্ণ সহানুভূতি করি, কিন্তু সে দোষী প্রমাণিত হইলেও যে অব্যাহতি পায় তাহা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। তবে একেবারে উচ্চতর দণ্ড না হইয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কথঞ্চিৎ দণ্ড বিধান হয়, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা। তদ্দ্বারা তাহার নিজেরও মঙ্গলের সম্ভাবনা। এখন বিচারে কিরূপ হয় বলা যায় না।

মোহন্তের বিষয়ে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে সে নির্দ্দোষী কে বলিবে? সে যদি নির্দ্দোষীই হইবে তাহা হইলে তাহার পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি? আমরা শুনিয়াছি সে মোহন্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে সংকল্প করিয়াছিল,কেবল কয়েক জন অপরিণামদর্শী (বা সূক্ষ্মদর্শী!) বন্ধুর পরামর্শেতথা-হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া মোকর্দ্দমা করিবার জন্য কটী বন্ধন করিয়াছে। সে যখন পলাতক ছিল, গবর্ণমেণ্ট তারকেশ্বরের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার (যাহা মোহন্তের হস্তে ছিল) স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রত্যাগত হইলে ১৫০০০ হাজার টাকা জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং 'তারকেশ্বরের সম্পত্তিও পুনর্ব্বার তাহার হস্তে অর্পণ করা হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটী কতদূর ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে? দেবালয়ের সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ—অর্থাৎ আদান প্রদান করিবার ক্ষমতা আছে কি না? যদি মহারাণীর অঙ্গীকার রক্ষা অথবা আজ্ঞা পালন গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে এই অধিকার গ্রহণ করা যে বিধি-বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। এদেশীয়দিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা দেশ-বাসী দিগের ভিন্ন অপরের নহে। গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য তাহাদিগের মত বা উপদেশ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, নতুবা স্বেচ্ছানুসারে কিছুই করিতে পারেন না।

মোহন্তের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অগ্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টই স্বয়ং তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন সুতরাং নিরীহ বঙ্গবাসীগণ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন মাত্র, কারণ তাহাদের আর কিছু করিবার সমর্থ নাই। কিন্তু ইহা বলিয়া তাহাদিগের যে জাতীয় বন্ধন বা সাধারণ মত নাই এ কথা সত্য নয়। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মোহন্তের বিষয়ে তাহাদিগের মতের অনৈক্য নাই। সকলেই একবাক্য হইয়া তাহার সমুচিত শাসন বা পদচ্যুতির জন্য তারস্বরে চিৎকার করিতেছেন। সে যেরূপ পাপীষ্ঠ এবং আশ্রম বিরুদ্ধাচারী,তাহাতে কেহই তাহার উপর সন্তুষ্ট নহেন। এই অপরাধটী তাহার প্রথম অপরাধও নহে, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার অসচ্চরিত্রের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। সে যে মোহন্ত পদের উপযুক্ত নহে, তাহা সকলেই বলিতেছেন।

মহাত্মা রায় ভারামল্ল রাও সর্ব্ব প্রথম তারকেশ্বরের মন্দিরটী স্থাপন করিয়া সেবার জন্য কয়েক খানি জমিদারি প্রদান করেন। তাঁহার দানের অনুসরণ করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি ও অন্যান্য অনেক ভূম্যধিকারীগণ বিস্তর দান করিয়া যান। এতদ্ব্যতীত মানসিক ও মেলাতে প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই সমুদয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার মোহন্তের হস্তে অর্পিত হয়। এই মোহন্ত ১০ জন পরম হংস কর্ত্তৃক মনোনীত হন। তাঁহার কর্ত্তব্য সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তারকেশ্বরের আরাধনায় জীবন যাপন করেন এবং দেবালয়ের ধন সম্পত্তির যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করেন। পাছে ধনলোভে সংসারী হইয়া পড়েন, এই জন্যই দার পরিগ্রহ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বতন মোহন্তেরা প্রাণপণে এই সকল কর্ত্তব্য প্রতি পালন করিতেন। অধুনাতন কয়েক জন মোহন্ত কর্ত্তব্যে শিথিল যত্ন হইয়া ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিতে সাহসী হন নাই। বর্ত্তমান মোহন্ত মাধব গিরি সকলকে জিতিয়াছেন। ইনি কর্ত্তব্যবিভ্রমে এতদুর আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে দেবালয়ের সম্পত্তি সকল আপনার বলিয়া ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; বাস্তবিক তাহার অপব্যয়ের চূড়ান্ত করিতেছেন। একেতো আশ্রম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া পতিত হইয়াছেন, তাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পলাতক হইয়া মোহন্তত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন সুতরাং পুনর্ব্বার কখনই মোহন্ত হইতে পারেন না; বরঞ্চ মোহন্ত থাকিয়া বিশ্বাসঘাতক হইয়া যে সকল সম্পত্তি অপচয় করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাহার হস্তে পুনর্ব্বার তারকেশ্বরের ভার প্রদান করিয়া যে কতদূর অন্যায় করিয়াছেন বলা যায় না। জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়াও অন্যায় হইয়া ছিল, কারণ সে কাহার টাকায় জামিন দিয়াছিল? তার যেরূপ পদ তাহাতে তাহার নিজের একটী কপর্দ্দক মাত্রও থাকা সম্ভাবিত হয়। গবর্ণমেণ্ট জানিয়া শুনিয়া কেন যে এরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না। এই মোকর্দ্দমায় যত কিছু খরচপত্র হইতেছে সমুদয়ই তারকেশ্বরের সম্পিত্ত হইতে ব্যয়িত হইতেছে। যদি সাধারণ ধন অপব্যয় করা বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য হয়, তাহা হইলে মাধব গিরি কি সেই অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না? আমরা গবর্ণমেণ্টকেই ইহার বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি। এ বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণে বাদী হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে সে দিন পরমানন্দ গিরি পরম হংস পরিব্রাজক ওরফে কালীচরণ গিরি গোস্বামী মোহন্ত হুগলীর জজ আদালতে উপস্থিত হইয়া মাধব গিরি আশ্রম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া পতিত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে পদ চ্যুত করিতে চাহেন। তিনি "দশনামী" দিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। জহাঙ্গীরনগর—যথায় শঙ্করাচার্য্যের পাদুকাদ্বয় আছে, তিনি তথাকার অধ্যক্ষ। গিরি, বন, ভারতী ইত্যাদি মোহন্তদিগের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার আছে। জজ প্রিন্সেপ সাহেব তাঁহাকে ১৮৬৩ সালের ২০ আইন অনুসারে অভিযোগ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। আমরা আশা করি যে এই সময় দেশের সকলে তাঁহার সাহায্য করিয়া 'জাতীয় বন্ধন এবং সাধারণ মতের' দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা করিবার সুযোগ আর কবে পাইবেন?

ভারতবর্ষের বাণিজ্য।

(২য় প্রস্তাব)

রপ্তানিতেই ভারতবর্ষের বিশেষ লাভ। আমদানি দ্বারা এ দেশের তাদৃশ লাভ নাই। বরং দ্রব্য বিশেষ এতদ্দেশে আনীত হওয়াতে দেশের অনেক পরিমাণে অলাভ ও অপকার হইয়াছে। আমরা বিগত বারে দেখাইয়াছি লবণের আমদানি দ্বারা এ দেশ বৎসর বৎসর ৮৩ লক্ষ টাকায় জলাঞ্জলি দিতেছেন এবং বহু সংখ্যক শ্রমোপজীবী জীবনোপায় হইতে বঞ্চিত হইয়া, সমূহ অন্নকষ্টে পড়িয়াছে। তুলার বস্ত্রাদির আমদানি দ্বারাও তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যে ১৭ কোটী টাকার বস্ত্রাদি এক্ষণে এতদ্দেশে আনীত হইতেছে, তৎপরিমাণের উক্ত পণ্য দ্রব্য এদেশে স্বদেশ জাত পরিশ্রমে অনায়াসে উৎপাদিত হইতে পারে এবং যদি ইউরোপীয় শিল্প যন্ত্রাদিও ইউরোপীয় শিল্প বিদ্যার সাহায্য আয়ত্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্ত্রাদি এক্ষণকার অপেক্ষা স্বল্পতর মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। ইংলণ্ড এক্ষণে এতদ্দেশ হইতে ১৪ কোটী টাকার তুলা গ্রহণ করিয়া ১৭ কোটী টাকার বস্ত্রাদি তৎপরিবর্ত্তে পাঠাইয়া থাকেন। যে পরিমাণ তুলা ইংলণ্ড এতদ্দেশ হইতে গ্রহণ করেন, যদি সেই পরিমাণ তুলার বস্ত্রাদি এতদ্দেশে প্রেরণ করেন এমন অনুমান সিদ্ধ হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড বৎসর বৎসর এতদ্দেশীয় তুলা হইতে পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ ৩ কোটী টাকা লাভ করিতেছেন সুতরাং ভারতবর্ষ বৎসর বৎসর ৩ কোটী টাকার পরিশ্রমের মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এতদ্দেশের পরিশ্রমে ঐ সকল বস্ত্রাদি বয়ন সম্পাদিত হইলে, এ দেশীয় শিল্পজীবি লোকদিগের ঐ পরিমাণ অর্থ লব্ধ হইত

সন্দেহ নাই। ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে এদেশের তুলা, এদেশীয় লোকেরা ব্যবহার করিয়া অর্থোপায় করিতে সমর্থ হইতেছে না, অথচ ইংলণ্ডীয় শিল্পজীবি লোকেরা, তাহা এতদ্দেশ হইতে জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়া, তদ্দারা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া আবার জাহাজে করিয়া আমাদের ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশে প্রেরণ করিতেছেন এবং পরিশ্রমের মূল্য ও তৎসঙ্গে যাতায়াতের জাহাজ ভাড়া আমাদের নিকট আদায় করিয়া লইতেছেন ? এতদ্দেশীয় ধনশালী দেশহিতৈষী মহোদয়েরা এ বিষয়ে কিরূপ চিন্তা করেন আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহাদের এ বিষয়ে ঔদাসীন্য আর ভাল দেখায় না। একজন মহাশয় দৃষ্টান্ত স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ইউরোপীয় শিল্প যন্ত্রাদি এতদ্দেশে আনয়ন করুন্ এবং ইউরোপীয় শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তৎসাহায্যে কার্য্যারম্ভ করুন, দেখিবেন, অচিরে শত শত লোক উৎসাহের সহিত উত্থিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন। ইহা কি অবশেষে আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এমন একটী লোকও পাওয়া যায় না ?

আমদানির তালিকা মধ্যে দেখা যায় যে এতদ্দেশে ১৩,৪৮,১৯০ টাকার ছত্র বিগতবর্ষে আনীত হইয়াছে। ছত্র এত সামান্য পদার্থ যে ইহা এতদ্দেশে অনায়াসে নির্ম্মিত হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অদ্যাবধি তদুদ্দেশে কোন চেষ্টা এদেশে স্ফূর্ত্তি পায় নাই। ইতর লোকদিগের দ্বারা এ পক্ষে যে সামান্য চেষ্টা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফল এত কদর্য্য যে তদুৎপন্ন ছত্র ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী হয় নাই ; এবং যৎকিঞ্চিৎ যাহা হইয়াছে তাহা ইউরোপীয় ছত্র অপেক্ষা বহুমূল্য অথচ তাদৃশ সুশ্রী নহে। আরও দেখা যায় যে ২,৯০,২৯০ টাকার বাদ্যযন্ত্র, ৫,৮৯,৩৬০ টাকার খেলেনা ও ক্রীড়ার উপকরণাদি, ১৮ লক্ষ টাকার মণিমুক্তাদি এবং ১০ লক্ষ টাকার পলা ও কৃত্রিম মুক্তাদি এতদ্দেশে আমদানি হইয়াছে। উপরি উক্ত অঙ্ক সমূহ, এতদ্দেশীয়দিগের বিলাসিতারই পরিচয় দিতেছে। আমরা বিলাসিতাকে পরিত্যাজ্য মনে করি না, বরং সময় বিশেষে অবশ্য সেব্য মনে করি। কিন্তু ভারতবর্ষের এত অভাব থাকিতে অগ্রে বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্য এত আয়োজন আমাদের ভাল লাগে না। বালকদিগের জন্য ক্রীড়ার সামগ্রী এতদ্দেশেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। সুরাসেবনের জন্য বৎসর বৎসর ১৩৪ কোটী লক্ষ টাকা বিদেশীয় বণিকদিগের চরণে সমর্পণ করা আমরা কখনই সহ্য করিতে পারি না। ইহা স্মরণ করিলে বাস্তবিকই আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কত টাকা এক্ সাইসের হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। তাহা না দিয়া কাহারও তাহার ভোগ করিবার অধিকার নাই।

কিন্তু রপ্তানিতেই ভারতবর্ষের বিশেষ লাভ। রপ্তানির হ্রাসবৃদ্ধির উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকাতে গত ২২ বৎসরের মধ্যে রপ্তানির যেরূপ উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে তাহার হিসাব প্রদর্শিত হইল।

রপ্তানি তালিকা।

দ্রব্যাদি	১৮৫০।৫১	১৮৬৪।৬৫	১৮৬৭।৬৮	১৮৭২।৭৩
কাফি	১০,০৫,০৯০	৮০,১৯,০৮০	৮৪,৬৬,০১০	১,১২,৮৫,৪৯০
তুলা	৩,৪৭,৪৭,৮৯০	৩৭,৫৭,৩৬,৩৭০	১৯,১৮,৮৬,৭৪০	১৪,০২,২১,০৮০
কার্পাশ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি	৬৭,৩৫,৪৮০	১,০৪,৩৯,৬০০	৭৬,৮১,৬৮০	৪০,২৪,৯৫০
নীল	১,৯৮,১৮,৯৬০	১,৮৬,০১,৪১০	১,৮২,৩৯,২৬০	৩,১২,৬৮,২৪০
চাউল	৭৫,২২,৯৪০ (চাউল ও গম ইত্যাদি)	৫,৫৭,৩৫,৩৭০	৩,৭০,৯৭,১৯০	৫,৭০,২৪,৫৬০
গম ইত্যাদি		৩৮,২৮,৭১০	২৩,৬৩,৭৮০	৬১,২৬,০৫০
চর্ম্ম	৩২,৪৪,৪৪০,	৭২,৫২,৩৬০	১,০০,২০,৭৯০	২,৯২,১০১৫০
পাট	১৯৬৯,৩৬০	১,৩০,৭৮,৪৪০	১৩১,০৫৫৫০	১১৪২,৫৫৮০
অহিফেন	৫,৪৫,৯১,৩৫০	৯,২১১৮,০৪০	১২,১৮,৭৭,৫৫০	১১,৪২৬২,৭৯০
রবিশস্য	৬৩,৯৫,১৪০	১,৯১,২৪,৩৩০	২,১৫,৬৭,১১০	১,৫০৮২,৪১০
রেশম	৬১,৯৩,১৯০	১,১৬,৫৯,০১০	১,৪৯,০৭,৬৮০	১,২৫,৬৩,৫৬৭
চিনি	১,৮২,৩৯,৬৫০	৭৬,৫১,১০০	৯,২১,১৩০	৪৯,২৮,৭১০
চা	——	——	৭০,৫৫,৯১০	১৫৭৭৬৯১০
পশম	৬,৮২,৮৫০	১,১৫,১০,০২০	৫৮,৪৯,৮৫০	৮৩,৮০,৪২০

যদিও তুলার রপ্তানি ক্রমে হ্রাস হইয়াছে কিন্তু চা, কাফি-পাট, তণ্ডুল ও চর্ম্মের রপ্তানি ১৮৫০।৫১ সালে যত টাকার অঙ্কে আবদ্ধ ছিল, ১৮৭২।৭৩ সালে তাহার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

বিগত ৫ পাঁচ বৎসরের মধ্যে আশাম দেশীয় রপ্তানিও দ্বিগুণিত হইয়া প্রায় ১,৮০,০০,০০,০০০ টাকা অঙ্কে উত্থিত হইয়াছে। আর ৫ বৎসরের মধ্যে রপ্তানির টাকার অঙ্ক ইহার তিন গুণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ভবিষ্যতে চাসের ভূমির আয়তন বর্দ্ধিত করা হইবে বলিয়া উপরি উক্ত বৃদ্ধির আশা করা যাইতেছে না, কিন্তু চা চাসের প্রণালী ও প্রস্তুত করণের রীতি সংশোধিত হইবে বলিয়া এই বৃদ্ধির আশা করা হইতেছে।

পাটের রপ্তানিও ৪ কোটী টাকার অঙ্কের উপরে উঠিয়াছে, এবং বঙ্গদেশ হইতে ১৮,৮২,৪২০ টাকার গনিক্লথ ও গনিব্যাগ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ষ্ট্রেট্‌স্ উপনিবেশে প্রেরিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দেশীয় ব্যবহারার্থ উহা অপর্য্যাপ্ত গৃহীত হই-

য়াছে। যাহাহউক পণ্য দ্রব্য সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে, যে সমস্ত জাতি উপরি উক্ত দ্রব্যজাত এতদ্দেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা যেন উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য অপরাপর দেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার তালিকা দৃষ্টে বোধ হয় যেন ইহার অধিবাসীরা বিলাস মন্দিরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

জয়দেব চরিত। শ্রীরজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত। জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত।

পরম আহ্লাদ সহকারে আমরা এই পুস্তক খানি পড়িতে প্রবৃত্ত হই। বঙ্গ কবিকুল রত্ন জয়দেব যে এত দিনে বঙ্গবাসিগণের অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন, আমরা তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই পুস্তক খানি গ্রহণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছি। জীবনী লেখক যত দূর পর্য্যন্ত জয়দেবের জীবনকাল নির্ণয় আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার সত্য নির্ণয়ার্থ আন্তরিক চেষ্টা দেখিয়া আমাদিগের সেই হর্ষ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা যেরূপ নিরতিশয় আগ্রহের সহিত এক একটি তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাহা পরিসমাপ্ত করেন, আমাদিগের জীবনীলেখকও তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ আগ্রহের পরিচয়, বঙ্গসাহিত্যের যে একটি পরম সৌভাগ্য চিহ্ন তাহা কে না স্বীকার করিবে? এবং তাহা দেখিয়া কাহার না হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, জীবনী লেখক এই আগ্রহটী বরাবর সংরক্ষিত করিতে পারেন নাই। জয়দেবের জীবন কাল নির্ণায়ক প্রস্তাবটী পরিসমাপ্ত করিয়া আমরা যখন প্রকৃত প্রস্তাবে উপনীত হইলাম, গ্রন্থকার সকল আলোক আমাদিগের নিকট হইতে অপসারিত করিলেন। কেবল ভক্ত মাললেখকের অনতি পরিস্ফুট প্রদীপ আমাদিগের অবলম্বনীয় হইল। ভক্তমাল লেখক নিজেই অন্ধ, তাহার প্রদীপের জ্যোতি নাই, আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই তমোময় দেশে ক্ষিপ্রপদে আমাদিগের ভ্রমণ পরিসমাপ্ত করিতে হইল।

যাহা হউক, জয়দেবের জীবিতকাল নির্ণায়ক প্রস্তাবটীই গ্রন্থের সার ভাগ। এই তর্কের কোটি গুলি একে একে বিবৃত করা হইয়াছে, পূর্ব্বাপক্ষও প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং অতি স্থির ভাবে বিচার পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে। রজনী বাবুর বিচারে আমরাও তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হই। বাস্তবিক, সনাতন গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট জয়দেবের জীবিত কাল সম্বন্ধে যে প্রমাণ, তাহার হেতু সমুদায় বলবৎ বোধ হইল, পূর্ব্বপক্ষ হেতু সকল তত দূর বোধ হইল না।

রজনী বাবু যথার্থই স্থির করিয়াছেন, প্রসন্ন রাঘব প্রভৃতি গ্রন্থ সকল জয়দেব কৃত হইতে পারে না। যে মন কবিতা বিলাসে প্রমোদিত, যে মন সুধাময় সঙ্গীত রসে আমোদিত, নৈয়ায়িক কঠোরতা ও যুক্তিশীলতা সে মনের ধর্ম্ম হইতে পারে না। মানব প্রকৃতি মূলক এই যুক্তিটী ভিন্ন, রজনী বাবু যে এতৎ সম্বন্ধে অন্য একটী প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও অসঙ্গত বোধ হইল না।

জয়দেবের জীবনী অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইয়াছে। কবির জীবনী বিষয়ক আমাদিগের অজ্ঞতা পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও প্রায় তদ্রূপ রহিয়াছে। রজনী বাবু কোন নূতন বিবরণের অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেন নাই। ভরসা করি ভবিষ্যতে আমরা তাঁহার নিকট অধিক জ্ঞাত হইতে পারিব। এই গবেষণা সম্পন্ন করা কতদূর দুঃসাধ্য, তাহা আমরা জানি, কিন্তু জয়দেবের কাল এত পুরাতন নহে, যে সেই কার্য্য একেবারে অসাধ্য হইতে পারে।

জীবনী সমাপন কালে রজনী বাবু গীত গোবিন্দের একটী সমালোচনা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ যে বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য তাহা আমরাও স্বীকার করি। সুবিজ্ঞ মেকলে কবিবর গ্রের কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, যে গ্রে ছয়শত পদের অধিক কবিতা রচনা করিয়া যান নাই বটে, কিন্তু সেই ছয় শত পদ ইংরাজী ভাষার সহিত জীবিত থাকিবে। আমরাও জয়দেব সম্বন্ধে বলিতে পারি যে জয়দেব সপ্তশত পদের অধিক লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু সেই সপ্তশত পদ সংস্কৃত ভাষার সহিত জীবিত থাকিবে। জয়দেবের সঙ্গীতরব সকলেরই মনোহরণ করিবে। ইংরাজীতে যাহাকে পাস্‌টরাল অর্থাৎ গ্রাম্য দৃশ্য বর্ণন বলে, জয়দেবের গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় তদ্বিষয়ক একখানি অতুল্য গ্রন্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু গুণ পক্ষে যেমন বলা উচিত, গীতগোবিন্দের দৃশ্য সকল এবং কল্পনা সকল অতি ঐশ্বর্য্যশালী, কমনীয় এবং মৃদুমধুর, দোষ পক্ষেও সেইরূপ বলিতে হয় তাহাতে প্রাচ্য ~~[illegible]~~ ভাব,—সাধারণ বিলাসীর কোমলতা এবং অনেক স্থলে অশ্লীলতা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার বর্ণনায় প্রসাদ গুণ প্রচুর, কিন্তু ওজস্বিতা কিছুই নাই।

গীতগোবিন্দের প্রধান গুণ তাহার বর্ণনা। তাহার সুমধুর বর্ণনা, আমাদিগের নিকট সুরভিযুত যমুনা তীরের কুসুম চুম্বিত সমীরের ন্যায় একদা সুস্নিগ্ধ, সুস্বর এবং চিত্তমোহনীয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সুললিত পদাবলীতে যদি কিছু কবিত্ব থাকে, জয়দেবের সে কবিত্ব নিশ্চয় আছে। সুন্দর কল্পনায় যদি কিছু কবিত্ব থাকে সে কবিত্ব জয়দেবের অভাব নাই। রসবর্ণন এবং রসোদ্দীপনে যদি কিছু কবিত্বের পরিচয় হয়, গীতগোবিন্দে সেরূপ কবিত্ব প্রচুর। বাস্তবিক তাঁহার কবিতা পাঠে এক এক সময় আমাদিগের লালসা হয়, একবার জয়দেবের সহিত কল্পনা রথে যমুনাতীরে এবং নিকুঞ্জ বনে ভ্রমণ করিয়া আসি। বিলাসীর যা কিছু বিমোহনীয়, জয়দেব তাহা চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

গীত গোবিন্দ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতব্য তৎ সমুদায় এ প্রস্তাবে লেখা যাইতে পারে না। রজনী বাবু গীত গোবিন্দের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমাদিগের বিবেচনায় সম্পূর্ণ বোধ হইল না। আমরা রজনী বাবুর সহিত স্বীকার করি, জয়দেবের তেজস্বিনী উদ্ভাবনী শক্তি ছিল না। যে বিভাবনার প্রভাবে, কালিদাস কুমার সম্ভব, মিল্টন স্বর্গভ্রংশ এবং মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যাদি লিখিয়াগিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় জয়দেবের সম্পত্তি নহে। কিন্তু যে কল্পনা শক্তি সেই কালিদাসের মেঘদূতে, মিল্টনের কোমসে এবং মাইকেলের ব্রজাঙ্গনায় বিভাসিত দেখা যায় তাহা জয়দেবের নিশ্চয় সম্পত্তি। তাহা উল্লেখ না করাও অন্যায় বোধ হয়। রজনী বাবুর সমালোচনার অসম্পূর্ণতা আমাদিগের উপরি উক্ত সমালোচনায় ও কিয়ৎ পরিমাণে প্রতীত হইবে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শন করা আমাদিগের কার্য্য নহে। তবে জয়দেব সম্বন্ধে এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম, যে তিনি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ~~[illegible]~~ না হউন, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাকে একজন হৃদয়গ্রাহী ও কীর্ত্তিমান্ কবি বলিয়া অবশ্য গণ্য করিতে হইবে।

রজনী বাবুর গ্রন্থ খানি অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত। আমরা এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত ও সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইচ্ছা করি,রজনী বাবু আরোগ্য হইয়া উত্তরোত্তর সুদীন বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকর্দ্দমা হুগলি জজের কাছারী।

২৭৩ পৃষ্ঠার পর।

রামধন চৌকিদার—মুক্তকেশীর চিৎকার শুনিয়া আমি নীল কমলের বাটীতে গিয়াছিলাম। আমি এলোকেশীর মৃত দেহ দেখিয়াছি, শবের নিকট একখানি বঁটীও দেখিয়াছিলাম। আমি নবীনকেও দেখিয়াছিলাম তাঁহার কাপড়ে রক্ত লাগিয়াছিল।

জেরা—নবীনের চক্ষু রক্ত বর্ণ ছিল, উহাকে পাগলের মত বোধ হইয়াছিল।

রামকুমার চৌকিদার—আমি নীলকমলের বাড়ীতে যাই নাই। আমি নবীনকে "আমি এলোকেশীকে কেটে ফেলিছি" বলিতে শুনিয়াছিলাম, এবং আমিই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম।

জেরা—অপরাধী যদি পলাইবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে পলাইতে পারিতেন। তিনি মাঠ দিয়া অনায়াসে পলাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি কোন বাধাই দেন নাই। আপনি আমাকে বলিলেন 'যে আমাকে গ্রেপ্তার কর।' তিনি তখন কাঁপিতেছিলেন,—ভয়েতে কি রাগেতে তা আমি বলিতে পারি না। তিনি যেন পাগলের মত হইয়াছিলেন। আমি নীল কমলকে দশবৎসর কি পনর বৎসর অবধি জানি।

মাণিক খাঁ—পুলিসের একজন কনষ্টেবল বলিল যে তাহাকে নীলকমলের বাটিতে ডাকা হয়, সে তথায় এলোকেশীর মৃত দেহ দেখিয়াছিল।

হরিনাথ ভট্টাচার্য্য—আমার নিবাস কুমরুল, নীলকমলের বাটী হইতে দুই রশী দূর হইবে। গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আনন্দময়ীর সাবিত্রী ব্রত ছিল, আমি তাঁহার অনুরোধে সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু কেহই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি গণের সকলেই আমাকে বলিল যে "আমরা কেহই নিমন্ত্রণে যাইতে পারিব না কারণ মোহন্তের সঙ্গে এলোকেশী ভ্রষ্টা হইয়াছে।" আমি আনন্দময়ীকে গিয়া বলিলাম। আনন্দময়ী আমাকে কোন কথা বলিলে, আমি একেবারে নীলকমলের বাটীতে যাইলাম এবং তথায় দেখিলাম যে নবীন ভূমে গড়াগড়ি দিতেছে এবং তাহার শ্বশুরকে গালাগালি দিতেছে। আমি তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, গা গরম ছিল। আমার সঙ্গে আরও তিন ব্যক্তি নীলকমলের বাটীতে গিয়াছিল। আমি নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইয়াছে? তাহাতে সে বলিল "আমি আত্মহত্যা করিব, আমি শুনিলাম আমার স্ত্রী মোহন্তের সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছে, আমি ইহা সহ্য করিতে পারি না।" নীলকমল তখন উপস্থিত ছিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলাম, এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলাম। আমি তাহাকে আনন্দময়ীর বাটীতে লইয়া গেলাম, তথায় সে আনন্দময়ীকে বলিল যে "নীলকমলের বাটীতে আমার স্ত্রীকে আর রাখিতে ইচ্ছা নাই, যেমন করে পার তাহাকে এখানে নিয়া আইস।" আনন্দময়ী এলোকেশীকে আনিতে গেল,এবং তাহাকে ও তাহার বাক্স লইয়া আসিল। নবীন তখন পাগলের মত হইয়াছিল। আমি ৩ কিম্বা ৪ টার সময় তথা হইতে চলিয়া গেলাম এবং ফিরে এসে দেখিলাম যে এলোকেশী ভূমে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে কেন ইহাকে মারিল, ইহাতে সে বলিল যে কারণ সে এলোকেশীর কুচরিত্রের কথা শুনিয়াছিল। আমি বাটী হইতে বহির্গত হইবার অগ্রে নবীন তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য বেহারার অনুসন্ধান করিতেছিল।

জেরা—অপরাধী বেহারার অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু তাহা পায় নাই। সে কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল, কিন্তু লোকে তাহাকে অগ্রে শ্বশুর বাটীতে আহার করিয়া পরে যাইবার ইঙ্গিত করাতে সে তথায় গিয়াছিল। প্রথমে সে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু আমি অনুরোধ করাতে সে শ্বশুরবাড়ীতে যায়। ভুলি প্রস্তুত ছিল। ইহার পূর্ব্বে আমি নীলকমলের বাটী সর্ব্বদা যাইতাম। আমি অপরাধীকে তাহার বিবাহ অবধি জানি। সে অত্যন্ত উগ্র স্বভাব। তাহার স্ত্রীর সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল। এলোকেশীর দুশ্চরিত্রের কথা শুনিয়া অবধি সে এক রকম হইয়া ছিল।

নবীন তাঁতী—আমি সীতানাথ ময়রার দোকানে বসিয়াছিলাম, নবীন সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "কবে আসা হইয়াছে?" তিনি বলিলেন যে (গত) "কাল"। তিনি চলিয়া গেলেন। আধ ঘন্টা পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, যে "আমার শ্বশুর আমাকে যা বলিল তুমি তার অর্থ বলিতে পার?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি কথা? তিনি বলিলেন যে "তেলী পাড়া কি ময়রা পাড়া কি গ্রামের কোন স্থানে তুমি যাইও না।" আমি উত্তর করিলাম, যে "একথা বলিবার কারণ আছে, কিন্তু আমি এখানে আপনাকে তাহা বলিতে পারি না, কারণ এখানে পুলিস আমলারা আছে, তাহারা শুনিতে পারে, ইহা গোপনীয় কথা, আমি এখানে আপনাকে বলিতে পারি না।" পরে আমি তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলাম যে "ইহা তোমার স্ত্রীর বিষয়; তিনি কি এখানে আছেন? আপনি তাঁহাকে আপনার বাটীতে লইয়া যান।" তিনি বলিলেন "কি হইয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম, "আমি গ্রামে শুনিয়াছি যে তাঁহার চরিত্র মন্দ হইয়াছে; তিনি তারকেশ্বরে গিয়া থাকেন।" তিনি এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল।

গবর্ণমেণ্ট উকিল—ঐ টীই অভিযোগের বিষয়। আমি এখন অপরাধীর শ্বশুর (যিনি মরিয়াছেন প্রমাণীকৃত হইয়াছে) সাক্ষ্যের কথা উত্থাপন করিব। ডাক্তরের সাক্ষ্য ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধীর অপরাধ স্বীকার তাহাও উপস্থিত করিতেছি।

জজ সাহেব কে. টি আমলাকে অপরাধীর অপরাধ স্বীকার পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন এবং আপনি জুরীদিগকে ডাক্তরের সাক্ষ্য পড়িয়া শুনাইলেন। পরে অপরাধীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. "তুমি তোমার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছ?"

অপরাধী—"আমি শুনিয়াছিলাম যে আমার স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করিয়াছে, আমি স্বয়ং তাহাকে হত্যা করিয়াছি কি না তাহা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমি শুনিতেছি যে আমিই এরূপ করিয়াছি।"

জজ সাহেব—তুমি জুরীদিগকে কিছু বলিতে ইচ্ছা কর।

অপরাধী—আমার যা বলিবার ছিল আমি বলিয়াছি। আমার কাউন্সিল এবং উকিল আমার হইয়া বলিবেন।

পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া নবীনের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। আমরা স্থানাভাব বশতঃ তাহার সমুদয় অনুবাদ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ কেবল সারাংশ মাত্র সংগৃহীত হইল।

বারিষ্টার উমেশ বাবু বলিলেন যে যাবতীয় হত্যা ঘটিত মোকর্দ্দমার ন্যায় এ মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ৪টী বিষয় দেখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ এলোকেশী বস্তুতঃ মৃত হইয়াছে কি না? দ্বিতীয়তঃ মৃত হইলেও সেই মৃত্যু হত্যা কি না? তৃতীয়তঃ তাহা হত্যা প্রমাণিত হইলেও আসামীর দ্বারা তাহা কৃত হইয়াছে কি না? এবং চতুর্থতঃ বাস্তবিক আসামীর হস্ত দ্বারা তাহা কৃত হইলেও সে সময়ে আসামী সজ্ঞান অবস্থায় ছিল কি না? প্রথম ৩টী বিষয় সম্বন্ধে উমেশ বাবু জুরিদিগকে বলিলেন যে তাঁহাদিগের দেখা আবশ্যক যে উক্ত বিষয় পুলিসে সপ্রমাণ হইয়াছে কি না। তিনি তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে হত্যা ঘটনার সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ নাই এবং ঘটনাগত প্রমাণ এত ক্ষীণ যে তাহার আদৌ কোন ভারত্ব অনুভূত হয় নাই। কেবল এই বিষয় গুলি বিবেচনার স্থল, যে আসামীকে উন্মত্তাবস্থায় তাহার দোষ স্বীকার করতঃ "দিদি মাগো তোমার এলোকেশীকে কেটে এলাম" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া যাইতে কেহ কেহ দেখিয়াছে এবং বাড়ীর বহির্দেশে হস্ত ও বস্ত্র রক্তাক্ত দেখে ও দোষ স্বীকার করিতে শুনে। সাক্ষীদের মধ্যে মুক্তকেশী, নীলকমল ও মাতামহী আনন্দময়ীর কথা তাঁহার মতের আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নহে। কারণ তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। অন্যান্য সাক্ষী এলোকেশীকে চিনিত না, এবং তাহাদের দ্বারা উপস্থিত শবের সহিত এলোকেশীর অভিন্নত্ব সপ্রমাণ হয় নাই। সিবিল সার্জ্জন আঘাতের অবস্থা দৃষ্টে, একথা ব্যক্ত করেন নাই যে ঘটনাটী আত্মহত্যা হইতে পারে না। কে বা নিশ্চয় বলিতে পারে যে এলোকেশী আত্ম হত্যা করেন নাই? অধিকন্তু ডাক্তার যে শব পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা যে এলোকেশীর শব নথীতে এমন কোন প্রমাণ নাই। হত্যার একটী মাত্র প্রমাণ কেবল আসামীর দোষ স্বীকার, কিন্তু শুদ্ধ তাহা কখন হত্যার প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর যেরূপ মানসিক অবস্থায় দোষ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার উপর কখনই নির্ভর করা যাইতে পারে না। চতুর্থ বিষয় লইয়া বারিষ্টার বাবু অতি সবিস্তারে ও সকরুণ ভাবে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি জুরিগণকে বলেন নবীনের প্রকৃত অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন এবং সেই অবস্থায় পড়িলে আপনারাও কি করিতেন বিবেচনা করুন। নবীনের পরিজনের মধ্যে এক মাত্র স্ত্রী, তাহাকে সে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। হিন্দুদিগের বুকে কেহ অস্ত্রাঘাত করিলে বরং সহ্য হয়, কিন্তু প্রণয়িনী পরপুরুষের হস্তে সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছে শুনিলে তাহা মরণাধিক অসহ্য হয়। নবীন স্ত্রীকে ভাল বলিয়া জানিত এবং তাহার উপর হৃদয়ের সমুদয় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কুচরিত্রের কথা শুনিয়া উন্মাদ গ্রস্ত হয়। সে স্ত্রীকে স্থানান্তর করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শ্বশুর শাশুড়ী তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবাদী, মোহন্ত রাজ্যেশ্বর হইয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্ত্রীকে রাখিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পালকী বেহারা কোন মতে পাইল না। সে শ্বশুরের নিকট ভূমে গড়াগড়ি দিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করে এবং সম্পূর্ণ বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় সে যদি হত্যা করিয়া থাকে, তাহা উন্মাদ অবস্থার কার্য্য কে না বলিবেন? অজ্ঞান ও উন্মত্ত অবস্থায় কেহ দোষ করিলে, তজ্জন্য তাহাকে দণ্ড ভাগী হইতে হয় না। নবীন যদি যথার্থই হত্যা করিয়া থাকে ঐ অবস্থায় তাহা করিয়াছে, তাহা হইলে জুরী মহাশয়গণ অবশ্যই তাঁহাকে নিরাপরাধী মনে করিবেন।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

ইংরেজ পল্লী হইতে একটী নূতন প্রস্তাব হইতেছে যে দুর্গাপূজার ছুটী কমাইয়া ৪ দিন হউক এবং অবশিষ্ট কয়েক দিন শীত কালের অবকাশ হউক, তাহা হইলে ইংরেজেরা শিকার ও ক্রীড়াদি করিয়া আমোদ লাভ করিতে পারেন। এদেশের অধিকাংশ লোক যে হিন্দু এবং এদেশীয়েরা যে যেখানে থাকুক দুর্গোৎসবোপলক্ষে সকলে গৃহে আসিয়া বৎসরের মধ্যে ২।৫ দিন মহানন্দ লাভ করে ইংরেজেরাত তাহা জানেন না! জানিলেই বা তাহাতে তাঁদের উপকার কি? স্বার্থ পরতায় লোককে অন্ধ ও নির্লজ্জ করে।

বাঙ্গালার পোষ্ট মাষ্টার জেনারল তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন উড়িষ্যার কোন রাইয়তের গৃহে ডাকের চিঠি আসিলে তাহা গৃহের মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়, পরে পরিবারের সকলে রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে তাহার চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়ায় যেন কোন মহা অমঙ্গল ঘটিয়াছে। উড়িয়ারা ঘোর অমঙ্গলের খবর না হইলে বোধ হয় ডাকে চিঠি পত্র পাঠায় না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং নিজামতের দেওয়ান রায় ধনপতি সিংহের প্রাণ বধের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন সকল পারস্য ভাষায় মুর্শিদাবাদ ময় লট্‌কাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণর জেনারেল প্রথম শ্রেণীর সব এসিষ্টান্ট সারজন বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু বহুদিন অবধি সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেন্টের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্ বলেন যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজারের আফিস জামালপুর হইতে হাবড়ায় উঠিয়া আসিবে। হাবড়া হইতে নাইনি পর্য্যন্ত লাইন বেচিনর সাহেবের অধীন থাকিবে। সাহেবের ইচ্ছা ছিল সমস্ত লাইনের উপরেই কর্ত্তৃত্ব করেন, কিন্তু বোর্ড তাহা অনুমোদন করেন নাই।

সাপ্তাহিক সমাচারের সম্পাদক মোহন্তের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সম্বাদ পান যে তিনি যদি নবীনের জন্য চাঁদা আদায় করিতে নিরস্ত হন তাহা হইলে মোহন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু সম্পাদক তাহা ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বারিষ্টার পাল সাহেব মোহন্তর হইয়া লড়িবার জন্য গবর্ণর জেনারেলের অনুমতি চাহেন, কিন্তু তিনি তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট বলেন মুরশিদাবাদের রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর তাঁহার জমিদারির আমলাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, যে তাঁহার জমিদারি হইতে এক কপর্দ্দকও অন্যায় কর বা আবওয়াব গ্রহণ করা না হয়। প্রার্থনীয়, সকল জমিদারেই রায় ধনপৎসিংহের ব্যবহারের অনুসরণ করেন, তাহা হইলেই প্রজাদিগের সহিত আর কোন কলহের কারণ থাকে না।

হিতসাধিনী লিখিয়াছেন. ঐ অঞ্চলে "নষ্টচন্দ্র" উপলক্ষে চৌর্য্য দ্বারা অনেক উপদ্রব হইয়া থাকে। নষ্টচন্দ্রের দিনে চন্দ্র দেখিলে চুরী করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা অকারণ অপবাদগ্রস্ত হইতে হয়, এই কুসংস্কার সামান্য লোকের মনে বদ্ধমূল থাকায় তাহারা গৃহস্থ লোকদিগের শশা, কলা, নারিকেল প্রভৃতি যাহা অরক্ষিত পায় তাহাই অপহরণ করায় পাপ বিবেচনা করে না, নিবান অপরের একটা চারা গাছের মূলোৎপাটন বা বৃক্ষের শাখা ছেদন বা সে কোন প্রকারে লোকের একটা না একটা অনিষ্ট না করিলে সে দিন আর নিস্তার নাই। এই অনিষ্ট নিবারণার্থ উক্ত

সম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আহ্বান করিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের পশ্চিম বাঙ্গালাতেও ঐ জঘন্য ব্যবহারের এখনও একান্ত অসদ্ভাব ঘটে নাই।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইন্‌পেক্টর উড্রো সাহেব ডাক্তারের সর্টিফিকেট দিয়া এক বৎসরের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। সি, বি, ক্লার্ক সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং র‍্যাম্পিনী সাহেব ক্লার্ক সাহেবের কর্ম্ম করিবেন।

এক্‌সেল্‌সিয়ার পত্রে একটী ভয়ানক নারী রাক্ষসীর কথা লিখিত হইয়াছে। রাজবংশী জাতীয়া লালমণি নামক একটী বেশ্যা স্বর্ণ নাম্নী তাহার উপপতির স্ত্রীকে বধ করিবার জন্য বিষাক্ত কতকগুলি বাতাসা তৈয়ার করায় এবং হরির-লুটের প্রসাদ বলিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। স্বর্ণ আর ৭ জন কুলাঙ্গনার সহিত বারাঙ্গনার প্রদত্ত হরির প্রসাদ ভক্ষণ করে। অল্পক্ষণ পরে তিনি ও আর দুইটী রমণী বিষম বিষ জ্বালায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, চিকিৎসা দ্বারা অবশিষ্ট ৫টীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। জঙ্গীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই হত্যার বিচার প্রথমে করিয়া দায়রা সোপরদ্দ করেন, গত ৩১,এ আগষ্ট বহরমপুরের জজ লালমণির ফাঁসির হুকুম দিয়াছেন। এক পাপীয়সীর জন্য এত গুলি প্রাণ বিনষ্ট হইল !!

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাহির সিমলা বাসী বাবু রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার জষ্টিস্‌দিগের নিকট আবেদন করেন যে দুর্গাপূজার ৩ দিন সর্ব্বক্ষণ যাহাতে কলের জল পাওয়া যায় এমত ব্যবস্থা করা হয়, জষ্টিসেরা তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছেন যে ২৮,২৯ ও ৩০ শে সেপ্টেম্বর দিবসত্রয় রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত যাহাতে কলের জল থাকে এমত ব্যবস্থা করা যাইবে।

গত শনিবার বৌবাজার ষ্ট্রীট ৯২ নং ভবনে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, ইনি সংস্কৃত কলেজের এক জন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। কন্যার নাম কুমুদিনী দেবী, ইনি বলাগড়ের মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। পাবনা নিবাসী বাবু হরিশ্চন্দ্র তলাপত্র এই বিবাহের প্রধান উদ্যোগী।

এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেন।—"ভুরসীট্ট পরগণার লাট কিস্‌মত সাওঁতা নামক একটী মহল আছে। তাহার তালুকদার জনাঞী নিবাসী শ্রীমত্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেব্যা এক্ষণে সন ১২৮০ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে উক্ত সাওঁতা মহল খানি দর পত্তনী বিলী করিয়াছেন। উক্ত মহলে কতকগুলি বিবাদী লোক আছেন, তাহারা ঐ দর পত্তনীদারের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব মহামানাবর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের হুজুরে এ সংক্রান্ত অত্যাচার সম্ভবের কথা গোচর হইলে ভরসা করি ঐ ভয়ানক স্থানে একটী পুলিস সংস্থাপন অর্থাৎ একজনা কনেষ্টেবল নিযুক্ত হইলে প্রজাগণের এবং হাল তালুকদারের অনিষ্ট হইতে পারে না। নতুবা উপরোক্ত বিবাদী ধনাঢ্য জমীদার মহাশয়দের করাল কবলে পতিত হইয়া সমূহ ক্ষতি ও ব্যাঘাত বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন "তরল প্রকৃতি জগৎ-লক্ষ্মী সুরাদেবী গোয়ালন্দের উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর প্রায় প্রতি ঘরেরই ক্রীড়নক হইয়া উঠিয়াছেন। তরল পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে তাহা নীচ মুখেই গমন করে, কিন্তু ইহা ক্রমেই উচ্চ মুখে চলিতেছে। গোয়ালন্দে যে সকল উচ্চ বৈঠকখানা দেখা যায়, তাহাতে নানা উপহারে সুরাদেবীর পূজা হইয়া থাকে। লোকে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগকে দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণের অপেক্ষা যে অনেক নর-পশু আছেন, তাহা সকলে দেখেন না। সদ্য এদেশের সর্ব্বনাশের মূল !"

গত ২৫শে আগষ্ট ঢাকায় নূতন আইন অনুসারে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী ভুবন ময়ী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্রের পঞ্চম কন্যা, পাত্র বাবু রজনীকান্ত ঘোষ। স্থানীয় রেজিষ্ট্রার উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সিন্ধিয়া রাজার গলদেশে একটী স্ফোটক হওয়াতে তিনি কয়েক দিন ধরিয়া অতিশয় কষ্ট পান; পান আহার পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। সম্প্রতি আরোগ্য হইয়া চিকিৎসক হাকিমদিগকে ১২ হাজার টাকা ও কয়েক খানি শাল পুরস্কার দিয়াছেন এবং দুই জন প্রধান হাকিমকে দুইটী পল্লী প্রদান করিয়াছেন। আরোগ্যের নিদর্শন স্বরূপ ব্রাহ্মণ কয়েদিদিগকে কারামুক্ত এবং সহস্র সহস্র ফকিরকে অন্ন বিতরণ করা হইয়াছে।

পাইয়োনিয়ারে বৃশ্চিক দংশনের একটী আশ্চর্য্য ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বৃশ্চিক দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানে দেশীয় মাছি রগ্‌ড়াইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

• বাটেশ্বরের অশ্ব প্রদর্শনে পারিতোষিক প্রদান জন্য ষ্টড কমিসন গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ২০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস্ বলেন লক্ষ্ণৌয়ের অন্তর্গত মহল আমানিগঞ্জের নবাব আসগর আলী মহিষের দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। 'মহিষে কামড়ায়' এটী নূতন হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

লর্ড নর্থব্রুক আগ্রা হইতে লক্ষ্ণৌ আসিবার সময় মথুরা, দিগ এবং ভরতপুর দর্শন করিবেন।

মান্দ্রাজ।

আগামী জানুয়ারি মাসে মান্দ্রাজে একটী শিল্প প্রদর্শন হইবে। সকল স্থানেই এ সকল উৎসাহকর ব্যাপার হইতেছে, কেবল বাঙ্গালা প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আত্মক্ষমতা প্রদর্শনেই ব্যস্ত।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স্ বলেন যে ছোট আদালতের জজ বস্‌টীড সাহেবের নিকট একজন পারসী অভিযোক্তা হইয়া শপথ করিবার সময় আপনার পারসী বাইবেল লইয়া শপথ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন আদালতের বাইবেল অপেক্ষা তাঁহার নিজের বাইবেল অধিক শ্রদ্ধেয়। আদালতের প্রতি লোকের এইরূপ শ্রদ্ধাই বটে !

উক্ত পত্র বলেন মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজ হইতে ৫ জন যুবক ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। জ্ঞানান্ধ মান্দ্রাজ এক্ষণে চক্ষুষ্মান্ হইয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজকে অনেক উন্নত বলিতে হইবে। উট্‌কামুণ্ডের টেলিগ্রাফ মাষ্টার একজন স্ত্রীলোক। নীলগিরি গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আপিসের প্রধান কর্ম্মচারী কুমারী নপ্।

বোম্বাই।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল যে বোম্বে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে মফস্বলের ছোট আদালত সকল উঠাইয়া দেওয়া হইবে। বোম্বাইয়ে ও এক জন ক্যাম্বেল সাহেব আছেন না কি ?

বোম্বে ভেণ্ডি বাজারে চর্চ্চ মিসন সোসাইটীর পুস্তকালয়ে একজন দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানের সহিত একজন মুসলমানের পরস্পর ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হয়। উভয়ে কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমে পুস্তকালয় পরিত্যাগ করিয়া মাজেগন রেলওয়ে সেতুপর্য্যন্ত গমন করেন। তথায় তর্ক স্রোত এরূপ ঘোরতর বেশ ধারণ করে, যে মুসলমানটী জ্ঞানশূন্য হইয়া এক ছুরিকা দ্বারা খ্রীষ্টিয়ানকে

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ, ২৮শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার। ১৮৭৩—৩১শে অক্টোবর | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমাদিগের গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের সহৃদয়তা ও প্রজা বাৎসল্যের জন্য আমরা কি প্রকার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষাশঙ্কা শ্রবণ করিয়া তিনি এ প্রকার অস্থির হইয়াছেন যে সিমলা হইতে ৩ দিনে কলিকাতায় পৌঁছিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। অদ্য তাঁহার আসিবার কথা। তিনি ১০ দিন এখানে অবস্থান পূর্ব্বক লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের পরামর্শ স্থির করিয়া আগ্রায় যাত্রা করিবেন। সার জর্জ ক্যাম্বেলের উদ্যোগশীলতার জন্যও তাঁহাকে ধন্যবাদ।

বঙ্গদেশে একদিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষস গ্রাস করিতে আসিতেছে, অন্যদিকে রথ্যাকর দৈত্য পীড়ন করিবার জন্য সজ্জিত হইতেছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করি, এ দুর্বৎসরে রথ্যাকর স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা দিউন। প্রজারা প্রাণে বাঁচুক, পরে কর দিবে।

তীর্থ যাত্রী হিন্দুদেরও যে মদ গাঁজার প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা অগ্রে জানিতাম না। বিগত জানুয়ারি মাসে গঙ্গা সাগর সঙ্গমে তীর্থ যাত্রীদের জন্য এক খানি মদের, এক খানি গাঁজার, এক খানি গুলির, এক খানি চরসের ও একখানি সিদ্ধির দোকান বসিয়া মেলার শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ইংরাজেরা খৃষ্ট ধর্ম্ম দ্বারা দেশকে যত উদ্ধার করিতে পারুন আর নাই পারুন, ভাঁটির পবিত্র গঙ্গোদককে দেবালয় ও তীর্থ স্থান পর্য্যন্ত সংস্কৃত করিয়া দিলেন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এক নূতন নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন, পুলিস কর্ম্মচারীগণ কোন অপরাধ করিলে জেলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন নিম্নস্থ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বিচারিত হইবে না। পুলিসের লোক ক্যাম্বল সাহেবের কি বরপুত্র? ক্যাম্বল সাহেব সকল বিভাগ তোলপাড় করিলেন, কিন্তু যে পুলিসের জন্য সৃষ্টির লোক জ্বালাতন, তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিলেন না-বরং ক্রমাগত তাহার প্রশ্রয়বৃদ্ধির পথই করিতেছেন। পুলিসের লোকে নিদ্রা যাইবে দেশের সকল লোকে অপরাধী ধরিয়া দিবে; পুলিসের আজ্ঞামাত্রে সকল লোককে তাহার সাহায্যে ছুটিতে হইবে; পুলিস যা ইচ্ছা তাই করিবে, কেহ তাহার উপর সহজে এক কথা বলিতে পারিবে না, এ ব্যবস্থা মন্দ নয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বসীর হাট কি ডায়মণ্ড হারবরে একজন পুলিস কর্ম্মচারী অত্যাচার করিলে আলীপুরে না আসিলে যদি তাহার বিচার না হয়, পুলিসের হাত হইতে কয় ব্যক্তির ধন মান ও প্রাণরক্ষা হইবে?

আমরা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম, রায় দীন বন্ধু মিত্রের পীড়া পুনরায় সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম, জয়নগর মিউনিসিপালিটীর উদ্বৃত্ত ফণ্ডে এক্ষণে অন্যূন ২৫০০ টাকা সঞ্চিত আছে। আমরা আশা করি মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ টাকা নিরর্থক ফেলিয়া না রাখিয়া নগরের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিবেন। অভাব অনেক আছে, এবৎসর বৃষ্টির যেরূপ গতিক হইয়া গিয়াছে, জলকষ্ট নিবারণের কোন উপায় না করিলে লোকে মারা পড়িবে।

গত ২৯এ অক্টোবর হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোহন্তের পুনর্ব্বিচার হয়। সাক্ষী মহেশচন্দ্র ভারুতীর উদ্দেশ না পাওয়াতে তাহার নামে পুনরায় ওয়ারেণ্ট জারী হইল। আগামী ৪ঠা নবেম্বর পুনরায় বিচার হইবে।

ডফ্‌লা নামক আসামের পার্ব্বতীয় জাতি কতক গুলি ব্রিটিশ প্রজাকে ধরিয়া লইয়া আটক রাখাতে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধের সূচনা হইয়াছে। মশা মারিতে যেন কামান পাতা না হয়।

ভারত সংস্কারক।

ভাবী দুর্ভিক্ষ।

গত দুর্ভিক্ষের অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণ সত্ত্বেও 'সময়ে বৃষ্টি না হওয়া' যে একটী প্রধান কারণ রূপে গণ্য হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এ বৎসরের যে রূপ ভাবগতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে অন্যান্য কারণ না থাকিলেও এই একটী মাত্র কারণ [illegible]

সেই সমস্ত কারণের কার্য্য ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। হুগলি বর্দ্ধমান, প্রভৃতি জেলার অবস্থা দিন দিন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। জল অভাবে সকল স্থানেই হাহাকার। নদী, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল একবারে তলে পতিত হইয়াছে। পল্বল ও ডোবার তো কথাই নাই। অত্যল্প বর্ষায় যা কিছু সামান্য জল হইয়াছিল তাহা আশ্বিন মাসের প্রারম্ভেই নিঃশেষ হয়, কৃষীবল অনন্যভরসা হইয়া এতদিন আকাশের দিকে তাকাইয়া দিনাতিপাত করিতেছিল,অমাবস্যায় 'এক পসলা বৃষ্টি' হইয়া সর্ব্বরক্ষা হইবে, তাহাদিগের বহুদিনের সঞ্চিত আশা! দেখিতে দেখিতে সেই অমাবস্যাও চলিয়া গেল, কিন্তু কোথাও এক বিন্দু বারি পতিত হইল না। আমরা অমাবস্যার সময় হুগলী জেলার অন্তর্বর্ত্তী কোন এক পল্লীগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম,রজনীতে নভোমণ্ডলে মেঘাবলীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ দেখিয়া তত্রত্য জনগণের বিশেষতঃ কৃষীবলের আনন্দ ধ্বনি শ্রবণে আন্তরিক সুখানুভব করিয়াছিলাম। ক্রমে যখন সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইল, তখন তাহাদিগের আনন্দ রোলে গ্রাম ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত রজনী এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছিল, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ একবিন্দুও বারিবর্ষণ হইল না। এক্ষণে তাহারা অগত্যা নিকটে বা দূরে যথায় বৃহৎ জলাশয় আছে তথা হইতে জল সেচন দ্বারা ধান্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এ দিকে প্রচণ্ড রৌদ্রে মাঠ সকল ফাটিয়া যাইতেছে-ধান্য-ক্ষেত্রে শুভ্র মৃত্তিকা সকল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ধান্যের গাছ সকল শুকাইয়া যাইতেছে। ভাদ্রমাসের আবাদের সুবিধা ও সুযোগ্য জন্য ধান্য গাছ গুলি যেরূপ প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার পরিণামে যে এরূপ হইবে ইহা নিতান্ত অনপেক্ষিত। সত্য বটে যে 'নাবি' অল্প বর্ষার জন্য অনেক স্থলে আবাদ ও হয় নাই, কিন্তু যথায় হইয়াছিল তথায় প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। রবিশস্যের তো কথাই নাই। আশ্বিন মাসে জমিতে "লাঙ্গল ধরে না" (অর্থাৎ মৃত্তিকা এরূপ কঠিন হইয়াছে যে তাহা ঈশ দ্বারা ভেদ হয় না) বলিয়া কৃষকদিগকে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। আশু ধান্য যদিও এক প্রকার হইয়াছিল, কিন্তু তাহা দ্বারা বিশেষ ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা কি? এই অমাবস্যায় বৃষ্টি না হওয়া ও তন্নিবন্ধন শস্য হানির অবশ্যম্ভাবিতা বোধে ইহার মধ্যে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অল্প কাল মধ্যেই ৪।৫ টাকা করিয়া চাউলের মণ বিক্রীত হইবে ভাবিয়া পল্লীগ্রামবাসীরা চিন্তাকুল হইতেছে। গত দুর্ভিক্ষের পর অবধি চাউলের মূল্য কখনই পূর্ব্বের হারে নামে নাই,তাহাতে মারাত্মক দেশব্যাপী সংক্রামক জ্বরে জর্জ্জরীভূত হইয়া সকলে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে—যাহাদিগের জমী আছে, প্রজা অভাবে তাহা কয়েক বৎসর ধরিয়া পতিত রহিয়াছে। আবার যাহারা পুরুষানুক্রমে কোন মালের জমী করিতেছে তাহাদিগকে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ জমা দিতে হইতেছে। এদিকে পৃথিবী শস্যহরা হইয়াছেন, সুতরাং লোক দিগের সকল দিকে বিপদ, কিছুতেই তাহাদিগের নিস্তার নাই—তাহার উপর "হাজা শুকা" বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি দয়া করা দূরে থাকুক, জমীদার আবার খাজনা বৃদ্ধি করিবার সূত্র অন্বেষণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় অল্প দিন মধ্যে যে দেশ জনশূন্য হইয়া উঠিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ক্যাম্বেল সাহেব যে দেশের অতিরিক্ত লোকদিগকে আসামে চালান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কার্য্যে—করিবার চেষ্টা করুন, বঙ্গবাসীরা বাঁচিয়া যাইবে। কেবল অতিরিক্ত কেন? দেশ শুদ্ধ সকলকে তথায় প্রেরণ করুন্। এমন জলশূন্য, জ্বর পূর্ণ, অনুর্ব্বর দেশে থাকিবার আর প্রয়োজন কি? বঙ্গবাসীদিগের এ আক্ষেপ নিতান্ত অর্থশূন্য নহে। কয়েক বৎসর হইল মারীভয় নিবারণের মন্ত্রণা হইতেছে কত প্রস্তাব, কত বক্তৃতা, কত পুস্তিকা প্রকাশিত হইল, সংবাদ পত্র সকল তাহা লইয়া ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিল। পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় তাহার আর কোন উচ্চ বাচ্য নাই। সম্প্রতি লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন এবারে কতকটা কার্য্য হইলে হইতে পারে। যাহাহউক আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যে কমিসন দ্বারা সকল জেলার আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত হউন, কেবল লেখালেখির শ্রাদ্ধে সময় ক্ষয় না করিয়া এখনও চাষ রক্ষার উপায় করুন্, যথায় চাউলের অভাব তথায় তাহা প্রেরণ করুন্ এবং অর্থপিশাচ তণ্ডুল মহাজনদিগের উপর বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়া চাউলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন্। দেশের কিছু সর্ব্ব স্থানে শস্যের ক্ষতি হয় নাই, যে সকল স্থানে উদ্বৃত্ত হওয়ার সম্ভব তথা হইতে শস্য আনয়ন পূর্ব্বক যথায় অভাব তথায় তাহা প্রেরিত হউক। দেশের অভাব দূর করিয়া উদ্বৃত্ত শস্য বিদেশে রপ্তানি করিবার বন্দোবস্ত করা হউক। ইহাতে স্বাধীন বাণিজ্যের উপর হাত দেওয়া হইল বলিয়া কেহ

আপত্তি করিবে না—দেশের এরূপ বিষম অবস্থায় এরূপ কর্ম্ম নীতিবিগর্হিত নহে। সিসিল বিডন সাহেবের এই অভিজ্ঞতা অভাবেই সে বৎসর উড়িষ্যার বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

নবীনের দণ্ড।

হাইকোর্টের বিচারে দুর্ভাগ্য নবীনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। কে না বলিবে যে দণ্ডটী অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া অবধি দেশের সমস্ত লোকই নিতান্ত দুঃখিত। নবীনের অপরাধ যাহাই কেন হউক না, সে কখনই অন্যান্য হত্যাকারীর সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। যে অবস্থায় সে হত্যা করিয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে তাহার পাপ যে অপেক্ষাকৃত লঘু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে প্রকার অবস্থায় পড়িলে অনেক লোকই যে তাহার ন্যায় ভয়ানক কার্য্য করিতে পারে ইহা কে না স্বীকার করিবে? দণ্ড দিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য এই যে অপরাধী পুনর্ব্বার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জন সমাজের অশান্তি উৎপাদন না করে। নবীন সম্বন্ধে এ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। এই অপরাধের পূর্ব্বে সে আজন্ম নিরপরাধ নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিয়াছে। হত্যা কার্য্য যাহাদের অভ্যস্ত হইয়াছে, স্বার্থ সাধন উদ্দেশে যাহারা অসঙ্কুচিত চিত্তে লোকের প্রাণ হানি করিতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধেই ভবিষ্যতের আশঙ্কা হইতে পারে। নবীন অবস্থার গতিতে ক্রোধান্ধ হইয়া তখন যাহাই কেন করুক না, একথা নিঃসন্দেহ যে সে ইহার পূর্ব্বে এক জন দুঃখী নির্দ্দোষী ভদ্রলোকের ন্যায় দিনপাত করিতেছিল। সে পূর্ব্বে বাস্তবিক ভদ্রলোক ছিল বলিয়াই হত্যা কাণ্ডের পর স্থির থাকিতে পারে নাই, চতুরতার সহিত আপনার জীবন রক্ষার পথ ও দেখে নাই। ক্ষিপ্তের ন্যায় আপনার অপরাধ প্রচার করিয়াছিল; রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্বীকার করিয়াছিল; উহা গোপন করিবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করে নাই। পরে যে সে মিথ্যা বলে তাহা কেবল কয়েক জন লোকের মন্ত্রণায়। কিন্তু সে জন্য যে অবস্থায় সে স্ত্রীহত্যা করিয়াছিল তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইতেছে না। সে মিথ্যা বলিবার পূর্ব্বেও যেমন কৃপাপাত্র ছিল এখনও সেইরূপ আছে। আমাদের স্বদেশীয়দের প্রতি এই সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা অতি শীঘ্র লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন যে এই হতভাগ্যের প্রতি তাঁহার কৃপা চক্ষু পতিত হয়। নবীন সম্পূর্ণরূপে অদণ্ডিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহা আমাদের মত নহে; তাহার কিছু শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার প্রতি আদিষ্ট দণ্ড যে অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে ইহা কে না বলিবেন? হাইকোর্টের দণ্ডাজ্ঞার প্রতি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের দেশের লোক সময়ে সময়ে অনেক কারণে ক্যাম্বেল সাহেবের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে; তিনি এবার হতভাগ্য নবীনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে দেশের সমস্ত লোক কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিবে। নবীন যে দয়ার পাত্র তদ্বিষয়ে দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার বিচারক হাইকোর্টের জজেরাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে নবীন বাস্তবিকই দয়ার পাত্র। অবশেষে আমরা ভারতবর্ষীয় সভাকে এই অনুরোধ করি যে তাঁহারা নবীনের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার উদ্দেশে একটি প্রকাশ্য সভা শীঘ্র আহ্বান করুন। এ বিষয়ে বিলম্ব করা আর কখনই উচিত নহে।

সিবিলিয়ন বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগামী ১৫ই নবেম্বর বেঙ্গল সিবিলিয়ন বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধের বিচার হইবে। হুগলির সিবিল ও সেসন জজ ওহাবি ব্যাপার প্রসিদ্ধ প্রিন্সেপ সাহেব সভার সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিবেন। ময়মন সিংহের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর এইচ, জে রেণল্ড সাহেব এবং আসামের ডেপুটী কমিস্নর কর্ণেল সি, এফ, জি ল্যান্স এই দুই ব্যক্তি সভার সভ্য হইবেন। যশোহরের কোর্ট ইনস্পেক্টর ও অন্যতর ওহাবি ব্যাপার-প্রসিদ্ধ ওকানলি সাহেব গবর্ণমেণ্ট পক্ষে বাদীর স্থলে অভিষিক্ত হইবেন। বিচার স্থল শ্রীহট্টেই রহিল। সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি বিচার সভায় উপস্থিত হইবার আদেশ হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু না কি বিচার ক্ষেত্র কলিকাতায় পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

সুরেন্দ্র বাবুর দুর্দ্দশায় আমাদের সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি কোথায় উত্তরোত্তর উন্নত পদে অধিরোহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, না কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে না হইতে গুরুতর অপরাধে অপরাধীর ন্যায় অপমানজনক বিচারে বিচারিত হইতে চলিলেন। সুরেন্দ্র বাবু যদি বিচার সভার সূক্ষ্ম বিচারে যথার্থই দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলে আমাদের এই ব্যথা চিরদিনের তরে রহিয়া গেল। আমাদের ভাবিবংশও এ ব্যথার উত্তরাধিকারী

হইবে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে সুরেন্দ্র বাবু যদি নির্দ্দোষী বলিয়া স্থিরীকৃত হন, তাহা হইলে এ ব্যথার কথা কাহারো আর মনে থাকিবে না। আনন্দে সকলেরই হৃদয় পূর্ণ হইবে। বঙ্গদেশ আনন্দে ভাসিবে।

সুরেন্দ্র বাবুর বিচার জন্য কমিসন সভার অনুষ্ঠান কল্পনা, কোন কোন সংবাদ পত্রের মতে সৎ-কল্পনা হয় নাই। তাঁহারা বলেন ইহা দ্বারা সদ্‌বিচারের তাদৃশ প্রত্যাশা নাই, অথচ অনর্থক এক জনকে ঘোরতর অপমান করা হইতেছে। এ কথা যে কতক দূর সত্য, আমরা তাহা অস্বীকার করি না। ফৌজদারি মোকর্দ্দমার আসামীর ন্যায় সুরেন্দ্র বাবুকে আত্মরক্ষা করিতে হইবেক। মাননীয় এক ব্যক্তি ফৌজদারি মোকর্দ্দমায় আসামী হইলে তাঁহাকে নানা বিধ অপমানজনক ও অভদ্র প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হইতে হয়। সেই সকল প্রশ্নের কঠিন আঘাতে ভদ্র ব্যক্তি মাত্রেরই আত্মমর্য্যাদা সহস্র খণ্ডে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আত্ম মর্য্যাদা চরিত্রের ভিত্তিভূমি। যাহার আত্মমর্য্যাদা গেল, তাহার আর কি রহিল? সুরেন্দ্র বাবুর বিচারের জন্য যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন হইতেছে তাহাতে তাঁহার মর্য্যাদার উপর যে অজস্র বিষাক্ত বাণ বর্ষিত হইবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি যেরূপ কোমল প্রকৃতির লোক,তাহাতে তাঁহাকে সমূহ কষ্টভোগ করিতে হইবে। তিনি নিজে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইলেও, হয়ত এরূপ অপমানজনক বিচারের অধীন হওয়া অপেক্ষা লর্ড নর্থব্রুকের লেখনী নিঃসৃত অতি নিষ্ঠুরতম আদেশের ফল ভোগে অধিকতর প্রস্তুত আছেন। লর্ড নর্থব্রুকের বিচার সভার আড়ম্বর করিবার কারণ এই যে এতদ্দারা সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি সদ্বিচার হইবে এবং সাধারণে সদ্বিচার হইল বলিয়া সন্তুষ্ট হইবে। নতুবা তিনি হিমাদ্রির অভ্রভেদী শিখর দেশের শীতল বায়ু সম্ভোগ করিতে করিতে যে অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা অত্যন্ত সুবিচার সঙ্গত হইলেও সাধারণে অন্যায় বিচার হইল বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে। লর্ড নর্থব্রুক যদি স্বয়ং বিচার করিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে তাঁহাকে সাধুবাদ করিবেন বটে, কিন্তু অনেক ইংরাজে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিবেন যে তিনি লোকানুরঞ্জনের জন্য অন্যায় বিচার করিয়া সিবিল সর্ব্বিসকে কলঙ্কিত করিলেন। যদি তিনি সুরেন্দ্র বাবুকে দোষী প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কতক গুলির প্রশংসা ও অপরাপর লোকের নিন্দাভাজন হইতে হইবে সন্দেহ নাই। লর্ড নর্থব্রুকের উভয় সঙ্কট বটে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বোধ হয় লর্ড নর্থব্রুক কমিসন সভা দ্বারা সুরেন্দ্র বাবুর বিচার হইবার আদেশ করিয়াছেন। এতদ্দারা লর্ড নর্থব্রুক একটী দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে,কিন্তু সুরেন্দ্রের সদ্বিচারের আশা সন্দেহপূর্ণ রহিল। বিচার ক্ষেত্র যখন সিলেটে,তখন সুরেন্দ্র বাবু কখন আত্মরক্ষার তাদৃশ সুবিধা পাইবেন না। এখান হইতে ২।১ জন বারিষ্টারকে শ্রীহট্টে লইয়া যাইতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইবে। তাহা নিশ্চয়ই সুরেন্দ্র বাবুর সাধ্যাতীত। যেমন শুনিতে পাই, তাহাতে সিলেটের প্রধান প্রধান হাকিমেরা সুরেন্দ্র বাবুর প্রতিকূল বলিয়া অনুমান হয়। মফঃস্বলের লোকেরা হাকিমদের মনের ইচ্ছানুসারে আপনাদিগকে সংগঠন করে। সেখানে সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষের সাক্ষী মিলা কঠিন হইবে। বিশেষতঃ আদালতের আমলারাই সুরেন্দ্র বাবুর বিচারে প্রধান সাক্ষী। তাহারা যে হাকিমদিগের চক্ষুর উপর সুরেন্দ্র বাবুর অনুকূল সাক্ষ্য দানে সাহসী হইবেন, তাহা সম্ভপর নহে। কলিকাতায় বিচার ক্ষেত্র না হইলে সদ্‌বিচারের কোন মতেই সম্ভাবনা নাই। সিলেটে উত্তম রিপোর্টর মিলিবে না। বিচারের সময় রিপোর্টর উপস্থিত থাকিলে অনেকটা সতর্ক হইয়া সকলকেই বিশেষতঃ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে কার্য্য করিতে হয়। সে সতর্কতার অভাবে সদ্বিচারের ব্যাঘাত পড়িবে। কলিকাতায় বিচার হইলে এ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ সুবিধা হইবে—রিপোর্টর মিলিবে এবং সাধারণেও বিচারকদিগের সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিতে পারিবেন। সাক্ষী ও মিলিবে, কেন না যে সকল আমলা সিলেটে যথাসত্য বলিতে সঙ্কুচিত হইবে, তাহারা এখানে নির্ভয়ে সমস্ত বিষয় বলিতে পারিবে। সুরেন্দ্র বাবুকেও নিরর্থক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দায়গ্রস্ত হইতে হইবে না। এখানে হাকিমদের ভ্রূকুটী নাই, কাহারো মুখাপেক্ষা নাই। সকলি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারিবে। এক অসুবিধা এই যে এখানে সাক্ষীদিগকে আনিবার জন্য কিছু পাথেয়ের হিসাবে ব্যয় অধিক পড়িবে। কিন্তু সদ্‌বিচার লাভের জন্য সে ব্যয় স্বীকার করা আবশ্যক। বিশেষতঃ কলিকাতায় বিচারকর্ত্তাদিগের পাথেয় হিসাবে যে টাকা বাঁচিবে, তাহাতে সাক্ষী আনয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও বরং উদ্বৃত্ত হইতে পারে। বিচার সভার অধিবেশন কলিকাতায় না হইলে সদ্বিচার হইল বলিয়া সাধারণে কখনই সন্তুষ্ট হইবে না—বলিবে লর্ড নর্থব্রুক সদ্বিচারের ভাণ স্বরূপ একটী বহ্বাড়ম্বর করিলেন মাত্র।

বঙ্গদেশে খাল খননের আবশ্যকতা।

আমরা গতবারে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষাশঙ্কা লিখিতে লিখিতে আনুষঙ্গিক একটী প্রস্তাব করি যে বাঙ্গালা দেশে খাল খনন করিতে গবর্ণমেন্ট মনোযোগী হউন্। এ বিষয়টী এত অত্যাবশ্যক যে তৎসম্বন্ধে পুনরায় বিশেষরূপ আন্দোলন না করিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতে পারি না। 'শ্যামা শস্যশালিনী' বঙ্গভূমির শস্যই একমাত্র সম্পত্তি, তাহাই ধনী লোকদিগের ধনাগমের মূল এবং দরিদ্র কৃষকদিগের জীবনের সম্বল। এক বৎসর এই শস্য উৎপন্ন না হইলে বঙ্গদেশে সাধারণ্যে যে হাহাকার উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শস্যোৎপত্তির জন্য এদেশে দেবানুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। সময়ে দেবানুগ্রহে যদি সুবৃষ্টি হইল, তবেই মঙ্গলের বিষয়, নতুবা দুরবস্থার একশেষ। কালের গতিকে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, বঙ্গদেশে কি কারণে বলা যায় না, অল্পকাল মধ্যে ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বৎসর বৎসর দেখা যাইতেছে বর্ষার বেগ যেন ক্রমিকই কমিতেছে। এ বৎসর এই বর্ষার অভাবে শস্যের যার পর নাই হানি হইয়াছে এবং একটী ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় দেশবাসীদিগকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়াছে। যদি ২।৪ বৎসর এইরূপ ঘটে, বঙ্গদেশের দশা কি হইবে? একে সাংক্রমিক জ্বরে দেশকে জর্জরিত করিয়াছে, তাহার উপর শস্যাভাব ঘটিলে বঙ্গবাসিগণ অচিরাৎ উৎসন্ন যাইবে সন্দেহ নাই। শস্যোৎপত্তির সুবিধা বিধানার্থ চারি দিকে খাল বিস্তার করা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। গঙ্গার খাল খনন করিয়া পশ্চিম প্রদেশের কত অনুর্ব্বর স্থান উর্ব্বর হইয়াছে, উড়িষ্যার খাল দ্বারা কত প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা হইয়াছে, বঙ্গদেশে তবে সে প্রকার চেষ্টা কেন অবলম্বিত না হয়? উড়িষ্যার দারুণ দুর্ভিক্ষের পর যখন তাহার অবস্থোন্নতির জন্য খাল কাটিবার বন্দোবস্ত হয়, বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া খাল কাটা হইবে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ শুভাভিপ্রায় আমরা শ্রবণ করিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সে অভিপ্রায় কি আর কার্য্যেতে পরিণত হইল না? এই অনাবৃষ্টির বৎসরে খাল হইতে জলসেচনের সুবিধা থাকিলে কত স্থানের শস্যরক্ষা হইত!

শস্যের সাহায্য বিধান খালের একটী উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু আরো কয়েকটী কারণে আমরা তাহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে চাই। যে সাংক্রমিক জ্বরের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহা দ্বারা তন্নিবারণের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অনরেবল দিগম্বর মিত্র বাবু অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই জ্বরের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যে যে স্থানে রাস্তা ও রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইয়া জল-নির্গম পথ বন্ধ হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই ইহার প্রাদুর্ভাব। খাল কাটা হইলে সর্ব্বত্র জল নির্গমন অবাধে সম্পন্ন হইবে এবং তাহা হইলে পীড়ার মূল কারণ নিরাকৃত হইতে পারে। রথ্যাকর দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেন্ট আরো বহু সংখ্যক রাস্তা নির্ম্মাণের অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থানের জল পথ অবরুদ্ধ হইয়া আরো অধিক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। এই জন্য রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে যদি খাল প্রসারিত করা হয়, সে অনিষ্ট আপনা হইতে নিবারিত হইবে।

খাল দ্বারা আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের উন্নতির যেরূপ সম্ভাবনা এরূপ আর কিছুতেই নহে। স্থল পথ অপেক্ষা জল পথ বাণিজ্যের পক্ষে যে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য। খাল দ্বারা দূরস্থ বিভাগ সকলের সংযোগ হইলে যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হয়।

এই সকল কারণে আমরা বঙ্গদেশ মধ্যে খাল খননে গবর্ণমেণ্টকে উদ্যোগী হইতে বলি। ইহা একটী বৃহৎ ব্যাপার বটে, অনেক সময় ও ব্যয়সাধ্য। কিন্তু উদ্যোগ হইলে কার্য্য ক্রমশঃ চলিতে পারে। যে সকল স্থান দিয়া রেলওয়ের রাস্তা গিয়াছে, প্রথমে তাহার নিকট দিয়া খাল খনন করা হউক। এ কার্য্যে আপাততঃ রাজকোষ হইতে ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে বটে, কিন্তু পরে শুল্ক আদায় দ্বারা অনায়াসে তাহার পূরণ হইতে পারে।

এক্ষণে শস্যের অনিষ্ট নিবারণ দ্বারা বঙ্গদেশকে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করা, জল নির্গম পথ প্রমুক্ত রাখিয়া সাংক্রমিক জ্বরের প্রতিবিধান করা এবং দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যোন্নতি ও গমনাগমনের সুবিধা বিধান করা যদি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা যোগ্য হয়, বঙ্গদেশে খাল খনন দ্বারা জল সেচনের পথ প্রসারিত করিয়া দিউন, এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

দেশীয় শিল্প।

(২য় প্রস্তাব)

আমরা গতবারে বলিয়াছি, দেশীয় শিল্পসম্বন্ধে দেশীয় ভ্রাতৃগণকে আমাদিগের অনেক কথা বলিবার আছে। আজি তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিতে চাই যে ইহার আবশ্যকতা যদি তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, অবিলম্বে ইহার জন্য উদ্যোগী হউন। উদ্দেশ্য বিষয় সংসাধনের ব্যাঘাত ও প্রতিবন্ধকতা অনেক বটে। কোথায় অর্থ পাই, কোথায় কল পাই, কোথায় উপযুক্ত শিক্ষক পাই ইহা ভাবিতে গেলে নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হয় বটে। কিন্তু

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই এবং যেখানে ইচ্ছা আছে সেখানে উপায়ও আছে ইহা জানিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হয়। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রুসিয়া অতি হীনাবস্থাপন্ন অসভ্যদেশ ছিল, মহাত্মা পিটর নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে ইহার অবস্থার কতদূর উন্নতি সাধন করিলেন! রাজ্যভোগও সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য সূত্রধরের বেশে ওলন্দাজদিগের বন্দরে গিয়া স্বহস্তে জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিলেন, অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে তাহার প্রবর্ত্তন করিলেন। এইজন্যত রুসিয়া এত শীঘ্রশীঘ্র সভ্যতা পদবীতে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হইল! দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডও শিল্পবিদ্যায় অতি নিম্নপদস্থ ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বিদেশীয় কতকগুলি লোক ইংলণ্ডের উপনিবেশী হইয়া তথায় কতকগুলি শিল্প আনয়ন করিয়াছিলেন, তাই ইংলণ্ডে শিল্পের সূত্রপাত হয়। তথাপি ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের নিজদেশে রেসমী কোন কাজ হইত না, সকলি বিদেশ হইতে আনীত হইত। এই শিল্প কৌশল যেরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে ইংরেজদিগের আয়ত্ত হইল, তাহার ইতিহাস অনুশীলন করিলে বঙ্গবাসীদিগের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে, এজন্য এস্থলে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

বিদেশ হইতে রেসমী সূতা সকল আইসে, বিদেশীয় বণিকেরা দেশের টাকা লইয়া যায়, ইহাতে ইংলণ্ডের যথেষ্ট অপমান ও ক্ষতি হইত সন্দেহ নাই। লোম্ব নামক এক ইংরাজ ইহা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া উহার গূঢ় কৌশল শিক্ষার্থ ব্যগ্র হইলেন। ইটালীয়েরা তৎকালে এ বিষয়ে সুনিপুণ ছিল। তিনি ইটালীর পিডমণ্ট নগরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। যে সকল কুঠীতে রেসম তৈয়ার হইত, তাহা দর্শন করিবার জন্য অনেক স্থানে প্রার্থনা করিলেন, বিদেশীয় বলিয়া কেহ তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দিল না। অবশেষে তিনি মুটের বেশ ধরিয়া মুটে দলের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন এবং এই ছলে কলঘরে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন যন্ত্রের সমুদায় ভাগ তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন করিলেন এবং তাহার কার্য্য প্রণালী সমুদায় অবধারণ করিলেন। তিনি দিনের বেলা যাহা দেখিতেন, রাত্রিকালে তাহার বিবরণ লিখিতেন এবং স্মরণ করিয়া যন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আঁকিতেন। এইরূপে রেসমী সূত্র প্রস্তুত করণের সকল বিদ্যা অধিকার করিলেন। গোপনে গোপনে এইরূপ করিতেন, কিন্তু অবশেষে কোন সূত্রে ইটালীয়েরা ইহা জানিতে পারে। ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা লোম্বের ও তাঁহার দুইজন সঙ্গীর প্রাণবধার্থ প্রতিজ্ঞা করিল এবং তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য লোক পাঠাইল। তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে ইহার সন্ধান পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সমুদ্রতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং একখানি ইংলণ্ডীয় জাহাজে চড়িয়া পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন। রেসমের ব্যবসায় ইটালীয়দিগের এক চেটিয়া ছিল, পাছে তাহার হানি হয়, এই জন্য তাহাদিগের এত সতর্কতা ও আক্রোশ। যাহাহউক লোম্ব প্রত্যাগমন কালে সমস্ত বিবরণপূর্ণ স্মরণ পুস্তক, বিবিধ নক্সা এবং এক সিন্দুক যন্ত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইহার সাহায্যে তিনি ইংলণ্ডে রেসমের কল নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশের গৌরব ও আয় বৃদ্ধির উপায় করিলেন।

আমরা এক্ষণে বঙ্গবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যদি স্বদেশের শিল্পোন্নতি চান তাহা হইলে রুসিয়েশ্বর পিটর এবং ইংলণ্ডনিবাসী লোম্বের মত কি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতে পারেন না? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য যত্ন, পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার কি গৌরবজনক বোধ করেন না? এখন কার সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা আছে, অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলেই অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে।

ইংরাজ মুসলমান।

ইংরাজ অধিকারের প্রাক্‌কাল হইতে এ দেশে মুসলমান ধর্ম্মে নূতন লোক দীক্ষিত হওয়া প্রায় বন্ধ হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে বহুকালান্তর দুই একটী এতদ্দেশীয় লোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহম্মদ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে মাত্র। ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে এই ধর্ম্মের সৌভাগ্য সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত ও ইহার যৌবনদীপ্তি চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইদানীন্তন কালে কতিপয় ঘটনার ভাব গতিক দেখিয়া বাস্তবিকই চমকিত হইয়াছি। দেশীয় লোকদের কথা দূরে থাকুক রাজপুরুষ ইংরাজদিগের মধ্যেও কতিপয় ব্যক্তি অল্পদিন মধ্যে মহাপুরুষ মহম্মদের চরণাশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন এবং অনেকে সেই ধর্ম্মের দিকে অবনত বলিয়া বোধ হয়। যে স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে কে জানে তাহার শেষ কোথায়? যাহাহউক এসকল ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া মুসলমানদিগের আশা ও উৎসাহ, বিশ্বাস ও ভক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোন্মত্ততা যে বৃদ্ধি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি আর জি মেল্‌ভিল নামা এক জন পঞ্জাব সিবিলিয়ন জাতীয় ধর্ম্ম

পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে। যে দিন নূতন ব্রত গ্রহণ করেন, সে দিন হইতে তিনি তাঁহার ইংরাজী নাম পরিত্যাগ করিয়া সেখ আব্দুল রহমান নাম পরিগ্রহ করিলেন। অব্যবহিত পরেই কোয়ারিসি বেগম নাম্নী দশবর্ষীয়া ঐক বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া বিবি মেল্‌ভিলকে অনাথিনী করিলেন। বিবাহের দিন মহাসমারোহ এবং লাহোরস্থ যাবতীয় মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নূতন ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে তত্রত্য কমিসনর সাহেব মেলভিল সাহেবকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি নিরস্ত হয়েন নাই। যে বালিকাকে তিনি পত্নীত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে মাস মাস তাঁহার বেতনের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং যদি তাঁহাকে কখন ঐ স্ত্রী পরিত্যাগে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে সেখ আবদুল রহমান তাঁহাকে ২৫০০ টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রদান করিবেন এরূপ প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। কোন মুসলমান কামিনীর প্রণয়ের বশীভূত হইয়া অথবা আপনার পূর্ব্বপরিগৃহীত অপ্রিয়া পত্নীর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য একজন ইংরাজ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারেন। প্রস্তাবিত ঘটনা উপরি উক্ত কারণে সংঘটিত হইয়াছে কি না তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। অবস্থা দেখিয়া নানাবিধ লোকের মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সন্দেহ করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। কে বলিবে যে মুসলমান ধর্ম্মের সত্যতার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আকৃষ্ট হয় নাই? খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রেম ও শান্তির ধর্ম্ম। মুসলমান ধর্ম্ম যুদ্ধ ও উৎসাহের ধর্ম্ম। ইংরাজদিগের প্রকৃতি তত্ত্ব আলোচনা করিলে আমাদের স্পষ্ট বোধ হয় যে ইংরাজ প্রকৃতি মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিপাদ্য বিবাদ ও রণোৎসাহের যাদৃশ উপযোগী, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপাদ্য প্রেম ও শান্তির তাদৃশ উপযোগী নহে। শত্রুকে প্রেম করিতে হইবে, ভ্রাতার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড আঘাতকারীর প্রতি ফিরাইয়া দিতে হইবে, ইংরাজ প্রকৃতিতে এ সকল গভীর তত্ত্বের মীমাংসা উপলব্ধ হয় না, তাঁহারা এসকল তত্ত্বকে কল্পনা বোধ করিয়া থাকেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অধিকতর মিল আছে। এই জন্যে আমরা বিশ্বাস করি একজন ইংরাজ সরল ভাবে বিশ্বাসের অনুরোধে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যুদ্ধপ্রিয় অসম সাহিসক, কৌশলবিদ্ মহম্মদ, সংসারবিরাগী প্রেম ক্ষমা ও হিতৈষণা প্রচারক খৃষ্ট অপেক্ষা, ইংরাজ আদর্শের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

লর্ড নর্থব্রুক মেলভিলকে কার্য্য হইতে 'সস্পেণ্ড' করিয়াছেন। যখন নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই যে তিনি কি অভিপ্রায়ে খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার উপর সরল ভাব আরোপ করাই স্বাভাবিক। যদি তিনি সরল ভাবে মত পরিবর্ত্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তজ্জন্য উৎপীড়িত করা কখনই সুপরামর্শসিদ্ধ ও ন্যায়ব্যবহার নহে। তবে মেলভিল বিবাহিত ভার্য্যাসত্ত্বে অপর পত্নীর পাণিগ্রহণকারী ও দারত্যাগী বলিয়া সভ্য সমাজের ঘৃণার্হ হইবেন সন্দেহ নাই। এই জন্যে কি গবর্ণর জেনরল বাহাদুর তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন? ব্যক্তিগত চরিত্র দোষের জন্য কি কাহারো দণ্ডার্হ হইবার রীতি আছে? আমরা জানিতাম রাজকর্ম্মচারীদের কেবল রাজকর্ম্ম সম্বন্ধে ত্রুটী বা দোষ ঘটিলে অথবা সাধারণগত চরিত্র দূষিত হইলে তাঁহারা পদসম্বন্ধে দণ্ডিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র দোষের আদৌ কোন গণনা করা হয় না। কর্ডারি সাহেব একজন রাজকর্ম্মচারীর সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াও কর্ম্মে স্থিরতর রহিলেন। তবে মেলভিল সাহেবের উপরে এত পীড়াপীড়ি কেন?

যাহা হউক আমরা বিবি মেলভিলের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া বাস্তবিকই দুঃখিত হইতেছি। আমাদের মতে লর্ড নর্থব্রুক মেলভিলের বেতন হইতে কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া বিবি মেলভিলকে প্রদান করিবার অনুমতি করুন্।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত কয়েক খানি পুস্তক ও পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

১। অবকাশ তোষিণী—আশ্বিন মাসের।

২। গবর্ণমেণ্ট গেজেট—গত ১৪ই অক্টোবর হইতে ইহা আমরা নিয়মিত প্রাপ্ত হইতেছি।

৩। হেমলতা—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, বেণ্টিঙ্ক যন্ত্র হইতে বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত, ২ ফরমা পরিমিত, প্রতিখণ্ডের মূল্য /০ আনা মাত্র। দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে লিখিতে উৎসাহিত করা ইহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম সংখ্যার লেখা দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

৪। মহারাজা, রাজা, নবাব, সম্ভ্রান্ত লোক, পত্রিকাসম্পাদক এবং ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের প্রতি নিবেদন—রাণীগঞ্জের সিয়শোল স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু কেশব চন্দ্র মিত্র ইংরেজীতে এই পুস্তিকা খানি লিখিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন:—

১ম—ভিন্ন২ গবর্ণরের অধীনে ব্যবহার্য্য এবং শ্রমসাধন শিল্পবিদ্যালয় সকল স্থাপনার্থ এবং

শ্রমজীবি লোকদিগকে ছুতার, কামার, মালী ইত্যাদির আবশ্যক কার্য্যে শিক্ষিত করণার্থ গবর্ণমেণ্টকে চালিত করা।

২য়—রাজাদিগকে স্ব স্ব অধিকার মধ্যে এ প্রকার বিদ্যালয় স্থাপনে সম্মত করা।

৩য়—ভিন্ন২ প্রদেশ হইতে সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ অথচ সঙ্গতিহীন কতকগুলি যুবককে ইংলণ্ড হইতে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থ টাকা তুলিয়া সাহায্য করা।

৪র্থ—কোম্পানি খুলিয়া বা নিজ হইতে কাপড় এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কুঠী প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে সংস্থাপন করা।

৫ম—বর্ত্তমান শিল্পবিদ্যালয় সকলের উন্নতি ও সংস্কার সাধনজন্য তদধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করা।

৬ষ্ঠ—আনুষ্ঠিকী বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থাবলী দেশীয় ভাষায় অনুবাদজন্য গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহিত করা এবং উৎকৃষ্ট লেখকদিগকে পুরস্কার দান।

লেখক এই উদ্দেশ্য কয়েকটী সাধনজন্য কয়েকটী উপায়েরও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এ সকল পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এ সকল বিষয়ের যত আন্দোলন হয় ততই ভাল। কিন্তু ফল কথা এই, কেবল লিখিয়া বা মৌখিক বক্তৃতায় নিশ্চিন্ত না থাকিয়া দেশীয় শিল্পোন্নতি জন্য যিনি কাজে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিবেন, তিনিই আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

৫। Music's appeal to India—আগামী বারে আলোচ্য।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

চট্টগ্রাম ও মোজফ্ফর পুরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের শাখা সংস্থাপিত হইবে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্ শুনিয়াছেন ২৪ পরগণার মৃত আডিসনাল জজ আর বি কক্‌রেলের পদে বর্দ্ধমানের জজ ওয়ালটন সাহেব নিযুক্ত হইবেন।

জাঞ্জিবারের জন্য ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ৮৭০০০ টাকা দিয়াছেন, ফরেন্ ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক অবশিষ্ট টাকা ও ক্ষিতীবন্দীর টাকা দিবার ও বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তুলার কমিসনর রিবেট কার্ণাক সাহেব হিসাবের গোলযোগ জন্য সস্পেণ্ড হইয়াছিলেন, গবর্ণর জেনারলের কৌন্সিল সভার বিচারে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হইয়া পুনরায় স্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু আর কতদিন মুলতুবী অবস্থায় থাকিবেন?

মিস এক্রয়েডের মহিলা বিদ্যালয় পূজার পরেই খুলিবার কথা ছিল, এক্ষণে ১লা নবেম্বরে বেণেপুকুর গলির ২২ নং বাটীতে তাহার কার্য্যারম্ভ হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। বিবী ফিয়ার সম্পাদিকা ও ধনরক্ষিকা হইয়াছেন।

চাং নামে চিন দেশের এক ব্যক্তি কলিকাতায় আনীত হইয়াছে, তাহার শরীর ৮ ফিট অর্থাৎ প্রায় ৫॥ হাত দীর্ঘ, তাহার সঙ্গে কিং ফু নাম্নী একটী ক্ষুদ্রপদ চিন রমণী আছে। প্রতি দিন প্রাতে ৯টা হইতে দ্বিপ্রহর এবং অপরাহ্ণে ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ডেলহাউসী ইনষ্টিটিউটে দেখিতে পাওয়া যায়। শীঘ্র ইহাদিগকে পশ্চিমাঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইবে।

গত শুক্রবার মেডিকাল কলেজের (সর্জ্জারী) অস্ত্র চিকিৎসার অধ্যাপক কট্‌ক্লিফ সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ফেরার সাহেবের প্রতিনিধি ছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ২।৩ দিনের পীড়ায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

মিরর বলেন রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে একজন ইউরোপীয়ের সহিত এক বাঙ্গালী বাবু যাইতে ছিলেন। ইউরোপীয় অকারণে তাঁহাকে প্রহার করে এবং তাঁহার দ্রব্য সামগ্রী গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দেয়। এদেশীয়দিগের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিয়াও সচ্ছন্দে যাইবার যো নাই। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। রেলওয়ে কোম্পানী তৃতীয় শ্রেণীর ন্যায় সকল শ্রেণীতেই ইউরোপীয় দিগের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন।

৪ঠা অকটোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় ২৩৭টী লোকের মৃত্যু হয়—হিন্দু ১৭৯, মুসলমান ৫৫ এবং খৃষ্টান ৩ জন। ওলাউঠায় ৯৬, উদরাময়ে ১৬, আমাশয়ে ২৪, অন্যান্য কারণে অবশিষ্ট গুলির মৃত্যু হইয়াছে।

উর্দ্দু গাইড লিখিয়াছেন মুসলমানদের রোজা সন্নিকট। এই উপলক্ষে তাহাদের আবাল বৃদ্ধ সকলে দিবাভাগে উপবাস করিয়া রাত্রে আহারাদি করে। কলিকাতায় জলের কল হইয়া কূপ ও পুষ্করিণী সকল অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে, অতএব জষ্টিসদের এক মাস কাল রাত্রে কলে জল যোগান নিতান্ত আবশ্যক। অঙ্গীকার করিয়াও দুর্গাপূজায় ৩ দিনের জন্য হিন্দুদিগের প্রতি অনুগ্রহ হইল না। মুসলমানদের ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না।

বঙ্গদেশে আবকারী বিভাগের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭২-৭৩ সালে ইহার রাজস্ব ৭০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসরে ৬৫ লক্ষ এবং তৎপূর্ব্ব ৫ বৎসরের গড় পড়তা আদায় ৬১ লক্ষ ছিল। গবর্ণমেণ্ট আবকারী রাজস্বের শ্রীবৃদ্ধির দিকেই কি কেবল দৃষ্টিপাত করিবেন? এদিকে দেশ যে উৎসন্ন গেল!

ঢাকা নিবাসী বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত যিনি বিলাতে গিয়া সিবিল সর্বিস পরীক্ষায় অতি প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হন, গত ২৩এ অক্টোবর কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি বরিসালের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

ডেলি নিউস বলেন যে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সকল মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে ভবিষ্যতে সকল শ্রেণীর পুলিস কর্ম্মচারিগণের অপরাধ জন্য বিচার ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট দিগের নিকট হইবে এবং নিম্ন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটগণ এই সকল বিচার করিতে পারিবেন না। ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট্ কি পুলিসের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী নন?

এবার বেহারে শস্যাদির অবস্থা শুনিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পাটনায় গমন করিয়া ছিলেন। ৫ই নবেম্বরের মধ্যে বৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি বৃষ্টি না হয়, নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে জিমন্যাষ্টিক্ ক্লাশের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মাসিক ৪০ টাকা এবং এক কালীন ১০০০ এক হাজার টাকা সাহায্যের অনুমতি করিয়াছেন।

নবীনের বিচার সম্বন্ধে আপেলেট হাইকোর্টের বিচারপতিগণ স্বস্ব মত এই মর্ম্মে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে নবীন অত্যাচরিতস্বামিমূলক ক্ষিপ্ততা হেতু স্বীয় পত্নীকে হত্যা করেন, এজন্য অতি কৃপা পাত্র। নবীনের প্রতি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের দয়ার উদ্রেক করিবার কি কোন আবেদন করা হইতেছে?

ইটালিস্থ বিরমুল বাজার নিবাসী কোন এক চামার বিগত ২২ অক্টোবর বুধবার পদ্মপুকুরের নিকটবর্ত্তী কোন এক মুসলমানের দোকানে প্রেক ক্রয় করিতে গিয়াছিল। হিসাব মত প্রেকগণনা করিয়া দিলে পর চামার আর দুই তিনটা স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করে। ইহাতে ঐ মুসলমান এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে সে তৎক্ষণাৎ চামারকে জুতাযুক্ত পদাঘাত করিল এবং তাহার

তলপেটে এরূপ নিষ্ঠুর আঘাত করিল যে তাহাতেই চামার প্রাণত্যাগ করিল্। যৎকালে এই ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন হয়,তখন পাহারাওয়ালা সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা হেতু হত্যাকারী পলায়ন করে। পুলিস কর্ম্মচারীরা অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু এখনও সে ধৃত হয় নাই। হস্পিটেলে মৃত দেহ প্রেরিত হইয়াছে।

মধ্যস্থ বলেন, সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট মফঃস্বলস্থ ছোট আদালত সমূহের সমস্ত কর্ম্মচারী গণের বেতন হ্রাস করিবার জন্য অনুমতি প্রচার করিয়াছেন। আমরা এই আজ্ঞা প্রচারের বৈধতা বুঝিতে পারিলাম না। এই সকল আদালতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়াধিক্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহার উৎপন্ন টাকা সরকারী কোষে জমা হয়। তবে কেন তত্রত্য কর্ম্মচারীগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার হইবে? ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ের পুনরায় বিবেচনা করিবেন।

২৭ অক্টোবর ইংলিশমান তার যোগে সিমলা হইতে পশ্চাল্লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ— বাঙ্গালা হইতে দুর্ভিক্ষের যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহা অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু শস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ ও ভীত হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। আগ্রার দরবার হইবার পূর্ব্বে লর্ড নর্থব্রুক বঙ্গদেশের শস্যাদির অবস্থা অবগত হইবার জন্য নিজে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আগামী বুধবার প্রাতে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরি ও একজন এডিকাং সমভিব্যাহারে এক কালে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিবেন। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় বিশেষ ব্যবস্থা করিবার জন্য চ্যাপম্যান সাহেবও আগামী মঙ্গলবার কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কুষ্ঠাশ্রম পুনর্নির্ম্মিত হইবে। ঐ কার্য্য সত্বরেই সমাধা হইবার সম্ভাবনা। উহার ব্যয় কলিকাতার মিউনিসিপালিটী কর্ত্তক দিবেন, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট ভাগ দান করিবেন।

উত্তর পশ্চিম।

বেহারের লক্ষ্মীলাভ হউক। পাটনার কমিসনর লিখিয়াছেন, তত্রত্য লোকে অতি অল্প মদ্য পান করে। এবৎসর লাইসেন্স প্রাপ্ত ৮০০ মদের দোকান কমিয়া গিয়াছে।

পাটনা হইতে গয়া পর্য্যন্ত লঘু রেলওয়ে করিবার জন্য সার জর্জ ক্যাম্বেল প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিসনর বেলি সাহেব ইহার অনুকূলে রিপোর্ট করিয়াছেন। এ রেলওয়ে হইলে গয়ার যাত্রী দ্বারা খরচ পোষাইয়া যাইবে।

আমরা ন্যাসনেল পেপারে পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম, লক্ষ্ণৌর উকীল মুন্সী কালী প্রসাদ স্বজাতীয় বিধবা ও অনাথ দিগের ভরণ পোষণার্থ ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ দানই যথার্থ প্রশংসনীয়।

গবর্ণর জেনরেলের দরবারের সময় মহারাজা সার জঙ্গ বাহাদুর ২০০০ অনুচর এবং ২০০০ হস্ত সমভিব্যাহারে লক্ষ্ণৌতে আসিবেন।

দিল্লি গেজেটের আলোয়ারস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আলোয়ারের মসিদের নিকট এই জনরব সকলের মুখে শুনাযায়, কণ্দীয়েরা পেসোয়ারে আসিয়াছে, তাহারা অতি শীঘ্র এ স্থানে আসিবে; ফিরোজ খাঁ তাহাদের সঙ্গে আছেন, এবং ভারতেশ্বর বলিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইবার অঙ্গীকার পাইয়াছেন; আর জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা এই ষড় যন্ত্রের ভিতর আছেন।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের অনুরোধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কেবল বর্ত্তমান বৎসরের নিমিত্ত যে সকল গুরু মহাশয় সারণ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছে, তাহাদের জন্য ৩ টাকা হিসাবে ১০টী ছাত্রবৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

জব্বলপুর ক্রনিকেল বলেন যে আমিরের সাহায্যার্থ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বিংশতি সহস্র বন্দুক কাবুলে যাইতেছে।

লর্ড নর্থব্রুকের প্রত্যাগমন কালীন ভ্রমণ বৃত্তান্তের সহিত একটী ভয়ানক ঘটনার যোগ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রাজ প্রতিনিধির সার্জনের পত্নী মিছেস বারনেট্ অশ্বারোহণে অবতরণ কালীন ঘোটক সহ এক পর্ব্বত শৃঙ্গে পতিত হয়েন। দৈবক্রমে তাঁহার পরিচ্ছদ বৃক্ষ শাখায় সংলগ্ন হওয়াতে তিনি তাহাতে ঝুলিয়া সাঙ্ঘাতিক পতন হইতে রক্ষা পান। ঘোটকটিও অধিক আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। এ আর একটী সিমলার দুর্ঘটনা।

ডেলি নিউস বলেন যে অযোধ্যা নিবাসী কাপ্তেন ডবলিউ এম হিয়ারসে যিনি মিউটিনির সময় অত্যন্ত প্রশংসার সহিত কার্য্য করাতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট পল্লী পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং যিনি দেওয়ানি আদালতের ডিক্রি দ্বারা ঐ পল্লীসমূহের অধিকারচ্যুত হন, এক্ষণে তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুনরায় সাতটী পল্লীর উপসত্ত্বাধিকারী হইয়াছেন। ইহার সহিত গবর্ণমেণ্টের কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত?

সোমপ্রকাশ বলেন যে গত শনিবার আউড ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ে বেরিলি পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

লর্ড নর্থব্রুক আগ্রায় যে দরবার করিবেন সিন্ধিয়ার রাজা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। কারণ সে দিবস তাঁহার নিজের বিবাহ।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজে কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম যখনি খালি হয় তখনি গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, উপযুক্ত মুসলমান কেহ পদপ্রার্থী হইবে। জাতি বিশেষের প্রতি গবর্ণমেণ্টের এরূপ পক্ষপাত অনেক অনিষ্টের মূল।

বোম্বাইর গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা যন্ত্রালয়ের (প্রায় ১৫০) কম্পোজিটারগণ ধর্ম্মঘট করাতে একজন এজেণ্ট মান্দ্রাজ হইতে রেলওয়ে যোগে ৫০ জন কম্পোজিটর লইয়া গিয়াছেন। ক্ষিপ্ত কম্পোজিটারদিগের দশা কলিকাতার গাড়োয়ানদিগের মতই হইল।

কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজেও বরফের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে,বরফের একচেটিয়াই এই অনিষ্টের মূল।

সোমপ্রকাশ বলেন, এদিগে আমরা এক বিন্দু জলের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছি, ওদিকে মান্দ্রাজে এক প্রকার জল-প্লাবন হইয়াছে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে এক ব্যক্তি ব্যাঘ্র মারিবার এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। উহার এরূপ ভয়ানক শব্দ যে তাহা শুনিলে ব্যাঘ্রগণ দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে।

বোম্বাই।

বোম্বাইর গবর্ণর সার ফিলিপ উড হাউস্ অত্যন্ত অধিক সংখ্যক আইন জারী করাতে সাধারণের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন। অধিক আইনে অপরাধ এবং লোকের কষ্ট বাড়ে একথা মিথ্যা নয়।

সার্কেশীয় বালিকা স্কুলফণ্ডের জন্য একটী বর এতদিনের পর স্থির হইয়াছে। বোম্বাই পুলিসের কমিসনর এলফিনিষ্টন কলেজের পারসী শিক্ষককে মনোনীত করিয়াছেন। অনেক সাহেব না কি এই অসামান্য রূপবতী বালিকাকে দেখিবার জন্য লালায়িত। মিরর বলেন বোম্বাইতে কি আবার সেখ আবদুল মেনবিল হইবার লোক আছেন?

বোম্বাই গেজেটের এক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন বরদার গুইকুমার মহারাজ মল্লার রাও সন্ধ্যা ভ্রমণ করিয়া বাটী আসিবার সময় এক

ধনী জহরীর পরমা সুন্দরী যুবতী ভার্য্যাকে দেখিতে পাইয়া হতজ্ঞান হন, এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজবাটীতে লইয়া যাইবার জন্য পুলিসের লোককে আজ্ঞা দিয়া অগ্রসর হন। যুবতীর স্বামী কুপিত হইয়া বহুলোক সংগ্রহ করে এবং পুলিসের লোকের হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া দেয়। পরে মহারাজের দেওয়ান প্রভৃতি আসিয়াও বিলক্ষণ ফলভোগ করিয়া যান। বরদার ২০০ মহাজন ক্ষেপিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট অভিযোগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। একথা যদি সত্য হয়, গুইকুমারের আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় রাজা দিগের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এরূপ মিথ্যা সংবাদ ইংরাজী পত্রে প্রচারিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বোম্বাইয়ের পাণ্ডুরং নামক এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় মিশনরি অথবা খৃষ্ট ধর্ম্মে যাঁহারা অনুরাগী, তাঁহাদের সহিত প্রকাশ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

বোম্বাইর দুই ব্যক্তি সুরাটের কালেক্টরের নিকটে এই বলিয়া দরখাস্ত করে, কোন স্থানের ৫টী নির্দ্দিষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষতলে ১২৫০০০ টাকা আছে, অতএব কালেক্টর তাহাদিগকে ঐ টাকা খনন করিয়া লইবার অনুমতি দেন। কালেক্টর অনুমতি দেওয়াতে তাহারা বিস্তর কুলি লাগাইয়া ঐ স্থান খনন করিতেছে।

ইউরোপ।

লণ্ডনে আসাণ্টি যুদ্ধের সৈন্য ও রণসজ্জা সকল প্রেরণার্থ হালকা রেলওয়ে সকল জাহাজজাত হইতেছে। সুবর্ণতটের জঙ্গল কাটিবার জন্য ৩০০০ কুড়ালী যাইতেছে, রাস্তা প্রস্তুত করণার্থ এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইবে। আসাণ্টি রাজের নাম কাফি কাল কালি। তিনি না কি ক্রিসসের ন্যায় ধনবান্, অপরিমেয় স্বর্ণের আকর তাঁহার অধীনস্থ।

অমৃত বাজার বলেন, চুল নখ ছাই প্রভৃতি দ্রব্য আমাদের দেশে প্রায় কোন ব্যবহারে আইসে না। ইংলণ্ডে এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় আছে, ইহাতে বৎসর বৎসর প্রায় ৮ কোটি টাকা উৎপন্ন হয়।

বিবিধ।

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ডেলী গ্রাফিক সংক্রান্ত যে বেলুন উঠিবার কথা ছিল, উঠিবার অগ্রেই বাষ্পের ভয়ে কাটিয়া গিয়াছে। দর্শকদিগের নিকট হইতে অর্দ্ধ মুদ্রা হিসাবে লইয়া বহু সহস্র টাকা আদায় হয়, প্রদর্শনকারীরা তাহা ফিরাইয়া দিতে চায় না। তাহাদের তো কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে।

কাবুলের আমীর মেজর মাকডোনাল্ডের হত্যাকারী বেরাম খাঁর খাতা নৌরাজ খাঁর নিকট হইতে ৫০০০ টাকা লইয়া তাঁহাকে খোলসা দিয়াছেন এবং পুনরায় লালপুরের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

কতকগুলি হিন্দু কুলী আমেরিকার বার্বেডোস দ্বীপের কড্রিণ্টন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ছবিখানি ব্রহ্মদেশে পৌঁছিলে তত্রত্য প্রধানা মহিষীর স্বর্ণরঞ্জিত যানোপরি ধবল ছত্র ধরিয়া বহুসংখ্যক মন্ত্রী ও বিবীগণ ধুম ধাম করিয়া তাহা রাজপ্রাসাদে লইয়া যান। কিন্তু 'স্ত্রীলোকের চেহারা' বলিয়া ব্রহ্মরাজ উহা রাজদরবারে আনিতে না দিয়া মহিষীর অন্তঃপুরে প্রেরণের অনুজ্ঞা করেন। পরে কাপ্তেন ষ্ট্রোবার প্রকাশ্য রূপে তাহার যথোচিত সম্মান করিবার কারণ দর্শাইলে ভূপতি অগত্যা সম্মত হইলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের রুচি ও প্রথা কত ভিন্ন!

সাপ্তাহিক সমাচার লিখিয়াছেন, এক জন পর্য্যটক দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করেন। অনন্তর তাঁহার বোধ হইল যেন বৃক্ষটী নড়িতেছে। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চাহিয়া দেখেন যে একটী বৃহৎ সর্পকে তাঁহার বৃক্ষ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে দূরে গমন করিয়া দেখেন, যে সর্পটী বড় সামান্য নহে, ৪০ হাত দীর্ঘ এবং দৈর্ঘ্যের অনুরূপ স্থূল।

আমেরিকায় শূন্যের উপর একটী স্বাস্থ্যকর স্থান প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। একটী বৃহৎ বেলুন ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইবে ও উহা লৌহ তারের দ্বারা মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিবে। বেলুনটী যে স্থানটীতে রক্ষিত হইবে তাহার নাম গ্যালভেষ্টন। উহাতে প্রায় এক শত লোক বাস করিতে পারিবে। আর একটী ছোট বেলুন থাকিবে, উহাদ্বারা এই বৃহৎ বেলুনে আরোহণ করিতে হইবে, তখন বৃহৎ বেলুনটী নিম্নে আনীত হইবে, এবং ঝড় থামিয়া গেলে পুনরায় ঊর্দ্ধে উঠিবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষা।

(উদ্ধৃত)

বঙ্গদেশের হাইকোর্টের অধীনস্থ মফঃস্বল কোর্ট সমূহের মোক্তারী এবং ওকালতী পরীক্ষার নিমিত্ত ১৮৬৫ সালের ২০শ আইনের ৬ ধারা অনুসারে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিম্ন লিখিত নিয়ম করিয়াছেন।

১। বঙ্গদেশের হাইকোর্টের অধীনস্থ মফঃস্বল কোর্ট সমূহের মোক্তারী ও ওকালতি পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষার জন্য বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সময়ে সময়ে ব্যবস্থা বিষয়ে পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন। ইহাদিগের মধ্যে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক থাকিবেন।

২। পরীক্ষকগণ প্রতিবৎসর জানুয়ারী কিম্বা ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে পরীক্ষার জন্য যে যে দিন স্থির করিয়া বিজ্ঞাপন দিবেন সেই সেই দিনে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

৩। পরীক্ষকগণ পরীক্ষা কার্য্য চালাইবেন এবং তদুদ্দেশে যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা ইহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

৪। উচ্চ শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা কলিকাতায় এবং নিম্নশ্রেণীর ওকালতি ও মোক্তারী পরীক্ষা কলিকাতা, পাটনা, ঢাকা, কটক এবং গৌহাটীতে গৃহীত হইবে।

৫। উচ্চশ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা ইংরাজিতে গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থীর আবেদন অনুসারে নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি এবং মোক্তারী পরীক্ষা জেলার প্রচলিত ভাষা কিম্বা ইংরাজি ভাষায় গৃহীত হইবে।

৬। পরীক্ষা কতক লিখিত প্রশ্নে এবং কতক মৌখিক প্রশ্নে হইবে। লিখিত প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে হইবে। পরীক্ষকগণ বিহিত বোধ করিলে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অনুমতি ক্রমে মৌখিক প্রশ্নোত্তর পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। পরীক্ষকগণ লিখিত প্রশ্ন প্রস্তুত করিবেন, মোক্তারী এবং ওকালতি পরীক্ষায় যথাক্রমে লিখিত প্রশ্নের কাগজ চারি খানির কম হইবে না।

৮। প্রত্যেক কাগজে বারটী প্রশ্ন থাকিবে এবং পূর্ণ সংখ্যা ১৬০ হইবে।

৯। মৌখিক প্রশ্ন অন্ততঃ পাঁচটী হইবে। পূর্ণ সংখ্যা ৫০ হইবে।

১০। প্রশ্ন গুলি এরূপ হইবে যে মফঃস্বল কোর্ট সমূহের মোক্তার এবং উকিলরূপে প্রবিষ্ট হইবার পক্ষে হাইকোর্টের নির্দ্ধারিত বিষয়

গুলিতে পরীক্ষার্থীদিগের জ্ঞান যেন পরীক্ষিত হইতে পারে। কোন পরীক্ষার্থী নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বিধি প্রভৃতি পাঠ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে ঐ প্রশ্ন গুলি এরূপও করা হইবে।

১১। মৌখিক বা লিখিত প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী কত সংখ্যা পাইতে পারে, তাহা পরীক্ষক গণ নির্ণয় করিবেন।

১২। নিম্ন লিখিত, সংখ্যার অন্যূন না হইলে পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হইবে।

	প্রত্যেক লিখিত প্রশ্নের কাগজে	মৌখিক প্রশ্নের পরীক্ষার
উচ্চশ্রেণীর ওকালতি	১০০	৩০
নিম্ন শ্রেণীর	৮০	২০
মোক্তারী	১০০	৩০

১৩। পরীক্ষাস্থলে কোন পরীক্ষার্থী কোন পুস্তক কিম্বা স্মরণার্থ ক্ষুদ্র লিপি লইয়া যাইতে পারিবে না। কেহ এইরূপ করিয়া ধৃত হইলে তৎ প্রদত্ত ফিজই তাহার দণ্ড হইবে এবং তাহাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার্থীগণ পরস্পর বলিয়া কহিয়া কিম্বা নিকটবর্ত্তী কাহার দেখিয়া কিম্বা নিজ পুস্তক বা খাতা প্রভৃতি হইতে অন্যায় করিয়া লিখিতেছে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ পরীক্ষার স্থল হইতে বহিষ্কৃত হইবে, পরীক্ষার পূর্ব্বাংশে তাহাদের কোন ফল হইবে না। তাহাদিগের আর পরীক্ষা দিবার কোন দাওয়া থাকিবে না এবং তাহাদিগের প্রদত্ত ফিজ দণ্ড হইবে।

১৪। পরীক্ষা সমাধা হইলে পরীক্ষকগণ তাহাদিগের কার্য্যের রিপোর্ট সহ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদিগের নাম গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দিবেন।

১৫। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদিগের নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে। পরীক্ষকগণ, সভাপতি এবং সম্পাদকের স্বাক্ষরিত যে প্রশংসা পত্র দিবেন তাহা উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদিগের স্ব স্ব জেলার জজ সাহেবের দ্বারা বিতরণ করা হইবে।

মোক্তারী পরীক্ষা।

যে সকল ব্যক্তির পশ্চাল্লিখিত গুণ থাকিবে, তাহাদিগকে মোক্তার বলিয়া গণ্য করা হইবে। যথা—

১। যাঁহারা কোন শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা যদি উপাধি অথবা ওকালতি সনন্দ পাইবার এক বৎসরের মধ্যে মোক্তারী কর্ম্মের জন্য আবেদন করেন। বিশেষ কারণ থাকিলে হাইকোর্টে ঐ সময় দীর্ঘ করিয়া দিতে পারেন।

২। যদি তাঁহারা মোক্তারী পরীক্ষার জন্য হাইকোর্ট সময়ে যে সকল বিষয় নির্দ্ধারণ করিবেন তাহাতে পরীক্ষা দিয়া সার্টিফিকেট লাভ করিতে পারেন। অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে,

১। দেওয়ানী কার্য্য বিধি।
২। তমাদির আইন
৩। ষ্টাম্প আইন
৪। স্মল কজ কোর্ট আইন
৫। দণ্ড বিধি আইন
৬। ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইন
৭। রেজিষ্টরী আইন
৮। সাক্ষ্য বিষয়ক আইন
৯। চুক্তি বিষয়ক আইন।

পরীক্ষার্থীদিগের এই সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক।

১। তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা অথবা বাঙ্গালা কিম্বা মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সার্টিফিকেট থাকিবে, অথবা ডাইরেক্টর কিম্বা ইনস্পেক্টর সাহেবেরা আর যে কোন পরীক্ষাকে উপরোক্ত পরীক্ষার তুল্য জ্ঞান করিবেন তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট থাকিবে।

২। তাহাদের চরিত্র সৎ এবং বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের অধিক হইবে।

মোক্তারী পরীক্ষার্থীদিগকে প্রতি বৎসরের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে অথবা ঐ দিনে আবেদন করিতে হইবে। পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহাদিগকে নিজ জেলার গবর্ণমেণ্ট ধনাগারে ১৫ টাকা ফি প্রদান করিয়া পরীক্ষকদিগকে তাহার রসিদ দিতে হইবে। মোক্তারী করিবার অধিকার পাইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ধনাগারে আর ১০ টাকা দক্ষিণা প্রদান করিয়া আবেদন পত্রে ও ঐ টাকার রসিদ জেলার জজ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। জজ সাহেব ঐ আবেদন হাইকোর্টে পাঠাইলে পর উক্ত আদালত নিয়মিত অনুসন্ধান করিয়া আবেদনকারীকে সনন্দ দিবার অনুমতি দিবেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসরের মধ্যে সনন্দ না লইলে হাইকোর্টের বিশেষ আজ্ঞা ব্যতীত তাহাকে আর ভর্ত্তি করা হইবে না।

যে ব্যক্তি ওকালতী অথবা মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট না লইবেন অথবা সার্টিফিকেট পাইয়া তিন বৎসরের পর আবার নূতন সার্টিফিকেট গ্রহণ না [illegible] স্থগিত করা হইবে এবং হাইকোর্টের [illegible] মতি ব্যতিরেকে তাঁহাকে সার্টিফিকেট দে[illegible] হইবে না।

যে ব্যক্তি উকীল অথবা মোক্তারী সনন্দ পাইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কর্ম্ম করিবেন, অথবা কোন ব্যবসায় বা বাণিজ্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহাকে সেই বিষয় হাইকোর্টে অবগত করিতে হইবে, তাহা হইলে হাইকোর্টে তাঁহাকে উকীল অথবা মোক্তারের কার্য্য হইতে স্থগিত করিবেন কিম্বা অন্য কোন আদেশ করিবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়।

বিগত ৩রা কার্ত্তিক শনিবার বারাণসী হোমীওপাথিক ঔষধালয়ে ন্যাসনাল থিয়েটরের দলের নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। নীলদর্পণের অভিনয় অভিনেতার আন্দাজ ২৫০ টাকার টিকেট বিক্রয় হইয়াছে। কার্য্য অতিশয় সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং কর্ম্মকর্ত্তাদিগেরও অনেক যশোলাভ হইয়াছে। বারাণসীতে থিয়েটরের এই প্রথম পদার্পণ। আরও ৩ দিবস তাহাদিগের দলের নাট্যাভিনয় হইবে।

২। বিগত শনিবার রাজঘাট রেলওয়ে ষ্টেসনের লগেজ শকট অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহাতে মালামাল অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কোম্পানিকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

৩। ৫ই কার্ত্তিক সোমবার মহারাজা বিজয় নগরাধিপতির রামলীলা শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার নাম ভরত মেলা; রামচন্দ্র ও ভরত সম্মিলিত লইয়া পরমাহ্লাদে অযোধ্যা পুরীতে গমন করিয়াছেন। ঐ দিবস একেতো হিন্দুস্থানীদের দেওয়ালী উপলক্ষে সহর আলোকময় হইয়াছিল, তাহাতে আবার মহারাজের আলো দেওয়া হইয়াছিল। মহারাজের রাজভবন ভেলপুর হইতে দশাশ্বমেধ থানা পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহ সকলের উপরি ভাগ হইতে নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত প্রদীপ মালা দ্বারা কি অশ্চর্য্য শোভায় সুশোভিত হইয়াছিল !! বারাণসীস্থ প্রায় সমুদায় ইংরাজগণ মেলা দর্শনার্থে নিমন্ত্রিত হইয়া ইণ্ডিয়ান ড্রেস সহ গজারোহণে মেলাস্থলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এত সংখ্যক

...গায় আর কখন দেখি নাই। ... মহারাজ স্বয়ং মেলায় উপস্থিত নাই। রাজপুত্র মেলায় উপস্থিত ছিলেন।

৪। এখানকার বিখ্যাত দেওয়ালী মেলা সম্পন্ন হইয়াছে। দেওয়ালী পর্ব্বোপলক্ষে এ দেশে কি উচ্চ শ্রেণীস্থ কি নিম্ন শ্রেণীস্থ সকলকেই জুয়া খেলিতে হয়। এই খেলাতে যাহার যেরূপ লভ্য ও ক্ষতি হয়, তাহাকে তদনুসারে সংবৎসর অতিবাহিত করিতে হইবে। যিনি জুয়াতে হারিয়া যাইবেন তিনিই সমুদায় বৎসর ক্লেশ ভোগ করিবেন, আর যাহার লভ্য হইবে তাহার সমুদায় বৎসর সুখে সম্ভোগে দিন অতি বাহিত হইবে। এই দুই দিবস ধরিয়া জুয়া খেলিয়া কত শত লোক দরিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অধোমুখে রোদন করিতেছে। পথে ঘাটে, "জুয়া খেলায় হারিয়াছি" এই কথা ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। যখন গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা এই ক্রীড়ার প্রতিবাদ করিয়া দেশকে রক্ষা করিয়াছেন, তখন এই দেওয়ালী পর্ব্বে আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কেন অনুমতি দেওয়া হয়?

৫। বিগত ২৭ এ আশ্বিনের পত্রে বাবু হরিশ্চন্দ্রের বাটীর সভায়, সভার উদ্যোগী বাবুর নাম লেখায় ভুল হইয়াছিল। উদ্যোগী বাবুর নাম শিশিরচন্দ্র ঘোষ।

৬। মহাশয়! কাশী হিন্দুদিগের প্রধান নগরী; হিন্দুদিগের পবিত্র ভাষা সংস্কৃত; সংস্কৃত ভাষাতেই স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, বেদ এবং শ্রাদ্ধ, তর্পণাদির বিধি লিখিত হইয়াছে। যথার্থ কাশী যদ্রূপ সংস্কৃতের রাজধানী, তদ্রূপ তাহার সন্তানগণের সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ দেখা যাইতেছে। এই স্থানে সংস্কৃত কলেজ একটী আছে, ইহা ভিন্ন প্রায় পণ্ডিতদিগের প্রত্যেক বাটীতে এক একটী করিয়া সংস্কৃত (চতুষ্পাঠী) পাঠশালা সংস্থাপিত আছে। তথায় অনবরত শাস্ত্র পাঠ হইতেছে। অধুনা পণ্ডিতবর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী আর একটী সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি কাশ্মীরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১২০০০ হাজার টাকা দাতব্যের অনুমতি পাইয়া আসিয়াছেন। স্বামীজি আর আর রাজগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

১৭ ই কার্ত্তিক বারাণসী।

মহাশয়!

একেতে আমরা পুলিসের জ্বালার অস্থির তাহাতে আবার পোষ্ট আফিসের মহাত্মারা উৎপীড়নের সহিত অর্থ শোষণ আরম্ভ করিলেন; প্রজাদিগের সুখের আর সীমা নাই। একদিকে জাতি ও মান লইয়া টানাটানি অপর দিগে ধনক্ষয়! সম্পাদক মহাশয়! একবার কাঁদিয়া দেখি (গরিব প্রজার ক্রন্দন ভিন্ন আর গতি কি?) আমার কাতর উক্তি দ্বারা যদি আপনার ন্যায় জন কয়েক মাত্র মহোদয় ব্যক্তিরও মন আর্দ্র হয়, তাহা হইলেই যন্ত্রণার কতক শমতা বোধ করিব।

বর্দ্ধমান হইতে আন্দাজ ৯। ১০ ক্রোশ পশ্চিম পরস্পর সংলগ্ন ৫। ৭ খান ক্ষুদ্র২ গ্রাম আছে। এই গ্রামগুলি মন্তেশ্বর পুলিশ ও পোষ্ট আফিসের অধীন। পিয়াদারা প্রকাশ্য রূপে পেড্ চিঠি প্রতি অর্দ্ধআনা এবং ব্যারিং চিঠি প্রতি দেড় আনা করিয়া লইয়া থাকে। যদি এই গ্রামগুলির কোন একটীতে অনেক ধনবান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থাকিতেন অথবা কোন ক্ষমতাশালী রাজভাষাজ্ঞ থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই অবৈধ অত্যাচারের শান্তি হইত। মান্যবর শ্রীযুক্ত পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনারেল মহোদয়কে সানুনয় নিবেদন করিতেছি যেন তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ করেন এবং এই বিভাগের ইন্স্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারকে এই অভিত অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্টের সুযোগ্য অনুবাদক শ্রীযুক্ত রবিন্সন সাহেবকেও অনুরোধ করা যাইতেছে যেন এই পত্রখানি অনুবাদ করিয়া বাধিত করেন।

১৮ ই সেপ্টেম্বর শ্রীমুঃ—

বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

কার্ত্তিক মাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং প্রবন্ধ সকল পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি সকল প্রকটিত হইবে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব ও প্রবচন সকল সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছে:—

অগ্রিম বার্ষিক (মফস্বলে ডাকমাসুল লাগিবে না)। .. ... ৩ টাকা।

" যাণ্মাসিক ... ১৸০

" ত্রৈমাসিক ... ১

প্রতি সংখ্যা ... ... ।৶০

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ } ১লা ভাদ্র } প্রকাশক।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

		কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	... ...	৬ টাকা	৭।০
" যাণ্মাসিক	... ...	৩।০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	... ...	২ "	২।৶০
মাসিক	...	৸০	৸৶০
প্রতি সংখ্যা	... ...	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণে টোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
২৯ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৩শে কার্ত্তিক শুক্রবার। ১৮৭৩—৭ই নবেম্বর { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৷৹ টাকা

সূচী।

সপ্তাহ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আগামী ১লা এপ্রেল হইতে গবর্ণমেণ্টর খাস মহল সকলে যত স্থূল রাজস্ব সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতে শতকরা অনধিক ৩ টাকা, স্থানীয় উন্নতি কল্পে:.ব্যয়িত হইবে। প্রত্যেক মহলের জন্য স্বতন্ত্র ফণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইবে। এক মহলের টাকা অন্য মহলে ব্যয়িত হইবে না। কার্য্য দুই প্রকার হইবে (১) প্রথম শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন (২) রাস্তা, জলনালী প্রভৃতি স্থানীয় অভাব মোচনোপযোগী উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বাহ্য শ্রীবৃদ্ধি সাধন। আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিতেছি গবর্ণমেণ্ট একবার জমীদার হইয়া আদর্শ জমীদারের দৃষ্টান্ত যদি দেখাইতে পারেন, এ দেশের ভূম্যধিকারীদিগের চক্ষু উন্মীলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, এখন জমীদারগণ এইরূপ কার্য্যের অনুসরণ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিলে আমরা সুখী হই।

আমরা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়াছি, রেলওয়ের আরোহীদিগের কোন প্রকার কষ্ট হইলে যদি রেলওয়ে কোম্পানি তাহা নিবারণ না করেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার প্রতিবিধানের উপায় হইবে। রেলওয়ে শকটে হিন্দু আরোহীদিগের একটী বিশেষ মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়া থাকে। অনেক মুসলমান গোমাংস ও বড় বড় গোখণ্ড ঝুড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়, তাহারা সময় সময় তদ্দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুদিগকে ভয় দেখাইয়া এক ধারে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তাহাদিগের মনোগ্লানি জন্মায় এবং সাধ্যমত অন্যান্য সামান্য অত্যাচার করিতে ছাড়ে না। গোমাংস দর্শন, স্পর্শন ও আঘ্রাণে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ও ধর্ম্ম সংস্কারে দারুণ আঘাত লাগে, তাহার উপর নিম্ন শ্রেণীস্থ উগ্রস্বভাব হিন্দুদ্বেষী এক এক জন মুসলমানের গর্ব্বিত ব্যবহার যার পর নাই অসহ্য। আমাদিগের প্রার্থনা যে গাড়ীতে হিন্দুরা যায়, গোমাংস লইয়া তাহাতে কোন মুসলমান না যায়, রেলওয়ে কোম্পানি এরূপ নিয়ম করেন। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়স্থ প্রজাদিগের ধর্ম্মরক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করেন। দুঃখী হিন্দুরা অনন্য গতি হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর রেলওয়েতে যায় বলিয়া কি তাহাদিগকে এরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে?

গবর্ণমেণ্ট যে মদের উৎসাহদাতা নহেন, দেশের মঙ্গলার্থ মদের স্রোত রোধ করিবার জন্য আবকারী টাক্স করিয়াছেন, মাতালেরা তাহা বিশ্বাস করে না। এক দিন আমরা এক জন মাতালকে বলিলাম, দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন, মদের দোকান সকল উঠিয়া যাইবে। তিনি অসঙ্কোচে বলিলেন—"আরে পাগলারা! আমরা জন কত ইয়ারে গবর্ণমেণ্ট ধনাগারে ১০০ কোটী টাকা দিতেছি, গবর্ণমেণ্ট আমাদের খাতির না করিয়া কি তোদের দুকলম লেখার এত খাতির করিবে?"

গত মঙ্গলবার ৮ টার পর চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়া প্রায় ৯৷৷ টার সময় পূর্ণগ্রাস হয়। এরূপ পূর্ণগ্রাস এবং তাহার এতক্ষণ স্থিতি কখন দৃষ্ট হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট চারিদিকে পব্লিক ওয়ার্কের কার্য্যারম্ভের অনুমতি করিয়া বঙ্গদেশের মহৎ কল্যাণের পথ বিস্তার করিতেছেন, আমরা এই সময়ে দক্ষিণ বাঙ্গালার উপকারার্থ দুইটী প্রস্তাব তাঁহাদিগের বিবেচনা স্থলে অর্পণ করিতেছি। ১—কলিকাতা হইতে কুলপি বা ডায়মণ্ড হার্বর পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রসারিত করা; ২—টালিগঞ্জের খাল প্রসারিত করিয়া উক্ত স্থান দ্বয়ের সহিত সংযুক্ত করা। দক্ষিণপূর্ব্ব রেলওয়ে যে উদ্দেশে মাতলায় গিয়াছিল, তাহা সফল হইল না, যদি সোণাপুর হইতে বারুইপুর জয়নগর প্রভৃতি জনাকীর্ণ গ্রাম সকলের মধ্য দিয়া ইহার গতিবিধি হয়, আরোহী সংখ্যা যথেষ্ট মিলিতে পারে, এবং বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানিরও সুবিধা হয়। খালটী আরও প্রয়োজনীয়। আদিগঙ্গা ঐ পথ দিয়াই সমুদ্র সঙ্গম প্রাপ্ত হয়, এখন তাহা

মজিয়া গিয়াছে। কাওরা পুকুরের খাল কিয়দ্দূর মাত্র গিয়াছে, পরে ধান্যজমীর মধ্যে২ ক্ষুদ্র২ জলপথ চলিয়া যাওয়াতে বর্ষাকয়মাস ও যত দিন জল না শুকায় প্রায় তদ্দ্বারা অধিকাংশ লোক যাতায়াত করে এবং বাণিজ্য দ্রব্যজাত লইয়া যায়। অল্পব্যয়ে এই জল পথ বিস্তারিত হইলে উক্ত প্রদেশের যে কতদূর স্থায়ী উপকার দর্শিতে পারে বলিয়া শেষ করা যায় না।

সকলে শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, তারকেশ্বরের দুবাচারী মোহন্ত মাধবগিরি দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছে। গত ৪ঠা নবেম্বর মঙ্গলবার হুগলীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট মিয়র্স সাহেবের নিকট মোহন্তের শেষ বিচার হয়। সাক্ষী মহেশ ভারুতীর উপর ওয়ারেণ্টজারী করিয়াও তাহাকে হাজীর করিতে পারা যায় নাই, এজন্য নবীনের উকীল ঈশান বাবু মোকদ্দমা স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, জ্যাক্‌সন সাহেব আপত্তি করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অর্দ্ধঘণ্টা চিন্তা করিয়া এই রায় দেন :—

"তুমি ১২৭৯ সালের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে এবং ১২৮০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অনেক বার তারকেশ্বরে কুমরুলের নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও মোকর্দ্দমার ফরিয়াদী নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্য্যা এলোকেশীর সহিত (তাহাকে উহার ভার্য্যা জানিয়া) নবীন চন্দ্র বন্দ্যোর সম্মতি বা অনুমোদন ভিন্ন অপরাধজনক সংসর্গ (বলাৎকারের তুল্য নয়) করিয়াছে। অতএব আগামী দায়রায় তোমার অপরাধের বিচার হইবে।"

মোহন্তের নিকট পুনরায় ১৫০০০ টাকার মালজামিন লওয়া হইয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব যদবধি প্রত্যাগত না না হন, এ মোকর্দ্দমা না উঠিলে ভাল হয়।

এ সপ্তাহে বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে ফসলের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো মন্দ। আকাশে বৃষ্টি নাই, কেবল মেঘাড়ম্বর সার। শস্যের মূল্য অনেক স্থানে বৃদ্ধি হইয়াছে।

কলিকাতার দক্ষিণে স্থানে স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ভারত সংস্কারক।

বাবু দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর।

গত শনিবার বেলা দশ ঘটিকার সময় বাবু দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। এই ঘটনাতে দেশের সমস্ত লোক যার পর নাই দুঃখিত হইবেন। কয়েক মাস হইতে তিনি বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন, পরিশেষে তৎসঙ্গে আবার পৃষ্ঠব্রণ হইয়াছিল। মধ্যে একবার অনেক পরিমাণে সুস্থতা লাভ করাতে কার্য্য ভার গ্রহণের মনস্থ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুনরায় পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল, এবং কয়েক দিবস যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

দীনবন্ধু বাবু নদিয়া জিলার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। কোন লেখকের মতে ১৭৫১ শকে ইহাঁর জন্ম হয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য কি না আমরা জানিনা; তবে এইমাত্র বলাযায় যে তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। ইনি হিন্দু কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন, ও উচ্চতম ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু কালেজের দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কালেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ও কৃষ্ণনগর কালেজের দ্বারকানাথ অধিকারী এই তিনজন ছাত্রাবস্থায় সংবাদ প্রভাকর পত্রে তুমুল কবিতাযুদ্ধ করিয়া ছিলেন। এই কবিতা যুদ্ধেই ইহাঁরা সর্ব্বপ্রথম সাধারণ সমীপে পরিচিত হন। কালেজ ছাড়িয়া দীনবন্ধু বাবু কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য্য করেন। পরিশেষে পাটনার ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টর হন। ক্রমে ইন্স্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টরের পদ প্রাপ্ত হন। অবশেষে আপনার কার্য্যদক্ষতা গুণে পোষ্ট মাষ্টর জেনারেলের নিজ সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। কিন্তু কৃষ্ণ চর্ম্মের অনেক দোষ। একজন ইউরোপীয় প্রার্থী হওয়াতে পুনর্ব্বার তাঁহাকে মফঃস্বলের ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল।

দীনবন্ধু বাবু ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি পুস্তক লিখেন। ১৮৬০ সালে নীলদর্পণ; ৬৩ সালে নবীন তপস্বিনী; ৬৫ সালে বিয়েপাগলা বুড়ো; ৬৬ সালে সধবার একাদশী; ৬৯ সালে সুরধুনী বাক্য; ৭২ সালে জামাই বারিক ও দ্বাদশ কবিতা প্রকাশিত হয় এবং মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে "কমলে কামিনী নামে এক খানি নাটক প্রকাশ করেন। নাটক রচনাতেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ্যাতি। তাঁহার রচনা শক্তি সম্বন্ধে কৃতবিদ্যগণের মধ্যে অত্যন্ত মতভেদ আছে। কাহারও মতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাটককার, এবং কেহ বা তাঁহার গ্রন্থসকলে প্রশংসাযোগ্য কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহার পুস্তক নিচয়ের সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতাতে আর কোন বাঙ্গালা লেখক তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনুকরণ ও ভাষাশক্তি আশ্চর্য্য। তাঁহার নাটক সকলে যে ব্যক্তি যে প্রকারের লোক সে অবিকল সেইরূপ ভাবেই কথা কহিতেছে; তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই—ভট্টাচার্য্য ঠিক্ ভট্টাচার্য্যের মত কথা বলে, চাষা ঠিক্ চাষার মতই কথা বলে। হাস্যরসোদ্দীপক রচনাতেও তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা

দেখা যায়। নিতান্ত নীরসহৃদয় লোকও তাঁহার নাটক সকল পাঠ করিতে করিতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। "লীলাবতীতে" নদের চাঁদের বক্তৃতা হাস্য রসের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। করুণ রস সম্বন্ধেও তিনি উত্তম রূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার নাটক গুলি পাঠ করিবার সময় আমাদিগকে অনেক বার অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে। এবিষয়ে তাঁহার কি প্রকার ক্ষমতা ছিল, নীল দর্পণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নীলকর-পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদিয়া ও যশোহর জিলার অনেক স্থান ভ্রমণ করাতে নীলোপদ্রব সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হওয়াতেই তিনি নীল দর্পণ রচনা আরম্ভ করেন। নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দ্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি। নীলদর্পণ সংক্রান্ত মোকর্দ্দমায় লঙ্ সাহেবের পরিবর্ত্তে যাহাতে দীনবন্ধু বাবু স্বয়ং বিচারাধীনে নীত হন, তজ্জন্য তিনি প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি গ্রন্থকার হইয়াও অদণ্ডিত থাকিবেন, ও একজন বিদেশীয় ব্যক্তি কেবল প্রকাশক বলিয়া শাস্তি পাইবেন, ইহা তাঁহার নিঃস্বার্থ উদার হৃদয়ে সহ্য হয় নাই। কিন্তু নালিস মূল বাঙ্গালা গ্রন্থের বিরুদ্ধে হয় নাই, ইংরেজী অনুবাদের বিরুদ্ধেই হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব ছিল।

দীনবন্ধু বাবু সচ্চরিত্র, সদাশয়, ও পরোপকারী ছিলেন। যিনি তাঁহার সহিত একটু ভাল করিয়া আলাপ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার হৃদয় অতি কোমল ও প্রশস্ত ছিল। তিনি লোকের দুঃখ দেখিলে তাহা দূর করিবার জন্য সাধ্যমত যত্ন করিতেন। কাহারও কোন সদ্গুণ দেখিলে তাহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বন্ধুগণকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি বড় সরল ছিলেন, কুটিলতা কাহাকে বলে বোধ হয় তিনি জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার মনের বল তত অধিক ছিল না। অনেক সময় বন্ধুগণের অনুরোধ তাঁহাকে বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য করিত। তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত ও হাস্য বদন থাকিতেন। তাঁহার মত সুরসিক লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বিবিধ গুণান্বিত ব্যক্তির মৃত্যুতে কে না দুঃখিত হইবেন? কিন্তু উপায় কি? সকলেই মৃত্যুর ভীষণ দণ্ডের অধীন!!

বঙ্গদেশের প্রতি রাজপুরুষদিগের শুভ দৃষ্টি।

ইহা বঙ্গদেশের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে লর্ড নর্থব্রুক ও সার জর্জ ক্যাম্বেল উভয়েই অতুল উৎসাহের সহিত ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যুগপৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ নগরে যে দরবারের অনুসূচনা হইতেছিল, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা শুনিয়াই অবিলম্বে তাহা রহিত করিবার নিদেশ পত্র প্রচার করিয়াছেন। দেশ উৎসন্ন যাইবে অথচ রাজকোষ হইতে বিপুল অর্থ এ সময়ে বৃথা উড়াইয়া দেওয়া হইবে ইহা লর্ড নর্থব্রুকের বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না। ক্যাম্বেল সাহেবও অলস হইয়া রহেন নাই। দুর্ভিক্ষ নিরাকরণ জন্য ইতিমধ্যে যে সমস্ত আয়োজন হইয়াছে তাহা তাঁহারই অসাধারণ যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। যাহাহউক আমরা যে এখন সর সিসিল বিডন ও সর জন লরেন্সের রাজত্বাধীনে বাস করিতেছি না ইহা আমাদের অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এই দুই ভূতপূর্ব্ব শাসন কর্ত্তার উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ কালীন আলস্য উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য এবং বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃ দ্বয়ের উদ্যম, যত্ন ও ক্ষিপ্রকারিতার মধ্যে আশ্চর্য্য বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়।

যাহা হউক দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা ইতিমধ্যেই কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় কি পরিমাণে সাহায্য দান আবশ্যক হইবে তাহা এখন অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই। পবলিক ওয়ার্কের কার্য্য আরম্ভ হইলেই অনুমান করা যাইতে পারিবে কোথায় কতদূর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। জীবিকা লাভার্থে নানা স্থান ও নানা শ্রেণী হইতে লোক সকল কার্য্যপ্রার্থী হইয়া যে পরিমাণে আসিতে থাকিবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেই পরিমাণে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ইহা সহজেই নির্ণীত হইতে পারিবে। এই জন্য এবং দুর্ভিক্ষের দুর্লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তন্নিবারণের উপায় করা বিধেয় এই বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র পবলিক ওয়ার্কের কার্য্য অগ্রেই আরম্ভ করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা নানা স্থানের দুর্ভিক্ষের পরিমাণ নির্ণীত হইলে, তদুপযোগী সাহায্য বিধানের আয়োজন করিবেন স্থির করিয়াছেন। পাটনা ও রাজসাহী বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অন্ন কষ্টের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এই জন্য পাটনা বিভাগে শোণ খাল বিস্তারিত করিবার এবং রাজসাহী বিভাগে উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্যারম্ভ করিবার

অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল একমাত্র রেলের লাইনে যাবতীয় বিভাগীয় লোকের কার্য্য প্রাপ্তির তাদৃশ সুবিধা হইবে না, এই জন্যে ঐ রেলওয়ের ফিডর সকলও তৎসঙ্গে নির্ম্মিত হইবার আদেশ হইয়াছে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের প্রতি বিশেষ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে যে তিনি আবশ্যক বিবেচনায় দেশের সর্ব্বত্র নানা প্রকার সাহায্যপ্রদ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরও অধীনস্থ কমিসনরদিগকে এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকেও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। খাদ্য শস্য দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে প্রেরণের সুবিধার জন্য রেলওয়ের মাসুল কমাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ত্রিহুতের উত্তর পূর্ব্বাংশে এবং ভাগলপুরের উত্তরাংশে লোকদিগের সমধিক অন্নকষ্টের সম্ভাবনা, এ নিমিত্ত দরভাঙ্গা হইতে কুশীনদী পর্য্যন্ত ও নাটপুর হইতে উত্তরদিকে টিটালিয়া পর্য্যন্ত দুইটী রাস্তা নির্ম্মাণের ভার ভাগলপুর ও পাটনার কমিসনরের ও দরভাঙ্গা এষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার ষ্টিবেন্স সাহেবের উপর অর্পিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দিনাজপুরের সহিত ডেঙ্গরাঘাট ও রাজমহল এবং জলপাইগুঁড়ির সহিত টিটালিয়া ও কুচবেহারের সংযোগ বিধানার্থ রথ্যা নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই সকল রাস্তা যোগে বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকলের সহিত স্বল্পলোক প্রদেশ সকলের সংমিলন হইয়া পরস্পরের সমূহ আনুকূল্য হইবে।

বর্দ্ধমান বিভাগেও দামোদর হইতে কানানদী পর্য্যন্ত একটী খাল খনন হইয়া লোকদিগের আশু জলাভাব মোচন ও উপজীবিকা প্রাপ্তির সুবিধা করা হইতেছে। এই বিভাগের বহুতর স্থানে ইতি মধ্যেই সমূহ জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যদি সেই সকল স্থানে পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় সকল খনন করিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে শ্রমার্থী লোক সকল ঘরে বসিয়া কার্য্য পায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে লোকের জলাভাবও মোচন হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল কার্য্য গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া লোকের নিজস্ব সম্পত্তির সঙ্গে সংস্রব রাখিতে চান না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপরও নহে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এজন্য তাঁহার কমিসনরদিগকে ভূম্যধিকারিগণের সঙ্গে এ বিষয়ের পরামর্শ স্থির করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে আবশ্যকমত ঋণ প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন। জমীদারেরা এই সুযোগ হারাইবেন না। গবর্ণমেণ্টের ন্যায় তাঁহারাও এ সময়ে তৎপর হইয়া এতাদৃশ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন হয় এবং দেশেরও মহৎ উপকার হয়। তাঁহাদের দেশানুরাগের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হন এই আমাদের প্রার্থনা। উপসংহার স্থলে বক্তব্য যে পবলিক ওয়ার্কের কর্ম্মচারিরা যেন এ সময়ে "গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ" না করেন। গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্ত হইয়া অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন বটে, কিন্তু কার্য্য যখন পবলিক ওয়ার্কের হস্তে, তখন সে টাকার সদ্ব্যয় সম্বন্ধে আমাদিগের বড় আশঙ্কা আছে। পবলিক ওয়ার্কের প্রতি যেন ক্যাম্বেল সাহেবের তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকে।

জমীদার ও প্রজা।

জমীদার ও প্রজার পরস্পর সম্বন্ধ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। যে স্রোত চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায় তাহা আমরা জানি না। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে পার্থিব কোন শক্তি দ্বারা এই স্রোতের গতি অবরুদ্ধ হইতে পারিবে না। রাজশক্তি দ্বারা এতদুপলক্ষে উপর্য্যুপরি নানাবিধ রাজ নিয়ম সকল ব্যবস্থাপিত হইতে পারে এবং হইবে। কিন্তু এ স্রোতকে নিবারণ করে কাহার সাধ্য? এই স্রোতের প্রবল বেগে এক দিন হয়ত ঐ দুই পরস্পরবিরুদ্ধস্বার্থ শ্রেণীদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিপর্য্যস্ত হইয়া একটী বিষম বিপ্লবে পরিণত হইবে। সেই স্রোতে অনেক জমীদারের যথাসর্ব্বস্ব ভাসিয়া যাইবে, অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হইবে, কিন্তু চরমে রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। বিপ্লবের রুদ্রমূর্ত্তি নিদাঘ কালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় লোকের অসহ্য ও বিপ্রিয় বটে, কিন্তু পরিণামে তদ্দারা মঙ্গল ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হইয়াছে শুনিতেছি, কোন কোন স্থলে সে বিষয়ের চেষ্টা হইতেছে এবং সে চেষ্টা আপততঃ কোন কোন স্থলে সফল হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত সাময়িক প্রতীকার মাত্র। বিবাদের কারণ পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি রহিল। জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধ ঘটিত এই যে বিসদৃশ ভাব উৎপাদিত হইয়াছে, জমীদারেরা ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দোষভাগী করিতেছেন। তাঁহারা বলেন গবর্ণমেণ্টের কতিপয় বিবেচনার ত্রুটীর জন্য এত কাণ্ড ঘটিয়াছে। নতুবা অদ্যাবধি সকলি শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে চলিত, কোন গোলযোগ উপস্থিত হইত না। জমীদারেরা সন্তান নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন

এবং প্রজারা জমীদারদিগকে মা বাপ জ্ঞান করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিত। ভারতবর্ষীয় সভা ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে দশ আইন বিধিবদ্ধ করা,বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ ক্যাম্বল সাহেব প্রজার পক্ষ বলিয়া সাধারণকে বিশ্বাস করিতে দেওয়া, ইত্যাদি ৮ গবর্ণমেণ্টের দোষ। এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই সকল আচরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক দোষী কি না?

প্রথমতঃ দশ আইন বিধিবদ্ধ করা। নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৯ সালের দশ আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজন মত রাজনিয়ম সকল বিধিবদ্ধ করা যাইবে। এখন দেখা আবশ্যক ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কি না? কে না বলিবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমীদারদিগের স্কন্ধে প্রজাপালনের যে গুরুতর ভার অর্পণ করা হয়, জমীদারেরা প্রায়ই সর্ব্বস্থলে তাহা যথা বিধানে বহন না করিয়া আপনাদের ক্ষমতার অযথা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট স্বার্থ উদ্দেশে জমীদারদিগের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ও তাহাদের হস্তে অযথা ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। জমীদারেরা যে সে অনুগ্রহের অযোগ্য ইহা তাঁহাদের এই অশীতি বৎসরের আচরণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রায় সকল জমীদার তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া সন্তান তুল্য প্রজাদিগকে যার পর নাই পীড়ন করিয়াছেন। ধার্য্য কর গ্রহণে সন্তুষ্ট না হইয়া নানা প্রকার অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছেন। অদ্য সন্তানের অন্নপ্রাসন, কল্য তাহার কর্ণবেধ, পরশ্চ তাহার উপনয়ন, তার পর দিন তাহার বিবাহ, আজ কর্ত্তার মাতৃশ্রাদ্ধ, কল্য তিনি কন্যাভারগ্রস্ত এ সমস্ত দায় হইতে প্রজারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আসিয়াছেন। শুদ্ধ তাহা নয় বার মাসে তের পার্ব্বণের ভারও দুঃখী প্রজাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে। দুঃখী প্রজারা সহজে এতগুলি ভার বহন করিতে অসমর্থ, এ জন্য তাহাদের করুণহৃদয় মা বাপের স্থানীয় জমীদারগণ নানা প্রকার পীড়নের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত পেয়াদার তলবানা, নায়েবের হিসাবানা, জমীদারের জরিমানার হ্যাঙ্গামে প্রজাদিগকে সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকিতে হইত। তলবমত খাজনা দিতে না পারিলে, এবং উপরি উক্ত নানাবিধ অতিরিক্ত কর বা জরিমানা আদায় করিতে ক্রটী হইলে, প্রজাদিগের পৃষ্ঠে চর্ম্ম থাকিত না। ইহার উপর আবার ধান্যগাড়ী প্রভৃতির ব্যাপারও ছিল। এই সমস্ত অত্যাচার ও পীড়নে যখন দেশ 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছিল, এমত সময়ে দশ আইন বিধিবদ্ধ হইল। ইহা যে উপযুক্ত সময়ে হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? পূর্ব্বে প্রজারা জানিত জমীদার ভিন্ন দেশের আর রাজা নাই। মারুন আর ধরুন, রাখুন আর কাটুন সেই রাজ্যেশ্বরের অধীন হইয়া থাকিতেই হইবে। তাঁহার উপরে আর কেহ নাই। দশ আইন জারি হইবার পর প্রজারা বুঝিতে পারিল যে রাজার উপরে আবার রাজা আছে—জমীদারেরা অন্যায় কর লইলে, বা অন্যায় রূপে পীড়ন করিলে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে এমন স্থান আছে। প্রজাদের চক্ষু উন্মীলিত হইল বটে, কিন্তু এই উন্মীলনের কে সহায়তা করিল? জমীদার না দশ আইন? দশ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত রহিল। প্রজারা লেখাপড়া জানিত না, সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিত না, কে তাহাদিগকে এ সুসংবাদ দিবে? জমীদারেরা বরং লেখাপড়া জানেন, সংবাদ পত্রাদি লন ও আইন আদালতের সংবাদ রাখেন। ১০ আইন জারি হইবার পর পূর্ব্বের ন্যায় স্পষ্টতঃ প্রজা-পীড়ন করিতে তাঁহাদের মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল। গোপনে গোপনে পূর্ব্বানুরূপ প্রজাপীড়ন তখনও করিতেন, অদ্যাবধিও স্থল বিশেষে করিতেছেন। কিন্তু তখন হইতে অবশ্যই কিছু সাবধান হইতে হইল এবং ক্রমে অধিকতর সাবধানতার আবশ্যকতা হইল। অল্পদিনের পরীক্ষার জমীদারেরা বুঝিলেন ১০ আইনের সহায়তায় ও প্রজাপীড়ন করা যায়, তবে পথ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে জমীদারদিগের বিষদন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাদিগকে দংশাইত। যখন দেখিলেন তাহাতে দন্ত ভাঙ্গিবার আশঙ্কা আছে, তখন আইন ও আদালতের মধ্যদিয়া অভিনব উপায়ে প্রজাদের উপর দন্তস্ফুট করিতে শিক্ষা করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাশাসনের আবশ্যকতা হইলে, জমীদারেরা নিজেই সক্ষম ছিলেন। কোন বাহিরের উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হইত না। এখন প্রজাদিগকে শাসন করিতে হইলে জমীদারেরা অনেক সময়ে আদালতের শরণাপন্ন হন। সহস্র সহস্র মকর্দ্দমার জাল বিস্তার করিয়া প্রজাদিগকে তন্মধ্যে আনিয়া অনায়াসে হস্তগত করেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন প্রজা শাসন কিছু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে, এইমাত্র বিশেষ। এখন আইন ও আদালত প্রজাপীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। প্রজারা অগ্রে আইন আদা-

লত বুঝিত না, চিনিত না। জমীদার-দিগের অনুগ্রহে তাহা ও অবশেষে চিনিতে পারিল। ক্রমে আরও চিনিবে। এ অভিজ্ঞতা লাভে প্রজাদের প্রকৃত প্রস্তাবে অলাভ হয় নাই, হইবেও না। যতই এ অভিজ্ঞতা ক্রমে উত্তরোত্তর অধিকতর উপার্জ্জিত হইতে থাকিবে ততই তাহারা বুঝিবে, যে আইনের চক্ষে বস্তুতঃ জমীদার ও প্রজার কোন প্রভেদ নাই এবং আদালতের কাছে ধনী ও নির্ধন সকলেরই ন্যায় ও সদ্বিচার লাভের সমান অধিকার আছে। জমীদারেরই প্রজাদিগকে এ জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তাঁহারই ইহাদের এ চক্ষু ফুটাইলেন। এখন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে দোষভাগী করিয়া আপনারা শুদ্ধ হস্ত হইতেছেন। দশ আইনের দ্বারা প্রজাদের ক্লেশ যে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে এ কথা আমরা মানি না। ইহা জমীদার-দিগের স্বার্থপরতার ভাষা। তবে গবর্ণমেণ্ট যেমন আশা করিয়াছিলেন, দশ আইন প্রজাদিগের পরিত্রাণ আনয়ন করিবে, সে আশাও সিদ্ধ হয় নাই। ইহা দ্বারা প্রজাদের ক্লেশান্ত না হউক, তাহাদের ক্লেশের যে রূপান্তর হইয়াছে তাহাই তাহাদের পক্ষে শুভ লক্ষণ ও উন্নতির নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহা দ্বারা প্রজারা আপনাদিগের স্বার্থ ও অধিকার অনেকটা বুঝিয়াছে এবং ক্রমে আরও বুঝিবে। ইহা দ্বারা তাহারা স্বাধীনতার আস্বাদন পাইয়াছে এবং ক্রমে আরও পাইবে। দশ আইন দ্বারা যে এত হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিতে হইবে। আইন আদালতের স্থাপনা নির্ধন ও দুর্ব্বলদিগকে, ধনবান ও সবলদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্য এ পৃথিবীতে অদ্যাবধি অপূর্ণ রহিয়াছে। কার্য্যতঃ আইন ও আদালত ধনবান্ ও সবলদিগের হস্তের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া চিরকালই নির্ধন ও দুঃখীদিগকে পীড়ন করিয়া থাকে। দশ আইনও এ নিয়তির বশতাপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে যদি গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অন্য কোন অভিনব কল্যাণকর রাজনিয়ম প্রচার করেন, তাহাও নিঃসংশয় এ নিয়তির বাধ্য হইবে, তবে এরূপ আইন দ্বারা প্রজাদের যে কথঞ্চিৎ অনিষ্ট নিবারণ ও উপকার সাধন হয়, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ক্যাম্বেল সাহেব যে প্রজা পক্ষপাতী, ইহা সাধারণকে বিশ্বাস করিতে দেওয়া। যখন প্রজারাই উৎপীড়িত তখন রাজ্যেশ্বরের প্রধান কর্ত্তব্য তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা। এরূপ করিলে পক্ষপাতী হওয়া হয় না বরং নিরপেক্ষ ভাবে ন্যায়পক্ষই অবলম্বন করা হয়। ক্যাম্বেল সাহেব বস্তুতঃ প্রজার পক্ষে টানেন কি না তাহা আমরা জানি না। পাবনার গোলযোগের সময় তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, আমাদের মতে তাহা তাঁহার যথা কর্ত্তব্যের এক তিলও ন্যূন বা অধিক করা হয় নাই। তিনি যদি কখন ন্যায়ানুরোধে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা অতি নির্জ্জীব ভাবে করিয়াছেন। অতিরিক্ত কর সকল নিবারণ করিবার জন্য যখন তিনি তাহার প্রথম অনুমতি পত্র প্রচার করেন, তখনও তিনি নিরপেক্ষ ন্যায় গণ্ডির রেখা মাত্র ও অতিক্রম করেন নাই। পরে তিনি জমীদারের পক্ষপাতী সংবাদ পত্র সকলের চিৎকারে ও জমীদারদিগের আক্রোশ ভয়ে তাহাতেও পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সংশোধিত দ্বিতীয় আদেশের ফল এই হইল যে পূর্ব্বে জমীদারেরা ভয়ে ভয়ে গোপনে যে সকল অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করিতেন, ক্যাম্বেল সাহেবের অনুগ্রহে এক্ষণে তাঁহারা সে বিষয়ে নির্ভয় হইয়াছেন। ক্যাম্বল সাহেবের মনোগত অভিপ্রায় যাহাই হউক, তিনি কার্য্যতঃ প্রজাদিগের অপেক্ষা জমীদার-দিগেরই অধিক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তবে প্রজাপক্ষপাতী বলিয়া তাঁহার উপর কোন দোষারোপ করা হয়?

দুর্ভিক্ষাশঙ্কা নিবারণে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি?

বাঙ্গালা প্রদেশের শস্য হানির কথা শ্রবণমাত্র গবর্ণর জেনারল বাহাদুর সিমলা পরিত্যাগপূর্ব্বক এককালে কলিকাতায় আসিয়াছেন, আগ্রায় দরবার করিবার উদ্যোগ হইতেছিল, তাহা বন্দ করিয়াছেন এবং অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিয়া প্রথমে এদেশের আসন্ন বিপৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া নিরাশ বঙ্গবাসিগণের বুক দশ হাত হইয়াছে, এমন শাসন কর্ত্তার অধীনে যখন আছি, তখন আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না ভাবিয়া দুর্ভাগ্য প্রজাবর্গ মহাহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি অল্পকাল ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া লর্ড নর্থব্রুক প্রজারঞ্জন গুণে সর্ব্ব সাধারণের যেরূপ বিশ্বাস ভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ এবং গৌরবের স্থল হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

এক্ষণে আমাদিগের রাজ প্রতিনিধি দুর্ভিক্ষ নিবারণের কি উপায় অবধারণ করিলেন সকলে জানিতে ব্যগ্র হইয়াছে। গত শনিবার মহামান্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এবং অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটী সভা হয়, কিন্তু তাহার সবিশেষ বিবরণ সাধারণের গোচর করা হয় নাই। লর্ড নর্থব্রুক কথায় কিছু

বলিতে চাহেন না, কাজে করিতে চান এই জন্য এরূপ অভিপ্রায় করিয়া থাকিবেন। এ সময়ে নানা লোকে তাঁহাকে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতেছেন। কেহ বলিতেছেন মহাজনেরা চাউলের দাম বেশী লইতে পারিবে না এরূপ ঘোষণা করিয়া দিউন, কেহ বলিতেছেন ভিন্ন দেশে রপ্তানি এককালে বন্ধ করুন, কেহ বলিতেছেন গবর্ণমেণ্ট নিজ অর্থে সকল চাউল কিনিয়া লইয়া সুলভমূল্যে বিক্রয় করুন। এ সকল প্রস্তাব অর্থহীন নয়, তবে আমরা বলি হঠাৎ কোন একটা বিপরীত উপায় অবলম্বন না করিয়া স্থির চিত্তে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করাই বিবেচক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বাজারের দর শস্তা করা যায় কখন? না যখন শস্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু মহাজনেরা দুষ্টামি পূর্ব্বক ধর্ম্মঘট করিয়া লোকের উপর অত্যাচার করিতেছে। সচরাচর দ্রব্যের মূল্য আপনা-আপনি স্থির হয়। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সেও একটী অনিবার্য্য স্বাভাবিক নিয়মে এবং তাহা হইতে শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন দ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব হইবার সম্ভাবনা, তখন মিতাচারী গৃহস্থেরা এক মাসের খাদ্যে দুই মাস চালাইয়া লন, কষ্টের অবস্থায় পড়িয়া তাহার জ্ঞান না হইলে অপব্যয়শীলতা দ্বারা অবশেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। জন সমাজে কোন দ্রব্যের অভাব উপস্থিত হইলে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা সাধারণ জন সমাজ সে দ্রব্য সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করেন। বার্ত্তাশাস্ত্রের এ নিয়ম উপেক্ষণীয় নয়। গবর্ণমেণ্ট যদি এখন জানিতে পারেন যে শস্য যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত আছে অথবা আগামী বর্ষে তাহার বিশেষ অভাব উপস্থিত হইবে না তাহা হইলে মূল্যের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কিন্তু শস্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট না হয় অল্পমূল্যে এখন শস্যের ছড়াছড়ি করিয়া শেষে এককালে অন্ধকার দেখিবার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু ক্লেশ সহ্য করা ভাল। কিন্তু 'দুর্ভিক্ষ হইবে' এই হুজুকে অনেক স্থলে মহাজনগণ যথেচ্ছচারিতা দ্বারা লোকদিগকে কষ্ট দিতে পারে, সে সকল স্থলে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বিদেশে চাউলের রপ্তানী বন্ধকরা অনেকের অভিমত এবং শুনিলাম আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এ জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ ইহার বিরোধী। তাঁহারা বলেন সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়ম সৃষ্ট হইয়াছে, কোন ক্রমে তাহার প্রতি আঘাত করা যাইতে পারে না। অকারণে বা সামান্য কারণে এরূপ আচরণ করা আমরা ন্যায়-বিরুদ্ধ মনে করি, কিন্তু যেখানে কোন দেশের বিশেষ দুরবস্থায় সেরূপ উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, না করিলে দেশবাসিগণের প্রাণ রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে, সে স্থলে কেবল উদারতা দেখাইবার জন্য সহস্র২ মনুষ্যের প্রাণ বিনাশ হইতে দেওয়া কোন প্রকারে বিধেয় নহে। অগ্রে আত্মরক্ষা, পরে অন্যকে সাহায্য দান, জাতি সম্বন্ধে এ নিয়ম কখনই দূষণীয় নয়। বঙ্গদেশে আপাততঃ এরূপ নীতি অবলম্বনের যে আবশ্যকতা হইয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। তবে 'সাবধানের ঘরে মার নাই' এবং আশঙ্কা স্থলে পূর্ব্বে সাবধান হওয়া বিজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য, এই জন্য এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আশু কোন প্রকার ব্যবস্থা করা আমরা অযুক্ত মনে করি না। দেশের শস্য যদি দেশে থাকিয়া যায়, তাহাতে বড় চিন্তা নাই; কিন্তু তাহা হস্তবহির্ভূত হইলে শেষে হাহাকার করিতে হইবে। এখন হইতেই শস্য রপ্তানির প্রতি একটু কঠোর নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হউক। শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা এ অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা এরূপ করা আবশ্যক, যাহাতে এ দেশ হইতে শস্য লইয়া যাওয়া বণিক্‌দিগের পক্ষে একটু আয়াস্ সাধ্য বলিয়া বোধ হয়। অধিক নয় আর এক মাস কাল প্রতীক্ষা করিলেই এবৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বুঝা যাইবে, ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্থলে পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত শস্যেরও পরিমাণ ঠিক্ করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে বিদেশীয়দিগকে একটু কষ্টে ফেলা হয় বটে, কিন্তু প্রজার প্রাণ রক্ষার্থে তাহা আবশ্যক হইলে কি করা যায়? আসন্ন বিপদের আশঙ্কা চলিয়া গেলে সকল দিকেই মঙ্গল।

গবর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয় করিতে পারেন কি না? রাজ্যের সমস্ত লোকের অভাব মোচন হইবে এত শস্য রাজ-ভাণ্ডার হইতে টাকা দিয়া কেনা সম্ভব নহে এবং তাহার আবশ্যকতাও নাই। স্বাধীন বাণিজ্যের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য বিদেশীয় বণিক দিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ করিবার এত প্রয়োজন কি? গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে পর্ব্বত প্রমাণ চাউল ক্রয় করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার আদান প্রদান রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুসঙ্গিক অপরাপর উপদ্রব সহ্য করিয়া আশানুরূপ ফল লাভ করা কখনই সম্ভাবিত নহে। তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থাদি করাই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য, বণিক্ বৃত্তির ঝঞ্ঝাট এবং লাভ

ক্ষতির ভার স্কন্ধে লওয়ার প্রয়োজন নাই। গবর্ণমেন্ট যদি পারেন স্থান বিবেচনায় অনন্যগতি প্রজাদিগের জন্য চাউল কিনিয়া দাতব্য করুন অথবা খাটাইয়া তাহাদিগের খাদ্য প্রাপ্তির উপায় বিধান করুন্। এইরূপ বিশেষ স্থানের সাহায্যার্থ বিশেষ উপায় অবলম্বন করা অসঙ্গত নহে, কিন্তু তাহা সাধারণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম লর্ড নর্থব্রুক প্রথমে শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেবও ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত বণিকগণকে আমন্ত্রণ করিয়া এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন। আমরা সোৎসুক চিত্তে গবর্ণমেন্টের কার্য্য প্রণালী দর্শন করিতেছি, তাঁহারা ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিলেই যথেষ্ট।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে নিম্নলিখিত কয়েক খানি পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

কবিতা পরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ এবং শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস। এই কয়েক খানি পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষার্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। কবিতার পুস্তক দুই খানিতে বালকদিগের আমোদকর ও নীতিশিক্ষার উপযোগী প্রস্তাব সকল সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গমা হইতে লর্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত ঘটনা সকল সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক ঐতিহাসিক বিষয় সকল সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থ খানি শিশু দিগের সুপাঠ্য হইয়াছে। স্থানে স্থানে সামান্য ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনা দেখা গেল, গ্রন্থের এই দোষ ক্ষেত্র বাবু ভবিষ্যতে পরিহার করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার লেখা যেমন সরল, আর একটু প্রণালীবদ্ধ হওয়া আবশ্যক, গদ্য ও পদ্য উভয় বিষয়েই আমাদিগের এইটী বক্তব্য।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

সম্প্রতি ২৪ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে একজন চণ্ডাল প্লীহা রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য উপস্থিত হয়। সেই উদ্দেশ্যে সে কয়েকটী লোককে তিন ছটাক সজিনার ছালের রস ও এক ছটাক মতিহারি দোক্তা তমাকের জল মিশ্রিত করিয়া খাওইয়ায়। তন্মধ্যে দুইটী বালক খাইবামাত্র একজন অৰ্দ্ধঘণ্টা ও আর একজন প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম প্রথম বালকটী নিতান্ত গরিব, তাহার পথ্যের জন্য কিঞ্চিৎ পয়সা তাহাকে অগ্রে দিয়া জেদ করিয়া ঔষধ খাওইয়াছিল। এই ঘটনার পর গ্রামের লোক পুলিসে দিবার জন্য তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করায় সে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে। পল্লিগ্রামে এই প্রকার নরঘাতক হাতুড়িয়ার হাতে কত প্রাণ নষ্ট হয় বলা যায় না !!

কলিকাতার দক্ষিণ বারুইপুর অঞ্চলে সাংক্রমিক জ্বরের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে একখানি শোচনীয় পত্র যথাস্থানে প্রকটিত হইল।

গত সপ্তাহে কলিকাতায় চিপ নিউস্ নামে এক খানি নূতন এক পয়সা মূল্যের কাগজ প্রকাশিত হইয়াছে।

গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিলে সার হেনরী নর্ম্মাণ মন্ত্রিসভার সভাপতির কার্য্য করিবেন। ২৮ এ অক্টোবর সিমলাতে কৌন্সিলের একটী অধিবেশনে স্থির হয় 'গবর্ণর জেনারল মন্ত্রি সভার সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন হইলে মন্ত্রিসভা তাঁহাব্যতীত কার্য্য করিতে পারেন।' এ সময়ে এ নূতন ব্যবস্থা করিবার কি প্রয়োজন ছিল, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

দিনাজপুরের মহারাণী ভারতসংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে ২০০ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ধনাঢ্য হিন্দুমহিলাগণের এ প্রকার সমাদর যার পর নাই প্রশংসনীয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন খিদিরপুরস্থ রোমান্ কাথলিকগণ নিরুপায় ও পতিতা স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ ৩৪০০০ টাকার দিয়া ২৯ বিঘার জমী এবং একটী বাটী ক্রয় করিয়াছেন। একটী মহৎ পুণ্য কার্য্যের সূত্রপাত বলিতে হইবে।

বেহার প্রদেশে ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যোগে প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার মণ চাউল প্রেরিত হইতেছে। রেলওয়ে কোম্পানি কাশী পর্য্যন্ত চাউল রপ্তানীর ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন। মিরর বলেন কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭।৮ লক্ষ মণ চাউল আছে, তাহা এখানকার লোকদিগের ন্যূনাধিক ২ মাসের খোরাক। এত রপ্তানী হইলে এখানকার লোকের তবে উপায় কি ?

নেপালের রাজপ্রতিনিধি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের কবিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রাজপ্রদত্ত স্বর্ণতারকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

হুগলীর জজ প্রিন্সেপ সাহেব সুরেন্দ্র বাবুর বিচারার্থ শ্রীহট্টে যাত্রা করিয়াছেন। মোহন্ত দায়রায় সোপরদ্দ। মোহন্তের পক্ষীয়দিগের ইচ্ছা, তাঁহার অনবস্থানে তাঁহার প্রতিনিধির নিকট কোন প্রকারে মোকর্দ্দমার মীমাংসা করিয়া লন। ইহা হইলে সাধারণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু কানাইলাল দে রায় বাহাদুর রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লেখাতে বিয়েনা প্রদর্শন হইতে একটী মেডাল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি বাঙ্গালার মুখ রক্ষা করিলেন।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত তাঁহার দুইটী কন্যা সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর বিলাতে থাকিয়া দুহিতা দ্বয়কে তত্রত্য উচ্চ বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছেন।

গত শনিবার গবর্ণমেণ্ট হাউসে লর্ড নর্থব্রুক যে সভা আহ্বান করেন, তাহাতে কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন আড়তের কত চাউল আছে ইহার অবধারণ করা তাঁহার একটী উদ্দেশ্য।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের দৃষ্টান্তে পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানি খাদ্য শস্য রপ্তানির ভাড়া কমাইয়াছেন।

পাণ্ডুয়াতে হিন্দু ও মুসলমান দিগের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়, হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিরিস্ সাহেবের নিকট তাহার বিচার হইতেছে।

১৮৭২ সালে কলিকাতা মেডিকাল কলেজে হসপিটালে (মিডওয়েফারী এবং চক্ষু পীড়ার রোগী সমেত) স্থায়ী পীড়িতের সংখ্যা ৫১৬৩ এবং বাহিরের পীড়িতের সংখ্যা ৪২,২১৩ হইয়াছিল।

রেলওয়ে আরোহীগণ সুলভ সমাচার সম্পাদককে ধন্যবাদ দিউন। তাঁহার রেলওয়ে সংক্রান্ত লেখা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে অনুমতি হইয়াছে আরোহীগণ নিম্নলিখিত মত মোট সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে:—

১ম	শ্রেণীর	আরোহী ৬০	মণ
২য়	"	" ৩০	"
মধ্যম	"	" ১৫	"
৩য়	"	" ১০	"

কলিকাতার হস্পিটাল রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে হস্পিটাল সকলে ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী, মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয়ের সংখ্যা যথেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু হিন্দু অতি অল্প। হিন্দুপ্রধান দেশে হিন্দু অধিক না হওয়া আশ্চর্য্য, কিন্তু ইহার কারণ কি অধ্যক্ষগণ অনুসন্ধান করেন? বর্ত্তমান হস্পিটাল সকল অনেক কারণে হিন্দুদিগের অনুপযোগী এই জন্য অনেকে বিনা চিকিৎসায় মরিবে, তথাপি হস্পিটালে আসিতে চায় না।

হাবড়া হেরাল্ড লিখিয়াছেন, হাবড়ার পুষ্করিণী প্রভৃতির জল কমিয়া যাওয়াতে এরূপ জলকষ্ট হইয়াছে, যে তত্রত্য অধিবাসীরা কলিকাতা হইতে পানীয় জল লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এখনও গ্রীষ্মকালের ৬ মাস বিলম্ব আছে।

১লা নবেম্বর সিমলা হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আইসে:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভাবী দুর্ভিক্ষাশঙ্কা সম্বন্ধে স্বাভিমত প্রকাশ করিতেছেন। ১৮৬৮ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষাশঙ্কা হইলে যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখনও তদ্রূপ করিতেছেন, দক্ষিণ পাটনা বিভাগের জন্য শোণ খাল প্রসারণ এবং উত্তরাংশের জন্য অন্য সাহায্যকর কার্য্য মঞ্জুর করিতেছেন, রাজসাহী বিভাগের জন্য উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করিবার অনুমতি দিতেছেন এবং শস্য যাতায়াতের ভাড়া কমাইবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানীকে ইঙ্গিত করিতেছেন।

২রা নবেম্বর আর একটী সংবাদ টেলিগ্রাফে আইসে। বাঙ্গলার শস্যোৎপত্তির অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর দেখিয়া আগ্রা দরবার বন্ধ করা হইল, কারউই এবং উত্তর প্রদেশের অন্যান্য সৈন্য প্রদর্শনও স্থগিত হইল। ভিন্ন স্থানে বহু সৈন্যের একত্র সমাবেশ না হওয়া শ্রেয়স্কর।

ইউনিটেরিয়ান মিসনরি রেবরেণ্ড ডাল সাহেব বরাহনগরে ধর্ম্মের "প্রাকৃতিক ভিত্তিভূমি" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা মধ্যে তিনি ব্রাহ্মদিগকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন:—"এই আশাস্পদ উন্নতিশীল বন্ধু দিগকে আমি একটী বিষয়ে সাবধান করিতে চাই উহারা যেন বিদ্যা, অধ্যয়ন এবং সম্পূর্ণ অধ্যবসায় শীল মানসিক শ্রম স্বীকারে অনাদর না করেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবিত থাকিতে ও স্বাধিকার রক্ষা করিতে পারে না। অধুনাতন ব্রাহ্ম দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং আমাকে বল কেন তাঁহারা সকলের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ভাজন হইতে পারিতেছেন না? বিদ্বন্মণ্ডলীর কেহই তাঁহাদিগের চিন্তা শক্তিকে কিছু মাত্র মূল্যবান বলিয়া গ্রাহ্য করেন না অর্থাৎ এইজন্যে যে তাঁহারা কিছুই চিন্তা করেন না, কিছুই পড়েন না, কিছু অধ্যয়ন করেন না, কিছুই লেখেন না। তাঁহারা ঐতিহাসিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি বলিতে পারেন? উপমেয়পরমার্থ বিদ্যা, জাতিতত্ব, পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের বিদ্যাবত্তার গৌরব স্বরূপ ভাষাতত্ব বিষয়েই বা তাঁহারা কি জানেন? কিছুই নয়, বলিলেই হয়। ঈশ্বর না করুন ভারতের নবাশানুকুল ব্রাহ্মসমাজ যেন 'জ্ঞান ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ নয়' এই দারুণ ভ্রমে পতিত না হন। জ্ঞানীদিগের পক্ষে এক কথাই যথেষ্ট।" ডাল সাহেবের এই উক্তি গুলি ব্রাহ্মদিগের বিশেষ বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মিরর শুনিয়াছেন অক্টোবর মাসের ৮ই হইতে ১৬ই তারিখের মধ্যে রেলযোগে হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ ও বক্সরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সকলে ২৬৭০০০ মণ এবং চন্দননগর হইতে ৬০০০ মণ চাউল প্রেরিত হইয়াছে। চন্দননগরের বাবু শিবকৃষ্ণ দাঁ আরো ৬০,০০০ মণ চাউল রপ্তানির জন্য রেলওয়ে কোম্পানির নিকট মাসুল কমাইবার প্রার্থনা করিতেছেন।

উত্তর পশ্চিম।

সম্প্রতি নেপালের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার দুই ভার্য্যা একত্র সহমৃতা হইয়াছেন।

কম্বের রেও তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষার্থ ইংলণ্ড হইতে একটী শিক্ষয়িত্রী আনাইতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন আজমীরে এক ব্যক্তির ২ স্ত্রী ছিল, একজন দো, একজন সো। সেসো ভার্য্যার সাহায্যে দোকে হত্যা করে। সো পত্নী মহারাণীর সাক্ষীছলে অভিষিক্ত হইয়া স্বামীকে অপরাধী সপ্রমাণ করিয়া দ্বীপান্তর বাসী করিয়াছে। যার জন্য চুরি কর সেই বলে চোরা।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আমাদিগের গবর্ণর জেনারলের পুত্র অনরেবল এচ্ এফ ব্রিয়েরিং অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অম্বালাতে রহিয়াছেন।

সিয়ান নামে যে সাহেব লক্ষ্ণৌতে অসাবধান হইয়া বেগে গাড়ী চালাইয়া দেশীয় এক ব্যক্তির প্রাণবধ করেন, বিচারে জুরীরা তাঁহাকে নিরপরাধী বলেন, কিন্তু বিচারকর্ত্তা তাঁহাকে অপরাধী বিশ্বাস করিয়া ৩০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

গত সোমবার ফ্রিকেন হার্ট নামে উত্তর পশ্চিম প্রেসিডেন্সীর গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা যন্ত্রের একজন পাঠক এক ভৃত্যের সহিত বচসা হইয়া যেমন তাহাকে মারিতে যাইবে, সার্সিতে জোরে হাত লাগাতে কাচ ভাঙ্গিয়া ধমনী কাটিয়া যায় ও তাহাতে হার্টের মৃত্যু হয়। কাচ কি ভয়ানক!

বৃহৎকায় চ্যাং কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া শোণপুর মেলা স্থলে গমন করিয়াছেন।

বড় আহ্লাদের বিষয় উত্তর পশ্চিমে দুইজন স্ত্রীলোক গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১—বিবী এলেন এথারিটন, ইনি বারাণসীর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও নিম্ন বিভাগের বালিকা বিদ্যালয় সকলের ইনস্পেকট্রেস হইয়াছেন। ২—বিবী সি এচ ডিমেলা আলীগড়ের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং উপরিস্থ বিভাগের বালিকা-বিদ্যালয় সকলের তত্ত্বাবধায়িকা হইয়াছেন। সারজর্জ ক্যাম্বেল কি বঙ্গদেশে ইনস্পেকট্রেস নিযুক্ত করিতে পারেন না?

জয়পুরের রাজার দক্ষিণ চক্ষু আরোগ্য করিবার জন্য ডাক্তার মাক্‌নামারা ও বাবু লাল মাধব মুখোপাধ্যায় রেলওয়ে যোগে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাঁরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বামচক্ষু আরাম করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ।

বঙ্গদেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব এবং মধ্যভারতবর্ষেও জলাভাবে শস্যের দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। এই সময়ে মান্দ্রাজের অধিক শুভাদৃষ্ট দেখা যাইতেছে। তথায় প্রচুর বারিবর্ষণে দ্বিতীয় ফসল পর্য্যন্ত রোপণের সুবিধা হইয়াছে; নদী, খাল জলাশয় জলে পরিপূর্ণ; হাট বাজার দ্রব্যে ভরা, পশুচর সকল সুবিস্তীর্ণ, গ্রাম্য পশু এবং মনুষ্যগণ সুস্থ ও সুখী; দেশ অপর্য্যাপ্ত ধনধান্যে পূর্ণ।

কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজে অশ্ব প্রদর্শন হইবে। গোজাতির অত্যন্ত দুরবস্থা, তাহাদিগের প্রদর্শন হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের জন্য তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ২০,০০০ টন জ্বালানি কাষ্ঠ বা কয়লা ইংলণ্ড হইতে আনিতেছেন, ইহার মূল্য ৫,৫০,০০০ টাকা। ভারতবর্ষে কি কাষ্ঠ ও কয়লার অভাব হইয়াছে!

অন্যান্য গবর্ণর আমাদিগের ক্যাম্বল বাহাদুরের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্যে এ দেশের ন্যায় অনরেরী মাজিষ্ট্রেট নিয়োগার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন।

মান্দ্রাজে এক জন ইংরাজ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নাম ভাঁড়াইয়া ৩টী রমণীর পাণিগ্রহণ করে। তাহার নামে অভিযোগ হওয়াতে ফরাসী অধিকার পণ্ডিচারিতে না কি প্রস্থান করিয়াছে। এ ব্যক্তি পাকা জুয়াচোর।

বিজয়নগরমের মহারাজা মান্দ্রাজের মাউণ্ট রোডে একটী ফোয়ারা তৈয়ার জন্য ১০০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বোম্বাই।

দেওয়ালী কি কথার অপভ্রংশ? মধ্য ভারতবর্ষে ইহাকে দীপাবলী বলে।

হায়দ্রাবাদে একটী ট্রামওয়ে করিবার জন্য সার সালার জঙ্গ উদ্যোগী হইয়াছেন।

আনেষ্টী সাহেব ৯,৪৬০০০ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ, একটী পুস্তকালয় ও অন্যান্য সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার জামাতা ভি মর্ণী এই সকলের অছী হইতে আসিয়াছেন।

সার ফিলিপ উড হাউস্ বোম্বাই বাসীদিগের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা একটী প্রকাশ্য সভা করিয়া লবণ বিলের প্রতিবাদ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

ডেলিনিউস শুনিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, ইন্দোর হইতে নিমচ্ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের কার্য্যারম্ভ হয়।

বরদার সহিত ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য একটী কমিসন্ নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্ণেল মিড তাহার সভাপতি, বোম্বাই সিবিল সার্ব্বাণ্ট রেবেনস্ক্রফট, কমিসনর ইনাম এবং জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী নবাব ফায়াজ আলি খাঁ সভ্য হইয়াছেন। বরদার গুইকুমারকে লইয়া বড় গোলযোগ চলিতেছে, শীঘ্র একটা মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

ইউরোপ।

আমরা দুঃখিত হইলাম ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড লরেন্সের পীড়া আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইংলণ্ডের একজন মাতাল এক কুমারের নাক কামড়াইয়া কাটিয়া লয়, তাহার ১৮ মাসের কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিড়ালে কামড়াইলে লোকে সামান্য মনে করে, কিন্তু সম্প্রতি লিবারপুলে একটী বালক মার্জ্জারদষ্ট হওয়াতে পাগল হইয়া মরিয়াছে।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড এলাবামা ঘটিত বিষয় নিষ্পত্তি স্বরূপ দেড় কোটী টাকা ফিস্ সাহেবকে প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডনের কোন্ সংবাদ পত্র কত সংখ্যা প্রচার হয়, তাহার তালিকা দেখিলে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় হয়:—ডেলি টেলিগ্রাফ ১,৭০,০০০; ষ্টাণ্ডার্ড ১৪০,০০০; ডেলি নিউস্ ৮০,০০০; একো ৮০,০০০; টাইমস্ ৭০,০০০ খণ্ড। প্রাতঃ ও সায়ংকালে যত কাগজ মুদ্রিত হয়, একত্র করিলে মোট সংখ্যা ৫,৬১,০০০ হইবে।

লণ্ডনে টেলিগ্রাফ কাগজের গ্রাহক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একজন এংলো ইণ্ডিয়ান ইহার সম্পাদক। স্পেক্‌টেটর পত্রের সম্পাদকও একজন এই শ্রেণীর লোক। যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া পোড় খাইয়া যান, তাঁহারা ইংলণ্ডে এক এক মহাজন হন।

বিবিধ।

ষ্টান্‌লী সাহেব যিনি লিবিংষ্টোনকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করেন, তিনি নিউইয়র্ক হেরাল্ডের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া আসান্টি যুদ্ধ উপলক্ষে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলে যাত্রা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারী কর্ণেল জনসন্ বিদায় প্রাপ্ত হইয়া রুসিয়ার রাজধানী পরিদর্শন করিতেছেন।

কোচিনে মপলা নামক এক জাতীয় মুসলমান বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহাদিগের একজন একটি হিন্দু বালিকাকে অপহরণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। কোচিনের রাজার আদেশে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হওয়াতে মপলারা রাজাকে বধ করিবার ভয়প্রদর্শন করিয়াছে।

হিন্দু এবং পালী সাহিত্য প্রচারার্থ সিংহলের আডামস্ পিকের প্রধান যাজকের অধীনে একটি বৌদ্ধ কলেজ খোলা হইবে।

সার সামুয়েল বেকার নামে এক সাহেব লিখিয়াছেন, মধ্য আফ্রিকার একটী বালিকার মূল্য ১৬টী গরু।

আসাণ্টিরাজ কাফী কালকালী রাক্ষস বিশেষ। নরমাংস ভিন্ন তাঁহার ভোজন সম্পন্ন হয় না। তাঁহার বাদ্য যন্ত্র নরকঙ্কাল ভূষিত, তাঁহার রাজকীয় সুরাপান পাত্র একটী হত ইংরেজ শাসন কর্ত্তার মস্তকের খুলিতে নির্ম্মিত।

এ বৎসর ব্রিটিস ব্রহ্মে ফসলের অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তথা হইতে চাউল আমদানী করিয়া এ দেশের আসন্ন দুর্ভিক্ষ অনেক পরিমাণে নিবারণ করিবার আশা করেন। মগী চাউল এ দেশীয় লোকের পীড়াকর না হইলে হয়।

এবারে জলাভাবই ভারতবর্ষের শস্যের এক মাত্র বৈরী নয়, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে পঙ্গপাল এবং সাবন্দরে ইন্দুরে শস্য নষ্ট করিতেছে। বঙ্গদেশে সামান্য শস্য জন্মিয়াছে, তাহার উপর মুরসিদাবাদ, নদিয়া, মালদহ, বাকরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও নোয়াখালিতে নানাবিধ পতঙ্গে শস্য খাইয়া ফেলিতেছে। ইহারা ভূয়া, লুবাই, শলি, মেওয়া প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উক্ত হইয়া থাকে।

ডেঙ্গু এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে আপন রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। উত্তর পশ্চিমের ললিতপুর, মধ্যভারতবর্ষের ইন্দোর, চান্দা এবং দাক্ষিণাত্যের চিত্র দুর্গ, কুর্গ প্রভৃতি স্থানে ইহার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার এংলো ইণ্ডিয়ান করেসপণ্ডেণ্ট আসাণ্টি যুদ্ধ সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন।—"বিনা রক্তপাতে এই যুদ্ধের অবসান হওয়াই উচিত। লর্ড নেপিয়ারের মত কোন বীর পুরুষ এই যুদ্ধের ভার গ্রহণ করিলে তিনি আবিসিনিয়ার ন্যায় এখানেও রণ ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবামাত্র বিপক্ষ দল দলন করিতে পারিতেন। কিন্তু আবেসিনিয়ার ন্যায় এ যুদ্ধে যদি ইংলণ্ডের গৌরব সবর্দ্ধিত না হয়, তথাপি প্রকৃত লাভ বিষয়ে ন্যূন হইবে না। আফ্রিকা নিবাসী নিগ্রো জাতিকে ইংলণ্ডের সদৃশ সুপ্রণালী বদ্ধ গবর্ণমেণ্টের অধীন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেন না পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ দ্রুতপদে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে নিগ্রোরা ইংলণ্ডের বিলক্ষণ সহায়তা করিতে পারিবে। অসংখ্য রাজভক্ত প্রজা আমাদের আজ্ঞাবহ হইবে। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা প্রায় দ্বীপ স্বরূপ,

তাহাদের দুই পার্শ্বে সমুদ্র। হিমালয় পার হইয়া শত্রুরা ভারতে প্রবেশ করিতে যেমন অসমর্থ,সাহারা উত্তীর্ণ হইয়া আফ্রিকাতে আসিতে ও তেমতি অসমর্থ। ভারতবর্ষ জয়ে আমাদিগের যেরূপ বল বৃদ্ধি হইয়াছে,আফ্রিকা জয়েও সেরূপ হইবে।" সবে আসান্টির যুদ্ধ আরম্ভ, ইতিমধ্যে এরূপ কল্পনা সামান্য কৌতুক কর নহে। ইহাকেই বলে কালনেমীর লঙ্কা ভাগ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

২৮ অক্টোবর ১৮৭৩—তমলুকের সবডেপুটী কলেক্টর ভুয়ান আবদুর রহমন খাঁ তৃতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৯এ—জলপাইগুড়ি বিভাগে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেনঃ—

বাবু বেণীমাধব দত্ত এম এ, বি এল গবর্ণমেণ্ট উকীল।

" দেবীচরণ দাস, রসনীয়া রাজবংশী খাস মহলের রাইয়ত ও পাটোয়ারী।

" মসব্বর, বসনীয়া রাজবংশী মোরাঘাটের তহশীলদার।

" রামকৃষ্ণ দাস, রাজবংশী জোতদার রায়ব ও বৈকুণ্ঠপুরের ভূতপূর্ব্ব পেস্কার।

১লা নবেম্বর—১৮৭১ সালের ৭ আইনের ৮৫ ধারা অনুসারে ২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর এফ ডব্লিউ জে রিস্ সাহেব জেলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং সাউথ সুবর্ব্বন্ টাউন মিউনিপালিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীরামপুর বিভাগের মাজিষ্ট্রেট জে: ই. বি জেফারী সাহেব ১৮৭১ সালের ৫ আইনের ৪ ধারা অনুসারে ড্রেণেজ কমিসনর হইলেন, গত জুলাই হইতে তদনুসারে তাঁহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইল।

৩রা নবেম্বর—সরকারী কার্য্যে এচ, টি প্রিন্সেপ সাহেবের অনবস্থান কালে ২৪ পরগণা ও হুগলীর অফিসিয়েটিং আডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ চারলস্ ডিকেন্সন ফিল্ড এম এ, এল এল ডি হুগলীরও ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের ক্ষমতা কিছু কালের জন্য প্রাপ্ত হইলেন।

৪ঠা নবেম্বর—গয়ার জাহানাবাদ বিভাগের অফিসিয়েটীং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর জেম্‌স্ আষ্টিন বোডিলন ১৮৭০ শালের ১০ আইন অনুসারে জাহানাবাদের লক অপ এবং জাহানাবাদ ও আরওয়াল রাস্তার ভূমি গ্রহণ জন্য কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

আণ্টনী পেট্রিক মাক্‌ডোনাল্ড বি এ, যিনি অল্প দিন হইল পাটনা বিভাগের আসিষ্টাণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, কিছু কালের জন্য ত্রিহুতের দরভাঙ্গা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

দরভাঙ্গার আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আও, উইলিয়ম কব্‌রান্ ত্রিহুতের মধুবাণী বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হেনরী ব্লণ্ট বিম্‌স যিনি সম্প্রতি পাটনা বিভাগে বদলী হন,গয়ার নৌদা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আমরা সকৃতচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, জয়নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাধারণের উপকারার্থে উক্ত গ্রামে একটী বঙ্গবিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও সাধারণ পাঠালয় (রিডিংরুম) স্থাপন এবং মিউনিশিপালিটীর কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি দেশের হিতসাধনের জন্য কতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহা আমরা সাধারণের জ্ঞাত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু সকল বিষয়ের সবিশেষ বর্ণনা করিলে পত্রিকা খানি অতি বিস্তৃত হইয়া উঠে, তজ্জন্য অতি সংক্ষেপে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও সাধারণ পাঠালয়ের বিষয় ক্রমশঃ লিখিতেছি।

১। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে কোন বালক জয়নগর হইতে মজীলপুর মডেল স্কুলে বিদ্যাভ্যাসার্থে গমন করিতে ছিল। পথিমধ্যে সেই বালকের যারপর নাই ক্লেশ পাইতে দেখিয়া আপন বান্ধবগণের নিকট নিজ গ্রামে একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তদ্বান্ধবগণের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া পরদিবসেই "বংশীধরপুর" নামক বঙ্গবিদ্যালয় স্বকীয় ব্যয়ে স্থাপন করেন। তদবধি পাঠশালাটী রাজানুকূল্য ব্যতীত উত্তমরূপে চলিয়া আসিতেছে; এবং অনেক গুলি বালকও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বাবুর সন্তোষে সম্পাদন করিয়াছেন; এবং ইনিস্পেক্টর ও জুডিসেল আফিসার মহাশয়েরাও মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে ৮০।১০টী বালক অবৈতনিক আছেন, তন্মধ্যেও সকলের পুস্তকাদিক্রয়ের সঙ্গতি না থাকায় নিজ হইতে আবার তন্মূল্যও প্রদান করেন। এইরূপে উক্ত বাবুর কৃপাগুণে অনেক অনাথ সন্তান যথাসাধ্য বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সেই বালকগণের পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে (সৎপথনেতা) আনন্দ বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া কেহই বিরত থাকিতে পারে না।

২য়। দাতব্য চিকিৎসালয়—পূর্ব্বোল্লিখিত বাবুর ব্যয়ে ও পরিশ্রমে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহাতে সেই মহাত্মার কতদূর পরোপকারিতা ও সদাশয়তা প্রকাশ পাইতেছে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। তিনি প্রতিদিন প্রাতে দূরস্থ রোগীদিগের ব্যবস্থা করত তাহাদিগকে ঔষধ দিতে বলিয়া স্বয়ং জয়নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় এক মাইলের মধ্যস্থ রোগীদিগের বাটীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিয়া উপযুক্ত ঔষধি প্রদান করেন এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন কোন ঔষধও সঙ্গে লইয়া যান। তিনি সাধারণের প্রতি সমভাবাপন্ন—এজন্য পল্লীগ্রামসুলভ জল কর্দ্দমাদির নিমিত্ত কোন স্থানে দুর্গম হইলেও গমনে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না। কোন রোগীর দারিদ্র্য বশতঃ পথ্যাভাব হইলে নিজ হইতে তাহারও অভাব দূরীভূত করেন।

প্রতিদিন প্রায় ১৭০।৭৫ জন রোগী তাঁহার বাটী হইতে ঔষধ লইয়া যাইতেছেন ও কতক রোগীকে তিনি স্বয়ং ঔষধি দিয়া আইসেন। বহড়ু, বারাসত, বিষ্ণুপুর, মথুরাপুর, গোপাল নগর ইত্যাদি প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী—অধিক কি জয়নগর হইতে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ ব্যবধান স্থান হইতে আসিয়া পীড়িতেরা স্বস্ব ব্যবস্থা ও ঔষধ লইয়া যায়; তৎপরে তাহাদের কোন ব্যক্তি রোগীর অবস্থা বলিয়া টিকিট দেখাইলে উপযুক্ত ঔষধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার চিকিৎসা গুণে রোগীগণ ত্বরায় আরোগ্য লাভ

করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষাকর্ত্তাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বস্তুতঃ আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি অস্মদ্দেশে এরূপ স্বার্থশূন্য পরহিতৈষী মহাত্মা দ্বিতীয়ের অভাব।

৩য়তঃ। অনেক বড় বড় (বিশেষতঃ মজীলপুর নিবাসী) বাবুরা পাঁচ জন বন্ধুর (ইয়ারের) সহিত আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে (বর্ত্তমান কালীন সর্ব্বাশুভ প্রদায়িনী বিলাতীয় সভ্যতায়) যেরূপ অনেক অপব্যয় ও নিজগ্রামবাসী দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত মহাশয় তদ্রূপ নহেন, ইহঁার অভিরুচি স্বতন্ত্র। আনন্দ বাবু দশ জন ভদ্র লোকের সহিত সদালাপ ও আমোদ চ্ছলে পরোপকার করিবার মানসে সংপ্রতি একটী সাধারণ পাঠালয় (রিডিংরুম) স্থাপন করিয়াছেন। তথায় বহুলোক সমাগত হইয়া পুস্তকাদি পাঠ ও সদালাপ করিয়া থাকেন।

উপসংহার কালে বক্তব্য সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পিতার নিকট আমাদিগের করযোড়ে প্রার্থনা এই,তিনি আমাদিগের জীবন রক্ষাকর্ত্তা,সৎপথের নেতা,অনুকরণীয় আনন্দ বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন এবং ধনাঢ্য কুপথগামীগণকে সৎপথাবলম্বী করিয়া অস্মদ্দেশের নানা প্রকার অভাব দূরীকরণে সুমতি প্রদান করুন।

জয়নগর নিবাসিনঃ
কস্যচিদুপকৃতস্য।

মহাশয়।

গবর্ণমেণ্ট ট্রানস্লেটর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া বলিতেছি যে তিনি যেন এ সংবাদটি ছোট লাট সাহেবের গোচর করেন। এখানে প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, এ সময়ে ছোট লাট সাহেব একবার মুখ তুলিয়া না চাহিলে গরিবেরা আর বাঁচিবে না। আজ কাল এখানে ভাল চাউল /৭॥০ সের, মধ্যম /৮।০ এবং মোটা ।০ সের টাকায় বিক্রয় হইতেছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে এই প্রকার অবস্থা হইয়াছে, পরে যে আরও মন্দ হইবে তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই উপস্থিত বিপদের আশঙ্কায় আমরা সকলে ভীত হইয়াছি, আমরা যে প্রকারে হউক এক রকমে আমাদের উদর পূরণ করিব, কিন্তু গরিব লোকেরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় হাহাকার করিবে, তখন আমরা কি প্রকারে সুস্থির হইয়া থাকিব বলিতে পারি না।

অনুগত।

মুঙ্গের শ্রী ভ গ।

বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

কার্ত্তিক মাস হইতে 'সাহিত্য সন্দর্ভ' নামে মাসিক পত্র প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইবে।

এই পত্রে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবহার, কাব্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব সকল লিখিত হইবে, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ সকলের সমালোচনা হইবে এবং প্রবন্ধ সকল পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছবি সকল প্রকটিত হইবে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে প্রস্তাব ও প্রবচন সকল সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াও মুদ্রিত হইবে।

এই পত্র বঙ্গদর্শনের আকারের ছয় ফরমা পরিমিত হইবে, মূল্যের নিয়ম এইরূপ স্থির হইয়াছে:—

অগ্রিম বার্ষিক (মফস্বলে ডাকমাসুল লাগিবে না)। .. ... ৩ টাকা।
" যাণ্মাসিক ... ১৸০
" ত্রৈমাসিক ... ১
প্রতি সংখ্যা ... ... ।৵০

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
১লা ভাদ্র } প্রকাশক।

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে বিক্রেয়পুস্তক।

(পুস্তক বিশেষে কমিসন বাদ আছে।)

নারী শিক্ষা ১ম ভাগ	॥০
ধর্ম্মসাধন প্রথম হইতে ১৬ সংখ্যা	।০
১৭ " ৩৬	৷৴০
প্রতি সংখ্যা ...	⁄৫
বামাবোধিনী পত্রিকা ঐ ...	।০
ঋজুবোধ	⁄০
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা (বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত)	।০
ব্রাহ্মদিগের আহ্বান	⁄১০
পদ্যসার	৶১০
ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা)	।৶০
ধ্রুব তপস্যা নাটক	।০
চিরসন্ন্যাসিনী নাটক	১
সদ্ভাব কুসুম	৷৶০
কাঞ্চনমালা	১
ধর্ম্ম ও নীতি	৶০
আধ্যাত্মিক দশ আদেশ	⁄১০
জয়নগর গিরি ভ্রমণ	৷৴০

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭॥০
" যাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২।৶০
মাসিক ...	৸০	৸৶১
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৩০ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার। ১৮৭৩—১৪ই নবেম্বর { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত ১২ই নবেম্বর বুধবার রাত্রি-যোগে লর্ড নর্থব্রুক আগ্রায় যাত্রা করিয়াছেন। এবার দরবার বন্দ হইবে বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেও অনুষ্ঠানের বড় ত্রুটি হইতেছে না। দেশীয় রাজা সকল চারিদিক হইতে জমিতেছেন, লোক সমারোহ হইবার উপক্রম হই-তেছে, বহুল টাকা ব্যয়ে তাজ আলোক মণ্ডিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে এবং আরো অনেক কাণ্ড হইবে। আমরা আশা করি সুবিচক্ষণ গবর্ণর জেনারল বাহাদুর গোলমালে পড়িয়া দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থা বিস্মৃত হইবেন না।

খড়দহের বিগত রাসমেলায় অনেক গুলি অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রধান একটীর বিশেষ বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে দৃষ্ট হইবে। তদ্ভিন্ন আর একটী এই, নিতাই কৈবর্ত্ত নামে এক দোকান-দার দোকানে নিদ্রিত আছে, তাহার স্ত্রী পান বিক্রয় করিতেছে। উহার কিছু গহনা ও টাকা শুদ্ধ একটী বাক্স সর্ব্বদাই নিকটে রাখিত, পান বেচিবার সময় তাহা পা দিয়া চাপিয়া বসিয়া বেচিত। ভদ্র-লোকের মত জন ৪।৫ লোক হঠাৎ আসিয়া ৪ পয়সার পান চাহিল। দুই দোনা পান তৈয়ার ছিল, সে আর দুই দোনা সাজিবার জন্য পান আনিতে যেমন একটু সরিয়াছে, আগন্তুকেরা চক্ষের নিমেষে তাহার বাক্‌টী লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী প্রথমে টের পায় নাই, পরে লোকদিগকে এবং বাক্স দেখিতে না পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। পরে তাহার স্বামী ছুটিয়া গঙ্গার দিকে গিয়া দেখে এক ব্যক্তি সেই বাক্‌টী লইয়া দ্রুতবেগে নৌকাতে গিয়া উঠিতেছে। সে চোর বলিয়া ধরিতে যায়, আর কয়েক জন তাহাকে তাড়িয়া আসিল। শুনিলাম একজন গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগের সহায়তা করিয়া নিতাইকে বলিলেন 'তুই যদি নৌকায় উঠিবি, সব মালের দাবীতে তোর নামে নালিস হইবে।' সেখানে ৩ খানি নৌকা ছিল, একখানি নানাবিধ বাক্স বোঝাই করা। গরিব লোক ভয়ে ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল। এখন জিজ্ঞাস্য নৌকায় এত বাক্স কোথা হইতে জমিল এবং গোঁসাই এই সকল লোকের সহায়তা করিতে আসিলেন কেন? গবর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ের কি অনুসন্ধান করি-বেন?

---

২৪ পরগণার সুদক্ষ পুলিস কর্ম্মচারী বাবু কালীনাথ বসু এবং বাবু বামা-চরণ রায় স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া-ছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ফিরিঙ্গিদিগকে তাঁহাদিগের পদে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহারা নাকি এইরূপ ত্যাগ স্বীকারে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ক্রমে সংস্কার দাঁড়াইতেছে যে উপযুক্ত হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ভাল কাজ না দিয়া ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গী-দিগকে দিবেন। আমরা শুনিলাম সে দিন বাবু দীনবন্ধু মিত্র মৃত্যুশয্যায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট অবিচার করিয়া তাঁহার স্থলে একজন ইউরোপীয়কে নিযুক্ত করিলেন, ইহা তাঁহার দারুণ মর্ম্মপীড়ক ও অকাল মৃত্যুর কতকটা কারণ হইয়াছে। প্রজা-গণের মন হইতে এরূপ কুসংস্কার অপ-নীত করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব-তোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা রাজপুর নিবাসী কোন স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির নিকট হইতে এই পত্রখানি পাইয়াছি, এ বিষয়ে গবর্ণ-মেণ্টের দৃষ্টিপাত কর্ত্তব্য।

দক্ষিণ রাজপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী পূর্ব্ব পাড়ার সন্নিহিত নূতন পুষ্করিণী নামক একটী পুষ্ক-রিণী আছে। উহার জল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা বহু কালাবধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি দামে ও পানায় আচ্ছাদিত হইয়া উহার জল এরূপ কদর্য্য ও দুর্গন্ধময় হইয়াছে যে পান করিতে পারা দূরে থাকুক, মুখে দিতে কষ্ট বোধ হয়। গ্রামের মধ্যে পান করিবার উপ-যুক্ত কোন স্থানই না থাকাতে গ্রামবাসীরা দূরস্থ পুষ্করিণী হইতে বারি আনয়ন করিয়া পিপাসা শান্তি ও অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করি-তেছে। স্ত্রীলোকেরা অপার্য্যমাণে এই দুর্গন্ধময় জলাশয়ে স্নানাদি করিতে বাধ্য হইতেছে। ঐ পুষ্করিণীটী রাজপুরের দশ আনির চৌধুরী জমী-দারদিগের অধিকৃত। তাঁহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বা-পেক্ষা দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে; পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্য নির্ব্বাহে তাঁহারা এক্ষণে অশক্ত। দুর্ভিক্ষ

নিবারণার্থে স্থানেং পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি কার্য্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন এ সময়ে মিউনিসিপালিটী দ্বারা যদি এই পুষ্করিণীটীর সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা হইলে এই দুঃসময়ে অত্রত্য লোক সাধারণে এক কালে দ্বিবিধ উপকার লাভ করিবে।

৩।৪টী করিয়া পাঠশালা লইয়া এক একটী সার্কেল বন্ধনপূর্ব্বক সার্কেল পণ্ডিতগণ শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পদ উঠিয়া যাইতেছে। অতঃপর ৩ জন পণ্ডিতের পরিবর্ত্তে ম্যাসিক ৩০ টাকা বেতনের এক এক পাঠশালা সকলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। ইহাঁরা সব ইনস্পেক্টরের মত পাঠশালা সকল পরিদর্শন করিবেন এবং গুরু মহাশয় দিগকে শিক্ষা প্রণালী শিক্ষা দিবেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে অনেক গুলি ভদ্র সন্তানের অন্ন সংস্থান লোপ হইতেছে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগের জীবিকার কোন প্রকার উপায় করিয়া দিবেন।

অশ্লীলতা নিবারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। পুলিশের সাহায্যের উপর সভাকে সর্ব্বাই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু পুলিশের কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় অশ্লীল ভাষায় অভ্যস্ত অল্প লোক আছে। নিম্ন শ্রেণীস্থ পুলিশের কথা দূরে থাকুক, ইনস্পেক্টর শ্রেণীস্থ অনেক ভদ্র পুলিশ কর্ম্মচারীর মুখেও অশ্লীলতার স্রোত বহিতে দেখা গিয়াছে। যখন কোন মোকর্দ্দমা তদারক করিবার জন্য ইহারা গ্রামে উপস্থিত হন, তখন ইহাদের ভাষা শ্রবণে ভদ্র লোক মাত্রকেই কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়। পুলিশের অশ্লীলতা কে নিবারণ করিবে ?

যশোহর হইতে এক বন্ধু আমাদিগকে লিখিয়াছেন —

"এখানে শস্যের হানি খুব হইবে। উচ্চ জমিতে ধান প্রায় হইবে না। এই জমি প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ হইবে ও নিম্ন জমিতেও ধানের অনেক চিটা হইবে তাহাতেও বোধ করি তাহার সিকি বাদ যাইবে। অন্যান্য ফসলের মধ্যে এদেশে নারিকেল ও সুপারি। নারিকেল বড় ভাল হয় নাই সুপারি বেশ হইয়াছে।"

সার জর্জ ক্যাম্বল তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ হইতে এ দেশীয় অনেকের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণে অসাধারণ উৎসাহ,যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ করাতে সকল শ্রেণীস্থ লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিতান্ত বিদ্বেষীরাও শত মুখে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন। রাজপুরুষেরা যথার্থ হৃদয়ের সহিত আমাদিগের উপকার সাধনে সচেষ্ট, ইহা জানিতে পারিলে এ দেশীয় লোকের কৃতজ্ঞতা রাখিবার স্থান থাকে না।

আমাদিগের সাপ্তাহিক রিপোর্টের অনুবাদক মহাশয় এখন যে প্রকারে বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের সারোদ্ধার করিতেছেন, তাহাতে আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে অনবধানতা বশতঃ তাঁহার এক একটী মহৎ ভ্রম ঘটিয়া থাকে। গত বারের রিপোর্টে তিনি এডুকেশন গেজেট হইতে নানা স্থানের শস্যের অবস্থা ঘটিত বিবরণ অনুবাদ করিয়া ২।৩ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু সে সকলি কলিকাতা গেজেটে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে বাঙ্গালা পত্রে তাহার অনুবাদ হয়। অনুবাদের অনুবাদে পত্র পূর্ণ এবং পণ্ডশ্রম স্বীকার না করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাতব্য আরো অনেক বিষয় জানাইতে পারিতেন।

ভারত সংস্কারক।

বঙ্গদেশের আবকারি রিপোর্ট। ১৮৭২।৭৩ সাল।

বিগত বর্ষে গবর্ণমেণ্ট আবকারি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একটী নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাহাতে বিলক্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মদ বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি নির্দ্ধারিত ছিল। প্রত্যেক দোকানের প্রতি সচরাচর মাসিক ৪ টাকার নিয়মে ফি আদায় হইত। স্থানের ইতর বিশেষে ফির ইতর বিশেষ হইত না। গত বৎসর হইতে ডাক নিলামে লাইসেন্স বিতরণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রায় সর্ব্ব স্থানে দোকানের সংখ্যা হ্রাস হইয়া ফির টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। বিগত বর্ষে আবকারি সম্বন্ধে আর দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। প্রথম পরিবর্ত্তন অহিফেনের মূল্য সম্বন্ধে; এই মূল্য সের করা ২২ টাকা হইতে ২৪ টাকার অঙ্কে উত্থিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছে বটে,কিন্তু বৎসরের শেষাংশে মূল্য বৃদ্ধির নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে এ পরিবর্ত্তনের ফলাফল এখন ও নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন গাঞ্জার রাজস্ব সম্বন্ধে। এই রাজস্ব সের করা ২ টাকা হইতে ২৷৷০ টাকার অঙ্কে উত্থিত হইয়াছে। বৎসরের প্রথম হইতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে পরিবর্ত্তনের এক প্রকার পরীক্ষা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা ১৪২০ মণ গাঞ্জা এ বৎসরে কম বিক্রীত হইয়াছে, অথচ তাহার রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ৪১,৮২৮ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহা হউক এই কয়েকটী পরিবর্ত্তন আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক যে গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া এই সকল মাদক দ্রব্য অবৈধ রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে কি না। ফরাসী অধিকৃত চন্দন নগর ও এই সমস্ত মাদক দ্রব্যের উৎপত্তি স্থান সকল হইতে যে বহু পরিমাণে অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য মধ্যে মধ্যে আনীত হইয়া থাকে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রেবিনিউ বোর্ডের সাংবৎসরিক রিপোর্টেও এরূপ অবৈধ বিক্রয়ের অস্তিত্বের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল অবৈধ বিক্রেতাগণের মধ্যে যদি কেহ ধৃত হইয়া বিচারে আনীত হয়,

উর্দ্ধ সংখ্যা ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড দ্বারা তাহাকে দণ্ডিত করা হয় মাত্র। কিন্তু সে ব্যক্তি অধৃত থাকিলে একবারেই হয়ত ২৫০০ টাকা আত্ম সাৎ করিতে পারে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বলেন এই সকল অবৈধ বিক্রেতাদিগকে কঠিনতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। আমরাও একথায় সম্পূর্ণ সায় দি। নচেৎ এরূপ অবৈধ বিক্রয় কখনই নিবারিত হইতে পারিবে না। শুদ্ধ তাহাতে ও যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আমরা এমত আশা করি না। স্বতন্ত্র আবকারি পুলিশ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। বেঙ্গল পুলিশের কর্ম্মচারীরা এই সকল কার্য্যকে অতিরিক্ত কার্য্য মনে করিয়া তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করে না এবং করিবার অবকাশ ও পায় না। আবকারী দারোগারা প্রায় আফিসের কেরাণীর কার্য্যে অনবরত নিয়োজিত থাকে। সুতরাং এই অবৈধ কার্য্য নিবারণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই। এই জন্য কিছুই হইতেছে না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অবগত হইয়াছেন যে মাদক দ্রব্যাদির উৎপাদক প্রদেশ সকল হইতে সেই সেই দ্রব্য লৌহবর্ত্ম যোগে পঞ্জাব প্রদেশে এবং কলিকাতা ও চন্দন নগরে নিয়মিত রূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় বণিকেরা অর্ণব পথে যে মদ্য এদেশে আনয়ন করিয়া থাকেন, কেবল ইনবাইস্ দৃষ্টে তাহার পরিমাণ স্থির করিয়া তাহার উপর যেন সকল সময় শুল্ক ধার্য্য না হয়, মধ্যে মধ্যে যেন ঐ সকল দ্রব্য ওজন করিয়া ইনবাইসের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা হয়। আমরা মাননীয় বণিক সমাজের সকলের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অনর্থক অবিশ্বাস জন্মাইতেছি না, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ প্রবঞ্চনায় ধরা পড়িয়াছেন বলিয়া আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছি।

বিগতবর্ষে আবকারির হিসাবে শুদ্ধ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি হইতে ৬৯,৬১,৩০২ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব ১৮৭১।৭২ সালে ৬৫,১৩,৮৯৫ টাকা আদায় হইয়াছিল এবং ১৮৬৭।৬৮ হইতে ১৮৭১।৭২ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ৫ বৎসরে রাজস্বের গড় পড়তা ৬১,০৯,৩৩৬ টাকা হয়। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪,৪৭,৪০৭ টাকা এবং পূর্ব্ব ৫ বৎসরের গড় পড়তা অপেক্ষা ৮,৫১,৯৬৬ টাকা গত বর্ষের রাজস্ব হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছে। উপরি উক্ত অঙ্ক সমূহের সঙ্গে যদি কষ্টমের রাজস্ব একত্র হিসাবভুক্ত করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ— বিগত বৎসরের হিসাবে ৮১,৫৩,০০৯ টাকা তৎপূর্ব্ব ১৮৭১।৭২ সালের হিসাবে ৭৫,৬৭,২৯৫ টাকা এবং পূর্ব্ব ৫ বৎসরের গড় পড়তা ৭১,৮৫,২৯২ টাকা। এতদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫,৮৫,৭১৪ টাকা এবং পূর্ব্ব ৫ বৎসরের গড় পড়তা অপেক্ষা ৩,৮২,০০৩ টাকা গত বর্ষের হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে এই রাজস্ব বৃদ্ধি বিক্রীত মাদক দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা সংঘটিত না হইয়া শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা হইয়াছে, পরিমাণ বরং পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে।

ভাবী দুর্ভিক্ষ।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাঙ্গলা প্রদেশের শস্যের অবস্থার যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আরো প্রবল হইয়া উঠিতেছে। গত সপ্তাহে দুই চারি স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়া কথঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থানের অবস্থা পূর্ব্ববৎ অথবা তদপেক্ষা অপকৃষ্ট। এখন আশার পথ রুদ্ধ হইয়াছে, ফলাফল ধরিয়া গণনার কাল উপস্থিত হইয়াছে। যে কয়েক স্থানের বৃত্তান্ত নিশ্চিত রূপে জানা গিয়াছে তাহার সংক্ষেপ এইঃ—হুগলীতে ডাঙ্গা জমীর ৷৹ আনা এবং নিম্নভূমির ৷৷৹ আনা শস্য নষ্ট হইয়াছে। বাঁকুড়ার ।৵৹ হইতে ৷৷৹ আনা, হাবড়ার ।৴৹ আনা, রঙ্গপুরের ।৹ আনা, চম্পারণের ৵৹ হইতে ।৹ আনা, পূর্ণীয়ার ।৹ আনা শস্য বাঁচিতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জেলার অধিকাংশের অবস্থা প্রায় এইরূপ। কটক, বালেশ্বর, গোয়ালপাড়া, ময়মন সিং ও বাকরগঞ্জের সংবাদ কিছু ভাল বটে, কিন্তু এই কয় জেলার শস্য দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। এরূপ অবস্থায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত। আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে ক্যাম্বেল সাহেব এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে সমস্ত বিষয় অবগত হইবার জন্য জেলার এবং উপবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন যে সকলে শস্য সম্বন্ধীয় বিবরণ বিশেষ রূপে বিবৃত সকল করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। এই সকল রিপোর্ট নবেম্বর ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। রিপোর্টের এক কাপি একেবারে বেঙ্গল আফিসে ও আর এক কাপি কমিসনারের নিকট পাঠাইতে হইবে। শস্যের বর্ত্তমান মূল্যের তালিকাও বিশেষ সতর্কতা সহকারে প্রস্তুত করিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কর্ম্মচারীদিগকে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের এই সকল চেষ্টা বিশেষ প্রসংশনীয় বটে, কিন্তু তিনি ইতি পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াও শস্য সকল রক্ষার্থ কোন উপায় উদ্ভাবন না করাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার আর পূরণ হইতে পারে না। আমাদিগের দেশ দেবমাতৃক—পর্জ্জন্য দেবের অনুগ্রহ বা নিগ্রহই শস্য বৃদ্ধি বা বিনাশ হইবার প্রধান কারণ। অনেক রাজপুরুষ ইহা বিশেষ রূপে অবগত হইয়াও এ পর্য্যন্ত কোন প্রতীকার করিলেন না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, অনেক লেপ্টনেন্ট গবর্ণর দীর্ঘ মিনিট লিখিয়া কলিকাতা গেজেটের স্তম্ভ সকল পুরাইয়া গেলেন, অনেকে দেশহিতচিকীর্ষু হইয়া মহাড়ম্বরে কার্য্য সকলের সূত্রপাত করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতি অল্পসংখ্যক লেপ্টনেন্ট গবর্ণরই দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কাম্বেল সাহেব যে রূপ আগ্রহ সহকারে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতে অনেকটা আশা হয় বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীদিগের উদ্যমশীলতা স্মরণ করিলে তাঁহার চেষ্টা সন্দেহাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে খাল খনন করিবার উদ্যোগ হইতেছে, কিন্তু তাহার ফল পর্ব্বতের প্রসব বেদনার ন্যায় গত বৎসর কেবল 'ডানকুনীর' মাঠের উপরেই যাহা কিছু ফলিয়াছে। ডানকুনীর জল নির্গমের জন্য যে পয়ঃপ্রণালীটী তাহার মধ্য দিয়া খনন করা হইয়াছে, তাহার ব্যয়ে দেশের অন্ধ নদী গুলির মোহানা খুলিয়া দিয়া দামোদর ও গঙ্গার সংযোগ স্থলে প্রয়োজনীয় সেতু সকল অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিত। অন্ধ নদী গুলি পুনর্ব্বার বলবতী হইলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এত অধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, পুষ্করিণী জলাশয় সকল ও জল অভাবে ইতিমধ্যে শুষ্ক হইত না এবং তাহাদিগের অভ্যন্তরস্থ পঙ্ক জাত দুর্গন্ধ বায়ু সকল চৌদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া দেশময় সাংক্রমিক জ্বরের পুনঃ প্রাদুর্ভাবও হইত না। যে সকল কর্ম্মচারী বর্ত্তমান মাসের প্রারম্ভ হইতে বঙ্গদেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল নিরীক্ষণ করিতে পরিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদিগের বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতেছেন।

কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশব্যাপী সাংক্রমিক জ্বরে বঙ্গদেশ ছার খার হইয়াছে, গত দুর্ভিক্ষ অবধি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মহার্ঘ্যতা নিবন্ধন জীবিত ব্যক্তিরা একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই আসন্ন বিপদ যে কিরূপ ক্লেশকর তাহা ব্যক্ত করা যায় না। দুর্ভিক্ষে কেবল অন্ন কষ্টই হইয়া থাকে, কিন্তু এবারে অন্ন ও পানীয় উভয়ের অভাবেই দেশ উৎসন্ন যাইবে। এখনও গবর্ণমেন্ট বিশেষ মনোযোগী হইলে অনেকটা রক্ষা করিতে পারেন। পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যের সচ্ছলতা প্রযুক্ত এবং রপ্তানির অনাধিক্য হেতু প্রায় সকল গৃহস্থের বাটীতেই ধান্য বা তণ্ডুল সঞ্চিত থাকিত, নদী সকল দামোদর বা গঙ্গার সহিত সংযুক্ত থাকাতে সময়ে বন্যা আসিত সুতরাং অনাবৃষ্টি হইলেও জলের বিশেষ কষ্ট হইত না, যে বৎসর শস্য অল্প পরিমাণে জন্মিত, সঞ্চিত শস্যের জন্য তাহার অভাব অধিক বোধ হইত না। সুতরাং ১১৭৬ সালের মন্বন্তর ব্যতীত বঙ্গদেশে পূর্ব্বে কখনও দুর্ভিক্ষের কথা শুনাযায় নাই। তাহাও কেবল বন্যার জলের আধিক্য হেতু ঘটিয়াছিল। কিন্তু যে অবধি দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউলের রপ্তানি আরম্ভ হইয়াছে, যে অবধি দামোদরের বাঁধের সৃষ্টি হইয়াছে, তদবধিই দেশের দুরবস্থার সীমা নাই। সত্যবটে যে পূর্ব্ব অপেক্ষা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দেশে অর্থের সচ্ছলতা হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অসচ্ছলতা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে শস্য রক্ষা করিবার আর উপায় নাই—এক্ষণে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সকলে প্রয়োজনমত শস্যের আমদানী হয় এবং দুঃস্থ নিরুপায় দিগের জন্য আশু কার্য্যোপায় বিধান করিয়া দেওয়া হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ উপায় যত শীঘ্র সম্ভব অবলম্বন করা উচিত নতুবা দেশের কষ্টের ইয়ত্তা থাকিবে না। জলকষ্ট নিবারণের অন্য কোন আশুতর উপায় দৃষ্ট হয় না। খাল খনন পূর্ব্বক জল আনয়ন করিয়া এখন দেশ রক্ষা করা, আর কামান ছুড়িয়া বৃষ্টিপাত করা উভয়ই সমান—এখন আর কল্পনা করিবার সময় নাই, যতশীঘ্র হয় কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। এক্ষণে দামোদরের জলও অধিক থাকে না, সুতরাং এক্ষণে নদী সকলের মোহনা খুলিয়া দিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। এবৎসর গঙ্গার জল ও অধিক নাই, তথাপি যেসকল নদীর গঙ্গার সহিত যোগ আছে তাহাদের মুখ সকল ছাড়াইয়া ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক সকল মুক্ত করিয়া দিলে অনেকটা উপকার হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রামে বৃহৎ সরোবর বা জলাশয় আছে, স্থানীয় ফণ্ড বা সাধারণ ধনাগার হইতে সেই গুলির সংস্কার করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। আমরা ভরসা করি যে গবর্ণমেন্ট বিশেষ কমিসন নিযুক্ত করিয়া প্রতি গ্রামের অবস্থা অবগত হউন এবং প্রতীকারের উপায় সকল যতদূর সম্ভব সত্বরে অবলম্বন করুন।

খড়দহের রাসমেলার অত্যাচার।

কি ভয়ানক! কি অরাজক! ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ, দুষ্টদলের মহোল্লাস! দেশের লোকের নিকট বিচার নাই, পুলিসের লোক বদমায়েসদিগের হাতের যন্ত্র! পাঠকগণ আমরা অকারণ এত আক্ষেপ করিতেছি না, একটী বাস্তব ঘটনা শ্রবণ করুন্।

বৎসর বৎসর খড়দহের রাসলীলায় যেমন ধুমধাম হয়,এবারেও তেমনি হইয়াছিল। গত বুধ বার সন্ধ্যার পর মেলা দর্শন এবং দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করণার্থ কোন্নগর ইংরাজী স্কুলের একটী শিক্ষক রাসোৎসব স্থলে যান। অপরাধের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে গুটিকত টাকা ছিল এবং এক দোকানে কিছু জিনিষ কিনিতে গিয়া টাকা কটী বাহির হইয়া পড়ে। ভদ্রবেশধারী কয়েকজন দুর্বৃত্ত লোক তাহা দেখিতে পায়। তিনি দোকান হইতে একটু সরিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমত সময়ে বদমায়েসেরা 'এই যে বেটা গাঁটকাটা' বলিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিল। তিনি অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি ও নিরীহ লোক। হঠাৎ এরূপ আচরণ দেখিয়া ক্ষণকাল অবাক্ রহিলেন, পরে বলিলেন "আমি চোর নই, ভদ্রলোক আমাকে কেন ধর।" দুষ্টেরা ৭।৮ জন একত্র হইয়া তাঁহার উপরে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং 'গাঁইট কাটা বেটাকে ধরিয়াছি' বলিয়া অধিক হাঁকা হাঁকি আরম্ভ করিল। তার পরে বলিল "তুই টাকা কোথায় রাখিয়াছিস দে" এই বলিয়া কয়জনে পোড়নপূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্রাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং পরিধেয়ের মুড়ে কয়েকটী টাকা বাঁধা কোমরে গোঁজা ছিল, টানিয়া বাহির করিয়া কাপড়ের মুড় শুদ্ধ ছিঁড়িয়া লইল। পরে বলিল "এখন মাল ধরা পড়িয়াছে, বেটাকে পুলিসে লইয়া যাই।" এইবলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। বলিতে লাগিল 'আর কোথায় কি আছে দে তাহা হইলে ছাড়িয়া দি।' তিনি তখন আর কিছু দিয়াও যদি পরিত্রাণ পান,তাহাতেও অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে পার হইয়া যাইবার একটী পয়সাও ছিল না। জুয়াচোরেরা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া লইয়া যাইতেছে, পথে কোন্নগর নিবাসী একটী তৈলিক যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল 'তোমরা ইহাঁকে ছাড়িয়া দেও, ইনি ভদ্রলোক, স্কুলের মাষ্টার।' দুর্বৃত্তেরা একবাক্যে বলিল 'এ বেটাও গাঁইট কাটারে' ইহাকেও সঙ্গে লইয়া। চল্ পরে মেলার অধিকারী গোঁসাইরা তাঁবু ফেলিয়া মেলাস্থলের তত্ত্বাবধান করেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রথমে লইয়া গেল এবং 'গাঁইট কাটা ধরিয়াছি, কি করিব' জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা বলিলেন 'পুলিসে লইয়া যাও।' নির্দ্দোষ ভদ্র লোক বিনয় করিয়া আত্মপরিচয় দানপূর্ব্বক অনেক কথা বলিলেন, কেবা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে? দুষ্টেরা তাঁহাদের উপর আরো আক্রমণ করিতে করিতে লইয়া চলিল। দুই জনকে লইয়া এক কনষ্টেবলের হস্তে সমর্পণ করিল, সে তাঁহাদিগের উপরেও তাড়না করিতে ছাড়িল না এবং থানায় লইয়া যাইতে উদ্যুক্ত হইল। এমত সময়ে সুখচর নিবাসী কোন্নগর স্কুলের অন্যতর ইংরাজী শিক্ষক মেলা দর্শনে গিয়াছিলেন,কোন্নগরের কোন শিক্ষককে পুলিসে লইয়া যাইতেছে জনরবে শুনিয়া গোলযোগ স্থলে উপস্থিত হইলেন। ইনি অতি সাহসী, চৌকস ও বলিষ্ঠ পুরুষ। আপনার পরিচিত ভদ্রলোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া 'কে ইহাঁকে কি জন্য পুলিসে দেয়?' দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। যে বদমায়েসেরা এই কাণ্ডের মূল, ইহার আগমনেই তাঁহারা চারিদিকে প্রস্থান করিল। তিনি তখন কনষ্টেবল না পলায় এইজন্য তাহাকে কসিয়া ধরিতে বলিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই যে গাঁইট কাটা বলিয়া নির্যাতন করিয়া ইহাঁকে লইয়া যাইতেছিস্, তোর ফরিয়াদী কে? বল্, নতুবা বদমায়েসদের সঙ্গে যোগ করিয়া তুই এইরূপ কাজ করিস্ বলিয়া তোকে শাস্তি পাইতে হইবে।" কনষ্টেবল্ ভাল মানুষের যম হইয়া আস্ফালন করিতেছিল, এখন গরম লোকের নিকট কেঁচো হইয়া 'এ বাবু হাম ক্যা করেগা, বাবু লোক ধরায়ে দিয়া, হাম ক্যা করেগা' বলিয়া হাতে পায় ধরিতে লাগিল। তার আর আর সহচরেরা আসিয়া বিনয় পূর্ব্বক তাকে ছাড়িয়া দিতে কহিল।' ইহাঁরা কাজে কাজেই ক্ষান্ত হইলেন। প্রথমোক্ত শিক্ষকটী অপমান তাড়নায় জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ যাত্রা বাঁচিলেন এই মহালাভ ভাবিয়া তাঁহার সাহসী বন্ধুকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে সভয় চিত্তে মেলাস্থান হইতে বিদায় লইলেন।

এই ঘটনাটী বড় সামান্য নয়। বিনাপরাধে ভদ্র লোকের ধন মান প্রাণ লইয়া টানাটানি, ইহা ভাবিয়া কাহার না অন্তর কাঁপিয়া উঠে? কখন কাহাকে এরূপ অবস্থায় পড়িতে হয় তাহার স্থিরতা কি? এখন ইহাতে বদমায়েস দল, মেলাধ্যক্ষ গোঁসাইরা এবং পুলিস্ তিন পক্ষই জড়িত হইতেছেন। বদমায়েস দল শিক্ষককে ধরিয়া গোঁসাইদের কাছে লইয়া গেল, তাঁহারা তাঁহাকে থানায় দিতে কহিলেন, থানার লোকেও স্বকর্ম্ম সাধনে তখনি প্রস্তুত। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেন্ট এরূপ অত্যাচারের শাসন করিতে পারেন কি না?

খড়দহ, সুখচর প্রভৃতি স্থানে কতক গুলি নিরক্ষর ভদ্র সন্তান উপার্জ্জন শক্তি বিহীন, অথচ মদ্যপান বেশ্যা-সেবা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে অভ্যস্ত। তাহারা এইরূপ জুয়াচুরি ব্যবসায়দ্বারা দিনপাত করে, এমন কুকার্য্য নাই তাহাদিগের দ্বারা কৃত না হয়। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে তাহাদিগকে ধরা যাইতে পারে। গোঁসাইগণ ও নির্দ্দোষী হইতে পারেন না, তাঁহারা কি আগন্তুকদিগকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য মেলা খুলেন এবং আপনারা তাঁবুতে আড্ডা গাড়িয়া এইরূপ করিয়া গোলযোগের মীমাংসা করেন? পুলিসের আচরণ যদিও চির প্রসিদ্ধ বলিয়া আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু কনষ্টেবল্‌টীকে আমরা ছাড়িতে পারিতেছি না। চোর বলিয়া ধরিয়া দিলেই সে যে একজনকে ধরিয়া লইয়া চলিল, কে, কেন ধরিয়া দিল খবর লইল না, ইহার বৃত্তান্তটা কি? আর তাহার ধরিয়া ছাড়িয়া দিবারই বা এক্‌তার কি? বদমায়েসদের সঙ্গে একজোট হইয়া সে যে এরূপ কর্ম্ম করে না কে জানে? এখন গবর্ণমেণ্ট হইতে এ বিষয়ের তদারক হয় আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আমরা শুনিলাম এ বিভাগ ডিটেক্‌টিব্‌ পুলিসের সুপ্রতিষ্ঠিত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানের অধীন। এরূপ মেলাস্থলে তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। এরূপ গোলযোগে তাঁহারই অখ্যাতি। তিনি এখন এ কার্য্যলিপ্ত দুষ্ট লোকদিগকে অনুসন্ধান পূর্ব্বক ধৃত করিয়া যদি শাসন করিতে পারেন, তাহাহইলে উচিত কার্য্য করা হয়। আমরা আবশ্যক হইলে পুলিস কনষ্টেবলটীর সন্ধান বলিতে পারি।

প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মুখ পাত। ধন ধান্যে, বাণিজ্য ব্যাপারে, পাশ্চাত্য শিল্প চর্চ্চায়, বিদ্যা ও সভ্যতায় এই জনপদ বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে এবং রাজধানীর বৃন্তভূমি বলিয়া রাজলক্ষ্মীর বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়া উঠিয়াছে। কমিসনরের বিগত বার্ষিক রিপোর্টে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতিশীল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ২৪ পরগণার অবস্থা এক প্রকার সৌভাগ্যশালী। কলিকাতার সন্নিহিত বলিয়া এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যজাত শীঘ্র শীঘ্রই বিক্রীত হইয়া যায় এবং পরিশ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ। ইহার উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম বিভাগ হইতে বিপুল ধান্য উৎপন্ন হয় এবং তাহার অধিকাংশই বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহার সুন্দর বন হইতে কাষ্ঠ ও গৃহাচ্ছাদক তৃণ, শুদ্ধ কাটিবার পরিশ্রম স্বীকার করিলে, অনায়াসে অপর্য্যাপ্ত লব্ধ হইয়া থাকে। এখানে ইতস্তত নানাস্থান হইতে ক্রমাগত নূতন লোক আসিয়া বাস করিতেছে, তথাপিও স্থানাভাব উপস্থিত হয় নাই। যশোহর ও নদীয়ার কৃষকদিগের অবস্থা এখানকার মত সৌভাগ্যশালী নহে। তবে, যশোহরের কৃষকদিগের অবস্থা শোচনীয় হইলেও তত্রত্য জোতদার, গাঁতিদার এবং অন্যান্য এই শ্রেণীর প্রজাদের ধান্য ও খর্জ্জুরের বিস্তৃত ক্ষেত্র সকল দেখিলে তাহাদিগকে কৃষকজমীদারের স্থানীয় বলিয়া বোধ হয়। নদীয়া জিলা, ১৮৭১।৭২ শালের জল প্লাবনে দুঃস্থ হইয়া পড়ে, কিন্তু অত্রত্য অধিবাসীরা আপনাদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম গুণে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। জলপ্লাবনে কিন্তু এখানকার ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বর হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এখানে অপর্য্যাপ্ত নীল ও খর্জ্জুর উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্দ্ধমান বিভাগের পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীদের অবস্থা বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা হীনতর বলিয়া স্থানীয় কমিসনরের রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজধানী কলিকাতা ও ভাগীরথী নদীর সন্নিহিত প্রদেশ ভিন্ন সর্ব্বত্রই পরিশ্রমের মূল্য অতি স্বল্প। নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা সর্ব্বত্রই অর্থ সংস্থানে অক্ষম ও দৈন্য দশাগ্রস্ত। তবে সুখের বিষয় এই ইহাদের অভাব সকলও অতি অল্প এবং স্বল্পায়াসে পূর্ণ হয়। বিভাগের পশ্চিম প্রদেশ হইতে লোক সকল ক্রমাগত স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতেছে, কিন্তু বাসত্যাগ উর্ব্বর প্রদেশ অথবা বীরভূম হইতে সংঘটিত হয় নাই।

রেশম প্রস্তুত করণ মেদিনীপুর ও বীরভূম জিলার প্রধান শিল্পকার্য্য। এক মেদিনীপুরেই প্রতি বৎসর ৩২ লক্ষ টাকার রেশম প্রস্তুত হয় এবং সেই কার্য্য হইতে বৎসর বৎসর ১৫০০০০ শিল্পজীবী লোক প্রতিপালিত হয়। এই মেদিনীপুরে অত্যুৎকৃষ্ট নীলও উৎপাদিত হয়। বার্ষিক উৎপন্ন নীলের মূল্য ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার অঙ্কে নিরূপিত হইয়াছে। হুগলি জিলায় নীলোৎপাদন ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিভাগের অপরাপর স্থানেও নীলোৎপাদন লাভজনক বোধ না হওয়াতে পরিত্যক্ত হইতেছে।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বরাহনগর, গৌরীপুর ও ফল্‌তা বিরাশীর নিকটে পাটের কারখানা সকল সংস্থাপিত আছে। কলিকাতার চতুঃপার্শ্বেও অনেক গুলি কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আশা করেন যে এই স্থান শীঘ্রই শিল্পজাত উৎপাদনের প্রধান স্থান হইয়া উঠিবে। কিন্তু কেবল আশা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে আর কি হইবে? এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনেক করিবার আছে। সকল

বিষয়ে প্রজাদের অগ্রে উদ্‌যোগী হওয়া চাই বটে, কিন্তু রাজার উৎসাহদান ও অল্প আবশ্যক নহে। গবর্ণমেণ্ট এদেশে বহু অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রজাদিগকে ক্যারোলিনা ধান্য বর্জ্জিনিয়া তমাক প্রভৃতি রোপণ করিবার শিক্ষা দিতেছেন। এই উদ্দেশে স্থানে স্থানে 'মডেল ফারম' সকল সংস্থাপিত হইতেছে। এরূপ উৎসাহ দান পূর্ব্বক প্রজাদিগকে উদ্‌যোগী করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনল্প প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। শিল্প সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্টের অনুরূপ উৎসাহ দান আবশ্যক। ইউরোপীয় শিল্প যন্ত্র সকল এতদ্দেশে আনয়ন করিয়া তাহাদের উপকারিতা দেশীয় লোকের নিকট কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন না করিলে এ দেশের লোক কখন ইউরোপীয় শিল্পের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে না। এতদ্দেশীয় লোক ইংলণ্ডে গিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট ছাত্রবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় শিল্প কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য এইরূপ ছাত্রবৃত্তির সৃষ্টি করিয়া এতদ্দেশীয় উৎসাহী যুবকদিগকে বিলাতে যাইবার সুবিধা বিধান করিলে বিশেষ উপকার লাভ হইতে পারে। এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিতে পারেন।

বর্দ্ধমান বিভাগে বিগত দশ বৎসরাবধি সাংক্রমিক জ্বররোগ আবির্ভূত হইয়া অধিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই রোগ কাল্‌না উপবিভাগে সর্ব্ব প্রথম ইহার ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ করে। নিজ বর্দ্ধমান টাউনে আজ ৪ বৎসর হইল, এপিডেমিক প্রবেশ করিয়াছে। বিগত বর্ষে কাল্‌না ও রাণীগঞ্জ উপবিভাগে এপিডেমিকের প্রায় কোন উপদ্রব ঘটনা হয় নাই। বীরভূমে সুড়ির দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগের যাবতীয় স্থান ঐ বৎসর এপিডেমিক দ্বারা আক্রান্ত হয়। মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী দাসপুর থানায়ও রোগ আবির্ভূত হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে গমন করে। হুগলী জিলাতেও ১৮৭২ সালের অক্টোবর হইতে ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু ফরাসী অধিকৃত চন্দন নগর ও হাবড়ার মধ্যবর্ত্তী জনাকীর্ণ গ্রাম নিচয়ে এপিডেমিক কিছু গুরুতর মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল। যাহাহউক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আশা দিয়াছেন যে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই আশ্বাস বাক্যে আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস নাই। এপিডেমিকের কারণ অদ্যাবধি নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হইল না। নানা মুনির নানা মত। যাঁহাদের উপর এ পর্য্যন্ত এ বিষয় নির্ণয় করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা বড়২ রিপোর্ট লিখিয়া ও অভিমত প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। অনন্যগতি গবর্ণমেণ্টও নানা মতের চক্রে পড়িয়া ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। বাবু দিগম্বর মিত্র মহোদয় ৯ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সাংক্রমিক এপিডেমিক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, অনেক ব্যবসায়ী লোকও সেই মতের পোষকতা করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাবধি সেইমত পরীক্ষায় আনীত হইল না। আমরা আশ্বাস বাক্য অনেক শুনিয়াছি। সে বাক্য কার্য্যে পরিণত না দেখিলে আর আমাদের হৃৎপ্রত্যয় জন্মে না। ভরসা করি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের যে কথা, সেই কাজ হইবে। তিনি যেরূপ কার্য্যতৎপর, তাহাতে এরূপ ভরসা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইলেও পাইতে পারে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে মাদক সেবন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। কমিসনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন বলেন যদিও ইউরোপে মাদক সেবন বৃদ্ধি হইলে অপরাধের সংখ্যাও তৎসঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ বিভাগে সেরূপ ঘটে নাই। কমিসনর সাহেবের নিশ্চয়ই ভ্রম জন্মিয়াছে। ঘৃতাহুতি অগ্নিকে সর্ব্বত্রই প্রজ্বলিত করে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের জন্য বিধাতা কি স্বতন্ত্র আইন সৃষ্টি করিয়াছেন? এখানে কি ঘৃতাহুতি পাইলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়? এখানে যতই মাদক সেবন বাড়িবে ততই পুণ্য শান্তি বিরাজ করিবে!! ঘরে বসিয়া এরূপ রিপোর্ট অনায়াসে লেখা যাইতে পারে। তাঁহারই বা দোষ কি? তাঁহার নির্ভরস্থল পুলিসের মহাপুরুষেরা এবিষয়ের যথার্থ সংবাদ সংগ্রহার্থ ত নিদ্রা যান নাই? গবর্ণমেণ্ট শুনিতে চান মদে কোন অপকার হইতেছে না, তাহারাও তাহাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু আমরা প্রতিদিনের পরীক্ষায় দেখিতেছি মদ সয়তান সকল পাপে দেশকে ছাইয়া ফেলিতেছে। মদে সোণার ভারত ছার খার হইল, তবু রাজপুরুষেরা ইহার অপকারিতা দেখিতে পাইলেন না। ইহা কেবল আমাদিগের দুরদৃষ্টের ফল।

প্রাপ্ত।

প্রায় দুই মাস হইল বারুইপুরে ভয়ানক সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহার উত্তরাংশে, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বসতি অধিক, জ্বরের বিক্রম বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামটীতে প্রায়ই শ্রমজীবী এবং সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের বাস। দিবারাত্রি সকল সময়েই লোকে ঔষধের বোতল লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। লোকেরও আর তেমন সামর্থ্য নাই, যদি বেশি সুস্থ থাকে, শতকরা চারি পাঁচ জনের উর্দ্ধ নয়। সৌভাগ্যক্রমে

যদিও মৃত্যুর সংখ্যা আপাততঃ তত অধিক নয়, কিন্তু যাহার শরীরে একবার এই জ্বর প্রবেশ করিয়াছে তাহার যদি বড় আয়ুর জোর হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ শীত ঋতু ইহার জ্বালায় জ্বলিয়া পরে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। প্রায় সকল লোকই পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণকায় ও মুণ্ডিত মস্তক এবং একেবারে অকর্ম্মণ্য। যে কয়েক জন আজ পর্য্যন্ত সুস্থ আছে, তাহারা দিবারাত্রি রোগীর সেবা করিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রতি ক্ষণে জ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সঙ্কট সময়ে উপযুক্ত ঔষধ ও চিকিৎসক অভাবে সকলের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে এবং যে কয়েক জনের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। জমীদার শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু একমাত্র ঔষধ প্রদাতা ও চিকিৎসক। কিন্তু তিনিও ক্রমাগত পরিশ্রম এবং স্বয়ং জ্বরের আক্রমণে আর পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রজারা চাঁদা দেয় নাই বলিয়া সম্প্রতি তিনি যে ফিজের ব্যবস্থা করিয়াছেন গরিব লোকদের এ সময় তাহা দিয়া উঠা কঠিন হইয়াছে। এ দিকে বণিক্ ভায়ারা মরসুম পাইয়া বিলক্ষণ দশ টাকা সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। বিশুদ্ধ কুইনাইন্ ত্রিগুণ চতুর্গুণ দাম দিলেও পাওয়া যায় না। এমন ভয়ানক সংক্রামক জ্বর এ দেশে আর কখনও আসে নাই; এই তাহার সূত্রপাত হইল, এ দেশ এক্ষণ ছার খার হইতে চলিল। কেই বা রক্ষা করিবে? রোগীদের দুর্ব্বল কণ্ঠধ্বনি কি উচ্চপদবীস্থ লোকদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিবে? না গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কর্ণপাত করিবেন? দুঃখের ভরা যে ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিল, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহার প্রতি দৃষ্টি না করিলে আর উপায় নাই।

কয়েক দিন হইল গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন নেটীব ডাক্তার যৎসামান্য ঔষধ লইয়া এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। ডাক্তারটী এদেশীয় নন, পঞ্জাব প্রদেশস্থ কৃষ্ণমূর্ত্তি একজন শিখ, বোধ হয় এখানকার প্রকৃতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এবং তাঁহার বাহ্যিক আকার প্রকারে, তিনি যে লোকের উপকারে আসিবেন, এমত বোধ হয় না। 'যাহাহউক ভিক্ষার তণ্ডুলের গুণাগুণ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই।' ফলে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার দিলেই ভাল হইত। অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট যদি এ সময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কুইনাইন বিতরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেও অনেক উপকার হয়।

এখানকার ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থলে জ্বলিয়া যাইতেছে এবং অবশিষ্ট গুলিরও সিকি ফসল পাওয়া দুষ্কর। এই জন্য সকল লোকই দুর্ভিক্ষের ভয়ে আকুল হইতেছে। এখনই অতি সামান্য চাউলের মণ ৩ টাকা হইয়াছে। প্রধান রাজপুরুষগণ সকলেই এক্ষণে শৈলবিহার হইতে সতেজমস্তিষ্ক ও সবল শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, আশা করি এই ভাবী দুর্ভিক্ষ নিরাকরণে কোন উপায় শীঘ্রই উদ্ভাবন করিবেন।

বারুইপুরের পুলিষের অবস্থা অতি শোচনীয়। অনেক সময়ে পুলিস নিতান্ত কণ্টক স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে! ** নামে একটী হেডকনেষ্টবল আছেন, তাহার পালকী ব্যতিরেকে গতিবিধি হয় না। কিন্তু তাহার মাহিনার সংখ্যা ১৪৻ টাকামাত্র। আর একটী যুবাকে প্রায়ই রাজবেশে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি একজন থানার তাইদ্ কনেষ্টবল। বেতন ৬ টাকা মাত্র। তবে এত নবাবী কোথা হইতে হয়? ইনস্পেক্টর, সবইনস্পেক্টর সকলেই এখানে আছেন, তাহারা বড়লোক, তাহাদের ভাব ভক্তি সহজে বুঝে উঠা ভার, কিন্তু তাহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের চাল চলন দেখিলে কি বোধ হয়? তাঁহারা বা ইহাতে অনুমোদন করেন কেন, তাহার কারণ কি? বাজারে এক মাসের মধ্যে প্রায় ৮। ১০ টী চুরী হইল, সকলেই স্থানীয় চৌকীদারকে সন্দেহ করে, এবং তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য দরখাস্ত করাও হইয়াছে, তত্রাপি কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্য নাই। দারোগা মহাশয় কি জাগিয়া নিদ্রা যান? যাহাহউক অল্পে অল্পে যদি পুলিস সতর্ক হন ভালই, নতুবা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটী করিব না।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন বলিয়াছেন মদ্য ও মাদক দ্রব্যের প্রতি এদেশীয় দিগের আসক্তি বাড়িতেছে। লোকদিগের সমৃদ্ধিশালিতা এবং বর্ত্তমান সময়ের স্বাধীন চিন্তাশীলতা ইহার কারণরূপে উক্ত হইয়াছে। তিনি ওয়াকোপ সাহেবের ন্যায় অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আরো বলিয়াছেন ইউরোপে যাহউক, মদ্যপান দ্বারা এদেশে যে কোন অপরাধ কৃত হয় তাহা প্রায় বলা যায় না। এমন কথাও বলে? মদের জ্বালায় বঙ্গদেশ উৎসন্ন গেল ইহা হইতে সকল পাপের স্রোত প্রবাহিত, তবু মদের সুখ্যাতি। মদ টাকা রোজকার করিয়া দেয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কি তাহার দোষকে দোষ বলিবেন না?

মিরর শুনিয়াছেন শ্রীহট্টে বাবু সুরেন্দ্র নাথের পক্ষ সমর্থনার্থ জ্যাক্‌সন সাহেবকে ব্যারিষ্টার গ্রহণ করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার সাংক্রমিক জ্বর নিবারণোপযোগী চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের মহারাজা ইতিপূর্ব্বে ৫০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে অতিরিক্ত ১০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা বলেন, পাবনার সন্নিহিত দাসুরিয়া নামক গ্রামে প্রজাবিপ্লব হওয়াতে তত্রত্য জমীদার নাটোরের রাজা প্রমথ নাথ রায় বাহাদুরের ১০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। রাজা দুঃখ প্রকাশ করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন জমীদারী হইতে বদমায়েসদিগকে দূরীভূত করিবেন।

একখানি বাঙ্গালা পত্র লিখিয়াছেন যে দিনাজপুরের নজীপুর গ্রামে ১২।১৪ মাসের মধ্যে ২০০ ব্যক্তির সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছে। তত্রত্য সকল শ্রেণীর ভিক্ষা করিয়া চাঁদা তুলিয়া নদী কূলে সর্প জাতির পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনরের রিপোর্টে এই কয়েকটী জমীদারের সুখ্যাতিবাদ করা হইয়াছে—রাজা কমল কৃষ্ণ, কুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ, বাবু বসন্ত কুমার রায় চৌধুরী এবং সিবাল্ড্ সাহেব।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোর বিচারে গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় অভিযোক্তা ওকিনিলী সাহেব ইতিমধ্যে শ্রীহট্টে গিয়া বাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী গড়িতেছেন। এরূপ আচরণ কতদূর ন্যায় সঙ্গত এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত আমরা বলিতে পারি না।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর জমীদার দিগের স্বার্থের প্রতি উদাসীন নন। তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের রিপোর্টে বলিয়াছেন রাইয়ত দিগের প্রতি ঠিক্ ন্যায়াচরণ এবং জমীদারদিগের খাজানা আদায়ের আশু সুবিধা বিধান উভয়ই আমরা চাই। বর্দ্ধমান বিভাগের রিপোর্টেও প্রকাশ করিয়াছেন আইন আদালত করিয়া যথার্থ প্রাপ্য আদায় করা কঠিন এই বলিয়া যে অনুযোগ হইয়াছে তাহা অমূলক নয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য পক্ষপাতিতাবিহীন হইয়া সকল শ্রেণীর প্রজার কুশল চিন্তা করেন।

এবার ধান্য চাষের ন্যায় বেহারের আফিম চাষের অনিষ্ট হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, বেহারে ফসলের অবস্থা এতদপেক্ষা আর মন্দ হইতে পারে না। একটী সুখের বিষয় এই সার জর্জ্জ কাম্বেলের দৃষ্টান্তে সকল রাজকর্ম্মচারী উৎসাহের সহিত দেশবাসীদিগের সাহায্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যত চেষ্টা হউক, বেহারে মৃত্যুসংখ্যা ভয়ানক হইবে।

এতদিনের পর বাঙ্গালা পঞ্জিকার প্রতি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভক্তি জন্মিয়াছে। ইহাতে এবৎসরের যে ফলাফল লিখিয়াছে তাহা ঠিক্ ফলিতেছে দেখিয়া সম্পাদক আশ্চর্য্য হইয়াছেন। এবৎসর স্বয়ং শনি রাজা এবং মঙ্গল মন্ত্রী, উভয়েরই দৃষ্টি অশুভকর !!

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তি সংবাদ পত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না, এই বলিয়া সম্প্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে এক অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন ইণ্ডিয়ান অবসার্ভার ও বিশ্ব দূতও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অবসার্ভার বলেন ক্যাম্বেল সাহেব যখন নিম্ন পদস্থ ছিলেন, মফস্বলাইট পত্রের এক জন ঘনিষ্ট লেখক ছিলেন, তখন তিনি উচ্চতর পদস্থ লোকদিগের দোষ বলিয়া দিতে পারিতেন। এখন অন্যে তাঁহার দোষ ধরিবে ইহা অসহ্য বলিয়া কি এরূপ করিতেছেন ? বিশ্বদূত বলেন গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে নিবারণ করা দূরে থাকুক বরং সকল কর্ম্মচারীকে লিখিতে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল সংবাদপত্র লিখিয়া আজি কালি কেহ অন্ন করিয়া খাইতে পারে না।

ছোট নাগপুর বিভাগে একখানি মাত্র এডুকেশন গেজেট ভিন্ন আর কোন সংবাদ পত্র প্রেরিত হয় না। মুশপুরের রাজা এই খানির গ্রাহক। সংবাদ পত্রের অন্য আর পাঠক নাই। এ দেশের প্রতি গবর্ণমেণ্ট ও সরস্বতীদেবীর কি কৃপা হইবে না ?

গবর্ণর জেনরল বাহাদুর আদেশ করিয়াছেন যে যেখানে যেখানে আবশ্যক বোধ হইবে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সেই সেই স্থান হইতে এবৎসরের জন্য রথ্যাকর আদায় বন্ধ রাখিবেন। রথ্যাকর ক্যাম্বল সাহেবের অতি প্রিয় পদার্থ। তিনি কি ইহার মায়া এখন পরিত্যাগ করিবেন ?

গবর্ণমেণ্ট অহিফেন বিক্রেতা দিগের উপর মাসিক লাইসেন্স ফি আদায় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এতদিন প্রার্থী হইলে যে কোন ভদ্র লোক বিনা ফিতে অহিফেন বিক্রয়ের অনুমতি পত্র পাইত এবং নির্দ্ধারিত মূল্যে গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরি হইতে ক্রয় করিত। ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আয়ের একটী নূতন এবং উৎকৃষ্ট পন্থা হইল। এ লাইসেন্সও যেন ডাক নিলামে বিতরণের বন্দোবস্ত হয়।

আগামী ১২ই জানুয়ারি কলিকাতায় গো প্রদর্শন হইবে। গবর্ণর জেনারল ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ইহার উৎসাহদাতা। ১২০০০ টাকা পুরস্কার দানার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে। জেনারল চেম্বর লেন বিচারকদিগের সভাপতি।

গঙ্গার সেতু নির্ম্মাণ করিতে করিতে বড় একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। হাবড়ার দিকে লৌহ কড়ী খাঁটাইতে ২ হঠাৎ একটা সরিয়া নৌকার উপর পড়িয়া যায়, নৌকা তৎক্ষণাৎ উল্টিয়া পড়ে এবং তদুপরিস্থ ব্যক্তিগণ জলমগ্ন হন। মাজিগণ সন্তরণ দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়াছে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন আডিলী এবং মাকডোনাল্ড সাহেব প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন !

কলিকাতায় প্রতি বৎসর গড়ে ৬৮ বুকল বৃষ্টিপাত হয়, এবৎসর ৪৪ বুকল মাত্র হইয়াছে। এত অধিক ও যে হইয়াছে, আমরা অনুমান করি নাই।

শ্রীরামপুরের নিকট গরল গাছার একজন চাষা লোক এক ইন্দুরের কল পাতিয়া রাখে, কিছুক্ষণ পরে এক গোক্ষুরা সাপ তাহাতে পড়িয়া যায়; ঘরে স্ত্রীপুরুষে আছে, গৃহটী অন্ধকার। স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ জিদে স্বামী কল্‌টী বাহির করিবার জন্য যেমন তাহাতে হস্ত দিবে, সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইল এবং অনতিবিলম্বে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। কি দুঃখের !

বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর দেশীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুলি করিতে পারিবে, আমাদিগের প্রধান সেনাপতি তাহাকে একটী স্বর্ণ মেডাল পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। এরূপ উদারতা তাঁহার উপযুক্ত বটে।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন বার্ণার্ড এবং গেডিস সাহেব দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যের তত্বাবধানার্থ জয়েণ্ট সেক্রেটারী হইলেন।

শিবপুরের জ্বর ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব নিবারণার্থ গত শনিবার মিউনিসিপেল কমিসনরদিগের একটী সভা হইয়া স্থির হয় জঙ্গল সকল পরিষ্কৃত হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন হইবে, পুরাণ পুষ্করিণী বুজাইয়া ফেলা হইবে। দুঃখী লোকদিগকে দাতব্যে চিকিৎসা করিবার জন্য একটী নেটিব ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটী গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন নবেম্বর মাসের শেষার্দ্ধ কাল যশোহর জেলার নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। পরে সুন্দর বনের মোরেলগঞ্জ হইয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথমে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। আমরা আশা করি তিনি স্বচক্ষে প্রজাদিগের অবস্থা, শস্যের ভাবগতি এবং পব্লিক ওয়ার্কের বিশেষ তত্বাবধান করিবেন। এ সময় সকল প্রধান রাজকর্ম্মচারী এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন আমাদিগের ইচ্ছা।

আগামী ফসলের বীজ বপন সময় নিকটবর্ত্তী হইলে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে যে স্থানে আবশ্যক বোধ করিবেন, জমীদার ও কৃষক দিগকে শস্য বীজ ক্রয়ার্থ টাকা অগ্রিম দিবেন। ১৮৭১ সালের ২৬ আইনানুসারে জমীদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীরা তাঁহাদিগের অধিকৃত ভূমির উন্নতি সাধনার্থ খাল কূপ খনন করিয়া অথবা ভেড়ীব পুল বাঁধিয়া জমী সংরক্ষণের সুবিধা করিতে উদ্যুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট ধনাগার হইতে টাকা ঋণ পাইবেন এমত ব্যবস্থা ও আছে। আমরা আশা করি এই দুঃসময়ে জমীদার ও সম্পন্ন প্রজাগণ এ সুবিধা ছাড়িবেন না।

গত ২৫ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে মৃত্যু সংখ্যা ২৩২ অর্থাৎ পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১১টী অধিক হইয়াছে। ১০২ জন বিবিধ জ্বরে, ২১ জন আমাশয় পীড়ায়, ৮ জন উদরাময়ে, ৪ জন ওলাউঠায়, অবশিষ্ট অন্যান্য পীড়ায় প্রাণ ত্যাগ করে। হিন্দু ১৫৩, খৃষ্টান ১৬ এবং মুসলমান ৬৬ জন।

১৮৭৪ সালের ১লা জানুয়ারি কলিকাতা মিউনিসিপেল বাজার খোলা হইবে বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। হগ সাহেব ইউরোপীয়দের সুবিধা করিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালীরা বাজারে আর ভাল জিনিষ পাইবেন না বলিয়া ভাবিত হইয়াছেন।

এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০০; এফ এর ৫০০ র অধিক হইয়াছে। প্রবেশিকাব নির্দ্দিষ্ট পুস্তক আর থাকিবে না বলিয়া এ বৎসর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার আগামী ১৭ ই নবেম্বর হইবে। কর্ণেল ল্যাম্ব পীড়া নিবন্ধন যাইতে অক্ষম হওয়ায় কর্ণেল হলরয়েড তাঁহার পরিবর্ত্তে যাইতেছেন। সুরেন্দ্র বাবুর বারিষ্টার জ্যাক্সন নয়, মণ্টিও সাহেব।

গত ২৪ এ কার্ত্তিক শনিবার কলিকাতায় একটী ব্রাহ্ম ও বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বর

বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষ, এলাহাবাদে কর্ম্ম করেন; কন্যার নাম সারদা সুন্দরী, নিবাস ঢাকা, তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে বিধবা হন।

শুনা গেল জনাই বাক্সার নিকটস্থ সরস্বতী নদী পুনরায় কাটিবার উদ্যোগ হইতেছে। এটী ডাক্কুনি খালের সহিত সংযুক্ত এবং নৌকাদি গমনের উপযোগী হইলে এ প্রদেশের অত্যন্ত উপকারে দর্শে।

উত্তর পশ্চিম।

অমৃতসরের ধর্ম্মসভা উর্দ্দু, নাগরী ও গুরুমুখী ভাষায় এক খানি সংবাদ পত্র প্রচারারম্ভ করিয়াছেন।

এক পঞ্জাবি রেলওয়ে কোম্পানিকে ঠকাইবার এক আশ্চর্য্য পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছে। সে গাড়ীর স্প্রিংএর নিকট দড়ী বাঁধিয়া তাহাতে ঝুলিয়া অলক্ষিতভাবে রেলগাড়ীতে যায়, এইরূপে পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের অনেক পথ ভ্রমণ করে। ধরা পড়িলে বলিল এইরূপে যাইতে বেশ হাওয়া পাওয়া যায় ও আরাম আছে। "চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ি ধরা।"

কর্পূরতলার মহারাজা ইতিমধ্যে মেও হস্পিটাল দেখিতে গিয়া এইরূপ দাতব্য করিয়াছেন:—

মেডিকেল কলেজের জন্য ১০০০ টাকা; মহারাজার সম্মুখে দুই জন ছাত্র নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করে তাহাদের পুরস্কারার্থ ৫০ টাকা; কলেজের ছাত্রদিগের জন্য ৫০ টাকা; ৩ জন ছাত্রকে পুরস্কারার্থ প্রতিবর্ষে পুস্তকাদিতে ৬০ টাকা করিয়া ১৮০ টাকা, স্থায়ী পীড়িতদিগের জন্য ২০০ টাকা। লাহোরে গমন করিলেই প্রতিবারে মহারাজা উপযুক্ত পাত্রে যথেষ্ট দান করেন।

পাটনার আই জি এস এন কোম্পানির দ্বিতীয় ইঞ্জিনিয়ার ইউলিয়ম কর্ণাস মাতাল অবস্থায় ষ্টিমারে উঠিতে উঠিতে অসামল হইয়া পড়িয়া গিয়া জলমগ্ন হইয়াছেন। এরূপ মৃত্যু ঘটনা শোচনীয় বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য নয়।

মান্দ্রাজ।

দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পত্নী বিবী লোগান তত্রত্য রেলওয়ের জন্য প্রথম এক চাপড়া মাটী কাটিয়াছেন। ইংরেজেরা স্বীয় মহিলাগণের হস্ত দ্বারা অনেক কার্য্য পূত করিয়া থাকেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট ব্যাঘ্র হন্তা কাপ্তেন কলফিল্ড একবার পর্ব্বত প্রদেশে গিয়া ৫টী ব্যাঘ্র, একটী বৃক এবং একটী ভল্লুক শিকার করিয়া আনিয়াছেন, আবার শিকারে বহির্গত হইয়াছেন।

বোম্বাই।

মান্দ্রাজের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বোম্বাইয়ের অনেক লোক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। বোম্বাইতে ১৮৬৬ সালে বিধবা বিবাহ প্রবর্দ্ধিনী একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার সভ্য ৩১০ ও উৎসাহ দাতা ১০০০ হইবে। ইহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির মধ্যে ৭টী বিধবা বিবাহ হইয়াছে। বিবাহিত দম্পতি পরম সুখে বাস করিতেছে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া সুরাট নিবাসিনী ভিকিবাই নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১১৪ বৎসর। তাঁহার ৩ কন্যার জ্যেষ্ঠাটীর বয়স ৭৫ বৎসর। এই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা রমণীর আবার একটী কন্যা আছে, তাহার বয়স ৫০ বৎসর। ভিকীবাই ছয় পুরুষে বর্ত্তমান এবং অসংখ্য সন্তান বৃন্দে পরিবেষ্টিত।

বোম্বাই আর্গস বলেন বরদার গুইকুমারের আহ্বানে দাদাজী নৌরজী বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

বরদার রাজার বিচারের জন্য কমিসন বসিয়েছে, এদিকে তাঁহার বিবাহের ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, হগ সাহেবের পরিত্যক্ত স্ত্রী পুনরায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আহা! পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ যথোচিত রূপে প্রতিপালন না করিলে কি দুঃখকর ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে!

বোম্বাইয়ের সিবিল সার্ব্বাণ্ট শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর বরদায় ছিলেন, তত্রত্য দেশীয় রাজার সহিত গুপ্ত যোগাযোগ রক্ষার সন্দেহে তাঁহাকে হঠাৎ কানাড়ায় বদলী করা হইয়াছে। দেশীয় সিবিলিয়ান দিগের নিস্তার নাই।

ইউরোপ।

প্রুসিয়ার সুবিখ্যাত প্রধান রাজমন্ত্রী বিসমার্কের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

লর্ড নর্থব্রুক আগরায় রাজসভার অধিবেশন করিলে ২৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া তাজমহল আলোকিত করা হইবে। এ সময় আবার ধুম কেন?

গতবর্ষে ইংলণ্ডে অতিরিক্ত মদ্য পানে ৩৭৯২৫৮ জন পুরুষ এবং ১২১ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। ভারতবর্ষে শেষটী আজিও ঘটে নাই, কিন্তু মদ্যপানে পুরুষজাতির সংখ্যা কত হ্রাস হইয়াছে, তাহার একটী ঠিক তালিকা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

রোমে ২ জন ইহুদী স্ত্রীলোক গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা পদের উপযুক্ত হইয়াছেন, এখানে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

ইংলণ্ডে বিখ্যাত টাইবরন্ নামে যে জাল ধনাধিকারীর মোকর্দ্দমা হইতেছে, ১১৬ দিন তাহার বিচার হইল, তথাপি এখনও তাহার আরম্ভ।

নানা বর্ণের রেশম উৎপন্ন করিবার এক নূতন পন্থা ফ্রান্সে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তুঁতপোকাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার দিলেই হয়। দ্রাক্ষালতা খাওয়াইলে ঘোর লালবর্ণ, লেটুস্ খাওয়াইলে উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণ হয়।

বিয়েনা প্রদর্শনে আমেরিকা হইতে ১৬ জন সংবাদ লেখিকা আসিয়াছিলেন।

যাহাদিগের ষ্টকিঙ্ কিনিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদের বড় সুবিধা হইয়াছে। এক পণ্ডিত আবিষ্কার করিয়াছেন, জুতার মধ্যে এক চামচ করিয়া করাতে চেরা কাষ্ঠের গুঁড়া রাখিলে পা গরম এবং শুষ্ক থাকিবে।

বিবিধ।

কাবুল সমশূল মিহার নামে একখানি সংবাদ পত্র আমীরের আদেশে পারস্য ভাষায় প্রকাশিত হয়।

খিবাবাসী লোকদিগের বিশ্বাস এই সেনাপতি কফমান রুসীয় নয়, মুসলমান। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে খাঁ আবতুল্লা নামা একব্যক্তি রোমও জাতিকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রুসীয় সেনাদলে প্রবিষ্ট হন, তিনিই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আপনার জাতির গৌরব করিতে সকলেই প্রয়াসী।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের এই আখ্যায়িকাটী এতদিনের পর শুনা গেল। যে রমণী তাঁহার পত্নী হইয়াছিলেন মিল তাঁহার একটী দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেওয়াতে তিনি বলেন তোমার মস্তকটী যদি আমার হয়! মিলও বলেন তোমার হৃদয়টী যদি আমার হয়! যুবতী বলিলেন আমার হৃদয় ও তোমার মস্তকে যখন এত মিল, একদিন আমরা জীবনে পরস্পরের সঙ্গী হইব। দম্পতির এইরূপ মিলনই সুখের বটে।

ডাক্তার স্ক্লিমান ৩ বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ট্রয় নগর খনন করিতেছেন, সম্প্রতি তিনি প্রায়ে-

মের গৃহের সঞ্চিত ধন পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বহুমূল্য স্বর্ণের দ্রব্য, অস্ত্র-শস্ত্রের ভগ্নাংশ এবং পূর্ব্বকালীন দেবমূর্ত্তিসকলের চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বের কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কম আশ্চর্য্য নয়!

ফিজি টাইম্‌স পত্রে তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখাতে সম্পাদকের নামে লাইবেলের অভিযোগ হয়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বলে সম্পাদক নির্দ্দোষী বলিয়া খোলসা পাইয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কি এত অসভ্য যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের প্রয়াসী হইয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

গাজিপুর ২৮ সে অক্‌টোবর ১৮৭৩ শাল।

দেওয়ালির ৪ দিবস পূর্ব্বে এখানে একটী জুয়া খেলা ধৃত হইয়াছে। এই খেলা ধরিতে পুলিস কর্ম্মচারিরা যে বড় চতুরতা ও সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই জুয়া খেলা এখানকার একজন ধনাঢ্য বণিকের বাটীর ভিতর হইতে ছিল। পুলিস ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব এই সংবাদ একজন গোয়েন্দা হইতে প্রাপ্ত হইয়া ২০ বিশ জন কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে উক্ত বণিকের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হন। ঐ বাড়ীটী তিন মহল এবং প্রত্যেক দরজাই বন্ধ অতএব কোন প্রকারে ভিতর যাইবার উপায় না পাইয়া নিকটস্থ গৃহস্থের বাটী হইতে সিঁড়ি আনয়ন করিয়া ছাদের উপর আরোহণ করিলেন, পরে কোন প্রকারে নীচে নামিয়া দেখিলেন যে উক্ত খেলা স্থানে প্রায় ৫০ জন লোক উপস্থিত। অধিক লোক দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ বড়ই ভীত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার সহিত কেবল মাত্র ২০ জন লোক, যদি উহারা তাঁহাদিগকে প্রহার দ্বারা প্রাণ সংহার করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে অনায়াসেই করিতে পারিত। একে তাঁহার সহিত অত অল্প লোক তাহাতে আবার চতুর্দ্দিকের দরজা বন্ধ, শীঘ্র পলায়ন করিবার ও উপায় নাই। কিন্তু উহারা তাহা না করিয়া নিজে নিজেই পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন ইনস্পেক্টর সাহেব সুবিধা দেখিয়া উহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, ৫০ জনের মধ্যে ১৬ জন ধৃত হইল, অপর সকলেই পলায়ন করিল। উক্ত বণিক এই খেলার মধ্যে ছিলেন না, তিনি তাঁহার নিজ শয়ন গৃহে নিদ্রা যাইতেছিলেন, পুলিস ইহাদিগকে ধৃত করিয়া উঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তিনি এই ঘটনার কিছু মাত্র অবগত নহেন, সুতরাং পূর্ব্বে সাবধান হইতে পারেন নাই, সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। পুলিস উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও তাহার নিকট কিছু টাকা প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করে ও ঐ সমস্ত লোকের চর্ম্ম পাদুকা তাঁহার দ্বারা বহন করাইয়া পুলিস কোতয়ালিতে লইয়া যায়। কোতয়ালিতে সে রাত্রি তাহাদের সকলকে বন্ধন দশায় থাকিতে হয়। পর দিন বেলা ২ প্রহরের সময় ঐ রূপ জুতার মোট মস্তকে বহন করিতে অস্বীকার করায় গুরুতর রূপে প্রহারিত হন, পরে কাজে কাজেই বহন করিয়া কাছারিতে যাইয়া হাজির হন। এই ১৭ জনের মধ্যে ৪।৫ জন লোক মাত্র ২০০ টাকা জামিনে খালাস পাইয়াছেন। পরে তাহাদের কি প্রকার দণ্ড হয় বলা যায় না। শুনিলাম বণিক কর্ত্তৃক পুলিস ইনস্পেক্টরের নামে মান হানির নিমিত্ত অভিযোগ করা হইয়াছে। উচিত বটে, কারণ এত বড় ধনাঢ্য মাননীয় ব্যক্তিকে এপ্রকার অপমানিত করা উচিত হয় নাই। জুয়া খেলা স্থান দিবার নিমিত্ত যে প্রকার দণ্ড বিধান আছে তাহাই তিনি পাইবার যোগ্য, এ প্রকার শাস্তি কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না।

২। এ প্রদেশে দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে রাম লীলা হইয়া থাকে। এই পর্ব্ব প্রায় বড় বড় সহরেই হয় এবং সর্ব্বত্রই প্রায় বঙ্গ দেশের বারোয়ারি পূজার ন্যায় চাঁদা করিয়া হইয়া থাকে। এবৎসর গাজিপুরে এই রাম লীলা বড় আড়ম্বরের সহিত হয় নাই, কারণ সহরের যত বড় বড় বণিক প্রায় কেহই ইহাতে সাহায্য করেন নাই, অতএব বড় সামান্য রকমে নির্ব্বাহ হইয়াছে। দশমীর দিবস বিকটাকার একটা বাঁশের বাজি পূর্ণ কাগজ মোড়া রাবণ প্রস্তুত করিয়া পোড়ান হয়। এখানকার রাম লীলায় এবৎসর ঐ রাবণ প্রস্তুত করিবার অর্থ ছিল না সুতরাং ঐ রাবণ কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে আরম্ভ হইতে পারে নাই, এবং সকলেই মনে করিয়াছিল এবৎসর তাহা প্রস্তুত হইল না। অষ্টমীর দিবস একজন ধনাঢ্য এই সংবাদ পাইয়া রাবণ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ২০ টাকা দান করেন, তাহাতে সদ্য রাবণ প্রস্তুত হয়। এই রাবণ লীলা স্থলে আনয়ন করিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কারণ ঐ রাবণ দেহ অতি বৃহৎ এবং ভিতরের সমস্ত বাঁশ গুলি কাঁচা, অতএব যতবার দাঁড় করাইতে চেষ্টা হইয়াছে তত বার উক্ত বাঁশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, পরে ঐ বৃহদাকার দেহটা খণ্ড খণ্ড করিয়া জ্বালান হইয়াছে। সুতরাং উহার ভিতর স্থিত বাজি গুলিন হাতে করিয়া ছুড়িতে হইয়াছে। একজন কনষ্টেবল কতক গুলি রাবণ মধ্যস্থিত হাওয়াই হাতে করিয়া ছোড়ে ও একটী হাওয়াইয়ের শিশ (অগ্রভাগ) একজন লোকের স্কন্ধে আসিয়া পতিত হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা যান, অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পাল্কি করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শুনিলাম অদ্যাপি তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্টের উচিত এই সকল বাজি ছোড়া প্রণালী বন্দ করিয়া দেন, তাহাহইলে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে না।

৩। বেনরস, অহিফেনের প্যাকিন (এখান হইতে কলিকাতার চালান) গত সোমবার ২৭ তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ ৫০০ করিয়া সিন্দুক চালান হয় এবং প্রত্যেক সিন্দুকে ৪০ টী করিয়া গোলা থাকে, এক একটী গোলা ওজনে সের করিয়া হইয়া থাকে, কোন কোনটা ১ এক আধ সের বেশীও হয়। এবৎসর এখান হইতে ১৮০০০। ১৯০০ হাজার সিন্দুক চালান হইবে। রেলওয়ে কোম্পানি এই সকল সিন্দুক লইয়া যাইবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে এই সকল সিন্দুক কলিকাতায় যাইয়া বোর্ড আফিসের গুদামে রহিবে, পরে ক্রমশ নিলাম দ্বারা বিক্রয় হইবে। এই অহিফেনে গবর্ণমেণ্টের যে কত লাভ তাহা বোধহয় সকলেই জানেন, কিন্তু এত লাভ সত্বেও অন্য আফিসের কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা অহিফেন আফিসের কর্ম্মচারীদের বেতন অনেক কম, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত।

৪। সোমপ্রকাশের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ বিদ্যাভুষণ মহাশয় কিছু দিন হইল এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার এখানে আসার কারণ বায়ু পরিবর্ত্তন। দেশে ম্যালিরিয়া কর্ত্তৃক অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া এ প্রদেশে সুস্থ হইতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার ২ টী কনিষ্ঠ পুত্র ও ভবানীপুর নিবাসী সং-

স্কৃত কলেজের বি এ ক্লাশের ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য আছেন। তাঁহারা এখানে শীত ঋতুর শেষ পর্য্যন্ত থাকিবেন। শুনিলাম বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত কলেজের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পেন্‌সনের দরখাস্ত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই প্রদেশেই বাস করিবেন; কেবল তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ দেশে প্রত্যাগমন করিবেন। এখানে তাঁহাদের শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে এবং আরও কিছু দিন থাকিলে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিবেন। এখাকার জল বায়ু বড় উত্তম। পীড়িতদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৫। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের এখানে আসিবার কথা আছে। তিনি পঞ্জাব হইতে প্রত্যাগমন কালে গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিবেন এই আশায় ব্রাহ্ম মহাশয়গণ বড় আহ্লাদিত ও তাঁহার থাকিবার নিমিত্ত স্থানের চেষ্টা করিতেছেন। এখানকার ব্রাহ্ম-সমাজের সমস্ত সভ্যই এই দেশীয়। কেবল আচার্য্য মহাশয় বঙ্গবাসী। তাঁহারি যত্নে এই সমাজ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে এ প্রকার ব্রাহ্ম সমাজ বোধ হয় কোথাও নাই যে সমস্ত সভ্যই হিন্দুস্থানী। কেশব বাবুর এস্থান দেখিয়া যাওয়া উচিত।

গাজীপুরস্থ সংবাদ দাতা।

মহাশয়!

বিগত ২০ কার্ত্তিক মঙ্গলবার চন্দ্র গ্রহণোপলক্ষে কাশীতে অত্যন্ত লোকারণ্য হইয়াছিল। কাশী, হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে তীর্থরাজ বলিয়া হিন্দুস্থানের ভিন্ন২ প্রদেশ ও বিভাগ হইতে নানা শ্রেণীর হিন্দু যাত্রী গ্রহণের ৩।৪ দিবস পূর্ব্বাবধি অত্র স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রহণের দিবস নিকটবর্ত্তী নগর ও পল্লী গ্রাম হইতে এত সংখ্যক যাত্রী আসিয়া কাশী সহরকে পূর্ণ করিয়াছিল, যে নগরীর পূর্ব্বাংশে (গঙ্গার সমীপবর্ত্তী পক্ক গলীতে) কেহ মুক্ত ভাবে গমনাগমন করিতে পারেন নাই। কোন যৎসামান্য পর্ব্বোপলক্ষে যখন কাশীতে অসংখ্য লোকের সমাবেশ হয়, তখন গ্রহণ সময় এত ভিড় হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ লোকদিগের সংস্কার এই, গ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাতীরে স্নান দানাদি করাতে অমূল্য ফল লাভ হয়। তাহাতে আবার কাশী তীর্থ। কাশীর নিম্নদেশে উত্তরবাহিনী গঙ্গা থাকাতে কাশীর মাহাত্ম্য বিষয়ে পুরাণে অনেক বর্ণনা আছে। এমন কি কাশী দ্বিতীয় স্বর্গ, কাশীতে মৃত্যু হইলে অথবা কাশীর নিম্ন ভাগে গঙ্গাতে মৃতদেহের অস্থি নিক্ষেপ করিলে দেহীর স্বর্গ লাভ হয়। কাশীতে যাহা করিবে তাহাই অক্ষয়; এবম্বিধ প্রবাদ থাকাতে পূর্ব্বে অন্যান্য দেশীয় যাত্রীগণ আসিয়া এখানে দান দক্ষিণাদি করিয়া পুণ্য ক্রয় করিয়া যাইত। এখানে কয়েক ঘর আধ-হিন্দু ব্রাহ্মণ বিনা তখন কেহ এস্থানে দানাদি গ্রহণ করিত না। ঐ দান গ্রাহক ব্রাহ্মণ কুল হইতে গঙ্গা পুত্র নামে একটী জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ গঙ্গাপুত্রগণ কাশীতে বিদেশীয় যাত্রিকের উপর একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। এমন কি কেহ দান করিতে অক্ষম হইলে তাহার পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্তও অপহরণ করিয়া লইত এবং প্রহার করিতেও ত্রুটী করিত না। আপাততঃ আমাদের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট কে-সাহেব, এই উপদ্রবকারিদিগকে একপ্রকার শাসন করাতে এখন যাত্রী গণের আর তত কষ্ট হয় না। তজ্জন্য আজ কাল যাত্রিগণ আসিয়া নির্ভয়ে কাশী দর্শন করিতে পারে। উক্ত দিবস রাত্রি ৭॥ টার সময় গ্রহণ লাগিয়া ৮ টা অবধি ১১ টা পর্য্যন্ত সর্ব্ব গ্রাস হইয়া মহান্ধকার হইয়াছিল; পরে ১১॥ সময় চন্দ্র মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় জ্যোৎস্না প্রকাশ করেন।

গ্রহণের সময় আমাদের মনে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল যে, যখন এস্থানে এত লোকের আগমন হইতেছে, তখন পাছে নগরের কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়। প্রায় মেলার মধ্যেই ওলাউঠার আবির্ভাব হইতে দেখা যায়, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে এত অসংখ্য লোকের আগমনেও কোন বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়াতে এবং প্রকাশক প্রায় এক মাস কাল পীড়িত থাকাতে কার্ত্তিক মাসে পত্র প্রকাশিত হইল না। ঈশ্বরেচ্ছায় গ্রাহক সংখ্যা আর কিছু বৃদ্ধি হইলে এবং প্রকাশক আরোগ্য লাভ করিলে ত্বরায় পত্র খানি প্রচারিত হইতে পারিবে।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
২৫শে কার্ত্তিক }

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵০
মাসিক ...	[illegible]	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫. নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ, ৩১শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার। ১৮৭৩—২১শে নবেম্বর { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত কল্য হুগলীর প্রতিনিধি জজ সি ডি ফিল্ড সাহেবের নিকটে তারকেশ্বরের মোহন্তের বিচার হইয়াছে। আমরা আগামী বারে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিব।

রাজসাহী বিভাগের কমিসনর মলোনী সাহেব দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ তণ্ডুল ক্রয় করিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ঐ জেলার বলিহারপুর, দাসপুর, ও হাটগাছা প্রভৃতি গ্রামে সাংক্রমিক জ্বর গত বর্ষ হইতে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়াছে। চিকিৎসাভাবে লোকের প্রাণ যায়,গবর্ণমেণ্ট কি একবার দৃষ্টিপাত করিবেন না ?

কোন্নগরের খেয়াঘাটের পারাপারের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, যে তিন খানি বৃহদাকার নৌকা আছে, তাহার মধ্যে কেবল এক খানিতে দাঁড় আছে, ইহাতে এক ঘণ্টার কমে পারাপার হওয়া কঠিন, তজ্জন্য শ্রীরামপুরের ভাইস চেয়ার ম্যানের নিকট দরখাস্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা এবিষয়ে কিছু মনযোগ করিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

গত ১৩ই নবেম্বর রিবর পুলিস সম্বন্ধে চন্দ্রিকা যে একটী প্রস্তাব লেখেন, আমরা তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। টিকিট ওয়ালা পান্‌সী সকল সুযোগ পাইলেই যেরূপ অপরিমিত লোক ও জিনিষের চাপান দিয়া যাতায়াত করে, তাহাতে আরোহীদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং নৌকা ডুবিবার সম্ভাবনা। রিবর পুলিস হাটখোলার ঘাটেই বদ্ধ হইয়া না থাকিয়া গঙ্গার একটু উত্তর ভাগে তত্ত্বাবধান করিলে আইন বিরুদ্ধ অনেক কার্য্য দেখিতে পান।

ভারত সংস্কারক।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের আয়োজন।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শস্যের অবস্থা অবগত হইবার জন্য গত ১৩ই অক্টোবর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া যে সারকুলার প্রচার করেন, স্থানীয় অনেকগুলি রাজকর্ম্মচারীর নিকট হইতে তাহার প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলায় একান্ত শস্যাভাব হইবে :—

(১) পাটনা বিভাগের সমুদায় জেলা।

(২) ভাগলপুর বিভাগের সাঁওতাল পরগণা ভিন্ন সমুদায় জেলা।

(৩) রাজসাহী বিভাগের দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহীর কিয়দংশ, মালদহ এবং মুরসিদাবাদ।

গবর্ণমেণ্ট উপরি উক্ত স্থান সকলকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। নাবী বর্ষা না হইলে ১৮৭৩।৭৪ সালে সংবৎসরে এ সকল স্থানে।৶৹ আনারও কম শস্য জন্মিবে এবং তৎ তৎ স্থানে এক্ষণ হইতেই অল্লাধিক পরিমাণে সাহায্য কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে। জেলা মানভূম, বর্দ্ধমানের অধিকাংশ এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের কিয়দংশে কিছুকাল পরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইতে পারে এবং আবশ্যক হইলে সময় মতে সে সকল স্থলে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে কোন্২ স্থান দুর্ভিক্ষ পীড়িত শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে, স্থানীয় কমিসনরেরা তাহা অবধারণপূর্ব্বক যখনি রিপোর্ট করিবেন, তখনি তাহার বিশেষ সাহায্যের উপায় করা হইবে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, স্থানীয় সকল কর্ম্মচারীকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে ও সাধ্যমত তাহার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট স্বাভাবিক বাণিজ্যের সুবিধা বিধান করিবেন; ফেরী, ঘাট, রেলওয়ে ষ্টেসন ও নদী সকল দিয়া শস্য গমনাগমনের যে কিছু প্রতিবন্ধক আছে বা উপস্থিত হইবে তাহার নিরাকরণ করিবেন। এই উদ্দেশে রেলপথে শস্যের ভাড়া অর্দ্ধেক কমান হইয়াছে, স্বল্পতোয়

নদী প্রভৃতির পারাপারের মাশুল কিছু কালের জন্য স্থগিত হইয়াছে এবং রাজসাহী বিভাগে গঙ্গা ও অন্যান্য জল পথের উপর ষ্টিমার ও বজরা রক্ষিত হইয়াছে। যে সকল স্থলে সম্পন্ন ব্যবসায়ীর অভাবে স্বাভাবিক বাণিজ্যের অসুবিধা হইয়া শস্যাভাব ঘটিবে, গবর্ণমেণ্ট সে সকল স্থলে টাকা ঋণ দিয়া স্বাভাবিক বাণিজ্যের সাহায্যদান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রস্তুত। জমীদার নীলকর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শস্য আনাইয়া পড়তা যত পড়িবে, সেই দরে বিক্রয় করিলে টাকা ঋণ পাইবেন। বিশ্বাস যোগ্য সচ্চরিত্র মহাজন প্রভৃতি দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থান সকলে শস্য বিক্রয়ার্থ বার্ষিক ৬ টাকা হিসাবে সুদ দিলে টাকা ঋণ পাইবেন, তাঁহারা যে দরে বা যে প্রকারে বিক্রয় করুন্ তাহাতে কোন আপত্তি নাই। জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা কোন ব্যক্তিকে ২০০০ টাকা এবং কমিসনরেরা কোন ব্যক্তিকে ১০,০০০ টাকা ঋণ দিতে পারিবেন এরূপ অনুমতি পাইয়াছেন। অবস্থা বিবেচনায় অধিক টাকাও প্রদত্ত হইতে পারিবে।

শ্রমজীবী বা নিঃস্ব লোকদিগের জীবিকা বিধানার্থ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং পব্লিক ওয়ার্কের কার্য্যারম্ভ করিবেন অথবা টাকা ঋণ দিয়া দেশহিতৈষী লোকদিগের দ্বারা সাহায্য দানের উপায় করিবেন। ইতিমধ্যে এ উদ্দেশ্য সাধনার্থ শোণের খাল, গণ্ডকের বাঁধ এবং রাজসাহীর রেল পথ এই তিনটী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ সকলে ব্যয় সম্পন্ন করিবেন। এতদ্ভিন্ন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পাটনা, ভাগলপুর ও রাজসাহী বিভাগের কমিসনরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বে এই কার্য্য গুলি আরম্ভ করিতে অনুমতি দিয়াছেন ঃ—

(১) গঙ্গার উত্তরে রথ্যা শ্রেণী সারণ, ত্রিহুত, মুঙ্গের ও ভাগলপুর হইতে পূর্ণিয়া, মালদহ ও দিনাজপুর দিয়া রঙ্গপুর, বগুড়া ও বহরমপুরে যাইবে এবং তথা হইতে আসাম, কাছাড় ও ব্রহ্মপুত্রের দিগন্তরস্থ অন্যান্য শ্রমার্থী পূর্ব্বাঞ্চলে যাইবে।

(২) পাটনা ও ভাগলপুরের স্থানীয় রাস্তা।

(৩) রাজসাহী বিভাগের স্থানীয় রাস্তা।

(৪) খাল কাটিয়া দামোদর ও কানানদীর সংযোগ।

এতদ্ব্যতীত দেশের সর্ব্বত্র রথ্যা বিস্তার পূর্ব্বক নিষ্কর্ম্মা লোকদিগকে কার্য্য যোগাইবার জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন। স্থানীয় ফণ্ডে টাকার অকুলান হইলে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য দান করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ সাহায্যার্থ যে সকল রথ্যা প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে, তাহার নক্সা আদি করিবার জন্য যত ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয়, গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কিছু কালের জন্য তাহার সুবিধা করিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয় করিয়া মজুত রাখিবার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। যখন চাউলের দর টাকায় ১০ সের অপেক্ষাও মহার্ঘ হইবে, তখন প্রত্যেক কার্য্যস্থানের সন্নিকটে বিক্রয়ের জন্য চাউলের ভাণ্ডার সকল সংস্থাপিত করিতে হইবে। কোন্ কোন্ স্থানে সে সমস্ত সংস্থাপিত হইলে সকল বিষয়ে সুবিধা হয়, স্থানীয় কর্ম্মচারীরা তাহা অবিলম্বে স্থির করিয়া গবর্ণমেণ্টে সংবাদ দিবেন।

যেখানে যেখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যে সমস্ত কার্য্য এ বৎসর গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, শ্রমপ্রার্থী লোকদিগকে কার্য্য দান করিবার জন্য অবিলম্বে তৎসমুদয় আরম্ভ করেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে সম্প্রতি ১০ লক্ষ টাকা অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা তম্মধ্য হইতে ঋণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। স্থানীয় সাধারণ কার্য্যের জন্য ঋণ পাইবারও স্বতন্ত্র বিধান আছে, প্রার্থী হইলে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তদনুসারে মিউনিসিপালিটীকে ঋণ দান করিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান নগরে জল যোগাইবার জন্য "প্রভিন্সেল ফণ্ড" হইতে অতিরিক্ত অনেক টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং অগৌণে ঢাকা নগরে জল যোগাইবার ও ঘেওর খাল কাটাইবার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন এরূপ স্থির আছে। যেখানে২ এরূপ কোন কার্য্য করিবার নাই এবং অনাবৃষ্টি বশতঃ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা, যে তত্রত্য মিউনিসিপালিটী বা টাউন কমিটী দ্বারা, সেই সেই স্থানের সাধারণ পুষ্করিণী সমূহের পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া শ্রমার্থীদিগকে কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। যদি দুরদৃষ্ট ক্রমে বিশেষ আবশ্যক হয় তাহা হইলে রিলিফ কমিটী সকল স্থানে সংস্থাপিত হইবে। এই সকল কমিটীর দ্বারা শ্রমাক্ষম লোকদিগকে সাহায্য দানের বিধান হইবে। আবশ্যক মত রিলিফ কমিটী সংস্থাপনের ভার জিলার মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। এই সকল রিলিফ কমিটী যে পরিমাণে চাঁদা আদায় করিতে পারিবেন, তুল্য পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও সাহায্য পাইবেন। যদিও রিলিফ কমিটীর আপাততঃ আবশ্যকতা হইতেছে না, কিন্তু তাহা সংস্থাপনের জন্য সমুদায় আয়োজন করিয়া রাখিতে হইবে যেন মনে করিলেই তাহার অস্তিত্ব দান করিয়া কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের কারাগার।

গত বৎসর ডাক্তার মোয়াট সাহেব টাইম্‌স সংবাদ পত্রে বঙ্গদেশস্থ জেল সমূহের ১৮৭১ সালের কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ক হিলি সাহেবের রিপোর্ট ও তৎসম্বন্ধে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সর জর্জ ক্যাম্বল বাহাদুরের মন্তব্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে সর জর্জ ক্যাম্বল সাহেবের নব প্রবর্ত্তিত সংস্কার সকলের প্রতিবাদ করা হয়। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে এই মোয়াট সাহেব অনেক দিন ধরিয়া এই বঙ্গদেশস্থ জেল সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধান কালে কারাগারের অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত সুখে ছিল এবং তথা হইতে কোন না কোন বিষয়ে কার্য্য নৈপুণ্য শিক্ষা করিয়া সংসার মধ্যে যে এক দিন অনায়াসে জীবিকা লাভ করিতে পারিবে তাহার উপযুক্ত হইত। মোয়াট সাহেব সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন না, তাঁহাকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইত, এজন্য কারাগারের কার্য্য নির্ব্বাহ ও তত্রত্য অধিবাসীদিগের প্রতি যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে তাঁহার উদার মত অবশ্যই অনেক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার পদে এখন হিলি সাহেব অভিষিক্ত হইয়াছেন। কারাগার সমূহের তত্ত্বাবধান ও কারাবাসীদিগের প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ বিষয়ে সর জর্জ ক্যাম্বল বাহাদুরের যে মত, তাহা ডাক্তার মোয়াট সাহেবে মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। মোয়াট সাহেবের মতে কারাগার দুরাচার পাপকারীদিগের পাপ রোগের চিকিৎসার স্থান, ক্যাম্বল সাহেবের মতে তাহা তাহাদিগের নির্যাতনের স্থান। মোয়াট সাহেব বলেন দুষ্কর্ম্মান্বিতদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত কার্য্য শিক্ষা দিলে তাহারা সংশোধিত হইবে। ক্যাম্বল সাহেব বলেন তাহাদিগকে প্রহার ও নির্যাতন করিলে, তাহারা সেই ভয়ে আর দুষ্ক্রিয়াচরণ করিবে না। হিলি সাহেব; ক্যাম্বল সাহেবের ঐ উদার মত (কি উদার!) কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন, এখন সেই মতের আদর্শ অনুযায়ী বিবিধ সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ক্যাম্বল সাহেব আশা করেন আগামী বৎসরের মধ্যে সুযোগ্য হিলি সাহেব তাঁহার আদিষ্ট সংস্কার সকল কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিবেন। যাহা হউক ক্যাম্বল সাহেবের প্রসাদে বঙ্গদেশের কারাগার সকল ক্রমে "জরাসিন্ধুর কারাগার" হইতে চলিল।

বিগত ৪ঠা আক্টোবর নরউইচের সামাজিক বিজ্ঞান সভায় ডাক্তার মোয়াট সাহেব "কারাগারের পরিশ্রম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। মোয়াট সাহেব প্রস্তাবিত বিষয়ে কারাগারের প্রধান ও প্রথম সংস্কারক জন হাউয়ার্ডের মত বক্তৃতার প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহাত্মা হলণ্ডের কারাগার সমূহ পরিদর্শনপূর্ব্বক তথাকার প্রবর্ত্তিত রীতি নীতির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে তথায় দণ্ডিত দুষ্কর্ম্মান্বিতদিগকে দ্বীপান্তর প্রেরণের নিয়ম নাই। পুরুষদিগকে শিল্পাগারে এবং স্ত্রীলোকদিগকে তন্তু-শালায় প্রেরণ করা হয়। এরূপ কার্য্যনীতির মূলে এই সত্যটী দেদীপ্যমান যে "শ্রমশীল হইলে মানুষ আর দুষ্কর্ম্মান্বিত থাকে না।" ঐ মহাত্মা হলণ্ড দেশে তৎকাল প্রচলিত যে একটী সুনিয়মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, মোয়াট সাহেব তাহাও বক্তৃতা স্থলে উদ্ধৃত করেন। "তথায় যে সমস্ত অপরাধীকে বধার্হ বিবেচনা করিয়া ইহলোক হইতে অপসারিত করা হয় অথবা বহুদিনের জন্য কারাবাসে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ অনাথ নিবাসে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় তাহারা শ্রমশীল নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করে এবং তাহাদের পিতা মাতার ন্যায় নীতিভ্রষ্ট হইয়া নষ্ট হইতে পারে না।" ডাক্তার মোয়াট তৎপরে কোর্ট রমফোর্ড প্রচারিত এই সমীচীন সদ্বাক্য উদ্ধৃত করেন যে "মানুষকে ভাল করিতে হইলে অগ্রে তাহাকে সুখী করিতে হয়।" একথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিবেন যে কি,যাহারা সমাজের কণ্টক তাহাদিগকে অগ্রে সুখী করিতে হইবে? মোয়াট সাহেব বলেন, এরূপ মত অত্যন্ত সাধারণ বলিয়া এ পর্য্যন্ত কারাগৃহ সকলকে যন্ত্রণার আলয় করিয়া রাখা হইয়াছে। বিখ্যাত দর্শনবিৎ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্‌সর বলিয়াছেন যে "অপরাধীরা, অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মানুষের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। তাহাদিগের দোষ সংশোধন ও নিবারণার্থ যাহা কিছু করা আবশ্যক, তদতিরিক্ত কোন প্রকার শাসন ঐ অপরাধীগণের প্রতি অযথাচরণ বলিয়া গণনীয়। পোপ ক্লিমেণ্ট বলেন যে দুষ্কর্ম্মান্বিতদিগকে দণ্ড দ্বারা দমন করা বৃথা, সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে সংশোধিত করিতে হইবে। মোয়াট সাহেবের মত এই যে কারাগারে শ্রমশীল ব্যবসায়ের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে শ্রম শিক্ষা দেওয়া হয়,তাহা যেন দণ্ড বলিয়া দেওয়া না হয়। এ সংস্কার থাকিলে কারাবাসীরা কখন তাহা ভাল করিয়া শিক্ষা করিবে না। শিক্ষা দিবার সময় যেন তাহাদিগের নিকট ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাহারা কারাবাস হইতে নিস্তার পাইলে,অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে বলিয়া তাহাদিগকে শ্রমজনক ব্যবসায় শিক্ষা

দেওয়া হইতেছে। কারাগারে তাহারা যে শ্রম করে, তাহাতে তাহাদের কিয়ৎ-পরিমাণে লাভ থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে তাহারা যত্নপূর্ব্বক শ্রম করিবে এবং প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিবে না। কারাবাসীর চিত্তবৃত্তি ও রুচি বিবেচনা না করিয়া, যে কোন কর্ম্মে হউক নিয়োজিত রাখিতে পারিলেই হইল, এরূপ মনে করিয়া যেন কাহাকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা না হয়। যে কর্ম্মে যাহার স্বভাবতঃ অনুরাগ ও আকর্ষণ আছে, তাহাকে সেই কর্ম্মভার সমর্পণ করিলে, সে যেমন তাহা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ করিতে পারিবে এমন আর কেহ পারিবে না। জর্ম্মণি, বেল্‌জিয়ম, সুইটজরল্যাণ্ড এবং সোএডেন প্রদেশে এরূপ পদ্ধতি অনুসারে কারাগারের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় বলিয়া, তত্তৎ স্থানে অতি সুন্দর ফল ফলিতেছে। যাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাদিগের প্রতি প্রচলিত দণ্ডবিধি আইন অনুসারে কঠিন পরিশ্রমের বিধান হইয়া থাকে। ব্যবস্থাপকগণ অপরাধের সহিত সংযুক্ত করিয়া পরিশ্রমকে ঘৃণার্হ করিয়া ফেলিয়াছেন। পরিশ্রমের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না জন্মিলে, লোকে কখনই শ্রমশীল হইবার জন্য যত্ন করিবে না। পরিশ্রম রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া যখন অপরাধীদিগকে সংশোধন করিতে হইবে, তখন পরিশ্রমের নামে ঘৃণা ও শঙ্কা উৎপাদন করিয়া দেওয়া বিধেয় নহে। যদি পৃথিবী কখন পুণ্য ও সুখশান্তির আলয় হয়, পরিশ্রমই তাহার প্রধান সাধন ও সহায় বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।

দুর্ভাগ্য ক্রমে সর জর্জ্জ ক্যাম্বল সাহেব এ সকল গভীর তত্ত্ব বুঝিবার লোক নন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে তাঁহার প্রকৃতি শাক্ত ধর্ম্মানুরাগী। তিনি শাক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতের পরিত্রাণ আনয়ন করিতে চান। তিনি মানুষকে ভয় দেখাইয়া, প্রহার করিয়া সৎপথে আনিতে চান। তিনি কারাগার সকলকে যন্ত্রণার আলয় করিয়া অপরাধীদিগকে সংশোধন করিতে চান। এই উদ্দেশেই পুলিস ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন। যন্ত্রণার ভয় দেখাইয়া মানুষকে যে ভাল করা যায় না, তাহা কি এত কালের ঘটনা দেখিয়া তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইল না? চিরকালত রাজব্যবস্থাদ্বারা অপরাধীদিগকে কঠিন শাসনের অধীন করা হইয়াছে, তথাপি অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা কমিতেছে না কেন? চিরকালত ধর্ম্মব্যবস্থা দ্বারা পরকালে দুঃসহ অনন্ত নরক যন্ত্রণার ভয় দেখান হইতেছে, তথাপি পাপ ও পাপীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে না কেন? সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এ সকল মতের পরীক্ষা হইল, তথাপিও সর জর্জ ক্যাম্বল সাহেবের ন্যায় লোকের মনে সুসংস্কারের উদয় হইতেছে না ইহাই আশ্চর্য্য! ডাক্তার মোয়াট যথার্থই বলিয়াছেন যে ক্যাম্বল সাহেব কারাগার প্রণালীর বর্ণমালাও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। যাহাতে লোকের আত্ম মর্য্যাদা বিনাশ পায়, তদ্দ্বারা লোককে সংশোধন করিতে যাওয়া, আর আকাশের উপর গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা করা একই কথা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর কারাগারে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বা হিলি সাহেব যাহাই বলুন, ইহা যে নূতন কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তনের ফল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রকাশ পাইয়াছে যে যাহারা অল্প দিনের জন্য কারাগারে প্রেরিত হয়, তাহাদের মধ্যেই মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। ইহার কারণ অবশ্যই এই যে ইহারা অল্প দিন কারাগারে থাকে বলিয়া, ইহাদিগকে নিরর্থক (কারাগারের পক্ষে অবশ্যই নিরর্থক) কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয় না, এবং কঠোর শ্রম জনক কার্য্যে নিয়োজিত রাখা হয়। যাহারা অধিক দিন কারাগারে থাকিবে, তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে কারাগারের উপকার হইতে পারিবে বলিয়া (তাহাদের নিজের কোন উপকারের জন্য নয়) তাহাদিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহার করা হয়, এবং প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল শিক্ষা দেওয়া হয়।

দেশীয় কারাবাসীদিগের প্রতি ক্যাম্বল সাহেবেরত এইরূপ ব্যবহার, কিন্তু ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় কারাবাসীদিগের প্রতি এরূপ কঠোরতার নিয়ম নাই। তাহারা গৃহ অপেক্ষা কারাগারে অধিকতর সুখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে উঠিয়াই, তাহারা চা ও টোষ্ট ব্রেড তাহাদের জন্য প্রস্তুত দেখিতে পায়। ধর্ম্ম যাজকগণ আসিয়া তাহাদের জন্য উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। তাহাদিগের জন্য কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটী হয় না। ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় অপরাধী দিগের জন্য হাজারিবাগে যে পেনিটেনসিয়ারি সংস্থাপিত হইয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য সমস্ত আয়োজনই হইয়া থাকে। হউক আমরা তাহাতে দুঃখিত নহি, আমরা কেবলই এই চাই দেশীয় অপরাধী দিগের প্রতিও অনুরূপ সদ্ব্যবহার করা হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কার্য্যনীতির সমতা স্থির থাকে। যাঁহারা বর্ণভেদের পক্ষপাতী হইয়া এরূপ বিভিন্ন ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে?

রাজভক্তি এবং পিলু ও ষ্টিভেন্স সাহেব।

নদীয়ার কালেক্টর ষ্টিভেন্স সাহেব লেখেন যে "অত্রত্য সকল শ্রেণীর লোকে সম্পূর্ণ রাজভক্ত, তবে ইহা সত্য বটে যে তাহাদিগের অনেক বিষয়ে দুঃখ জানাইবার আছে। যেখান কার অধিবাসীরা ভিন্নদেশীয় লোকের শাসনাধীন, অথচ তাহাদিগের অধিকাংশ, রাজ পুরুষ দিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং উন্নত অগ্রসর অল্পাংশ লোকেও সেই আচার ব্যবহার অবলম্বন না করিয়া কেবল তাহার অনুকরণ করিতেছে মাত্র—বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের প্রতি তত্রত্য লোক দিগের মনের ভাব অনেক বাদ দিয়া গ্রহণ করা-কর্ত্তব্য। কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের অভিসন্ধি বা কার্য্য যে তাহারা কখন কখন বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত অর্থে গ্রহণ করে ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে অত্রত্য লোকেরা আপনাদের প্রতি গবর্ণমেন্টের ও তৎকর্ম্মচারীদের সদিচ্ছা উপলব্ধি করিতে পারে এবং কোন প্রকার বিপ্লবজনক পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষী নহে।"

পক্ষান্তরে হুগলির কালেক্টর পিলু সাহেব লিখিয়াছেন, "অত্রত্য পল্লীগ্রাম বাসী লোক সাধারণ ভদ্র, শান্ত ও মানাস্পদ। ইহাঁরা সর্ব্বপ্রকার অভদ্রাচারের বিরোধী ও শিষ্ট স্বভাব। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ইংরাজীভাষী বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কার্য্যোপলক্ষে বড়২ নগরে বাস করে এবং মধ্যে মধ্যে গৃহে আগমন করে। ইহারা গবর্ণমেন্টের প্রতি তাদৃশ সন্তুষ্ট নয়। ইহারা পূর্ব্ব পুরুষ দিগের অবলম্বিত শিষ্টাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং স্বাধীনতা স্পৃহার সঙ্গে এক প্রকার কুৎসিত অবিনয় ভাব বিমিশ্রিত করিয়া শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।" লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর পিলু সাহেবের বাক্যের সত্যতার উপর বিশ্বাস করিয়াছেন।

পিলু ও ষ্টিভেন্স সাহেবের মতের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। হুগলি ও নদীয়ার লোকদিগের মধ্যে বাস্তবিক কি এত প্রভেদ? আমরা ত ইহা কখন বিশ্বাস করি না। সত্য কথা এই যে অবিকল যথার্থদর্শী লোক অতি অল্প। লোক প্রায়ই আপনাপন প্রকৃতির উপর দণ্ডায়মান হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনগণের ভাব গতিক পরিদর্শন করে। পিলু সাহেব যদি নদীয়ায় থাকিতেন, আর ষ্টিভেন্স সাহেব যদি হুগলির কালেক্টর হইতেন, তাহা হইলে পিলু সাহেব হুগলি জেলার সম্বন্ধে এখন যাহা লিখিয়াছেন নদীয়া জেলার সম্বন্ধেও বোধ হয় অবিকল তাহাই লিখিতেন এবং ষ্টিভেন্স সাহেবেরও অবিকল সেইরূপ করিবার সম্ভাবনা ছিল।

ইংরাজীভাষী নব্য সম্প্রদায় বাঙ্গালীদের উপর পিলু সাহেবের বড়ই আক্রোশ দেখা যাইতেছে। এত আক্রোশের কারণ আর কিছুই নহে কেবল এইমাত্র যে ইহারা ইংরাজদিগের সঙ্গে সমান অধিকার প্রার্থনা করে এবং গবর্ণমেন্টের নিকটে সমান নিরপেক্ষ ন্যায় ব্যবহার চাহে। ইহারা যদি ইংরাজ দিগের চরণতলের গোলাম হইয়া থাকিতে পারিত, তাঁহারা যা-ইচ্ছা তাই করুন ইহারা যদি তাহাতে কথাটীও না কহিত, তাহা হইলে ইহারা পিলু সাহেবের ন্যায় ইংরাজদিগের মনের মত লোক হইত সন্দেহ নাই। পিলু সাহেব ইহাদিগকে "ইংরাজীভাষী" উপাধি প্রদান করিয়া আপনাকে এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের বিরোধী বলিয়া ইঙ্গিতে পরিচয় দিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার দোষ এই যে ইহা দ্বারা লোক শীঘ্র আপনাদের অধিকার ও স্বার্থ বুঝিতে পারে। পিলু সাহেবের ইচ্ছা যে আমরা ইংরেজদিগের নিকট ইতর কর্ম্মচারী হইয়া চির দিন বিনম্র ভাবে থাকি এবং কস্মিন্ কালে আমাদিগের ন্যায্য স্বার্থ ও প্রাপ্য অধিকার না বুঝি। এরূপ সদিচ্ছা পিলু সাহেবের ন্যায় ইংরাজদিগেরই উপযুক্ত।

আমরা যদি কোন বিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের শিষ্টাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তাহা ইংরাজদিগেরই গুণে হইয়াছে। ইংরাজী তন্ত্রের নব্য যুবাদিগকে আর কিছুতে ততদূর শ্রীভ্রষ্ট করে নাই, যতদূর মদ্যপানে করিয়াছে। এজন্য ইংরাজদিগের চরণেই নমস্কার করিতে হয়। আমরা নিরীহ শিষ্টাচারী ছিলাম, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে ব্রাণ্ডী ও বিয়র বোতলের ব্যবহার শিখাইলেন। এখন আবার বলিতেছেন আমরা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি!

মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা ও ইংরাজ রাজ পুরুষগণ।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ইংলণ্ডের গর্ব্বস্থল। ইহার মর্য্যাদা ইংলণ্ড যেমন বুঝেন অতি অল্প সংখ্যক দেশ সেরূপ বুঝেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইংরাজেরা স্বদেশে যে বস্তুর এত আদর করেন, বিজিত দেশে পদার্পণ করিয়াই সেই বস্তুকে বিজাতীয় ঘৃণা করিতে প্রবৃত্ত হন। ভারতের মৃত্তিকার বা জল বায়ুর সংস্পর্শ মাত্রে তাঁহাদের বহুতর গুণ গ্রামের সঙ্গে এই মহদ্গুণও অন্তর্হিত হইয়া যায়। এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি বহুতর ইংরাজের সুতীব্র আক্রোশ দেখিয়া আমরা এক এক সময় আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা করি যে ইহাঁরা ত সেই ইংরাজ, তবে এদেশে

আসিয়া কি ইহাঁদের কার্য্যনীতি ও জাতীয় প্রকৃতির এত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়? বস্তুতঃ এখানে আসিয়া তাঁহাদের কার্য্য নীতিরও পরিবর্ত্তন হয় না, প্রকৃতিরও ভাবান্তর হয় না। তাঁহারা ইংলণ্ডে যেমন ছিলেন, এখানেও তেমনি থাকেন। কেবল স্থানভেদে তাঁহাদের স্বার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এই মাত্র। আমরা যেখানে মনে করি ইংরাজেরা স্বাধীনমুদ্রা যন্ত্রের যথার্থ সমাদর ও গৌরব করিতেছেন, তাঁহারা বস্তুতঃ সেখানে স্বার্থেরই সমাদর ও গৌরব করিতেছেন। ইংলণ্ডে, ইংরাজদিগের স্বার্থ রক্ষা ও তত্রত্য সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা রক্ষা একই কথা। এ স্বাধীনতা না থাকিলে ইংলণ্ডের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না। রাজা ও রাজপুরুষেরা যা-ইচ্ছা-তাই করিবেন আর তাঁহারা কথাটীও কহিতে পারিবেন না, স্বাধীনবৃত্তি ইংরাজ জাতি এ নীচতা ও অধীনতা কখনই সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় বিজিত দেশে ইংরাজদিগের স্বার্থরক্ষা ও তত্রত্য সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা লোপ অধিকাংশ ইংরাজের কাছে একই কথা। ইংলণ্ডে যাঁহারা প্রজা, ভারতবর্ষে তাঁহারা রাজপুরুষ। ইংলণ্ডে যাঁহারা প্রজাস্থানীয় হইয়া বহু আয়াসের পর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাঁহারা রাজপুরুষ স্থানীয় বলিয়া অত্রত্য প্রজাদিগকে সে স্বাধীনতায় সুতরাং বঞ্চিত রাখিতে চান। এখানে তাঁহাদের রাজকীয় কার্য্যে অধীনস্থ অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে উচ্চ বাচ্য বা দোষ প্রদর্শন করিবে, ইহা ইংরাজদিগের গর্ব্বিত প্রকৃতির নিকট অসহনীয়। স্থূল কথা এই যে ইংরাজেরা অদ্যাবধি নিঃস্বার্থভাবে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে সমাদর করিতে শিক্ষা করেন নাই। তাঁহারা স্বদেশে স্বার্থের অনুরোধে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কায় মনো বাক্যে অনুরাগী এবং সেই স্বার্থ অনুরোধে পরাজিত দেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার তেজ অসহ্য জ্ঞানে তাহার বিলোপ সাধনে অভিলাষী। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের আমেরিকানেরা আপনাদিগকে স্বাধীনতার বন্ধু ও অনুরাগী বলিয়া গৌরব করিতেন, স্বদেশহিতৈষী থিয়োডোর পার্কর তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, যে তাঁহারা যাহাকে স্বাধীনতানুরাগ মনে করিয়া দর্পিত, তাহা স্বার্থানুরাগ মাত্র। যেখানে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগ থাকে, সেখানে জঘন্য দাস ব্যবসায় রীতি মুহূর্ত্তের জন্যেও প্রশ্রয় পাইতে পারে না। সেইরূপ যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রতি লোকের নিঃস্বার্থ অনুরাগ, সেখানে স্বার্থানুরোধে তদ্বিলোপ চেষ্টা কখনই স্থান পায় না। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রতি কোন ইংরাজের নিঃস্বার্থ অনুরাগ নাই। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ উদার চরিত লোক ইংলণ্ডে ও এতদ্দেশে না থাকিলে এতদিনে এ স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইত। তবে দুঃখের বিষয় এই অত্রত্য স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিরা এ স্বাধীনতাকে অসহ্য জ্ঞান করিতেছেন এবং যাহাতে স্থানীয় সাময়িক পত্রের এ অধিকার বিলুপ্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টাপর হইয়াছেন। প্রায় সকল স্থানের জেলা ও বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা মুদ্রাযন্ত্রের এই ন্যায়াধিকার বিলোপের জন্য নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় তারস্বরে চিৎকার করিতেছেন। সে দিন রাজসাহী বিভাগের কমিসনর মলোনী সাহেব বলিলেন যে "সংবাদ পত্র সকলের দ্বারা কেবল অনিষ্টোৎপাদন হইয়া থাকে মাত্র, কিছুই উপকার হয় না।" কথাটী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মনের মত হইয়া ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। সেদিন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর বক্‌লণ্ড সাহেব বলিলেন যে "এই সকল সংবাদ পত্রের ভয়ে তাহার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরা অস্থির হইয়াছেন, নির্ব্বিঘ্নে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না।" কথাটি সর জর্জ্জ কাম্বেল বাহাদুরের মনে লাগিল। সে দিন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনর বলিলেন যে "দেশীয় সংবাদ পত্র সকল কোন কোন বিখ্যাত সংবাদ পত্রের দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া রাজপুরুষদিগকে যে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ অনিষ্ট ফলই উৎপাদিত হইবে।" আরও কত লোক কত কথা বলিতেছেন এবং সকল কথাই ক্যাম্বল সাহেবের মনঃপূত হইতেছে। আশ্চর্য্য যে একজন বিখ্যাত দেশীয় হাকীমও নিজে একজন সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়া ইংরাজ রাজপুরুষ দিগের কণ্ঠস্বরে স্বর মিলাইয়া তাহাদের চিৎকারের সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। যাহাহউক আমরা একথা বলিতেছি না যে এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্র সকল নির্দ্দোষ, কখন তাহাদের অধিকারের অযথা ব্যবহার করে না। কিন্তু সে দুর্ব্বলতা কি মার্জ্জনীয় নহে? ঈশ্বর উদার হস্তে যাবতীয় নর নারীকে স্বাধীনতা রত্ন দান করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ নরনারী সে স্বাধীনতার অপব্যবহার না করিয়াছেন? অধিকার বিশেষের মধ্যে মধ্যে অপব্যবহার হয় বলিয়া তাহার বিলোপসাধনে চেষ্টাপর হওয়া সুপরামর্শসিদ্ধ নহে। যাঁহারা কলিকাতা অঞ্চলে বাস করেন, তাঁহাদিগকে হাকিমদের উৎপীড়ন ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয় না কেন? এই জন্য কি নহে যে এখানে সাময়িক পত্র সমূহের চিৎকার অনবরত গম্ভীর ধ্বনিতে নিনা-

দিত হইতেছে? 'মফঃস্বলের হাকিম' এ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে লোকে বাস্তবিকই ভয় পায়। কেন? না এইজন্য যে সেখানে তাঁহারা সর্ব্বে সর্ব্বা, যা ইচ্ছা তাই করিতে পারেন, প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই—তাহাদের মুখের কথাটী বাহির হইলে অনেক মানী লোকের হঠাৎ মান হানি হইয়া থাকে। এই জন্য, যে মফঃস্বলে, কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের ন্যায় সংবাদ পত্রের প্রচার ও সাধারণ মতের শাসন বিদ্যমান নাই। সৌভাগ্য ক্রমে সম্প্রতি মফঃস্বলের স্থানে স্থানে সংবাদ পত্র সকল প্রচারিত হইতেছে এবং সাধারণ মতের শাসনের বীজ রোপিত হইয়াছে। বীজ সবে অঙ্কুরিত হইয়াছে, এখন ফলবান্ হইবার অনেক বিলম্ব। কিন্তু সূত্রপাতেই হাকিম দিগের চিৎকার আরম্ভ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ইহার বিনাশ বাসনায় অনেক গুলি কুঠার উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। কখন কি হয়? দেশীয় সংবাদ পত্রেই কি গবর্ণমেণ্ট ও রাজ পুরুষ দিগের প্রতি লোকের বিরাগ জন্মাইতেছে, ইংরাজ পত্রে কি কিছু করিতেছে না? অবজার্ভার একাদিক্রমে ক্যাম্বল সাহেবকে লইয়া যেরূপ কঠোর ক্রীড়া করিতেছেন, কোন্ দেশীয় পত্র এরূপ করিয়াছে? কিন্তু অবজার্ভারের প্রতি একটী বাঙ্ নিষ্পত্তিও হইল না কেন?

বিশেষতঃ যে সমস্ত বিভাগীয় কমিসনর ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাময়িক পত্র সমূহের প্রতি বিষদৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন লোক স্থানীয় সংবাদ পত্র সকল মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন? যদি কোন সংবাদ পত্রে রাজপুরুষদিগের কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা সূচক কোন প্রস্তাব লিখিত হইয়া থাকে, সেই মহাত্মা হয়ত সেই পত্রের সেই প্রস্তাবটী অনুগ্রহ করিয়া পড়িলেন। তদ্ভিন্ন সেই পত্রের সঙ্গে তাঁহার সম্ভবতঃ আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। এ অবস্থায় ইহাঁদের বার্ষিক রিপোর্টে দেশীয় সংবাদ পত্র সম্বন্ধে যে কোন মত ব্যক্ত হয় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করা উচিত নয়। গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহের যথার্থ ভাব গতিক অবগত হইতে চান তাহা হইলে কমিসনর ও কালেক্টর দিগের স্থানে এ বিষয়ের তথ্য না চাহিয়া বরং গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক রবিন্সন সাহেবের নিকট চাহিলে অধিকতর ফলোদয় হইতে পারে। কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে যাবতীয় দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্র মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হয়। অন্ততঃ সেই২ সাময়িক পত্রের ভাবগতিক সম্বন্ধে তিনি যেমন রিপোর্ট লিখিতে পারিবেন এমন আর কেহ পারিবেন না।

উপসংহার কালে আমরা আমাদিগের রাজপুরুষগণকে একটী হিতকথা বলি, তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মনুষ্যের শাসন কার্য্য হাজার উৎকৃষ্ট হউক, তাহার কোন না কোন অংশে দোষ থাকিবেই থাকিবে। সেই দোষ ব্যক্ত হইলে তাহা সংশোধিত হইয়া যায়, নতুবা তাহা স্বভাবতঃ বৃদ্ধি পাইয়া সকল অনিষ্টের কারণ হয়। ভারতবর্ষে "রামরাজ্য" আদর্শ স্বরূপ বলিয়া অদ্যাপি সকলের নিকটে সমাদৃত রহিয়াছে কেন? রাজা রামচন্দ্র দুর্ম্মুখ নামে একটী চর রাখিয়া ছিলেন। সে সর্ব্বস্থান হইতে যথাশ্রুত দোষের কথা আনিয়া অসঙ্কোচে ও নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহার গোচর করিত এবং তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার প্রতিবিধান করিয়া প্রজাগণের অসুখের কারণ নিরাকরণ করিতেন। সংবাদ পত্র সকল যদি দুর্ম্মুখ চরও হয়, তদ্দ্বারা রাজ পুরুষগণের শাসনের দোষ সংশোধিত এবং প্রজাগণের হিত সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ হিতকারী বন্ধুকে যিনি বিনষ্ট করিতে চান, তাঁহাকে কখন সুবুদ্ধি শাসনকর্ত্তা বলা যায় না।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। উত্তর পাড়ার হিতকরী সভার দশম সাম্বৎসরিক বিবরণ।—

অধুনাতন কৃতবিদ্যগণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত সভা সংস্থাপিত হয়, তাহা প্রতিধ্বনিতে কিছুকাল স্থায়ী থাকে, অবশেষে নিদাঘকালীন মেঘমালার ন্যায়, বিনা বরিষণে অদৃশ্য হইয়া যায়। হিতকরী সভাটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহার কার্য্য সকল নীরবে সম্পন্ন হইতেছে এবং আমরা জানি ইহা দ্বারা উত্তর পাড়ার বাস্তবিক অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই সভাটী যত কার্য্যশীল, তত বাক্যপূর্ণ নহে। অবাতবিলোড়িত নিম্নগা গভীরা প্রবাহিণীর ন্যায় ইহার কার্য্য প্রবাহ ধীরে ধীরে আজ দশবৎসর কাল বহিয়া যাইতেছে। এদেশে অনেকস্থলে অনেক জমীদারী আছে, কৃতবিদ্য সভ্য সমাজ মণ্ডলীও আছে, এরূপ একটী সৎসাহসিক সভা কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত নাই। অথচ এবম্বিধ এক একটী সভার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বস্থানেই দৃষ্ট হয়। অতএব এই সভাটীকে একটি আদর্শ সভা বলিতে হইবে। আমরা ইহার সম্যক্ প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারি না।

সভার বিজ্ঞাপনীতে দৃষ্ট হইল স্ত্রীশিক্ষা প্রতি ইহার বিশেষ মনোযোগ, এবং এই কার্য্য ইহার সম্ভ্রম মত সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ, নিঃসহায় বিধবা ও শিশুগণের দুঃখ মোচনার্থ এবং পীড়িত জনের ঔষধার্থ এই সভা যথা সাধ্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। গত বৎসরে এজন্য ২৭০্ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনী মধ্যে কোন খানে আমরা তুলনার তালিকা দেখিতে পাইলাম না। এজন্য বলিতে পারি না পূর্ব্ব দুই তিন বৎসরাপেক্ষা বিগত বৎসরে শেষোক্ত সদ্ব্যয়ের জন্য সাঁহায্য দান বৃদ্ধি কি হ্রাস হইয়াছে। সভার সাহিত্য বিভাগে নিয়মিত ছয়টী বক্তৃতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সম্পাদক মহাশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা অণুমাত্রও নই। শূন্য বক্তৃতায় আমাদিগের দেশ পূর্ণ হইয়াছে।

উত্তরপাড়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহের মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করাও সভার অন্যতর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশে সভা কর্ত্তৃক অদ্যাপি যে কোন মুখ্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপনীতে তাহা দৃষ্ট হইল না। বোধ হয় সভা এখনও ততদূর বলিষ্ঠ হইতে পারে নাই, যাহাতে ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিসারী হইতে পারে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই উদ্দেশ্যটী কি সদস্যগণের মনে সমুদিত

আছে? থাকিলে অবশ্য তাহার কিছু না কিছু অনুষ্ঠান শুনিতে পাইতাম। সভা কি দেখিতে পান নাই, স্ত্রীশিক্ষার পথে বাল্য বিবাহ কতদূর অন্তরায় হইয়াছে। যে স্ত্রী শিক্ষা দান সভার এত প্রিয়তম কার্য্য, বাল্য বিবাহ নিবারণ করিতে এবং বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ না দিতে পারিলে তাহা সম্যক্ শুভ ফলপ্রদ হইবে না।

দেশীয় এবং বিদেশীয় শিল্পোন্নতি সাধন পক্ষে হিতকরী সভার কৃতকার্য্য হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে। ইহার নিকটেই একটী ধনাঢ্য এবং সুশিক্ষিত জমিদারের বাসস্থান। তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী করিবার পক্ষে হিতকরী সভার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। এজন্য সভা যদি চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে দেশের যে কতদূর মঙ্গল সাধন হয় আমরা বলিতে পারি না।—যাহা হউক, আমরা আশা করি, সভার উল্লিখিত অন্যতর উদ্দেশ্যটীর প্রতি, ভবিষ্যতে যেন তাহার চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণেও নিয়োজিত হয়।

২। চণ্ডালিনী। শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৭৭ সাল।

চণ্ডালিনীর উপন্যাসটী বৃদ্ধা পিতামহীর গল্পের মত। ইহাতে অপ্রাকৃতিক অদ্ভুতের যত প্রাধান্য, প্রাকৃতিক অদ্ভুতের ততদূর নহে। উপাখ্যানের কিছু আকর্ষণ নাই। যে সকল দৃশ্য ইহাতে চিত্রিত আছে, তাহা অতি সামান্য এবং পুরাতন। উপন্যাস মধ্যে প্রিয়দর্শন ভিন্ন একটীও চরিত্র নাই। এই প্রিয়দর্শনের চরিত্র ও সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হয় নাই। উপন্যাস বর্ণিত জনগণের আচার ব্যবহার, গৃহ ধর্ম্ম, প্রভৃতি কিছুই বর্ণিত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে নিষ্প্রয়োজনীয়, ও অসম্বদ্ধ বর্ণনা আছে। অবশেষে বক্তব্য এই, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক শ্রেণীর লেখক, বঙ্কিম বাবু অন্য শ্রেণীর লেখক। বঙ্কিম বাবুর রচনা অনুকরণ করিতে গিয়া তিনি সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

৩। প্রমোদিনী, প্রথম খণ্ড। পাকুড় প্রমোদিনী সভা প্রচারিত। কলিকাতা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক খানি হস্তগত হইলে প্রথমতঃ আমরা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি ইহাতে উক্ত সমাজের বিবরণ ও সভ্যগণের পঠিত প্রবন্ধ সমূহ প্রকটিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমাদের সে ভ্রম শীঘ্র দূরীকৃত হইল। পাঠ করিয়া দেখি, ইহাতে কতিপয় অমিত্রাক্ষর কবিতা, দুইটী অসম্পূর্ণ উপন্যাস, এবং গুটি কত হুতমী ধরণের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতা কয়েকটী সরল, মধ্যে মধ্যে ওজস্বী এবং সুপাঠ্য হইয়াছে। আংশিক উপাখ্যান দুটী ভাল লাগিল না। হুতমী ধরণের রচনা গুলিতে বিরক্তি জন্মিল।

প্রমোদিনী সভা কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। সভ্যগণ, এপ্রকার রচনা প্রচারে সময় ও অর্থের অপব্যয় করিতেছেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। যে স্থলে পাঁচ জন একত্রিত হয়, সে স্থলে আমরা এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল লাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকি। দেশ, কাল বিবেচনা করিয়া সভ্যগণ যদি কার্য্য করিতেন, আর অধিক কল্পনা শক্তির আলোচনায় যে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, তাহা তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। চিত্ত বিনোদন গ্রন্থ প্রচারই যদি সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, সে উদ্দেশ্য কি অন্য প্রকারে সিদ্ধ হয় না? আজিও দর্শন তত্ত্ব, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সভ্যতা, বাণিজ্য এবং শিল্পের অদ্ভুত ইতিবৃত্ত রূপ মহাসাগর অমন্থিত রহিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে কয় জন প্রকৃত দেশ হিতৈষী সৎসাহস পূর্ণ বিচিত্র জীবন বৃত্তান্ত সাধারণ্যে প্রচারিত আছে? কয় জন রণ বীর এবং অসমসাহসিক লোকের লোমহর্ষকর অবদান নিচয় আমরা অবগত আছি? কোন্ আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাস সাধারণ জনগণ জানিতে পারিয়াছেন? এ সমস্ত বিবরণে কি উপন্যাস অপেক্ষা আকর্ষণী ও বিমোহিনী শক্তি নাই? আমরা ভরসা করি প্রমোদিনী সভা আমাদিগের বাক্য গুলি সদ্ভাবে গ্রহণ করিবেন।

প্রাপ্ত।

লহরীভূষিতা, অয়ি যমুনা সুন্দরি!
মোহিতে মনোজ্ঞ বেশে মানব অন্তর,
কেবা সেই অদ্বিতীয় শিল্পবিদ্বর,
বিরচিল দেহ তব মনোহর করি?
নিরমল নিরাময় তব কলেবর,
নিরখিলে উথলয় ভাব সরোবর।

(২)

বৃক্ষাবলী-বিভূষিত কল্লোলিনী কূল,
প্রবাহিয়া পৃথ্বীতলে যাহারা সতত,
মানবের হিত-ব্রতে আছে অনুরত;
তব সহ তারা কেহ নহে সমতুল।
তরঙ্গই তাহাদের চারুতা-নিদান,
কোথা পাবে তোয় রাশি তোমার সমান?

(৩)

ব্রততী-বেষ্টিত, চারু সহকার ডাল,
পড়িয়া সলিলে তব, করিছে মোহিত;
বোধ হয় লতা-রাজী স্বনাথ সহিত,
তুলিছে বিকচ প্রায় কমল-মৃণাল;
অপরূপ তবরূপ হেরিলে নয়নে.
বিলাস বিভব-সুখ তুচ্ছ হয় মনে।

(৪)

কল্লোল-কলাপময় তব কলেবর,
নিরখিলে নয়নেতে, অয়ি স্রোতস্বতি!
শুনিলে শ্রবণে আর মধুর সঙ্গতি,
সুখ-স্রোতে উথলয় কবির অন্তর;
নম্রতা-নিলয় তুমি, অয়ি নির্ঝরিণি!
প্রবাহিছ মধুস্বরে দিবস যামিনী।

(৫)

পুরোগ-পুলিন-বাসী, লতা অগণন,
তোমার প্রসাদে, অয়ি চারু স্রোতস্বতি!
বিকাশি সৌরভ-প্রদ প্রসূন সংহতি,
মনুষ্য-মানস সদা করিছে হরণ;
হেরিয়াছি সুললিত তটিনী বিস্তর,
কিন্তু তারা তব সম না হয় সুন্দর।

(৬)

তীরবর্ত্তী ভূমিকুল, চারুতা-নিদান,
শীতল সলিলে তব তৃষ্ণা দূর করি,
অকাতরে অবিরত, দিবস সর্ব্বরী,
জগত জীবন শস্য করিছে প্রদান,
উপকার তরে তব হইল সৃজন,
তোমা হতে নব সুখ লভে কৃষীগণ।

(৭)

সমীর সংযোগে তব তনু শোভাকর,
ললিত লহরীমালা, পুলিন-ধাবিত,
নিরখিলে ক্ষণকাল চিন্তার সহিত,
না হয় কাহার বল আকৃষ্ট অন্তর?
চারু বিম্ব-বিভূষিতে, যমুনা তটিনি!
কোথা লাগে তব কাছে স্বর্গ-মন্দাকিনী?

(৮)

সুরূপ বাঁশের ঝাড় বিনম্র বদনে,
হেলিয়া পড়েছে তব পুলিন উপর;
বোধ হয় যেন তারা আকৃষ্ট অন্তর,
নিরখিতে অঙ্গ-শোভা সলিল-দর্পণে।
আহা তব অপরূপ রূপ মনোহর,
হেরিতে লোলুপ মম মন-মধুকর।

(৯)

শ্বেতকায় বলাকায় শৈবাল উপর,
সানন্দে নাড়িছে অঙ্গ, চারুতা-নিলয়
যেন শত শত কমনীয় কুবলয়
বিকাশি; শোভিছে তব তনু মনোহর।
বল বল হে যমুনা; বিমল-সলিলা!
এহেন ভূষণে কেবা তোমায় ভূষিলা?

(১০)

ক্ষুদ্রতর দ্বীপচয় বেষ্টিয়া তটিনি!
কবিকুল-চিত্ত-হর সুমধুর স্বরে,
ঢালি সুখ শান্তি রস শ্রবণ কুহরে,
প্রবাহিছে অবিরত, দিবস যামনী;
সুমধুর ধ্বনি তব শুনিলে শ্রবণে,
বসিতে বাসনা হয় চারু-তীরাসনে।

(১১)

পশ্চিম পুলিনে রাখি, অয়ি স্রোতস্বতি!
মদীয় জনম-ভূমি, স্বভাব সুন্দর,
বালিয়ানি গ্রাম খানি অতি ক্ষুদ্রতর,।
করিতেছ নত্রাকারে উত্তরেতে গতি;
বলহ তটিনি! তুমি কার অন্বেষণে,
পশিয়াছ বক্র ভাবে বিজন কাননে?

(১২)

শৈশব সময়ে আমি, সহ বন্ধুগণ,
অতুল তোমার রূপ দরশন তরে,
বীচিমালা-বিরাজিত সলিল উপরে,
তরণী সংযোগে সদা করেছি ভ্রমণ;
এখনো প্রদোষ কালে, অয়ি স্রোতস্বতি!
বসিয়া নিরখি তব মোহন মুরতি।

(১৩)

সুবিমল সুধাকর হইলে উদয়,
মৃদু মন্দ পদচারি, কোন কোন দিন,
যথায় শোভিছে তরু অতীব প্রাচীন,
নিরখিতে তব রূপ বসেছি তথায়;
থাকিতে হৃদয়-সরে কল্পনা-লহরী,
ভুলিতে নারিব তব ও রূপ মাধুরী!

শ্রীহরিবংশ বসু। বালিয়ানি।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

বঙ্গদেশে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যার্থ সার জর্জ ক্যাম্বেল গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের নিকট ৫০ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, আপাততঃ ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

গবর্ণর জেনারল বাহাদুর আজ্ঞা দিয়াছেন এ বৎসর বাঙ্গালা দেশের সাহায্যার্থ টাকা ব্যয় হইবে, অতএব গবর্ণমেন্টের সকল বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ স্ব স্ব বিভাগের ব্যয় বিষয়ে যেন একটু হস্ত সঙ্কোচ করিয়া চলেন এবং এ বৎসর অতিরিক্ত কোন হিসাবে যেন ব্যয় না করেন। এরূপ সতর্কতা নিতান্ত আবশ্যক।

গত সোমবার হাইকোর্টের উভয় বিভাগ খুলিয়াছে।

সাংক্রমিক জ্বর আবার দেশ ব্যাপী হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণ বারুইপুর, হরিনাভি, রাজপুর এবং বেহালা প্রভৃতি গ্রামে ইহার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। হাবড়া শিবপুর স্থানে ইহা ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়াছে। রিসড়া মাহেশ প্রভৃতি গ্রাম কয়েক বৎসর ইহার জ্বালায় ধনে প্রাণে সারা হইয়াছে, আবার এ বৎসর পুনরায় কষ্ট ভোগ করিতেছে। নাটাগড়, নিমতা, খোদপুর, রড়া, ঘোলা প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সন্নিহিত গ্রাম সকলেও ইহা গাঢ় প্রবেশ করিয়াছে। আবার আমরা শুনিলাম ঢাকা অঞ্চলেও ইহা বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। গবর্ণমেন্টকে দুর্ভিক্ষের জন্য ভাবনাকুল দেখিয়া সাংক্রমিক জ্বর কি পুনরায় লোক সংখ্যা হ্রাস করিতে আসিয়াছেন? দুর্ভিক্ষের ন্যায় ইহারও প্রতি বিধানার্থ গবর্ণমেন্টের বিশেষ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম দ্বীপান্তর বাস দণ্ড প্রাপ্ত দুর্ভাগ্য নবীনের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় এ জন্য লেপ্টনন্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। ৪০০০ চারি হাজারের অধিক লোক স্বাক্ষর করিয়াছেন, স্বাক্ষর কারীদিগের মধ্যে কতকগুলি ইউরোপীয় ও মুসলমান ভদ্র লোকও আছেন।

বঙ্গভূমি আর একটী গুণবান্ পুত্র হারাইয়াছেন। সিমলা নিবাসী বাবু কাশী প্রসাদ মিত্র ঘোষ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তিনি প্রথম বয়সে আপনার বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার নামক প্রথম দেশীয় ইংরাজী সংবাদ পত্রের তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি একজন কবি বলিয়া খ্যাত। তাঁহার লিখিত ইংরাজী কবিতা সকল এরূপ মনোহর যে কাপ্তেন রিচার্ডসন তাঁহার ইংরাজী কাব্য সংগ্রহে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি অতি শান্ত স্বভাব ছিলেন, এ কারণ তাঁহার নাম সাধারণের মধ্যে তত প্রচারিত হয় নাই। তিনি কলিকাতার এক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অব্ দি পিস ছিলেন।

সার জর্জ ক্যাম্বেল পার্লেমেন্টের মেম্বর হইবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, ইণ্ডিয়ান অবসারভর বলেন আপাততঃ তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের এ ঘোর বিপদ সময়ে তাঁর তুল্য কার্য্যক্ষম শাসনকর্তাকে হারাইতে না হয়, ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা এই প্রার্থনা করি।

গবর্ণমেন্ট উকীল বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ১৮ টী দোষের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি উপযুক্ত রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ হইবেন। কলিকাতায় তাঁহার বিচার হইল না বলিয়া আমাদিগকে অকারণে যেন দুঃখ করিতে না হয়।

রাজস্ব বিভাগে সাক্ষ্য দিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে মৌলবী আবদুল লতীফ, রেবরণ্ড জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিনজন মনোনীত হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম মুনসেফ্ বাবু শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত অগ্রেই অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী বিভাগের ১২ জন ভদ্র ও সম্রান্ত লোক অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে মনোনীত হন, কিন্তু তাঁহারা সে মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্যান্য ইতর লোকদিগের সঙ্গে একত্র বসিতে তাঁহারা অসম্মত ইহাই প্রকৃত কারণ নহে। আমরা শুনিলাম লেপ্টনন্ট গবর্ণরের লেখাতে তাঁহাদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পাওয়াতে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি আজি কালি ভদ্রলোকদিগের মানের প্রতিও আঘাত করা হইতেছে। অগ্রে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইত—নিম্ন লিখিত 'ভদ্রলোকগণ' অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন, এখন লেখা হয় নিম্ন লিখিত 'লোকগণ।' এক সকলকেই ভদ্র আখ্যা দেওয়া হউক, নয় 'ইতর ও ভদ্রলোকগণ' লিখিলে দুই দিক্ বজায় থাকে।

ন্যাসনেল পেপার লিখিয়াছেন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিবী ব্রিচ্‌কী ছয়মাসের ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া আসিতেছেন না। মিস একুয়েডকে তাঁহার পদে নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে।

গতবারের পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার বেলভিডিয়ারের বাটীতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় অবধারণার্থ লেপ্টনন্ট গবর্ণর এক সভা করিয়াছিলেন। ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগের কমিসনর দিগকে লইয়া তিনি এবিষয়ের পরামর্শ স্থির করেন। সার জর্জ ক্যাম্বেলকে ধন্যবাদ, তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতেছেন।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা সাঁওতাল জাতির মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারার্থ গবর্ণমেন্টের সাহায্য চান, আমরা শুনিলাম লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর তাঁহাদের অনুকূল প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য

করিয়াছেন এ দুরূহ কার্য্য তাঁহারা কিরূপে সম্পন্ন করিবেন ?

গবর্ণর জেনারেল হাবড়া হইতে যে রেলওয়ে শকটে গমন করেন, পথিমধ্যে তাহার এঞ্জিনের কল ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্য মেমারীতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম সাঁতরাগাছী প্রভৃতি স্থানের সাংক্রমিক জ্বর পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যাদি দান জন্য একজন ব্রাহ্ম প্রচারক দুইজন ভাল ডাক্তার সঙ্গে লইয়া নিয়মিত যাইতেছেন। ভারত সংস্কার সভার দাতব্য বিভাগ ইহার সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। দুই বৎসর হইল প্রচারক বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বেহালা গ্রামে অসংখ্য রোগীর জীবন দান করিয়াছিলেন,এক্ষণে স্বয়ং উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে আছেন এবার সে দিকের তত্ত্বাবধান কি কেহ করিবেন না ? আমরা আশা করি দাতব্য বিভাগ কার্য্যারম্ভ করিলে দেশীয় বদান্য ধনিগণ এ সময়ে অর্থদান পূর্ব্বক সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না।

"মদ না গরল" বলেন হাবড়ার সন্নিকট পুরাতন সায়েরে খুরুট নিবাসী কোন এক ভদ্র, ধনাঢ্য লোক আপন ভদ্রাসনের সম্মুখে এক খানি মদের দোকান খুলিয়াছেন। ভদ্র লোকে আগে মদ স্পর্শ করা মহা পাপ জানিতেন, এখন তাহার ব্যবসায়ও চালাইতে লাগিলেন! কালে আরো কি হয় ?

"কলিকাতা নিবাসী বাবু যদুনাথ সেন অনেক বিষয়ে বিশেষ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি অপরিমিত মদ্যপান করিয়া তাহার প্রভাবে ৪০ বৎসরের ন্যূনাধিক বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সুলভ সমাচার এক আশ্চর্য্য সংবাদ লিখিয়াছেন, এক হিন্দু রাজপুত্র তাঁহার সদর হইতে রাজকোটে ১০ ক্রোশ পথ ঘোড়ায় চড়িয়া এক দিনে গিয়াছিলেন, আসিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি এক জন ব্রাহ্ম মিসনরী এক দিনে পদব্রজে ২০ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়াছেন।"

আমরা অবগত হইলাম ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এ বৎসর শীতকাল বরফের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বর সাধন করিবেন। তাঁহার ঈশ্বরানুরাগকে ধন্যবাদ।

বাঙ্গালার আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের জন্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায় কলিকাতার টাউন হলে একত্র হইয়া ঈশ্বরারাধনা করিয়াছেন, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভাও স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় ইহাদিগের সদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হন প্রার্থনীয় বটে। কিন্তু 'আপনারা সাহায্য না করিলে ঈশ্বর সাহায্য করিবেন না' একথা তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান। কাজে কে কি করিতে পারেন সেই দৃষ্টান্ত দেখান অধিক আবশ্যক। এবার গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সদয় ও উদ্যোগী, তাহাতে তাঁহার কার্য্যের সহকারিতা করা সকল সম্প্রদায়েরই নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বরদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ২য় বৎসরের একটী ছাত্র লালবাজারের হিন্দু হষ্টেলে থাকিত, গত মঙ্গলবার প্রাতে 'হাইড্রোসিয়ানিক আসিড' বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। একখানি কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার মৃত্যুর জন্য সে ভিন্ন আর কেহ দায়ী নহে। ইহার এ প্রকার শোচনীয় কার্য্য করিবার বিশেষ কারণ কি ? জানিতে পারা যায় নাই।

কলিকাতায় চালের দর।

বালাম প্রতি মণ		৩ হইতে ৩।৷০
ঐ ধানী	"	২৸৵০ " ২৸৵১০
মুস্কী	"	৩ " ৩৵০
কাজলা	"	২৶০ " ২।৷০
সলুই	"	২।৷৵০ " ২৸৶০

উত্তর পশ্চিম।

সাহারণ জেলায় ইহার মধ্যেই লোকের দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এক স্থানে ১১ জন লোক লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, ইহার মধ্যেই হাজার লোক কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের মজুরি অন্য সময় অপেক্ষা অল্পই দেওয়া হইতেছে।

আগ্রাতে যেরূপ জাঁকজমকে দরবার হইবার কথা ছিল, যদিও তাহা হইল না, তথাপি ধুমধামের সীমা নাই। গবর্ণর জেনারল ১৪ই নবেম্বর বেলা ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় তথায় উপস্থিত হন। ৫০টী সুসজ্জিত হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ প্রভৃতি অপেক্ষা করিয়াছিল, অভ্যাগত দেশীয় রাজগণ এবং উত্তর পশ্চিমের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সমভিব্যাহারে লর্ড নর্থব্রুক আপনার নির্দ্দিষ্ট শিবিরে প্রবেশ করেন। তিনি ২২৮টি তোপধ্বনি করিয়া রেওয়া, কৃষ্ণ গড়, ভরতপুর, ঢোলপুর, ডাটিয়া, বারাণসী, সমথুর এবং চিরকারীর রাজা দিগকে প্রাইবেট দরবারে অভ্যর্থনা ও প্রত্যাখ্যান করেন।

আউড আকবর দ্যুতক্রীড়ার এক ভয়ানক সংবাদ লিখিয়াছেন। লক্ষ্ণৌতে একজন সম্পন্ন মুসলমান যুবা দ্যুতক্রীড়ায় আপনার গৃহ, যান, যৌতক প্রভৃতি একে একে সকলি হারিয়া শেষে স্ত্রীকে পণ রাখিল। তাহাতেও তাহার হার হইলে জেতা বাদ্যাড়ম্বর পূর্ব্বক জিত রমণীকে আনয়নার্থ গমন করে। রমণী এই সংবাদ পাইয়াই আপনার বক্ষে এক অস্ত্রাঘাত করিয়া গতাসু ও ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। ক্রীড়াকারীদিগকে পুলিস ধৃত করিয়াছে। বঙ্গদেশে এরূপ কাণ্ড না হইলে আর গবর্ণমেণ্ট জুয়াখেলার কিছু করিতেছেন না !!

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী পঞ্জাব হইতে বাবু নবীনচন্দ্র রায় এবং মহম্মদ হায়াত খাঁকে রাজস্ব সভার সাক্ষ্যদানার্থ মনোনীত করিয়াছেন।

আগ্রায় গবর্ণর জেনারল যে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে ছিলেন, একখানি শকটে টক্র লাগিয়া তাহারঅনেকটা ভগ্ন হয়। এবার লর্ড নর্থব্রুকের পদে পদে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে কেন ?

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের মান মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক রঘুনাথ চারিয়ার জ্যোতিষ গণনায় বিখ্যাত হইতেছেন। তিনি বলেন ১৮ই নবেম্বর রাত্রি ৪।৷ টার সময় শুক্র তারক সিংহল দ্বীপে চন্দ্রের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইবে এবং তাহার উত্তরস্থ দেশ সকলে চন্দ্রের অতি নিকটে উজ্জ্বল কিরণে শোভা পাইবে। আমরা অবিকল এই শেষোক্তরূপ দেখিয়াছি।

মান্দ্রাজে তৈলঙ্গী ভাষায় ২৫২ পৃষ্ঠা পরিমিত সঙ্গীত সর্ব্বার্থ সভা নামে এক খানি হিন্দুসঙ্গীতের বৃহৎ পুস্তক আছে।

বোম্বাই।

মিরর বলেন বোম্বাইয়ের কৃতবিদ্যগণের মধ্যে এক জনেরও সুরাপানে মৃত্যু হইয়াছে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পুনাতে কিন্তু সুরাদেবীর প্রাদুর্ভাব কলিকাতার মত। তথাকার বিদ্বান পুরুষেরা আপনাপন স্ত্রীদিগকেও মদ্যপান করিতে শিখাইয়া থাকেন।

লো এবং লোকার নামক সাহেব দ্বয় বিয়েনা প্রদর্শন হইতে ২০০ উৎকৃষ্ট ছবি আনিয়াছেন, ইটালী, জর্ম্মনি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়মের বর্ত্তমান কালীন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চিত্রকর দিগের দ্বারা এ গুলি প্রস্তুত এবং সকলের দর্শনীয়।

বরদার গুইকুমার বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি জজ নানা ভাই হরিদাস এল এল

বি কে বয়দা কমিসনে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ নিযুক্ত করি য়াছেন। বোম্বাই আর্গস্ বলেন কমিসনের সভ্যেরা নিয়ম করিয়াছেন, কোন ইউরোপীয় কৌন্সিলীর ওকালতী শুনিবেন না। এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি?

ইউরোপ।

মৃত দেহ কবরে না পুতিয়া পোড়াইবার প্রস্তাব ইংলণ্ডে আলোচিত হইতেছে। কয়লার দাম অধিক পড়ে বলিয়া একটা বড় প্রতিবন্ধক।

টেম্‌স নদীর নীচে দিয়া যেমন আশ্চর্য্য সুড়ঙ্গ আছে, ইংলিস চ্যানেলের নীচে দিয়া সেইরূপ এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের জন্য অনেক দিন হইতে কল্পনা হইতেছিল, এত দিনের পর তাহার কার্য্য প্রাণালী স্থির হইয়াছে।

কর্ণেল বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ওয়াইলডার সাহেব কতক গুলি আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণের সহজ সঙ্কেত বলিয়াছেনঃ—চক্ষে ধূলা পড়িলে না রগড়াইয়া চক্ষের মধ্যে জলের ছাট দিবে এবং যদি পাঁস বা বালি থাকে কাগুজে পেনসিলের মুখাগ্র দিয়া বাহির করিবে।

আগুন জ্বলিয়া উঠিলে কার্পেট বস্ত্র প্রভৃতি চাপিয়া নিবাইয়া ফেলিবে। তেল জ্বলিয়া উঠিলে জল ঢালিলে আরো বিপদ অধিক। ধোঁয়ার মধ্যে যাইতে হইলে প্রথমে সজোরে নিশ্বাস টানিয়া গুড়ি মারিয়া চলিয়া যাও। কয়লার ধোঁয়া হইলে সোজা দাঁড়াইয়া চলিয়া যাও। বিষাক্ত ক্ষত স্থান জিহ্বা দ্বারা চুষিয়া লও অথবা জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া দগ্ধ কর।

বিবিধ।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু চিন দেশ বৃষ্টিতে ভাসিয়া গিয়াছে। মিরর বলেন বোধ হয় চিনেরা এবার আমাদের বৃষ্টি চুরি করিয়াছে।

বোম্বাই গেজেট জনরবে শুনিয়াছেন, হোম গবর্ণমেণ্ট তিন প্রেসিডেন্সীর ভিন্ন ভিন্ন প্রধান সেনাপতির পদ উঠাইয়া দিয়া সর্ব্ব প্রধান প্রধান সেনাপতির উপরে সমুদায় সৈন্যের ভার সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীর সিনিয়র জেনারল ইন্‌চিফ বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিবেন। মিলিটারী বিভাগের অপব্যয় যত কমে ততই দেশের মঙ্গল।

সর্ব্ব প্রথম সংবাদ পত্র চিন দেশে মুদ্রিত হইতেছে। ইহা রেসমের উপরে প্রথমে যেরূপ অক্ষরে যেরূপ কালীতে মুদ্রিত হয়, অদ্যাপিও ঠিক্ সেইরূপ হইতেছে।

রুসিয়ার আক্রমণ নিবারণার্থ পারস্যের সাহ এবং হিরাটের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার মহম্মদ য়াকুব খাঁ স্ব স্ব রাজ্যের উত্তর সীমায় সৈন্যস্থাপন করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেটের লণ্ডনস্থ এক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন আসাণ্টি যুদ্ধে সার গার্ণেট উলসী ৪০ জন অতিরিক্ত সেনাধ্যক্ষ এবং ৪০জন ইংরাজী কাগজের সংবাদ দাতা সমভিব্যাহারে গোলড কোষ্টে আসিয়াছেন, কিন্তু একটীও সেনা আনেন নাই। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ইংরেজ সৈন্য পাঠাইবেন না, দেশীয় সৈন্য প্রস্তুত করিয়া আসাণ্টি দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি করিয়াছেন। খা শত্রু পরে পরে।

নেপালে শস্যের অনাটনের আশঙ্কা হওয়াতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট রপ্তানি বন্দের হুকুম দিয়াছেন, কোন কোন বণিক ইহার অন্যথাচরণ করাতে ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স বলেন চিন সম্রাট নেপালের রাজমন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরকে ১২ লক্ষ টাকার এক খেলোয়াত এবং তৎসঙ্গে চিন দেশীয় এক উচ্চ সম্রান্ত উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ডাক্তার লিবিংষ্টোনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীরে ভ্রমণ করিতেছেন এবং মানিমা নামক স্থানে পোঁছিয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

"যে দিকে বায়ু বহিতেছে সেই দিকেই উড়িয়া চল, যে দিকে স্রোতঃ যাইতেছে সেই দিকেই অঙ্গ ঢালিয়া দেও"। সংবাদ পত্র সম্পাদকের পক্ষে এমন সদুপদেশ আর কিছুই নাই। নাবিককে যেমন "দরিয়ার হাল" বুঝিয়া নৌকা চালাইতে হয়, সংবাদ পত্র সম্পাদককেও সেইরূপ সাধারণের মনের ভাব দেখিয়া পত্রিকা চালাইতে হয়। চতুর হও, অবস্থা বুঝিয়া চল, তাহা হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। পাঠক! তুমি মনে মনে বলিতেছ যে "ইহা অতি জঘন্য উপদেশ; সংবাদ পত্র সম্পাদকের উচিত যে ন্যায় ও সত্যের সমাদর করেন, ন্যায় সঙ্গত ও সত্য বলিয়া যাহা বুঝিবেন তাহাই লিখিবেন। লোকে যদি তাহাতে বিরক্ত হয় হউক, পাঠক সংখ্যা হ্রাস হয় হউক, কিন্তু তাহা বলিয়া ন্যায় ও সত্যকে কখন উপেক্ষা করা উচিত নহে।" কথা গুলি বলিতে ভাল, শুনিতেও ভাল; কিন্তু ও সকল কেতাবি কথা কেতাবেই থাকিবার উপযুক্ত। সংসারের স্বতন্ত্র শাস্ত্র; সেই শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া যত চলিতে পারিবে ততই তোমার মঙ্গল। সম্পাদক যাহা লিখিলেন, তাহাতে পাঠকগণ যদি সন্তুষ্ট না হন তবে সে লেখার ফল কি? বিশেষতঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সাধারণের প্রতিনিধি। সাধারণের যে মত তাহাই অবশ্য তাঁহার মত। সাধারণ পাঠকগণ যে কথা বলিলে সন্তুষ্ট হইবেন তিনি তাহাই বলিবেন। মনে মনে তুমি যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া জানিতেছ, তাহা তোমার মনেতেই থাকিলে ক্ষতি কি? তুমি সম্পাদক, সাধারণের প্রতিনিধি, তোমার পক্ষে সাধারণের মনোমত কথা বলাই কর্ত্তব্য। এস্থলে আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। একজন ধনবান্ লোক পারিষদগণের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিয়াছেন ও কথা বার্ত্তা চলিতেছে; বাবু বলিলেন "কেমন হে, তোমরা কি বল,বেগুন অতি উত্তম তরকারি।" সমস্ত পার্শ্বচর গণ অমনি বলিয়া উঠিলেন "আজ্ঞা হাঁ, বড় উত্তম"। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন "কেমন হে বেগুণ তত ভাল তরকারি নয়, পটলই উত্তম তরকারি।" পার্শ্বচরেরাও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন "যথার্থই বলিয়াছেন, বেগুণ কিছু নয়, পটলই অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য।" তখন বাবু বলিলেন 'তোমাদের এ কি প্রকার স্বভাব, আমি যখন বলিলাম বেগুণ ভাল, তোমরাও বলিলে বেগুণ ভাল, আবার আমি যখন বলিলাম পটল ভাল তোমরাও বলিলে পটল ভাল।" তখন তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে একজন বলিলেন "মহাশয় আমরা বেগুণের চাকর নই' পটলের ও চাকর নই, আমরা আপনার চাকর আপনি যাহা বলিবেন আমাদের তাহাই বলা উচিত।" সম্পাদকেরা নিজ মতের চাকর নহেন, তাঁহারা সাধারণেরই অধীন সুতরাং সাধারণের মতই তাঁহাদের সমর্থন করা উচিত। যাঁহারা প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদক এবিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। সে দিন এক জন প্রধান সম্পাদক কোন বিষয়ে আত্মমত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন যে, তাঁহার নিজের মত ভিন্ন প্রকার হইলেও তিনি অবশ্য সমস্ত হিন্দু সমাজের মতের সমর্থন করিবেন, কেন না তিনি

হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি মাত্র। ইহাতে তাঁহার সকল দিক বজায় থাকিল, সরলতা দেখান হইল; অথচ তিনি যে বাস্তবিক সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি রূপউচ্চপদে অধিষ্ঠিত সেটিও লোককে ভাল করিয়া জানান হইল। তুমি বলিতে পার যে, "ইহাতে তাঁহার সত্য প্রিয়তা থাকিল কোথায়? তাঁহার উচিত ছিল যে তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিলেন, দেশের লোককে তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া।" কিন্তু একথা কোন্ ব্যক্তি শুনিবেন, ইহা তোমার কেতাবি কথা বই তো নয়? মনেকর তুমি একজন সংবাদ পত্র সম্পাদক; প্রজাদের পক্ষ হইয়া কিছুকাল লেখনী সঞ্চালন করিলে; কিন্তু ক্রমে তোমার সহিত দুই একজন ধনশালী জমিদারের আলাপ হইল, তাঁহারা তোমার পত্রের গ্রাহক বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, তোমাকে মহা সভার সভ্য করা হইল; তখন কি তোমার আর জমিদারদের বিরুদ্ধে লেখা উচিত? তুমি অবশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিবে না যে তুমি জমিদারের পক্ষ, কিন্তু যাহাতে তাঁহাদের সুবিধা হয় এরূপ সাহায্য করাই কি তোমার কর্তব্য বোধ হইবে না? বর্ত্তমান সময়ে কি ভাবে কাগজ চালান ভাল বোধ হয়? নিম্ন লিখিত প্রণালীই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্পাদক বাস্তবিক যে দলের হউন না কেন, তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া ইহা বলা আবশ্যক যে তিনি কোন বিশেষ দলের হইয়া লিখিবেন না। সকলের প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি। বলিতে হইবে যে তিনি জমিদার ও প্রজা উভয়েরই হিতৈষী কিন্তু এ প্রকার কৌশল করিয়া লিখিতে হইবে যে, তাহাতে জমিদারদেরই উপকার হয়। সম্পূর্ণ রূপে কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পক্ষ হওয়া ভাল নয়, সুতরাং কুসংস্কারাপন্ন প্রাচীন হিন্দুমতের পোষকতা করিবার আবশ্যকতা নাই, তবে আজকাল যে এক প্রকারে "গিল্টি করা" হিন্দুয়ানি হইয়াছে তাহার পক্ষ হইয়া দুই একটী কথা বলা ভাল। মধ্যে মধ্যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের প্রতি ও তাহাদের নেতা কেশব চন্দ্র সেনের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টকে ক্রমাগত গালি দেও; ক্যাম্বেল সাহেব ভাল করুন আর মন্দই করুন তাঁহাকে গালি দিতেই হইবে। কিন্তু তথাচ ইহা বলা আবশ্যক যে তাঁহার, গুণ দেখিলে তোমারা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। অশ্লীলতা নিবারণের জন্য যে সভা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রকৃত রসিকতা পূর্ণ (অর্থাৎ যাহাকে অশ্লীল বলে) প্রবন্ধ সকল লিখিতে হইবে। শেষ এই এক কথা বলিয়াই প্রস্তাব শেষ করিতেছি যে, যে দিকে স্রোত বহিতেছে সেই দিকেই অঙ্গ ঢালিয়া দিবে।

শ্রী—

বিজ্ঞাপন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু	হর প্রসাদ চৌধুরী ভবানীপুর	৬
"	নবীন চন্দ্র বশাখ ২৪ পঃ কালেক্টরী	২
"	হরচন্দ্র চৌধুরী ময়মন সিংহ	৭৷৷০
"	চণ্ডীচরণ দত্ত ষষ্টিতলা	২
"	গোবিন্দ চন্দ্র বসু ভবানীপুর	৬
"	মহেন্দ্র নাথ বসু প্রধান সদরালা ২৪ পরগণা	৬
"	ব্রজেন্দ্র নাথ সীল সবর ডিনেট জজ	৬
"	দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ জজের কোর্টের উকিল	৪
"	রাধিকা প্রসন্ন মিত্র বহুবাজার	২
"	জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস ঐ	২৷৷০
"	মহিম চন্দ্র পাল মৃজাপুর	৩
"	অম্বিকা চরণ ঘোষ চট্টগ্রাম	৪৷৷০
"	নেপাল চন্দ্র দে হাবড়া	২
"	তারা প্রসন্ন মুখো[illegible]বীরভূম	৭৷৷০
"	কেশব চন্দ্র মিত্র সেয়ারসোল	৭৷৷০
"	কালীকুমার দাস রামপুর বোয়ালিয়া	৭৷৷০
"	বনমালী মিত্র ভবানীপুর	৩
"	মতিলাল গুপ্ত বেঙ্গল ব্যাঙ্ক	১
"	গোপাল চন্দ্র মুখো হাবড়া	১৻০
"	কৈলাসচন্দ্র দাস চট্টগ্রাম	৫
"	হরিমোহন দত্ত কলেজ স্কোয়ার	২
"	গোপালচন্দ্র মল্লিক সিন্দুরিয়াপটী	৩

সাহিত্য সন্দর্ভ।

গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়াতে এবং প্রকাশক প্রায় এক মাস কাল পীড়িত থাকাতে কার্ত্তিক মাসে পত্র প্রকাশিত হইল না। ঈশ্বরেচ্ছায় গ্রাহক সংখ্যা আর কিছু বৃদ্ধি হইলে এবং প্রকাশক আরোগ্য লাভ করিলে ত্বরায় পত্র খানি প্রচারিত হইতে পারিবে।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
২৫শে কার্ত্তিক }

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে বিক্রেয়পুস্তক।

(পুস্তক বিশেষে কমিসন বাদ আছে।)

নারী শিক্ষা ১ম ভাগ	৷৷০
ধর্ম্মসাধন প্রথম হইতে ১৬ সংখ্যা	৷০
১৭ " ৩৬	৷/০
প্রতি সংখ্যা ...	(৫
বামাবোধিনী পত্রিকা ঐ ...	৷০
ঋজুবোধ	/০
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা (বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত)	৷০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি আহ্বান ...	(১০
পদ্যসার	⁄১০
ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা)	৷⁄০
ধ্রুব তপস্যা নাটক	৷০
চিরসন্ন্যাসিনী নাটক	১৲
সদ্ভাব কুসুম	৷৻০
কাঞ্চনমালা	১৲
ধর্ম্ম ও নীতি	⁄০
আধ্যাত্মিক দশ আদেশ	(১০
জয়নগর গিরি ভ্রমণ	৷/০

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭৷৷০
" ষাণ্মাসিক	৩৷৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২৷⁄০
মাসিক ...	৷৷০	৻⁄০
প্রতি সংখ্যা	৷০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ⁄০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোস্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিনায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ • ৩২ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—১৪ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার। ১৮৭৩—২৮শে নবেম্বর | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার তণ্ডুল ক্রয় করা হইয়াছিল, আবার সম্প্রতি ১ লক্ষ টাকার চাউল কিনিবার অনুমতি হইয়াছে। আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশের এই দুঃসময়ে যেরূপ অসাধারণ যত্ন, উৎসাহ ও হিতৈষিতা প্রদর্শন করিতেছেন, সপ্তাহে একবার আমরা তাহার প্রশংসা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না।

কলিকাতার মধ্যে চিতপুর রোডে যেরূপ জনতা ও গাড়ীর ভিড় এরূপ আর কুত্রাপি নহে। কয়েক সপ্তাহ ড্রেণেজ উপলক্ষে এই রাস্তা বন্ধ হওয়াতে অনেকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। ড্রেণনির্ম্মাণ কার্য্যটী আর একটু ত্বরিত বেগে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যাহাহউক যে হালিডে ষ্ট্রীটটী এতকাল প্রায় অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই সময়ে তাহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতেছে এই স্থলে আমাদিগের বক্তব্য চিতপুর রোডটী যখন প্রশস্ত করিবার সুবিধা হইতেছে না তখন এই হালিডে ষ্ট্রীটটী দীর্ঘে আরো প্রসারিত করিয়া উক্ত রাস্তার ভিড় কমাইয়া পান্থ দিগের কি সাহায্য করা যায় না? আমরা শুনিয়াছি চিতপুর রোডের সাহায্যার্থ অনেক ব্যয় করিয়া হালিডে ষ্ট্রীটের সৃষ্টি হয়, ষ্ট্রীটটী সম্পূর্ণ না হওয়াতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে, আমাদিগের সহযোগী সোম প্রকাশ, সহচর ও বিশ্ব দূত টালির নালা ও গড়িয়ার খালকে প্রসারিত করিয়া রাজপুর, বারুইপুর, জয়নগর, কুলপি দিয়া মন্ত্রেশ্বর নদের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের পোষকতা করি। এতদ্দ্বারা এ প্রদেশের গমনাগমন, বাণিজ্য, জলসেচন প্রভৃতির বিশেষ সুবিধা হইয়া অধিবাসী দিগের মহোপকার সংসাধিত হইবে। সকলেই অবগত আছেন যে এই প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্ট আতপ তণ্ডুল এবং সুন্দর বন জাত তৃণও কাষ্ঠ বিপুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার এই খাল খনন করিবার প্রস্তাব হয় এবং ইহা যে পথ দিয়া যাইবে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদিগের দ্বারা তাহাও চিহ্নিত হয়। ইতি মধ্যে আর একবার এবিষয় লইয়া আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু দুইবারের কোন বারেই কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই। যে প্রদেশ রপ্তানির একটী প্রধান স্থানও বহুজনাকীর্ণ তথায় রেলওয়ে বা নৌগমনোপযোগী জলপথের সুবিধা না থাকা বিষম বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। উইলসন সাহেবের প্রথম ইনকম্ ট্যাক্স আইনানুসারে কয়েক বৎসর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে ট্যাক্স আদায় হয়, তন্মধ্যে শতকরা এক টাকা রাস্তা খাল প্রভৃতি দেশহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করিবার জন্য আইনানুসারে নির্দ্ধারিত হয়। এই ফণ্ডের এক কপর্দ্দক ও এপর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞানুমত কোন অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হয় নাই। ১৮৬০সালের পর হইতে কোন পবলিক ওয়ার্কের কর্ম্ম এ প্রদেশে সম্পন্ন হয় নাই। দেশেরলোকদিগের নিকট হইতে যখন দেশহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের নাম করিয়া অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তখন দেশের লোক ন্যায় মত তাহার যথাযথ ব্যয়ের দাওয়া করিতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টের তাহাতে আপত্তি করিবার কোন অধিকার নাই। আমরা প্রস্তাব করি যে অধুনা এই সদনুষ্ঠানে সেই অর্থ ব্যয়িত হয়। যদি অর্থের অকুলান হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত জমীদারের জমি প্রস্তাবিত খালের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে. এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট বিল শীঘ্রই ব্যবস্থিত হইতেছে. তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে খরচা আদায় করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ যখন এদেশ রপ্তানির একটী প্রধান স্থান তখন কয়েক বৎসর মধ্যে নৌকা প্রভৃতির মাসুল হইতে খরচা পোষাইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

আগ্রার ক্যাম্প হইতে মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিগত ২৪ এ নবেম্বর আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে তিনি মন্ত্রি সভাকে সমভিব্যাহারে না লইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। বিবেচনায় অনরেবল সর রিচার্ড টেম্পল সাহেবকে তাঁহার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মন্ত্রি সভার সভাপতি পদে মনোনীত করিয়া তৎসভাস্থ গবর্ণর জেনেরল পদের নির্দ্ধারিত ক্ষমতা অর্পন করিয়া যাইতেছেন। কেবল তিনি কোন আইনে আপনার সম্মতি দান, বা সম্মতি প্রত্যাহার বা তদনুরূপ কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু গবর্ণর জেনরল বাহাদুর স্বয়ং ব্যবস্থাপন ব্যতীত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত হইয়া যে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম আছেন তৎ সমুদায় মন্ত্রি সভা হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াও করিতে শক্ত হইবেন এবং ২৭ এ বৃহস্পতিবারে মন্ত্রিসভার অধিবেশন কলিকাতায় হইবে।

ভারত সংস্কারক।

তারকেশ্বরের মোহন্তের বিচার ও দণ্ড।

পাঠকগণ শুনিয়া মহানন্দিত হইবেন, যে তারকেশ্বরের দুরাচার মোহন্ত মাধব গিরি মহামতি বিচারপতি সি, ডি, ফিল্ড সাহেবের বিচারে কাঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ বৎসর কারাবাস ও ২০০০ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। গত পরশ্ব বুধবার এই আদেশ প্রদত্ত হয়। আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, সেসন আদালতের নিষ্পত্তি প্রকাশ হইবামাত্র সকলে মহারোলে জয়ধ্বনি করিয়া আকাশকে পরিপূর্ণ করিল। কয়েকদিন ব্যাপিয়া হুগলির সেসন আদালতে মোহন্তের পুনর্বিচার হইতেছিল, বঙ্গদেশের যাবতীয় লোক এই মোকর্দ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি শুনিবার জন্য সোৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন। হুগলি, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক দর্শনার্থী হইয়া প্রতিদিন আদালতের গৃহ পরিপূর্ণ করিত। ফিল্ড সাহেব বিচারাসনে আসীন থাকিতেন। তাঁহার বিচারের সহায়তা করিবার জন্য বাবু শম্ভুচন্দ্র গড়গড়ি ও বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক আসেসর রূপে তাঁহার পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট থাকিতেন। মোহন্তরাজ মাধবচন্দ্র, সুচতুর বারিষ্টার জ্যাকসন্ ও ইভান্স সাহেব ও কয়েকজন দেশীয় উকীলকে অগ্রসর করিয়া ভয়-কম্পিত চিত্তে এবং হতভাগ্য নবীন সুযোগ্য গবর্ণমেণ্টের উকীল বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্র ও আর দুইজন উকীলকে সমভিব্যাহারে লইয়া ন্যায় বিচার প্রতীক্ষায় আশান্বিত মনে আদালতের সম্মুখীন হইতেন।

বারিষ্টার জ্যাক্সন সাহেব মাধব গিরির অর্থে বশীভূত হইয়া দুরাচারকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার নিজ সম্বন্ধে যাদৃশ্ লাভজনক হউক, মোহন্তের সম্বন্ধে কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে। এখনও তাঁহার উপার্জ্জনের পথ রোধ হয় নাই। হাইকোর্টে ও তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি, কল কৌশল প্রয়োগ করিয়া দেখিবেন এবং আমরা ভরসা করি পূর্ব্বানুরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে সন্তুষ্ট করিবেন।

দুর্ভাগ্য নবীনের স্বপক্ষ গবর্ণমেণ্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিঃস্বার্থ যত্ন ও নিরুপম কার্য্য কুশলতার জন্য যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে আমরা বাস্তবিকই অসমর্থ হইতেছি। ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আসেসর দ্বয়ের মধ্যে বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক অতি সংক্ষেপে স্পষ্টাক্ষরে মোহন্তকে দোষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন কিন্তু বাবু শম্ভুচন্দ্র গড়গড়ির অভিপ্রায় শুনিয়া আমরা বাস্তবিকই অবাক্ হইয়া গিয়াছি। দেশের মধ্যে কি এমন জন প্রাণী আছে যে এত কাণ্ডের পর বলিতে পারে যে "আমার বিশ্বাস হয় না এলোকেশী মোহন্ত সদনে কস্মিন কালে গমন করিয়াছিল?" কিন্তু আশ্চর্য্য যে ধর্ম্মাধিকরণের মধ্যস্থলে দিবালোকে, সর্ব্বসমক্ষে অসঙ্কোচচিত্তে, অম্লান মুখে গড়গড়ি বাবু তাহা বলিতে পারিলেন!! বোধ হয় মোহন্ত মহারাজের জ্যোতির্ম্ময় বিভূতির দুর্দ্ধর্ষ তেজে তাঁহার যথার্থ দর্শনের ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। সুখের বিষয় যে সুযোগ্য বিচারপতি তাঁহার অসঙ্গত অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করিয়া এলোকেশীর সতীত্বাপহারককে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন।

চাউল রপ্তানি কি এখনও বন্দ হইবে না?

"যোধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবচ।"

যে ব্যক্তি নিশ্চিত ধন পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করে, তাহার নিশ্চিত ধন ধ্বংস পায়, অনিশ্চিতও বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সমীচীন শ্লোকটী আমাদিগের সুশিক্ষিত গবর্ণমেণ্টকে এখনও শিক্ষা করিতে হইতেছে। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন বাঙ্গালা রাজ্যে এ বৎসর মোটে ।৵০ আনা ধান্য উৎপন্ন হয় কি না সন্দেহ স্থল, তাহাও এক্ষণে মাঠে, তাহার কত পরিমাণ গৃহজাত হইবে এখনও নিশ্চয় নাই। এই অনিশ্চয়তা প্রতি সপ্তাহের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে আরও প্রবল করিয়া তুলিতেছে! গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় নানাস্থানে রাস্তা, রেলওয়ে, খাল খনন প্রভৃতি পূর্ত্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দরিদ্রদিগের জীবিকা বিধান করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এত উদ্যোগ ও চেষ্টার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট চাউল রপ্তানি বন্দ করিতে সম্মত নহেন কেন? পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত চাউল দেশমধ্যে এখনও কিয়ৎপরিমাণে আছে, এখনও তাহা রক্ষা করিতে পারিলে অসীম মঙ্গল হয়। দুর্ভিক্ষের সময় এক মুঠা চাউল, এক মুঠা মোহর; দুঃখী দেশবাসীদিগের শরীরের এক পোয়া রক্ত। এখন তাহা অবহেলে হস্ত বহির্ভূত করিয়া দেওয়া হইতেছে, পরে তাহা সাত হাত মাটী খুঁড়িয়াও মিলিবে না। গবর্ণমেণ্ট এ সকল জানিয়া শুনিয়াও অনিশ্চিত ভাবী আশার উপর নির্ভর করিয়া আছেন, হস্তগত শস্য দশ দিকে প্রবাহিত হইতে দেখিয়া চিন্তিত বা দুঃখিত নহেন। জলাশয়ে অল্প জল আছে বর্ষাকাল শেষ হইয়াছে; তথাপি সেই জল মোহানা কাটিয়া বহির্গত হইতে কে দেয়? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার শেষবিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষিতপ্রায় না দেখিলে মোহানা বন্দ করিতেছেন না।

শস্য রপ্তানির বিরুদ্ধে দেশীয় প্রায় সমুদায় সংবাদ পত্র একমত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুযোগ করিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শুনিলেন না। স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া যে তাঁহারা এরূপ অন্যায় প্রস্তাব করেন নাই, কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী পত্রের মত তাহার প্রমাণস্থল। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন "শস্য রপ্তানি যদি বন্দ করিতে হয়, একবারে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হউক।" ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস এই বলিয়া রপ্তানি নিবারণ বিষয়ক একটী প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন "বঙ্গদেশ হইতে শস্যরপ্তানি বন্দ করিবার প্রশ্নটি গম্ভীরভাবে বিবেচনা করিবার কাল সমাগত হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ আসন্ন, তখন দেশবাসীদিগের একমাত্র জীবন ধারণোপায় শস্যহরণপূর্ব্বক বিদেশীয়দিগের বিলাসিতা সাধনের সাহায্য করা

নিতান্ত অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়।" ইণ্ডিয়ান অবসার্ব্বর এ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া লোকযাত্রাবিধান শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে রপ্তানি বন্ধ রাখিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে এই দুইটী নীতিসূত্র অবলম্বন করিয়াছেন (১) "দুর্ভিক্ষের ন্যায় বিপদ সময়ে অসাবধানতা অপেক্ষা অতি-সাবধানতারূপ নিরাপদ ভ্রমে পতিত হওয়া শ্রেয়ঃকল্প; (২) শস্য রক্ষা এক্ষণে অত্যন্ত আবশ্যক, অল্প পরিমাণেও তাহা রক্ষিত হইয়া বাজারে নীত হইলে অত্যন্ত আবশ্যক সময়ে শস্যের মূল্য হ্রাস করিয়া অশেষ উপকার সাধন করিবে।" পরে ৩টী যুক্তি প্রয়োগ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে রপ্তানি বন্দ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। (১) অনেক রপ্তানীদার বণিক্ একরার পত্রদ্বারা শস্য রপ্তানী করিতে বাধ্য, না করিলে তাহাদিগের খরিদদারদিগের নিকট নিস্তার নাই। গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিলে তাহাদিগের আত্মরক্ষার পথ থাকে। তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে খাদ্যপূর্ণ জনপদ বেষ্টিত ইউরোপীয় কোন দেশের প্রতি যে নিয়ম খাটে, বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন ভারতের প্রতি তাহা খাটিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়দিগের খাদ্য ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তাহাদের আত্মসম্বলের উপর নির্ভর করিতে হয়; সে সম্বলের অভাব হইলে ভারতবর্ষের অবস্থা শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নগরের অবস্থার ন্যায়, তাহার নিজের যে কিছু সংস্থান থাকে তাহাই পরিমিতরূপে ব্যয় করিয়া দিন চালাইতে হইবে। অবরুদ্ধ নগর হইতে খাদ্য রপ্তানি করা বাতুলতা মাত্র। যে রপ্তানি ভারতবর্ষীয়দিগের অভাব মোচনার্থ, তাহাই তাহাদের প্রাণ সংহারক হইয়া উঠিতেছে। (২) শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানি বন্দ হইয়া শস্য দেশমধ্যে সুরক্ষিত হইবে এবং অভাব অনুসারে পূরণ হইতে থাকিবে এ আশাও অমূলক। মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি দেশবাসীদিগের সাময়িক মনের ভাবের উপর নির্ভর করে, তদপেক্ষা অনিশ্চিত আর কিছুই নাই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এ অনিশ্চিত নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া থাকা, আর আপনার পরিণাম দর্শিতা ও পূর্ব্বসাবধানতা বর্জ্জন করা তুল্যানুতুল্য। (৩) যত দিন রপ্তানি চলিতেছে দেশীয় লোকেরা খাদ্য অপব্যয়ে সঙ্কুচিত নহে, কেন না তাহারা ভাবিতেছে শস্যের তত অভাব হইলে গবর্ণমেণ্ট আর রপ্তানি করিতে দিতেন না। গবর্ণমেণ্ট যদি রপ্তানি নিবারণ করেন তাহারা আপনাদিগের বিপন্ন অবস্থা নিশ্চয় জানিয়া যতদূর সাধ্য মিতাচারী হইয়া চলিতে চেষ্টা করিবে।

ইণ্ডো ইউরোপীয় করেস্পণ্ডেন্স বলেন, গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরিক দেশ সকলে শস্য যাতায়তের সুবিধা করিয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ন্যায় দুর্ভিক্ষের পুনরাগম নিবারণ করিবেন ভাবিয়াছেন, কিন্তু দেশ মধ্যে প্রচুর শস্য না থাকিলে যাতায়াতের পথ করিয়া কি হইবে?

আমরা উপরে ভিন্ন২ চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকের যে মত উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে রপ্তানী বন্দের প্রার্থনা দেশীয়দিগের স্বার্থপরতা ও অল্পদর্শিতা বিজৃম্ভিত মত বলিয়া আর কেহ অবঘৃণা করিতে পারেন না। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্ট এ অগ্রের কার্য্য পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া কেন আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন? অসময়ে স্বাধীন বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা হইলে সভ্যসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন এই কি তাঁহাদের ভয়? সময় আর কখন আসিবে? দেশের সমুদায় শস্য নিঃশেষিত হইয়া যখন কেবল হাহাকার ধ্বনি উঠিবে, তখন কি সময় আসিবে? যেখানে ২ দুই টাকা মণ চাউল বিক্রয় হইত, ৪ টাকার অধিক দাঁড়াইয়াছে, দেশের দুঃখী প্রাণীরা আর কত সহ্য করিবে? সভ্যসমাজও কি এত অভদ্র ও নিষ্ঠুর যে তাঁহাদের সুরা ও অন্য বিলাসকর পদার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য আমাদিগের মুখের অর্দ্ধগ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবেন, বিনয় করিয়া নিবারণ করিলে তিরস্কার করিবেন? আমরা শুনিলাম ইতিমধ্যে ইউরোপীয় দয়াশীল ব্যক্তিগণ আমাদিগের দুঃখে দুঃখিত; লণ্ডনের লর্ড মেয়র আমাদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। তবে এরূপ দুরবস্থার সময়ে কিছু দিনের জন্য রপ্তানি বন্দ করিলে যে তাঁহারা বিরাগ প্রদর্শন করিবেন ইহা কখন সম্ভাবিত নহে।

আমরা শুনিতেছি গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় বাণিজ্যকারীদিগের পরামর্শ শুনিয়া রপ্তানী নিবারণে বিরত আছেন, ইহা যদি সত্য হয় গবর্ণমেণ্ট মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শুনা গিয়াছে, হার্পী নামে এক প্রকার জন্তু নিদ্রিত পথিককে কর্ণের বাতাস দিয়া তাহার রক্ত চুষিয়া খায়, রুধিরপ্রয়াসী বণিক্ দল গবর্ণমেণ্টকে সান্ত্বনা বাক্যে নিদ্রিত করিয়া সেই প্রকারে দেশের শস্য দোহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৎপর দেখা যাইতেছে। পাঠকগণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন, দেশেত শস্যকৃচ্ছ্র এত, কিন্তু নবেম্বর মাসের প্রথম পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে ১,৪২,৪৯৭ মণ চাউল বঙ্গদেশ হইতে রপ্তানী হইয়াছে। এক পক্ষে দেড় লক্ষ মণ গেল, বণিক্ মহাত্মারা আর ২।১ মাস আর একটু কসিয়া দোহন করিলে বঙ্গদেশ শস্য শূন্য হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট অব-

শেষে কি টাকা পয়সা, না রাস্তার ধূলা ও খালের জল খাওয়াইয়া প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা করিবেন? আমরা এখনও অনুনয় সহকারে নিবেদন করিতেছি যাহাতে পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে না হয়, গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে তাহার উপায় অবলম্বন করুন্। অনিশ্চিত আশার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত সম্বল পরিত্যাগ করিবেন না!

———

দুর্ভিক্ষ ও শস্যের বর্ত্তমান অবস্থা।

বঙ্গদেশ যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় এতদিন আকুল হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উপস্থিত, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মফস্বলে অনেক স্থানে ৪ চারি টাকা মূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে। হুগলি জেলার অন্তর্বর্ত্তী কোন কোন স্থানে চাউল মূলে পাওয়া যায় না। আমরা জেজুর হইতে সংবাদ পাইয়াছি যে তথায় একটী হাট থাকিলেও চাউল অপ্রাপ্য হইয়াছে। এক জন সামান্য দোকানদার বৈদ্যবাটী হইতে দুই এক মণ চাউল লইয়া গিয়া প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহাও আবশ্যক মত পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান করিলে এরূপ হতভাগ্য গ্রাম অনেক থাকিতে পারে। এই সকল গ্রামে কৃতবিদ্য শিক্ষিত লোক অতি বিরল। সুতরাং তথাকার আভ্যন্তরিক দুরবস্থা সাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের গোচর হইবার উপায় নাই। বিশেষতঃ সুগম পথ না থাকাতে এ সকল স্থান প্রায়ই রাজপুরুষদিগের দর্শনের বহির্ভূত হইয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি হুগলি জেলার পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তিনি কেবল ভোলার রাস্তার দুই ধারের অবস্থা দেখিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। এইরূপ কর্ম্মচারীর দ্বারা যদি সকল স্থানের পরীক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য যে কেমন সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছে তাহা সকলেই জানিতে পারিতেছেন। এক স্থানের অবস্থা দর্শন করিয়া যদি সমস্ত প্রদেশের উপর মন্তব্য প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এত ব্যয় স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? আমরা বহু দিন অবধি বলিয়া আসিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট সুযোগ্য কমিসন দ্বারা প্রতিগ্রামের প্রতিপল্লীর অবস্থা অবগত হউন, তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে কতস্থানের কত অভাব রহিয়াছে, কেবল তাহা জানাইবার লোক অভাবে প্রতীকার হইতেছে না। নিরীহ গ্রাম্য লোকেরা সাহস করিয়া আপনাদিগের দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে না। অনেক স্থলে লোকে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের তালিকার মহদভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত অর্থ করিতেছে। কোন কোন স্থলে রাজপুরুষ দিগের আগমন সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া তত্রত্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় "তাঁহারা কি কি প্রশ্ন করিবেন এবং তাহার কি কি উত্তর দিতে হইবে" তাহা গ্রামবাসীদিগকে শিখাইয়া দিতেছেন। অনেক স্বার্থপর জমীদার এই সুযোগে তাঁহাদের অধীনস্থ গ্রামসমূহের প্রকৃত দুরবস্থা গোপন করিতে ত্রুটী করিবেন না, কারণ যদি সদয় রাজপুরুষগণ দুর্ভাগ্য প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের খাজানা মকুপ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই ঘোর বিপদ! বিশেষতঃ অনেক স্থানে ধনী মহাজনেরা দুঃস্থ প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া নিঃস্ব করিয়া ফেলিবে। এই সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য কমিসনের নিতান্ত প্রয়োজন। স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি হস্তক্ষেপ আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট চাউলের মূল্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষতাবলম্বন করিয়াছেন—কিন্তু এই নিরপেক্ষতা যে বঙ্গদেশের উৎসন্নতার কারণ হইতেছে তাহা কি তাঁহারা জানিতেছেন না? কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক দিনেই চাউলের মূল্য কত অধিক উঠিয়াছিল, কিন্তু একটু পরিশ্রমের ফলে তাহার কি পতন হয় নাই? আবার যে দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দিন অবধিই দিন দিন চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। কলিকাতায় শস্য প্রাপ্তি সুলভ এবং সচ্ছল, বিশেষতঃ ইহা উপর্জ্জনের স্থান বলিয়া লোকে এখানে বিশেষ কষ্ট জানিতে পারিতেছে না, কিন্তু মফস্বলে পল্লীগ্রামে যথায় শস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, ভাল পথের অভাবে বাণিজ্যের সুবিধা নাই এবং যথাকার লোক সকল প্রায়ই দরিদ্র, তথাকার এই মূল্য বৃদ্ধি যে কিরূপ দুঃসহ ও ক্লেশকর হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাতে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে এ মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে চলিল। এবৎসর আর শস্যের আশা নাই, কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতেই তাহার শেষ হইয়াছে। ধান্য ক্ষেত্র সকল জলাভাবে ও কৃষক দিগের দুঃখে ফাটিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ধান্য গাছ সকল শীর্ষ বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়াছে। মাঠ সকল পীত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। প্রজাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা নাই। জমির খাজনা, আবাদের খরচ, অন্নের অভাব নানা কারণে তাহাদিগকে দশদিক্ শূন্য দেখিতে হইয়াছে। একদিকে সাংক্রেমিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব অপর দিকে অর্থের অসদ্ভাব ও অন্ন কষ্ট, তাহার উপর পানীয় অভাব এই সমস্ত বিপদ্

সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট যতদিন ধরিয়া এ বিষয়ের আন্দোলন করিলেন, এতদিন কার্য্য আরম্ভ করিলে অনেক উপকার করিতে পারিতেন। এখনও মনে করিলে অনেক রক্ষা করিতে পারেন। এ সময়ে রপ্তানি বন্দ, আমদানি সুবিধা এবং মূল্যের হার নির্দ্দিষ্ট করা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে স্বাধীন বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ হইবে বটে, কিন্তু দেশের এরূপ বিপদের অবস্থায় ইহা দূষণীয় হইবে না। আমরা পানীয় সম্বন্ধে পুনর্ব্বার বলিতেছি, যে খাল কাটিয়া জল আনা ও নদীর মোহানা খুলিয়া যত না উপকার হইবে, জল-কষ্টগ্রস্ত গ্রাম গুলির (যথায় নদী বা খাল নাই) পুরাতন পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা সকল সংস্করণ এবং আবশ্যক মতে নূতন পুষ্করিণী সকল খনন করিলে তাহার সহস্র গুণ উপকার হইবে। এ বৎসর রোড-শেস্ স্থগিত থাকিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা ভালই হইয়াছে, এই করটী একবারে উঠিয়া গেলে আরও ভাল হয়। এখন বঙ্গদেশে রাস্তার তত অভাব নাই, যত জলের অভাব। দেশমধ্যে জলপথের সুবিধা করিয়া যদি তাহার উপর কর নির্দ্ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে প্রজারা অম্লানবদনে তাহা দিতে প্রস্তুত আছে। এখন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন। আপাততঃ যাহাতে বর্ত্তমান বিপদ হইতে দেশ সুরক্ষিত হয়, ইহার উপায় অবলম্বন করা একান্ত ও আশু আবশ্যক।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা পূর্ব্বাবধিই বলিয়া আসিতেছি যে সুরেন্দ্র বাবুর বিচার স্থল যখন শ্রীহট্ট, তখন সদ্বিচার লাভের তাদৃশ প্রত্যাশা নাই। আমরা আশঙ্কা করিয়া ছিলাম যে তত্রত্য স্থানীয় হাকিম দিগের ভয়ে কেহ সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষে কোন কথা বলিতে পারিবে না, তাহা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীহট্টের কোর্ট ইনস্পেক্টর বাবু, সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন বলিয়া, সেখান হইতে অন্যত্র হীনতর পদে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কোন উকিল বা অন্য কোন লোক কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের কোপানলে পড়িবার ভয়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারেন না। যেখানে এরূপ অবস্থা, সেখানে সত্যবাদী সাক্ষীর অভাবে যে বিচারের ব্যাঘাত হইবে, ইহা কোন্ বিচিত্র কথা? আমরা পূর্ব্বে এই জন্যেই কলিকাতায় সুরেন্দ্র বাবুর বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যদিও বিচার সভার সভাপতি প্রিন্সেপ সাহেবের ন্যায়পরতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কিন্তু কেবল সভাপতির গুণে সদ্বিচার হয় না। সুরেন্দ্র বাবু যদি সেখানে তাঁহার পক্ষীয় সাক্ষী না পান, এবং হাকিমদিগের ভয়ে সকল লোকেই যদি সুরেন্দ্র বাবুর বিপক্ষে বলেন, তাহা হইলে প্রিন্সেপ সাহেবের ন্যায়পরতা কিরূপে সদ্বিচার দানে সমর্থ হইবে? বিগত ১৯ শে নবেম্বর দিবস হইতে সুরেন্দ্র বাবুর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখনও প্রত্যাশা করিতেছি যে সুবিচক্ষণ বিচারপতি প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীহট্টে সূক্ষ্ম বিচারের ব্যাঘাত দেখিয়া কলিকাতায় বিচার ক্ষেত্র আনিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারেন। কিন্তু সে প্রত্যাশার পথে যে অনেক অন্তরায় তাহাতে কে সন্দেহ করিবে? যাহা-হউক এরূপ অবস্থায় যদি সুরেন্দ্র বাবুর প্রতিপক্ষে বিচার নিষ্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমরা কখনই বলিব না যে তাঁহার প্রতি সদ্বিচার হইল এবং শ্রীহট্টে বিচার ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিবার বিধানটী লর্ড নর্থব্রুকের বিবেচনার ত্রুটি জনিত বলিয়া অবশ্যই তাঁহার উপর বিচারের সমস্ত দোষ আরোপিত হইবে। বিগত ১৯ নবেম্বর বুধবাসরে সেসন জজের আদালতের ঘরে সুরেন্দ্র বাবুর বিচার সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ৩০০০ ভদ্রলোক বিচার দর্শনার্থী হইয়া বিচারালয় পরিপূর্ণ করে। গবর্ণমেণ্ট অভিযোক্তা ওকানলি সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলি পাঠ করিলেন। প্রত্যেক অভিযোগ পাঠ করিয়া, সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তিনি সে অভিযোগের অপরাধ স্বীকার করেন কি না, তাহাতে সুরেন্দ্র বাবু, প্রত্যেক অভিযোগে আপনাকে নিরপরাধী বলিয়া উত্তর দিয়াছেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই কয়টী অভিযোগ আনিয়াছেন:—

১। গোলামী ফরিয়াদী, রালান চঙ্গ করিয়াদী, নবীন মাহামুদ ফরিয়াদীর মোকর্দ্দমা এবং অন্যান্য মোকর্দ্দমা অথবা ইহার কোন একটী মোকর্দ্দমার রায়ে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা তারিখ দিয়াছেন।

২। তিনি সন ১৮৭২ সালের ৮ই জুন তারিখে কি সেই সময়ে ফরীয়াদী নবীন মাহামুদের মোকর্দ্দমায় আসামীগণকে পেনালকোডের ৩৭৯ ধারানুযায়ী অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও কারাবাস দণ্ড বিধান করিয়া, তদনন্তর উক্ত মাসের ১১ ই তারিখে কি সেই সময় পেনাল কোডের ৩৫২, ১০৯, ও ৩৭৯ ধারানুযায়ী অপরাধ সকলের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া রায় লিখিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার মুহরি ভারতচন্দ্র ওয়ারেণ্ট ও রায়ে পরস্পর ঐক্য নাই বলিয়া আপত্তি ও রিপোর্ট

করায় তিনি উক্ত রিপোর্টে ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন হুকুম দিতে বিরত হইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী রায়ের সহিত মিলাইবার জন্য ওয়ারেণ্টে পূর্ব্বে যাহা ২ লেখা হয় সে সমুদয় এবং অন্যান্য সরকারী কাগজ পত্র অন্যায় পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৩। সাক্ষীগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য কোন কৈফিয়ত দিতে না হয় বলিয়া তিনি সন ১৮৭২। ৩১ আগষ্ট শনিবার কি সেই সময় ২৩ জন সাক্ষী পরের সোমবারে পুনর্ব্বার হাজির হইবে বলিয়া তাহাদিগকে অন্যায় পূর্ব্বক ছাড়িয়া দেন।

৪। সন ১৮৭২। ৩১ এ ডিসেম্বর তারিখে কি সেই সময় জয়কৃষ্ণ কৈবর্ত্ত বনাম শরৎ ও যুধিষ্ঠিরের মোকর্দ্দমায় উক্ত আসামীদ্বয় বা উহাদের একজন ফেরার হইয়াছে বলিয়া মাসকাবারে সেইরূপ লিখিতে তিনি অন্যায় পূর্ব্বক হুকুম দেন।

৫। উক্ত যুধিষ্ঠির কাছারিতে হাজীর হইলে পরে উক্ত দিন কি সেই সময়ে তিনি যে হুকুম দ্বারা যুধিষ্ঠির ও শরৎ ফেরার হইয়াছে বলিয়া মাস কাবারে সেই রূপ লিখিত হয়, সেই হুকুম অন্যায় পূর্ব্বক বহিতে রাখিয়া দেন।

৬। উপরিউক্ত যুধিষ্ঠিরের জামীনদার কালীকুমার দেব তাহাকে হাজির করাইলে তিনি উক্ত দিনে কি সেই সময় ইচ্ছা পূর্ব্বক ও বেআইন পূর্ব্বক তাহার হাজিরা না লইয়া কালীকুমার দেবকে জামীনদারি হইতে মুক্তি দেন না।

৭। কালীকুমার দেব যুধিষ্ঠিরকে হাজির করিবার জন্য যে দরখাস্ত করে তাহাতে তিনি উক্ত দিনে কি সেই সময় উপরোক্ত জামীনদার কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হাজিরা লওয়ার হুকুম তৎক্ষণাৎ না দিয়া উক্ত দরখাস্ত পরের বৈঠকে লওয়ার হুকুম দেন।

৮। সন ১৮৭২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে যুধিষ্ঠির হাজির হইয়াছে জানিয়া তিনি উক্ত যুধিষ্ঠির ফেরার হইয়াছে বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সন ১৮৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে কি সেই সময় অন্যায় পূর্ব্বক ময়মন সিংহের মাজিস্ট্রেটের নিকট এক ওয়ারেণ্ট প্রেরণ করেন।

৯। তিনি সন ১৮৭৩ সালের ৩০ শে জানুয়ারি কি তৎ সময় জয়কৃষ্ণ কৈবর্ত্ত বনাম যুধিষ্ঠির ও শরতের মোকদ্দমা ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যায় বিচার করেন।

১০। সন ১৮৭২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম হুকুম যাহা দ্বারা উক্ত আসামীগণ ফেরার হইয়াছে বলিয়া মাস কাবারে লিখিত হয়, উক্ত হুকুম থাকার বিষয় মিথ্যা পূর্ব্বক অস্বীকার করিয়া সে সম্বন্ধে সন ১৮৭৩ সালের ১৬ই মে, কি তৎ সময় সিলেটের মাজিস্ট্রেটকে পত্র লেখেন এবং মিথ্যা পূর্ব্বক এই কথা বলেন যে উক্ত হুকুমের বিষয় তিনি কিছু জানেন না, এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার দস্তখৎ করিয়া লওয়া হয়।

১১। যুধিষ্ঠিরের হাজির সম্বন্ধে কালীকুমার দেব এবং দুর্গাচরণ দেব মুহুরিতে সন ১৮৭২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে যে কথা বার্ত্তা হয়, তাহা তিনি শুনেন নাই বলিয়া উক্ত পত্রে উল্লেখ করেন।

১২। কালীকুমার দেবের দরখাস্তে সন ১৮৭২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে যে দ্বিতীয় হুকুম দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে তিনি মিথ্যা পূর্ব্বক বলেন যে সে হুকুমের বিষয় তিনি কিছুমাত্র জানেন না।

১৩। তিনি মিথ্যা পূর্ব্বক বলেন যে তিনি মুহুরির হাতের লেখা ভাল রূপ পড়িতে পারেন না।

১৪। তিনি ঘৃণিত রূপে উক্ত দুই হুকুম সম্বন্ধীয় সমুদয় দোষ তাঁহার মুহুরির উপর নিক্ষেপ করেন।

সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে অল্প অল্প করিয়া ১৪টী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এতগুলি অভিযোগের কথা আমরা পূর্ব্বে শুনি নাই, আজ এগুলি কোথা হইতে বাহির হইল? যাহা হউক সুরেন্দ্র বাবুর বড় বিপদ। তিনি যদি যথার্থ নির্দ্দোষী হন, ঈশ্বর তাঁহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন্।

মুসলমান দিগের বিবাহ ও তাহার রেজিষ্টরি করিবার আইন।

বিবাহ সম্বন্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এমত লোক অতি অল্প। মনু, খৃষ্ট, পল ও মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র-বেত্তাদিগের মধ্যে কেহই ইহার মূলতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ইদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল পণ্ডিত অগষ্টস কোমৃত ও জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল দুই জনে পরস্পর বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উন্নতির মহোচ্চ মঞ্চারোহী সুসভ্য জাতিরাও ইহার গভীর তত্ত্ব ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া নানাপ্রকার সামাজিক বিকৃতিরই সহকারী হইয়াছেন। এ বিকৃতির আশ্চর্য্য উদাহরণ যেমন ইউনাইটেড্‌ষ্টেটসের সভ্যতাভিমানী আমেরিকানেরা প্রদর্শন করিতেছেন, এমন আর কোন জাতিই নহে। এক দিকে মর্ম্মণদিগের একাধিক পত্নীর পতিত্ব গ্রহণ, অপরদিকে স্বাধীন চিন্তাশীল যুবক যুবতীদিগের নবোদ্ভাবিত স্বাধীন বিবাহের রীতি এই বিকৃতির সীমান্তে অবস্থান করিতেছে। মানবধর্ম্মবেত্তা মনু বিবাহের মুখ্য স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া ইহার প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়া অষ্ট প্রকার বিবাহের বিধান দিয়াছেন। খৃষ্ট স্বয়ং একজন অবিমিশ্র বিশুদ্ধ নীতি শাস্ত্রবেত্তা এবং স্ত্রী পুরুষের দৈহিক যোগ মাত্রকেই পাপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মতে "কামভাবে কোনও স্ত্রীর পানে দৃষ্টিপাত করিলে ব্যভিচার পাপে পতিত হইতে হয়"। কিন্তু তিনি সংসার গতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, স্বীয় মতের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিবাহ প্রণালীকে বরং সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পলের মতে বিবাহ না করিয়া তাঁহার মত অবিবাহিত থাকা শ্রেয়ঃকল্প। কিন্তু তিনিও সংসারগতির সঙ্গে সহানুভূতি রাখিয়া কামানুরোধে বিবাহের স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন। খৃষ্ট ও পল কামানুরোধ ব্যতীত বিবাহের প্রয়োজন বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন যদি নিতান্তই কামাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে না পার তাহা হইলে বিবাহ কর, নতুবা বিবাহ করিও না। আশ্চর্য্য যে খৃষ্ট ও পল অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা

সম্পন্ন হইয়াও বিবাহের উচ্চতর মহত্তর লক্ষ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিবাহ বিষয়ে আরব্য মহাপুরুষ মহম্মদের মত ইহাঁদের সকলের অপেক্ষা হীনতর। মুসলমানদিগের বিবাহ ধর্ম্মসম্মত কার্য্য নহে, সামাজিক চুক্তিমাত্র। যদিও ইহাদিগের বিবাহের সময় কোরাণ হইতে কতিপয় শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে,কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রেধর্ম্মানুমত বৈবাহিক অনুষ্ঠান করিবার বিধান নাই। উপযুক্ত সংখ্যক সাক্ষীগণের সাক্ষাতে এক পক্ষের প্রস্তাবে অপর পক্ষ স্বীকৃত হইলে অথবা তাহাদের স্বাভাবিক বৈধ অভিভাবকদিগের দ্বারা এইরূপ অনুষ্ঠান অবলম্বিত হইলে এবং অবস্থানুগত অন্যান্য কতকগুলি নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা পালিত হইলে বিবাহের চুক্তি সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত নিয়মের মধ্যে প্রধান এই যে, কোন পুরুষ পূর্ব্বে কোন স্বাধীনা মহিলার সঙ্গে উদ্বাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরে আপনার বা অপরের কোন ক্রীত দাসীকে অথবা নিষিদ্ধ সম্বন্ধীয় আপনার পূর্ব্ব বিবাহিত স্ত্রীর কোন আত্মীয়াকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিবে না; অথবা পূর্ব্ব পরিণীতা চারিজন ভার্য্যা জীবিতা থাকিতে অপর স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ করিতে পারিবে না।

দারত্যাগ সম্বন্ধে ও অপূর্ব্ব বিধি। এ সম্বন্ধে স্বামীর অসীম ক্ষমতা। স্বামী অকারণে বিনাপরাধে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, কিন্তু স্বামী ক্লীব, অক্ষম বা উন্মাদগ্রস্ত না হইলে স্ত্রী কখন তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না।

কোন স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমাগত কিছু দিন দাম্পত্যভাবে একত্র বাস করিলে, অন্য কোন প্রমাণের অসদ্ভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অসংখ্য উপায়ে মুসলমান দিগের বিবাহের প্রমাণ হয়, এজন্য এতদ্দেশস্থ বিচারালয় সকল সহজে এবিষয়ের মীমাংসা করিতে সক্ষম নহে। যদিও ব্যবস্থানুসারে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধ অপলয় করিবার অধিক ক্ষমতা, কিন্তু ফলে স্ত্রীলোকেরা মিথ্যা প্রবঞ্চনার সহায়তায় অল্প ক্ষমতা প্রকাশ করে না। এজন্য মুসলমান দিগের মধ্যে স্ত্রী বা স্বামী পরিগ্রহ ও পরিত্যাগ ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় অতি সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুসলমান দিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন রাজব্যবস্থা না থাকাতে বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে। বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। তবে বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের দ্বারা কোন ব্যবস্থা অবস্থোপযোগী ও সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে এমত আশা করা যায়না। যাহাহউক সম্প্রতি সার জর্জ কাম্বেল সাহেব মুসলমান জাতির মঙ্গলার্থে তাহাদিগের বিবাহ রেজিষ্টারী করণার্থএকটী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে যে কেহ ইচ্ছা করিবে নিরূপিত রেজিষ্ট্রারের নিকট বিবাহ বন্ধন বা তন্মোচনের রেজিষ্টরি করিতে পারিবে। কাজিরাই অধিকাংশ স্থলে এবিষয়ের রেজিষ্ট্রার পদে মনোনীত হইবেন। মুসলমান ব্যবস্থা শাস্ত্রে যাহাদের তাদৃশ জ্ঞান নাই,অথবা যাহাদের চরিত্র উত্তম নহে তাঁহারা রেজিষ্ট্রার পদে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না। অন্য কোন ব্যবস্থা বা প্রচলিত প্রথা দ্বারা যে কোন বিবাহ বন্ধন বা তদ্বিমোচন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে, প্রস্তাবিত আইনানুসারে রেজিষ্টরি না হইলেও তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে স্থানীয় কর্ম্মচারীদের মত জানিতে চাহিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

সরল পাঠ ১ম ও ২য় ভাগ—শ্যামবাজার গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক প্রণীত মূল্য যথাক্রমে ⁄০ ও ⁄৫ আনা মাত্র। আদ্যন্ত দেখিয়া বোধ হইল গ্রন্থকার পুস্তক দুই খণ্ড সুকুমারমতি শিশুদিগের উপযোগী করিবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন এবং সরল উপায়ে শিক্ষা দিবার যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেও অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গদ্যের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সরল পদ্য সংযুক্ত করাতে বালকদিগের চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

পদ্যসার ১ম ভাগ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ⁄১০ মাত্র। ইহাতে স্বভাব বর্ণনা ও নীতি বিষয়ক কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখা সরল এবং লিখিত বিষয় গুলি অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

১। দুর্ভিক্ষাশঙ্কা সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং কোচবিহারে প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকিলেও এখানে নির্ভয় হইবার কোন কারণই নাই। অন্যান্য বর্ষে যে পরিমাণ ধান্য এতৎ প্রদেশে জন্মিয়া থাকে, এবার বৃষ্টি অভাবে তদপেক্ষা অনেক অল্প হইয়াছে। বোধ হয় বারো আনা শস্য ফলিবে। রপ্তানি না থাকিলে এই শস্যেই এখানকার প্রয়োজন সাধন হইয়া অনেক উদ্বৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু রঙ্গপুরে অত্যন্ত অল্প ফসল হওয়াতে তথায় ৫ টাকা মণ চাউল বিক্রয় হইতেছে, সুতরাংবেহারস্থ অনেক চাউল ও জন্য গাড়ি ও বলদ যোগে রংপুরে নীত হইতেছে। এমন কি বেহার হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত যে একটী রাস্তা আছে তাহাতে অনবরত বলদ ও গাড়ীর স্রোত চলিতেছে। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করার আবশ্যকতা নাই, কারণ তথায় অহর্নিশি সমুদায় স্থান হইতে আমদানি হইবার বিশেষ সুবিধা

আছে। ফরিদপুরের উৎপন্ন চাউল যশোহরে নিঃশেষিতরূপে নীত হইলেও বাখরগঞ্জের চাউল তৎ সঙ্গে সঙ্গেই ফরিদপুরের বাজার পূর্ণ করিবে। নদী, রাস্তা, রেলওয়ে, ধনাঢ্য বণিক ও অগণ্য তথায় রহিয়াছে। কোচ বিহারে সেরূপ নয়—আমদানির সুবিধা মাত্রও নাই, সেরূপ রাস্তা নাই, নদী নাই ও ধনী বণিক, সম্প্রদায়ও নাই। উত্তরে ভুটান ও হিমালয় শ্রেণী, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও গারো হিল, পশ্চিমে ও দক্ষিণে শস্য শূন্য ও হাহারবপূর্ণ পূর্ণীয়া, চাম্পারণ, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর। সুতপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে অল্প পরিমাণ জল বর্ষণ হইলে যেমন পতন মাত্র শুষ্ক হইয়া যায়, শস্যশালী স্থান সমূহের আম দানি শস্য রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া আদি স্থানে সেই রূপ বিলয় প্রাপ্ত হইবে, এ স্থান পর্য্যন্ত পহুঁছিবার প্রত্যাশা কিছু মাত্র করা যাইতে পারে না। এখানকার লোক সকল অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধিজীবী ও অদূরদর্শী, অসম্ভব নয় এখন অধিক টাকা. লাভের আশায় বৎসরের আহার্য্য সঞ্চিত না রাখিয়াই মহাজনদিগকে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিতে পারে, শেষে নিরুপায় হইয়া পড়িবে। ১২৭২ সালের দুর্ভিক্ষে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনী পুরের অনেক লোক অর্থলোভে সঞ্চিত ধান্য প্রথমে বিক্রয় করিয়া পরিশেষে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অপেক্ষাকৃত সুবোধ ও দূরদর্শী লোকেও যখন এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, তখন এখানে সে রূপ হওয়ার কোন বিচিত্র নাই। বরাবর কোচ বিহারে কার্ত্তিক মাস হইতে দিন দিন চাউলের বাজার দর কমিতে আরম্ভ হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে ৸৹, ৸৵৹ আনা পর্য্যন্ত মণ হইয়া থাকে। এবারে অল্প হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই দিন দিন চাউলের মূল্য অধিক হইতেছে। ১০ দিন পূর্ব্বে ডোডেয়া, পুণ্ডিবাড়ী প্রভৃতি সহরের নিকট বর্ত্তী হাটে চাউল ১৸৶৹, ২ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, গত কল্য পুণ্ডিবাড়ীতে ২॥৹ টাকা মণ বিক্রীত হইয়াছে, ইহাতেই স্পষ্ট সাব্যস্ত হইতেছে যে চাউল অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্থানান্তরিত হইতেছে!

নেপালে জঙ্গ বাহাদুর স্বাধীন বাণিজ্য, বার্ত্তা শাস্ত্র প্রভৃতি উচ্চ দরের কথায় না যাইয়া মোটা মুটী আদেশ প্রচার করিয়া বসিয়াছেন যে তাঁহার অধিকারের চাউল স্থানান্তরিত হইবে না।

কোচ বিহারে চাউলের দরহ্রাস কি বৃদ্ধি হই তেছে তাহার কিছুই নিশ্চয় হইতেছে না। দিন দিন কি পরিমাণে রাজ্যস্থ সমুদয় হাটে চাউলের দর বৃদ্ধি হইতেছে, রপ্তানিই বা দিন দিন কি পরিমাণে হইতেছে তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য এবং শস্যের কিরূপ ফসল হইয়াছে, লোকে সম্বৎসরের আহার্য্য স্বতন্ত্র রাখিয়া ধান্য বিক্রয় করিতেছে কি না তাহাও বিশেষ জানা আবশ্যক। এই সকল সংবাদ সংগৃহীত হইলে অবশ্যই কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যাবধারণ অতি সহজ হইয়া পড়িবে। এস্থান হইতে চাউলেরও রপ্তানি বন্ধ করা উচিত কি না শীঘ্র বিবেচনাকরা বিধেয়। এসময়ে চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়।

২। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের একটী স্থান এই রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে ২ ক্রোশ মাত্র দূরে পড়িয়াছে। কোচ বিহার রাজধানী হইতে মহা রাজার ব্যয়ে ট্রামওয়ে নির্ম্মিত হইয়া উপরিউক্ত রেলওয়ের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। বোধ হয় রাস্তার কার্য্য গৌণে আরম্ভ হইবে, কুলিদিগকে অর্দ্ধেক চাউল ও অর্দ্ধেক টাকা দ্বারা বেতন দিলে ভাল হয়।

৩। গতবর্ষের আষাঢ় মাসে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যত্নে অত্র কোচবিহার রাজধানীতে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। বিগত ২৫ শে কার্ত্তিক রবিবার নূতন সমাজ গৃহে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ্য রাজপথে সুন্দর-দৃশ্য একটী দীর্ঘিকার ধারেই সমাজ গৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছে। জগদীশ্বরের কৃপায় সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া অত্রত্য ব্যক্তিগণের আত্মোন্নতি করিতে থাকে, তাহা হইলেই সুখের বিষয় হয়।

৪। ২৪ শে কার্ত্তিক শনবিার রাত্রি ৫ টার সময় অত্রত্য ফৌজদারী কাছারি গৃহে অগ্নি লাগিয়া ফৌজদারি, দেওয়ানি ও রেজেষ্টরি কাছারি গৃহ পুড়িয়া গিয়াছে। ফৌজদারির চলিত মোকর্দ্দমার কাগজ পত্র ব্যতীত আর কিছুই রক্ষা পায় নাই। মহাফেজখানা, ইংরেজী দপ্তর, আইন পুস্তক প্রভৃতি সকলই গিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব কমিসনর কর্ণেল জে, সি, হটন সাহেবের খড় নির্ম্মিত ঘর প্রস্তুত করার একটী দূষণীয় অথচ বালকোচিত বলবতী ইচ্ছা ছিল। দশ এগার হাজার টাকা ব্যয় করিয়াও তিনি এস্থানে বৃহৎ বৃহৎ বাঙলা কাঁচা ঘর প্রস্তুত করিতে ত্রুটি করেন নাই। বর্ত্তমান কমিশনর শ্রীযুক্ত মেটকাফ সাহেব কাছারির জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর হইবে বলিয়া গিয়াছেন। কাজে কতদূর হয় বলা যায় না।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশও কলিকাতা।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম বৃটিস ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েসান আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে ৩টী প্রার্থনা করিয়াছেনঃ—(১)শস্য রপ্তানি বন্দ হউক (২) দেশ মধ্যে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র খাদ্য আমদানী করুন এবং (৩) নানা স্থানে রিলিফ কমিটী সকল সংস্থাপিত হউক।

মিরর অবগত হইয়াছেন চুঁচুড়ার বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল এবং সুবল চন্দ্র মল্লিক ও হরলাল মিত্র ২৸৹ মণে চাউল বিক্রয় করিবেন অঙ্গীকার করাতে উড়িষ্যা হইতে গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করিতেছেন।

নবীনের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট যে আবেদন পত্র অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৮ হাজারের অধিক হইয়াছে। রাজা রামনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় লোকেও স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বাকর গঞ্জ বালাম চাউলের আড়ঙ্। তথায় গত মাসে যে চাউল ২॥৵৹ মণ বিকাইয়াছিল, এক্ষণে ৩৵৹ মণ বিক্রয় হইতেছে।

চট্টগ্রাম ও কাছাড়ে যে শস্য হইয়াছে, পোকাতে তাহা নষ্ট করিতেছে।

পায়নিয়রের এক সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, ১লা জানুয়ারি সকের বাজার (ফাান্সি ফেয়ার)বেলবিডিয়ারে হইবে। এবার নূতন কার্য্য প্রণালীর মধ্যে বাঙ্গালা নাটক অভিনীত হইবে। বেঙ্গল ন্যাসন্যাল থিয়েটর এবং ন্যাসন্যাল থিয়েটর দুই দল প্রার্থী হইয়াছেন। কার ভাগ্যে সিকে ছিঁড়ে!

গত শুক্রবার সিয়ালদহের পপার হস্‌পিটালে মেডিকাল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডাক্তার উডফোর্ড অতিরিক্ত ২৫০ টাকা বেতন এবং ঘর পাইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট জষ্টিস্ দিগের হস্ত হইতে পপার হস্ পিটাল লইয়াছেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদিকী শিক্ষার জন্য তাঁহারা পূর্ব্ববৎ বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা দিতে থাকিবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, চা-করেরা আপনাদিগের অধিকারস্থ প্রজাদিগের জন্য প্রচুর পরিমাণ চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

পিপল্স ফ্রেণ্ড বলেন দুর্ভিক্ষ সময়ের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট সমুদায় মফস্বলের বিভাগীয় কর্ম্মচারী দিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, যে তাঁহারা প্রজাদিগকে চাউলের পরিবর্ত্তে আলুর চাষ করিতে উৎসাহ দান করিবেন।

১লা নবেম্বরে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ২৩৩, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১টী অধিক। জ্বরে ১০৩, আমাশায় ২১,উদরাময়ে ১৭, ওলাউঠায় ৪ এবং অন্যান্য কারণে ৮৮ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদিগের মধ্যে হিন্দু ১৬৮, মুসলমান ৫৩ এবং খৃষ্টান ১২ জন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণী সিয়ালদহের পপার হস্‌পিটালে স্থানান্তরিত হয়। গত শুক্রবার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ঐস্থান দর্শন করিতে যান। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল চেরার্স সাহেব আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে স্বপদে পুনর্ব্বার অধিষ্ঠিত হইবেন।

গত শনিবার মেট্‌কাফ হলে একটী প্রকাশ্য সভা হইয়া সার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব বেঙ্গল সামাজিক বিজ্ঞান সভার সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন। ডাক্তার ইওয়ার্ট উক্ত পদ হইতে অবসর লইয়াছেন।

পূর্ণিয়ার বিখ্যাত আবদুল কাদেরের উপর নিম্নস্থ আদালত যে দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি তাহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন।

লর্ড ইউলিক ব্রাউন গতবারের পূর্ব্ব মঙ্গলবার মাগুরার মাজিষ্ট্রেটের কাছারী, জেল, হস্‌পিটাল, পোষ্ট আফিস্ এবং স্কুল পরিদর্শন করিয়াছেন।

টাকার বাজার—গবর্ণমেণ্ট কাগজের মূল্য গত সপ্তাহে এইরূপঃ—

শতকরা	৪	১০৪৷৷০
"	৪৷৷০	১০৬৷৷০
"	৫৷৷০	১১০৫/৮

হাবড়া হেরাল্‌ড লিখিয়াছেন রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে একটি শবকে দাহন করিতে আনে, সৎকারের অর্দ্ধেক উদ্যোগ হইয়াছে, এমত সময়ে শবটী উঠিয়া বসিল এবং দাঁত খামটী এবং অন্যান্য ভয়ানক অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। শব দাহনকারীরা প্রথমে ভয় পাইয়া পলায়, পরে অন্যান্য লোক সঙ্গে আনিয়া দা কুড়ুল মারিয়া তাহাকে পাড়িয়া ফেলে এবং পরে দগ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। শবটী কি দানা পাইয়াছিল? যাহা হউক দা, কুড়ুল না মারিয়া একটী সুযোগ্য ডাক্তারকে দেখাইলে কারণ নিরূপণ হইতে পারিত।

উক্ত পত্র বলেন বেল গাছিয়া, ব্যাঁটরা, নেজুয়া, কোনা, বামন গাছী এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে ইতিমধ্যে ৫০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গ্রামকে গ্রাম জন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল স্থানে ডাক্তার বা ঔষধালয় নাই। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

রমানাথ রায় ও শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পূর্ব্ববাঙ্গালা নিবাসী দুই ব্যক্তি মেডিকল কলেজের ডাক্তার ক্রমী সাহেবকে বলে,ঢাকাতে তাঁহাদিগের এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চলিতেছে, অতএব তিনি যদি তাহাকে একটি মিথ্যা সার্টিফিকেট লিখিয়া দিয়া সাহায্য করেন, ১০০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। ডাক্তার ক্রমী বদমায়েসদ্বয়কে পুলিসে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগের ফৌজদারী বিচার হইতেছে। উৎকোচ গ্রাহী ডাক্তার থাকাতে ধনী দুর্ব্বৃত্তদিগের বুক আঁটা আছে, এখন তাঁহারা সাবধান।

বর্দ্ধমান বিভাগে জুনিয়ারী স্কলার্সিপের পরীক্ষার অন্তর্গত প্রাকৃতিক ভূগোল ও সর্ব্বেইং ড্রইংয়ের যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে ৭৮ টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যে ৯টী বালক প্রথম শ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইয়াছেন, গুণানুসারে যথাক্রমে তাহাদিগের নামঃ—

১—তারকনাথ মিত্র	...	কোন্নগর স্কুল
২—সত্যপ্রিয় দেব	...	ঐ "
৩—উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী		উত্তরপাড়া "
৪—শুকদেব চৌধুরী		হাবড়া "
৫—হারাধন মুখো		উত্তর পাড়া "
৬—হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী		হাবড়া "
৭—নিতাইচাঁদ দত্ত		হুগলী কলিজিয়েট "
৮—দীননাথ গুঁই		হাবড়া "
৯—উপেন্দ্রনাথ চট্টো		উত্তর পাড়া "

কলিকাতায় যে ট্রামওয়ে গাড়ী কয়েক মাস চলিতেছিল, ক্রমাগত ক্ষতি হওয়াতে তাহা বন্দ হইয়া গিয়াছে। এই গাড়ীর সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ৩০।৪০ হাজার টাকা ব্যয় হয়, তদ্ভিন্ন মাসিক ব্যয় প্রায় ২০০০ টাকা ছিল, আয় মাসিক ৫০০ টাকার অধিক হয় নাই।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম. সাঁতরা গাছী অঞ্চলে যে ভয়ানক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা অল্প দিনের মধ্যে বেশ কমিয়া গিয়াছে। ভারত সংস্কার সভার দাতব্য বিভাগ হইতে যাহাদিগকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল, প্রায় সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, সাঁতরা গাছী অঞ্চলে যে ভয়ানক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা অল্পদিনের মধ্যে বেশ কমিয়া গিয়াছে। ভারত সংস্কার সভার দাতব্য বিভাগ হইতে যাহা দিগকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল প্রায় সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

গত বারের পূর্ব্ব মঙ্গলবার মিস্ এক্রয়েডের বিদ্যালয় খুলিয়াছে। আপাতত ৫টি ছাত্রী সংগৃহীত হইয়াছে, শিক্ষকের বন্দোবস্ত শীঘ্র হইবে। আমরা আশা করি বিদ্যালয়টীর নাম যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় হইয়াছে, ইহার সকল ব্যবস্থা তদনুযায়ী হইবে, তাহা হইলে ছাত্রীর অভাব অপূর্ণ থাকিবে না।

বোর্ড অব্ একজামিনার দিগের নিকট যাহাঁরা আগামীবারে ওকালাতী ও মোক্তারী পরীক্ষা দিবেন, তাঁহারা আগামী ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জুডিসিয়াল বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট আপনাদিগের অভিলাষ লিখিয়া জানাইবেন।

উত্তর পশ্চিম।

গত ১৬ই নবেম্বর ডাক্তার মাক্‌নামারা জয়পুরের মহারাজার চক্ষুতে অতি সুন্দররূপে অস্ত্র করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় আর ৪ জনের চক্ষু রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন।

হগ সাহেবের পত্নীর সহিত ব্যভিচার দোষক্রান্ত কর্ডারী সাহেব লাহোরে পৌঁছিয়া গুজারনওয়ালা বিভাগে স্বপদ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজদের দেশে পরদারাভিগমন অতি সামান্য দোষ বলিয়া দণ্ডনীয় নয়, কিন্তু সেরূপ ব্যক্তিকে এদেশে বিনাদণ্ডে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রাখিলে গবর্ণমেণ্ট সাধারণের বিরাগভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। মেলবিল সাহেব মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করাতে কর্ম্মে সস্পেণ্ড হইলেন, কর্ডারী পরদারাপগামী বলিয়া বিচার স্থলে সপ্রমাণ হইয়াও স্বচ্ছন্দে পূর্ব্ববৎ সম্মানাস্পদ রহিলেন এরূপ বিচারের ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ১৪০ জন দেশীয় ভদ্র লোককে আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রদর্শন করেন। ডাক্তার ব্রাউন এবং সিউটার সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। উইলিয়ম মুইরের প্রজারঞ্জন গুণ যথেষ্ট।

আগ্রাতে ভরতপুরের মহারাজ একটী নাচ দেন, তাহাতে লর্ড নর্থব্রূক, সার উইলিয়ম মুইর এবং সার ফিলিপ উড হাউস উপস্থিত ছিলেন।

মারোয়ারে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তথায় শস্য আমদানী এবং পব্‌লিক ওয়ার্কের কার্য্যারম্ভের উদ্যোগ হইতেছে।

গাজীপুর ও মির্জাপুরে অনেক স্থলে রবিখন্দের দুরবস্থা ঘটিয়া দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে।

যে লোকটী রেলওয়ে গাড়ীতে স্বকৃত নূতন রকম আসন প্রস্তুত করিয়া বিনা ব্যয়ে হাওয়া খাইতে খাইতে যাইত, তাহার ৩০ টাকা দণ্ড এবং তাহা দিতে না পারিলে ২ মাস মেয়াদের হুকুম হইয়াছে।

লর্ড নর্থব্রুকের পুত্র অম্বালায় পীড়িত ছিলেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, তিনি কিছু আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার ভগিনী মিস ব্যারিং তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন।

গোয়ালিয়রের মহারাজা উৎকট পীড়াগ্রস্ত। তাঁহার প্রস্তাবিত বিবাহ সুতরাং এখন স্থগিত রহিল।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয়ার্থ প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ৩০ হাজার মণ চাউল ইতিমধ্যে ভাগলপুর ও পাটনায় পাঠাইয়াছেন, ইহার মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় তণ্ডুল ৪০০০ মণ।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী লক্ষ্ণৌতে অনেকগুলি বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার একেশ্বর বিষয়ক মত অতি উচ্চ। যোনিভ্রমণ মতটী তৎসঙ্গে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

মান্দ্রাজ।

পায়নিয়ার বলেন মান্দ্রাজের আকাউণ্টেণ্ট জেনারল কোন অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে অপমান করাতে বিচারিত ও ২০০ টাকা দণ্ডিত হইয়াছেন।

লর্ড হোবার্টের শাসনাধীনে মান্দ্রাজের সকল গবর্ণমেণ্ট পদ প্রায় মুসলমানদিগের এক চেটিয়া হইতেছে। মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড শুনিয়াছেন মান্দ্রাজের সরিফ ডালরিম্পল সাহেব অবকাশ গ্রহণ করিলে হাইদার জঙ্গ বাহাদুরকে সেই পদ প্রদান করা হইবে। যাহাহউক বোম্বাই ও মান্দ্রাজে দেশীয় দিগকে সরিফের পদে অভিষিক্ত করা হইতেছে, কলিকাতায় সেরূপ হয় না কেন?

বোম্বাই।

মৃত বারিষ্টার আনেষ্টি সাহেবের লাইব্রেরী বিক্রয় হইতেছে। প্রথম দিনে ২২২ লাট পুস্তক বিক্রয় করিয়া ২৫০০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বেণিয়া জাতি মধ্যে জাতি লইয়া বড় ঘোঁট চলিতেছে।

আজি কালি মহাপুরুষ ও ভবিষ্যদ্বক্তার অভাব নাই। বোম্বাই সমাচারে কালীকৃষ্ণ মানিকজী নামে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তাঁহার বয়স এখন ১৯ বৎসর। তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস যে ৩০ বৎসর বয়সে তিনি এক নূতন ধর্ম্ম জগতে সংস্থাপন করিবেন। তাঁহার ধর্ম্মের শাস্ত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইবে এইজন্য সেই ভাষা শিক্ষার্থ তিনি চেষ্টা করিতেছেন। এখন তিনি জানিতে চান, নূতন ধর্ম্ম প্রচার করা ইংরেজ রাজ্যে আইন বিরুদ্ধ কি না? যদি হয় কোন্ রাজ্যে ইহা আইন বিরুদ্ধ নয়? ভয় নাই, ইনি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, ইংরেজ রাজ্যেই দিগ্বিজয়ী হইবেন।

বোম্বাইয়ের জামী জামসেড পত্র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সাহায্যদানার্থ পারসীগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা এজন্য কৃতজ্ঞ হইলাম।

ইউরোপ।

হিন্দু পেট্রিয়ট শুনিয়াছেন ইংলণ্ডের কতকগুলি বণিক্ ষ্টেট সেক্রেটারিকে জানাইয়াছেন, যদি আবশ্যক হয় তাঁহারা ভারতবর্ষে একলক্ষ টন চাউল জাহাজ যোগে ফিরাইয়া দিতে পারেন। যদি সত্য হয়, এরূপ উদারতা দৃষ্টান্তস্থল বটে এবং তদ্দ্বারা এদেশের সমূহ মঙ্গল হইবে।

খিবার খাঁর ভ্রাতা রুসীয় সম্রাটের নিকট গিয়া একখানি পত্র দ্বারা অনুরোধ করেন, যে বার্ষিক রাজস্ব কিছু কমান হয় এবং খিবাবাসী দিগকে দাস ব্যবসায় পূর্ব্ববৎ চালাইতে অনুমতি দেওয়া হয়। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন বর্ত্তমান রাজস্বের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দাস ব্যবসায় এককালে উঠিয়া যাইবে, যে ব্যক্তি তাহাতে অপরাধী সপ্রমাণ হইবে তাহার গুরুতর দণ্ড হইবে। রুসিয়ার এরূপ আচরণ অতীব প্রশংসনীয়।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের ক্লার্কেনওয়েল চ্যাপেল গির্জার সাংবৎসরিক উৎসবে কুমারী কব একটী যারপর নাই মনোহর বক্তৃতা করিয়াছেন।

টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, লণ্ডনের লর্ড মেয়র বাঙ্গালার আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ একটী রিলিফ ফণ্ড সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত ইংরেজদিগের সহৃদয় ভাবকে ধন্যবাদ।

ব্যাক্তে সাহেব ফরাসী বিজ্ঞান সভায় এক আশ্চর্য্য ভেক জাতির বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাদের বেঙ্গাচি-জীবন ডিম্বের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং ডিম্ব ফুটিলে একেবারে পূর্ণাকৃতি ভেক বহির্গত হয়।

বিবিধ।

আসামে মহাপুরুষিয়া নামক এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা টাকা দেওয়াকে ঘৃণনীয় জ্ঞান করিয়া টীকা দেয় না, এজন্য বৎসর বৎসর অনেক লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, গবর্ণমেণ্টও এজন্য কোন চেষ্টা করিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইলেই এই কুপ্রথা দূর হইতে পারে।

ভারতবর্ষে কতগুলি সংবাদ পত্র প্রচারিত হয় ইহা অনেকে জানিতে চান। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৬ কোটী ৭০ লক্ষ, ইহাতে ইংরাজীপত্র ২৩ খান, দেশীয় ভাষায় পত্র ৪৬ খান এবং ইংরাজী ও দেশীয় মিশ্রিত পত্র ৪ খানি। মান্দ্রাজে লোক ৩ কোটী ১০ লক্ষ; ইংরাজী পত্র ১১, দেশীয় ১৭, মিশ্র ৮ খান। বোম্বাই ও সিন্ধুতে ১ কোটী ৪০ লক্ষ লোক, ইংরাজী ১৪, দেশীয় ৬২, মিশ্র ১৯ খান। উত্তর পশ্চিমে ৩ কোটী ১০ লক্ষ লোক; ইংরাজী ৬, বাঙ্গালা ৬২, মিশ্র ২খান। পঞ্জাবে ১ কোটী ৮০ লক্ষ লোক, ইংরাজী ৪, দেশীয় ২১ খান। আউডে ১ কোটী ১০ লক্ষ, ইংরাজী ৩ ও দেশীয় ৮ খান। রাজপুতানায় ১ কোটী লোক, দেশীয় ২ খান। মধ্য ভারতবর্ষে ৯০ লক্ষ লোক, ইংরাজী ১, দেশীয় ৩, মিশ্র ৩ খান। ব্রহ্মদেশে ২৫ লক্ষ লোক, ইংরাজী ৬ ও দেশীয় ২ খান।

খিবাতে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদিগের সহিত একত্র হইয়া রুসীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন এবং পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদিগের গবর্ণর জেনারলের পিতৃব্য টমাস বেরিঙের মৃত্যু সমাচার পাইয়া লর্ড নর্থব্রুক শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন, গত বারের পূর্ব্ব বৃহস্পতি বার তাজ আলোক মালায় মণ্ডিত হয়, তিনি তাহা দর্শন করিতে যান নাই, এবং অন্যান্য আমোদ স্থলেও গমন করেন নাই। মৃত মহাত্মা একজন প্রধান বণিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ইয়ার মাউথ ও হণ্টিংডনের জন্য পার্লেমেণ্টের সভ্য ছিলেন এবং লর্ড ডার্বীর মন্ত্রিত্ব সময়ে দুইবার চ্যান্সেলর অব একসচিকার পদ পান।

চিন দেশের লিউ নামে এক অধ্যাপক পারিস বিশ্ব বিদ্যালয়ের চিন ভাষার পুস্তক সকলের তালিকা সংগ্রহ করণার্থ তথায় গমন করিয়াছেন। কত সংস্কৃত পুস্তক জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে আছে এদেশীয় কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তি কি সে সকলের তত্ত্ব লইতে যাইতে পারেন না?

সাগালিয়ান দ্বীপে রুসিয়া ও জাপানদিগের মধ্যে গোলযোগ খুব চলিতেছে।

ইংলণ্ডের সঙ্গে আফ্রিকার আসান্টি দিগের

যুদ্ধ চলিতেছে। আবার কিউবা দ্বীপ লইয়া স্পেনের সঙ্গে একটী ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের আভ্যন্তরিক দুরবস্থা।

দিন দিন চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। নানা স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে যে চাউল আর পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। গবর্ণমেণ্ট দুঃস্থ প্রজাদিগের সাহায্য জন্য কয়েক লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করিয়াছেন। সচ্ছল দেশ হইতে অসচ্ছল দেশ সমূহে চাউল প্রেরিত হইতেছে,রেইলওয়ে কোম্পানি ইহার জন্য ভাড়া কমাইয়াছেন এবং স্থানে স্থানে স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ বিভাগের অবস্থা সকল পরিদর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। দেশমধ্যে হুলস্থূল ব্যাপার। এসময়ে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য সকলেই মহোৎসুক হইয়াছেন। আমরা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ গত সপ্তাহের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতে কয়েকটী জেলার বিবরণ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

বর্দ্ধমান—২৫শে নবেম্বর পর্য্যন্ত সংবাদ আসিয়াছে যে তথায় আদৌ বৃষ্টি হয় নাই। এই জেলার পশ্চিম এবং উত্তর বিভাগের কতক গুলি স্থানের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বিভাগের অবস্থা তত অধিক মন্দ নয়। জ্বরেরও সমধিক প্রাদুর্ভাব।

বাঁকুড়া—হৈমন্তিক ধান্য আট আনার আশা করা যায়। অন্যান্য শস্য নষ্ট হইয়াছে।

বীরভূম—আশুধান্য ফুরাইয়া গিয়াছে, হৈমন্তিক ধান্য কাটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭০০২ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। মূল্য বৃদ্ধি হইবার উপক্রম।

মেদিনীপুর—দক্ষিণ বিভাগ হইতে উত্তর বিভাগে অনেক চাউল আমদানি হইয়াছে। মূল্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

হুগলি—বৃষ্টির কোন আশা নাই। আশুধান্য কাটা হইয়াছে তাহাও দুই আনা হইয়াছে। ডাঙ্গা জমির ধান্য শুকাইয়া যাইতেছে। চাউলের মূল্য ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। কানা নদীর মোহানা শীঘ্র শীঘ্র কাটা হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যেই অনেক জল আসিতে পারে।

হাবড়া—দামোদর নদীর বাঁধ কাটার জন্য শ্যামপুরের অনেক উপকার হইয়াছে। উলুবেড়িয়া ও আমতায় কিছু শস্য জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। শিবপুরে অত্যন্ত জ্বরে প্রাদুর্ভাব প্রায় প্রতিদিন ১০ জন করিয়া মরিতেছে। বেলগাছিয়া ও নিকটস্থ অন্যান্য স্থানেও জ্বর প্রবেশ করিয়াছে।

২৪ পরগণা—ডায়ামণ্ড হারবারে ।৵০ এবং সুলতানপুর ও মথুরা পুরে ৵০ আনা ধান্যও আশা করা যায় না। বারইপুরে অত্যল্প জন্মিয়াছে। বারাশতের ডাঙ্গা জমির অবস্থা মন্দ, বিল ও নিম্ন ভুমিতে কিঞ্চিৎ জন্মিয়াছে। সাতক্ষীরা ও বসীর হাটের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতেছে। চাউলের মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে।

নদীয়া—সকল স্থানেই প্রায় ।/০ আনা শস্য জন্মিয়াছে।

যশোহর—দক্ষিণে বোরো ধান্য জন্মিয়াছে। রবিশস্য ও মন্দ নয়। বৃষ্টি হয় নাই। চাউলের মূল্য অপেক্ষা কৃত সুলভ।

মুর্শিদাবাদ—খাল খনন দ্বারা কিছু শস্য রক্ষা পাইয়াছে। উত্তর বিভাগে প্রায় ।৵০ জন্মিয়াছে। উত্তম চাউল টাকায় ১১। ১২ শের। আশু ১৬ শের।

মালদহ—প্রায় ।০ আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। বৃষ্টি হয় নাই। জেলার রাস্তা সকল সংস্কার হইতেছে।

রাজসাহী—পশ্চিম বিভাগে বুরিন্দ্র ও সিংড়া থানার উত্তর সমস্ত ধান্য নষ্ট হইয়াছে। বারশিগাঁয় কিছু জন্মিয়াছে। সমস্ত জেলায় ।৵০ আনা অনুমান করা যায়। বোয়ালিয়া নাটোর ও বাগমারায় বসন্ত হইতেছে। পুঁটিয়া চারঘাট ও বেলমারিয়ায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই।

রঙ্গপুর—শস্যের অবস্থা অতিশয় মন্দ,গড়ে ৶০ অধিক হইবে না। দুই এক স্থানে ।৵০ আনাও হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রায় /০ হইবে। চাউলের মূল্য ৩ হইতে ৫টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হইতেছে। বৃষ্টি অভাবে রবি শস্যও জন্মে নাই।

বগুড়া—অতি অল্পই ধান্য রক্ষা পাইবে। মূল্য টাকায় ১৫ শের।

পাবনা—আশু ধান্য আট আনা হইয়াছে। জল না হইলে আমন রক্ষা হইবে না।

দারজিলীং—গত রবিবারে সামান্য বৃষ্টি হইয়া ছিল। সমস্ত জেলায় ।।৵০ শস্য আশা করা যাইতে পারে। পাহাড়ে বুটা প্রায় ৸০ আনা জন্মিয়াছে, কিন্তু ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

জলপাই গুড়ি—আশু ধান্যের জন্য চাউল অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কুচ্‌বেহার—ডাঙ্গা জমির অবস্থা বড় মন্দ, নিম্ন জমিতে কিঞ্চিৎ জন্মিয়াছে প্রায় ।।৵০ আনা হইবেক।

ঢাকা—শস্যের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল, রবিখন্দ কোন কোন অংশে মন্দ। মাণিকগঞ্জে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

ফরিদপুর—দক্ষিণ বিভাগে শস্যের অবস্থা ভাল বটে, কিন্তু উত্তর পশ্চিম সীমার নিকটস্থ স্থান সমূহে গত বৎসরের চতুর্থাংশ শস্য পাওয়া যাইতে পারে এবং জলাভাবে অনেক ক্ষেত্র আদৌ কর্ষিত হয় নাই। টাকায় ।৮ সের চাউল বিক্রয় হইতেছে। গোয়ালন্দে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব।

বাকরগঞ্জ—পাতুয়া খালি উপবিভাগে প্রায় ৸৵০ আনা রকম শস্য জন্মিয়াছে। দক্ষিণে সাবাজপুর উপবিভাগে ।।৵০ আনা, সদর উপবিভাগে (বরিশালের চৌদিকে) ৸০আনা,ঝালকেট থানার অবস্থা মন্দ, মাদারি পুরে নিম্ন ভুমি অপেক্ষা উচ্চ ভুমির অনেক শস্য নষ্ট হইতেছে। জেলার স্বাস্থ্য ভাল নয়।

শ্রীহট্ট—সকল স্থান হইতেই শস্যের অশুভ সমাচার পাওয়া গিয়াছে, সদর বাজারে চাউলের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। রপ্তানী ও অধিক পরিমাণে হইতেছে।

কাছাড়—প্রায় ।।৵০ আনা শস্য জন্মিয়াছে।

চট্টগ্রাম—শস্যের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল. কিন্তু উত্তর বাঙ্গালা এবং বেহারে ,দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় চাউলের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে।

নোয়াখালি—সুধারাম ও হাতীয়ায়,।।৵০ আনা এবং সন্দিপ লক্ষ্মীপুর, আমির গঞ্জ ।০ আনা ও রামগঞ্জ বেগমগঞ্জ এবং বোমনাই প্রায় ৵০ আনা শস্য নষ্ট হইয়াছে।

সারণ—অত্যন্ত নিম্ন ভূমি ব্যতীত সকল স্থানে শস্য নষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে অনেক কূপ খনন হইতেছে বটে, কিন্তু বৃষ্টি না হইলে তদ্দ্বারা বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

চম্পারণ—দুই আনা শস্য হইতে পারে ক্ষেত্রের ।৶০ রকম মাত্র আবাদ হইয়াছিল, ॥৶০ আনা পতিত আছে।

সাঁওতাল পরগণা—দেবগড় উপবিভাগে কার্ত্তিকে ধান্য অতি অল্প হইয়াছিল। রাজমহলের অবস্থা অতি মন্দ, জলাভাবে ও কীটের জন্য বীজ সকল নষ্ট হইয়াছে।

কটক—শস্যের অবস্থা উত্তম। রপ্তানী নিবন্ধন মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে।

হাজারিবাগ—জলাভাবে ক্ষেত্র সকল কঠিন হওয়াতে বীজ বপন করিতে পারে নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

গত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় "স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম সূচক উপাধি" লইয়া আলোচনা দেখিয়া আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আমারও মনে অনেক দিন হইতে আন্দোলন হইতেছিল যে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে কি সম্বোধন শব্দ প্রয়োগ করা যায়? এখন বঙ্গাঙ্গনা কুলের সে অবস্থা নাই, এখন আর তাঁহাদিগকে কেবল রন্ধনের সুখ্যাতিতে সন্তুষ্ট রাখিতে পারাযায় না, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রী অনেক পাওয়া যায়। কে বলিবে যে আর কিছুদিন পরে চিকিৎসা ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যাদিতেও আমরা ভগিনীদিগের হস্ত দেখিতে পাইব না? তাঁহারা যে আর্য্য বংশ সম্ভূতা এ পরিচয় জগৎ শীঘ্রই তাঁহাদিগের নিকট প্রাপ্ত হইবে। অতএব কেবল আর কালীর মা, শ্যামের খুড়ী, হরি ঠাকুরের মেয়ে ইত্যাদি নামে তাঁহাদিগকে অভিহিত করা যায় না। ইতিমধ্যেই অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের প্রকৃত নাম উল্লেখ করিয়া সম্বোধন চলিতেছে। যদি কেহ বলেন যে এরূপ নাম প্রকাশকরা কেবল কতক গুলি সমাজ সংস্কারেচ্ছু পুরুষের ষড়যন্ত্রে হইয়াছে, তাহা আমারা কোনমতে স্বীকার করিতে পারি না, কারণ এমন অনেক স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশিত হইয়াছে যাহাদিগের সহিত সংস্কারকদিগের কোন যোগই নাই, তাঁহারা এখন অনেক পুস্তকের ও সংবাদ পত্রের পত্র প্রেরিকা। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে; তাঁহারা জগতে আর লুক্কায়িত ভাবে থাকিতে চাহেন না, জগতের লোক তাহাদিগের নাম শুনিলে, বা উচ্চারণ করিলে আর তাঁহারা অবগুণ্ঠনের মধ্যে জিব কাটিয়া পদনখে মৃত্তিকা খনন করেন না। অনেকে স্বামীর উপাধির অধিকারিণী হইয়াছেন। পূর্ব্বে যিনি কালীর মা ছিলেন তাহার কালী এখন কালীদাসী ঘোষ হইয়াছে। হরিঠাকুরের দৌহিত্রী এখন ভুবন মোহিনী চট্টোধ্যায় হইয়াছেন। ভুবনমোহিনী চট্টোপাধ্যায় এখন একজন গ্রন্থ কর্ত্রী। আপনি যখন তাঁহার নামে আপনার পত্র উজ্জ্বল করিবেন তখন কি কেবল মাত্র বিখ্যাত শ্রীমতী ভুবনমোহিনী চট্টোপাধ্যায় লিখিয়া আপনার লেখনী অসঙ্কুচিত ভাবে নিস্তব্ধ হইবে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিজ্ঞ লোকেরা স্ত্রী সমাজের প্রতি উপেক্ষাকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। যাঁহারা স্ত্রীলোক বলিয়া সম্ভ্রমের স্থলে সম্ভ্রম না দিয়া তদপেক্ষা নিম্ন পদস্থ পুরুষকে সম্মান করিয়া যথা 'শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ দাসের' দোকানে, এরূপ ব্যবহার করেন, তাহারা কেনই বা নিন্দার্হ না হইবেন, তবে এক্ষণে এমন কি শব্দ স্ত্রীলোকদিগকে প্রদান করিলে তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়, আমি অনেক অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি এমন কোন শব্দই পাওয়া যায় নাই। ইতি মধ্যে বামাবোধিনী সম্পাদকের কোন বন্ধুর দ্বারা পুনরা বিকৃত "দেবী" শব্দ উক্তস্থলে প্রকাশিত দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। ইহা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে যে স্থলে ব্যবহার করিতেন আমরাও সেই সেই স্থলে ব্যবহার করিব। বামাবোধিনী সম্পাদক ঐ শব্দ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত কিন্তু কিরূপে ব্যবহার করিবেন তাহার স্থির করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমি দেখিতেছি "শ্রী মতী দেবী ভুবনমোহিনী চট্টোপাধ্যায়" এবং সম্মুখে ডাকিবার সময় ভুবন না বলিয়া ভুবন দেবী বলিলে উত্তম শুনাইবে। আপাততঃ অনেকের মনে ইহা কেমন কেমন ঠেকিবে, কিন্তু দু একবার ব্যাব্যহার করিলেই উহার কঠিনতা দূর হইবে এবং আমরা যে আমাদিগের ভগিনীদিগকে 'দাসী' মনে করিনা তাহাও জগৎ জানিতে পারিবে। আমি বিনীত ভাবে আপনার পাঠক পাঠিকাগণেকে নিবেদন করিতেছি তাহারা এই সুন্দর সম্বোধনটির বিষয় চিন্তা করিয়া ইহা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হউন।

আপনার শ্রীদত্ত

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়াতে এবং প্রকাশক প্রায় এক মাস কাল পীড়িত থাকাতে কার্ত্তিক মাসে পত্র প্রকাশিত হইল না। ঈশ্বরেচ্ছায় গ্রাহক সংখ্যা আর কিছু বৃদ্ধি হইলে এবং প্রকাশক আরোগ্য লাভ করিলে ত্বরায় পত্র খানি প্রচারিত হইতে পারিবে।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
২৫শে কার্ত্তিক }

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৶০
মাসিক ...	৸০	৮৶০
প্রতি সংখ্যা	।৬	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোস্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিনায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ৩৪ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৮শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার। ১৮৭৩—১২ই ডিসেম্বর | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

কয়েক দিন মেঘাড়ম্বরের পর কলিকাতায় গতকল্য বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। এ বৃষ্টি কতদূর ব্যাপী হইয়াছে বলা যায় না। ইহাদ্বারা রবি শস্যের চাষের কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ধান্যের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ধান্য কাটা হইতেছে, ক্ষেত্রপতিত ধান্য জলে ভিজিয়া অঙ্কুরিত হইলে এবারে যে অল্প শস্য পাইবার আশা ছিল, তাহারও ব্যাঘাত ঘটিবে।

গত সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ৪ দিবস হাইকোর্টে মোহন্তের আপীল শ্রবণ হয়। বিচারপতি মার্কবি ও বার্চ সাহেব। বারিষ্টার জাক্‌সন ও ইবান্‌স মোহন্তের স্বপক্ষে এবং বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিপক্ষে বক্তৃতা করিয়াছেন। রায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্কৃতি পাইয়াছেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, 'খোস খবরের ঝুটও ভাল' বলিয়া তাহা অনেকের গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু এখনও এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই, কমিসনরেরা সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন এবং শ্রীহট্ট হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন মাত্র। বারিষ্টার মণ্টিও সাহেব ভরসা দিতেছেন।

ভারত সংস্কারক।

লবণের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট।

রেবিণিউ বোর্ড ১৮৭৩।৭৪ সালের লবণ সম্বন্ধীয় যে দ্বিতীয় রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হইল যে, বিগত জুলাই, আগষ্ট, ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ২৫,৭৯,৫৪০ মণ লবণ বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্বগত এপ্রিল,মে ও জুন মাসের মধ্যে ১৭,১৪,৫০৭ মণ, এবং পূর্ব্ব বৎসরের জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ২৬,০১,০৮৫ মণ বিক্রীত হইয়াছিল। উক্ত তিন সময়ে যথাক্রমে ৮৩,৮২,৮৫৫ টাকা, ৫৫,৭২,১৪৮ টাকা এবং ৮৪,৫৩৫২৬ টাকা মাসুল আদায় হইয়াছে।

পূর্ব্বে কটক, বালেশ্বর পুরী ও ২৪ পরগণায় বিস্তর লবণ পোক্তান হইত। অদ্যাবধি পূর্ব্ব পোক্তানি লবণ নিঃশেষিত হয় নাই। বিগত জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কটকের গোলা হইতে ১৯২১৫ মণ, বালেশ্বরের গোলা হইতে ২৮৯২৯ মণ, পুরীর গোলা হইতে ৪৪৯৫০ মণ এবং ২৪ পরগণার গোলা হইতে ৬৮৫১ মণ সর্ব্বশুদ্ধ ৯৯,৯৪৫ মণ পূর্ব্ব পোক্তানি লবণ বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্বগত এপ্রেল, মে ও জুন মাসের মধ্যে এই লবণ সর্ব্বশুদ্ধ ১,১৫,০৯৭ মণ ও বিগত বর্ষের জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ১,০১,৪৩৮ মণ বিক্রীত হইয়াছিল।

বিগত ৩ মাসের মধ্যে লিবরপুল হইতে ১০,৬০,৭৮৫ মণ, বিদেশীয় করকচ্ ৪,৭০,০১৭ মণ এবং ভারতবর্ষীয় করকচ্ ৩,০০,৪৪৬ মণ সর্ব্বশুদ্ধ ১৮,৩১,২৮৪ মণ লবণ কলিকাতার বন্দরে আমদানি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের অর্থাৎ ১৮৭২।৭৩ সালের ঐ মাস ত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯,৮৯,৯২৮ মণ কলিকাতার বন্দরে আনীত হইয়াছিল। উপরের লিখিত লবণ আমদানি হইয়া সালিকা, ঘুশুঁড়ি ও চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট গোলায় রক্ষিত হয়। সেই সেই গোলা হইতে উপরি উক্ত মাস ত্রয়ের মধ্যে ২৪,৩৭,৪২৬ মণ ও পূর্ব্ব বৎসরের ঐ মাস ত্রয়ের মধ্যে ২৪,৪৪,৫৭৭ মণ লবণ বিক্রীত হয়। বিগত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সালিকার গোলায় ১১,৭৬,৭৪৫ মণ ও চট্টগ্রামের গোলায় ৫৯,৪৪৩ মণ সর্ব্বশুদ্ধ ১২,৩৬,১৫৮ মণ বিদেশীয় লবণ এখনও বিক্রয়ার্থে মজুত রহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের লবণ ব্যবসা সম্বন্ধে আমরা অনেক বার অনেক কথা বলিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট লবণের ব্যবসা অবলম্বন করুন তাহাতে আমাদের তত আপত্তি নাই, কিন্তু এতদ্দেশে লবণ পোক্তান হইবার প্রতিবন্ধক কি? গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন যে লিবরপুল হইতে লবণ আনাইলে, তত্রত্য বণিকদিগের বিস্তর লাভ হয় এবং গবর্ণমেণ্টও

স্বল্পতর ব্যয়ে অপর্য্যাপ্ত লবণ পাইয়া অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ লাভবান্ হইয়া থাকেন। এ কথা সত্য হইলেও অপর দিকে, এতদ্দেশীয় নেমক পোক্তানে দেশীয় সহস্র সহস্র লোক যে অনায়াসে প্রতিপালিত হইতে পারিত, তাহা কি গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা স্থলে আনিবেন না? লিবরপুলের বণিকদিগের লাভের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ আছে? লাভের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিলে যদি এ দেশীয় সহস্র সহস্র লোকের সমূহ উপকার হয়, তাহাতে বিমুখ হওয়া কদাপি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। ক্ষতিই বা কি? প্রজাদিগের অবস্থোন্নতির সঙ্গে২ গবর্ণমেণ্টের লাভেরও সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

তারকেশ্বরের মোহন্ত ও হিন্দু তীর্থস্থান।

তারকেশ্বরের মোহন্তকে লইয়া সমস্ত বঙ্গদেশে অদ্য সাত মাসব্যাপী যে মহা আন্দোলন চলিতেছে,তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, প্রত্যুত দেশের ভাবী মহৎ কল্যাণের বীজস্বরূপ হইয়াছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য এ ঘটনাটী বঙ্গদেশের ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে খোদিত থাকে, আমাদিগের নিতান্ত অভিলাষ। হিন্দু তীর্থ সকল যে নরকের দৈত্যদিগের আধিপত্য স্থল হইয়াছে, সকল প্রকার পাপ সাধন যে সেখানে অনায়াস সাধ্য ব্যাপার, ধর্ম্মের উচ্চ নাম গ্রহণ করিয়া উচ্চমঞ্চে অধিরূঢ় হইয়া যাহারা লোকদিগের বিশ্বাস অধিকার করে, তাহারা যে উহাদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অসদভিপ্রায়ে ধন মান ধর্ম্ম সকলি অপহরণ করিতে পারে ইহাদ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে। আমাদিগের চক্ষে, এই হৃৎকম্পকর বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্যই বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর ঘটনার আবির্ভাব, মাধব গিরি, নবীন, এলোকেশী সকলে উপলক্ষ মাত্র। ভাবী বংশীয়েরা মাধব গিরি, এলোকেশী ও নবীনের বিশেষ ইতিবৃত্ত বিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক এই সত্যটী অনেক কাল ঘোষণা করিবে যে "তারকেশ্বরের এক দুরাত্মা মোহন্ত এক অবলা রমণীর সতীত্ব রত্ন হরণপূর্ব্বক তাহার ভয়ঙ্কর হত্যা, তাহার পিতৃকুলের ধ্বংস সাধন ও তাহার স্বামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের কারণ হয়; মোহন্ত জাতিকে কেহ বিশ্বাস করিও না।"

এখন এ ঘটনাটী অমনি অমনি বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করা আমাদিগের অসাধ্য। মোহন্ত মাধব গিরি আপনার পদের নিতান্ত বিরুদ্ধ মহাপাপাচরণ করাতে ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস করিলে এবং তারকেশ্বরের লক্ষ মুদ্রা দণ্ড হইলে যথেষ্ট ফল হইল আমরা বলিব না। এলোকেশীর প্রাণ নাশ এবং নবীনের দ্বীপান্তর বাসদ্বারা ইহা অপেক্ষা অধিক ফল লাভের প্রত্যাশা করা যায়।

প্রাচীন রোম নগরে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির অত্যাচার পীড়িত এক একটী নারীর প্রাণ নাশ এক একটী মহৎ রাজ্য পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়াছে, এক একটী সামাজিক মহৎ দোষ সংশোধন করিয়াছে। লুক্রিসিয়ার প্রাণনাশে রাজ্য তন্ত্র এককালে উঠিয়া গেল, বার্জিনিয়ার শোচনীয় হত্যায় ডিসেম্বরদিগের শাসন পর্য্যুদস্ত হইল। এলোকেশীর অবঘাত মৃত্যুতে আমরা গবর্ণমেণ্টের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে চাই না, কিন্তু এক দল অত্যাচারীর সম্পূর্ণ শাসন দেখিতে অভিলাষ করি। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছে, হিন্দু তীর্থ সকলের পাণ্ডাদিগের বিষম অত্যাচার—বিশেষতঃ যে স্থলে মোহন্তগণ বিরাজ করেন সেখানকার কথা উল্লেখ করা বাহুল্য। লোকে ধর্ম্মার্থে দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, অপর সধারণে ধর্ম্মার্থে তাহাতে দানাদি করে, অনেক দুঃখী প্রাণী সপরিবারে অনাহারে থাকিয়াও পূজা ও মানতের পয়সা যোগাইয়া থাকে—দেবত্র সম্পত্তি কালে বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু একজন অলস, ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি এককালে এরূপ অতুল ধনের ঈশ্বর হইয়া তদ্দ্বারা আপনার দুষ্প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সাধন করেন, ইহা চিন্তা করিলেও কাহার হৃদয় ব্যথিত ও শোণিত উষ্ণ না হয়? এক তারকেশ্বরের দৃষ্টান্ত সকলের চক্ষে জাজ্বল্যমান, দেখ এই তীর্থ স্থান কি অতুল ধন সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার লাক, দেড় লাক টাকার জমীদারী, নগদ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তেজারতের সংখ্যা নাই। না হইবে কেন? এখান কার একটী নিয়ম আছে যে, যে যে মূল্যের পূজা দিবে, তাহার তৃতীয়াংশ দেবালয়ে নগদ জমা দিবে। প্রতিদিন কত লোক পূজা দিতেছে, প্রতিদিন কত জমিতেছে। এতদ্ভিন্ন নৈমিত্তিক উপলক্ষে কত অসংখ্য লোকের সমাগম ও কত অসংখ্য লাভ। মধ্যে মধ্যে কত ধনী ব্যক্তি সোণার বিল্বপত্র প্রভৃতি মহার্ঘ উপহার প্রদান করিতেছে। ইতিহাসে সোমনাথ ও মথুরার দেবমন্দিরের ধনের কথা অনেকে পাঠ করিয়াছেন, তারকেশ্বরের সম্পত্তি দেখিয়া তাহাতে আমাদিগের আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না। এ ধন রথ্যা নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, অনাথাশ্রয় স্থাপন প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে যদি ব্যয়িত হয়, তবে ইহার সার্থকতা সাধন হয়। কিন্তু সোমনাথ মথুরা প্রভৃতির সঞ্চিত ধন মামুদ লুঠিয়া লইয়া গেল, তারকেশ্বরের সঞ্চিত ধনও দর্শ ভূতে লুঠিতেছে। মাধব গিরি এত কাল ইহা দ্বারা কোন্ খেয়াল সুসিদ্ধ না করিয়াছেন? পরে ঘোর পাপে ধৃত হইয়া জলের মত কত টাকার স্রোত চারি দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন, কে তাহা নিরূপণ করিতে পারে? স্বোপার্জ্জিত ও পৈতৃক ধন ব্যয় করিতে লোকের মায়া হয়, কিন্তু হঠাৎ প্রাপ্ত এ প্রকার ধন ব্যয়েত হস্ত কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয় না। এ অপব্যয়ের প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক, ইহার উপর একটী কথা বলিতেও কাহার অধিকার নাই। সাধারণের ধর্ম্মার্থে উৎসৃষ্ট ধন মদ্য পান, পরদার সেবন, নানাবিধ ইন্দ্রিয় ভোগ ও দুষ্কর্ম্মসাধনে পর্য্যবসিত হইল, ইহা অপেক্ষা ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

আমরা মাধব গিরি ও তারকেশ্বর তীর্থের বিষয়ে যাহা বলিলাম, অনুসন্ধান করিলে অনেক গিরি ও অনেক তীর্থে

এইরূপ দৃষ্টান্ত মিলিবে। কিছু দিন হইল চট্টগ্রামের এক মোহন্তের এইরূপ ভ্রষ্টচারিতা প্রকাশ পায়। আরো অনেক তীর্থের পাণ্ডাদিগের পাপের কথা মধ্যে মধ্যে অবগত হওয়া যায়। যাহাহউক মোহন্তদিগের কেবল নিন্দা করিলে কি হইবে? তাহাদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহাদিগের চরিত্র নির্ম্মল থাকা এক প্রকার অসম্ভব। অতুল ঐশ্বর্য্য করতলস্থ, না আছে পরিশ্রম করিবার কোন কার্য্য, না আছে পরিবারের প্রতিপালনের ভাবনা, বিবাহ নাই, কত সুন্দরী রমণী অকুণ্ঠিত ভাবে চরণার্চ্চনা করিতেছে, এত প্রলোভনের মধ্যে নিষ্কাম, জিতেন্দ্রিয়, সিদ্ধ পুরুষদিগেরও অটল ভাবে অবস্থান করা কঠিন, তাহাতে যে প্রকার সামান্য লোক মোহন্ত পদবীতে আরূঢ় হন তাঁহাদের সচ্চরিত্রতা রক্ষা করা সুদূর-পরাহত।

এক্ষণে তীর্থস্থান সকলের পবিত্রতা সংরক্ষিত হইয়া যাহাতে দেশের লোকের অনিষ্ট নিবারিত এবং সাধারণ অর্থের সদ্ব্যয় সাধিত হয়, তজ্জন্য আমরা দেশীয় লোকদিগকে এবং গবর্ণমেণ্টকে আগ্রহাতিশয় সহকারে অনুরোধ করি। দেশের লোকে অনেক স্থানে মহাড়ম্বর সহকারে ধর্ম্মরক্ষণী সভা সকল সংস্থাপন করিতেছেন, কিন্তু তীর্থস্থান সংশোধন অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষার উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কোথায় পাইবেন? গবর্ণমেণ্ট দেশের ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যদি দেশের কল্যাণার্থে সতীদাহ নিবারণ, চরক-দমন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারেন, এ গুরুতর বিষয়ে কেন না কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবেন? গবর্ণমেণ্ট অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের বিষয়াদির ভার যেরূপ লন, তীর্থ স্থান সকলের ভার যদি সেইরূপ গ্রহণ করেন, দেশীয় লোকদিগের কমিসনদ্বারা উপযুক্ত পূজারী প্রভৃতি নিয়োগপূর্ব্বক পূজার্চ্চনাদি কার্য্য যদি সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করেন এবং তৎসম্বন্ধে যখন যে দোষ সংঘটিত হইবে তাহার নিবারণ করেন, দেশীয় লোকে তুষ্ট ভিন্ন রুষ্ট হইবে না। দেশীয় রাজা থাকিলে এ সকল বিষয়ে কখনই উদাসীন থাকিতেন না। এক্ষণে এলোকেশীর রক্তে তীর্থস্থান সকলের পাপাচার সংশোধিত হইলে আমরা মোহন্ত সম্বন্ধীয় আন্দোলনটী সার্থক বলিয়া মানিব এবং হতভাগ্য নবীনের দ্বীপান্তর বাসও সহ্য করিতে পারিব।

সার জর্জ ক্যাম্বেলের পদত্যাগ।

এ সম্বন্ধে আমরা একটী প্রস্তাব লিখিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমত সময়ে কোন বন্ধুর একটী লেখা পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম। আমাদিগের বক্তব্য সকল বিষয় এবং ক্যাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মতামত ইহাতে ব্যক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তথাপি ইহা পাঠকগণের উপাদেয় হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইল। বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দারুণ দুর্ভিক্ষের পীড়ন হ্রাস করিতে যদি কেহ সক্ষম হন, তবে সে মহামতি ক্যাম্বেল সাহেব, এই আশা ও বিশ্বাসে বঙ্গবাসিগণ দৃঢ়চিত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আগামী এপ্রেল মাসে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন শুনিয়া কে না নিরাশা ও বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইবে? বঙ্গদেশ নিতান্ত মন্দভাগ্য, তাই এ সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটিল। আমরা তাঁহাকে অন্ততঃ আর এক বৎসর থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতাম, কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ এবং স্বদেশে তাঁহার একটী মহোন্নতির অবসর চলিয়া যায়, এই জন্য তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস হয় না। যাহাহউক আমরা আশা করি, ক্যাম্বেল সাহেব যে কয়েক মাস বঙ্গদেশে থাকেন, ভাবী দুর্ভিক্ষ নিরসনের যতদূর সাধ্য উপায়াবলম্বনে ত্রুটি করিবেন না, এবং ইংলণ্ডে গমন করিয়াও এ দেশের বিষয় বিস্মৃত হইবেন না। সেখানেও তাঁহার চেষ্টা হইতে মহৎ ফল প্রসূত হইতে পারে, আমাদিগের বিশ্বাস।

বঙ্গদেশীয় সমুদায় ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেলের বিষয় লইয়া পুনরায় তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছেন। যে দিন হইতে এই শাসনকর্ত্তা বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন তদবধি সম্পাদকদিগের লেখনী একদিনও ইহাঁর সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখিতে নিবৃত্ত হয় নাই। আমরা যতগুলি পত্রে ইহাঁর সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে দুই চারি খানি ভিন্ন আর কাহাকেও ইহাঁর পক্ষ সমর্থন করিতে দেখি নাই। অধিকাংশ পত্রে কেবল তিরস্কার, কটূক্তি, লাঞ্ছনা ইত্যাদিতে তাঁহাকে এমনি করিয়া তুলিয়াছিল, যে সকলেই মনে করিতেন, আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মত অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা পৃথিবীতে আর কখন দেখা যায় নাই। যেখানে দুই জন লোক একত্র হইয়া রাজকীয় বিষয়ের কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছে সেই খানেই উপক্রমণিকায় ক্যাম্বেল সাহেবের গালাগালি, উপসংহারেও ক্যাম্বেল সাহেবের গালাগালি। ক্যাম্বেল সাহেবের প্রতি সাধারণের বিরাগভাব উত্তেজিত করিয়া কোন কোন ব্যবসায়-কুশল বুদ্ধিমান সম্পাদক আপন আপন পত্রিকা প্রচারের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি না যে কি অপরাধে এই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিকে দেশীয় সিবিল সর্ব্বিস স্থাপনের নিমিত্ত হাটে বাজারে গালাগালি দেওয়া হইল। ইহা কেবল সম্পাদকদিগের অদূরদর্শিতার ও পরিবাদ প্রিয়তার পরিচয় মাত্র। যাহা হউক এক্ষণে আর ক্যাম্বেল সাহেবের সে দিন নাই, পূর্ব্বে তাঁহার পদত্যাগ শ্রবণে যাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল ব্যক্তি তাঁহার জন্য কাঁদিয়া অস্থির হইবেন এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে।

গত সপ্তাহে আমরা যে শুনিয়াছিলাম সার জর্জ ক্যাম্বেল পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাইবেন, তাহা সত্য হইয়াছে। কর্কাণ্ডিবুর্গ নামক স্থানের

লোকেরা তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহাদিগের প্রতিনিধিত্ব করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আগামী এপ্রেল মাসে তিনি বঙ্গভূমির শাসন ভার টেম্পল সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া জাহাজারোহণ করিবেন, ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাঁহার বিদায় লইবার আরও বিশেষ কারণ শরীরের অপটুতা। ক্রমাগত তিন বৎসরকালের কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে ডাক্তারেরা তাঁহাকে স্বদেশ প্রস্থানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই দুইটীর কোনটীই পরিহার্য্য নহে। আরো কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার এ প্রকার অবসর গ্রহণের আবশ্যকতা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সদাশয়তা গুণে বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। দীন হীন বঙ্গবাসীরা তাঁহার হৃদয়মধ্যে স্নেহের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এত অবমাননা করিয়াও লোকে ইহাঁর মনেবিরক্তি ভাব উত্তেজিতকরিতে পারে নাই, সুতরাং ইনি উপরি উক্ত কারণদ্বয় নিরস্ত করিয়াছিলেন। কর্কাণ্ডিবুর্গ বাসীদিগের আহ্বানে এই উত্তর দিয়াছিলেন "এক্ষণে বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় কম্পিত, এখন আমি কোন মতেই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, দুর্ভিক্ষের কিয়ৎপরিমাণে উপশম হইলে অর্থাৎ এপ্রেল মাসে গমন করিতে পারি।" চিকিৎসকদিগের প্রবোধার্থ তাঁহার এই মাত্র উত্তর যে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" ইহাকেই বলে প্রকৃত ত্যাগস্বীকার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। মহারাণী যেমন উপযুক্ত জানিয়া ইহাঁর হস্তে তাঁহার বঙ্গীয় সন্তান দিগের ভার সমর্পণ করিয়াছেন, ইনি ও তেমনি আপনার শরীরের ও সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া বাঙ্গালিদিগের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক উন্নতির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। বঙ্গবাসীরা সকারণ হউক, বা অকারণ হউক তাঁহাকে যেরূপ কটূক্তি করিয়াছে বোধ হয় অতি বড় শক্রর প্রতিও লোকে সেরূপ করে না। কিন্তু এই মহাত্মা স্বীয় উদারতা গুণে কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া আপনার লক্ষ্য সাধনে ক্রমাগত সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রায় এমন একটীও বিভাগ আমরা দেখিতে পাই না যাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত তিনি পরিদর্শন করেন নাই।—এমন একটিও বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার কোন না কোন প্রকার সংস্কার করিতে তিনি ঐকান্তিক যত্ন না করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমরা একটী দোষ এই দেখি যে তাঁহাদিগের হস্ত নিতান্ত মৃদুগামী। এসম্বন্ধে সামান্য প্রজারা একটী গল্প করিয়া থাকে, যে "কোন স্থানের বাজারে যদি অগ্নি লাগে, পুলিস মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিলেন অমুক হাটে আগুন লাগিয়াছে। ছয়মাস পরে মাজিষ্ট্রেটের উত্তর আসিল 'আগুন নিব্বাণ করা হউক।'" প্রজারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য শিথিলতা প্রযুক্ত বিস্তর কষ্ট পাইয়াই এইরূপ গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেবের স্বভাবে সে দোষের উল্লেখ করিতে কে না লজ্জিত হইবে? তিনি পরিশ্রম, কার্য্যদক্ষতা ও ক্ষিপ্রহস্ততার জীবন্ত মূর্ত্তি। আমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার এই গুণ অনেক সময় দোষ রূপে পরিণত হইয়া আমাদিগের অপকারও করিয়াছে। বাঙ্গালিদিগের জড়তা দূর করণার্থ একমাত্র ক্যাম্বেল সাহেবই প্রথম উদ্যোগী; দুঃখের বিষয় তজ্জন্য ইঁহাকে বিশেষ বিদ্রূপও সহ্য করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষের ভয়ে ইনি সকলের অপেক্ষা চিন্তিত এবং রুগ্ন শরীরে অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন। অবশ্য ইহাঁর অনেক গুলি দোষ আছে, কিন্তু এই বিপদ কালে যেরূপ বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন তাহাতে সাধারণে তাঁহার পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইয়া হৃদয়ের সহিত দিবানিশি ধন্যবাদ করিতেছেন। এমন কি ইহাঁর উদ্যোগপরতা দেখিয়া অনেকের সাহস হইতেছে যে এবৎসর যত বড় দুর্ভিক্ষ আসুক আমাদিগকে অধিক পীড়ন করিতে পারিবে না। বাস্তবিক ইনি যদি এসময়ে শরীরের অসুস্থতার আপত্তি করিয়া দার্জিলিঙ পর্ব্বতে বসিয়া থাকিতেন এবং দুর্ভিক্ষ কবলিত বঙ্গবাসী দিগের মৃত দেহের পুতিগন্ধ সেখান পর্য্যন্ত গিয়া নাসিকায় প্রবেশ না করিলে আমাদিগকে দেখিতে না আসিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের আশঙ্কার কি সীমা পরিসীমা থাকিত? কিন্তু যখন তৎপরিবর্ত্তে সুচারুরূপে সকল কার্য্য চলিতেছে, তখন আমরা নির্ভয় চিত্তে ক্যাম্বেল সাহেবের যশোগান করিয়া দুই বেলা উদর পূরিয়া অন্ন ভোজন করিব। তিনি যেখান হইতে হউক অন্ন আনিয়া আমাদিগকে না দিয়া কখনই আপন টেবিলে আহার করিতে বসিবেন না। তাঁহার চারি দিকে লক্ষ লক্ষ প্রজা আবাল বৃদ্ধ বনিতা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিবে, আর তিনি পরম সুখে রাজভোগ গ্রহণ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব হয় না। তাহা যদি পারিতেন তাহা হইলে এখনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যে সময় যাইবার মানস করিয়াছেন, তখন কি বঙ্গভূমিকে ধন ধান্যে পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারিবেন? না আমরা সুখের সহিত তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে করিতে তাঁহাকে বিদায় দিতে পারিব? আমাদিগের ত এমন আশা কিছুই নাই যে তিনি নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, বরং সেই সময় চতুর্দ্দিক দুর্ভিক্ষের ভীষণ দন্তে চর্ব্বিত হইতে থাকিবে। চারি দিকে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছুটিতে থাকিবে, দুর্ব্বল দেহে ছুটিতে না পারিয়া পথি মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এক মুষ্টি চাউলের নিমিত্ত প্রাণের কুমার কুমারীকে অকাতরে বিক্রয় করিবে। চারিদিকে হাহাকার, শবের পুতিগন্ধ, শৃগাল কুকুরাদি হিংস্র জন্তুর আর্ত্তস্বর ও নরকঙ্কালের স্তূপাকারে বঙ্গ ও বেহার ভূমি প্রকৃত শ্মশান ভূমির বিভীষিকা দেখাইবে, যখন এইরূপে বঙ্গীয় আকাশ ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইবে তখন আমাদিগের একমাত্র আশা প্রদীপ সার জর্জ ক্যাম্বেল তিরোহিত হইলে আমাদিগের দশা যে কি হইবে কিছুই বলিতে পারি না। তিনি মনে করিয়াছেন সার রিচার্ড টেম্পলের ন্যায় একজন বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ লোকের হস্তে এই ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন বঙ্গ ভূমির ভার সমর্পণ করিবেন। আর চিন্তা কি? কিন্তু এ কথায় আমাদিগের মন কোন মতেই প্রবোধ মানিতে চায় না। তিনি যে ভীষণ আকারে আমাদিগের নিকট পরিচিত আছেন, তাহা মনে পড়িলে আজিও আমাদিগের প্রাণ ভয়ে কাঁপিতে থাকে। তাঁহার ইনকম টাক্সরূপ পুত্রশোক আজও যে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এমন আমাদিগের কোন রূপেই বিশ্বাস হয় না। বরং এই দুর্ভিক্ষের হেতু দেখাইয়া কত আকারে যে সেই পুত্রকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন তাহা বলা যায় না। সেই জন্যই বলিতেছি টেম্পল সাহেবের নামে আমাদিগের অস্থিতে জ্বর আইসে। একে অন্নাভাবে বঙ্গভূমি কাতর, তাহার উপর আবার অন্যবিধ অত্যাচার হইলে আমাদিগকে নিতান্তই পশুর ন্যায় হত্যা করা হইবে। তজ্জন্য ক্যাম্বেল মহোদয়কে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি তিনি অনুগ্রহ করিয়া আর কয়েক মাস কাল আমাদিগের দেশে থাকিয়া আমাদিগকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের হস্ত হইতে বাঁচাইয়া মনের আনন্দে দেশে গমন করিয়া পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করুন। বঙ্গবাসিরা চিরকাল তাঁহার যশোগান করিবে, আদর্শ শাসনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ভারতভূমিতে চিরস্থায়ী হইবে।

৭৬ সালের মন্বন্তর ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের বিষয় যাহা কিছু এক্ষণে অবগত হইতে পারা যায়, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সময়ে তাহা বিশেষ উপকারে আসিতে পারে। যত্নপূর্ব্বক তাহার সংগ্রহ করা এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ও এ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। সুযোগ্য গেডিস সাহেবকে এই উদ্দেশেই নিয়োজিত করা হইয়াছে। তিনি পুরাতন কাগজ পত্র সকল মন্থনপূর্ব্বক মন্বন্তর সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবলী উদ্ধার করিবার ভার পাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রচারিত রিপোর্টে দৃষ্ট হইল, ডাক্তর হণ্টর সাহেবের মতে পূর্ব্বোক্ত মন্বন্তরে প্রায় ১ কোটী প্রজা অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এই ভয়ানক লোকক্ষয় ৯ মাস কালমধ্যেই সম্পাদিত হইয়াছিল। সংস্থানাশক্ত কৃষি ও শ্রমজীবী লোকদিগের মধ্যেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। পরবৎসর কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার লোক দুষ্প্রাপ্য হইল এবং তন্নিমিত্ত বঙ্গদেশের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভুমির তৃতীয়াংশ বনজঙ্গলে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পূর্ব্বে যেখানে যেখানে অনাবৃষ্টি ঘটনা হয়, এবৎসরেও প্রায় সেই সেই স্থানে ঘটিয়াছে। সে বারেও সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি বন্ধ হয়, এবারেও তাহা হইয়াছে। বৃষ্টি না হওয়াতে আমন ধান্য জন্মিল না, রবি শস্যের পরিমাণও অতি অল্প হইল। অন্যান্য বৎসর যে পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়, সে বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মাত্র পাওয়া গেল। তৎকালীন কাগজ পত্রে ভাদ্র (ভাদুই) অগ্রহায়ণী (আমনি) ও রবিশস্য সর্ব্বশুদ্ধ গণনা করিয়া অর্দ্ধেক পরিমাণে ফসল প্রাপ্তির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সে সময়ে কিরূপে এই গড় পড়তার নিরূপণ করা হয়, তাহা এক্ষণে পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে না। দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলে ফসল উত্তম জন্মিয়াছিল, বোধ হয় সে অঞ্চল ছাড়িয়া শুদ্ধ যে যে স্থানে অনাবৃষ্টি বশতঃ শস্যোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে, সেই সেই স্থান ধরিয়া গণনা করা হইয়া থাকিবে। রাজমহল অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বৃষ্টি পতিত হয়; এই রাজমহল, এবং পূর্ণিয়া, বীরভূম, ও রাজসাহীর কিয়দংশ বিশেষ রূপে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়াছিল। ঢাকা ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নিম্ন অঞ্চল সকল দুর্ভিক্ষের কষ্টে আদৌ পতিত হয় নাই। এই রাজমহল সম্বন্ধে ১৭৭০ সালের ২৮এ এপ্রেল তারিখের কৌন্সলের কার্য্য বিবরণে হারউড সাহেবের রিপোর্টে লিখিত আছে যে "জমীদারেরা উৎসন্ন গিয়াছে। সংবৎসরে অর্দ্ধেক ফসলও উৎপন্ন হয় নাই।" যেখানে দুর্ভিক্ষের প্রধান আধিপত্য সেই রাজমহল সম্বন্ধে যখন এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত গড়পড়তা কেবল দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ সম্বন্ধেই নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ গড়ে আট আনা ফসলেরও আশা করা যাইতেছে না; যদি গড়ে ।৶০ আনা ফসল পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আশার অতীত পাইলাম বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। মাঘ মাসে রবিশস্য পাওয়া যাইবে, তাহাও আশাপ্রদ নহে। অনাবৃষ্টিবশতঃ আমন ফসলেরও যে দুর্গতি হইয়াছে, রবি ফসলেরও সেই দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা আছে। সর্ব্ব শুদ্ধ গড়ে আট আনা রবিশস্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে বৃষ্টির অভাব হইলে, আমন ধান্য পাকিবার ব্যাঘাত হয় এবং রবি শস্যও রোপিত হইতে পারে না। পরে যদি বৃষ্টি হয়, তাহাতে অলাভ ভিন্ন লাভ নাই। যখন আমন ধান্য নষ্ট হইয়াছে, তখন উত্তম রবি শস্য লাভের প্রত্যাশা করা বৃথা। অনাবৃষ্টিবশতঃ উভয় ফসলই সমানরূপে নষ্ট হইবার কথা। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ১৭৬৯ সালের ২৩এ নবম্বরে লিখিয়াছেন যে অনাবৃষ্টিবশতঃ দারুণ দুর্ভিক্ষ সম্মুখে উপস্থিত। ছয় মাসের মধ্যে এই দুর্ভিক্ষের কোন উপশম হইবার সম্ভাবনা নাই।" হেষ্টিংস সাহেব বোধ হয় বাসন্তিক শস্যের ফল প্রতীক্ষা করিয়া ছয় মাসের মধ্যেই দুর্ভিক্ষের উপশম প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রত্যাশা মিথ্যা সপ্রমাণ হইল। বাসন্তিক শস্যের দ্বারা দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা কমিল না, ১৮৬৬ সালের ন্যায় বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে সেপ্টেম্বর মাসের ভাদুই শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া দ্রব্যাদির মহার্ঘতা নিবারণ করিল।

যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনার ফল বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এবৎসর আগামী দশ মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের বা উপশমের কোন সম্ভাবনা নাই। এই দশ মাস ধরিয়া নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দেশ শুদ্ধ লোককে সংগ্রাম করিতে হইবে। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময়েও অবিকল এইরূপ হইয়াছিল, ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ সময়েও এইরূপ করিতে হইয়াছে, এবারেও এইরূপ করিতে হইবে।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের দুই বৎসর পরে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে "রাজ্যের তৃতীয়াংশ লোক দুর্ভিক্ষবশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে।" তথাপি হেষ্টিংস রাজস্ব আদায়ে শিথিল-যত্ন ছিলেন না। দুর্ভিক্ষের পর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৭৬৮।৬৯ সালের

১,৫২,৫৪,৮৫৬, আদায় হয়! দুর্ভিক্ষের বৎসরে অর্থাৎ ১৭৬৯।৭০ সালে হেষ্টিংস সাহেব বিশেষ কষ্ট পাইয়াও ১,৩১,৪৯, ১৪৮ টাকার অধিক রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হন নাই। দুর্ভিক্ষের পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৭০।৭১ সালে সেই রূপ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা হয়, কিন্তু ১,৪০,০৬,০০০ টাকার অধিক কোন মতেই আদায় হইল না। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৭১।৭২ সালে মহাত্মা হেষ্টিংস ১,৫৩,৩৩,৬৬০ টাকা রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজস্বের অঙ্ক দেখিয়া কেহ যেন দুর্ভিক্ষের পরিমাণ ও তৎপরে প্রজাদিগের সৌভাগ্যের অবস্থা কল্পনা না করেন। মহাত্মা হেষ্টিংস নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার সহকারে উৎপীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেন। তিনি কোন আপত্তি শুনিবার লোক ছিলেন না। এ বিষয়ে ত্রুটী হইলে তিনি নিষ্ঠুর দণ্ড বিধান করিতেন। রাজ্যের তৃতীয়াংশ লোক বিনষ্ট হইয়াছিল। রাজ্যের তৃতীয়াংশ আবাদী ভূমি জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি দুর্ভিক্ষের পর দ্বিতীয় বৎসরের রাজস্বের অঙ্ক দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও বৃদ্ধি হইয়াছিল। হেষ্টিংসের নিষ্ঠুরতাকেও প্রশংসা করিতে হয়, তিনি নিতান্ত দুরবস্থার সময়েও এতাদৃশ কঠোর ব্যবহারে অক্ষম ছিলেন না, তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে "রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রবল চেষ্টা অবলম্বন করা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দুর্ভিক্ষের অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই।" তাঁহার উৎপীড়নে তৎকালীন ভূম্যধিকারীরা উৎসন্ন গিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সম্পত্তিচ্যুত, প্রহারিত ও অশেষ প্রকারে অপমানিত হইয়া অবশেষে কারাগারে আবদ্ধ হন। এ সময়ে যাঁহারা তৎকর্ত্তৃক কারাগারে প্রেরিত হন, দুর্ভিক্ষের পর বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ও তন্মধ্যে অনেকে সেই অপরাধে কারাগারে বাস করিতেছিলেন এবং তখনও তাহাদের মুক্তিলাভের আশা ছিল না। এ সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাকেও তাহার পরলোকগামী পিতার বাকী বকেয়ার জন্য কারাবাসী হইতে হইয়াছিল, নদীয়ার রাজাও তাঁহার রাজ্যের তত্ত্বাবধান হইতে বিচ্যুত হন, রাজসাহীর রাণীরও অপমানিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। আবাদীভূমি সর্ব্বত্র লোকাভাবে জঙ্গল হইয়া গেল, তথাপি রাজস্ব পূর্ব্বানুরূপ আদায় হইতে লাগিল!!!

ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁহার কর্ম্মচারিরা রাজস্ব আদায়ের জন্য দুঃস্থ জমীদারদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন, এ দিকে উৎপীড়িত জমীদারেরা দুঃস্থতর প্রজাদিগকে বাধ্য হইয়া পীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রজারা পীড়নের ভয়ে বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইতস্তত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। সে সময়ের রাজস্ব আদায়ের পীড়াপীড়ির পরিমাণ নিম্ন লিখিত ঘটনাটী দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতে পারিবে। মন্বন্তর অতীত হইলে পর যখন তণ্ডুলের মূল্য নামিয়া মণ করা একটাকায় বিক্রীত হইতে ছিল, তখন একজন কালেক্টর মন্বন্তর কালীন তণ্ডুলের বর্দ্ধিত মূল্যানুসারে বর্দ্ধিত রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা পাইয়াছিলেন!! এইরূপ জঘন্য উপায় সকল অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়া রাজ্যের ভয়ানক দুরবস্থাতেও রাজস্ব আদায়ের পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নচেৎ যে সনে রাজ্যের তৃতীয়াংশ প্রজাক্ষয় এবং তৃতীয়াংশ আবাদীভূমি জঙ্গল পরিপূর্ণ হইল, সে সময়ে অনুপাতের নিয়মানুসারে অন্ততঃ রাজস্বের তৃতীয়াংশ আদায় না হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে সময়ে প্রজাদিগকে দয়া করিতে হয়, সে সময়ে তাহাদিগের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুরতাচরণ করা হইয়াছিল! প্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক, লর্ড হেষ্টিংস সাহেবের এই অত্যাচারের কথা তাঁহার ১৭৮৩ সালের নবম রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে এ দেশের দুর্ভিক্ষ কালীন আনুসঙ্গিক ক্লেশ বহন ক্ষমতার তারতম্য হইয়াছে কি না তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের পূর্ব্বে বোধ হয় আহারের ধান্য উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চিত থাকিত না। এক বৎসর ধান্য জন্মে নাই বলিয়া যখন রাজ্যের তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তখন উপরি উক্ত বাক্য আপনা আপনি প্রতিপন্ন হইতেছে। তখন কেবল ধান্য প্রভৃতি আহারের দ্রব্যই লোকে চাষবাস করিত। এখন যেমন চা, নীল, অহিফেন, পাট প্রভৃতি দ্রব্যজাত উৎপাদন জন্য বঙ্গদেশের প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা উর্ব্বর ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। তখন যদিও কিয়দংশ স্থান পতিত থাকিত, কিন্তু লোক সংখ্যা এক্ষণকার অর্দ্ধেকও ছিল কি না সন্দেহ স্থল। ভূমির উর্ব্বরা শক্তি যে এক্ষণকার অপেক্ষা তখন অল্প ছিল, তাহাও নয়। এক্ষণকার ন্যায় তখন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যজাত বিদেশে আদৌ রপ্তানি হইত না। তবে কি জন্য এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে দেশ উৎসন্ন যায়? এ প্রশ্নের একটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যে বৎসর প্রচুর শস্য সে সময়ে উৎপন্ন হইত, সেই বৎসর কৃষকেরা সমূহ কষ্টে পতিত হইত। প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন হইলে, ও উদ্বৃত্ত শস্যের রপ্তানি হইতে না পারিলে শস্যের মূল্য স্বভাবতই

হ্রাস হইয়া যায়। এ অবস্থায় কৃষকেরা যদি সকলে একৈক্য হইয়া, প্রয়োজনানুযায়ী শস্য বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়া অবশিষ্টাংশ গোলায় সঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহা হইলে শস্যের মূল্যও হ্রাস হইতে পারে না, ভাবী দৈব দুর্ঘনার জন্যও প্রস্তুত থাকা যায়, কিন্তু কৃষকদের মধ্যে এরূপ একৈক্য হইবার সম্ভাবনা তখন আদৌ ছিল না। তাহারা তাহাদের সম্বৎসরের আহারের মত শস্য সঞ্চিত রাখিয়া অবশিষ্টাংশ বিক্রয় করিবার জন্য চেষ্টাপর হইত। সুতরাং বাজারে শস্যের মূল্য নিতান্ত স্বল্প হইয়া পড়িত এবং অত্যল্প মূল্যে তাহাদের উদ্বৃত্ত ধান্য বিক্রয় করিতে হইত। আবার সকল শস্য বিক্রয় করিতে পারিত না, কেন না রপ্তানি না থাকাতে প্রয়োজনের অধিক শস্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইত, তাহা জমীদারদিগের খাজানা, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেই ফুরাইয়া যাইত, এবং কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। বোধ হয় এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে তাহারা প্রয়োজনানুযায়ী অল্প পরিমাণে চাষবাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইত। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পূর্ব্ব বৎসরেও তাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাষবাস করে নাই, এজন্য পর বৎসরের জন্য শস্য সঞ্চিত ছিল না বলিয়া, নিদারুণ প্রজাক্ষয়কারী মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

উপরের বর্ণিত বিষয় গুলি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আমরা এ বৎসর অন্ততঃ পূর্ব্বানুরূপ ভয়ানক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতে পারি। তখনকার ধান্য ও গম ক্ষেত্রের অনেক গুলি এখন অহিফেন ও নীল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং চা, পাট প্রভৃতি রপ্তানি যোগ্য দ্রব্যের রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা এখন দ্বিগুণ হইয়াছে, বৎসর বৎসর বিস্তর শস্য রপ্তানি হইতেছে। ১৮৭২। ৭৩ সালে ৫,৭০,২৪৫৬০ টাকার তণ্ডুল ও ৩১,২৬,০৫০ টাকার গম অর্ণব পথে রপ্তানি হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিস্তর শস্য, গঙ্গা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে লৌহবর্ত্ম ও জলযান সহযোগে যে রপ্তানি হইয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সংবৎসর ব্যাপিয়া সংগ্রাম করা বড় সহজসাধ্য হইবে না। বিশেষতঃ ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে গড়ে ॥০ আনার অধিক শস্য জন্মিয়াছিল নিরূপিত হইয়াছে। এ বৎসর ।৶০ আনা ফসল প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা কি না সন্দেহস্থল। আরো আমরা দেখিতেছি প্রতিবৎসর পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত ধান্য শুদ্ধ ভদ্রলোকদিগেরই ভোগ্য হইয়া থাকে, তাহাও বড় অধিক হইল ত ২।৩ মাসের জন্য। ইহা যদি সাধারণের ব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে এক মাসও কুলাইবে না। তবে সুবিধার দিকেও দুই চারি কথা বলিবার আছে। এক্ষণে শস্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইবার পথ সুগম হইয়াছে, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে প্রচুর শস্য ৪।৫ দিনে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারে। সংবাদাদি আদান প্রদানেরও বিলক্ষণ সুবিধা। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রজাহিতৈষী এবং সাধ্যানুসারে নানা স্থান হইতে শস্য আমদানী করিয়া মজুত রাখিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ; কিন্তু ইংলিসম্যান, প্রভৃতি সংবাদ পত্র সকলের সহিত একবাক্য হইয়া বলিতেছি, 'আসন্ন বিপদ্ নিরসন পক্ষে ইহা কখন যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।' আমরা পুনঃ পুনঃ চিৎকার করিয়া বলিতেছি "শস্যের রপ্তানি এখনি বন্ধ করা হউক।" টাইম্‌স্ বলিয়াছেন যে "এতগুলি দুর্ভিক্ষের ভুক্তভোগী হইয়া যদি গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণে অসমর্থ হন, তাঁহাদের দোষক্ষালনে একটী কথা বলিবারও পথ থাকিবে না।"

প্রাপ্ত।

সম্প্রতি বঙ্গদেশের ছোট লাট সাহেব মফঃসলস্থ ছোট আদালতের কতকগুলি আমলার পদ উঠাইয়া দিয়া যে যে স্থানে জজ দুই তিন স্থান লইয়া কার্য্য করেন সেই সেই জজের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জন ভ্রমণকারী নাজীর ও ক্লার্ক দিতেছেন এবং প্রতি আদালতের দুই এক জন ক্লার্ক রাখিতেছেন। ভ্রমণকারী নাজির ও ক্লার্ক যে জজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কি কার্য্য করিবেন তাহা ত আমাদের সামান্য বুদ্ধির অগম্য। ছোট লাট সাহেবের এসম্বন্ধে যুক্তি এই, যেস্থানে যে প্রকার কাজ, আমলার সংখ্যা সেই পরিমাণ থাকিবে। যুক্তিটী মন্দ নয় বটে, কিন্তু যে পরিমাণ কাজ দেখিয়া তিনি দুই এক জন লোক রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেই সকল কাজ রীতিমত নির্ব্বাহ করিতে ৪।৫ জন লোকের প্রয়োজন। চাকুরিপ্রিয় বাঙ্গালিরা দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, গবর্ণমেণ্ট মনে করেন অক্লেশে সকল কার্য্য চলিয়া যাইতেছে, দুই জন লোক কমাইলে চলিতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়টী একবার ভাবেন যে আমলারা প্রাতঃকাল ৮ টা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত স্বীয় ভারার্পিত কার্য্য প্রাণান্ত পরিশ্রমে নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে আর আমলা কমাইয়া কাজ চালাইতে চেষ্টা করিবেন না। যে স্থানে এক এক জন মাত্র বালক ক্লার্ক নিযুক্ত হইতেছেন, আমরা ত ভাবিয়া কোন প্রকারে স্থির করিতে পারিতেছিনা. যে সাধারণের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কি প্রকারে তাঁহারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন। কাজ সকলি সেই প্রকার থাকিল অথচ লোক নাই; ক্লার্ক নিজ পদের কাজ, ডিক্রিজারির কাজ, সেল আমিনের কাজ, পরওয়ানা লেখার কাজ এই সমস্ত বিভাগের কাজ, একা নির্ব্বাহ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সুখ এই যে বেতন আরো কমিতেছে। সাধারণ অর্থী প্রত্যর্থীদিগের (নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার) সেই অর্থব্যয় অথচ যে কাজ একদিনে হইত সেই কাজ ১০ দিনে হইবে। তাহারা বিদেশে অর্থব্যয় করিয়া আপনাদের কার্য্য ক্ষতি স্বীকার করিয়া আদালতের সাহায্য লাভ করিবে, এ প্রকার বিচারালয়ের অস্তিত্ব কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা বিশেষ রূপে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে সাধারণ মোকর্দ্দমাকারী লোকদের ইণ্টারিষ্টের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যেন এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। এসম্বন্ধে মফঃস্বলস্থ ছোট আদালত সমূহের জজদের অভিপ্রায় জানা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বহু বিবাহ।

(১)

বঙ্গের সন্তোষ হরি, বহু-বিভা-নিশাচরী,
ক্রমশ ব্যাপিল দেশময়;
ভীষণ দশন-ঘায় ভারত বিধুর,
হারাইল হায়! সুখ-শোণিত প্রচুর;
ক্ষীণতর দেহান্বিত, বিবেক বিহীন,
কেমনে মানব কুল কাটাইবে দিন,
কত দিনে বীর সাজে, এ দীন ভারত মাঝে,
অগ্রসর হবে যুবাচয়!

(২)

ভারত-আসরে এসে, সেই ক্রূরা ভীমবেশে'
সদলে করিছে উচ্চরব;
দেখিলে হীনতা তব, ভারত-তনয়!
হানেরে দ্বিগুণতর কলস্বনিচয়;
বিজিত হইলে কিন্তু তুমি এক বার,
নারিবে তুলিতে শির, মানব-অসার!
অসৌহার্দ্দ পরিহরি, উঠ সবে ত্বরা করি,
যদি তারে কর পরাভব।

(৩)

ভারত-সরসী-গত, সুখ-পদ্ম অবিরত,
দিন দিন হতেছে বিলীন;
দুরাচার দেশাচার-সমীর প্রবল,
বিদারিল হেমচূড় ভারত-অচল;
যখন যে দিকে হেরি, কুরি বিলোকন,
নিরাশ-নীরদ-মগ্ন সুখ-বিরোচন;
বিষম ভারত-দায়, ভাবিতে ভাবিতে হায়,
তনু মম চেতন বিহীন।

(৪)

কত শত সতী নারী, ফেলিছে নয়নবারি,
বহু-বিভা রাক্ষসিনী দায়ে;
কোমল কমল-মুখ, শুষ্ক দীনপ্রায়,
হেরিলে কাহার বুক বিদরি না যায়?
সুখনীর-বিবর্দ্ধিত আশা লতা চয়,
সমূলে মানস-ক্ষেত্রে হইল বিলয়;
কমলাস্য সুশোভিত সে লাবণ্য বিরহিত,
ভীষণ, গভীর শোকাশ্রয়ে।

(৪)

আহা! মধুরতাময়, সরলা অবলাচয়,
শোকতাপে সদা বিষাদিত;
ছিন্ন বৃন্ত পুষ্পরাজী, হায়রে যেমতি!
সেরূপ মলিনা কত সতী গুণবতী;
কনক বরণী হায়! সেই অবলায়,
ভারত কি চির তরে বিমর্দ্দিবে পায়?
হৃদয় বিদীর্ণকর, কতদিনে দুঃখ খর,
ধরা হতে হবে অন্তর্হিত?

(৬)

বিমলতা-মতি-হার, হরি কোন দুরাচার,
বামাকুলে দেয় দুঃখচয়?
বালিকা বয়সে বালা ভেবেছিল হায়!
দুঃখতাপ নিবারিবে দয়িত-প্রণয়;
সমূলে সে আশা বিধি করিল হরণ,
বহু-বিভা ভুজঙ্গিনী করিয়া প্রেরণ;
কেমনে হইবে সুখী, বামাকুল চির দুখী
বিনা সেই বল্লভ প্রণয়!

(৭)

নিবার নয়ন-জল, সুমধুরা বামাদল,
শীঘ্র দুঃখ ঘুচিবে অপার;
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন-ভারত-তনয়,
দেখে কি অবলা-দুঃখ হবে না সদয়?
উৎসাহ-তরণী পরে করি আরোহণ,
শোক-সিন্ধু হতে তোমা করিবে মোচন;
কে এমন নিরদয়, দেখি তব দুঃখচয়,
দয়া নাহি প্রকাশিবে আর?

(৮)

ধিক্ সে পামরগণে, যাহারা অবলা-প্রাণে,
নিরন্তর শোক বরিষয়;
একি দুর্নিবার জ্বালা! শুনি দেহ জ্বলে,
একপতি ভুঞ্জিবেক শত নারীদলে;
কবে এই নীচ প্রথা মূলের সহিত,
ভারত-উদ্যান হতে হবে উৎপাটিত?
যেই নরাধম মূল, নাশিতে অবলাকুল,
সে জন মানব কভু নয়।

(৯)

ধন্য সে মানবগণ, যাঁরা সদা একমন,
অবলার দুঃখ নাশিবারে;
সুধীর ঈশ্বরচন্দ্র, ভারত-লোচন;
করেছেন ভারতের শিব সম্পাদন;
অবিরত যত্নশীল সেই সদাশয়;
যতদিন রবে রবি, তাঁহার করুণা ছবি,
রমণী রাখিবে হৃদাগারে।

(১০)

কত দিনে দীন ভবে, কুপ্রথা অন্তর হবে,
বল, প্রিয় সুধীজনগণ।
দুঃখাচল-অস্তমিত-সুখ-প্রভাকর,
পুনঃ কি উদিবে এই ভারত ভিতর?
কিবা শোক-বিভাবরী, ঘোর তমোময়,
নিবাসিবে নিরন্তর দুঃখিত ধরায়?
ত্যজি অলসতা ঘোর, পরি উৎসাহের ডোর,
রক্ষ নর! বালিকা-জীবন।

শ্রী হরিবংশ বসু
সাং বালিয়ানি।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত শনিবার চোরবাগানে চোরবাগান বঙ্গীয় নাট্য সমাজে 'চক্ষু দান' এবং 'মোহন্তের এইকি কাজ' ও 'উচিত শাস্তি' অভিনয় হইয়াছিল। গৃহে যতলোক স্থান পাইতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিক এত লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, যে বসিবার স্থান পাওয়া দূরে থাকুক কেহ নির্বিবাদে দাঁড়াইতও পারে নাই। এমনি গোল হইয়াছিল যে 'চক্ষু দান' প্রহসনের কিছুই শুনা যায় নাই এবং মোহন্তের এই কি কাজের দুই তিন অঙ্কের ঐ দশা হয়, শেষে অভিনেতৃগণ বিরক্ত হইয়া অভিনয় বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিলে অনেক দর্শক দুঃখিত মনে চলিয়া গেলে গোল থামিল। তখন আমরা অভিনয় শুনিতে পাইলাম। সকল অভিনেতৃগণই উত্তম অভিনয় করিয়াছেন, কেবল রাধামণিকে ভাল বোধ হইল না; রামহরি অত্যুত্তম। অনেক গুলি অশ্লীল কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, সে গুলি এত অধিক স্ত্রীপুরুষের মধ্যে হওয়া উচিত নহে।

আগামী জানুয়ারি মাসের বি, এ পরীক্ষার জন্য ২১২ জন, বি, এল পরীক্ষার জন্য ১০৩ জন, এবং এল এল পরীক্ষার জন্য ৬৪ জন ছাত্র প্রার্থী হইয়াছেন।

পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট বাবু জগদীশ নাথ রায় ২৪ পরগণায় বদলি হইয়াছেন। সত্য কি?

গত রবিবার ন্যাসনাল থিয়েটারের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল।

ডাক্তার নরমান চিবার্স কলিকাতা মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করিয়াছেন। স্মিথ সাহেব ২ মাসের জন্য দার্জিলিঙের সিবিল সার্জনের কার্য্য করিতে যাইতেছেন।

ভিনগাঁর রাজা শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন।

বাজিকর ব্লাণ্ডিন সাহেব অক্টরলোনি মনুমেণ্টের পশ্চিমে আপনার ক্রীড়া স্থান প্রস্তুত করিতেছেন।

নড়ালের রামরতন রায়ের পুত্র কাশীপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ২ বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথায় গমন করিয়াছেন।

কলিকাতার আর্ট স্কুলে বেতন ১ টাকা ছিল, শীঘ্র ২ টাকা হইবে।

চন্দ্রিকা শুনিয়াছেন, কুচবেহারের অনেক

প্রজা এবং জমিদারেরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন যে তথাকার কর অধিক পরিমাণে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এই বিষয় তদারক হইতেছে।

ডেলি নিউস শুনিয়াছেন হাইকোর্টের একজন সুবিজ্ঞ উকীল বহুদিবস পর্য্যন্ত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক জাতিচ্যুত থাকিয়া অল্প-দিন হইল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন ও পুনরায় সমাজ-ভুক্ত হইয়াছেন। বাবু প্রায় পাঁচহাজার টাকা উক্ত ব্যাপারে ব্যয় করিয়াছেন এবং তত্তুল্য টাকা পিতার অন্ত্যেষ্টি স্থানে শিব মন্দির সংস্থাপন ও ব্রাহ্মণভোজনে ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়া-ছেন। ডেলী নিউস্ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইহা কি কালীঘাট সর্ব্বার্থসাধিনী সভার কার্য্য? ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সভ্যতার চরম ফল এই রূপই হইয়া থাকে। ইনিই কি বরিশাল নিবাসী বাবু কালীমোহন দাস, যিনি আপনার বিধবা বিমাতার বিবাহ দেওয়ান এবং আপনাকে একজন আসল রিফর্ম্মার বলিয়া পরিচয় দেন?

গত ২২এ নবেম্বরান্ত সমস্ত সপ্তাহে বঙ্গদেশে ৩০৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্বরে ১৩১ জনের। কলিকাতায় ক্রমেই মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ঢাকা সহরে নূতন চাউল ১৬ সের করিয়া বিক্রীত হইতেছে, গ্রামেতে ।৯ সের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

নবীনের নিষ্কৃতির নিমিত্ত যতগুলি আবেদন যাইতেছে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সেগুলি অগ্রাহ্য করিতেছেন। অপরাধী নিমচাঁদ বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি পাইল, আর দেশ শুদ্ধ লোকের অনু-রোধে এই গরিবের দণ্ডের লাঘবও করা হইল না। ইহাতে সমস্ত লোকের মনে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রতি অশ্রদ্ধা হইবে। তিনি যদি ভারত ছাড়িবার পূর্ব্বে এই দয়ার কীর্ত্তি রাখিতে পারি-তেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উত্তমই হইত।

নায়াগারার প্রসিদ্ধ বাজীকর ব্লণ্ডিন আগামী শনিবার গড়ের মাঠের প্রস্তুত ক্রীড়াভূমিতে তাঁহার প্রথম দড়ীবাজী প্রদর্শন করিবেন। ৪টা হইতে ৫॥ টা পর্য্যন্ত বাজী হইবে। দর্শকদিগকে টিকিট দেখাইয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

আমরা কাঁচড়া পাড়া পত্রিকা নামে এক খানি অভিনব পাক্ষিক পত্রের ১ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। মফস্বল হইতে এরূপ পত্র প্রচার যত হয়, ততই ভাল।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট আগামী ৩১শে জানুয়ারির পূর্ব্বে ৯,৫০,০০০ মণ শস্য সংগ্রহার্থ কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তন্মধ্যে, কলিকাতা ও পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে, সর্ব্বশুদ্ধ ৪,০০,০০০ মণ, আহরণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। প্রায় ১,৬০,০০০ মণ ইতিপূর্ব্বেই ক্রয় করা হইয়াছে। ঢাকার কমি-সনর পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ১লক্ষমণ সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রায় দেড় লক্ষ মণ এখনও অস্থিত। যে কেহ বালাম, মুগী, কাজ্লা প্রভৃতি খাদ্যো-পযোগী তণ্ডুল যোগাইতে পারিবেন, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া-ছেন। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৩ টার মধ্যে ৩৯ নং ষ্ট্রাণ্ড টইনবি সাহেবের নিকট নমু-নার সহিত আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। দশ হাজার মণের ন্যূন শস্য যোগাইবার আবে-দন গ্রাহ্য হইবে না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম সোমপ্র-কাশের অপহৃত অক্ষরগুলির মধ্যে অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। নেজামতলা থানার নিকটস্থ এক রথের ভিতর পাওয়া যায়।

উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে অনেক আরোগ্য হইয়াছেন।

আমরা অনেক স্থান হইতে সংবাদ পাইতেছি ব্যবসায়িরা একমত হইয়া চাউলের দর বাড়াইয়া দিতেছে। কলিকাতায় যে চাউল লইতে যাও প্রায় সকল চাউলেই ভেজাল। গবর্ণমেণ্টের এই অর্থ লিপ্সু দিগের প্রতি কটাক্ষ করা কর্ত্তব্য।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগ সিয়ালদহে যাওয়াতে শিক্ষার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেককে শিক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২০এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বিলাতে ১৯ হাজার মণ এবং মরিশসে ৩২ হাজার মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন বৃশ্চিকে দংশন করিলে হুলটি তুলিয়া তথায় একটু নিষেদল বাটিয়া দিলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

রায় লছমী পত সিংহ বাহাদুর তাঁহার দিনাজ-পুর ও রঙ্গপুরের জমীদারী মধ্যে প্রজাদিগের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ যে যত্নবান হইয়া-ছেন তন্নিমিত্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। অন্যান্য জমীদারেরাও লছমী পতের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণ-রের প্রশংসাভাজন হন আমাদিগের ইচ্ছা।

পিপলসফেণ্ড শুনিয়াছেন, লর্ড নর্থব্রুক কলি-কাতায় প্রত্যাগমন কালে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলে লোকের কিরূপ কষ্ট হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিবেন। অনেকে আশা করিতেছেন, তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া সমুদ্র পথে বিদেশীয় বন্দরে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন। লর্ড নর্থব্রুক পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছেন, আবশ্যক হইলে রপ্তানি বন্ধ করিবেন, এক্ষণে লোকের যে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলে সেই আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন।

ডাক্তার মাকনামারা জয়পুরের মহারাজার চক্ষের ছানি তুলিয়া নগদ ১৫ হাজার টাকা এবং ২ হাজার টাকার জহরত ও একখানি তরবার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব এক পত্রে লিখিয়াছেন বঙ্গদেশের মধ্যস্থলে একটী ষ্টেসনে কতকগুলি কুলি এক মাজিষ্ট্রেটকে ঘেরিয়া এই বলে যে, তাহাদিগকে যে বেতন দেওয়া হয় তাহাতে তাহাদের দুই বেলা খাইতে কুলায় না। লোকের যে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, এটী তাহার অন্যতর প্রমাণ।

মধ্য প্রদেশে বঙ্গদেশের জন্য চাউল ক্রয় আরম্ভ হইয়াছে।

গত রবিবার শ্রীরামপুরে এক পরিবার মধ্যে বড় বিপদ ঘটিয়াছিল। প্রাতঃকালে সকলেই চা পান করেন, পান করিবার পর সকলেরই ভয়ানক পেট বেদনা উপস্থিত হয়, একজন ভৃত্য ঐ চা পান করে সেও পীড়িত হয়। যে ব্যক্তি চা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাকে সন্দেহ করিয়া পুলিষে দেওয়া হয়। অবিলম্বে ডাক্তারের নিকট সংবাদ দেওয়াতে তিনি উহাদিগের চিকিৎসা করিয়া পরীক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ চা লইয়া যান. পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

ইংলিসমান বলেন, সোমবার প্রাতঃকালে বালীর রেলওয়ে পুলিস এই সংবাদ পান, উক্ত ষ্টেসনের নিকটে এক ব্যক্তি গত রাত্রি অবধি মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। পুলিস গিয়া দেখি-লেন এক ব্যক্তি অনাহারে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কথা কহিবারও ক্ষমতা নাই। তাহাকে তৎক্ষণাৎ বালীর হাঁসপাতালে পাঠান হয়। পুলিস এবিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। ইহার মধ্যেই দরিদ্রদলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যে বিলক্ষণ অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এটী তাহার পরিচয় স্থল।

ব্রাডফোর্ড লেসলি সাহেব কলিকাতা চেম্বার অব্ কমার্শে লিখিয়াছেন, বোধ হয় ১৮৭৪ অব্দের জুন মাসে গঙ্গার সেতুটী সম্পূর্ণ হইবে। এই সেতুটীর আরম্ভ কালে ত কয়েকটী লোকের প্রাণ

সংহার হইয়াছে, ইহার শেষ হইতে কত লোকের জীবন সংহার হয় বলা যায় না।

শুনা যাইতেছে, কাশীর হরিশ্চন্দ্র উদ্যোগী হইয়া প্রায় ৭০০ লোকের স্বাক্ষর করাইয়া নবীনের ক্ষমার জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। আর আবেদনে কি হইবে?

তারকেশ্বরের মোহন্ত এক্ষণে হুগলীর হাসপাতালে রহিয়াছেন। সরিসা ভাঙ্গিতে না পারাতে তাহাকে গঙ্গা হইতে জল তুলিতে দেওয়া হয়, তাহাও পারিয়া উঠেন নাই। শুনা যাইতেছে মোহন্তের ভাঙ্গা তৈল না কি ৯ টাকা সের বিক্রীত হইতেছে! মোহন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের এ তেলে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম মাণিকজী রস্তমজী আগামী বৎসর হইতে কলিকাতার সরিফ হইবেন। এ পদে এ দেশীয়ের নিয়োগ এই প্রথম হইল।

বালেশ্বরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু জগদীশ নাথ রায় উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় অনেক কাজ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণার্থ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছেন। জগদীশ বাবুর এ বিষয়ে বহু দর্শন আছে, তাঁহাদ্বারা এ সময়ে অনেক উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

এই শুক্রবার গবর্ণর জেনরলের কলিকাতায় আসিবার কথা আছে; তিনি বৃহস্পতিবার আলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিবেন।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, অদ্যকয়েক দিবস হইল, সিরাজগঞ্জের মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে বেলা একাদশ ঘটিকার সময় এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীর সম্মুখে প্রায় ৮০০।৯০০ শত লোক উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল যে, "ধর্ম্মাবতার! আমরা খাইতে পাই না, মরিবার প্রায় হইয়াছি, হুজুর রক্ষা কর" সেই সময় মুন্সেফ বাবু, ডিঃ মাজিষ্ট্রেট সব্ ডিপুটী বাবু এবং উকিল মোক্তার ও অপরাপর লোক সকলেই বাহির হইয়া ঐ ঘটনা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ডিঃ মাজিষ্ট্রেট যাঁহার হাতে সব্‌ডিবিসনের ভার আছে, তিনি প্রথমতঃ পশ্চিম দেশীয় কনষ্টেবলদিগকে বন্দুকসহ ট্রেজরি রক্ষা করিতে বলিয়া আগত লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা প্রকাশ করিল যে, অত্রত্য যমুনা নদীর কোলে যে স্থানে এখন তৃষা জিনিসের আমদানি হইয়া থাকে, তথায় সাহেবেরা ও অন্যান্য লোকে চাউল অতিরিক্ত পরিমাণে রপ্তানি করায় দোকানদারেরা চাউল ফি মণ ৪ টাকার কমে ছাড়ে না; অদ্য তাহাও দিতেছে না। ইহা শুনিয়া ডিঃ মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে, আগামী কল্য আমি স্বয়ং যাইয়া তদারক করিয়া যথোচিত আদেশ প্রচার করিব। এই ঘটনায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাছারি বন্ধ থাকে। ফলে, রপ্তানি বন্ধ না করিলে সিরাজগঞ্জে নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। তত্রত্য কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

উত্তর পশ্চিম।

দিল্লীর ডেপুটি কমিশনর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য ৪০ হাজার মণ চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

গাজীপুরের অহিফেন বিভাগের দারোগা এবং তাঁহার সহকারী উক্ত বিভাগের টাকা চুরি করাতে উহাদের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। সহকারীর দণ্ডটী কিছু অধিক হইয়াছে, তিনি অবশ্য টাকার সমান অংশ পান নাই।

ভাগলপুরে ৭।। টাকা মণ মোটা চাউল বিক্রীত ধার্য্য হইতেছে।

গত মঙ্গলবার এলাহাবাদ মিউর কলেজের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে।

গত ৮ ই ডিসেম্বর পাঞ্জাবের ছোট লাট সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

মহারাজ সিন্ধিয়ার সহিত সামন্তবাড়ির রাজকুমারীর শুভ বিবাহের দিন ১৩ ই ডিসেম্বর ধার্য্য হইয়াছে।

আমাদিগের লক্ষ্ণৌস্থ কোন বন্ধু ৩রা ডিসেম্বর লিখিয়াছেন, গত কল্য বেলা ৩টার সময় গবর্ণর জেনারল এখানে পৌঁছিয়াছেন। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে অতি অল্প দূর গাড়িতে আসিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং সুসজ্জিত হস্তি-যূথে পরিবেষ্টিত হইয়া সমারোহে সহরের ভিতর প্রবেশ করেন, অদ্য ক্যানটনমেণ্ট দর্শন করিয়াছেন। শীঘ্র অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানও দেখিতে যাইবেন। অদ্য অপরাহ্ণ ৪।। টার সময় ম্যাগডালার লর্ড নেপিয়ারও এখানে পৌঁছিয়াছেন।

গত সপ্তাহে এখানকার চিফ্ কমিসনর সকল গৃহস্থকে অন্ততঃ এক মাসের আহারীয় সামগ্রী কিনিয়া রাখিতে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। শস্যাদির মূল্য কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে।

পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশে অনেক চাউল আমদানি হইতেছে।

মিরার বলেন, প্রায় প্রত্যহ ১৫ হাজার মণ শস্য দিল্লি ষ্টেসন হইতে ভাগলপুর এবং কলিকাতায় আসিতেছে।

বেরিলির একটী স্ত্রীলোক আশ্চর্য্যরূপে তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছে। মহাজন টাকা চাহিতে আসিলে সে উহাকে সমাদর পূর্ব্বক বসিবার আসন দিয়া জলখাবার দেয়। যে জল পানার্থ দেওয়া হয়, উহাতে কিঞ্চিৎ আর্সেনিক মিশাইয়া দেওয়াতে পান করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। স্ত্রীলোকটীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

মান্দ্রাজ।

ডাক্তার কার্ক একজন জাঞ্জিবারের দাস ব্যবসায়ীকে বিচারার্থ বোম্বাইয়ে প্রেরণ করেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি কচ্ছের অধিবাসী বলিয়া উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

একজন মুসলমান মান্দ্রাজের সরিফের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মান্দ্রাজে সুন্দর বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তত্রত্য লোহিত পর্ব্বতের সরোবর ফাটিয়া গিয়া মান্দ্রাজের মূর্ত্তি অতি ভয়ানক হইয়াছে।

সার মাধব রাওর সহিত মহারাজ হোলকারের আগামী বৎসরের প্রথমেই মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

বোম্বাই।

বোম্বাইর মিউনসিপালিটী এই ডিসেম্বর হইতে ট্রামওয়ে আরম্ভ করিবেন। মাল মসলা সকল উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের কলিকাতার ট্রামওয়ের ন্যায় শেষে ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কার্য্য বন্ধ করিতে হইবে না?

কোচিনের প্রায় ৪০ ক্রোশ উত্তরে একটী পল্লীতে একটী ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি একটী গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া উহার ভিতর অগ্নি প্রজ্বলিত করে, এবং তৎপরে স্বয়ং উহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, দেখা দেখি তাহার পুত্র, এবং পরিশেষে পুত্রের মাতা উহাতে ঝাঁপ দেয়। তিন জনেরই মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপ ঘটনার কারণ কি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

ইন্দোরের মহারাজ আরোগ্য হইয়া জজুরি তীর্থে গমন করিবেন, ইহাতে তাঁহার ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে!

বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত বোম্বাইয়েও উলের বাজার গরম হইতেছে।

দেশীয় ভাষায় ওকালতি করিবার জন্য সেতারার উকিলেরা আবেদন করিয়াছে।

ইউরোপ।

বিলাতের টাইমস পত্রে সার জর্জ ক্যাম্বেলের পদ ত্যাগ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য বোধক এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ হইতে ১৯ জন মর্ম্মণ ধর্ম্ম প্রচারক লিবরপুলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা বৃটেন, জর্ম্মণি এবং সুইডেনে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইউরোপে আবার বহুবিবাহ চলিত হইবে না কি?

মিরার বলেন গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ২ মাসের জন্য ইজিপ্ট দেশে আসিয়াছেন, তাঁহার ভারত বর্ষে আসিবার সম্ভাবনা।

ইংলণ্ডে গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি ৭৷৷ টাকা মদের শুল্ক দেন, বঙ্গদেশে গড়ে ৵০ করিয়া মদের শুল্ক দেন। এবিষয়ে ইংলণ্ডের কাছে যেন আমরা চিরকালই নীচ বলিয়া গণ্য হই।

গত মাসে কলিকাতা হইতে তুলা ও চিনী আদৌ ইংলণ্ডে রপ্তানী হয় নাই। চাউল কত রপ্তানি হইয়াছে?

বিবিধ।

নিউইয়র্ক হেরালডে একটী আশ্চর্য্য স্ত্রীলোকের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসে মিস মেরি ফচার নাম্নী ২৫ বৎসর বয়স্কা একটী যুবতী আছেন, ইনি গত ৮ বৎসরের মধ্যে কিছুই আহার করেন নাই; অনাহার নিবন্ধন শরীরগত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, বিলক্ষণ সবলকায় ও সুস্থ আছেন। কেবল শারীরিক নয় মানসিক উৎকর্ষও অনেক আছে। ইনি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও গুণবতী সকল নামেই সমান রূপে অভিহিত হইতে পারেন। ইনি যাহার সহধর্ম্মিণী হইবেন তিনিই ধন্য।

সম্প্রতি একজন ইটালিয়ান রসায়নবিৎ এক প্রকার এসিড আবিষ্কার করিয়াছেন, উহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে "এসিডোমনো ক্লোরোবিউনসলফরিক্।" এসিডের নামোচ্চারণেই যখন শ্বাস বন্ধ হয়, তখন ইহা ভক্ষণে যে কি হইবে বলা যায় না।

গত সপ্তাহে বিদেশে রপ্তানির জন্য কষ্টম হাউসে ৪ শত মণ চাউল উপস্থিত হয়।

কাবুলের আমির সিয়ার আলী পারস্যের সাহের ন্যায় আপনাকেও আফগানস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে মুদ্রাদি প্রস্তুত করা হইতেছে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা জানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র জাকুব খাঁ ইংরাজী লিখিতে পড়িতে পারেন এবং তাঁহার অনেক গুলি গুণ আছে, কিন্তু তাঁহাকে উত্তরাধিকারচ্যুত করা হইয়াছে। আমীর আবদুল্লা জানের মাতার একান্ত বাধ্য, এই জন্যই কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার এত স্নেহ। ইহাতে কিন্তু জাবুক খাঁ হইতে তাঁহাকে অনেক সহ্য করিতে হইবে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে কিছু দিন হইল আমরা এক প্রকার দোয়াতের বিষয় লিখিয়াছিলাম, উহার কালী নিঃশেষ হয় না। সম্প্রতি পেরি কোম্পানি ঐ রূপ এক প্রকার দোয়াত আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহা পোর্শিলেন কাচ ও কঠিন ইণ্ডিয়া রবারে প্রস্তুত হয়। ইহারও কালী শেষ হয় না, ইহার বিশেষ গুণ এই, ইহা হইতে বায়লেট ও কৃষ্ণবর্ণ এই দুই প্রকার কালী পাওয়া যায়।

ইণ্ডো ইউরোপীয়ান করেসপণ্ডেন্স বলেন, সদার লণ্ডের ডিউকের সহধর্ম্মিণী পারস্যের সাহকে একখানি সুন্দর বাইবেল উপহার দেন, সাহা উহা স্পর্শ করেন নাই। স্পর্শ না করিবার যুক্তি এই তিনি পারস্যের ধর্ম্মের মস্তক স্বরূপ হইয়া কিরূপে কোন জন্তুর মাংস বা চর্ম্ম স্পর্শ করিবেন? বাইবেল মরক্কো লেদারে বাঁধা, অতএব তিনি উহা স্পর্শ করিতে পারেন না। সাহার জুতা কি নির্ম্মিত, আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

দুর্ভিক্ষ সাহায্যার্থ আয়োজন।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষজন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা শস্য ক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। ভাগলপুর ও পাটনার জন্য কলিকাতায় ৮০ হাজার মণ চাউল ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় আমদানি করিবার জন্য উড়িষ্যায় মণকরা ২৸০ করিয়া ৩ লক্ষমণ চাউল কণ্ট্রাক্ট করা হইয়াছে। ব্রহ্ম দেশ ও মান্দ্রাজ হইতেও ১০ হাজার টন চাউলআসিবে। বিদেশ হইতে যত চাউল গবর্ণমেণ্টের জন্য আসিয়াছিল সে সমুদায় যে সকল স্থানে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে এবং পবলি ওয়কার্ক (পূর্ত্তকার্য্য) হইতেছে সেই সকল স্থানে পাঠান হইয়াছে। ৪ ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মধ্য প্রদেশে ৩৮১৮৬ মণ ব্রহ্মদেশীয় চাউল এবং ৮৪১৩৪ মণ ভারতবর্ষীয় চাউল প্রেরিত হইয়াছে। গঙ্গায় ৯ হাজার বস্তা ব্রহ্মদেশীয় চাউল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার যে ৮৪ হাজার মণ এদেশীয় চাউল ক্রয় করা হয়, যে সকল স্থানে নিতান্ত আবশ্যক হইবে তথায় পাঠাইবার জন্য মজুত রাখা হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রেরিতও হইতেছে। উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্ট যে চাউল ক্রয় করেন, উহার কতক আসিয়াছে, অবশিষ্ট জাহাজ বোঝাই হইয়া আসিতেছে। চট্টগ্রামের ক্রীত চাউলও কলিকাতায় আসিয়াছে। ১৪ হাজার মণ ব্রহ্মদেশীয় চাউল বিহারে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু এ চাউল গুলি এরূপ যে ইহাকে চাউল না বলিয়া ধান্য বলাই অধিক সঙ্গত।

শস্য ক্রয় ভিন্ন খাল খনন প্রভৃতি কার্য্য বিস্তৃত রূপে আরম্ভ করা হইয়াছে। দক্ষিণ বিহারে শোণখালের সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩,১২,০০০ বিঘা ভূমি কাটিয়া খাল করা হইয়াছে। ডিহিরিতে আরা খালে বহু সংখ্যক লোক খাটিতেছে। গণ্ডক নদীর বাঁধের কার্য্যও শীঘ্র আরম্ভ হইবে। হুগলী বিভাগে কানা নদীর প্রায় ৩ ভাগ কাজ শেষ হইল। এখানেও ১০।১৫ দিন ধরিয়া বহু সংখ্যক লোক খাটিতেছে। উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের মাটির কাজে প্রায় লক্ষ লোক খাটিতে পারিবে। বিহারে কূপ খননের জন্য রাইয়তদিগকে অগ্রিম টাকা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উত্তর বিহার হইতে আসাম পর্য্যন্ত উত্তর বাঙ্গালা দিয়া যে সকল রাস্তার প্রস্তাব হয়, তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শস্য সঞ্চয় রাখিবার জন্য পাটনা ভাগলপুর ও রাজসাহীতে গবর্ণমেণ্টের গোলা নির্ম্মিত হইয়াছে। হাতয়া ইষ্টেটের মানেজার স্থানীয় কার্য্যে প্রায় ১৫ হাজার লোক খাটাইতেছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

ময়মনসিংহস্থ কাগমারির অন্তর্গত সাঁকরাইল গ্রাম চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদায় স্থান অপেক্ষা নিম্নভূমি। গ্রামের মধ্য দিয়া পূর্ব্বে যে নদী প্রবাহিত হইত, তাহাও কয়েক বৎসর যাবৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ষার জল হেমন্তের শেষ পর্য্যন্ত গ্রাম-

মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া নানা প্রকারে দুষ্ট হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন কতিপয় বৎসর হইল, সংক্রামক জ্বরের প্রভাবে প্রায় গ্রামশুদ্ধ সকল লোকই বৎসরের অধিকাংশ সময় পীড়িত হয়। বিগত বৎসর ঐ গ্রামের মধ্যদিয়া একটী খাল কাটিবার প্রস্তাব হইয়াই বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হেতু স্থগিত হইয়া যায়। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এণ্ড্ সাহেবের প্রযত্নে এবৎসর সেই খাল খনন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। গ্রামের প্রধান ধনী শ্রীযুক্ত দেবী বাবু বিশেষ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। খালের দুইদিক্ কোন স্রোতস্বতী নদীর সহিত সংযুক্ত থাকিলে পরিষ্কার জল লাভ করিয়া গ্রামস্থ অপর সাধারণ সকলেই বহুলরূপে উপকৃত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা এক প্রকার অসম্ভব, সম্ভব হইলেও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। যাহা হউক, গ্রামের অপরিষ্কৃত জল বহির্গত হইতে পারিলেও অনেক রক্ষা। আমরা অনুরোধ করি এণ্ড্ সাহেব এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ পূর্ব্বক কতকগুলি লোককে নিদারুণ জ্বরের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

বিগত ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে কোন প্রয়োজন বশতঃ আমি আরমাণী গির্জ্জার সন্নিকট বেদানা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি খরিদ করিতে গিয়াছিলাম। আবদুল হাই নামকএকজন বেদানাওয়ালার নিকট ১ টাকা সের বেদানা দর করিয়া লইলাম, পশ্চাৎ আমার কোন বন্ধুর দোকানে ওজন করাতে দেখিলাম ।৫০ পোয়ার বেশী হইল না। ইহাতে আমার ইচ্ছা ছিল না যে পুনরায় ঐ দুরাত্মার নিকট যাই, কিন্তু বন্ধু বারম্বার অনুরোধ করাতে আমরা উভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া কম দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহাতে সে কহিল যে আমি ওজনে ঠিক দিয়াছিলাম তুমি কেন তখন দেখিয়া লইলে না? আমি বিবেচনা করিলাম যে যথার্থই আমার মূর্খের মত কায করা হইয়াছে এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য আমার বন্ধুকে বারম্বার অনুরোধ করিলাম। কিন্তু কুগ্রহ বশতঃ তিনি আমার কথায় মনোযোগ না দিয়া ঐ পাপাত্মার সহিত বচসা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ ওজনে ঠিক দিতে বলিলেন। তাহাতে সে আমাদিগকে যদৃচ্ছা পূর্ব্বক গালাগালি দিতে লাগিল এবং ঐ নরাধমেরা সকলে মিলিয়া আমাদিগকে মারিবার উপক্রম করিল। এমন সময় একজন গবর্ণমেণ্টের পোষ্য পুত্র অর্থাৎ লাল পাগড়িধারী পাহারাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া কথঞ্চিৎ সাহসের সহিত আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলাম। সে আমাদিগের কথায় বিশ্বাস বা মনোযোগ না করিয়া উক্ত দুরাত্মাদিগের সহিত কি কথা বার্ত্তা কহিয়া আমাদিগকে চোর বলিয়া পুলিসে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল ও যদৃচ্ছা মত কটু কাটব্য বলিতে লাগিল। সে সময় তথায় বহু লোকের জনতা হইয়াছিল,কিন্তু কেহই দ্বিরুক্তি করিল না, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল। শেষে তথাকার কতকগুলি ভদ্র দোকানদার অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদিগের স্বপক্ষ হওয়াতে পলায়ন করিল!

মহাশয় এ, কি ভয়ানক অত্যাচার, এমন অত্যাচার ত কোন রাজ্যে নাই! আপনারা কত কত স্থানের পুলিসের অত্যাচার দেখাইয়া দিতেছেন, তবু কি মহামান্য ছোট লাট সাহেবের দৃষ্টি পুলিসের উপর একবারও পড়িবে না! এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যেন আমরা মগের রাজ্যে বাস করিতেছি।

কলিকাতা } শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ।
২৪ অগ্রহায়ণ }

আমাদিগের বারাণসীর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ঃ—

১। এখানে ন্যাসন্যাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ দশাশ্বমেধে "নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী" কৃষ্ণকুমারী এবং সধবার একাদশীর অভিনয় করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যথোচিত অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছেন; কিন্তু সিক্রোলে (ইংরাজ পল্লীতে) 'নবীন তপস্বিনী' ও ঠাঠারিবাজারে, (হিন্দুস্থানী পল্লীতে) "মোহন্তের কি এই কাজ" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া" র অভিনয় করিয়া ভালরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কারণ শেষোক্ত স্থানদ্বয়ে বাঙ্গালীর গমনাগমন অতিশয় কম। বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য জাতি অর্থব্যয় করিয়া বাঙ্গালা নাট্যাভিনয় দেখিতে কখন উৎসুক নহেন। অভিনেতৃগণের কার্য্যের ত্রুটী হয় নাই। তাঁহারা পরিশ্রমের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ার কারণ এই যে শেষোক্ত দিবসদ্বয়ে দর্শক সংখ্যা অল্প থাকাতে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বোক্ত কয়েক দিবসের মত হয় নাই। শেষোক্ত নাট্যাভিনয় বাঙ্গালীটোলায় হইলে, অভিনেতৃগণের কার্য্য সফল হইত ও প্রশংসা অধিক হইত।

২। বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, এমন কি তাহার পূত্রপাতও হইয়াছে, এমন শুনা যাইতেছে, কিন্তু এ দেশে এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ অমঙ্গল দেখা যায় না; তবে শস্যের অনেক হানি হইয়াছে বটে। তণ্ডুল, দাল, গোধূম টাকায় ১০।১১ সের বিক্রয় হইতেছে, এ ভিন্ন আর২ খাদ্য জিনিষ পূর্ব্ববৎ বিক্রয় হইতেছে।

৩। বিগত সপ্তাহে মহারাজা বিজয়নগরমধিপতির "লেডি স্কুলের" পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস কাশীস্থ যাবতীয় ইংরাজ মহিলা পারিতোষিক বিতরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং মহারাজা স্বয়ং সভায় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রীগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মিষ্টান্ন প্রভৃতি দান করিয়াছেন। মহারাজার স্থাপিত অন্যান্য স্কুল হইতে বালিকাগণ ও বয়স্কা ছাত্রীগণ আসিয়া একত্রিত হইয়াছিল। কাশীতে ধর্ম্মের খর্ব্বতা হইবে ভয়ে প্রায় ব্রাহ্মণ সন্তানগণ স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিতে যায় না; এ অবস্থায় স্কুলে হিন্দুস্থানী মহিলাগণের এতাধিক সংখ্যা দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। বাস্তবিক এ প্রদেশে এবম্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান যে অতিশয় প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই।

৪। বিগত ২৪ কার্ত্তিক বোম্বাইর গবর্ণর সর ফিলিপ্ উড্হাউস্ এ স্থানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে এখানকার রাজকর্ম্মচারীগণ বিশেষ সম্মান করিয়াছেন।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক … …	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক … …	২ "	২।৵০
মাসিক …	৸০	৸৶০
প্রতি সংখ্যা … …	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ৩৫ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—৫ই পৌষ শুক্রবার। ১৮৭৩—১৯শে ডিসেম্বর | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাস্থল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

অনরেবল জজ দ্বারকানাথ মিত্রের পীড়া পুনরায় অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগদীশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করুন্।

মোহন্তের হাইকোর্টের আপীল ত ডিস মিস হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে। মোহন্তের পদে এখন কে নিযুক্ত হইবে? আমরা শুনিয়াছি এখন যিনি তারকেশ্বরে মোহন্তের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও সচ্চরিত্র, যদি উক্ত পদে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাঁহার অধিকার অগ্রে বিবেচ্য। বর্দ্ধমানের মহারাজা বারাণসী হইতে না কি একজন মোহন্ত আনাইতেছেন। যিনি এ পদ প্রাপ্ত হউন, দেবত্র সম্পত্তির যেন অপব্যয় না হয়। গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে অনেকেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহারা সাধারণের মঙ্গলার্থে কি হস্ত প্রসারণ করিবেন না?

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতর সুপ্রসিদ্ধ উকীল বাবু কালীমোহন দাস প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দু সমাজে ভুক্ত হওয়াতে মিরর তাহার প্রতিবাদ করেন, ইহাতে অমৃতবাজার বলেন:—

"উক্ত বাবু বিবেকের উত্তেজনা ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে যে এ কার্য্য করিয়াছেন, মিররের এরূপ বলিবার অধিকার নাই। কলিকাতায় ব্রাহ্মেরা যখন জাতিভেদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছিলেন, বাবু কালীমোহন, তখন উক্ত প্রথা পদদ্বারা দলিত করেন, এরূপ লোক 'ভীরু' হইতে পারেন না। আমাদিগের বিশ্বাস, বাবুর পদস্থ এক ব্যক্তির পক্ষে হিন্দু শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক হিন্দু সমাজে প্রবেশ করা অল্প পরিমাণ ধর্ম্ম সাহসের কার্য্য নহে।"

এই আশ্চর্য্য যুক্তি পাঠ করিয়া আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম সুবুদ্ধি অমৃত বাজার সম্পাদক ক্ষেপিয়াছেন, পরে ভাবিলাম না, তিনি একথা বলিতে পারেন কারণ আমরা শুনিয়াছি তিনি স্বয়ং কিছু দিন পূর্ব্বে এইরূপ অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সাহসের উদাহরণ দেখাইয়াছেন। এ প্রকার ধর্ম্মবীরদিগের দৃষ্টান্ত গ্রন্থবদ্ধ হইয়া দেশ বিদেশে প্রচারিত হয় না এইটী বড় দুঃখের বিষয়।

ভারত সংস্কারক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রতিযোগিতার পরীক্ষা হইয়া থাকে, তখন যাহাতে তাহা ন্যায়মতে ও অপক্ষপাতে সম্পন্ন হয় ইহা সকলেরই অভীষ্ট। কিন্তু সে পক্ষে একটী প্রধান প্রতিবন্ধক শিক্ষকদিগের মধ্যহইতে পরীক্ষক নিয়োগ করা। পাইওনিয়র পত্রে কেম্পসন নামক এক সাহেব কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রতি দোষারোপ পূর্ব্বক অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং উক্ত পত্র সম্পাদক ইহার যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গত বর্ষের বি, এ ডিগ্রীর পরীক্ষক বঙ্গদেশীয় কোন কলেজের এক প্রফেসরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা করেন, কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্ন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক হইতে না দিয়া নিজ বক্তৃতা ও সঙ্কলিত নোটবুক হইতে দেন। প্রশ্নগুলি আবার এরূপ, যাহারা সেই সকল উপায় হস্তগত করিয়াছিল, এক কথায় উত্তর করিতে সমর্থ হয়, অন্যে অন্ধকার দেখে। সুতরাং কোন পরীক্ষার্থী সৌভাগ্য বলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল,

কেহবা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারিল না। শিক্ষক পরীক্ষক হইলে কেবল এইরূপ দোষ ঘটে এমত নয়, স্থানে স্থানে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পুস্তক হইতেও ছাত্রদিগকে কোন কোন অংশ বিশেষ আবশ্যক বলিয়া পাঠ করিতে আদেশ করেন এবং তাহা হইতেই প্রশ্ন দেন। এমন শিক্ষকও আছেন তাঁহারা পরীক্ষায় যে যে প্রশ্ন দিবেন, ছাত্রগণকে সাক্ষাৎ ভাবে সে গুলি না বলুন, কলে কৌশলে তাহার সহিত পরিচিত করেন। পরীক্ষকদিগের এরূপ আচরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আপনার ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তম রূপে কৃতকার্য্য হইয়া গৌরব বৃদ্ধি করে, কাহার না ইচ্ছা? অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোকেও অধ্যাপনা কালে আপনার ছাত্রগণকে পরীক্ষিতব্য বিষয় গুলি যে ভাল করিয়া শিখাইয়া দিবেন না ইহা অসম্ভব। আমরা মিসনরী স্কুলের শিক্ষক পরীক্ষকদিগের এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্নাম শুনিতে পাই। তাঁহাদের অনেকে অসম সাহস ও অসঙ্কোচ সহকারে অধীনস্থ ছাত্রগণকে পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া দেন।

যাহা হউক আমাদিগের বক্তব্য বিদ্যালয় বিশেষের শিক্ষক দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালী যত দিন না তিরোহিত হইবে, তত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পক্ষপাত কলঙ্ক বিদূরিত হইবে না।

হাইকোর্ট ও সার জর্জ ক্যাম্বেল।

পূর্ণিয়ার হেডক্লার্ক আবদুল কাদের যথার্থ দোষীই হউক আর নির্দ্দোষই হউক হাইকোর্ট কয়েকবার তাহার অনুকূলে নিষ্পত্তি প্রকাশ করাতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও কোর্টের বিচার পতিগণের মধ্যে বিষম কাণ্ড বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছে। আবদুল কাদেরের উপর পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট কেম্বল সাহেব অত্যাচার করেন, হাইকোর্টের দুইজন বিচারপতি রায়ের মধ্যে ইহা প্রকাশ করিয়া অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা কাদেরের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগের প্রথম অনুসন্ধান হইবার অনুমতি প্রদান করেন। তাহাতে সর জর্জ ক্যাম্বেল মহামতি অসন্তুষ্ট হইয়া সেই দুই জন বিচারপতির নামে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের আরোপ করিয়া গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট পত্র লেখেন। বিচক্ষণ লর্ড নর্থব্রুক সে পত্র খানি কোর্টের প্রধানতম বিচারপতির নিকট প্রেরণ করেন। ইতি মধ্যে আবদুল কাদের সেসন আদালতের বিচারে কয়েক বৎসরের কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া পুনরায় হাইকোর্টে আপিল উপস্থিত করে। পূর্ব্ব বিচারপতি দ্বয়ের মধ্যে একজন, ক্যাম্বেল বাহাদুরের তিরস্কারে দুঃখিত হইয়া আপিলের বিচার করিতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতে অপর দুই জন জজের নিকট আপীলের বিচার নিষ্পত্তি হইল। এ নিষ্পত্তিও আবদুল কাদেরের স্বপক্ষে প্রদত্ত হইল। ইহাতে বোধ হয়, ক্যাম্বল সাহেব আরও দুঃখিত হইয়া থাকিবেন এবং শেষোক্ত দুই বিচারপতির নামে নূতন চার্য্য আনিতে পারেন। যাহা হউক ক্যাম্বল সাহেবের একার্য্যে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, মহামান্য বিচারপতিদিগকে এরূপে অপমানিত করিয়া তিনি আপনারই মানহানি ও লঘুচিত্ততা প্রকাশ করিতেছেন। বিচার বিভাগ ও বিচারপতিদিগের স্বাধীনতা লোপ করিয়া তিনি আপনার ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে নিয়মিত করিতে চান, ইহাই কেবল জগতের নিকট প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুন্সেফদিগের প্রতি দুই একটী কটাক্ষ ও ভ্রুকুটী দেখাইয়া যেরূপ সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছেন, হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের উপর তত শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন বোধ হয় না। দুঃখের বিষয় সার বার্ণেস পিককের ন্যায় উপযুক্ত বিচারপতি এখানে নাই, তাই বর্ত্তমান হাইকোর্টের সহিত ক্যাম্বেল সাহেব বারংবার এরূপ ব্যবহার করিতেছেন।

তারকেশ্বরের মোহন্ত।

ধর্ম্মাধিপতি ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মদণ্ড হস্তে লইয়া জগৎকে শাসন করিতেছেন, পুণ্যবানকে পুরস্কার ও পাপীকে দণ্ডবিধান করা তাঁহার নিত্য কার্য্য। কিন্তু মনুষ্য তাঁহার হস্ত দেখিতে পায় না, তাই সংসারে পাপপুণ্যের বিচার নাই অনুমান করে। এই কারণে অনেকে গোপনে পাপানুষ্ঠান করে, অনেকে আপনার ক্ষমতাধিক্যের গর্ব্বে প্রকাশ্যেও মহাপাপ করিতে সঙ্কুচিত নয়। সংসারের অবস্থাগতিকে প্রকাশ্যে সকল পাপের সাক্ষাৎ দণ্ড বিধান হয় না, কত পাপের ফল 'ইহলোকে আদৌ ফলিল না পরলোকে কি হয় কে জানে'? ইহা ভাবিয়া পাপকারীদিগের দুঃসাহস আরো বাড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহ লোকেই যে পাপের শাস্তি হয়, মানবীয় কোন বল ও কৌশলে তাহার অন্যথা করা যায় না, আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে তাহার কত দৃষ্টান্ত [illegible]ছে। তারকেশ্বরের মোহন্তের ঘটনা ইহার একটী জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

এই হতভাগ্য সম্বন্ধীয় শোচনীয় ঘটনাটী বিশেষ অধ্যয়নের যোগ্য। ইহা হইতে প্রতি পদে মহামূল্য নীতিশিক্ষা লাভ হয়। মাধব গিরি যখন কুকামনার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্ত্রী এলোকেশীকে হস্তগত করিল, তখন সকল অবস্থা কেমন তাহার অনুকূল। যাহার স্ত্রী

সে বিদেশবাসী, যাহাদিগের কন্যা ও আশ্রিতা তাহারা ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া মোহন্তের সম্পূর্ণ সহায়তা করিল, অবলা অজ্ঞানা স্ত্রীলোক নিজেও প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া আপত্তি করিল না। পাপের বীজ অনায়াসে রোপিত হইল, তাহাহইতে যে কোন বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহাদিগের কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। যদি কখন সে ভাবনা উদয় হইয়া থাকে, ইহলোকে মোহন্তের অসীম ক্ষমতা স্মরণ করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত এবং পরলোক নাই এই বিশ্বাসে তাহারা বিশ্বস্ত রহিল। পাপ বৃক্ষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া ৫। ৬ মাসে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিল, প্রথমে লোকের চক্ষের অদৃশ্য ছিল, এখন তাহাকে লুক্কায়িত রাখা অসাধ্য হইল। ক্রমে তাহা এতদূর মস্তক তুলিয়া উঠিল, যে দূরদেশস্থ স্বামীর চক্ষুরও গোচর হইল। তখন অচিরাৎ বৃক্ষটীর পুষ্প ও ফলোদ্গম হইতে লাগিল।

হতভাগ্য নবীনচন্দ্র সমূলে মোহন্তের পাপবৃক্ষচ্ছেদন করিবার তীক্ষ্ণ কুঠার হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার প্রথম কোপ পাপের সহিত এলোকেশীর কণ্ঠচ্ছেদন করিল। যে বৃক্ষ বাড়িতেছিল, তাহা ছেদিত হইল বটে, কিন্তু তাহা যে ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা রোপণ কর্ত্তাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। মোহন্ত প্রথমে অমঙ্গল বার্ত্তা শুনিয়া যে লোকালয় হইতে পলায়ন পূর্ব্বক মুখ ঢাকিয়া ছিল, সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছিল, গোপনেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিত। কিন্তু সে ধর্ম্মের প্রধান পাণ্ডা বলিয়া দুঃসাহসে ধর্ম্মকে লইয়া উপহাস করিবার জন্য ধর্ম্মাধিকরণে আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে উপস্থিত হইল। লোকের ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট অজস্র অর্থ হস্তে পাইয়া ধনবলে যতদূর করিতে পারাযায় তাহার কিছুরই ত্রুটি করিল না। অসাধারণ মন্ত্রবিদ্, তর্কপটু বাগ্মীবর বারিষ্টার সকল নিযুক্ত করিল, সাক্ষীগণের কাহাকে অর্থে, কাহাকে কুহকে বশীভূত করিয়া মিথ্যা বলাইল, কাহাকে স্থানান্তরীকৃত, কাহাকে নিরুদ্দেশ করিল, কাহাকে বা দৈবশক্তিতে ইহলোক হইতে লোকান্তরে প্রেরণ করিল। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষকগণও তাঁহার জন্য নবীনকে জব্দ করিবার কত চেষ্টা করিল, বার বার মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া দিল, নবীনের বিবাহ পর্য্যন্ত অসিদ্ধ সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এত আয়াসের শেষ ফল কি হইল? মোহন্ত মহাপাপের শাস্তি স্বরূপ ৩ বৎসর কারাবাস ভোগ করিতে রহিলেন, তিনি কোন দোষে দোষী নন বলিয়া আর যে আপীল করিবেন সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আহা! যাহার কোন ভাবনা ছিল না, কোন কায়ক্লেশ করিতে হইত না, সহস্র সহস্র লোক যাহার দর্শন আপনাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিত, আজি সেই ব্যক্তি ধর্ম্মের ন্যায় দণ্ড তাড়নে রোরুদ্যমান হইয়া দীনবেশে উচ্চৈঃস্বরে কি সকলকে বলিতেছে না "পাপ করিলে কিছুতেই এড়াইবার যো নাই, তাহার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। ভাই সকল! আর কেহ কুচক্ষে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। মোহন্তগণ! আমার দৃষ্টান্তে সাবধান হও।"

তাঁহার হৃদয়ছবি এলোকেশীর প্রেতাত্মা সেই সঙ্গে সমস্ত ভারতসীমন্তিনীগণকে অনুনয় সহকারে বলিতেছে "ভগিনীগণ! দেখ সুখাশায় লুব্ধ হইয়া পাপানলে ঝম্প দিয়া আমার কি দশা হইয়াছে, প্রাণান্তেও কেহ সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিও না।"

কিন্তু যে দুরাত্মা পিতা ধনলোভে প্রাণের দুহিতাকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে শিখাইল, তাহার কি হইল? সে সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছে। তাহার কন্যা হত, বনিতা পরলোক গত, সে নিজেও তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। এখন যাহারা তাহার আপনার বলিবার আছে, তাহারা আর যে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিবে কখনই বোধ হয় না। তাহার ভদ্রাসন এখন প্রেতপুরী হইয়া এই সত্য প্রচার করিতেছে, যে যে দুরাত্মা পাপের ব্যবসা করে, তাহার বংশের এই দুর্গতি হয়।

নবীন স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া দূষিত হইয়াছে, আমরাও তাহাকে শতবার দূষি এবং রাজদ্বারে সে যে দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও অনুপযুক্ত বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি রাগোন্মত্ত হইয়া সুকুমারী অশ্রুমুখী অনুতপ্ত ভার্য্যাকে পুঁচিয়া পুঁচিয়া কাটিতে পারে, তাহার হৃদয়ের কঠোরতা ও পাপের গুরুত্ব অনুভব করিতে আমরা অক্ষম। কিন্তু তবে তাহার প্রতি লোকের এত দয়া কেন? সে যেরূপ অত্যাচরিত ও যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া আপনার স্বার্থ ও ইহার বিরুদ্ধে এই কার্য্য করে, তাহা অনুভব করিয়া আমরা একভাবে নবীনকে ধর্ম্মের হস্তের যন্ত্র বলিয়া দেখিতেছি। নবীন প্রাণের আশা ছাড়িয়া এই ভয়ঙ্কর কার্য্য না করিলে কি মোহন্তের শাসন হইত? এলোকেশী বাঁচিয়া থাকিলে এরূপ ঘটনা অল্পে অল্পে চাপিয়া যাইত। আমরা শুনিয়াছি ইতিপূর্ব্বে এরূপ কত ঘটনা চাপিয়া গিয়াছে। সাধারণের সহানুভূতি না হইলে হয় ত তাহাকে মনের দুঃখ মনেতেই গোপন করিয়া রাখিতে হইত, অথবা তেজঃ প্রকাশ করিতে গিয়া শেষে আপনাকেই

ফাঁদে পড়িতে হইত। একজনের অনিষ্ট হইতে যে সাধারণের ইষ্ট লাভ হয়, এলোকেশীর মৃত্যু তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল এবং নবীন যেন দেবদূত হইয়া এই কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি এত বড় গুরুতর আন্দোলন এক মাধবগিরির দণ্ডবিধানে পর্য্যবসান হইলে কিছুই হইল না। ইহাদ্বারা সমস্ত মোহন্ত সম্প্রদায়ের সংশোধন ও চৈতন্য সম্পাদন করা গবর্ণমেণ্টের এবং দেশীয় লোকদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য মোহন্তের উপাখ্যানটী সামান্য নাটকাকারে প্রণীত হইয়া অভিনীত হইতেছে, তাহার ফল যথেষ্ট ও সর্ব্বব্যাপী হইবে না, ইহা একটী জীবন্ত নীতিপূর্ণ আখ্যায়িকারূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত, অধীত ও আলোচিত হউক, ইহার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

বৈজ্ঞানিক শক্তি ও কামানের শব্দে বৃষ্টিপাত।

দৈব শক্তি অসীম ও অনন্ত। কিন্তু মানব প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে কে তাহার সীমা ও পরিমাণ করিবে? "ইহা তোমার সাধ্যের অতীত" অজ্ঞান ও কুসংস্কারই মনুষ্যকে এই উপদেশ প্রদান করে। বাস্তবিক মনুষ্যের সাধ্যের পরিমাণ হয় না। অদ্য যাহা অসাধ্য কল্য তাহা অনায়াসসাধ্য হইতেছে। উন্নত জ্ঞান ও সভ্যতার বলে, মানব জাতি ইতিমধ্যেই স্বভাবের ভৌতিক শক্তিনিচয়কে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের দাসত্বে নিয়োজিত করিতেছেন। যে ভীমনাদী বজ্র দেবরাজের আজ্ঞাবহ হইয়া অসভ্য ও অজ্ঞানদিগের মস্তক চূর্ণ ও তাহাদের গৃহ অট্টালিকা ভগ্ন করিয়া চতুর্দ্দিকে সন্ত্রাশ বিস্তার করিত, তাহা এখন সভ্য মনুষ্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার দৌত্য কার্য্যে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে। সভ্য মনুষ্য দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার বহুকালের ব্যবহৃত শত্রু সংহারক অমোঘ অস্ত্র হস্তগত করিয়াছেন। এখন নিরস্ত্র ইন্দ্রকে কেন আর বন্দী করিতে আলস্য করেন? দেবরাজ ইন্দ্রকে বশীভূত করিতে আলস্য হইতেছে বলিয়া, আমাদিগকে অশেষ দৈব দুর্ঘটনা সহ্য করিতে হইতেছে। আজ বঙ্গদেশ কেন ভয়ানক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় আকুলিত হইবে, যদি দেবরাজের দর্প চূর্ণ করিয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের আজ্ঞাবহ পরিচারক করিতে পারিতাম? ইন্দ্র আমাদের বশীভূত থাকিলে, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা মাত্রেই আমাদিগকে জল দান করিতেন এবং স্নেহবতী শ্যামা বঙ্গভূমি এ বৎসর অজস্র শস্য প্রদানে কখনই ক্রটী করিতেন না।

"বুদ্ধি র্যস্য বলং তস্য" জ্ঞানই বল এই সমীচীন মহাবাক্য অনেক দিন প্রচারিত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে এই উনবিংশ শতাব্দী মানবীয় শক্তির জয়নাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। পূর্ব্বে দৈবশক্তি দ্বারা যাহা নিয়মিত হইত, এখন মানুষ তাহা স্বেচ্ছানুমত নিয়মিত করিতে সক্ষম হইতেছে। মানুষ অনেক করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা করিতে অবশিষ্ট আছে তাহার সঙ্গে তাহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের তুলনা করিলে মনুষ্যের পূর্ব্ব জয় ঘোষণা করিতে আর ইচ্ছা হয় না। অদ্যাবধি প্রবল বাত্যা হঠাৎ উত্থিত হইয়া কত মনুষ্যের কত অনিষ্ট করিতেছে, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি বশতঃ কত স্থান নিদারুণ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছে। মানুষের শক্তি এখানে কেন পর্য্যুদস্ত হয়? এখানে মানুষকে কেন দৈব শক্তি ও দেবানুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে? উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা কি এখন মানিতে হইবে, যে ঝড় বৃষ্টির উপর মানুষের কোন শক্তি সম্ভবিতে পারে না? "জ্ঞানই বল" কিন্তু ঝড় বৃষ্টির সম্বন্ধে কি আজ তাহা অস্বীকার করিতে হইবে। যদি ঝড় ও বৃষ্টির প্রকৃত কারণ অবগত হইতে পারা যায়, যে সকল নিয়মের অনুগত হইয়া তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও পর্য্যবসান সম্পাদিত হইয়া থাকে সে সমস্ত যদি নিশ্চয় রূপে অবধারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কেন না আমরা তাহাদিগকে স্বেচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে নিয়মিত করিতে পারিব?

এ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যখন এ দেশে অনাবৃষ্টি ঘটনা হইয়া দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইল, তখন উত্তর পাড়ার প্রসিদ্ধ বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার হুগলিস্থ জমীদারীর মধ্যে কামানের শব্দে বৃষ্টিপাত করিবার জন্য স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কামানের শব্দে বৃষ্টিপাত ঘটনা বোধ হয় অসম্ভব বিবেচনা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জয়কৃষ্ণ বাবুর বাক্যে মনোযোগ দেন নাই। জয়কৃষ্ণ বাবু যখন ব্যয়ভার মস্তকে বহন করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কি ক্ষতি ছিল? কামানের শব্দের পর অনেক স্থলে বৃষ্টি, এবং কোন কোন স্থলে ঝড় বৃষ্টি ঘটনা হইয়াছে ও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, হিন্দু পেট্রিয়ট ইহার অনেক গুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ভারতবর্ষীয় কৃষি বিষয়ক গেজেট অবলম্বন করিয়া নিম্নস্থ বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। ১৮২৫

সালে যখন খাল কাটিয়া হড্‌সন্ নদ ও ঈরি হ্রদের সংযোগ করিয়া দেওয়া হয় সেই ঘটনার স্মরণার্থে অনেকগুলি কামান ছোড়া হয়, সেই কামান ছোড়ার অব্যবহিত পরেই বিলক্ষণ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। লুইস এই ঘটনার কথা, পত্র দ্বারা ন্যাসনাল ইণ্টেলিজেন্সর পত্রে প্রকাশ করেন, সেই পত্র আমেরিকার 'জর্ণেল অফ সাএন্স' নামক পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। লুইস এরূপ ঘটনা আরও অনেক বার দেখিয়াছেন। ফরাসীদিগের সঙ্গে সার্ডেনিয়ান ও অষ্ট্রিয়ান জাতিদ্বয়ের যে যুদ্ধ ঘটনা হয় তাহার পর এমন বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল লোকে সহজে পারাপার হইতে পারে নাই। স্যাল ফারিণোর যুদ্ধকালে এমন ঝড় বৃদ্ধি উপস্থিত হয়, যে কিয়দ্দণ্ডের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। ম্যাক্‌ক্লিলনের সৈন্যদল পটোমাক নদের উপকূলে, যে যুদ্ধ চতুষ্টয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ঘটনার চারি দিনই দিবাবসানে অজস্র বারিবর্ষণ হইয়াছিল। বুলরন্ ও ভার্জ্জিনিয়া যুদ্ধের পর দিনেও সমস্ত দিন ও অনেক রাত্রি ব্যাপিয়া ঘোরতর বৃষ্টি হয়।

বিগত ফ্রাঙ্ক প্রুশীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ফ্রাঙ্ক ফোর্টের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সর্ব্বদাই বৃষ্টিপাত হইত। এই বৃষ্টিপাতের কারণ এস্‌লেশ ও লোরেন্ প্রদেশে অনবরত কামান ছোড়া হইত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যুদ্ধোপলক্ষে ইয়র্ক ও জেম্‌স নদের তীরদেশে, করিন্থ প্রদেশে ও মিসিসিপী নদীতটে প্রচুর কামান ছোড়া হইয়াছিল। তাহার পর কয়েকবারই তত্তৎ প্রদেশে বিষম ঝড় বৃষ্টি সংঘটিত হইয়া জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের বোহিমিয়ার সমরকালে অকালবর্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। যত দিন সমর নিঃশেষ না হইয়াছিল, তত দিন সে বর্ষাও নিঃশেষিত হয় নাই।

কামানের শব্দে চতুর্দ্দিকস্থ সন্নিহিত বায়ুরাশি ভয়ানক রূপে আন্দোলিত হয়। সে আন্দোলনে গৃহদ্বারের গ্লাস খসিয়া পড়িতে অনেকে দেখিয়াছেন। জাহাজ সমুদ্রে জলে নিমগ্ন হইলে, তীর হইতে কামান ছুড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কামানের শব্দে ভূগর্ভ মধ্যে এক প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হয়, সে আন্দোলন ক্রমে সমুদ্র জল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, এবং তলস্থিত জাহাজকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া একেবারে ভাসাইয়া তুলে।

পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ৪৩৩·৩ গ্রেণ বারুদ ও ২৫১·৬ গ্রেণ জল প্রায় তুল্যায়তন অর্থাৎ উভয়েই এক ঘন ইঞ্চ স্থান অধিকার করে। কিন্তু এই স্বল্পায়তন বারুদ অগ্নি সংযোগে প্রধ্মাত হইয়া ২০০০ গুণ অধিক স্থান ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্ভিন্ন কামানের চোঙ্গের মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প ১৭০০ গুণ অধিক স্থান ব্যাপ্ত হইয়া উহার আয়তন বৃদ্ধি করে। চোঙ্গের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতানুসারে এই আয়তনেরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। বারনুইলী সাহেব পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে এক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত বারুদ প্রধ্মাত হইয়া এক বর্গ ইঞ্চ বায়ুমণ্ডলের ১০,০০০ গুণ অধিক স্থান অধিকার করে অর্থাৎ তাহা ১৭৫০ মণের বল ধারণ করে। রমফোর্ড সাহেব পরীক্ষা করিয়া ইহার ৫ গুণ অধিক ব্যাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। স্থূলাঙ্ক ধরিয়া গণনা করিলে ১০০ সামান্য যুদ্ধ-কামান ছুড়িয়া চতুর্দ্দিকে ৩০ মাইল দূরস্থ স্থান পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে আন্দোলিত করা যায় এবং তদ্দ্বারা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করিয়া বৃষ্টি আকারে পাতিত করা যাইতে পারে।

আমরা যখন ইউরোপীয় প্রধানতম সভ্য জাতির অধীনস্থ প্রজা, তখন আমরা অবশ্যই তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফললাভে অধিকারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এদেশ চিরকালই দেবানুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। সে অনুকম্পার প্রাচুর্য্য ও ক্রটীর ফলাফলও অনেক ভোগ করিয়াছে। দেবানুকম্পার মুখাপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় জাতিরা থাকিতে চান না। এ দেশ যেমন প্রাকৃতিক শক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া অগত্যা সেই শক্তির উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিয়াছে, ইউরোপ তেমনি প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাস্ত করিয়া আপনাদের আয়ত্তাধীন করিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের অধীনস্থ হইয়া ভারতবর্ষ যদি দৈব শক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে শিক্ষা করে তাহা হইলে বিজাতীয় রাজত্বের অধীন বলিয়া কখনই ইহাকে অনুতাপ করিতে হইবে না।

ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনপ্রণালী।

ইংরাজদিগের ভারত রাজ্যের বিষয় যখন মনে মনে কল্পনা করা যায়, তখন অন্তরে কি একটা আশ্চর্য্যসম্বলিত বিস্ময় ভাবের আবির্ভাব হয়। ইহার এক একটী রাজ্যবিভাগ কত দূরে২ অবস্থিত—কত সুবিস্তৃত। সেই রাজ্যবিভাগ নিচয় এক এক জন শাসনকর্ত্তার অধীন। এই শাসনকর্ত্তৃগণ ন্যূনাধিকরূপে অপর একজনের কর্ত্তৃত্বাধীন। যাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন তিনি বা কোথায়! যাঁহারা শাসনকর্ত্তা তাঁহারাই বা কোথায়। কিন্তু এই প্রকাণ্ড রাজ্যের শাসনরজ্জু কাহার হস্তে? যাঁহার হস্তে তিনি বহুযোজন অন্তরে, বহু সমুদ্র পারে অবস্থিত। এত দূরস্থিত রাজ্যনিবহও

কেমন সুশাসনে চলিতেছে! এই বৃহৎ শাসনযন্ত্র কেমন একস্থানীয় বল প্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সর্ব্ব স্থানেই ব্রিটিশ শাসনের একজাতীয় বল লক্ষিত হয়। তাহার কারণ এই বিটিশ জাতিতে একটী জাতীয়ভাব সাধারণতঃ বিদ্যমান আছে। এই জাতীয়ভাব সমুদ্ভূত বল প্রয়োগদ্বারা ইহাদিগের শাসন যন্ত্র নিয়মিত হইয়া থাকে। এই বল কখন ইংলণ্ডস্থ শাসন-সমাজ হইতে সঞ্জাত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বর্দ্ধিত ও প্রযুক্ত হইতেছে, কখন বা ভারতবর্ষ হইতে উত্থিত হইয়া, ইংলণ্ডে গিয়া প্রবর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় এইখানেই আবার প্রয়োজিত হইতেছে। সুতরাং এরূপ শাসন যন্ত্রের শক্তি অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সহজে এ শক্তির প্রভাব প্রশমিত হইবার নহে। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, সময়ে সময়ে সদাশয় ব্যক্তিগণ যদি এই প্রভাব অতিক্রম করিতে উদ্যোগী হন,অগত্যা তাঁহাদিগকে বিফল যত্ন হইয়া অপদস্থ হইতে হয়।

কোন কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর নিকট জনৈক উদারচিত্ত মাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন, করবাল দ্বারাই আসিয়াবাসিগণকে শাসন করাই বিধেয়। বাঙ্গালী তাহার উত্তর দিল, আপনারা প্রকৃত প্রস্তাবে তদ্রূপ আচরণই করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাহা প্রকাশ্যে কেন স্বীকার করেন না? প্রকাশ্যে কেন বলেন,"আমরা উহাদিগকে ন্যায়মত সুবিধান দ্বারা শাসন করিয়া থাকি?" কৃতবিদ্যের এই বাক্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিছু অপ্রতিভ হইলেন। বাস্তবিক যখন আমরা মহারাণীর ভারতবর্ষ খাস করিবার সময়ের সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্র স্মরণ পূর্ব্বক তাহার সহিত অধুনাতন বিটিশ শাসনের তুলনা করিয়া দেখি,তখন কি আমরা সেই ঘোষণার উদাত্তভাব এই শাসনপ্রণালীর মধ্যে উপলব্ধি করি? না, উপরিউক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভাব অল্পাধিক পরিমাণে নিরীক্ষণ করিতে থাকি? সেই ঘোষণাপত্রানুযায়ী শাসনপ্রণালীর অনুষ্ঠান হয় না কেন ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, আমরা ব্রিটিশগণের জাতীয়ভাবের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দি। এমত কি, তাঁহাদিগের এই ঘোষণা পত্র যে এরূপ মহৎ ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহারও মূলে ইংরাজদিগের জাতীয় ভাব। কি রূপ অবস্থায়, কি প্রকার সময়ে, ইংরাজ জাতি এরূপ মহৎ বাক্যসমূহ প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহা একবার অনুভব করিলে আমাদিগের কথার যাথার্থ্য বিলক্ষণ বুঝা যাইতে পারে। সে কাল গেল, ক্রমে ব্রিটিশ সিংহের বুভুক্ষা বাড়িল, তাহার মহৎ ভাবও তিরোহিত হইল। যে ব্রিটিশ জাতি পূর্ব্বে এক নামে শাসন করিতেছিলেন,সেই সুচতুর ব্রিটিশ জাতি ভিন্নাভিধানে শাসন করিতে লাগিলেন। ইহাকে বলে বিলাতী-চক্র। সরলচিত্ত জনগণ এই চক্রের ধাঁধায় অন্ধ হইয়া যায়, ধীমানেরা এই চক্রের আবর্ত্তন বিলক্ষণ দেখিতে পান।

ভারতবর্ষ যখন মহারাণীর খাস হইয়াছিল তখন আমরা ইংরাজদিগের জাতীয় ভাব বুঝি নাই, ভারতবর্ষের রাজ্য সংক্রান্ত ভাবী উন্নতির জন্য কতই আশা করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে, এই পরিবর্ত্তন কেবল নাম মাত্র, কার্য্যে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। এতদ্দেশীয় রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় ইংরাজ জাতির পক্ষে কোম্পানীর সময়ে যে অবস্থায় ছিল, আজিও সেই দশায় আছে। কেবল ডিরেক্টরের সভার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভারতবর্ষীয় সম্পাদক সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন কেবল কার্য্যের আকৃতিগত, প্রকৃতিগত নহে। ইংলণ্ড আজিও স্বকীয় শাসনপ্রণালী প্রদান করিবার আশামাত্রও দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষ মহারাণীর খাস হওয়াতে আমাদিগের কি উপকার হইল? ব্রিটিশ জাতির হৃদয়ে যত দিন না ভারতবর্ষীয় রাজ্য সংক্রান্ত বিষয় সকল স্থান প্রাপ্ত হয়, তত দিন এতদ্দেশীয়দিগের ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা পরাজিত জাতি হইয়া কিরূপে ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালী লাভের প্রত্যাশা করিতে পারি? তদুত্তরে আমরা বলি, আমাদিগের পূর্ব্বে সে আশা ছিল না, এবং এখনও যদি জেতৃগণ প্রকাশ্যে সভ্য সমাজে আমাদিগের নিকট ঐ কথা ব্যক্ত করিয়া আমাদিগের মুখ নিরস্ত করেন, আমরাও ক্ষান্ত হই। কিন্তু যত দিন মহারাণীর ঘোষণা পত্র আমাদিগের সম্বন্ধে প্রচারিত থাকিবে, যত দিন সভ্য সমাজে জেতৃগণ দেখাইবেন, আমরা উন্নত শাসন প্রণালী দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি, তত দিন আমরা কখনই উচ্চাশা করিতে নিরস্ত হইব না। তত দিন ফসেটের ন্যায় সদাশয় ইংরাজগণও সেই ঘোষণাপত্রানুযায়ী ভারতবর্ষের ইষ্টসাধন চেষ্টায় ক্ষান্ত হইবেন না।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ চেষ্টা করিতে গেলে, ইংরাজের জাতীয় বল আসিয়া প্রতিরোধ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটী বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, মহোদয় ফসেট্ সাহেব পার্লেমেণ্ট মহাসভা দ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজসম্পাদকের নিকট প্রার্থনা করেন, যে ভারতবর্ষে কত ইংরাজ, কত ফিরিঙ্গি,

এবং কত জন এতদ্দেশীয় লোক গবর্ণমেণ্ট অধীনে ১০০ এক শত অথবা তদধিক টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত আছেন তাহার তালিকা দিবেন। রাজসম্পাদক সেরূপ তালিকা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু এতদিন যে সে প্রস্তাব কোথায় লুক্কায়িত ছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। কেনই বা ছিল তাহার উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়। ভারতবর্ষ মহারাণীর খাস্ হইবার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৬।৫৭ অব্দে ঐরূপ বেতনে কত লোক নিযুক্ত ছিল, আর যখন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, সেই ১৮৭১।৭২ অব্দে কত লোকই বা নিযুক্ত ছিল এইরূপ একখানি তুলনার তালিকা প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা সে দিন মাত্র ভারতবর্ষীয় সকল গবর্ণমেণ্ট আফিসে ঘোষিত হইয়াছে। কত দিনে সে তালিকা যে প্রস্তুত হইয়া প্রেরিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? সে সকল হাওয়ার গতি। যেরূপ হাওয়া বহিবে সেইরূপ কার্য্য হইবে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গণ্ডগোলে এরূপ যে কত প্রস্তাব ঘোল খাইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? উল্লিখিত প্রস্তাবটীও কোথায় বিধ্বস্ত হইত, যদি দুই বৎসরের পর তাহার আবার পুনরনুসন্ধান না হইত, ফসেটের ন্যায় নাছাড়বান্দা লোকেও যদি না এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেন, আমরা তাহা হইলে ইহার উল্লেখও আর শুনিতে পাইতাম না। ভারতবর্ষ শাসন ভার যাহাদিগের করে ন্যস্ত, আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহাদিগের মধ্যে কোথা হইতে অনুদারতা ও অসাধু ভাবের উদয় হয়? তাঁহারা কিরূপে সকলে এক মত হইয়া যান? ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তৃগণের আসনের কি কোন মন্ত্রবল আছে, যে যিনি তাহাতে উপবিষ্ট থাকিবেন তাঁহারই মন ফিরিয়া যাইবে। নতুবা সজ্জনগণও ইহাতে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রবদ্ধ হইয়া যান কেন?

ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষেও অনেক সজ্জন ইংরাজ আমাদিগের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু সে চেষ্টা করিলে কি হইবে? এ দেশের শাসন কার্য্য ত তাহাদিগের হস্তে নয়। ইংলণ্ডে একরূপ প্রস্তাবিত হইল, ভারতবর্ষে তাহার অন্য রূপ কার্য্য হইতে লাগিল। এদেশের শাসন কার্য্য যাহাদিগের হস্তে তাহারা সকলে সমান ধাতুর লোক নন। সেই সম্প্রদায়ের অনেকের মনে সদ্ভাব আছে, একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমরা এই কথা বলি তাহাদের সে সদ্ভাব শাসন প্রণালীর দোষে ও যোগ বলে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। যিনি প্রতিজ্ঞার সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাকে জাতীয় বল দ্বারা হয় ত অপদস্থ হইতে হয়, নচেৎ মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিপদে পড়িতে হয়।

ভারতবর্ষ যত দিন ইংরাজ দ্বারা শাসিত হইবে, তত দিন এই জাতীয় বল অতিক্রম করা সহজ হইবে না। যত দিন ভারতবাসিগণের এক স্বার্থ ইংরাজগণের অন্য স্বার্থ থাকিবে তত দিন এই জাতীয় বল বিনষ্ট হইবার নহে। যত দিন ইংরাজগণের মনে জেতৃভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের মন হইতে অসাধুভাবের তিরোধান হইবে না। বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের সহিত ভাবতবর্ষের যে প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাতে মহারাণীর ঘোষণার মর্ম্মানুযায়ী শাসন কার্য্য যে কখন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে, আমাদিগের এমত প্রত্যাশা অল্প।

প্রাপ্ত।

জয়নগর টাউনবাসী এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ঃ—

কয়েক বৎসর হইতে জয়নগর টাউন মিউনিসিপালিটীর কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার ভাব ভঙ্গী বুঝিতে পারিলাম না। কেনই বা মিউনিসিপাল কমিসনার নিয়োগ হয়, তাঁহারাই বা কি করেন? শুনিতে পাই বার্ষিক দুই হাজার টাকা জয়নগর টাউন মিউনিসিপাল ফণ্ডে আদায় হয়; আদায়ের নিমিত্ত এবং পুলিস খরচা ইত্যাদি বাদে বাকি টাকা খরচের মর্ম্মভেদ এ পর্য্যন্ত করিতে পারিলাম না। টাউন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বারুইপুরের ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল; তিনি এই স্থান একবার স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, কোথায় কিরূপ রাস্তার প্রয়োজন, কোথায় কিরূপ যাতায়াতের দুরবস্থা সহজে বুঝিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলেই সে কষ্টের লাঘব অথবা এককালে নিরাকরণ করিতে পারেন। কিন্তু কি জন্য এ সকল বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য? তাহার কারণ আমাদাদির দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছুই অনুমেয় হয় না। বলিতে কি, যাহাদের প্রয়োজন, তাহারাই একবার খোঁমলান না, পরে পরের বেদনা কি জানিবে?

উক্ত কমিটীর সেক্রেটরী মজিলপুর নিবাসী বাবু হরিদাস দত্ত, টাউন কমিটীর মেম্বরদিগের মধ্যে যে দুই জন ইংরাজী জানেন, হরিদাস বাবু তাহারই একজন। বস্তুতঃ তিনি বুদ্ধিমান্ এবং কাজের লোক তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহাতে পক্ষপাতিতা দোষের অসদ্ভাব নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

জয়নগর টাউনের অন্তর্গত মজীলপুর বিভাগের মধ্যে প্রায় এমন কোন স্থান নাই যে রীতিমত পথ প্রস্তুত হয় নাই, এমন কি এবৎসর স্থানে স্থানে পাকা হইতে চলিল, কিন্তু জয়নগরে এখনো পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত হয় নাই। অধিক কি যে স্থানে রাস্তা না থাকায় এবং যে খানে সাবেক আছে মেরামত না হওয়ায় লোকের সমূহ কষ্ট, এমত স্থানও আজ ১০। ১২ বৎসরের মধ্যে মেম্বর বাবুদিগের নয়নপথে পতিত হইল না। অথচ শুনিতে পাই ফণ্ডে টাকা মজুত আছে, মধ্যে মধ্যে এই মিউনিসিপালিটীর টাকা অন্যত্র চালিত হয়। জয়নগর বিভাগে যে একটী রাস্তা মেরামত হইয়াছে, তাহাও অতি কদর্য্য। আমরা মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিতে বেওজর প্রস্তুত আছি, আমরা ইহা দ্বারা আর কিছু প্রত্যাশা করি না, টাউনের মধ্যে বাঘরোল, বরাহ (শৃগাল, শজারু প্রভৃতির ত কথাই নাই)

ইত্যাদি বন্যজন্তুর আশ্রয়স্থান যে জঙ্গল তাহা থাক্, আহা! তাহদের সে আশ্রয়স্থান উচ্ছন্ন হইলে তাহারা কোথায় যাইবে? বিশেষতঃ তাহারা নূতন সহরে নয়া বসতি করিতেছে, সবে বংশবৃদ্ধি আরম্ভ,আর দুদিন পরে "টাউন বরন্ সবজেক্‌ট্‌স" বলিয়া আখ্যাত হইবেক, এখন তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা অন্যায়; অতএব বরং তাহা না করিয়া আমাদিগের কেবলমাত্র প্রার্থনা যে রাস্তা পথের একটুকু সুব্যবস্থা হয়, তাহাহইলেই যথেষ্ট উপকার জ্ঞান করিব।

বিবিধ বিনয় পূর্ব্বক মহিমবর শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের সমীপে অস্মদীয় প্রার্থনা এই যে যদি এই জয়নগর টাউনের মধ্যে নিরপেক্ষ দেশহিতৈষী উপযুক্ত লোক না থাকেন, তবে বর্ত্তমান কয়েক জন মেম্বরের পরিবর্ত্তে কয়েকটী কাঠপুত্তলিকা বরং অত্রত্য মিউনিসিপাল ফণ্ডের ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া তত্তৎ স্থানে নিয়োজিত করেন; তাহা হইলে কমিটী ঘরের এখনো যে কাজ হইতেছে, তখনও সেই কাজ হইবেক বটে, কিন্তু বেশীর ভাগে কমিটী যে সুদৃশ্য হইয়া নয়ন-তৃপ্তিকর হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। অধিকন্তু কমিটীতে হাকিমের ভয়ে আড়ষ্ট মেম্বরদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহারা কাঁদিয়া বাঁচেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে উক্ত কমিটীর অন্যতর মেম্বর বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ দেশহিতৈষী এবং যাহাতে মিউনিসিপালিটীর উন্নতি হইয়া নগর শ্রীযুক্ত হয়, সে পক্ষে তাঁহার খুব টান, কিন্তু তাঁহার একার টানে কি হইতে পারে?

উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ জয়নগর মিউনিসিপালিটীর প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে মেম্বরপদে নিয়োগ করেন, যে অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর কার্য্য নিরপেক্ষরূপে সুপ্রণালী পূর্ব্বক চলিবে, অন্যথা অস্মদাদিকে নাহক টাক্স ভার হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

অনেক লোকের মনে ধারণা এই যে, সংবাদপত্রে লেখা(বিশেষ বাঙ্গালা) কেবল "মনেরে চোকঠার।" আমাদের সে ধারণা এককালে নাই, এমত বলি না, যে হেতু মধ্যে মধ্যে লেখা হইয়া থাকে, কিন্তু ফলে কিছু দেখা যায় না। সে জন্য প্রার্থনা এই যে, এই বিষয়টী যাঁহাতে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইয়া সুফলপ্রদ হয়,সে পক্ষে মহাশয় একটু মনোযোগী হইয়া অস্মদাদিকে যারপর নাই অনুগৃহীত করিবেন।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আমরা আনন্দিত হইলাম, হাইকোর্টে তারকেশ্বরের মোহন্তের যে আপীল হইয়াছিল, বিচারপতি বার্চ্চ ও মার্কবি সাহেব গত সোমবার তাহা ডিসমিস করিয়াছেন, ফিল্ড সাহেবের রায়ই বাহাল রহিল। এক্ষণে মোহন্ত বাবাজী তিন বৎসর কাল হুগলীর জেল পবিত্র করুন।

ইণ্ডিয়ান অবজার্ব্বর বলেন, সিলেটে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর বিচারার্থে যে সকল কমিশনর গিয়াছিলেন, তাঁহারাও তথা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর বিচার শেষ হইয়াছে বলিয়া, না, ভুমিকম্প জন্য কমিশনরেরা প্রস্থান করিয়াছেন?

এই ডিসেম্বর মাসের প্রথমে হাবড়া হইতে প্রায় ৩০ হাজার মণ চাউল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রপ্তানী হয়।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, বিচারপতি দ্বারকা নাথ মিত্রের পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে। মধ্যে তাঁহার পীড়ার কতক উপশম হইয়াছে শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পীড়ার অবস্থা দর্শনে সকলেই ভীত হইয়াছেন। ডাক্তার পেইন ও চিবর্স চিকিৎসা করিতেছেন, আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন্।

লর্ড মেওর স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের জন্য যে চাঁদা সংগৃহীত হয় তাহার উদ্বৃত্ত টাকা কিরূপে ব্যয় করা হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য আগামী সোমবারে টাউন হলে একটী সভা হইবে। এইরূপ সভা বহু দিন হইতে হইয়া আসিতেছে. কিন্তু এপর্য্যন্ত কিছুই হইল না। যাহা হউক ক্রমে এইরূপ সভা হইতে হইতে বহুকাল বিলম্ব হইয়া পড়িলে টাকা গুলি মাঠে মারা যাইবে এই আমাদের আশঙ্কা।

গত শুক্রবার অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকার সময় লর্ড নর্থব্রুক কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় সকলে আকুলিত হইয়াছে,এ সময় তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করাতে লোকের অনেক আশ্বাস জন্মিয়াছে। আমরা ভরসা করি লর্ড নর্থব্রুক সাধারণ মত অগ্রাহ্য না করিয়া সকল অবস্থা বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক যাহাতে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় তাহার সদুপায় বিধান করিবেন।

বর্দ্ধমানের রাজা তারকেশ্বরের জন্য আর একজন নূতন মোহন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। শুদ্ধ নূতন মোহন্ত নিয়োগে কি হইবে? ইহার পূর্ব্ব পুরুষের যে সকল রোগ ছিল, যাহাতে ইনি সে সকল রোগাক্রান্ত হইতে না পারেন অগ্রে সে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অন্যথা যদি সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য,সেই ভোগবিলাস সেই স্বাধীনতা সমুদায়ই থাকে, যাহাকেই মোহন্ত কর, তিনিই বিশিষ্টরূপে গৃহী হইয়া পড়িবেন সন্দেহ নাই।

এই দুর্ভিক্ষের সময় কাম্বেল সাহেব পদত্যাগ করিবার সংকল্প করাতে অনেকের মনে নানা রূপ কুতর্ক উদয় হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা অমূলক; কারণ তিনি যখন পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষ হইবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। যাহা হউক সেই নিন্দার ভয়েই হউক অথবা এসময় বঙ্গদেশ পরিত্যাগ অনুচিত এই বিবেচনায় হউক তিনি আপাততঃ পদত্যাগ করিতেছেন না। তিনি বলিয়াছেন, লর্ড নর্থব্রুক যত দিন তাঁহার পদস্থ থাকা আবশ্যক বোধ করিবেন, তিনি তত দিন এদেশে থাকিতে প্রস্তুত আছেন। বঙ্গদেশের উপস্থিত দুর্ভিক্ষের সময় ক্যাম্বল সাহেবের ন্যায় একজন সুচতুর, কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগশীল শাসনকর্ত্তার যে একান্ত প্রয়োজন ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তিনি এসময় স্বীয় স্বার্থ হানি স্বীকার করিয়াও যে বঙ্গদেশে রহিলেন, এনিমিত্ত সর্ব্ব সাধারণে কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

পিপলসফ্রেণ্ড জনশ্রুতিতে শুনিয়াছেন সিয়ালদহের ছোট আদালতটী উঠিয়া গিয়া কলিকাতা ছোট আদালতের সহিত একত্রিত হইবে। হেয়ার স্ট্রীটে যে বাটী হইতেছে, উহা সম্পূর্ণ হইলেই ঐরূপ হইবে।

সিলেট হইতে অনেক চাউল রপ্তানী হইতেছে।

কোন কোন ইংরাজী সংবাদ পত্র আশঙ্কা করিতেছেন. সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় এই দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন আর একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। ইহাতে সিপাহীদিগের ন্যায় তত ভয়ের কারণ নাই, অনাহারে শীর্ণ কলেবর কঙ্কাল মাত্র সার বিদ্রোহীদিগের দমনে বড় আয়াস পাইতে হইবে না। ঈশ্বর করুন্ সেরূপ বিদ্রোহী যেন না দেখিতে হয়।

বগুড়ার হিলী হইতে আমাদিগের এক গ্রাহক লিখিয়াছেন, এতদঞ্চলে শস্য কিছুমাত্র হয় নাই। শ্রমজীবিদিগের অতি কষ্ট হইয়াছে, বুনাজাতীয় লোক যাহারা তথায় বাস করিতেছে তাহারা অনেকে বৃক্ষ মূলাদি আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভবিষ্যতে যে কি হইবে বলা যায় না। এই হিলি বন্দরে ধান্য ও চাউলের বিস্তর কারবার, স্থানান্তরে ছয়সাত লক্ষ মণ রপ্তানি হইয়া থাকে। আমি চারি দিন হইল এখানে আসিয়াছি, কিন্তু কিছুই কাজ দেখিতেছি না।

বেঙ্গাল টাইমস বলেন. বিপদ বিপদেরই অনুসরণ করে,আমন ধান্য ত নষ্ট হইয়াছে হৈমন্তিক শস্য যে হইবে সে আশাও গিয়াছে। এক রবি শস্যের উপর আশা, অনেক ভূমিতেও এই চাষ করা হইয়াছে; ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ভাল, কিন্তু তিন চারি সপ্তাহ মধ্যে বৃষ্টি না হইলে সে গুলিও মরিয়া যাইবে। তখন যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে।

খাজে আসানুল্লা ত্রিপুরা হইতে ঢাকায় যে চাউলের আমদানী করিয়াছেন তাহাতে বিস্তর উপকার হইয়াছে। ইহাতে চাউল বিলক্ষণ সস্তা হইয়া উঠিয়াছে। নূতন মোটা চাউল টাকায় ১৬ সেরেরও অধিক বিক্রীত হইতেছে। পুরাতন চাউল ১৩ সের এবং উক্ত বিভাগের মধ্য স্থানে নূতন মোটা চাউল ২২ সের বিক্রীত হইতেছে।

পিপলস্ ফ্রেণ্ড বলেন, নদীয়াতে জল কষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মণ্টিও সাহেব সিলেট হইতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ বণিক্ বর্হামহিল কোং দেউলিয়া হইয়াছেন।

গত বুধবার প্রাতঃকালে কলিকাতার জিগ্জাগ্ লেনে একজন হিন্দুস্থানির মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার নর্ম্মান্ চিবার্স ডেলহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভাপতি হইতেছেন।

সি জ্যাক্‌সন সাহেব উকীল ও মোক্তার দিগের পরীক্ষা সম্পাদন সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। পরীক্ষার্থীগণ অতঃপর বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েটে দরখাস্ত না করিয়া তাঁহার নিকট করিবেন।

এলাহাবাদ হইতে যে অতিরিক্ত রেল শকটে গবর্ণর জেনারল হাবড়াতে আগমন করেন, মিস [illegible] তাহাতে একটী স্বর্ণ ঘড়ী ভ্রান্তিক্রমে ফেলিয়া আইসেন। পরে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু আর পাওয়া গেল না। অতিরিক্ত ট্রেণে রেলওয়ের কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর লোকের সমাগমের ত সম্ভাবনা নাই।

সি ডি ফিল্ড সাহেব ২৪ পরগণা ও হুগলীর আডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ পদে পুনরায় নিযুক্ত হইয়াছেন। মোহন্তের দায়রা বিচারে ইহাঁর যোগ্যতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সৌভাগ্য, লেথব্রিজ সাহেব ঢাকার প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণে সম্মত হন নাই। এ, এন, গারেট এম এ উক্ত পদে মনোনীত হইয়াছেন।

ডাক্তর ওয়াট নামে যে সাহেব শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হইয়া সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন, তিনি হুগলী কলেজে উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম।

সে দিন কানপুর লাইনে একটী শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। কানপুর হইতে একখানি আরোহী-ট্রেণ লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই সময় গবর্ণর জেনরলের বিশেষ ট্রেণ তাঁহাকে কানপুরে রাখিয়া অতি বেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উহার উপর পতিত হয়। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি রেলভ্রষ্ট হইয়া উলটিয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ চারিজন এদেশীয়ের মৃত্যু হয় এবং অনেকে আহত হইয়া এক্ষণে হাসপাতালে রহিয়াছে, ইহাদিগেরও জীবন সংশয়। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের দুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি হইতেছে যে উক্ত রেলওয়েতে গমন ক্রমে লোকের ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। কোম্পানি যদি কর্ম্মচারিদিগের বিশেষতঃ শকট চালকদিগের সুরাপান বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়।

সম্প্রতি জব্বলপুরে একজন তহসিলদারের স্ত্রী এককালে দুটী পুত্র ও দুটী কন্যা প্রসব করেন,একটী মাত্র জীবিত আছে। প্রসূতিরও মৃত্যু হইয়াছে।

শোণ খালের কার্য্য হওয়াতে গয়া প্রদেশের অত্যন্ত উপকার হইয়াছে।

মান্দ্রাজ।

অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন মহিসুরে শীঘ্র জল কষ্ট উপস্থিত হইবে। বাঙ্গেলোর একজামিনর বলেন পুষ্করিণীতে যে জল আছে তাহাতে উর্দ্ধ সংখ্যা আড়াই মাসের অধিক চলিবে না। এবার কেবল খাদ্যের নয়, পানীয় জলেরও দুর্ভিক্ষ হইবে দেখা যাইতেছে।

গাঞ্জাম হইতে মান্দ্রাজ মেইলে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তথায় অবিশ্রান্ত তিন দিবস বৃষ্টি হওয়াতে যে সকল ধান্য পাকিয়াছিল সমুদায় নষ্ট হইয়াছে। এমন অবস্থায় বোধ হয় শীঘ্র লোকের কষ্ট আরম্ভ হইবে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বইবিলির রাণী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ৩৭ হাজার টাকার চাউল দিয়াছেন। এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য রাণীর—কেবল রাণীর কেন, অনেক রাজারও একান্ত অনুকরণীয়।

মান্দ্রাজে এবার ১৭৮০ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট গৃহে লর্ড হোবার্ট সম্প্রতি যে একটী সভা করিতেছেন, তাহাতে দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, তাঁহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র দরবার হইবে।

মান্দ্রাজে এইরূপ প্রস্তাব শুনা যাইতেছে লক্ষদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য দ্বীপগুলি লইয়া একটী নিয়ম বহির্ভুত প্রদেশ প্রস্তুত করা হইবে।

বোম্বাই।

মহারাজ সিন্ধিয়ার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যিনি নূতন রাণী হইলেন, তাঁহাকে রাজা আদর করিয়া "মহারাণী চটী" এই নাম দিয়াছেন। ইনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষাতেও ইহাঁর অধিকার আছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সম্প্রতি একটী ব্রাহ্মণ জাতীয় বিধবা স্বজাতীয় কোন যুবককে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। পূর্ব্বে সংবাদ পত্র ছিল না, স্বয়ম্বরা প্রথা ছিল, এক্ষণে সংবাদ পত্র হইয়াছে, বিজ্ঞাপন দিয়া বিবাহ করিবার রীতি হইতেছে, ক্রমে যদি আমেরিকার উন্নতি স্রোত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়, সুরতি খেলার ন্যায় টিকিট করিয়া স্বামী নির্ব্বাচনের রীতিও প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

বোম্বাইয়ে ২০২৫ জনের মধ্যে ৪৪২ জন ছাত্র প্রবেশিকাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রাধনপুরের নবাব একজন য়িহুদিকে অন্যায় পূর্ব্বক কারারুদ্ধ করায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

বরদার রাজার অত্যাচারের বিষয় অনুসন্ধানার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে যে কমিসন নিযুক্ত হন, তদ্দ্বারা

যে সকল অত্যাচারের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে সিরাজ উদ্দৌলার রাজত্ব কাল স্মৃতিপথে উদিত হয়। কমিসনের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল মিড সাহেবের নিকট একজন প্রজা এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে "আমি একবার ভূমির সমুদায় খাজানা দিই, কিছু দিন পরে, পুনরায় আমাকে দ্বিতীয়বার খাজানা দিতে বলা হয়, আমি দিতে অস্বীকার করাতে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং হাত পা বাঁধিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপর দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। পরে আমার পৃষ্ঠে ঘোড়ার একটী জিন ও মুখে লাগাম দিয়া একব্যক্তি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পুর্ব্বক আমাকে দৌড়াইতে বলেন, দৌড়িতে দৌড়িতে ক্লান্ত হইয়া একটু থামিবামাত্র অমনি চাবুক মারিতে থাকেন, এইরূপ করিতে করিতে কাজেই আমাকে খাজানা দিতে স্বীকার করিতে হইল, টাকা কর্জ্জ করিয়া খাজানা দিলাম।" ঐ রূপ আর এক ব্যক্তি বলিল পাঁচ গুণ খাজনা দিতে অস্বীকার করাতে তাহার স্কন্ধে এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দিয়া উহার দুই দিগে দুইখানি বড় বড় চাকা ঝুলাইয়া দিয়া উহাকে দৌড়িতে বলা হয়, দৌড়িতে না পারাতে চাবুক মারা হয়, এইরূপে ঐ পাঁচ গুণ খাজানা আদায় করা হয়। উপরি উক্তরূপ আরো অনেকগুলি অত্যাচারের বৃত্তান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে গুইকুমার না কি তাহার কর্ম্মচারীদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, এই বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য যত টাকার প্রয়োজন হয় তাহারা যেন অকাতরে তাহা ব্যয় করেন। গুইকুমার যদি বাস্তবিক এরূপ অত্যাচারী হন, তাঁহার দণ্ড হয় আমাদিগের অনভিমত নয়, কিন্তু বরদার রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেরির সহিত গুইকুমারের বিলক্ষণ শত্রুতা আছে, গুইকুমারকে জব্দ করা ফেরির একান্ত ইচ্ছা, এক্ষণে গুইকুমার ফেরির কৌশল জালে পড়িয়া মারা না যান, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য।

বোম্বাই গেজেট বলেন মাহুয়া নামক স্থানে একটী বালিকার একখানি অলঙ্কার চুরি যায়, যে চুরি করে, বালিকাটী তাহাকে দেখিয়াছিল, কয়েকজনকে সন্দেহ করাতে বালিকাটী উহাদের মধ্যে একজনকে দেখিয়া বলিল, যে চুরি করিয়াছে, তাহার আকৃতি ঠিক ইহার মত। আর চোর কোথায় যায়? পুলিস প্রহার আরম্ভ করিলেন, প্রহার করিতে করিতে হতভাগ্যের মৃত্যু হইল!! পুলিষের দোষ কি? প্রহার না করিলে চোর ধরা যায় না, প্রহার করিলেও মরিয়া যায়, তবে প্রহারের ওজন বুঝিতে পারেন না এই তাঁহাদের দোষ।

ইউরোপ।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে সর বার্টল ফ্রিয়ার সম্প্রতি "শিল্প সমাজে" এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে কতকগুলি উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফ্রিয়ার সাহেব কি কি উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কি সাধারণে প্রকাশিত হইবে?

আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব জজদিগের সহিত মাজিষ্ট্রেটদিগের সমান্তরাল পদোন্নতির যে ব্যবস্থা করেন, এবং যাহার প্রতিবাদ করিয়া এই ভারত সংস্কারকে প্রস্তাব লিখিত হয়, ষ্টেট সেক্রেটারি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি না, কারণ তিনি যে অনুমোদন করিবেন, পূর্ব্ব হইতে আমাদের সে সংস্কার জন্মিয়াছিল।

সর জর্জ ব্যালফোর সর বার্টল ফ্রিয়ারকে এক পত্র লিখেন উহা লণ্ডন টাইমসে প্রকাশিত হইয়াছে, এই পত্রে তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে স্থানেং যে পবলিক ওয়ার্ক হইতেছে তথায় নিযুক্ত না করিয়া তাহাদের নিজ নিজ পল্লীতেই তাহাদের আহারীয় সামগ্রী আনিয়া দেন। পক্ষান্তরে সর আর্থর কটন খাল ও বাঁধ প্রভৃতির কার্য্যে লোক নিযুক্ত করার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন, এ উপায়ে বর্ত্তমান বিপদ একটা চিরস্থায়ী সুখে পরিণত হইবে। আমাদিগের মতে শেষোক্ত উপায়টীই শ্রেয়ঃ। কিন্তু অন্যান্য সময়ের ন্যায় এখন পরিশ্রমের পরিমাণ করিয়া বেতন অথবা আহার দিলে চলিবে না, যে যেরূপ খাটিতে পারে তাহাকে সেইরূপ খাটাইয়া তাহাদের যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় এরূপ বেতন বা খাদ্য দেওয়া চাই।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি সেনাপতি মার্সেল বেজিনি বহু সৈন্য সহিত প্রুসীয় হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি সৈনিক অবনতি ও প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

লণ্ডনে আসিয়াস্থ বিদেশীয়দিগের যে আশ্রয় স্থান আছে, জয়পুরের মহারাজা তাহার সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের জলবায়ু এদেশীয়দিগের প্রতি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া কোন বিলাতীয় হিন্দু নেটিব পব্লিক ওপিনিয়নে এক পত্র লিখিয়াছেন। এক মান্দ্রাজীর যক্ষ্মাকাশ ছিল, ইংলণ্ডে গমন পর্য্যন্ত তাহার লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় নাই আরো কয়েকটী দুর্ব্বল ও রুগ্ন ব্যক্তি সেখানে গিয়া আশ্চর্য্য রূপ সবল ও সুস্থ হইয়াছেন।

বিবিধ।

কাবুলের আমীর সিয়ার আলী আমাদিগের গবর্ণর জেনরলকে তাঁহার বার্ষিক ফলোপহার প্রেরণ করিয়াছেন। ফলগুলি বড় দিনের পূর্ব্বে এখানে উপস্থিত হইবে।

পিগনিয়র রেঙ্গুন হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন আকায়াবের কমিসনর কর্ণেল ষ্টিবেন্সন আত্মহত্যা করিয়াছেন। কারণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন আমীর সর্দ্দার আবদুল্লা জানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা অবধি তিনিই সমুদায় রাজকার্য্য ও দরবার প্রভৃতি করিতেছেন। আবদুল্লা জান উত্তরাধিকারী হওয়াতে তুর্কিস্থানের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু সর্দ্দার জাকুব খাঁ মৌনভাবে আছেন, জাকুব খাঁ ইহাতে কি রূপ ব্যবহার করেন এবং অন্য কোন সর্দ্দারের সহিত ষড়যন্ত্র করা হয় কি না তাহার অনুসন্ধানার্থ আমীর গোপনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছেন। জাকুব খাঁ মৌনী হইয়া থাকিবেন আমাদিগের এমন বোধ হয় না।

আবদুল্লা জান আমীরের উত্তরাধিকারী হওয়াতে তাঁহার মাতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য পেশোয়ারে ফল প্রেরণ করিয়াছেন। ১৮০ টা উষ্ট্রে ফল লইয়া আসিতেছে। গবর্ণর জেনরল অন্যান্য যে সকল উপহার দ্রব্য পান তাহার অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলেন, ফলগুলি অবশ্য বিক্রয় করিবেন না। যাহা হউক, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হওয়ায় সুখ আছে। তাঁহার কর্ম্মচারী হওয়ায় সুখ আছে কি না ফলগুলি না আসিলে বলা যাইতেছে না।

আমাদিগের লাহোরস্থ সহযোগী লিখিয়াছেন, রুশীয়েরা মরুণী আক্রমণার্থ আসিতেছে, তত্রত্য লোকেরাও উহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আর একদল রুশীয় সৈন্য রেলরোড ও টেলিগ্রাফ সহিত মাইমুনাতে উপনীত হইয়াছে। রাইসিসেরা হিরাটে জাকুব খাঁর সাহায্য ও পরামর্শের জন্য লিখিয়াছেন। জাকুব খাঁ পিতার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন ইহাও শুনা যাইতেছে।

বঙ্গদেশের ন্যায় জাবা দ্বীপেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

প্রায় দেড় মাস যাবৎ কাশীতে তোপধ্বনি আর হইতেছে না। জনরব যে সৈনিকদল ও সৈনিক কর্ম্মচারীগণ অত্রস্থান ইইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহাদের পুনরাগমন পর্য্যন্ত তোপধ্বনি আর হইবে না।

বিগত ৩ রা ডিসেম্বর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের মধ্যে অপরাহ্নের প্রশ্ন (ভূগোলের প্রশ্ন) সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ছাত্রগণ লিখিতে বসিলে, কলেজের প্রিন্সিপল সাহেব, অতি অল্প সংখ্যক ভূগোলের প্রশ্ন প্রাপ্ত হইয়া, কয়েকটী ছাত্রকে বিতরণ করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট ছাত্রগণকে প্রশ্ন লিখাইয়া দিয়াছিলেন; প্রশ্ন লিখিতে প্রায় ৩ কোয়ার্টর সময় লাগিয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর, প্রিন্সিপল সাহেব, বাক্স খুলিবামাত্র, সমুদয় প্রশ্ন প্রাপ্ত হইয়া, ছাত্রগণকে পুনর্ব্বার বিতরণ করিলেন। এই সব গোলযোগে অনেক সময় ব্যয় হওয়াতে প্রায় প্রদীপের আলো দিবার সময় হইয়াছিল।

আমাদের বারাণসীর "সার্ব্বজনিক" সভার উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। টাউন হল, সম্পূর্ণ রূপ প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত সভার কার্য্য বাবু হরিশ্চন্দ্রের ভবনে সমাধা হইতেছে। বিগত ৫ ই ডিসেম্বর তারিখের অধিবেশনে সভ্যগণের সংখ্যা অনেক হইয়াছিল। সভার সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহাতে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। ইহা কাশীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্য্যে কত পরিমাণে যে কৃত কার্য্যতা সহ যশোলাভ করিয়াছেন, তাহা কে না অবগত আছেন? অধুনা তিনি কাশীবাস স্থির করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি "সার্ব্বজনিক" সভা হইতে যে সংবাদপত্রিকা প্রকাশ হইবার কল্পনা হইতেছে, বিদ্যাভুষণ মহাশয়ই আপাততঃ তাহা সম্পাদন করিবেন; তাহা হইলে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি হইবে এবং সর্ব্বসাধারণের সমীপে আদরণীয়ও হইবে। সভার কার্য্য কারকগণ ও যৎসামান্য লোক নন্। তাঁহাদের দেশোন্নতি পক্ষে এতাদৃশ যত্ন দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না।

জনরব যে বিজয়নগরাধিপতি দীর্ঘ কালের নিমিত্ত কাশী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। কাশী সহর তাঁহা দ্বারা আলোকময় থাকে। যদিচ বারাণসীর মহারাজা কাশীর অধিপতি, তথাপি তিনি গঙ্গার অপর পারে রাম নগরে বাস করেন, কোন কোন সময়ে সহরে আসিয়া থাকেন। বিজয়নগরাধিপতি (যদিও কাশীর রাজা না হউন) প্রায় কাশীতে বাস করেন। এখানে তিনি সুদৃশ্য অট্টালিকা সমূহ, এবং কাশীর স্থানে স্থানে ক্রীড়াভবন, এসেম্বলি রুম্, প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, হস্পিটাল সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। টাউনহল গৃহ অতিশয় পরিচ্ছন্নরূপে নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এখানে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য অনেক রাখিয়াছেন। হস্তীর সংখ্যাও কম বৃদ্ধি করেন নাই। ইহার উদ্যান কাশী বিখ্যাত, ইনি একজন বিদেশস্থ রাজা হইয়া, কাশীতে যেরূপ সৎকীর্ত্তি করিয়াছেন এবং সহরের পরিচ্ছন্নতা ও নগরবাসীগণের জন্য এত যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে ইহার নাম স্মরণ না করিয়া কেহ কখন থাকিতে পারেন না। আমরা ভরসা করি ইনি সত্বরই তীর্থস্থানে প্রত্যাগত হইবেন।

শ্রী শ্রীধর স্যনাল।

বারাণসী

বেনারস অহিফেন বিভাগের চুরির মামলা নিষ্পত্ত না হইতে হইতে আর একটী চুরি ধরা পড়িয়াছে। এই চুরিটী অতি অল্প ৫০০। ৬০০ টাকা মাত্র,ইহা বস্তি কুটির দারোগা তাহার ২ জন সহকারী মুহুরি ও কয়েক জন জেলাদার কর্ত্তৃক হইয়াছে। তাহারা অহিফেন এজেণ্ট কর্ত্তৃক তথা হইতে আনীত হইয়া গাজিপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু শুনিলাম, ইহাদের বিচার এখানে হইবে না, বস্তিতে হইবে, কারণ অপরাধিরা ও সাক্ষিরা সকলেই বস্তি নিবাসী; সুতরাং বস্তিতে বিচার হইলে সাক্ষিদিগের পক্ষে বড় সুবিধা, নচেৎ তাহাদের এত দূর প্রায় ৯। ১০ দিনের রাস্তা আসিতে বড় কষ্ট হইবে।

এ দেশের লোকের আশ্চর্য্য বিশ্বাস। আজ প্রায় ১০। ১২ দিন হইল শুনিতেছি, গাজিপুরের নিকট গোরক্ষপুর জেলায় একটী বড় চমৎকার ঘটনা হইয়াছে। এ বৎসর বৃষ্টির অভাবে প্রায় সর্ব্বত্রই জলকষ্ট হইয়াছে, সমস্ত পুষ্করিণী, খাল বিল শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। উপরি উক্ত স্থানের একটী পুষ্করিণী আজ প্রায় ২ মাস কাল অতীত হইল শুষ্ক হইয়াছে, শুনিলাম তথায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া মন্ত্রকৌশলে জলপূর্ণ করিয়াছেন, এই সংবাদে দেশ দেশান্তর হইতে লোক উক্ত ঘটনা দর্শন করিতে আসিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। এ প্রকার অসম্ভব ঘটনাতেও তাহাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ জন্মিল না। এ প্রদেশে প্রায়ই এপ্রকার ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় এবং প্রায় বিপরীতও শুনা যায়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু এই গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে গত ১১ ই তারিখ বৃহস্পতিবার আসিয়াছেন। গত কল্য তিনি ঈশ্বর আরাধনা বিষয়ে হিন্দিতে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতা শ্রবণে এই দেশবাসী অনেকেই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। শুনিলাম আগামী বুধবার বাঙ্গালাতে আর একটী বক্তৃতা দিবেন। ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া যদি মধ্যে২ এস্থানে আগমন করেন, তাহা হইলে এখানকার লোকেরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে কত দূর উপকার প্রাপ্ত হয়,তাহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয়দের এই গাজিপুর সমাজটীর উপর কৃপাদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

মহাশয়।

আজ কাল কোন্নগর ডাকঘরে পোষ্টেজ্ ষ্ট্যাম্পের অভাবে সর্ব্বসাধারণের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। অনেকেই ষ্টাম্প না থাকায় চিটী সকল ব্যারিং পাঠাইতে বাধিত হইতেছেন। ভদ্র সমাজে ব্যারিং চিটী পাঠান যে কতদূর দূষণীয় তাহা আর আমার প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে আমাদের দেশের কেহই এরূপ বিবেচনা করেন না যে চিঠী ব্যারিং পাঠাইলে উহা শীঘ্র ও নিশ্চয়ই পঁহুছে। অতএব কোন্নগর ডাকঘরের জন্য গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্পের একটা কোন বন্দোবস্ত সত্বর করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বড় বড় ডাকঘরের নিকট বিক্রয়ার্থ নিয়ত এক একজন লোক নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু এখানে যদিও সেরূপ সম্ভব নহে তথাপি এখানকার পোষ্ট মাষ্টারের উপর এরূপ অনুমতি দেওয়া উচিত যে তিনি সদাসর্ব্বদা আপনার নিকট ৩।৪ টাকার টিকীট রাখেন। আমি শুনি-

লাম যে অত্রত্য ডাকঘর হইতে প্রত্যহ ৬০।৭০ খান ষ্ট্যাম্প চিঠী রওনা হইয়া থাকে। অতএব প্রতিদিন ২ টাকার টিকিট খরচ হয় এবং ঐ টিকিট ডাকঘরে না থাকায় যে সর্ব্বসাধারণের কত কষ্ট হয় তাহা আমার লেখা বাহুল্য। আমি প্রায়ই লোকের মুখে এই অভিযোগ শুনিতে পাই। অধিক কি বলিব আমি স্বয়ং ৩ দিন তিন খানি চিঠী পাঠাই, কিন্তু টিকীট অভাবে একখানিও পাঠাইতে পারি নাই। মহাশয়! ইহাতে আমার যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার নহে।

কোননগর
৩ ডিসেম্বর

নিতান্ত বশম্বদ।
শ্রী * * *

স্বর্ণময়ীচরিত ॥

অবতরণিকা।

অদ্যাপি সন্তি কতি নাম ন ভূমিপালাঃ
ক্ষত্রেষু সুপ্রথিত বীরকুল প্রসূতাঃ।
সংখ্যাতিরিক্তরথকুঞ্জরবাজিরাজি-
র্যেষাং প্রয়াণসরণীং গহনাং করোতি ॥ ১ ॥

বিত্তাবধীরিতধনেশ্বরবৈভবানাং
কিং নাত্র সন্তি ধনিনাং বণিজাং চ সংঘাঃ!
সৌধাবলী ধনকথামিব দেবলোকে
প্রখ্যাপয়ত্যচলশৃঙ্গমতীত্য যেষাম্। ২।

সত্যং প্রসিদ্ধনরপালধনাঢ্যবৃন্দৈ-
রিত্থং বৃতং বিতত ভারতবর্ষ মেতৎ।
কষ্টং ত্বহো বত! ন তেষু জনো মহাত্মা
দীনেষু যস্য নিপতন্তি কৃপাকটাক্ষাঃ। ৩।

অর্থোচ্চয়ঃ প্রতিদিনং ক্ষয়মেতি যেষাং
ব্যর্থং ত্বনিন্দ্রিয়সুখেষু মহোৎসবেষু।
উদ্দণ্ডদণ্ডধরমূর্ত্তি ধরৈর্নকিং তে
দীনান্ জনানধিকৃতৈরপসারয়ন্তি। ৪।

শোচামি নূনময়ি ভারতভূমি মাতঃ
পুত্রাননার্য্যচরিতানধুনা প্রসূয়
যেষাং ত্বমার্য্যজননী কথিতাসি পূর্বৌ-
স্তে হন্ত! দেবসদৃশাঃ পুরুষাঃ প্রয়াতাঃ। ৫।

দীনা কদন্নাশনেন বিশীর্ণকায়াঃ
সীদন্তি হন্ত! গুণিনঃ শতশো হতাশাঃ।
দৃষ্ট্বাপি দুর্গতিমিমাং নিজজন্মভূমেঃ
হা হা! কথং ন ধনিনঃ করুণাং ভজন্তে। ৬।

সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমসমা বিভবা নরাণাং
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুচলস্বভাবাঃ।
ইত্যাকলয্য ধনিনো! বিজহীত তৃষ্ণাং
সর্ব্বাত্মনা পরহিতে চ সদা যতধ্বং ॥ ৭ ॥

শ্রীস্বর্ণময্যাতুল বিশ্বজনীন দান-
পুণ্যব্রতং সকল লোকহিতং বিলোক্য।
সর্ব্বে স্মরন্ত্বিহ বিনশ্বর বিশ্বমধ্যে
"ধর্ম্মঃ সখা পরমহো! পরলোক যানে, ॥ ৮ ॥

আজিও নাহি কি এথা ক্ষত্ররাজগণ।
বিখ্যাত বীরের বংশে যাদের জনন ॥
যাদের গমনপথ করে আচ্ছাদন।
সুসজ্জিত গজবাজি রথ অগণন ॥ ১ ॥

নাহি কি অসংখ্য ধনী বণিকের কুল।
কুবের জিনিয়া যারা বিভবে অতুল ॥
যাদের ভূধরতুঙ্গ সৌধশৃঙ্গচয়।
স্বর্লোকে দিতেছে যেন বিত্ত পরিচয় ॥ ২ ॥

সত্য বটে এ ভারত মহেন্দ্রসমান—
কত শত রাজা আর ধনাঢ্যের স্থান ॥
কিন্তু হায়! নাহি হেন সাধু মহাশয়,
দীনদুঃখে গলে যাঁর কোমল হৃদয় ॥ ৩ ॥

যাদের উৎসবময় ইন্দ্রিয় সেবায়।
অসীম ঐশ্বর্য্যরাশি নিত্য লয় পায় ॥
হায়! তারা যমসম রক্ষিদল দিয়া।
অনাথ ভিক্ষুকগণে দেয় তাড়াইয়া ॥ ৪ ॥

ভারতজননি! ছিলে বীর প্রসবিনী।
আজি গো! অভাগা পুত্রে তুমি অভাগিনী ॥
কোথা সেই দেবসম আর্য্য গুণধাম।
যার গুণে লোকে তব আর্য্যভূমি নাম ॥ ৫ ॥

নিরাহার অস্থিসার কাঁদে দীনগণ।
হতমান ম্রিয়মাণ শত গুণিজন ॥
স্বদেশের এ দুর্গতি হেরিয়া অশেষ।
হায়! তবু ধনি মনে নাহি দয়ালেশ। ৬।

তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল।
সন্ধ্যামেঘ শোভানিভ বিভব সকল ॥
প্রকৃতির এই গতি দেখ ধনিগণ!
ত্যজি তৃষা পরহিতে কর প্রাণপণ ॥ ৭ ॥

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী রমণীর সার।
অহরহঃ যাঁর পুণ্যে পবিত্র সংসার ॥
তাঁহা হতে এই সার কর হে! উদ্ধার,
'ধর্ম্ম বিনা এ জগতে সকলি অসার' ॥ ৮ ॥

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য) (১)

---

(১) আমাদিগের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু 'স্বর্ণময়ী চরিত' নামে একখানি গ্রন্থ সরল সংস্কৃত পদ্যে রচনা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা পদ্যে তাহার অনুবাদও করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র এবং ইতিপূর্ব্বে দুই তিন খানি সংস্কৃত পদ্য পুস্তক লিখিয়া স্বীয় কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা প্রেরিত সন্দর্ভটী সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক পত্রস্থ করিলাম, পাঠকগণের যদি অনভিরুচি না হয়, আমরা ইহার অবশিষ্টাংশ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

ভাঃ সং স।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 34

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ৩৬ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—১২ই পৌষ শুক্রবার। ১৮৭৩—২৬শে ডিসেম্বর | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র দেশীয় কবিরাজদিগের চিকিৎসায় পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন।

কালু সিং নামে একজন হিন্দুস্থানী জুয়ারি কোন্ নগরের রাস্তার ধারে প্রতিদিন জুয়া খেলিয়া অনেক লোককে ঠকাইয়া থাকে এবং দুঃখী পথিকদিগকে ফাঁদে ফেলিয়া বিলক্ষণ কষ্ট দেয়। পুলিশ তাহার অত্যাচার দেখিয়াও দেখেন না। আমাদের অনুরোধ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুসন্ধানপূর্ব্বক ইহার শাসন করেন।

কলিকাতা পুলিস জুয়া খেলার প্রশ্রয় দিয়া দুর্ণামগ্রস্ত হইয়াছেন। সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা এত লেখালিখি করিলেন তবু জুয়া খেলার প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল রহিয়াছে—বরং বৃদ্ধি অনুমান হয়। আমরা দেখিতে পাই পুরাতন হেয়ার স্কুল বাটীর সম্মুখে, বহুবাজারের সদর রাস্তার ধারে ও কপালী টোলার রাস্তায় সচরাচর জুয়া খেলা হইয়া থাকে। সন্ধান করিলে রাজধানীর অন্যান্য বিভাগেও এইরূপ দৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। পুলিস নিকটে থাকিয়াও জুয়ারীদিগের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, ইহাতে কি অনুমান হয়?

সার জর্জ ক্যাম্বল শিক্ষা বিভাগের নূতন ব্যবস্থা করিয়া নানা গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। ইনস্পেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট দুই কর্ত্তার দুই মতে এক মুরগীর দুই স্থানে জবাই হইতেছে। আমরা শুনিতেছি যে সকল ছাত্র গবর্ণমেণ্ট হইতে ছাত্র বৃত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছে, এই গোলযোগে ৫।৬ মাস অন্তরও তাহারা ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে না। মেডিকেল্ কালেজের বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ ও সংস্কৃত কালেজের কতকগুলি দরিদ্র ছাত্র একারণ যার পর নাই কষ্ট পাইতেছে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট সত্বর ইহার প্রতিবিধান করিবেন।

আমাদিগের ক্যাম্বেল সাহেব বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলে সার রিচার্ড টেম্পল তৎপদে অভিষিক্ত হইবেন এই প্রস্তাব হওয়াতে ন্যাসনাল পেপার তাহার প্রতিবাদ করেন, টেম্পল সাহেব যে বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইবার উপযুক্ত নন, উক্ত পত্র তাহার এই কয়টী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রথম, তিনি বাঙ্গালিদিগকে ঘৃণা করেন; বাঙ্গালিরা ধূর্ত্ত ও প্রতারক, কথায় যেমন কাজে সে রূপ নয়, এই তাঁহার সংস্কার; আউড ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কথা বিলক্ষণ শুনেন, কিন্তু বাঙ্গালার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কথায় কর্ণপাত করেন না। দ্বিতীয়, তিনি খৃষ্টান মিশনরিদিগের বড় গোঁড়া, হিন্দুদিগের অপেক্ষা দেশীয় খৃষ্টানদিগকে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম দিতে অধিক ইচ্ছু। তৃতীয়, তিনি বঙ্গদেশের কিছুই জানেন না। চতুর্থ, তিনি অতিশয় অসাবধান, হিসাবে বড়ই ভুল করেন। পঞ্চম, টেম্পল সাহেব "শেষ করের" একজন প্রধান পোষক।

অমৃত বাজার টেম্পল সাহেবের যত স্বপক্ষতা করুন, এ দেশীয় অধিকাংশ সংবাদ পত্রের তাঁহার প্রতি এতদপেক্ষা সুসংস্কার নাই।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটী সিয়ালদহ হইতে লালদিঘী ও তথা হইতে আর্ম্মানি ঘাট পর্য্যন্ত লাইন খুলিয়া দিনকত ট্রামওয়ের গাড়ি চালাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বন্দ করিয়াছেন। শুদ্ধ অল্প পরিমিত রাস্তায় অল্প দিন এ বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হওয়া মিউনিসিপালিটীর উচিত হয় নাই। এরূপ কার্য্যের নিয়ম এই যে কার্য্যক্ষেত্র যতই সঙ্কীর্ণ হয় ততই ক্ষতির ও যতই বিস্তৃত হয় ততই লাভের সম্ভাবনা। কলিকাতা ও উপনগরের প্রধান প্রধান রাস্তায় লাইন বিস্তার করিলে নিশ[illegible] উপায় হয় যথেষ্ট লাভ হইত। সাধারণের অর্থ লইয়া মিউনিসিপালিটীর পক্ষে এরূপ অনিশ্চিত লাভ পন্থা অন্বেষণ করা অবিবেচনার কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু কোন বিষয় ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অল্প অবিবেচনার কার্য্য নহে। মিউনিসিপালিটী এ কার্য্য ছাড়িয়া দিউন, কিন্তু কোন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এ অনুষ্ঠান হস্তে গ্রহণ করিলে বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারিবেন।

অশ্লীলতা নিবারিণী সভা এত আড়ম্বরের পর কি আলস্যে দিনযাপন করিবেন? তাঁহারা কি কার্য্য দেখিতে পান না, না মনে করিতেছেন যে তাঁহাদের নাম শ্রবণে ভয় পাইয়া অশ্লীলতা এ দেশ পরিত্যাগ করিয়াছে? আমরা তাঁহাদিগকে বিগত সপ্তাহের "দূত" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "দূত" যে রূপ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা প্রশ্রয় পাইলে, সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে।

আগামী কল্য শনিবার সাধারণ কর প্রদাতাদিগের মত (ভোট) লইয়া শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর কমিসনর মনোনীত হইবে। শ্রীরামপুরের জন্য ১৫ জন, মাহেশ রিসড়া ও জানুনগরের জন্য ৫ জন এবং কোন্নগরের জন্য ৫ জনের নামোল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে শ্রীরামপুরের জন্য ৯ জন, ও অন্যতর দুই বিভাগের জন্য ৩ জন করিয়া এক বৎসরের জন্য কমিসনর পদে অভিষিক্ত হইবেন। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা একটী নূতন ব্যাপার। ইহা দর্শনার্থ অনেকে কৌতূহলী হইয়া আছেন। ক্যাম্বল সাহেব আত্মশাসনের এই নূতন বীজ শ্রীরামপুরেই প্রথম বপন করিলেন। ইহা সুফলপ্রদ হইলে অন্যান্য স্থানেও ব্যাপ্ত হইতে পারিবে।

ক্যাম্বল সাহেব গাড়োয়ানদিগের প্রতি কয়েকটা কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া দিন দুই চারি কি কাণ্ডই না বাঁধাইয়াছিলেন! এক্ষণে একে একে সে সকলই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক বিষয়ে ক্যাম্বল সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা করিতে গাড়োয়ানদিগকে বড় দৃঢ় দেখিতে পাই। ভাড়াটিয়া গাড়ির গাড়োয়ানেরা নিতান্ত আস্তে গাড়ি চালাইয়া থাকে। আরোহীরা তাহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একটু জোরে হাঁকাইতে বলিলে উত্তর করে যে "না মহাশয় তাহা পারিব না, পুলিশে ধরিলে এখনি ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।" ক্যাম্বল সাহেবের বিধানে আরোহীরাই জব্দ হইয়াছে, কিন্তু গাড়োয়ান মহল বরং সুবিধার পথ পাইয়াছে।

আমাদিগের কোন বন্ধুর প্রেরিত এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার্থ আমরা পত্রস্থ করিলাম।

শিক্ষা বিভাগের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট বিরত নহেন, কিন্তু সুব্যবস্থাও উত্তম পরিদর্শন অভাবে আশানুরূপ ফল দর্শিতেছে না। মফস্বলের কথা দূরে থাকুক, কলিকাতার পার্শ্বস্থ ও নিকটস্থ বিদ্যালয় সমূহের অবস্থা অতি শোচনীয়। সহরের অনতিদূরে ২৪ পরগণার সদর স্থান আলিপুর। পূর্ব্বে এখানে লর্ড বিশপের একটী বিদ্যালয় ছিল ও রসায় একটী গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ছিল। চেতলা, কালীঘাট, বেহালা, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ, ও খিদিরপুর ইহার চারিপার্শ্বে এক বা দেড় ক্রোশের মধ্যে। হাবড়া, উত্তরপাড়া, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানের ন্যায় এস্থানে একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল না থাকিবার কারণ কি? অথচ নিকটবর্ত্তী তিনটী বিদ্যালয়ে ১৫০ টাকা এড দিতে হয় এবং সকল গুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। নবাব নাজিমের ঋণ পরিশোধার্থ গবর্ণমেণ্ট এক প্রস্থ আইনই বিধিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু রসাধিবাসী টিপুর বংশধরগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, তৎসঙ্গে তাহাদিগের দরিদ্রতারও বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাদিগের অন্ততঃ সুশিক্ষা লাভ জন্য একটী স্কুলের সুবিধা করা কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে? ইহা ব্যতীত মধ্যবর্ত্তী লোকেরা অতি কষ্টে স্ব স্ব পুত্র গণকে হিন্দু ও হেয়ার স্কুলে এবং মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রেরণ করেন। অতএব আমাদের প্রস্তাব এই যে আলিপুর ও টালিগঞ্জের মধ্যে একটী জেলা স্কুল সংস্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—গড়িয়ার দক্ষিণে কতকগুলি সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, দেশের দুই একজন উৎসাহী লোক দেশহিতৈষিতা বা প্রতিযোগিতা বশতঃ হউক প্রথমে তাহার এক একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কালে তাঁহাদের সে উৎসাহ গেল, স্কুলেরও ভগ্নদশা হইতে লাগিল। অতএব এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কুল ভাঙ্গিয়া প্রধান লোকালয় হরিনাভি ও জয়নগরে এক একটী বৃহৎ বিদ্যালয় সংগঠিত হউক এবং তাহার অধ্যক্ষতা ভার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করুন। এক একটী স্কুলে অন্যূন ৩০০ ছাত্র হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ ব্যতীত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

ভারত সংস্কারক

প্রবঞ্চনা কি বাঙ্গালীদিগের জাতীয় স্বভাব?

প্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক লর্ড মেকলে সাহিত্য প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া সভ্য সমাজের নিকট সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ করেন যে, "বাঙ্গালী জাতি প্রবঞ্চক। প্রবঞ্চনাই তাহাদিগের জীবনের একমাত্র সম্বল, তাহাদিগের সকল কার্য্য সিদ্ধির একমাত্র অস্ত্র—এই অস্ত্র তাহারা আত্মরক্ষার্থ ব্যবহার করে, এই অস্ত্র তাহারা শত্রু নিপাতন জন্য চালনা করিয়া থাকে।" মেকলের বিমোহিনী ও তেজস্বিনী লেখনী আমাদের জাতীয় স্বভাবের উপর যে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে তাহা সহজে অপনীত হইবার নহে। সৌভাগ্যের বিষয় এই, তাঁহার লেখার সহিত বিশেষ পরিচিত বিবেচক পাঠকগণ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে মেকলে অত্যন্ত একদিগ্‌দর্শী, আত্মমতের অযথা পক্ষপাতী এবং স্বীয় ভাষা শ্রুতিমধুর ও অলঙ্কার পূর্ণ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র, এই কারণে তিনি অনেক সময় সত্যের সীমা অতিক্রম ও কল্পনার আতিশয্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কারণে হতভাগ্য বাঙ্গালীদিগের স্বপক্ষ হইয়া অনেক সহৃদয় ইংরাজ দুই চারিটী কথা মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত মেকলের অপসিদ্ধান্ত সমর্থনার্থ তৎসদৃশ অন্য কোন লেখক উত্থিত হয়েন নাই, তাহাতেই আমরা আশা করিতেছিলাম যে আমাদিগের জাতীয় স্বভাবের উপর আরোপিত অপবাদটী অল্পে অল্পে বিলীন হইয়া যাইবে এবং বাঙ্গালীরাও যে সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পর হইতে পারে এরূপ সংস্কার ইউরোপীয়দিগের অন্তরে ক্রমশঃ স্থান প্রাপ্ত হইবে।

আমাদিগের অপহৃত খ্যাতির আজিও পুনরুদ্ধার হয় নাই, এমন সময়ে স্বজাতীয় এক ব্যক্তি অকস্মাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ইংরাজদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক যদি বলেন যে "হে ইংরাজ জাতি! তোমরা বড় নির্ব্বুদ্ধি ও ক্ষীণপ্রত্যয়ী; বাঙ্গালীরা বড় চতুর, তোমরা জান না তাহারা কত ছলা পাতিয়া তোমাদিগকে ঠকায় এবং স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়; তোমরা হাজার সভ্য ও মেধাবী হও, সতর্কতা অবলম্বন কর, পরীক্ষা ও বহুদর্শনে ভুক্ত-

ভোগী হইয়া থাকিয়া যাও, এ প্রবঞ্চক জাতির চাতুরীজাল হইতে তোমাদিগের নিষ্কৃতি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল যে নিম্নশ্রেণীর এদেশীয়েরা এরূপ শঠতা করিয়া তোমাদের উপর জয় লাভ করে তাহা নহে, উচ্চ শ্রেণীর সুশিক্ষিত মান্যগণ্য লোকেরাও এই উপায়ে তোমাদিগের চক্ষে নিরন্তর ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। আমরা মুক্তকণ্ঠে জগতে বিশেষতঃ ইংরাজ সমাজে এই মহা সত্য ঘোষণা করিতেছি, কাহারও তুষ্টি রুষ্টির মুখাপেক্ষা রাখি না"—তাহা হইলে স্বদেশ প্রিয় কোন্ ব্যক্তি না চমকিত ও দারুণ ব্যথায় ব্যথিত হইবেন?

আমরা দেখিয়া যার পর নাই চমকিত ও দুঃখিত হইলাম যে, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী ইণ্ডিয়ান মিরার দেশীয় সংবাদ পত্রের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া মেকলের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আমরা ভাবিয়া পাই না, মাননীয় সহযোগী কেন এরূপ করিলেন? আমাদিগের মতে, স্বজাতির চরিত্রগত দোষ সংশোধনের চেষ্টা এক প্রকার ও জাতীয় চরিত্রের উপর কলঙ্কারোপ অন্য প্রকার। কতকগুলি লোকের আচরণে কোন বিশেষ দোষ দেখিয়া সমগ্র জাতিকে অপরাধী করা যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায় সঙ্গত নহে। মিরার বাঙ্গালী দিগের চাতুরী সপ্রমাণ করণার্থ যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন অনুসন্ধান করিলে সভ্যতম জাতির মধ্যেও অল্পাধিক পরিমাণে বা বিভিন্ন আকারে সে প্রকার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। আমরা এ উপলক্ষে অপর জাতিকে কটূক্তি করিতে চাহি না, তাঁহাদের মধ্যে অপক্ষপাতী ব্যক্তিরাই স্পষ্টাক্ষরে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সত্য কথা এই যে সকল জাতির ব্যবসায়ী ও সংসারী লোকেরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিবেকানুমোদিত পথে সম্পূর্ণরূপে বিচরণ করে না। অনেক মান্যগণ্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীলোকে এরূপ দোষে মধ্যে মধ্যে ধরা পড়িয়া এমন কি ফৌজদারি আদালতের বিচারে অর্পিত ও দণ্ডিত হইয়া থাকেন।

দেশীয়দিগের অনেকে সুযোগ পাইলে ইউরোপীয়দিগকে ঠকাইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইউরোপীয়েরা কি এ দেশীয়দিগকে কোন প্রতারণার ক্রীড়া প্রদর্শন করেন নাই? কত সাহেব শূন্য হস্তে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া যে অতুল ধনেশ্বর হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন, তাঁহাদিগের উপার্জ্জন প্রণালী কেহ কি সবিশেষ আলোচনা করিয়া থাকেন? আমরা মধ্যে মধ্যে এই মাত্র দেখিতে পাই অনেক ব্যবসায়ী ইউরোপীয় এ দেশের ধনবান-দিগকে পথের ভিখারী করিয়া স্বদেশে পুনর্যাত্রা করেন। ইহা বলিয়া কি আমরা সমুদায় ইউরোপীয় জাতিকে প্রতারক বলিব?

যে কোন প্রকার প্রতারণা হউক, তাহাই দূষণীয় এবং অনুসন্ধান করিলে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় জাতির মধ্যেই এ দোষ লক্ষিত হয়। বাঙ্গালীরা পরাধীন ও দুর্ব্বল জাতি বলিয়াই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যে যাহা বলে শোভা পায়। মিরার বলিতে পারেন, আমরা পদে পদে বাঙ্গালীদিগের প্রতারণা দেখাইতে পারি। কিন্তু তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে স্বজাতির সহিত সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া তাহাদের অল্প দোষও লক্ষ্য স্থলে পতিত হয়, বিজাতীয়দিগের মহদ্দোষও আমাদের গোচর হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। যাহাই হউক, ইউরোপীয়দিগের নিকটে স্বজাতিকে প্রতারক বলিয়া পরিচয় দিয়া মিরার ভাল কাজ করেন নাই। জেতৃ ও বিজিত জাতি দ্বয়ের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে; ইহার উপরে রাজপুরুষদিগের মনে আমাদের বিরুদ্ধে প্রবল সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে হিত না হইয়া বিপরীত ফলই ফলিবে। কার্য্য গতিকে এদেশীয়দিগকে ইংরাজদিগের অধীনস্থ হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাদের মনোরক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এরূপ স্থলে কর্তৃপক্ষীয়গণ অধীনদিগের প্রতি যদি সন্দেহ দৃষ্টিতে সর্ব্বদা কটাক্ষ করেন, তাহা হইলে উভয়েরই সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। সন্দেহের এমনই ধর্ম্ম যে তাহা যাহার উপরে একবার পতিত হয়, তাহার সরলতাকেও কপটতা এবং সদ্ব্যবহারকেও দুরভিসন্ধির কার্য্য বলিয়া কুসংস্কার জন্মাইয়া দেয়। সহযোগীর লেখা দ্বারা এই ফল উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি তাহা হয় তিনি ইংরাজদিগের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া স্বজাতির কি মহানিষ্ট না সাধন করিলেন? মিরর যে এ দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অসদ্ভাব দূরীকরণার্থ অনেক বার প্রস্তাব করিয়াছেন, এরূপ একটী লেখা কি সে সমুদায়ের শুভোদ্দেশ্য বিনষ্ট করিতেছে না?

আমাদিগের মাননীয় সহযোগী যদি এ দেশীয়দিগের ধর্ম্মনীতি সংশোধনার্থ প্রস্তাবটীর অবতারণা করিয়া থাকেন, আমরা যতদূর বুঝিতে পারি লেখাটী সে উদ্দেশ্য সাধনের যথেষ্ট উপায় হয় নাই। ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে এ দেশীয়েরা কতকগুলি অসদ্ব্যবহার করেন, ইহা বুঝাইতে হইলে, ইংরাজদিগের ভাষায় ইংরাজদিগকে সম্বোধন করিয়া বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যকতা নাই। তদ্দ্বারা উভয়েরই বিচ্ছিন্নতা অধিকতর প্রসারিত করা হয় এবং যাহাদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা পাওয়া হয় তাহাদিগের

অবিশ্বাসভাজন হইয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়। স্বজাতির দোষ গৃহছিদ্র বলিয়া বিজ্ঞ লোকেরা জানেন। আপনার সত্যবাদিতা দেখাইবার জন্য কেহ তাহা নিরর্থক দেশে দেশে প্রচার করিতে যান না। তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টলাভ নাই। তাহা সংশোধন করিতে হইলে গোপনে ও কৌশলে সম্পাদন করাই প্রাজ্ঞোচিত। মিরার ইহা বিস্মৃত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

আমাদিগের সহযোগী স্বজাতির নিন্দাবাদ করিতে গিয়া আপনার আত্মীয়দিগকে সর্ব্ব প্রথমে অনর্থক হাস্যাস্পদ ও বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ডেলি নিউস্ একজন ইংরাজ সম্পাদক হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করিতে ক্রটী করেন নাই। ন্যাসন্যাল পেপর প্রভৃতি দেশীয় পত্রের সম্পাদকদিগের ত কথাই নাই। মিরারের আত্মীয়দিগকে অনেক সময়ে ইংরাজদিগের সহিত ব্যবহার করিতে হয় এবং তাঁহাদিগের সহায়তায় অনেক কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে হয়। তাঁহারা সাধুভাবে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশের হিতার্থে ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালী জাতিকেই যদি প্রবঞ্চক বলিয়া অবিশ্বাস করিতে হয়, তাঁহাদিগের প্রতি যে কোন সন্দেহ স্পর্শ হইবে না, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। মিরারের অবিবেচনা দোষে তাঁহার আত্মীয়দিগকে অনেক সময়ে অপদস্থ ও হতমান হইতে দেখিয়া আমরা ক্ষোভ পাইয়া থাকি। মিরর দেশীয় সংবাদ পত্রের মধ্যে উচ্চতম আসনের গ্রহণাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বজাতির কলঙ্কের জয় ঢকা হইবেন, ইহা আমাদের অসহ্য।

উকীলদিগের দুর্ভাগ্য।

ওকালতী, লাভের একটী প্রধান ব্যবসায় বিবেচনায় আমাদিগের কৃতবিদ্য দলের অধিকাংশ তৎপ্রতি লক্ষ্যবান্ হইয়া যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, সে পথে তেমনি কণ্টক রোপিত হইতেছে। যখন উকীলের সংখ্যা অল্প ছিল, তখন তাহাদিগের সকলেরই বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ ছিল। কিন্তু এখন কি সদর কি মফস্বল সকল স্থানই উকীলে থৈ থৈ করিতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভিন্ন অন্যেতর সকলকেই কোন মতে কায়ক্লেশে সম্ভ্রমরক্ষা করা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাইকোর্ট নূতন বি, এল দিগের উপর শিক্ষানবিসী করিবার কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিয়া প্রাচীন দলের ভাবনার কিছু শান্তি করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই শিক্ষানবিসদিগের দল ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল, ইহাদিগের উপায় কি? মেডিকাল কলেজে ৫ বৎসর শিক্ষা করিয়া এক ব্যক্তি অনায়াসে উপার্জ্জনক্ষম হয়, এল এম্ এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও স্বাধীন ব্যবসায় চালাইবার কোন বাধা নাই। ইঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজ হইতে ছাত্রগণ ইহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে অর্থের পন্থা হস্তগত করিতে পারে। সাধারণ বিভাগে একটী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৬ বৎসর পাঠান্তে ওকালতী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে শিক্ষার্থ ব্যয় যে পরিমাণে পড়িয়া থাকে, তাহা গণনা করিলে বড় সামান্য হইবে না। কিন্তু এত ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তৎপরে উমেদারী আরম্ভ করা অল্প বিড়ম্বনা নহে। আজি কালি অনেক উকীল "ঘরের খাইয়া বিলের মহিষ ত তাড়াইয়া থাকেন" ইহার পর তাঁহাদিগের দুরবস্থা হইবে। সামান্য শ্রমজীবিরা অনায়াসে আপনাদিগের জীবিকা অর্জন করে, কিন্তু এত বিদ্যাশিক্ষার পর যদি অর্থাহরণের কোন যোগ্যতা না হয়, তবে দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। যে রাজ্যে বিদ্বান্‌দিগের এরূপ দুর্দ্দশা, সে রাজ্যের রাজাকেও কলঙ্কভাগী হইতে হয়।

এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য উকীলদিগের এই দুর্দ্দশা নিবারণের কোন উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না? উকীলেরা স্বাধীন ব্যবসায়ী, তাঁহাদিগের সেই স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিলেই তাঁহাদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করা হয় এবং তাঁহাদিগের অর্থাগমেরও সাহায্য দান করা যাইতে পারে। উকীলেরা শিক্ষকতা বা কোন প্রকার রাজকার্য্য করিতে পারিবেন না এরূপ নিয়ম করিবার আবশ্যকতা কি? অন্য কার্য্য করিলে মোকর্দ্দমার বিশৃঙ্খলা হইবে এই কি ভয়? তজ্জন্য বিচারকর্ত্তাদিগেরই বা এত ভাবনা কেন? যে উকীলেরা মোকর্দ্দমার ভার স্বহস্তে লইয়াছেন, মোকর্দ্দমার হানিতে তাঁহাদিগেরই অধিক হানি। ইচ্ছাপূর্ব্বক কে আপনার আয় ও পসারের হানি স্বীকার করে? এক ব্যক্তির দুই কার্য্য করা অন্যায় বলিয়া যদি মূলসূত্র ধরা হয় তাহা হইলে অনেক উচ্চ বেতনভোগী ইংরাজকে বিলাতে পুনর্যাত্রা করিতে হয়। মহাত্মা হগ ও সটক্লিফ্ সাহেবের দৃষ্টান্ত কাহার অবিদিত নাই। ইহাঁরা এক এক মহাপুরুষ যদি ৩।৪টী করিয়া গুরুতর রাজকার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ করিয়া প্রভূত অর্থোপায় করিতে পারেন, সুযোগ্য বাঙ্গালীগণ কেন না সক্ষম হইবেন?

আমাদিগের এত করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই, ওকালতী জালে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের অনেকগুলি শিক্ষিত যুবক বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, না

পারেন তাহা ছাড়িতে, না পারেন তাহা ধরিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য করিতে। কৃতবিদ্যদিগের আকাঙ্ক্ষা অসীম বৰ্দ্ধিত হইয়াছে কিন্তু তাহার চরিতার্থতার সদুপায় নাই। এরূপ স্থলে অনেকে মানসিক উৎসাহ ও তেজস্বিতা হারাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়েন, অনেকে নীতিভ্রষ্ট হইয়া অসদুপায়ে অর্থাভাব পূরণ করিতে চেষ্টা পান। ইহার কোনটীই তাঁহাদিগের নিজের বা সমাজের পক্ষে শুভজনক নহে। শিক্ষিতের সংখ্যা বহুল হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করিতে না পারুন্ নিরুৎসাহ করিবেন না। নিরুপায় উকীলগণ যত দিন ওকালতীদ্বারা সম্পূর্ণ অর্থাগম করিতে না পারেন, যদি অন্য কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া ন্যায়ার্জনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট কেন তাহার প্রতিবাদিতা করিবেন? গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদিগের একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা উকীলদিগের এই দুরবস্থা বিশেষ বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদিগের স্বাধীন বৃত্তির পথ অনবরুদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদিগের ন্যায়-সঙ্গত জীবিকা অর্জনের সহায়তা করেন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও জমীদারগণ।

সার জর্জ ক্যাম্বেল যে প্রজাসাধারণের হিতৈষী, তাহা তাঁহার অনেক কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। তিনি নিম্ন শ্রেণীর জন্য পাঠশালা সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কৃষক অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিয়াছেন, মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারী নিয়োগে তাহাদিগকে মত প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিতেছেন। নিম্নশ্রেণীদিগের অবস্থোন্নতি ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি জন্য তাঁহার এ প্রকার প্রয়াস অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল শ্রেণীর প্রতি সমান ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া তিনি আপনার পদোচিত গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। জমীদার শ্রেণী তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি যে জমীদারদিগের কাহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহা তত দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার বিবিধ চেষ্টা জমীদারদিগের স্বার্থের বিরোধী হওয়াতে তাঁহারা তাঁহার প্রতি দারুণ কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছেন। প্রজাদিগের হইতে জমীদারেরা যে আওবাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি একবার তাহা রহিত করিবার চেষ্টা পান। তাঁহার অনেক মিনিট ও পত্রে জমীদারেরা অতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরাচারী বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বল প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য রাজ্যাধ্যক্ষের পক্ষে এ প্রকার চেষ্টাবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের শাসনকর্ত্তা শরৎকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বাক্য ও লেখাতে এ সম্বন্ধে যেরূপ দিক্ বিদিক্ কাঁপাইয়াছেন, কার্য্যে সেরূপ কৃতার্থতা কিছুই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই! জমীদারেরা যদি দুষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে শাসন না করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যবায়ভাগী হন, তাহা হইলে উপযুক্ত আইন ও ব্যবস্থাদ্বারা গবর্ণমেণ্ট স্বকর্ত্তব্য সাধন করুন্। পাবনার ঘোর প্রজা বিপ্লব যখন উপস্থিত হইল, তখন এ বিষয়ের সুব্যবস্থা হইবে আমরা এরূপ আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া অন্ধকারে জমীদারদিগের উপর দুই একটা আঘাত করিতেছেন মাত্র। ইহাদ্বারা প্রজাদিগের উপকার না হইয়া বরং অপকার হইতেছে। ক্যাম্বেল সাহেব আওবাব তুলিয়া দিয়া প্রজার হিতসাধন করিতে গেলেন, কিন্তু 'চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে ন্যায় সঙ্গত কি না' জানেন না বলিয়া প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। এরূপ আচরণ দ্বারা জমীদারদিগকে 'কাটি ঘা' করিয়া নিজের লঘুতা এবং প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণে তাঁহার অক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন মাত্র। তাহারা জানিতেছে, গবর্ণমেণ্ট মুখে আশ্বাস দেন বটে, কিন্তু সেই জমীদারেরাই আমাদিগের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, কাজের বেলা তাঁহারা যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

জমীদারদিগের সহিত ক্যাম্বেল সাহেবের এইরূপ অনর্থকর ব্যবহারদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আর কিছু নয়, তিনি অন্তরের সহিত জমীদারদিগকে ঘৃণা করেন এবং সুযোগ পাইলেই সেই ভাব প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ জমীদারদিগের মধ্যে ইহা দৃঢ় সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু দিন হইল এ সম্বন্ধে যে একটী নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে, আমরা তাহাই অদ্য উদাহরণ স্থলে প্রদর্শন করিব। বাঙ্গালার আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ লইয়া কয়েক মাস দেশ মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব প্রথমেই অগ্রসর হইয়া ইহার নিবারণোদ্দেশে যথেষ্ট আয়োজন ও উপায়াবলম্বন করিতেছেন, তজ্জন্য সকলেই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অন্য কাহার মত বা সাহায্য গ্রহণ করিতে নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? সকল সংবাদ পত্র ও বণিক্ মণ্ডলী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ দিতেছেন। ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েসন এই পথের অনুসরণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট কয়েকটী প্রস্তাব করেন। এ আসোসিয়েসন যে সাধারণের প্রতিনিধি সভা তাহা আমরা বলি না, কিন্তু ইহা যে একটী সম্ভ্রান্ত সমাজ এবং দেশের

গৌরব স্থল তাহার সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা সময়ে সময়ে দেশের অনেক মহোপকার হয়,তাহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সভা জমীদার-প্রধান, এইজন্য জমীদারদিগের সভা বলিয়া ইহার অপনাম হইয়াছে। সার জর্জ ক্যাম্বেল অন্য সাহেব নন যে দেশের বিশেষ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিয়া কেহ তাঁহাকে ঠকাইবে। তিনি প্রেরিত পত্র জমীদারদিগের রচিত বিলক্ষণ বুঝিয়া তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত ভাব প্রকাশের একটী সুযোগ পাইলেন। তিনি বাহ্য ভদ্রতানুরোধে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদাদি প্রদান পুরঃসর এই মর্ম্মে প্রত্যুত্তর পত্রের উপসংহার করিয়াছেন "দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি এবং তাহার যথেষ্ট আয়োজনও করিতেছি, কিন্তু আপনারা একটী ক্ষমতাপন্ন দল, আপনাদিগের নিজের কর্ত্তব্য সাধনের চেষ্টা দেখুন্। আপনারা এ সম্বন্ধে কি কি উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন।"

ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন যেমন বড় মুখ করিয়া বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কেন না উক্ত সভা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কিছু মাত্র কার্য্য করিয়াছেন তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। কিন্তু যে সময়ে ও যেরূপ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে দুঃখিত হইতে হয়। দুর্ভিক্ষ সময়ে কাহার সঙ্গে অসদ্ভাবোৎপাদন কোন মতেই বিধেয় নহে। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের এ সময়ে আত্মগরিমায় গর্ব্বিত হইয়া অন্যের সাহায্যে উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, অতি হীন ব্যক্তির সাহায্যও যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েসনের সভ্যগণ সকলে জমীদার না হউন্ অনেক বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন বটেন,শ্লেষোক্তি দ্বারা তাহাদিগের মনে কুভাব সঞ্চার করা অতি অবিবেচনার কার্য্য। গবর্ণমেণ্ট যদি সুচতুর হইতেন, সামান্য প্রতিযোগীর ন্যায় বাক্যোচ্চারণ না করিয়া কোমলভাবে ও কৌশলে প্রস্তাবকর্ত্তাদিগকে বশীভূত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের অনেক সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন। ফলতঃ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অনুদার ভাব প্রকাশ করিয়া অবিজ্ঞতা ও লঘুচিত্ততার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষ চিরকাল থাকিবে না, সার জর্জ ক্যাম্বেলও চিররাজত্ব করিবেন না, কিন্তু বিটিষ ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েসনের সভ্যগণের হৃদয়ে গবর্ণমেণ্ট যে বাক্যবাণ বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বহুদিন তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিবে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট অনেক বিষয়ে আমরা কৃতজ্ঞ আছি। আমরা এক্ষণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি তিনি আমাদিগের সমাজের প্রধান অঙ্গ জমীদারদিগকে অনর্থক বিরক্ত না করিয়া যাহাতে তাহাদিগের কুরীতি সংশোধিত হয় প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ চেষ্টা পাউন। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণকার অনেক জমীদার কৃতবিদ্য এবং সভ্যতাসম্পন্ন হইতেছেন, সদ্ভাবে সভ্য উপায়ে তাঁহাদিগকে স্ব কর্ত্তব্য সাধনে যেরূপ প্রবর্ত্তিত করা যাইবে, রূঢ়ব্যবহার দ্বারা সেরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষতঃ সকল শ্রেণীস্থ প্রজার প্রতি সমান স্নেহ প্রদর্শন গবর্ণমেণ্টের প্রধান ধর্ম্ম।

রথ্যাকর সম্বন্ধীয় গুটিকত কথা।

গবর্ণমেণ্ট রথ্যাকর ঘটিত কাগজ পত্র হইতে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য ব্যাপার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে কৃষি-লোকের ও ভূমির অবস্থাগত অনেক গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এতৎ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত সমুদায় যথোপযুক্ত রূপে সংগ্রহ করা বহুশ্রম ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি বৃত্তান্তগুলি যত্নপূর্ব্বক ও সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংগৃহীত হয় তাহা হইলে সে শ্রম ও অর্থব্যয়ের জন্য কাহাকেও অনুতাপিত হইতে হইবে না। এই শ্রেণীর বৃত্তান্ত সকল সচরাচর সমূহ অযত্ন ও তাচ্ছিল্য সহকারে আহরিত হয়। স্বল্প বেতনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর উপরেই কর্ম্ম ভার প্রদত্ত হইয়া থাকে। নৈতিক দায়িত্ব বা বিষয়ের গুরুত্ব বোধ তাহাদের অতি অল্প। তাহাদের অধিকাংশই কেবল সময় ও বেতনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই যেন তেন প্রকারে কর্ম্মোদ্ধার করিবার চেষ্টা পায়। বিগত লোক সংখ্যা (সেন্সস্) গ্রহণের সময় কত অর্থ অকাতরে ব্যয়িত হইল, কিন্তু ভারতের রাজধানী কলিকাতাতেও, অনেক গৃহস্থের ভবন হইতে বিতরিত সেন্সসের ফারম প্রত্যাহরণ করিয়া লওয়া হয় নাই। যেখানকার ক্ষুদ্র গলিটী পর্য্যন্ত মানচিত্রে অঙ্কিত, এবং প্রত্যেক গলির ক্ষুদ্র গৃহটী পর্য্যন্ত সংখ্যাদ্বারা নিদর্শিত, সেখানে যখন এ প্রকার অযত্ন ও তাচ্ছিল্য সহকারে কার্য্য করিয়াও, কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট সে কার্য্য উপেক্ষিত হইতে পারিল, তখন দূরবর্ত্তী মফঃস্বল প্রদেশে কি না সম্ভবিতে পারে?

সম্প্রতি ষ্ট্যাটিষ্টিকাল রিপোর্টর নামক পত্রে বর্দ্ধমান জিলার (১) মোজকুড়ি (২) চকবিষ্ণুপুর (৩) বলাগড় (৪) রামচন্দ্রপুর (৫) বলাবাজার (৬) করিশুণ্ড ও (৭) রাজীববাটী এবং হুগলি জিলার (১) খাওারি (২) লক্ষ্মীপুর (৩) শঙ্খখালি,

এবং (৪) পরগণা মণ্ডলঘাটের বাবু হীরালাল শীলের জমিদারী ও (৫) বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরীর জমিদারী। এই কয়েকটী মহল সম্বন্ধে রথ্যাকর সংক্রান্ত কতকগুলি রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই ১২টী মহলের স্থূল জমা ১০,৮২,০৩৯ টাকা এবং তত্রত্য জমীদার, অধীন জমীদার ও লাখেরাজদিগের উপস্বত্বের মূল্য ২১,৮৯,৪৫৪ টাকা। তত্রত্য জমীদারদিগকে ৪৮৭০টাকা, অধীন জমীদারদিগকে ৮,১২৯ টাকা, লাখেরাজদারদিগকে ৮,৫৫৮ টাকা এবং রাইয়তদিগকে ২৯৮৬৩ টাকা রথ্যাকর দিতে হইবে। তত্রত্য রাইয়তের সংখ্যা ১,৮১,২৪৮। প্রত্যেক রাইয়তকে গড়ে ৵৮ পাই করিয়া রথ্যা কর দিতে হইবে। উপরিউক্ত হিসাব দ্বারা দেখা যাইতেছে যে জমীদার, অধীন জমীদার ও লাখেরাজদারদিগের উপর সর্ব্ব শুদ্ধ যত টাকার রথ্যা কর ভার পড়িয়াছে, দুঃখী রাইয়তদিগের স্কন্ধে তদপেক্ষা ৮,৩০৬ টাকা অধিক করভার অর্পিত হইয়াছে। জমীদার ও অধীন জমীদার ও লাখেরাজদারদিগের উপস্বত্বের মূল্য হইতে স্থূল জমার অঙ্ক বাদ দিলে তাহাদের লাভের অঙ্ক ১১,০৭,৪১৫ টাকা ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে। এই লাভের অঙ্ক হইতে ইহাঁদিগকে ২১,৫৫৭ টাকা রথ্যা কর দিতে হইবে। এ হিসাবে তাহাদের লাভের উপর শতকরা প্রায় ২ টাকা করিয়া রথ্যা কর ভার পড়িতেছে।

রাইয়তদিগের খাজানার অঙ্ক ২১,৮৯,৪৫৪ টাকা। এ হিসাবে প্রত্যেক রাইয়তকে গড়ে ১২৶৬ পাই করিয়া খাজানা দিতে হয়। কিন্তু এ গড় পড়তা ঠিক নহে। সকলের ২১ বিঘা জমী আছে বলিয়া দোকানদার রাজ মিস্ত্রি প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোকদিগকেও রাইয়ত শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই যে হুগলি জিলার রাইয়তের সংখ্যা বিগত সেন্সস অনুসারে ১,৮০,৫৩৭ কিন্তু রথ্যাকরের হিসাব অনুসারে ৩,২২,৯৩৩ ধরা হইয়াছে। এতদনুসারে প্রত্যেক রাইয়তের খাজানার গড় পড়তা ন্যূনাধিক ২৪ টাকা ধর্ত্তব্য হইতে পারে। তাহাদিগের দেয় রথ্যা করের অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে তাহাদিগকে খাজানার উপর শতকরা ১৷৯ পাই (এবং খাজানার গড় পড়তার অঙ্ক ২৪ টাকা ধরিলে প্রায় ২৷৶৬ পাই) করিয়া সেই কর দিতে হইতেছে। রেবিনিউ বোর্ড অনুমান করেন যে প্রজাদের দেয় খাজনা ও প্রাপ্তির পরিমাণ তুল্যানুতুল্য। এ অনুমান কত দূর সত্য আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাদের প্রাপ্তির উপরে শতকরা ১৷৯ পাই (অথবা প্রায় ২৷৶৬ পাই) রথ্যাকর দেয় হইতেছে। এই প্রাপ্তির মধ্য হইতে আবার কৃষকদিগের পরিশ্রমের মূল্য, মহাজনদিগের টাকার সুদ জমীদারদিগের উপকর কর্ম্মচারীদিগের নানাবিধ প্রাপ্য গণ্ডা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিলে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। অনুমানে এই ব্যয়, প্রাপ্তির অর্দ্ধাংশ পরিমাণ ধরিয়া লইলে, রাইয়তদিগের লাভের উপর শতকরা ২৷৶৬ পাই (অথবা প্রায় ৫৵০) রথ্যাকর দেয় হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত তিন শ্রেণীস্থ ভূস্বামীদিগকে লাভের উপর শতকরা ২ টাকা মাত্র রথ্যাকর দেয় হইতেছে। গড় পড়তার হিসাব ত বিবৃত হইল। ইহার উর্দ্ধতম সীমান্তের অঙ্ক পাঠকগণ মনে মনে কল্পনা করিতে পারেন। ইহা রথ্যাকর স্থাপয়িতার সামান্য সুবিবেচনার ফল নহে।

হুগলি ও বর্দ্ধমান জিলার কয়েকটী মহল সম্বন্ধে যে হিসাব উপরে প্রকাশিত হইল, যদি অপরাপর প্রদেশ সম্বন্ধে তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে রথ্যাকর যে ভূতপূর্ব্ব আয়কর অপেক্ষা অধিক উৎপীড়ক তাহাতে সন্দেহমাত্র রহিতেছে না। ইহার আনুষঙ্গিক আবার সহস্র সহস্র অত্যাচার আছে, একবার চিন্তা করিলেই সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আমরা মহামতি ক্যাম্বেলকে অনুনয় সহকারে বলিতেছি যে বিলাত গমনের পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্বের প্রধান কলঙ্ক রথ্যাকরটী যেন রহিত করিয়া যান। রথ্যাকর সম্বন্ধে উপরি-লিখিত-রূপ বিবরণ যতই সংগৃহীত হইবে, তিনি ততই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার প্রিয় রথ্যাকর তাঁহার প্রিয় দরিদ্র প্রজাদিগের বিমর্দ্দনের ঘোরতর যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। মনে করিলে ভয় হয়, এই যন্ত্র চালনার ভার আবার জমিদারদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

নিশা।

তমো-বাসে আচ্ছাদিয়া তনু মনোহর,
নর-চিতে শান্তি-রস করিতে বর্ষণ,
নক্ষত্র-ভূষিতে নিশে! জগত ভিতর,
করেছেন জগদীশ তোমার সৃজন। ১

করিয়া সুষুপ্তি-প্রদ মধুর সম্মতি,
বল, অয়ি শান্তিময়ি নিশে নিরমল!
কবি-চক্ষু-বিনোদন অসিত মূরতি,
ধরেছ কি হরিবারে জন-কোলাহল? ২

ভবদীয় আত্ম শোভা-সমৃদ্ধি নিদান,
সুবিমল সুধাকর হেরিয়া উদয়,
স্বনাথ সহিত সন্ধ্যা হয়ে ম্রিয়মান,
পশ্চিম-সাগর-গর্ভে হইল বিলয়। ৩

বিজন-বিপিন-স্থিত, ব্রততী-বেষ্টিত,
বিশাল, বঙ্কুর বংশ সদা সম স্বরে,
অয়ি নিশে! করি তব চারুতা সংগীত,
ঢালিছে সন্তোষ রস শ্রবণ বিবরে। ৪

সুদূর-সরট্-ভেদী পতঙ্গ নিচয়,
হেরি তব আগমন, নিদ্রা-সহায়িনি!
বরষিছে গীত-সুধা, মধুরতাময়,
উচ্ছ্বসিত সুখ-স্রোতে মানস তটিনী। ৫

প্রমোদী-প্রসূন-কলি, চারুতা রাজিত,
শ্যামাঙ্গিনি নিশে! তব অঙ্গ সুশোভন,
প্রমদা-কানন মাঝে হ'য়ে বিকসিত,
মনুজ-মানস সদা করিছে হরণ। ৬

তোমার মোহন মূর্ত্তি দরশন তরে,
নক্ষত্র-প্রদীপ-শিখা-করি দীপ্তিময়,
দেবেন্দ্র-কামিনী সহ, গগণ উপরে
রহিয়াছে কমনীয়া সুর-বালাচয়। ৭

পূর্ণ-বিম্ব সুধাকর! বলহ স্বরূপ,
সুধু কি করিছ তুমি কর বিতরণ?
শ্যামাঙ্গী নিশার কিবা বাড়াইতে রূপ,
হইয়া রয়েছ তাঁর কবরী ভূষণ? ৮

বলহ, খদ্যোত রাশি! কাহার আজ্ঞায়,
দিবা ভাগে চারু অঙ্গ রাখি লুকায়িত,
শোভিয়া পাদপাবলী উজ্জ্বল প্রভায়,
পুনরায় নিশা ভাগে হও প্রকাশিত? ৯

সুচারু সরিৎকুল, লহরী ভূষিতা,
রজনী সংযোগে, মৃদু মধুর নিক্কণে,
বক্রভাবে সিন্ধু দিকে হ'য়ে প্রবাহিতা,
হরিছে দর্শক-চিত্ত বিজন কাননে। ১০

চিন্তা শক্তি-প্রদায়িনি, রজনি সুন্দরি!
তোমার প্রসাদে কত মহা কাব্য কর,
বিবিধ ভূষায় কাব্যে বিভূষিত করি,
ভূষিছে কোমল ভাবে মনুষ্য অন্তর। ১১

সুরাসুর ক্লান্তি-হারি, নিদ্রে মায়াবিনি!
কোথায় শিখিলে হেন নীতি শুভকর?
আসিলে মেদিনী মাঝে মধুরা যামিনী,
আকর্ষিবে শান্তি-পাশে মনুজ অন্তর। ১২

অঙ্গনা-আশ্রয় সার, চারু শিরোমণি,
কাল-কবলিত-নাথে হ'য়ে বিস্মরণ,
বিয়োগ-বিধুরা কত সরলা রমণী,
নিদ্রা-বশে হইয়াছে নিস্তব্ধা এখন। ১৩

দয়িত-মুখারবিন্দ, চারুতা রাজিত,
সুপ্তোত্থিতা ললনার মানস দর্পণে,
অবিরত অবিকল হইয়া বিম্বিত,
অর্পিছে বিষম ব্যথা বালিকা-জীবনে। ১৪

যে তোমায় সেই ভাবে করুক বর্ণন,
তাহাতে আবিষ্ট নহে আমার অন্তর;
ভঙ্গুর মানব-দেহ করাতে দর্শন,
সৃজিল তোমায়, নিদ্রে! অনাদি ঈশ্বর। ১৫

তারকা-ভূষিত চারু সুধাকর-কর,
নিরখিলে প্রবাহিনী-লহরী মাঝারে,
বিলোপী-বিভব স্রোত সহ পরিকর,
পুন কি হৃদয়-সরঃ বিলোড়িতে পারে? ১৬

বিকচ বকুল-কলি, বল্লরী-বেষ্টিত,
রজত খচিত চারু হর্ম্ম্যের ভিতর,
করিবারে দম্পতীর মানস মোহিত,
বিস্তারে সৌরভচয়, স্বভাব-সুন্দর। ১৭

চন্দ্রিমা নক্ষত্র শালী, অয়ি নিশে! সতি!
বরষিয়া সুশীতল শিশির-চন্দন,
ধরেছ কি ভয়ঙ্কর গভীর মূরতি,
পূজিবারে পরমেশ-পাদ পদ্মাসন? ১৮

সংসার-তপনাতপে হ'য়ে জ্বালাতন,
অয়ি নিশে! সুখ প্রিয়া বালা অভিরাম,
এ মহী-মণ্ডলে তব হ'লে আগমন,
পুলকিত চিত্তে সদা লভয়ে বিরাম। ১৯

মহা মহা কাব্যকার, জগত-লোচন,
বর্ণিতে অক্ষম তব লাবণ্য নিচয়;
কি সাধ্য আমার, নিশে! করিতে বর্ণন
বিশ্ব-জয়ী রূপ যাহে কবি পরাজয়। ২০

শ্রী হরিবংশ বসু সাং বালিয়ানি।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

শুনা যাইতেছে হুগলীর জমীদার ও রাইয়তেরা গবর্ণর জেনরলের নিকট এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছেন, এক্ষণে এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, অতএব এ সময় তাহাদিগকে রথ্যাকরের হস্ত হইতে মুক্ত করা হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এ নিমিত্ত আবেদন করা হয় কিন্তু তিনি উহা গ্রাহ্য করেন নাই। যে দুর্ভিক্ষ সমুদায় বঙ্গ দেশকে ভীত করিতেছে, হুগলীর তাহা হইতে ভয় নাই এমন নয়, অতএব ইঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করা উচিত।

আমরা শুনিলাম, উত্তর পাড়ার বাবু জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পীড়ার অনেক উপশম হইয়াছে, বাবু সূর্য্য কুমার সর্ব্বাধিকারী বলিয়াছেন, তিনি দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইতে পারিবেন।

কলিকাতায় যে তিনজন শ্যাম দেশীয় রাজদূত আগমন করেন, গত মঙ্গলবার লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণমেণ্ট হাউসে উহাদিগকে গ্রহণ করেন। উহারা শ্যামের কন্সল ফাউল সাহেবের সহিত আসিয়াছেন।

মিরর বলেন, তারকেশ্বরের মোহন্তের মকর্দ্দমায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। অনেক কমাইয়া ধরা হইয়াছে। যাহাহউক মোহন্তের অপরাধে এত টাকা তারকেশ্বরের প্রায়শ্চিত্ত খরচ হয় কেন?

শুনা যাইতেছে নুতন মিউনিসিপাল বাজার খোলাতে ধর্ম্মতলার বাজারের অধ্যক্ষ বাবু হীরালাল শীল জষ্টিসদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন। ভাল২ আইনজ্ঞ লোক তাঁহাকে নালীশ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। হীরালাল বাবু কলিকাতার ভাল২ যাবতীয় কাউন্সিলকে হস্তগত করিয়াছেন। বাবু হীরালাল শীলের ন্যায় দুই একটী শিকার জুটিলে কাউন্সিলদের আর ভাবনা কি?

গত শনিবার গড়ের মাঠে ব্লণ্ডিনের আশ্চর্য্য বাজী হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৬০ফীট উচ্চে দেড় শত হস্ত দীর্ঘ এক গাছি দড়ির উপর ব্লণ্ডিন যে সকল ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, তাহা ভূমির উপরে করা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়। দড়ির মধ্য স্থানে একখানি চেয়ার লইয়া গিয়া কখন উহার দুটী পায়া কখন বা একটী মাত্র পায়া দড়ির উপরে রাখিয়া তদুপরি সচ্ছন্দে উপবেশন করিয়াছিলেন। একটী উনান লইয়া গিয়া দড়ির উপরে বসিয়া ডিম ভাজিয়া ছিলেন। কখন চক্ষু বন্ধ করিয়া কখন আর একজন মানুষকে পিঠে করিয়া কখন বা এক চাকার গাড়িতে উঠিয়া অবলীলাক্রমে দড়ির উপর গমনাগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক ব্লণ্ডিন লোককে ঠকান নাই, যেরূপ পয়সা লইয়াছেন তদপেক্ষা অধিক আমোদ দিয়াছেন।

ইণ্ডো ইউরোপীয়ান করেসপণ্ডেন্স বলেন, আগামী ইংরাজী নববর্ষ দিবসে যে শকের বাজার হইবে উহাতে একটী আশ্চর্য্য অপ্টিকাল যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে। এই যন্ত্রটী সেণ্ট জেবিয়র্স কালেজের মিউসিয়মের সম্পত্তি। মানুষের বয়সের ন্যূনতা ও আধিক্য অনুসারে আকার গত যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, ইহাতে তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে। দর্শকেরা নিজ নিজ ফটোগ্রাফ সঙ্গে লইয়া গেলে কত বয়সে কিরূপ আকার হয় দেখিতে পাইবেন।

বেঙ্গল পুলিসের লারিমোর সাহেব হুগলী ও বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ কমিসনর হইয়াছেন।

গত পূর্ব্ব বুধ ও বৃহস্পতিবার সেণ্ট জেবিয়ার্স কালেজের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন কলিকতার আর্চ বিশপ এবং শেষ দিবস বিচারপতি ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বড় দিন উপলক্ষে হাই কোর্ট ২৩এ ডিসেম্বর অবধি ২রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট বলেন, মেদিনীপুরের অন্তর্গত গোপীবল্লভপুর থানার অধীন এক ব্যক্তি হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে তাহার স্ত্রী উপপতির সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছে। দেখিবা মাত্র সে ক্রোধে অধীর হইয়া অস্ত্রাঘাতে দুই জনকেই হত্যা করে। শব দুটী সদর কোর্টে প্রেরিত হইয়াছে।

এক ব্যক্তি চট্টগ্রাম হইতে উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, সীতাকুণ্ডের মোহন্ত কিশোরবনের বিরুদ্ধে কতকগুলি যাত্রী অভিযোগ করাতে

তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট ভিজি সাহেবের নিকট জবাব দিতে হইয়াছে। ভিজি সাহেব এই বলিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন "এবার আমি তোমাকে অব্যাহতি দিলাম, বারান্তরে আর ছাড়িব না।" ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বেট্রি সাহেব মোহন্তের আস্তানা দেখিয়া এইরূপ রিপোর্ট করিয়াছেন, "মোহন্ত বাবু একটী সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করেন, গৃহের আসবাবগুলি সাহেবদিগের ন্যায় পরিপাটী, যে চিত্রপট গুলি আছে সে গুলি সাহেবদিগের অশ্লীল বোধ না হইলেও বাঙ্গালিদিগের পক্ষে অশ্লীল। মোহন্ত না কি তাহার গৃহের অনেকগুলি আসবাব বিক্রয় করিতেছেন, গাড়ি ঘোড়া গুলির মায়াও পরিত্যাগ করিতেছেন।

গত বুধবার রজনীতে চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে "চোরবাগান বঙ্গনাট্য সমাজের" চতুর্থ অধিবেশন সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বিস্তর দেশীয় ও কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়ের সমাগম হইয়াছিল। প্রথমে "চক্ষুদান" নামক প্রহসনের অভিনয় সুচারু রূপে সম্পন্ন হইলে "মোহন্তের এই কি কাজ" ও "উচিত শাস্তি!!!" নামধেয় নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয় দেখিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। চক্ষু দানের অভিনয় যে রূপ হইয়াছিল তাহাতে ইহার প্রহসন নাম অন্বর্থ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বসুমতী ও নিকুঞ্জ বিহারী বর্ত্তমান নব্য সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল। ইহাদের অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছে। নাপ্তেবৌ অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়াছেন। নটীর সংগীত শ্রবণে আমরা মোহিত হইয়াছিলাম। কি বেশ, কি ভঙ্গী, কি রূপ কি স্বর সংযোগ, আমরা কিছুতেই তাহাকে স্ত্রীবেশ ধারী বলিয়া অনুমান করিতে পারি নাই; প্রকৃত স্ত্রী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। নাটকাভিনয়ের বিষয়ে বক্তব্য এই, প্রথম অঙ্ক তারকেশ্বরের মন্দিরের চিত্রপট অনুরূপ হইয়াছিল। গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য সাধারণের বিলক্ষণ হাস্য রসোদ্দীপন করেন। তৃতীয় অঙ্কে ছাপাখানায় নবীন, কানাই, ডিক্রুজ, মাধব ও কর্ত্তাসাহেবের অভিনয় যথার্থ প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। চতুর্থ অঙ্কে রামহরির ক্রোধ, স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত স্ত্রীর প্রতি প্রসাদন, পট্টবস্ত্র পরিধান অতি সুন্দর, বিশেষতঃ রামহরির সহিত রাধামনির কথোপকথন ও তাহার প্ররোচনা বচন যত দূর সুন্দর হইতে হয় হইয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্কে নবীনের সহিত কমলার কথোপকথন, গীতিচ্ছলে পিতামাতার দোষজাত আত্মপাপ স্বীকার, মোহন্তের প্রতাপে স্ত্রী লইয়া যাইবার ব্যাঘাত দেখিয়া নবীনের বিলাপ, পরে উন্মত্ততা ও আঁইসবটী দ্বারা কমলার কণ্ঠচ্ছেদ, এই গুলি যারপর নাই হৃদয় বিদারক হইয়াছে। এই অতি বীভৎস অঙ্গের অভিনয় কালে অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক কি স্ত্রী কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেরই চক্ষে অজস্র অশ্রু নির্গত হইয়াছিল। বিশেষ নিরপরাধিনী কমলা যখন কাঁদিতে২ খেদজনক পাহাড়ী রাগিনীতে সংগীত করিয়া দোষ স্বীকার করে, তখন পাষাণ হইতেও অশ্রুপাত হইয়াছিল এবং বজ্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়াছিল। জমাদার ও দারোগার অভিনয়ও উত্তম কিন্তু খোনা ও তোতলার কথাবার্ত্তায় আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। অবশেষে বক্তব্য এই, নাট্য সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা আরও কিঞ্চিৎ যত্নবান হইলে যা কিছু অল্প দোষ দেখা গেল তাহা দূর হইতে পারিবে। সর্ব্বশেষে যে বাটীতে অভিনয় হইয়াছিল তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা সমাগত সমস্ত ব্যক্তির যথোচিত সমাদর সম্মাননা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন কর্ম্মচারী দিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। গবর্ণমেণ্টেরও এইরূপ কিছু করা উচিত।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত সপ্তাহে শ্রীরাম পুরের হাঁসপাতালে ১৬ জন অনাহার পীড়িত ব্যক্তিকে পাঠান হইয়াছে এবং এই সপ্তাহে পুলিস দুই ব্যক্তিকে একখানি গরুর গাড়ি করিয়া আনিতে ছিল, তাহারা ক্ষুধায় এত কাতর হইয়াছিল যে একজন আসিবার কালে পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কলিকাতা বহু বাজারের হিন্দু একাডমির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্প্রতি উক্ত স্কুলের জন্য মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন বি, এ শিক্ষকের জন্য সংবাদ পত্রে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। আমাদিগের বি, এ এম, এ, রা যেরূপ চাকুরিকেই আপনাদের লেখা পড়া শিক্ষার একমাত্র চরম ফল স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে যে ১৫ টাকায় শিক্ষকতা করিতে পাইতেছেন ইহাই সৌভাগ্য, আর কিছু দিন পরে ৫।৬ টাকা বেতনে দপ্তরীর কাজ করিতে হইবে।

জষ্টিসদিগের গত অধিবেশনে আগামী বৎসরের জন্য কলিকাতায় নিম্নলিখিতরূপ কর ধার্য্য হইয়াছে—বাটীর শতকরা ৮, আলোর ২, জলের ৫ এবং পুলিসের শত করা ২৷৷৹ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার বাবু গুরু চরণ দত্তের পুত্র মানিকলাল দত্ত কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট তিরস্কৃত হওয়াতে অহিফেন খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে বাবু রামহরি গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন, কিঞ্চিৎ হরিতকী চর্ব্বণ করিয়া পরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন খাইলেও কিছুমাত্র তিক্ত স্বাদ বোধ হয় না। এটী তাঁহার পরীক্ষাসিদ্ধ। আজিকালি এ দেশে সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন কুইনাইনের প্রয়োজন এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে সংসারের অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় কুইনাইনও প্রায় প্রত্যেকে গৃহস্থের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় রামহরি বাবুর এ আবিষ্ক্রিয়াটী অতি উপাদেয় হইয়াছে সন্দেহ নাই।

উত্তর পশ্চিম।

আমাদিগের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন: -

৬ই ডিসেম্বর গবর্ণর জেনেরল ফাইজাবাদ গিয়াছিলেন। সেই দিবসই তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন। গত ৮ই ডিসেম্বর বেলা ৪৷৷ টার সময় তিনি অতিরিক্ত ট্রেণে এখান হইতে যাত্রা করেন। এ স্থানের উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও অনেকে তাঁহার সহিত কানপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ট্রেণ গবর্ণর জেনেরলকে কানপুরে পৌছিয়া দিয়া লক্ষ্ণৌ প্রত্যাগমন করিতেছিল, লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনের অনতিদূরে রাত্রি ৮৷৷ টার সময় সামান্য আরোহী ট্রেণও কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌ আসিতেছিল, পশ্চাতে অধিক জোরে ধাক্কা লাগে। আরোহী ট্রেণের গার্ড বিশেষ রূপে আহত হন। অদ্যাবধি ত জীবিত আছেন। উহাতে আরও অনেক ব্যক্তি আহত হইয়াছেন এবং ২ জনের মৃত্যুও হইয়াছে। কমিসনর সেই ট্রেণে ছিলেন, পুলিষ তদন্ত করিতেছেন। যাহা হউক এই যে কয়েক জন হত ও আহত হইয়াছে ইহার দায়ী কে? আর যখন আরোহী ট্রেণ আসিতেছিল, তখন অসাবধানতাপূর্ব্বক উহার পশ্চাতে অতিরিক্ত ট্রেণ অধিক বেগে চালান হইল, ইহা কাহার দোষে?

গত মঙ্গলবার ম্যাগ্‌ডালার লর্ড নেপিয়র অতিরিক্ত ট্রেণে এখান হইতে গিয়াছেন।

আউদ এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ের বারাণসী

হইতে জোয়ানপুর পর্য্যন্ত অথবা আরও কিঞ্চিৎ অধিক রাস্তা আগামী ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত খুলিবার সম্ভাবনা আছে।

আপনার পাঠকগণ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে নেকড়িয়া বাঘের গর্ত্ত হইতে এখানে একটি মানুষ আনীত হয়। যখন আনা হয় সে তখন কথা কহিতে পারিত না, কাঁচা মাংসাদি ভক্ষণ করিত এবং পশুর ন্যায় গমন করিত। এক্ষণে কিছু২ কথা কহিতে শিখিয়াছে এবং চলিবার সময় মনুষ্যের ন্যায় চলে, তবে এখনও সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য প্রকৃতিস্থ হয় নাই।

পূর্ব্ব দিকে রপ্তানি হওয়াতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

পিয়নিয়রে একটী আশ্চর্য্য চোর ধরার বিষয় লিখিত হইয়াছে। চোর যখন সিঁধ মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, গৃহস্থ সেই সময় তাহার কটিদেশ ধারণ করে, চোর অধিক বলবান বলিয়া তাহাকেও টানিয়া বাহির হয়, সে তখনও তাহাকে ছাড়িয়া না দেওয়াতে চোর উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে রাস্তার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। ইহাতে ছাড়িয়া না দেওয়াতে, চোর মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া তাহার আর আর সঙ্গীগণকে আহ্বান করে, তাহারা আসিয়া দেখিল উহারা দুইজনে ভূমিতে পড়িয়াছে, চোর বলবান সে উপরে রহিয়াছে, তাহার সঙ্গিগণ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, গৃহস্থ অবশ্য উপরেই আছে, এই ভাবিয়া উহারা যষ্টি দ্বারা সেই উপরিস্থ লোকেরই মস্তক চূর্ণ করিয়া দিল, গৃহস্থ সেই সুযোগে পলায়ন করিল, চোরকে প্রায় এক পক্ষকাল হাঁসপাতালে থাকিতে হইল! কোন চোরকে এমন বিপদে পড়িতে কখন দেখা যায় নাই।

মান্দ্রাজ।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের একজন বি. এ উপাধিকারী মুসলমানের (মান্দ্রাজে উক্ত শ্রেণীর মধ্যে ইনিই এই প্রথম বি এ) মৃত্যু হইয়াছে। তত্রত্য সংবাদ পত্রে একজন মুসলমান লিখিয়াছেন, হিন্দুদিগেরই মন্ত্র বলে উহার মৃত্যু হইয়াছে। হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদিগের এমনি বিদ্বেষই বটে।

টাইমসের একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন সিংহলের কোন কোন স্থানে গত লোক সংখ্যা গ্রহণ উপলক্ষে এই এক আশ্চর্য্য সংস্কার জন্মে যে, গত ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মন যুদ্ধে অনেক পুরুষ হত হইয়াছে, অতএব এই লোক সংখ্যা করিয়া এদেশে যত অবিবাহিত পুরুষ পাওয়া যাইবে, উহাদিগকে ধরিয়া ফ্রান্সে পাঠান হইবে, ইহাই লোক সংখ্যা করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সংস্কার নিবন্ধন লোক সংখ্যা আরম্ভ হইতে হইতেই ঐ সকল স্থানে এত বিবাহ হইয়া গিয়াছে যে অবিবাহিত পুরুষ আর নাই বলিলেই হয়।

বোম্বাই।

পন্দরঙ্ হরিচাঁদ নামক জনৈক বোম্বাইবাসী খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার করায় তাঁহাকে পুলিসে দেওয়া হয় কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তিনি খোলসা পান। এক্ষণে অভিযুক্ত তাঁহাকে জব্দ করিবার নিমিত্ত পোষ্টমাষ্টার জেনরলকে অনুরোধ করিতেছেন যে উক্ত খৃষ্টধর্ম্ম-বিরোধীকে পদচ্যুত করা হউক। খৃষ্টানেরা হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিলে কি দণ্ডনীয় হন?

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে মিস ক্রায়ার্ড নামক একজন স্ত্রীলোক ডাক্তার আসিয়াছেন।

বরদার শাসন সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার যে অনুসন্ধান করা হইতেছে, তদ্বিষয়ে অনেকে বরদায় গিয়া সাক্ষ্য দানে ভীত হইয়াছে বলিয়া কমিসন শীঘ্র বোম্বাইয়ে অধিবেশন আরম্ভ করিবেন।

পশুবধ হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত কি না, তাহার বিচারার্থ আমেদাবাদের যাবতীয় বিজ্ঞ শাস্ত্রী এক সভা করিয়াছেন। মাংসাশী দল অবশ্য পশুবধের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

ইউরোপ।

গ্লাসগো মেইলের এগ্রামস্থ সংবাদদাতা দুই জন বাজীকরের দড়ীর উপরে অত্যাশ্চর্য্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। কোল্টার এবং পার্গোউইচ নামক দুই জন বাজীকর দড়ির উপরে উঠে। দড়িটী ১৬৬ হাত দূরবর্ত্তী দুটী পাঁচতলা গৃহের জানালায় খাটান হয়। উভয়ে দড়ির দুই দিক হইতে গিয়া মধ্যস্থানে সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবে এইরূপ স্থির হয়। ১২ টা বাজিবা মাত্র উভয়ে দুই দিক হইতে গমন করিতে লাগিল, কোল্টারের বিশেষ পটুতা জন্মে নাই, সে আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল। কিন্তু পার্গোউইচ দ্রুতবেগ আসিয়া উহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াই উহার কপোলদেশে সজোরে একটী ঘুসি মারিল, কোল্টারের তৎক্ষণাৎ দড়ির উপর হইতে পা সরিয়া গেল. কিন্তু সে একেবারে ভূমিতে না পড়িয়া এক হাতে দড়িটী ধরিয়া ফেলিল, আর এক হাতে আক্রমণকারীর এক পা ধরিল ইহাতে পার্গোউইচও পড়িয়া গেল। কিন্তু বাহুদ্বারা দড়িটী অপেক্ষাকৃত দৃঢ় রূপে ধারণ করিল। এই অবস্থায় উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোলটার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পার্গো উইচকে দড়ি হইতে ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, এ দিকে পার্গোউইচ ডানি পা দ্বারা কোলটারকে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং বামহস্ত দ্বারা দড়ি হইতে তাহার হাত ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শূন্যের উপর এইরূপে উভয়ে যুদ্ধ করিতেছে, উহাদিগকে ছাড়াইয়া দিবারও কোন উপায় নাই, এমন অবস্থায় নিম্নস্থ দর্শকগণ উহাদের একজনের অথবা দুইজনেরই মৃত্যু নিশ্চয় করিতে লাগিলেন। দৃশ্যটী অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল, দর্শকগণের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, অনেক পুরুষকেও কান্দিতে হইল। সেই সময় আবার যে জানালা দিয়া কোলটার দড়ির উপর উঠিয়াছিল, সেই স্থানে তাহার স্ত্রী আসিয়া স্বামীর এই বিপদ দেখিয়া যেরূপ আর্ত্তনাদ এবং তাহার স্বামীকে ক্ষমা করিবার জন্য পার্গউইচের নিকট যেরূপ কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। শূন্যে এইরূপে এক মিনিট কাল যুদ্ধের পর কোলটারের হাত ছাড়িয়া গেল, সে চীৎকার করিয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল!! ওদিকে পার্গোউইচ পুনরায় দড়ির উপর উঠিয়া জয়োল্লাসিত হইয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। পুলিস পার্গোউইচকে পলাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি পলাইবার চেষ্টা কর, এখনি গুলি করিয়া মারিব।" দর্শকগণ উহার উপর এরূপ ক্রোধান্বিত হইয়াছিল, যে যদি তাহারা সে সময় তাহাকে পাইত, শত খণ্ড করিয়া ফেলিত। পার্গোউইচ নামিবামাত্র অসংখ্য লোক গিয়া তাহাকে ঘেরিল, পুলিস উহাকে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "কোলটার একটী পরমাসুন্দরী পোলণ্ডদেশীয় বালিকাকে বিবাহ করে, সেই অবধিই, উহাদের পরস্পরে এইরূপ ঈর্ষা জন্মে তাহাকে হত্যা করিবার এই কারণ।"

ইংলণ্ডের উত্তর এবং মধ্যস্থানের কাউণ্টি সমূহে ভয়ানক ঝড় হইয়া বিস্তর ধনপ্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

সে দিন ইংলণ্ডে একজন দরিদ্র আপনার দুটী সন্তানের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া পুলিসের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলে, সে সন্তানগণের ভরণ পোষণে

অক্ষম হইয়াই এই কুকার্য্য করিয়াছে। কি ভয়ানক!

সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে আগামী জানুয়ারি মাসে এডিনবরার ডিউকের বিবাহোপলক্ষে আমাদিগের রাজ্ঞী তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

বিবিধ।

রুসীয়া হইতে কাশ্মীরে একজন রাজদূত আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য কি?

মিরর বলেন, সম্প্রতি নিউইয়ার্কের একজন পাদরি সাহেব এক স্থানে বক্তৃতা করিতেছিলেন, বক্তৃতাকালে তিনি হেনরি ওয়ার্ড বিচার সাহেবের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত সকলের উপর ভয়ানকরূপে আক্রমণ করেন, কিয়ৎক্ষণ পর অকস্মাৎ তাহার দন্তগুলি উঠিয়া পড়িল। পাদরি সাহেব কি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত সকল তাঁহার দন্ত দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলেন?

আমাদিগের লাহোরস্থ সহযোগী পেশোয়ার হইতে সংবাদ পাইয়াছেন সর্দার আবদুল্লা জানের মাতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য যে ফল পাঠাইয়াছেন, এবার যাহা ১৭০ টা উষ্ট্রে বোঝাই হইয়া আসিতেছে, উহার ২০ টা উট বোঝাই ফল পেশোয়ারের কমিসনর তত্রত্য সিবিল ও মিলিটারি কাণ্টোনমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের জন্য রাখিয়াছেন। আমরা যে সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহা দূর হইল, কিন্তু পেশোয়ার হইতেই কর্ম্মচারীদিগের ফলগুলির প্রতি যেরূপ লোভ পড়িতেছে, তাহাতে কলিকতার কর্ম্মচারীদিগের ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না।

ন্যাসন্যাল ব্যানার নামক সংবাদ পত্র বলেন, লাবারনি নামক স্থানে মাকড়শার কামড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। এটা অধিক বিস্ময়ের সংবাদ নহে, আমরা কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে মশার কামড়ে মানুষের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছি।

সার গার্ণেট উলসলি লিখিয়াছেন, তিনি দুটী যুদ্ধে আশাণ্টিদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। তিনি দেশীয় সৈন্যদিগের অযোগ্যতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্য না হইলে আশাণ্টিদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে জয় লাভ করা যাইবে না।

চীনবাসীদিগের কোন সন্তানের প্রকৃত মাতা পিতা নির্ব্বাচনের এক চমৎকার রীতি আছে। উহারা এক কটাহ জলে পিতা অথবা পিতা মাতার এবং সন্তানের এক এক ফোটা রক্ত ফেলিয়া দেয়, যদি ঐ দুই ফোটা একত্রে মিলিত হয়, কোন গোলযোগ নাই যদি না মিলে তবেই সর্ব্বনাশ। সে পিতাপুত্রের কোন সম্পর্ক নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কোন অনুদ্দিষ্ট মৃত পিতাও ঐ রূপে নির্ব্বাচিত হয়। একখানি অস্থির উপর সন্তানের এক বিন্দু রক্ত রাখিলে যদি ঐ রক্ত অস্থিতে শুষিয়া যায় সে তাহার পিতৃ অস্থি তাহাতে সন্দেহ নাই।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, সম্প্রতি ব্রাজিলে একদল সাহেব বানর শিকার করিতে যান। তাঁহারা কতকগুলি বুট জুতা প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর আলকাতারা পুরিয়া রাখেন, তাহার পর বনে প্রবেশ করিয়া দেখেন একটী বৃক্ষে অনেকগুলি বানর বসিয়া আছে। সাহেবেরা ক্রমে সেই বৃক্ষের নিম্নে গিয়া উপবেশন করেন এবং উক্ত বুটগুলি সেই বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখেন। তাহার পর আপনাদের পা হইতে বুটগুলি খুলিয়া পুনরায় পরিতে লাগিলেন। বানরেরা এ সমুদায় মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিল। সাহেবেরা চলিয়া আসিলেন! তাঁহারা চলিয়া আসিলে বানরগুলিও অমনি বৃক্ষ হইতে নামিয়া বুটগুলি পরিতে আরম্ভ করিল, পরা হইলে সাহেবেরা আসিয়া উপস্থিত হইল তখন উহারা আর সেই বুট পায় দিয়া বৃক্ষে উঠিতে পারেনা আবার পা জড়াইয়া গিয়াছে পাও ছাড়াইবার যো নাই। সাহেবেরা অনায়াসে উহাদিগকে ধরিলেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সমুস্তবন্তি জীবাস্তু বিলীয়ন্তে চ দেহিনঃ।
যতো যেন চ যস্মিংশ্চ তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥ ১।
নিখিলভুবনবীজং কারণং কারণানাং
স্তুতিপথসমতীতং দৈবতং দেবতানাম্।
অবিদিতমুখদুঃখং পাবনং পাবনানাং
শরণমশরণানাং জ্যোতিষাং জ্যোতিরীড়ে॥ ২।
অজয়মভয়মাদ্যং সচ্চিদানন্দরূপং
ক্রমকরণবিহীনং নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
অজরমমৃতমেকং নিষ্কলং নির্ম্মলং তং
পরমপুরুষমীশং স্বপ্রকাশং স্মরামি॥ ৩।

অপিচ—

সর্ব্বব্যাপী তনুবিরহিতঃ সর্ব্বগঃ পাদহীনঃ
সর্ব্বগ্রাহী করবিরহিতঃ সর্ব্বদৃক্ নেত্রহীনঃ।
সর্ব্বশ্রোতা শ্রবণরহিতঃ সর্ব্বদোহকিঞ্চনঃসন্
জ্যোতীরূপো মম হৃদি সদা দ্যোততাং
কোহপি দেবঃ॥ ৪।
নো দেশং নাপি কালং ন চ বিধিনিয়মান্
গন্ধমাল্যাদিকংবা
নো মন্ত্রং নাপি তন্ত্রং ন চ দুরধিগমানাগমান্
বা পুরাণম্।
নো শিক্ষাং নাপি দীক্ষাং ন চ বিপুলতপঃসাধনং
বা ধনংবা
কিঞ্চিদ্‌যোহপেক্ষতেহসৌ জয়তু ভববিভুঃ
কেবলং ভক্তিলভ্যঃ॥ ৫।
যোহগ্নৌ তোয়ে শিখরিশিখরে চণ্ডমার্ত্তণ্ডমধ্যে
ক্ষৌণীগর্ত্তে জলধিবিবরে প্রান্তরে বা বনে বা।
জাগর্ত্ত্যন্তর্ব্বহিরপি, জগজ্জালমেতদ্বিশালং
যস্যৈশ্বর্য্যং প্রথয়তি, স মে পাপতাপং হিনস্তু॥ ৬।
অপারসংসারমহাসমুদ্রে
যদেকমেবাস্তি তরী নরাণাম্।
কৃতান্তপাশাভয়ডিণ্ডিমং তৎ
ভজে জগন্নাথপদারবিন্দম্॥ ৭।

অনুবাদ।

যাঁহার দেহ নাই, এই বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন; চরণ নাই, সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন; কর নাই, সমস্ত গ্রহণ করিতেছেন; কর্ণ নাই, সমস্ত শ্রবণ করিতেছেন; নেত্র নাই, সকলি দর্শন করিতেছেন, এবং অকিঞ্চন হইয়াও সকলসম্পদ্ প্রসব করিতেছেন; সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে ধ্যান করি। ৪।

যিনি আমাদের নিকট দেশ, কাল, বিধি, নিয়ম গন্ধ, মাল্য, তন্ত্র, মন্ত্র, দুরধিগম আগম, পুরাণ, দীক্ষা, শিক্ষা, বিপুল তপঃসিদ্ধি বা ধন, এ কিছুরি অপেক্ষা করেন না; সেই একমাত্র পবিত্র ভক্তির ধন দয়াময় বিশ্বপিতার জয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক। ৫।

যে দেব জলে, অনলে, দুরারোহ গিরিশিখরে, চণ্ড মার্ত্তণ্ডের অভ্যন্তরে, তিমিরপূর্ণ রসাগর্ভে, ভীম জলধির অন্তস্তলে, এবং ঘোর কান্তার বা অগম্য অরণ্যের অজ্ঞাত ভাগ সকলে জাগ্রৎ রহিয়াছেন; যিনি অন্তরে ও বাহিরে প্রদীপ্ত; এই অপরিচ্ছেদ্য বিশ্বসাম্রাজ্য যদীয় ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করিতেছে; সেই অমৃতময় পুরুষ আমার পাপতাপের শান্তি করুন। ৬।

এই অপার, ভীষণাকার সংসারসাগরে মনুষ্যের যাহা ভিন্ন আর তরণী নাই, দুরন্ত কৃতান্তপাশের একমাত্র অভয়ভেরী সেই জগন্নাথ পদে শরণাপন্ন হই।

(মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত)

ক্রমশঃ

সিমলা শৈল গ্রীষ্ম কালের বাস জন্য অতি সুন্দর স্থান ইহা সকলেই বিদিত। তৎকালে মার্ত্তণ্ডের প্রখর উত্তাপে নিম্ন দেশস্থ লোকদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তখন হিমাচলের অংশীভূত স্বর্গতুল্য সিমলা শৈলে বসিয়া শীত বস্ত্র ব্যবহার করিতে কাহার না আনন্দ বোধ হয়? কিন্তু সুখ ও দুঃখ ভোগ প্রায় পর্য্যায়ক্রমে সকলেরই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। অধুনা সেই সুখকর সময় অতীত হইয়া দুঃখের কাল আসিয়া উপস্থিত। দুঃসহ কঠোর শীতে অত্রত্য অধিবাসী দিগকে নিতান্ত কাতর করিতেছে, শনৈঃ শনৈঃ দুরন্ত তুষার কাল আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালের সুখাভিলাষী গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার অধীনস্থ লোক সকল নিম্নে গমন করিয়াছেন। তাহাদিগের ন্যায় সিমলার বণিক সকল স্বস্ব উপার্জ্জিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় অনেকেই সিমলার সুখের অধিকারী, কেবল অল্প সংখ্যক মাত্র লোক উভয় সুখ দুঃখের তুল্য রূপ অধিকারী। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকে দুর্দ্দান্ত পৌষ সুসজ্জীভূত হইয়া আক্রমন করিতেছে। ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রি হইতে সিমলায় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ১৭ই প্রাতে ক্ষণকাল বিনা বৃষ্টি হয় ও শীতও ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। বারিদ মালায় নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন থাকে, তৎসঙ্গে সৌদামিনী বিজলী ছটায় দিগদিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, ঘনঘটার রবে পর্ব্বত প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। তুষার শীঘ্রই আগমন করিবে এই সকল তাহার সূত্রপাত। ১৭ই তারিখ রাত্রে সিমলার নিকটস্থ মহাসুক নামক স্থলে ও তন্নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণীতে বরফ পতিত হইয়াছে। ১৮ই তারিখ প্রায় সমস্ত দিবসই বারিধারা নিপতিত হয় ও সায়াহ্নে যথেষ্ট পরিমানে শিলাপাত হইয়া রাত্রে প্রায় দুই ইঞ্চ পরিমান বরফ পতিত হইয়াছে। প্রাতে সমুদায় পর্ব্বত ধবলকায় ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে, শীতের পরিসীমা নাই। অগ্নি ভিন্ন গৃহ মধ্যে ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সিমলার পরিচিত পাঠকগণ বর্ত্তমান সিমলার অবস্থা শ্রবণ করিয়া চমকিত হইবেন, তাঁহারা যে দুর্ব্বিসহ শীতের করাল হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ইহা তাঁহাদিগের পরম সৌভাগ্য।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের কর্ম্মান্তর গ্রহন নিষিদ্ধ, ইহা সাধারণেই অবগত আছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জে, সাট্‌ক্লিফ সাহেবের যে দুইজন কেরাণী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু তুলসীদাস শীল ওকালতি করেন অথচ কেরাণীর বেতনপান, ইহা কি ন্যায় সঙ্গত? যদি বলেন ওকালতী চাকরীর মধ্যে গণ্য নহে, ভাল আমরা তাহাই স্বীকার করিলাম কিন্তু কথা এই যে ব্যক্তি ১০ টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কোর্টে ওকালতি করিলেন তিনি কি প্রকারে রেজিষ্ট্রারের কেরাণীর কাজ নির্ব্বাহ করেন এবং বেতন গ্রহণ করেন? আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম তুলসী বাবু বৎসরের মধ্যে ৮। ৯ মাস ওকালতী করেন, কেবল, প্রবেশিকা, ফাষ্ট আর্টস্‌, বিএ, বিএল, এম্‌ এ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় দুইমাস মাত্র কেরাণীগিরি কাজ করেন অথচ তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার মাসেরই বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা যে কতদূর অন্যায় তাহা সাধারণ পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্টই প্রতারণা করা হইতেছে। এস্থলে পাঠকগণ যদি জিজ্ঞাসা করেন তুলসী বাবু রেজিষ্ট্রারের কাজ পড়িলেই তাহা করেন কাজ না থাকিলে ওকালতী করেন, অতএব ইহাতে দোষ কি? এ প্রশ্নে আমরা তাহাকে দোষী করিতে পারি না যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাতে রেজিষ্ট্রারের দোষ স্পর্শ হইতেছে, কারণ তাঁহার যদি কাজ বেশী না থাকে তাহা হইলে একজন কেরাণী রাখিলেই হয়, মিছামিছি দুইজন রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজকোষ হইতে মাসিক প্রায় শত মুদ্রা করিয়া লইবার প্রয়োজন কি? তবে যদি ঐ কেরাণীদ্বয়ের বেতন রাজকোষ হইতে না দিয়া সাট্‌ক্লিফ সাহেব নিজকোষ হইতে দিয়া থাকেন এরূপ হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন বক্তব্য নাই, কারণ, তাঁহার নিজের ছাগল লাজ্‌লের দিকে ছেদন করিতে পারেন তাহাতে কে বাধা দিতে পারে? আর যদি গবর্ণমেণ্টের কোষ হইতে মাসিক বেতন দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে এ বিষয়ের উপর কর্ত্তৃপক্ষের অনুসন্ধান ও মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। শ্রী—

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়াতে এবং প্রকাশক প্রায় এক মাস কাল পীড়িত থাকাতে কার্ত্তিক মাসে পত্র প্রকাশিত হইল না। [illegible] গ্রাহক সংখ্যা আর কিছু বৃদ্ধি হইলে এবং প্রকাশক আরোগ্য লাভ করিলে ত্বরায় পত্র খানি প্রচারিত হইতে পারিবে।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ }
২৫শে কার্ত্তিক }

ব্লণ্ডিন।

কলিকাতা গড়ের মাঠের বৃহৎ ক্রীড়াগারে ২৬ ও ২৭এ ডিসেম্বর শুক্র ও শনিবার বেলা তিনটার সময় এই ক্রীড়াগারের দ্বার পুনরায় উদ্ঘাটন হইবেক। ও বেলা ঠিক চারি ঘটিকার সময় ক্রীড়া আরম্ভ হইবেক।

সাধারণের প্রবেশের টিকিট	১ টাকা।
প্রথম শ্রেণী	৩ টাকা
চারিজনের নিভৃত আসনের	২০ টাকা।

সকল প্রকার টিকিট গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলে ক্রয় করিতে পাওয়া যাইবেক। ক্রীড়াগারে ধূম পান নিষেধ, পুনঃ প্রবেশের অনুমতি নাই।

পত্রাদি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবেক।

সি, নায়াণ্ড সেক্রেটরী।

চারলস লো, এজেণ্ট।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵০
মাসিক ...	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ⁄১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ৩১ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—১৯শে পৌষ শুক্রবার। ১৮৭৩—২রা জানুয়ারি | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, যে লক্ষ্ণৌয়ের ক্যানিং কলেজের ছাত্র বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দে ইংলণ্ডস্থ সিবিল সার্ব্বিসের ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন।

———

এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৮৩৭ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৪৩ জন প্রথম, ৩৯৫ দ্বিতীয় এবং ৩০৯ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। ৩০৫ জন এফ এ পরীক্ষায়, তন্মধ্যে ৪০ জন প্রথম, ১৩৫ দ্বিতীয় এবং ১৩০ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

———

কলিকাতার দক্ষিণ অনেক স্থানে আজিও সাংক্রমিক জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। আমরা হরিনাভি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দর্শন করিলাম, তত্রত্য অধিকাংশ লোক রোগে জীর্ণ শীর্ণ। দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট একটী নেটীব ডাক্তার ও ঔষধ পাঠাইয়া দিয়া সমূহ উপকার করিয়াছেন। ডাক্তার বাবুটী বিলক্ষণ সদাশয় ও পরিশ্রমী। আমরা গত রবিবার দেখিলাম ঔষধ গ্রহণার্থ ২০৪ জন রোগী উপস্থিত। গবর্ণমেণ্ট ডাক্তর ২১এ ডিসেম্বর হইতে ২৭এ পর্য্যন্ত ৩৪৫টী রোগী প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহার মধ্যে তিন বৎসরকালের পুরাতন রোগীও কয়েকটী আছে। গত ২৭এ ডিসেম্বর বেঙ্গল স্যানিটারী কমিসনর জে সি জ্যাক্সন সাহেব এই স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হরিনাভি ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের জন্য অধিক ডাক্তর, কম্পাউণ্ডর ও ঔষধ পাঠাইবার সুবিধা করেন।

———

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হুগলীর কলেক্টরকে লিখিয়াছেন যে তিনি এ বৎসর দ্বারবাসিনী হাঁসনান প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের খাজানা অর্দ্ধেকেরও অধিক মহকুব করিয়াছেন। বাকি খাজানা আগামী বৎসরে ধান্য জন্মিলে আদায় করা হইবে। যে সকল প্রজা অত্যন্ত দুঃখী এবং রাজস্ব প্রদানে অপারগ তাহাদিগের নিকট হইতে খাজানা লওয়া হইবে না এবং যাহাদিগের খাইবার সংস্থান নাই, তাহাদিগকে বিনাশুদে 'বাড়ী' দেওয়া হইবে, পর বৎসরে তাহা আদায় করা হইবে। তিনি আরও চাউল ক্রয় করিয়া অন্নকৃচ্ছ্র গ্রামে ক্রীত মূল্যে বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আগামী আউস ধান্য বপনের জন্য অগ্রিম টাকাও দিবেন। আমরা আশা করি যে অন্যান্য জমিদারগণ জয়কৃষ্ণ বাবুর সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন।

———

মর্ণিংবিম পাঠে অবগত হওয়া গেল কলিকাতার ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনটীর সম্পূর্ণ সংস্কার সাধনার্থ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং স্ক্লাচ, ডাম্পিয়ার এবং বর্ণার্ড সাহেবকে অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। এ কার্য্যটী নিতান্ত আবশ্যক, অনাথ জমীদার সন্তান গণকে যে উদ্দেশে ওয়ার্ড গৃহে রাখা হইতেছে, তাহা যে সম্পন্ন হইতেছে না ইহা বলা বাহুল্য।

———

জয়নগর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত জয়নগর গ্রামবাসীদিগের অনুযোগ এই যে মিউনিসিপালিটীর যাবতীয় অর্থ মজিলপুরের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়। এতৎসম্বন্ধে একখানি পত্র ভারত সংস্কারকে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, মিউনিসিপালিটীর জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত ইহার এক কপর্দ্দকও এ দেশের উন্নতিকল্পে ব্যয় হয় নাই। সবে ১৪০০ টাকা ব্যয়ার্থ মঞ্জুর হইয়া কমিসনর সাহেবের অনুমতির অপেক্ষায় আছে। এ সমুদায় টাকা কেবল জয়নগর গ্রামের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ রাস্তা নির্ম্মাণার্থই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব চৌকীদারী টাক্সের উদ্বৃত্ত ৬০০ টাকা মজিলপুরের কতকগুলি রাস্তা সংস্করণার্থ ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বঙ্কিম বাবুর আমলে মঞ্জুর হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আলস্যবশতঃ অব্যবহার্য্য থাকাতে ট্রেজরীর নিয়মানু-

সারে গবর্ণমেণ্ট হিসাবে খরচ লেখা হইয়াছিল, তাহারই পুনরুদ্ধার হইয়া মজিলপুরের কয়েকটী রাস্তার সামান্য রূপ সংস্করণ হয়।

১৮৭৪ সালের ১লা জানুয়ারি অবধি নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ জেলা ২৪ পরগণার সব রেজিষ্ট্রার হইয়াছেনঃ—

বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু—সিয়ালদহ
" যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখো—নৈহাটী
" রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো—খড়দহ
" জ্ঞানেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী—টাকী
" দ্বারকা নাথ ঘোষ—জয়নগর
" প্রিয় নাথ বসু—দেবীপুর
" সারদাচরণ গণ—কালীগঞ্জ
" রাজচন্দ্র গুপ্ত—কলারোয়া

এই সকল রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরীর ফি দ্বারা বেতন পাইবেন। আমরা জানি দেশবাসী কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অন্যত্র হইতে লোক আনিয়া সব রেজিষ্ট্রার করা ক্যাম্বেল সাহেবের অভিপ্রেত নহে, ইহার স্পষ্ট হেতু এই কর্ম্মচারীগণের বেতন লাভার্থ সামান্য রেজিষ্ট্রেসন ফির অংশ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এমত স্থলে দূরবাসী কোন ব্যক্তি বহু ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক অন্যত্র থাকিয়া ঠিক্ ন্যায়পর হইয়া সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়োগের কতকগুলির সম্বন্ধে আমরা সে নিয়মের অন্যথা দেখিতেছি। পিকক সাহেব কি বলিবেন যে জয়নগর মজিলপুরে উপযুক্ত লোক কোন ক্রমে খুঁজিয়া না পাইয়া রাজপুর হইতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছেন? বিশেষতঃ তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি নানা কারণে এ পদের নিতান্ত অনুপযুক্ত। বসীরহাট হইতে লোক আনিয়া ডায়মণ্ড হার্বরের দেবীপুরে দিবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? নিয়োগ কয়েকটীর মধ্যে, আমরা যতদূর জানি, সিয়ালদহেরই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

ভারত সংস্কারক

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর।

গত বুধবার রজনীতে গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটর নামক নাট্য শালার প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় দর্শনার্থ অনেক লোকের সমাগম হয়। দুঃখের বিষয় যে বন্দোবস্ত দোষে অনেক গুলি ভদ্র লোকে উচ্চশ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়াও আসনাভাবে মূল্য ফিরিয়া লইয়া গৃহে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। ৮।। ঘটিকার পর পঞ্চাশৎ স্বরে একটী সংগীত হইয়া "কাম্য কানন" নামক নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। সংগীতটী শ্রুতিমধুর হয় নাই। অভিনয়ের দৃশ্য গুলি যার পর নাই সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয় নাটকের দোষে অভিনীত ব্যক্তি বর্গের অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই। প্রথম সূচনায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটক মনোনীত করা উচিত ছিল। অভিনীত বর্গের মধ্যে কথোপকথনের অংশ গুলি অত্যন্ত স্বল্প ক্ষণস্থায়ী হইলে, তাহাদের অভিনয় কোন মতেই সুন্দর হইতে পারে না। ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য গুলির পরিবর্ত্তন কালে দর্শক গণকে প্রতিবারেই বহুক্ষণ ধরিয়া যবনিকা সম্মুখীন করিয়া থাকিতে হয়। এস্থলে এই সকল দোষ সংঘটিত হওয়াতে দর্শক গণকে বিরক্ত হইতে হইয়াছিল। বিরক্তির অপর কারণ এই যে রঙ্গভূমিটী নিতান্ত প্রকাণ্ড ও অভিনীত ব্যক্তি বর্গের কণ্ঠস্বর কথঞ্চিৎ মৃদু হওয়াতে, কথা বার্ত্তা গুলি সকলের শ্রুতিগোচর হয় নাই। প্রথম অনুষ্ঠানে এ সকল দোষ অবশ্যই মার্জ্জনীয়। দুঃখের বিষয় আমরা শেষ পর্য্যন্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে পাইলাম না। দৈবই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল। সবে পাঁচটী মাত্র দৃশ্য অভিনীত হইতে না হইতেই, নাট্যশালার উত্তর দিকস্থ প্রবেশ দ্বারে সহসা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং সকলেই মহা শঙ্কিত হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। যদিও নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎক্ষণাৎ রঙ্গভূমির যাবতীয় আলোক নির্ব্বাণ করিয়া অবশেষে উক্ত জ্বলদগ্নি নির্ব্বাপণে কৃতকার্য্য হইলেন, তথাপি অভিনয়ের পুনরধিবেশন হইল না।

প্রথম উদ্যমে, এরূপ বিঘ্ন ও অকৃতকার্য্যতা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে কর্ম্মাধ্যক্ষ গণের ভগ্নোদ্যম হওয়া কখন বিধেয় নহে।

একটী বিষয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম যে যখন নাট্যশালায় অগ্নি লাগিল, ভদ্র বেশধারী কতকগুলি লোক মহানন্দে করতালি ও কোলাহল পূর্ব্বক আপনাদিগের নীচতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। শুনিলাম, বেঙ্গল থিয়েটারের সভ্যগণ ইহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ এপ্রকার আগুণ লাগাতে অনেকের সন্দেহ হয় যে ইহা কোন বিপক্ষ পক্ষের কার্য্য, তাহারা গ্যাসের কল টিপিয়া আলোকের তেজ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবে।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ।

আমরা ছেলেবেলা শুনিতাম যে কোন দিন বৃষ্টি হইলে বড় মানুষ লোকেরা খবরের কাগচ পড়িয়া জানিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের নিজের চক্ষু সর্ব্বদাই মুদিত থাকিত। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে অনেক সংবাদ পত্র ও রাজপুরুষ দিগেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। এখনও দুর্ভিক্ষ হইবে কি না, চাউল রপ্তানি বন্ধকরা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া এখানে ও ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। আমরা ইংলণ্ডের কথা অধিক গ্রাহ্য করিতে পারি না, কারণ তত্রত্য লোক সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন, স্বচক্ষে কিছুই দেখিতে পান না, তবে যখন যেমন সংবাদ পাইতেছেন তাহারই উপর

নির্ভর করিয়া মতামত প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। কিন্তু এখানে থাকিয়া যাঁহারা ইংলণ্ডের ন্যায় অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সাধারণের সংস্কার পরিবর্ত্তন করিতেছেন,তাঁহাদিগের অপরাধ অমার্জনীয়। আমরা রাজপুরুষদিগেরও অধিক দোষ দিতে পারিনা, কারণ রেলওয়ের গোটাকত প্রধান ষ্টেসন ও কলিকাতা রাজধানী হইতে তাঁহাদিগের অনেকেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; কেহ কেহ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বটে, কিন্তু যথায় যাতায়াতের সুবিধা নাই, এবং সাংক্রমিক জ্বর রাজত্ব করিতেছে, তথায় কাহারও সন্দর্শন লাভ দুর্লভ। সমগ্র বঙ্গ দেশ দশভাগে বিভক্ত করিলে, রথ্যাহীন দুর্গম পল্লীগ্রাম প্রায় ছয় ভাগ হইবে, সুতরাং কেবল চারি ভাগের অবস্থা—চারি ভাগ কেন? এই চারি ভাগের দুই ভাগের অবস্থা বিশেষ রূপে প্রকাশিত আছে কিনা সন্দেহ—এরূপ স্বল্পাংশের অবস্থা অবগত হইয়া সমগ্র দেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ কি না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে ছয় আনা পরিমিত শস্য পাওয়া যাইবে এবং এক্ষণে প্রায়ই প্রতি সপ্তাহের রিপোর্টে অনেক স্থানের শস্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু এখনও শস্য সকল সম্পূর্ণ গৃহযাত হয় নাই—কতক মাঠে, কতক খামারে, কতক ক্ষেত্রে অস্পৃষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই গণনা ও মন্তব্য প্রকাশ অভিজ্ঞতার ফল বা রাজনীতির কৌশল তাহা বুঝা সহজ নহে। আমরা অভ্যন্তরস্থ অনেক স্থানের সংবাদ পাইয়াছি এবং আপনারা স্বয়ংও অনেক স্থানের অবস্থা দর্শন করিয়াছি, কিন্তু অনেক স্থানেরই শস্যের অবস্থা গবর্ণমেণ্টের গণনানুমত দেখি নাই। হাবড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান এ কয়েকটীই আমাদিগের নিকটবর্ত্তী। এই কয়েকটীরই অভ্যন্তরীণ অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। হুগলী জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী ডানকুনী হইতে দামোদর পর্য্যন্ত এবং কানানদী ও জেজুরের নদীর অন্তবর্ত্তী স্থান সমূহের অবস্থা দেখিলে গবর্ণমেণ্টের এই গণনা কতদূর সূক্ষ্ম তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র জেলার মধ্যে এই সকল স্থানই বিশেষ নিম্ন, প্রায়ই প্রতি বৎসর হাজিয়া গিয়া থাকে; ইহার মধ্যে ডাঙ্গা জমির অংশ বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন জমির শস্যের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এ সকল স্থানে যে পরিমাণে শস্য জন্মিত, এ বৎসরে অতি উর্ব্বর ক্ষেত্রে তাহার সিকি অংশও লাভ করা দুষ্কর। আমরা নদীর গর্ভস্থ জমির শস্যের ভাগ চারি আনার অধিক প্রায় দেখি নাই। ডাঙ্গা জমীর শস্যের তো কথাই নাই,প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে, তবে যে সকল স্থানে জল সেচনের সুবিধা ছিল তথায় কিঞ্চিৎ হইয়াছে, তাহাও দুই আনার অধিক হইবে না। অনেক স্থানের সম্বন্ধে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যাহা অক্টোবর মাসে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন, আজি জানুয়ারি মাসে তাহা স্থির থাকা সম্ভাবিত নহে।

এক্ষণে কলিকাতায় চাউলের মূল্য কিঞ্চিৎ সুলভ দেখিয়া কলিকাতাস্থিত অনেক সংবাদ পত্র দুর্ভিক্ষ বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন—ঈশ্বর করুন্ তাঁহাদিগের সন্দেহ সমূলক হউক। কিন্তু তাঁহারা যদি মফস্বলের অবস্থা কিঞ্চিৎ মাত্র অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের এই সন্দেহের কোন কারণ থাকিত না। কলিকাতা ভারতের রাজধানী, বাণিজ্যের পীঠ স্থান। নানা দেশ হইতে দ্রব্য সামগ্রী সকল নিয়তই ইহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছে, নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্র না হইলে এখানে কিছুরই অভাব নাই। অভাব ও সচ্ছলতা নিবন্ধন পণ্য দ্রব্যের মূল্য মহার্ঘ ও সুলভ হইতেছে। এখানকার অবস্থা দেখিয়া সমস্ত দেশের অবস্থার প্রতি মন্তব্য প্রকাশ কখনই সম্ভাবিত নহে। সুতরাং যাহাদিগের বহুদর্শন কেবল কলিকাতায় আবদ্ধ তাহাদের পক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য। দশ খানা সংবাদ পত্রের অভিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া একখানি পত্রিকা অনায়াসে চালান যাইতে পারে—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত কাহার ও পক্ষ সমর্থন কাহারও মত খণ্ডন সহজেই করিতে পারা যায়, কিন্তু দেশের এরূপ বিপন্ন অবস্থায় হঠাৎ কাহার ও দোষাশ্রিত মতাবলম্বন করিয়া বিনানুসন্ধানে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। এক্ষণে কলিকাতায় চাউল কিঞ্চিৎ সুলভ হইয়াছে বটে (যদি ও চেম্বর অফ্ কমার্সের প্রকাশিত "প্রাইস্ করেণ্টের" মূল্যে সামান্য গৃহস্থদিগের মধ্যে কেহই ক্রয় করিতে পান না), কিন্তু মফস্বলের কতস্থানে যে মূল্যে পাওয়া যায় না কয় ব্যক্তি তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? নূতন ধান্য হইয়াছে, নূতন চাউল আজিও মফস্বলে সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি চাউলের মূল্য কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই- অনেক স্থানেই চারি টাকায় মণ বিক্রয় হইতেছে। পল্লী গ্রামে চারি টাকা মণ চাউল কয় ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারেন? কৃষক দিগেরও দুর্দ্দশার শেষ নাই। তাহারা শোণিত দিয়া পরিশ্রম

করিয়া যাহা কিছু পাইয়া ছিল—মহাজন ও জমীদার তাহার সমস্তই গ্রহণ করিলেন, এখন তাহার ভাগ্যই তাহার ভরসা। শতকরা একজনের ও কিছু সঞ্চিত আছে কি না সন্দেহ—যাহা আছে তাহাও তাহার সমস্ত পরিবার বর্গের ভরণপোষণ করিতে দুই তিন মাসের মধ্যেই নিঃশষিত হইবে। এদিকে রবি শস্যও প্রায় সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে, আলু অতি অল্প স্থানেই হয়, এবার তাহাও অধিক হয় নাই সুতরাং কৃষকদিগের সর্ব্বনাশ। মধ্যবিত্ত লোকদিগের কষ্টের ইয়ত্তা নাই। ইহাদিগের অনেকে গোচে গাচে সামান্যরূপে দিনপাত করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া সাংক্রমিক জ্বর ভোগ করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন তাহার উপর এই দুর্ভিক্ষ। তাহারা না মজুরী করিতে পারিবেন, না অন্য কোন উপায় দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। উড়িষ্যার বিগত দুর্ভিক্ষে এই শ্রেণীর লোকেই অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। দীনদুঃখীদিগের তো কথাই নাই। ইতিমধ্যেই তাহারা আহারের সময় বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিতেছে। আমরা সে দিন জেজুরে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে এরূপ কয়েকজনকে দেখিয়াছি। আমরা ভরসা করি যে প্রাগুক্ত বিবরণগুলি পাঠ করিয়া এবং স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়া, দেশীয় সংবাদ পত্র সকল একমত হন এবং প্রকৃত ঘটনা সকল প্রকটিত করিয়া অনুসন্ধায়ী গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা করেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটী স্ত্রীলোকের বাস, আমরা গত বর্ষের শিক্ষাবিভাগীয় রিপোর্টে দর্শন করিলাম, ইহার মধ্যে বালিকা ও বয়স্কা লইয়া ৯৫১৮টী মাত্র রমণী বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। এই পরিমাণানুসারে গণনা করিলে হাজার করা ১ জন স্ত্রীলোকেও বিদ্যালোক লাভ করিতে পারিতেছেন না, ৪০০০ হাজারের মধ্যে ১ জনের ভাগ্য সে বিষয়ে যদি সুপ্রসন্ন হয় যথেষ্ট বলিতে হইবে। হাজার করা এই যে শিকি খানি করিয়া নারী শিক্ষার্থিনী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, ইহাঁদের শিক্ষার সীমা কতদূর? অধিকাংশের পক্ষে অধিক হইল ত এই বলা যায় যে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহাদিগের বর্ণ পরিচয় মাত্র শিক্ষালাভ হইতেছে। ইহাদের শিক্ষার্থ ১ লক্ষ, ৯১ হাজার টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে ৭১,০০০ টাকা মাত্র দিতে হয় অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার্থ হাজার করা প্রায় ২টী করিয়া টাকা বর্ষে বর্ষে ব্যয় করেন। ইহাদ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার উৎসাহ, বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং এরূপ উৎসাহ দানের ফলও আর কি অধিক প্রত্যাশা করা যাইবে? পুরুষদিগের ১৫০ জনের মধ্যে একজন শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের জন্য যদিও অধিক নয়, তথাপি ১৭ লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় হয়। পুরুষদিগের জন্য সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সম্পাদিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা কত বিদ্যালয় আছে, কত ছাত্রবৃত্তি ও উৎসাহকর উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীজাতির জন্য তৎসদৃশ কিছুই অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে না।

এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার যে প্রকার অভাব, বালিকা বিদ্যালয়ের যে প্রকার নূতন সৃষ্টি, তাহাতে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উৎসাহদান আবশ্যক। আমরা আশা করি তাঁহারা জেলায় জেলায় অন্ততঃ এক একটী আদর্শ স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ বিদ্যালয় একটীও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্থানে স্থানে দেশীয় লোকে উৎসাহী হইয়া বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া কিছু কাল চালাইলে গবর্ণমেণ্ট যৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দান করিয়া থাকেন মাত্র, তাঁহাও কোন স্থানে সমুদায় ব্যয়ের অর্দ্ধেকের অধিক নহে। দেশ হিতৈষী লোকে কষ্ট করিয়া ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০।১৫ টাকা চাঁদা তুলিয়া থাকেন,গবর্ণমেণ্ট সেই পরিমাণে সাহায্য দান করেন, ২০।২৫ টাকা আয়ে স্ত্রী শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী বিদ্যালয়ের কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পরে? বালক দিগের ন্যায় বালিকা দিগের নিকট হইতে বেতন সংগ্রহের সময় আজও উপস্থিত হয় নাই, বরং তাহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ অতিরিক্ত ব্যয়ই স্বীকার করিতে হয়। শিক্ষোন্নতির প্রধান দুইটী উপায় যে পরীক্ষা ও পরিদর্শন, দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রীবিদ্যালয়ে তাহা অসম্ভব হইয়া রহিয়াছে। বালক বিদ্যালয় সকলের যে এত উন্নতি হয়, তাহার কারণ ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি সর্ব্বদা তাহার পরিদর্শন করেন এবং অনেক বিদ্যালয় একত্র করিয়া প্রতিযোগিতার পরীক্ষা গৃহীত হয়। স্ত্রীবিদ্যালয় সকল পরিদর্শনার্থ যদি ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস সকল নিযুক্ত হন এবং ছাত্রীদিগের প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গ্রহণের যদি কোন উপায় অবলম্বিত হয়, নিশ্চয়ই স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা বহু পরিমাণে সমুন্নত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা গবর্ণমেণ্টকে সে পক্ষে এককালে উদাসীন দেখিতেছি। এই কারণে অধিকাংশ স্থলের স্ত্রীবিদ্যালয় নামমাত্রে জীবিত রহিয়াছে এবং অতি সামান্য ভাবেও তাহাদিগের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইতেছে না।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এত যে দুর্লক্ষণ ও এত যে নিরাশা ইহার মধ্যেও আমরা উন্নতি'ও আশার চিহ্ন অবলোকন করিতেছি। গত বারের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তাঁহার একটী সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কয়েকটী খৃষ্টীয় মিসন বালিকা বিদ্যালয়, উত্তর পাড়া হিতকরী সভার পরীক্ষাধীন কতকগুলি বিদ্যালয় এবং ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় দৃষ্টান্ত স্থলে প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, এ সকল বিদ্যালয়ে যেরূপ সুশিক্ষা লাভ হইতেছে, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় এসকলের জন্য একটী পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন করেন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা মিসন বিদ্যালয়ের কথা ঠিক্ অবগত নহি, কিন্তু অন্যতর দ্বিবিধ বিদ্যালয়ের সহিত পরিচিত আছি, যত দূর জানি ইহাদের উন্নতি বিলক্ষণ আশাকর। উত্তর পাড়া হিতকরী সভা এক পরীক্ষা ও ছাত্রবৃত্তি দানের উৎসাহে নিকটবর্ত্তী কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয়ে যেরূপ সুশিক্ষার উপায় করিতেছেন, তাহা বালক বিদ্যালয় অপেক্ষা বড় নিকৃষ্ট নহে। একটু চেষ্টা করিলে বালিকারা বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা দুই বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রভৃতির যেরূপ পরীক্ষা দেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ও সুযোগ্য পরীক্ষক রেবরণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যো, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু গোপাল চন্দ্র বন্দ্যো প্রভৃতি পরীক্ষক ছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা পরীক্ষার্থী উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের সহিত পরীক্ষার্থিনী দিগের তুলনা করিয়াছেন। এই ছাত্রীরা বাঙ্গালাতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজীতে রাসেলাস প্রভৃতি কঠিন পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহাঁরা আর ২। ১ বৎসর পাঠ করিলে সকল বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন। এই সকল প্রত্যক্ষ উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে বালিকারা বালকদিগের অপেক্ষা অল্প শিক্ষোপযোগী নহে; যেখানে তাহাদিগের প্রতি অধিক যত্ন প্রদর্শিত হয়, সেখানে অধিক ফল লাভ হয়, যেখানে অযত্ন, সেখানে ফলাংশেও নিরাশা। আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সহিত একবাক্যে বলি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদিগের জন্য কোন বিশেষ পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন করুন্ তাহা হইলে এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষার মহোন্নতি সাধন হইবে। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা ভার এত দিন হস্তে লইয়া কিছুই ত করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা এবিষয়ে যতদূর সাধ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য গ্রহণ করুন, আমাদিগের এই প্রার্থনা।

ধর্ম্মতলার বাজার ও মিউনিসিপাল বাজার।

"সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বুঝি সেই দশা ঘটে। অশুভক্ষণে, বোধ হয়, মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হগ সাহেব একটী নূতন বাজার বসাইবার নেসায় পতিত হন। নেসা চড়িয়া উঠিলে লোকের কাণ্ড জ্ঞান থাকে না, অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিও বুদ্ধির স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলেন। হগ সাহেবেরও বুঝি সেই দশা ঘটে। যে সমস্ত কাণ্ড কারখানার কথা শুনিতে ও দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে আমাদের কখনই বিশ্বাস হয় না যে হগ সাহেব বুদ্ধির স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। হগ সাহেব যখন প্রথম নেসায় পতিত হন, তখন অনেক কৌশল ও চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার অভিনব প্রস্তাবে জষ্টিস্‌দিগের সম্মতি লইয়াছিলেন। সে সব কথা স্মরণ করিলে হগ সাহেবকে কৌশলময় ও চতুর চূড়ামণি বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। সেই সকল কৌশল ও চতুরতা মধ্যে এমন অনেক বিষয় ছিল, যাহা অনেকের চক্ষে ন্যায়সঙ্গত ও নির্দ্দোষ নহে, কিন্তু হগ শুদ্ধ জাতীয় ভ্রাতাদিগের অসুবিধা ও ক্লেশ নিবারণার্থ হিতৈষণার উৎসাহে প্রমত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তৎকালে অনেকের বোধ হইয়াছিল। হগ সাহেবের নেসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ক্রমশঃ দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য দেখা যাইতেছে। যখন মনুষ্য নেসার আয়ত্তাধীন থাকেন না, তখন তাঁহার মনের কথা গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু নেসা চড়িয়া উঠিলে সম্বরণশক্তি তিরোহিত হয় এবং অন্তরের গোপনীয় ভাব আপনাআপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে। হগ সাহেব সম্বন্ধে অবিকল তাহাই ফলিতেছে। তিনি শুদ্ধ একটী নূতন বাজার বসাইতে চান না, কিন্তু ধর্ম্মতলার বাজারটী ভাঙ্গিতে চান। অপরের অধিকৃত একটী বাজার ভাঙ্গিয়া, অধিকারীর অপকার করিতে, দুর্নামের ভয়ে বা অন্যায় মনে করিয়া ভদ্রলোক মাত্রেই সহজ অবস্থায় নিরস্ত থাকেন, কিন্তু হগ সাহেব এক্ষণে নেসার বশীভূত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিতান্ত দূষ্য উপায় সকল দিবালোকে ও সর্ব্বজন সমক্ষে অবলম্বন করিতেও লজ্জিত হইতেছেন না।

মিউনিসিপালিটীর নূতন বাজারটী আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম হইতে খোলা হইবে বলিয়া ঘোষণাপত্র নগরময় প্রচার করা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ, ধর্ম্মতলা বাজারের সম্মুখেই কয়েকটী চন্দ্রাতপ খাটাইয়া

তাহার নিম্নে একটী বাজার বসাইয়া ধর্ম্মতলার বাজার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা হইতেছে এবং আনুসঙ্গিক লোক ধরাধরিও আরম্ভ হইয়াছে। হগ সাহেব যেমন একদিকে মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তা, তেমনি আর দিকে পুলিসেরও রাজা। এ কার্য্যে পুলিসের সাহায্য পর্য্যন্ত লওয়া হইতেছে। বিশ্বস্ত কোন ভদ্র লোকের মুখে শুনিয়াছেন যে বাবু হীরালাল শীলের বাজারে গমনোন্মুখ এক জন মুরগী বিক্রেতাকে কতকগুলি পুলিস কর্ম্মচারী নূতন বাজারে আনিবার জন্য টানাটানি করে। এ ঘটনাটী সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, কিন্তু শীল বাবুদিগের ধর্ম্মতলা বাজারের এত নিকটে পূর্ব্বসূচনা স্বরূপ একটী নূতন বাজার বসাইবার উদ্যোগই অতি নীচ অনিষ্টকামনা ও বিবাদস্পৃহার পরিচয় দিতেছে। ব্যক্তি বিশেষের এরূপ নীচতা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ মিউনিসিপালিটীর পক্ষে এরূপ নীচতা প্রদর্শন কখনই মার্জ্জনীয় নহে। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের উচিত, হগসাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কেন এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন ?

কলিকাতার শীল বাবুরা হগ সাহেবের দুরভিসন্ধি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা, নূতন বাজারের সূচনা দেখিয়া প্রত্যেক দোকানদার ও ব্যাপারীর নিকট তিন বৎসরের মধ্যে অন্য বাজারে যাইবে না এই মর্ম্মে একরার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা একরার দিতে অসম্মত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তাহাদিগকে ধর্ম্মতলার বাজারে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা শীল বাবুরা তাঁহাদের বাজারকে অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বিপদ করেন। যে সমস্ত বিক্রেতা একরার না দিয়া, ধর্ম্মতলার বাজার হইতে নিষ্কাসিত হইল বোধ হয় তাহাদিগকে হগ সাহেব ধর্ম্মতলা বাজারের সম্মুখে চন্দ্রাতপতলে একত্র করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ধর্ম্মতলা বাজারের ব্যাপারীদিগকে হস্তগত করিতে না পারিলে হগ সাহেবের মিউনিসিপাল বাজারটী কোন মতেই অস্তিত্ব লাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু ধর্ম্মতলা বাজারের ব্যাপারীরা ধর্ম্মতলার বাজারে থাকিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হগ সাহেব বিষম বিপদস্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ব্যাপারীর জন্য তিনি অন্ধকার দেখিতেছেন। তাঁহার প্রস্তাবিত বাজারের মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ মানাপমান বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বাজারটী সংস্থাপন জন্য তিনি মিউনিসিপালিটীর ধনাগার শূন্য করিয়াছেন। যদি এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হন, তিনি সমস্ত দোষের ভাগী হইবেন সন্দেহ নাই। যদি কৃতকার্য্য হন তাহা হইলে তিনি কলিকাতার মিউনিসিপালিটীকে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবিত বাজারকে দাঁড় করাইবার জন্য, তিনি কোন আয়োজনের ত্রুটী করিবেন না।

বাজারটী বসাইবার জন্য তাঁহার প্রেরিত লোকজন চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে এবং ব্যাপারী অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। আমরা সে দিন শুনিলাম যে হগ সাহেবের কোন অনুচর খিদিরপুরের গবর্ণমেণ্ট বাজার অরফ্যান গঞ্জের ব্যাপারীদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল তাহাতে বাজারের কর্ত্তৃপক্ষ ২৪ পরগণার কালেক্টর সাহেব নাকি বিরক্ত হইয়া, মিউনিসিপালিটীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি জন্য গবর্ণমেণ্ট বাজারের অনিষ্টসাধন করিবার জন্য চেষ্টা পাওয়া হইতেছে ? হগ সাহেবের অনুচরেরা বোধ হয় আরো কত স্থানে যে এইরূপে ব্যাপারী হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে তাহা বলা যায় না।

যাহহাউক হগ সাহেব ন্যায় মার্গ অবলম্বন করিয়া যদি তাঁহার বাজারটী বসাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নানা লোকের নানা কথা আর শুনিতে হয় না। কিন্তু তাঁহার লোকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। মিরর পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে ভুলুয়া নামক কোন কসাই ধর্ম্মতলা বাজারে পূর্ব্বে মাংস বিক্রয় করিত, পরে হগ সাহেবের অনুচরবর্গের উত্তেজনায় মিউনিসিপালিটীর পরীক্ষেয় বাজারে উঠিয়া আইসে। সে যত দিন সেখানে আসিতেছিল, তত দিন তাহাকে ট্যাংরার মিউনিসিপাল কসাইখানায় জবাই করিতে দেওয়া হইত, পরে সে ধর্ম্মতলার বাজারে ফিরিয়া যায়, ইহাতে চেয়ারম্যানের অনুমত্যনুসারে ট্যাংরার কসাইখানাতে আর তাহাকে জবাই করিতে দেওয়া হয় নাই। আবার যখন সে মিউনিসিপালিটীর বাজারে যাইবার জন্য স্বীকৃত হইল, তখনই তাহাকে পুনরায় অনুমতি দেওয়া হইল। ইহা কি রূপ ন্যায় ব্যবহার আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা আরও শুনিতেছি যে ধর্ম্মতলা বাজারের ব্যাপারীদিগকে সামান্য দোষে (যে সকল দোষ পূর্ব্বে এই ধর্ম্মতলা বাজারে এবং এক্ষণে অন্যান্য স্থলে উপেক্ষিত হইয়া থাকে) ধরিয়া লইয়া দণ্ড প্রদান করা হইতেছে। মিউনিসিপালিটী যদি এরূপ ব্যবহারপরায়ণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তাহা হইলে সংকল্প সিদ্ধি

বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেও দুর্নাম ও কলঙ্কের ভাগী হইবেন সন্দেহ নাই।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটী যেরূপ কার্য্য নীতি অবলম্বন করিয়া নূতন বাজারটী বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদ করিতেছি বলিয়া আমরা বাজারটীর অশুভ কামনা করি না। বাজারটী এরূপ সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, যে দেখিলেই শত্রু পর্য্যন্ত ইহার কৃতার্থতা কামনা করিতে বাধ্য হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যখন ভাবিয়া দেখি, মিউনিসিপালিটী নগরবাসীদিগের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাজারের স্থাপনা করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতে ইহা মিউনিসিপালিটীর একটী সুন্দর উপার্জ্জন পন্থা হইতে পারিবে, তখন ইহার শুভ ও অভ্যুদয় কামনা সকলেরই অন্তরে উদয় হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া অন্যের নিজস্ব সম্পত্তির অন্যায় অনিষ্টসাধন করিয়া আমরা মিউনিসিপালিটীকে সে পন্থা আয়ত্ত করিতে বলি না।

আমরা নূতন বাজারটীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে, কিন্তু আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার বিষয়ে আমরা বিলক্ষণ সন্দিহান। বাবু হীরালাল শীল ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের ধর্ম্মতলার বাজারটী রক্ষা করিবার জন্য সহস্র উপায় অবলম্বন ও রাশি রাশি অর্থ অকাতরে ব্যয় করিবেন। মিউনিসিপালিটী তত অকাতরে সাধারণের টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নূতন বাজারটী প্রতিপোষণ করিতে পারিবেন কি না? শীল বাবুরা যে অল্পে ছাড়িবেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। মিউনিসিপালিটী স্বীয় বুদ্ধি দোষে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যে বহুকাল স্থায়ী হইবে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মিউনিসিপালিটী কতকাল পর্য্যন্ত এই প্রজ্বলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অগ্নিকুণ্ডে অর্থাহুতি প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন? যাহা হউক আমরা নূতন বাজারটীর ভাবী ভাগ্য অন্ধকারময় দেখিতেছি।

———

সাউথ সুবার্ব্বান মিউনিসিপালিটী।

অসম্পূর্ণ স্বাধীনতা মনুষ্যের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমান মিউনিসিপাল আইন দেশের লোকদিগকে সেই অবস্থায় ফেলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আত্মশাসন শিক্ষার আশা দিয়া প্রজাদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের স্কন্ধে টাক্স ভার অর্পণ করিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহাদের স্বাধীনতা নাম মাত্র। এই কারণেই মিউনিসিপাল কমিটী, রোডসেস কমিটী প্রভৃতির প্রতি লোকের এত অশ্রদ্ধা।

আমরা যে কারণে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি তাহা এই—কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর, হরিনাভি, মালঞ্চপ্রভৃতি গ্রামগুলি ৮।১০ বৎসর অবধি সাউথ সুবার্ব্বান বা দক্ষিণ সহর তলী মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইয়াছে। তদবধি এই সকল স্থানের লোকেরা রীতিমত টাক্স দিয়া আসিতেছেন। মিউনিসিপাল আইনের একটী ধারাতে আছে যে স্থান হইতে টাক্সের হিসাবে যে টাকা সংগ্রহ হইবে সেই টাকা হইতে সেই স্থানের পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে এবং তদ্ব্যতীত যে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তদ্দ্বারা সেই সেই স্থানের রাস্তাঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত ও সংস্কার করা হইবে। এই ধারার অনুসারে এই সকল গ্রামের টাক্সদাতাদিগের রাস্তাঘাটের জন্য কিছু কিছু টাকার প্রত্যাশা করিবার অধিকার আছে, কিন্তু অদ্যাবধি সে সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই বলিলে হয়। বেহালা প্রভৃতি স্থানও পূর্ব্বোক্ত মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত। বেহালাতে মিউনিসিপালিটীর সভার অধিষ্ঠান হয় এবং ১২ জন মেম্বরের মধ্যে প্রায় ৯।১০ জন সেখান হইতে মনোনীত হইয়াছে। রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি স্থান হইতে কেবলমাত্র দুই জন মেম্বর গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একজন আবার ইহার কোন স্থানের অধিবাসী নন—তিনি বারুইপুর নিবাসী। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন এরূপ স্থলে কাহাদের কথা অধিক গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা? বেহালার লোকেরা দলে অধিক সুতরাং তাহাদের কথা কমিটীতে অধিক রক্ষা হয়। পুলিসের ব্যয় ব্যতীত যে কিছু অর্থ এতদিন উদ্বৃত্ত হইয়াছে, সমগ্রই প্রায় বেহালার লোকেরা লইয়াছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি যে গড়িয়া, রাজপুর, হরিনাভি ও মালঞ্চ এই কয় গ্রাম হইতে বৎসরে প্রায় ৩০০০ হাজার টাকা টাক্স আদায় হয়। ইহার মধ্যে পুলিস ও অপরাপর হিসাবে প্রায় ২২০০ টাকা ব্যয় হয়। সুতরাং বৎসরে অনুমান ৭০০। ৮০০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। এই কয় বৎসর এই সমগ্র টাকা বেহালা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ব্যয় হইয়াছে। আবার বিশেষ ক্ষোভের বিষয় এই, সকল স্থানের টাক্সদাতারা বেহালা অপেক্ষা উচ্চতর হারে টাক্স দিয়া থাকেন। ইহা কি অবিচার নয়?

শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বোক্ত গ্রাম সকলের টাক্সদাতারা বহু দিন কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে তাঁহাদের একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। কেন হইল না আমরা বুঝিতে পারিলাম না। রাজপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি কয়েক বৎসর হইতে সাংক্রমিক

জ্বরে যেরূপ কষ্ট পাইতেছে, তাহা স্মরণ হইলে এই অবিচার আরও অন্যায়, বিগর্হিত ও অসহ্য বোধ হয়। আমরা লেপ্টনেন্ট গবর্ণরকে এ বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করি। ত্বরায় ইহার সদুপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

সাহিত্যমঞ্জরী শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২ পেজি ১৯৬ পৃষ্ঠা পরিমিত মূল্য ৸৹ আনা।

নবীন বাবু একজন বিচক্ষণ ও পরিচিত গ্রন্থকার, তাঁহার প্রণীত খগোল বিবরণ, ক্ষেত্র ব্যবহার প্রভৃতি পুস্তক শিক্ষার্থীদিগের উপকারী হইয়াছে। তিনি সঙ্গীত বিষয়ে একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়াও সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ বালক বৃন্দের সাহিত্য শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে পদ্যময় অনেকগুলি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। গদ্যগুলি নবীন বাবুরই প্রণীত। কবিতা কলাপ সঙ্কলনে নবীন বাবু অতি সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার গদ্যগুলি অধিকাংশ বিজ্ঞান বিষয়ক, তৎপাঠে বালকদিগের বিশেষ উন্নতি সাধন হইবে। সাধারণতঃ এমত বলা যাইতে পারে, যে যে উদ্দেশ্যে পুস্তক খানি প্রণীত হইয়াছে সে উদ্দেশ্য সাধনে ইহা অনেক পরিমাণে উপযোগী হইয়াছে।

অদ্যি পর্য্যন্ত বালকদিগের শিক্ষার্থ যতগুলি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, কোন পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ নাই। নীতি, সামাজিক ব্যবহার,বিজ্ঞান, পৌরাণিক বিবরণ, প্রভৃতি বিষয় বিভাগানুসারে যদি প্রবন্ধগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ প্রণীত বা সঙ্কলিত যাবতীয় পুস্তক গুলিই অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। সমালোচ্য গ্রন্থেও সে অসম্পূর্ণতা দেখিলাম। এরূপ বিষয় বিভাগ করিলে গ্রন্থকর্ত্তারা দেখিতে পান, তাঁহাদিগের গ্রন্থ মধ্যে কত বিষয় সন্নিবেশের অভাব রহিয়াছে, বালকগণও গ্রন্থকর্ত্তার প্রণালী দেখিয়া আপনারা প্রণালী কি তাহা শিক্ষা করে। এ গ্রন্থের আর একটী অভাব এই গ্রন্থকর্ত্তার বিরচিত প্রবন্ধ গুলির মধ্যগত ভাব সকলও যথোচিত প্রণালীক্রমে বিভক্ত হয় নাই।

বালকদিগের জন্য প্রবন্ধ রচনা করা অনেকে যেরূপ সহজ মনে করেন সেরূপ সহজ নয়। সে প্রবন্ধ গুলি এরূপে রচিত হওয়া চাই, যে তাহাতে বক্তব্য বিষয় সমূহ উত্তমরূপে বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তজ্জন্য ভাব সকল ক্রমে ক্রমে বিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক, কঠিন বিষয় সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সরল করা কর্ত্তব্য, প্রবন্ধ বিষয়ের সর্ব্ববিধ কোটি ও তত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম সন্নিবেশ করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত গুলি একে একে প্রকটিত করা উচিত, এবং প্রবন্ধ মধ্যে এমত সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকা আবশ্যক যেন সেই সকল উল্লেখ হইতে বালকগণের মনে স্বতঃ নানা বিষয়ের তর্ক ও প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। সর্ব্বশেষে বিষয় বিভাগ-গত অধ্যায়ের প্রান্ত ভাগে, এরূপ কতকগুলি প্রশ্নের প্রয়োজন, যে সে গুলির উত্তর পুস্তক মধ্যে নাই, অথচ তৎসন্নিবিষ্ট সিদ্ধান্ত নিচয় লিখিত বিষয় সকল হইতে অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। অদ্যি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে বালকদিগের শিক্ষার্থ অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, উল্লিখিত গুণ সমূহে কোন্ পুস্তক খানি সমন্বিত এবং তজ্জন্য উদ্দেশ্যানুযায়ী শিক্ষোপযোগী হইয়াছে? অথচ ইহার আদর্শ ইংরাজী ভাষায় অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে।

দিন দিন বাঙ্গলা ভাষায় অনেক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ উন্নতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তন্মধ্যে প্রভেদ এই, এক পুস্তকে কতকগুলি বিষয় প্রকাশিত আছে, অপর পুস্তকে অপর কতকগুলি বিষয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোন পুস্তকেই বিশুদ্ধ প্রণালীক্রমে বিষয় গুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ইহাকে উন্নতি বলে না, স্থায়ীভাব বলে। যে গ্রন্থকার উন্নতি সাধন করিতে না পারিলেন, তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নে বিশেষ কিছু লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এই লাভ, এক শ্রেণীভুক্ত অনেকগুলি সাহিত্য পুস্তক বিদ্যালয়ের যদি কোন শ্রেণী মধ্যে অধ্যাপনা হইতে পারে, তাহা হইলে কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে।

সমালোচ্য পুস্তকের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি কিয়ৎপরিমাণে দুর্ব্বোধ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে তাহা বালকগণের পদার্থজ্ঞানলাভের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ, আলোক প্রভৃতি, সামান্য পদার্থ সকল বালকগণের নয়নপথে সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এ সকলের তত্ত্ব তাহারা কিছুই জানে না। এ পুস্তকে এমত সকল বিষয়ের তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিষয় গুলির প্রকৃতি তত্ত্বের বিবরণে অনেক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু স্থলে স্থলে বিবরণের অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইল। মরীচিকার প্রকৃতি তত্ত্ব এবং তাহাদিগের উৎপত্তি কারণ স্পষ্টরূপে বিবৃত হয় নাই। বিদ্যুতের প্রস্তাবে ক্ষীণ ও পুষ্ট তড়িতের প্রভেদ প্রদর্শিত হয় নাই। এই প্রকার অন্যান্য প্রস্তাব হইতেও অনেক স্থল নির্ব্বাচন করিয়া আমাদিগের বাক্য সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা দোষ স্থানে স্থানে আবার গুণের নিমিত্তও হইয়াছে। তাহা হইতে যে সকল প্রশ্ন উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহা শিক্ষা বিধানের পক্ষে বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারিবে। গ্রন্থকার শিশির প্রবন্ধে এক স্থলে বলিলেন:—"যদি দুইটী ভিন্ন ভিন্ন তাপাবস্থাপন্ন বস্তু পরস্পরে সম্মুখীন থাকে, তাহা হইলে অধিকতর তাপযুক্ত বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত অল্পতাপ বিশিষ্ট বস্তুর উপর তাপ বিক্ষিপ্ত হয়। যেমন সূর্য ও পৃথিবী।" তৎপরে সূর্য্য অস্তগত হইলে কিরূপে সর্ব্বনিম্ন স্তরের বায়ু শীতল হইয়া পড়ে তাহাও প্রদর্শিত হইল। তৎপরেই গ্রন্থকার বলিলেন "দিবাভাগে যে সমুদায় বাষ্প উঠিয়া থাকে, তৎসমুদায় আর ঐ শীতল বায়ুতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া শিশির রূপে পরিণত হয়।" এইরূপ শিশিরোৎপত্তির কারণ বর্ণিত হইল। আমাদিগের প্রথম উদ্ধৃত স্থলে যে তত্ত্বটি নিরূপিত হইয়াছে সেই তত্ত্ব হইতে যে অপর একটী তত্ত্ব দুই উদ্ধৃত স্থল মধ্যে বিবেচ্য হয় তাহা গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নাই। সূর্য্যাস্তগমনের পর আবার পৃথিবী যে তাপ বিকীরণ করে, তদ্বিষয়ের বিচার প্রবন্ধ মধ্যে আনীত না হইয়া তাহা শিক্ষকের অধ্যাপনার উপর নির্ভর করা হইয়াছে। এই প্রকার কোটি সকল আমাদিগের প্রস্তাবিত প্রশ্নাবলীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা উচিত।

পরিশেষে বক্তব্য এই, পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয় হয় নাই। পুস্তকের কাগজগুলি যেরূপ পাতলা, বালকদিগের পুস্তকের জন্য সেরূপ হওয়া উচিত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পুস্তক মধ্যে এত বর্ণাশুদ্ধি দোষ যে তজ্জন্য একখানি শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশ করা আবশ্যক ছিল। তৃতীয়তঃ বালকদিগের শিক্ষাপোযোগী পুস্তকের পক্ষে সাহিত্য মঞ্জরীর মূল্য কিছু অধিক বোধ হইল। সাহিত্যমঞ্জরী যদি বালকগণের শিক্ষার্থ একখানি আদরণীয় পুস্তক না হইত, আমরা এই তিন প্রকার মুদ্রাঙ্কণ দোষের উল্লেখ করিতাম না।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম, মহারাণী স্বর্ণময়ী হিন্দু ফ্যামিলী আনুয়িটী ফণ্ডে ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এ ফণ্ডটী স্থায়ী হইয়া যে দেশের মহোপকার সাধন করিবে, ইহা তাহার একটী শুভ লক্ষণ বটে।

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর নাট্যশালা ৩১ এ ডিসেম্বর হইতে খুলিয়াছে। ইংরাজী নববর্ষের দিন আমাদিগের লেপ্টনন্ট গবর্ণরের প্রাসাদে বেলবিডিয়ারে যে শকের বাজার হইবে, তাহাতে ইহাদিগের নাট্যাভিনয় হইবে। বেশ্যাদ্বারা অভিনয় কার্য্য করেন বলিয়া বেঙ্গল থিয়েটর অগ্রাহ্য হইয়াছেন।

আমরা গত সংখ্যক হিন্দু পেট্রিয়টে দেখিলাম, গবর্ণমেণ্টের প্রতি এই পত্রের দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর রিপোর্টে লেখাতে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর প্রাইবেট সেক্রেটারীদ্বারা কৈফিয়ৎ চাহেন, তাহাতে হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া আপনার রাজভক্তি সপ্রমাণ করেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

অসতী বিধবা স্বামিবিত্তে অধিকারিণী হইবে বলিয়া হাইকোর্ট যে মীমাংসা করেন তাহার বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করিবার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন। আপীলের সুবিধা নিমিত্ত তাঁহারা এবিষয়ে হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন। জষ্টিস্ মার্কবী এই বলিয়া প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে ৭৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মোকর্দ্দমার আপীল বিলাতে হইবে, এ অনুমতি তিনি দিতে পারেন না। সমুদায় হিন্দুসমাজ হাইকোর্ট জজদিগের যে মীমাংসার ফলভোগী হইয়া শঙ্কাকুল রহিয়াছেন, অল্প টাকার বলিয়া তাহার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার বাধা দেওয়া বিচারপতির পক্ষে বিচার সঙ্গত হইতেছে না, এটী বিশেষ প্রকারের বলিয়া তিনি একটু টীকা করিয়া দিলেই হইত।

সেবিঙ্‌স্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার বিষয়ে অনিয়ম দেখিয়া গবর্ণর জেনারল বাহাদুর অনুমতি করিয়াছেন :—

১ম—আফিসের অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত (অনুমতি নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা হইলে দেওয়া হইবে) কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সেবিংস্ ব্যাঙ্কে বৎসরে ৫০০ টাকা অথবা সমুদায়ে ১০০০ টাকার অধিক জমা দিতে পারিবে না।

২য়—সচরাচর কোন ব্যক্তি আপনার বা পরিবারস্থ আত্মীয় দিগের জন্য একাধিক হিসাব খুলিতে পারিবে না।

বঙ্গদেশের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যাঁহারা নেটিব সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থী হইবেন, আগামী ১৮৭৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য হইবে, তৎপরে হইবে না। পরীক্ষার্থী যে জেলার অধিবাসী, সেই জেলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হইবে। ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা হইবে। ১৮৭৫ সালের পরীক্ষার নিয়মাবলী গত ২৪ এ ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহার মহেশ্বরপুর ঠাকুর বাড়ীতে চারিটী তোপ রাখিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি পাইয়াছেন। তিনি আড়ম্বর প্রদর্শনার্থ নিয়মিত ফি ৫০ টাকা প্রদান করিয়া এই গুলি রাখিতেছেন, এদিকে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রজা অনাহারে প্রাণত্যাগের আশঙ্কা করিতেছে!

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ক অনর পরীক্ষায় ঢাকা নিবাসী বাবু প্রসন্ন কুমার রায় (প্রাণী বিদ্যায়) ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আজিম গঞ্জের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভ্রাতার সদৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়াছেন। তিনি আপনার জমীদারীতে পুষ্করিণী আদি খনন জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া কেবল প্রজাদিগের জীবিকার উপায় করিতেছেন না, দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ রঙ্গপুরে ১০ হাজার মণ চাউল পাঠাইয়াছেন।

আমাদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন:—

আমরা সম্প্রতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বারাকপুর গমন করিয়াছিলাম তথায় দুইটী পুলিশ কর্ম্মচারীর কার্য্যদক্ষতা ও সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাহা সংবাদ পত্রে প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রথম, পুলিস ইন্‌স্পেক্টর মেং বগ্‌লি, দ্বিতীয় সব্ ইন্‌স্পেক্টর বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমরা অনেক গ্রামস্থ ভদ্রলোকের মুখে ইহাঁদের সমূহ সুখ্যাতি শ্রবণ করিলাম। ইহাঁরা দুইজন যথারীতি স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন, পুলিস কর্ম্মচারীরা স্বভাব দোষে অনেক স্থলেই যে সকল অত্যাচার দোষে দূষিত হয়েন, সেই সংক্রামক রোগ ইহাঁদের দুই জনকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, উক্ত কর্ম্মচারীদ্বয়ের উৎসাহ, কার্য্যদক্ষতা ও অপক্ষপাতিতা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক।

উত্তর পশ্চিম।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের শস্য বিষয়ক এইরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে :—

গাজীপুর ২২এডিসেম্বর—মূল্য পূর্ব্ববৎ, পশ্চিম হইতে যথেস্ট আমদানী হইতেছে। রপ্তানী নাই। কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

বারাণসী ২৩এ—পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই, জলাভাব, সর্ব্ব বিধায়ে খাল কাটা হইতেছে।

গোরক্ষপুর ২২এ—ঐরূপ। রবিখন্দ ভাল জন্মিবার আশা হইতেছে।

বস্তী—মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে, জল সেচন কার্য্য চলিতেছে। রবির লক্ষণ ভাল, ইহার বিঘ্ন না হইলে স্থানীয় শস্যাভাব পূর্ণ হইতে পারিবে।

আজিম গড়—মূল্য পূর্ব্বরূপ, খাল বিস্তারিত হইতেছে।

জোয়ানপুর—আউড হইতে আমদানী হওয়াতে মূল্য কমিয়াছে।

উপরি উক্ত প্রায় সকল স্থানেই ২১এ ডিসেম্বর সামান্য রূপ বৃষ্টি হইয়াছিল।

আমাদিগের গাজিপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে গত ১৭ই তারিখ বুধবার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু বঙ্গভাষায় এখানে একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটী ভিকটোরিয়া স্কুল ভবনে হইয়াছিল এবং এই উপলক্ষে প্রায় অত্রত্য সকল বঙ্গবাসী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বক্তৃতাটী হিন্দি বক্তৃতাটীর ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই। ইহাতে লোকের মনে প্রীতি জন্মে নাই বরং অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমন কি অনেকেই (যাহাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অমৃত বাবু বলিলেন) রাগান্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি কটু কাটব্য পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি (অমৃত বাবু) তাহাতে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া সকল কথাই হাস্য বদনে সহ্য করিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারকগণ যদি এপ্রকার সহিষ্ণুতা গুণবিশিষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষে, কেবল ভারতবর্ষে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে যে ধর্ম্মের নিমিত্ত ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইত তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। অমৃত বাবু ঐ বিষাদ রাত্রে এখান হইতে গয়াভিমুখে গমন করিয়াছেন।

গত ২২ শে তারিখ রাত্রে এখানে অল্প অল্প

বৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে বৃষ্টি হওয়া যে এপ্রদেশে চাষের পক্ষে কত দূর উপকারী তাহা বলা যায় না। যদিও বৃষ্টি অতি অল্প পরিমাণে হইয়াছে, তথাপি ইহাতে কৃষিদিগের মনে যে কত দূর আহ্লাদ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য ৮।১০ দিনের মধ্যে যদি আর এক পশলা হয় তাহা হইলে চাষের বড়ই উপকার হইবে।

বিখ্যাত পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী লক্ষ্ণৌ হইতে ফরক্কাবাদ গমন করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ বাসীরা তাঁহার বক্তৃতায় অল্পেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যাহাহউক পণ্ডিতবর তাঁহার বেদাধ্যাপনার বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থ ১০ হাজারের অধিক টাকা স্বাক্ষর করাইয়াছেন। মোরাদাবাদের বাবু শিব রাজ সিংহ একা ৫০০০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

লাহোরের রবসন সাহেব এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে, চুক্তিভঙ্গের যে মোকর্দ্দমা হয়, মধ্যস্থেরা তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে দোষী বলিয়াছেন এবং রবসন সাহেবের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩৩৭০০ টাকা দিবার অনুমতি করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

বাঙ্গালোরে একজন রাখাল পশু চরাইবার সময় একটা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া বাঘের গলা আঁকাড়িয়া ধরে এবং যষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া বধ করে।

টাঞ্জোরের রাণী রাজবাটীর মধ্যে একটী সংস্কৃত দাতব্য বিদ্যালয় খুলিয়াছেন, এখানে পারসী মহারাষ্ট্র, তেলেগু, তামিল, এবং ইংরাজীও শিক্ষা হইবে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২০০০ টাকা রাখা হইয়াছে।

মহীসুরের যুবরাজ কর্ণেল মালিসনের সমভিব্যাহারে কলিকাতায় শুভাগমন করিতেছেন।

মান্দ্রাজের চিফ জষ্টিস্ সার ওয়াল্‌টার মর্গান সরকারী কার্য্যানুরোধে সপুত্র কলিকাতায় আসিয়াছেন।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন যে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রায় ২৮,৮৪২ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। ৬,০০,০০০ মণ চাউল ক্রয় করিবার চুক্তি করা হইয়াছে। এ গুলি জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রপ্তানি করা হইবে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার পঞ্চমাংশ ইতি মধ্যেই ক্রয় করিয়াছেন।

বোম্বাই।

আমেদাবাদের লোকেরা স্বকীয় নগরে একটী কলেজ স্থাপনার্থ ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অবশিষ্ট টাকার সাহায্য চাহিয়াছে।

বরদা কমিসন এক্ষণে ভো সিন্ধিয়ার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন। বোম্বে সমাচার বলেন গবর্ণমেণ্ট অভয়দান করিলে অনেকে ইহার বিশেষ বিবরণ বলিতে অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু কমিসন বরদা পরিত্যাগ করিলে পাছে আবার গুইকুমারের কোপে পতিত হইতে হয় এই ভয়ে তাঁহারা ক্ষান্ত আছেন। বরদার অত্যাচারের বিষয় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করা উচিত।

সিন্ধিয়ার মহারাজা বিবাহ দিবসাবধি প্রতিদিন ১০ সহস্র ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইতেছেন এবং প্রত্যেককে ৫ টাকা দক্ষিণা দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দীন দুঃখীদিগকে কম্বল ও বিবিধ শীতবস্ত্র দান করিয়া বদান্যতার পরিচয় দিতেছেন।

বোম্বাইয়ে আর একটী স্ত্রীচিকিৎসক আসিয়াছেন, তাঁহার নাম সারা, এফ্ নরিস এম, ডি। তিনি বৈকুল্যার আমেরিকান মিসন হাউসে অবস্থিতি করিতেছেন। বোষ্টন মেসেচুসেটস্ মেডিকেল কলেজে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এম ডি উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং তাহার পর তিন বৎসরকাল তত্রত্য স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের হাঁসপাতালে কার্য্য করেন। তিনি বোম্বে নগরে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা করিবেন। প্রত্যহ ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং পীড়া কঠিন হইলে দিবা রাত্রে যখন যিনি ডাকিয়া পাঠাইবেন, তখনই রোগী দেখিতে প্রস্তুত আছেন।

ইউরোপ।

উর্দ্দ্ গাইড বলেন "ইংরাজদিগের অহিফেন উৎপাদন প্রণালী এবং ভারতবর্ষ ও চিনদেশে ইহার ফল" এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার পুরস্কার ২০০০ এবং দ্বিতীয় রচনার পুরস্কার ১০০০ টাকা প্রদত্ত হইবে। সার সি ই ট্রিবেলিয়ন, সার বার্টল ফ্রিয়ার এবং সার লুইস্ মালেট পরীক্ষক। আগামী ১৮৭৪ সালের ১লা মের মধ্যে উহাঁদিগের কাহার নিকট রচনা সকল প্রেরিত হইবে। রচনায় ভাষার পারিপাট্য যেরূপ হউক, বিবরণ অধিক থাকা চাই। এ দেশীয় কোন কৃতবিদ্য কি পুরস্কার লাভার্থী হইতে পারেন না?

মৃত বেরিং সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র লড নর্থব্রুক তাঁহার প্রধান উত্তরাধিকারী। তিনি প্রায় ৩,০০,০০,০০০ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত অনূ্ন ৩০,০০,০৩০ টাকার ছবি আছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনারল ইহার মধ্য হইতে নগদ সোয়াকোটী টাকা এবং ছবি সমেত লণ্ডনের অট্টালিকা পাইবেন। তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা ৩০ লক্ষ এবং কার্লাইলের বিসপ ডাক্তর ব্যারিং ৪ লক্ষ টাকার অধিকারী হইবেন।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে সকল দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্র ও তাহার রিপোর্ট ইণ্ডিয়া অফিসে সংগৃহীত হয়, কেহ দেখিবার প্রার্থনা করিলে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অণ্ডর সেক্রেটরি গ্রাণ্ড ডফ সে গুলি আফিসে যাইবামাত্র গোপনীয় দলিল করিয়া রাখিয়া দেন, আফিসের কোন ব্যক্তিও তাহা দেখিতে পায় না। এ দিকে সেই কাগজ আবর্জ্জনারূপে শেষে ঝাঁট দিয়া ফেলিতে হয়।

লণ্ডনের লর্ড মেয়র ইণ্ডিয়া আফিস হইতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইয়াছেন যে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থার অনেক উন্নতিসাধন হইয়াছে সুতরাং আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের জন্য আর দান সংগ্রহের আবশ্যকতা নাই। এ দিকে রপ্তানির দ্বার খোলা থাকাতে সমস্ত শস্য বিদেশে নীত হইতেছে, মফস্বলে অনেক স্থানে চাউল পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্টের এরূপ রাজনীতির অভিপ্রায় কি?

বলরামপুরের মহারাজা সার দিগ্বিজয় সিংহের একটী হস্তী তিন ব্যক্তিকে হত করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে একটী রৌপ্যময় হাওদা আছে তাহার মূল্য ৩০০০ টাকা। হাতীটী এরূপ হত্যা, চুরি ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কি নিরাপদে স্বদলে গিয়া মিশিবে? উ,প।

বিবিধ।

স্পেনের বড় বিপদ। ইহার স্বদেশে ২টী এবং উপনিবেশে ১টী প্রজা বিদ্রোহ চলিতেছে, পশ্চিমে ইউনাইটেড ষ্টেটসের সহিত ইহার বিবাদ আছে। এক্ষণে সুদূর সীমাবর্ত্তী পূর্ব্বদেশে (মানিলাতে) ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জাতি জর্ম্মণদিগের সহিত ইহাদের বিবাদ ঘটিয়াছে।

জাপান বাসীরা রবিবারের পরিবর্ত্তে ৪ দিন অন্তর এক দিন ধর্ম্ম ও বিশ্রামের দিন বলিয়া পালন করিতেছে। জাপান অল্পদিনে অনেক পরিবর্ত্তন দেখাইল।

আসান্টি যুদ্ধে এবারে ইংরাজ পক্ষের সুসমাচার শুনা যাইতেছে। আব্রা কাম্পা নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে শত্রুপক্ষ এককালে দলিত হইয়াছে!

কাবুলের আমীর যুবরাজ ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন পুত্রকে কাবুলে রাখিতেছেন না। তাঁহার একটী পৌত্রকে তুবকি স্থানে পাঠাইতেছেন।

১৭৭৪ সালে সিংহলের আনুমানিক রাজস্বের আয় ১২৯০০০০০ টাকা ধরা হইয়াছে এবং ব্যয় প্রায় ১,১৯৫০০০০ টাকা হইবে।

নরদার্ক্ষ ইণ্ডিয়ান নিউস বলেন যে এক খানি ফরাসী সংবাদ পত্র ওলাউঠা রোগ নিবারণের একটী অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। একটী রেসমের অঙ্গরক্ষা শরীরের অব্যবহিত পরে পরিলেই আর এ রোগ আসিতে পারে না। উদাহরণ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে চিনদেশবাসীদিগের মধ্যে এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার থাকাতে তাহারা প্রায় বিসূচিকা দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

উইলিয়ম হণ্ট নামক ৩৯ সংখ্যক রেজিমেণ্টের একজন সৈনিক পেসোয়ারে একটী এতদ্দেশীয়কে গুলি করিয়া হত্যা করার অপরাধে ফাঁসি গিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যাহারা নিয়োজিত হইয়াছিল, সে তাহাদিগের প্রতিও গুলি নিক্ষেপ করে।

জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানার্থ ডাক্তর জাগরকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কর্ম্মচারীকে তাঁহার সাহায্যার্থ অনুরোধ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি এ দেশীয় কৃতবিদ্যগণ ইঁহার যথোচিত সহায়তা করিবেন।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কঙ্গো নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী হীরকের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। নমুনা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

ঝাঞ্জিবার হইতে দাস ব্যবসায় এখনও উঠিয়া যায় নাই, তত্রত্য কন্সল জেনারল ডাক্তর ক্লার্ক উপকূল দিয়া গমনকালে ৩০০ দাসকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর তৃতীয় পুত্র প্রিন্স আর্থর স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আসান্টি যুদ্ধে যাইতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রধান সেনাপতির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন, স্বীকার করিয়াছেন।

সিংহল দ্বীপে বাঙ্গালার ন্যায় শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ও দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ৮ই ডিসেম্বর কলম্বোর বহুসংখ্যক লোক দলবদ্ধ হইয়া লগুড় হস্তে চাউলের দোকান সকল ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছিল, কেন না তত্রত্য বণিকেরা চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিবে বলিয়া অধিক পরিমাণে শস্য কিনিয়া রাখিতেছিল।

প্রাপ্ত।

আমাদিগের কোন দক্ষিণ বাঙ্গালা ভ্রমণ কারী বন্ধু লিখিয়াছেন :—

(১) বারুইপুর সব্‌ডিবিজনে একজন মুসলমান সবডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট মুসলমান জাতিকে এরূপ উৎসাহ দান করেন ইহা সুখের বিষয় বটে, কিন্তু এ বিভাগে যিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ, এরূপ পরিদর্শকেরই অধিক প্রয়োজন। এ বৎসর হরিনাভি ও জয়নগর স্কুল হইতে এক একটী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে, উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জয়নগর বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র গৃহ নাই। ভয় হইতেছে কবে বর্ত্তমান ভাড়াটিয়া জীর্ণ বাটীতে বালকগুলির অপঘাত মৃত্যু হয়। জয়নগর ও মজিলপুরের জমিদারগণ আর কোন্ কালে কি করিবেন? দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভঞ্জ কি গায়ের মাংস কাটিয়া দিবেন? ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট একটু মনোযোগী হইলে গৃহটী অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। এস্থানের বি, এ, এম্, এ উপাধিধারী কৃতবিদ্য যুবাগণ এক্ষণে কোথায় রহিলেন? দুর্ভিক্ষের সময়ের মজিলপুরের বাঙ্গালা মডেল স্কুলের একটী বড় পাকা গৃহের প্রয়োজন। জমিদার গোপাল বাবুর যত্ন হইলেই তাহা হইতে পারে।

(২) জয়নগর ও মজিলপুরে গুলি, গাঁজা ও মদের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। ইহার আনুসঙ্গিক দোষ ও চৌর্য্যবৃত্তির বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক ভদ্র সন্তান উচ্ছন্ন যাইতেছে। শুনিলাম মজিলপুরে একটী সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। জমিদারগণ, পিতামাতা সকলের চেষ্টাও পুলিসের শাসন বিনা এই সকল দোষ নিবারণ হওয়া ভার।

(৩) সম্প্রতি ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পিকক্ সাহেব জয়নগর ও মজিলপুর অঞ্চলের রাস্তা, স্কুল ও ধান্য চাউলের গোলাদি তদারক করিয়া গিয়াছেন। অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর কার্য্য লইয়া ভারি গোল হইতেছে। পক্ষপাত শূন্য সচ্চরিত্র মেম্বরগণের অভাবই সকল গোলের কারণ। এক্ষণে মজিলপুরস্থ ব্রাহ্মণগণ কোথায় রহিলেন? জয়নগরের ডিস্‌পেন্সরিতে লুকাইয়া মদ বিক্রয় হইত এজন্য দণ্ড হইয়াছে, ইহা ভদ্র লোকের বাটী হইতে সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত হইলে সর্ব্ব প্রকারে ভাল হয়।

(৪) গড়িয়ার দক্ষিণে, ডিহিমেদমল্ল, জয়নগর ও ময়দা এই তিনটী স্থানে তিনটী হরিসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। একজন নাম কাটা ব্রাহ্মসিপাহি প্রথমোক্ত সভার প্রধান উদ্যোগী।

(৫) দক্ষিণ অঞ্চলে ধান্য চাউলের বাজার ভারি গরম। আতপ তণ্ডুলের মণ ৫ টাকা ও দেশী সিদ্ধ চাউলের মণ ২৸০ হইতে ৩ টাকা। গত বৎসর এমন সময়ে ইহার অর্দ্ধেক মূল্য ছিল। আর আর সমুদায় সামগ্রী সহরের অপেক্ষাও মহার্ঘ। এস্থলে গরিব লোকের বাস করা ভার।

(৬) চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সপরিবারে কাশীবাসী হইয়াছেন।

(৭) গত শনিবার হরিনাভি বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ শাস্ত্রী মহাশয়ের তৃতীয়া নব কুমারীর জাত কর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

নিশীথচন্দ্র।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়া।

ভুলিল নয়ন মন, সুধাংশু হেরে তোমারে।
কনক কমল সম, ভাস আকাশ সাগরে।
নিবিড় আঁধার হরি, মধুর মাধুরী ধরি,
প্রকাশ কি শোভা মরি, হৃদয় শীতল করে;
সুধারাশি ঢেলেদাও, এত সুধা কোথা পাও,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাসাও অজস্র সুধাধারে?
গভীর নিশীথ কালে, ছড়ায়ে কৌমুদীজালে,
রঞ্জিয়ে জলদ দলে, সুষুপ্ত বিশ্বের পরে;
ঢল ঢল ভাবে চল, প্রকাশিয়ে জল স্থল,
তব সুধা সুনির্ম্মল, শান্ত সিন্ধু পান করে।
অসংখ্য নক্ষত্ররাশি, সুমধুর মৃদু হাসি, তব সনে
যায় ভাসি, বিশাল নীল অম্বরে।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

স্বর্ণময়ীচরিতম্।(১)

রাজধান্যা রাজবংশস্য চ সংক্ষিপ্তবিবরণম্।
নিবিষ্টো জাহ্নবীতীরে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
বিখ্যাতো মুর্শিদাবাদনামা জনপদো মহান্॥ ১॥

(১) স্বর্ণময়ীচরিত আটটি প্রকরণে সমাপ্ত হইবে, যথা;—অবতরণিকা; মঙ্গলাচরণ; রাজধানী ও রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; রাজ্ঞীর দানধর্ম্ম; রাজ্ঞীপ্রশস্তি; ভারতবিলাপ; কবিবচনসুধা; পরিশিষ্ট। পরিশিষ্ট ভাগে কাশীমবাজার রাজবংশের বিস্তৃত বিবরণ সরল অনুষ্টুপ্ শ্লোকে বর্ণিত হইবে। কেহ রচনাগত কোন দোষ দর্শাইলে লেখক তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সংশোধন করিয়া লইবেন।

কম্পোজিটারের অনবধানতায় গতবারে মঙ্গলাচরণোক্ত প্রথম তিন শ্লোকের অনুবাদ ছাড়া হইয়াছিল।

হর্ম্ম্যেষু হেমাদ্রিনিভেষু যস্মিন্
গঙ্গাতরঙ্গানিলবীজিতেষু।
অসীমসম্পদ্বিজিতালকেশাঃ
প্রশস্তবংশা ধনিনো বসন্তি ॥ ২ ॥

তত্রাস্তি নগরী রম্যাশেষসৌভাগ্যশালিনী।
কাশীমবাজার ইতি প্রথিতা লোকবিশ্রুতা ॥ ৩ ॥

যা গৌড়ে প্রৌঢ়বীর্য্যোদ্ধতযবনকুলোদ্ভূতভূপাধিকারে, ভূভুধা বাসভূমির্ধনিগুণিবণিজাং দিগ্‌দিগন্তাগতানাম্। ভব্যৈশ্চাসেব্যমানা নিরবধিপরমানন্দসন্দোহপূর্ণা, প্রোত্তুঙ্গানেকসৌধাবলিভিরবিরলং শোভিতাসীৎ সমন্তাৎ ॥ ৪ ॥

যাসীমাকাশভীমাম্বুধিসলিলমতীত্যাগতৈঃ পণ্যলোভাদুদ্দণ্ডেংলণ্ডবাসিপ্রভৃতিভিরভিতোঽপুরি ভূরিপ্রবীরৈঃ। তেষাং বাণিজ্যশালাশবগৃহপরিখাবপ্রহর্ম্ম্যাবলীনাং সংলক্ষ্যন্তে সমন্তাৎ তৃণবিটপিচিতা ধ্বংসশেষা হ্যশেষাঃ ॥ ৫ ॥

(ক) যা পূর্ব্বং বুদ্ধিমন্থাচলমথিতমহাম্নায়দুগ্ধার্ণবোত্থপ্রজ্ঞানানন্দসান্দ্রামৃতরসশমিতাশেষসংসারতাপৈঃ। সম্মোহধ্বান্তসূর্য্যৈস্ত্রিদশগুরুসমাসীমবিদ্যাপ্রভাবৈঃ, শ্রীমদ্ভিঃ কৃষ্ণনাথপ্রভৃতিভিরমিতৈঃ পণ্ডিতৈর্ম্মণ্ডিতাভূৎ ॥ ৬ ॥

(খ) যস্যা এবাবিদূরে বহরমপুরমত্যাচিতং পাঠশালাসেনাগারৈঃ সুরম্যৈরধিকরণশতৈঃ রাজমার্গৈশ্চ শস্তৈঃ। যত্র শ্রীরামদাসপ্রমুখগুণিগণাঃ সেনবংশাবতংসাঃ, অন্যে চাগণ্যপুণ্যা ভুবনজনহিতা ভাগ্যবন্তোবসন্তি ॥ ৭ ॥

স্থানং খাগ্‌ড়াভিধানং বসতিপরিবৃতং ভাতাদূরে চ যস্যাঃ, বিভ্রৎ কাম্যপ্যভিখ্যামবিরলবিলসৎপণ্যশালাবলীভিঃ। স্বচ্ছে তোয়ং যদীয়ে স্ফটিকমণিনিভে কাংস্যপাত্রে বিচিত্রে পীত্বা সদ্যোধনাঢ্যা অপি রজতময়ং ভাজনং বিস্মরন্তি ॥ ৮ ॥

(গ) যস্যা এবোপকণ্ঠে যবনকুলপতের্ম্মুর্শিদাবাদভর্ত্তুঃ, শুভ্রপ্রাসাদমালা লসতি সুবিমলৈকজ্জ্বলা রত্নজালৈঃ। স্বৈরং যদ্ভিত্তিমূলে চলতি কলকলং লোলকল্লোললীলাজালং বিস্তারয়ন্তী কলিকলুষকুলোন্মূলনা জহ্নুকন্যা ॥ ৯ ॥

(ঘ) আজিম্‌গঞ্জাভিধানং বিলসতি নগরং মঞ্জু যস্যাউদীচ্যাং, পণ্যাজীবোত্তমৈর্নিচিতমথ জিয়াগঞ্জনামাপ্যগঞ্জম্। শশ্বদ্ভূয়োবদান্যৈঃ সুকৃতিষু বহুশো লব্ধভূরিপ্রতিষ্ঠঃ, লক্ষ্মীপৎসিংহনামা নিবসতি ধনবান্ যত্র ধীমান্ মহাত্মা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

গঙ্গাতটে মুর্শিদাবাদ নামে অসামান্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবিস্তীর্ণ জনপদ আছে। যে স্থানে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনদাধিক বিত্তবশালী ধনিগণ পবিত্র তরঙ্গবায়ুর সংসর্গে সুশীতল, সুমেরুসদৃশ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীমধ্যে পরম সুখে বাস করিতেছেন।১।২।

সেই সুবিখ্যাত মুর্শিদাবাদে কাশীমবাজার নামক সর্ব্বলোকবিশ্রুত অসীম ঐশ্বর্য্যশালী পরম সুন্দর এক নগর আছে। ৩।

যে সময় বঙ্গদেশে প্রবলপ্রতাপ দুর্দ্দান্ত মুর্শিদাবাদের নবাবগণের আধিপত্য ছিল, সে সময় এই কাশীমবাজারের শোভা ও সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। তৎকালে ইহা নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় বহুবিধ ধনী গুণী ও বণিককুলের বাসস্থান ছিল, ভদ্র সমাজের উপজীব্য ছিল, এবং সর্ব্বত্র উন্নত অট্টালিকাজালে অলঙ্কৃত ছিল। ৪।

আকাশের ন্যায় অসীম ভীম সিন্ধুজল অতিক্রম করিয়া পণ্যলোভী পরাক্রান্ত ইংরাজ ও অন্যান্য বৈদেশিক বীরজাতি পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। অদ্যাপি তাঁহাদের নির্ম্মিত বাণিজ্যশালা, সমাধিস্থান, সুরচিত প্রাকার, পরিখা ও হর্ম্ম্যশ্রেণীর তৃণতরুসমাকীর্ণ ধ্বংসাবশেষ সকল সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। ৫।

এই নগরী পূর্ব্বে পুণ্যকীর্ত্তি কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসভূমি ছিল। তাঁহারা নিজ বুদ্ধিরূপ মন্দর দ্বারা গভীর শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক তদুত্থিত জ্ঞানামৃত পান করিয়া সংসারের সকল সন্তাপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন; তাঁহারা মোহান্ধকারের সাক্ষাৎ সূর্য্য স্বরূপ, এবং বিদ্যায় বৃহস্পতির সদৃশ ছিলেন। তাঁহাদের প্রসাদে কত দেশের কত ছাত্র বিদ্যালোকসম্পন্ন হইয়া গিয়াছেন। ৬।

যাহার অবিদূরে প্রশস্ত রাজমার্গে পরিশোভিত সুসমৃদ্ধ বহরমপুর নগর। বহরমপুরে ধর্ম্মাধিকরণ, সৈন্যশালা, বারিক, আয়ুধাগার, প্রসিদ্ধ কলেজ বাটী প্রভৃতি বিস্তর দর্শনীয় পদার্থ আছে। বিখ্যাত সেনবংশীয় জামদার শ্রীমান্ রামদাস প্রভৃতি ভূরি ভূরি গুণিজনের অধিষ্ঠানে নগরটি অধিকতর রমণীয় হইয়াছে।৭।

বহুজনসমাকীর্ণ খাগ্‌ড়া নগর যাহার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। খাগ্‌ড়ার পণ্যবীথীর শোভা অতি অপূর্ব্ব। তথায় কাঁসার অতি উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়; ধনিগণ স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় খাগ্‌ড়াই গ্লাসে জলপান করিয়া রজতময় পান পাত্রও বিস্মৃত হইয়া থাকেন। ৮।

যাহার অনতিদূরে যবনকুলেশ্বর মুর্শিদাবাদপতির বিমল রত্নজালে অলঙ্কৃত ধবল সৌধমালা দৃষ্ট হয়। কলিকলুষনাশিনী ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথী এই সৌধমালার ভিত্তিমূল দিয়া অবিরল কল কল নাদে প্রবাহিত হইয়াছেন। ৯।

যাহার কিয়দ্দূর উত্তরে গমন করিলে গঙ্গার উভয় তটে রমণীয় আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ সহর দৃষ্ট হয়। সহরদুটি সদাগর, মহাজন প্রভৃতি বহুতর কারবারী লোকের স্থান। তথায় প্রসিদ্ধ ধনকুবের ধনপৎসিংহ ও লছ্মীপৎ সিংহ বাস করেন। মহাত্মা লছ্মীপৎ সিংহ নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সুকৃতিসমাজে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১০।

(ক্রমশঃ)

(ক) সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
করিতেন নিজ টোলে বিদ্যাবিতরণ,
নানা দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায়,
হইল পণ্ডিত কত তাঁহার কৃপায়,
কাশীমবাজারে তাঁর ছিল বাসস্থান,
মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান।
(সুরধুনী)

(খ) ছাড়িয়ে নবাববাড়ী নগপতিবালা,
বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা;
রমণীয় পথ ঘাট বিশাল বারিক,
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতিক।
বিরাজে কালেজ এক বিদ্যানিকেতন,
অধ্যয়ন করিতেছে শিশু অগণন।
অপূর্ব্ব কূলের শোভা নগরের তলে,
আচ্ছাদিত নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে।
(সুরধুনী)

(গ) নবাবের অট্টালিকা দরবার স্থান,
বড় বড় ঘর আর তোরণ সোপান,
দেয়ালে আলেখ্য শোভে দেখিতে সুন্দর,
নীরবে কহিছে কথা ধন্য চিত্রকর,
দালগিরি, আলমারি, মেহাগিনি মেজ,
অতুল্য সুমূল্য ঝাড় শত শত সেজ,
ফরাসি গালিচা পাতা ফুল কাটা তায়,
চেয়ার পর্য্যাঙ্ক কোচ গণা নাহি যায়,
বিলিয়ার্ড খেলিবার সুললিত ছড়ি,
দেয়ালে মধুর তানে বাজিতেছে ঘড়ি।
(সুরধুনী)

(ঘ) এক পারে জিয়াগঞ্জ শোভে মনোহর,
অপরে আজিমগঞ্জ সমান সহর,
জাহ্নবী জীবনমাঝে করে টলমল,
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল।
কেঁয়েদের নিবসতি এ দুই নগরে,
প্রস্তর পরেশনাথ শোভে ঘরে ঘরে।
ধনশালী সদাগর কেঁয়েরা সবাই,
বিদ্যার উন্নতি কিন্তু কিছু মাত্র নাই।
দানশীল লছ্মীপৎ কেঁয়ে কুলসার,
পলাশবিপিনে যেন পঙ্কজ বিহার'।
(সুরধুনী)

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না। ১

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬৲ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক … …	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক … …	২৲ "	২।৵০
মাসিক …	৷৷০	৮৵০
প্রতি সংখ্যা … …	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ • ৩৮ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৬শে পৌষ শুক্রবার। ১৮৭৩—৯ই জানুয়ারি | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

চেতলা ওকালীঘাটের মধ্যে যে সেতুটী আছে, তাহা 'আছে বলদ, না বয় হাল' থাকিয়াও নাই বলিলে হয়। ইহার এক দিকে একটা প্রধান তীর্থ স্থল, অন্যদিকে ২৪ পরগণার প্রধান২ কাছারী সকল, সুতরাং উভয় স্থানে যে বহু লোকের সমাগম হয় এবং মধ্যবর্ত্তী সেতুটী যে অতি প্রয়োজনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সেতুটী ভগ্নপ্রায়, চলিতে ভয় হয়; যেরূপ কাষ্ঠে গঠিত, বর্ষাকালে তাহার উপর দিয়া চলা মহা সঙ্কট জনক। ইহার উপরে গাড়ী যাইবার উপায় নাই, কালীঘাটের দিক হইতে কোন ভদ্রলোকের আলীপুর যাইতে হইলে,হয় টালীগঞ্জ নয় ভবানীপুর দিয়া বহু দূর বেড়িয়া যাইতে হয়। আমাদিগের মতে হয় এ পোলটী গাড়ী মনুষ্য সকলের গমনোপযোগী করিয়া ভালরূপে প্রস্তুত করা হউক, নচেৎ ইহা ভগ্ন করিয়া ফেলা শ্রেয়স্কর।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অধিকাংশ অশ্লীলতা নিবারণের স্বপক্ষ, কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি হিন্দুপেট্রিয়ট ও বেঙ্গলির ন্যায় এদেশীয় ইংরাজী পত্র সকল পদে পদে ইহার বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। হিন্দুপেট্রিয়ট অশ্লীলতা নিবারণী সভার সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন—

"এই অত্যুৎসাহীরা জানেন না আমাদিগের সাহিত্য সমাজ পরিবর্ত্তনের অবস্থায় অবস্থিত, তাহাদের এত বল নাই যে কোন বিষয়ে বাধা প্রদান করে। অশ্লীল পুস্তক সকল রহিত করিতে গেলে ভাল পুস্তক সকলও রহিত হইয়া যাইবে।"

ভাল পুস্তক লিখিলে গেলেই অশ্লীলতা চাই। দেশীয় একজন প্রধানতম সম্পাদকের এ প্রকার উক্তি নিতান্ত লজ্জাকর সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিলাম গতকল্য বেলা ৮৷৷ টার সময় ওয়াটগঞ্জের পোল হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে কয়েক ব্যক্তি মৃত ও কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ভগ্নাবস্থ সেতু সকল উত্তম রূপে পরীক্ষা ও সংস্কার করা না হইলে কত স্থানে কত দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। পবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের যে সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারীর উপর এই সেতুর তত্বাবধানের ভার অর্পিত ছিল তাঁহারা উচ্চ বিত্তভোগ সুখে অলস হইয়া কি নিদ্রা যাইতেছিলেন? গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা স্কুলের সঙ্গে যে বাঙ্গালা বিভাগটী ছিল, তাহা 'কলিকাতা বঙ্গ বিদ্যালয়' নামে একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। কলিকাতায় অনেক প্রকার স্কুল আছে বটে, কিন্তু একটী উৎকৃষ্ট শিশুবিদ্যালয়ের অভাব আজিও পূর্ণ হইতেছে না। আমরা বিজ্ঞাপনটী পাঠে আশ্বাসিত হইয়াছি, ইহার অনুযায়ী কার্য্য হইলে বিদ্যালয়টী নগরবাসী দিগের বিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষকদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দয়ালু হইয়া অর্থঋণ দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু রাইয়ত দিগের নিকট হইতে পাছে টাকা আদায় না হয়, এই আশঙ্কায় প্রস্তাব করিয়াছেন জমীদার দিগকে এই টাকার দায়ী থাকিতে হইবে। এবিষয়ে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের মতও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এ প্রস্তাবটী যদি বিধিবদ্ধ হয়, জমীদারদিগের প্রতি নিতান্ত অন্যায়াচরণ করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট দয়া প্রকাশ করিতে যাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে না ঠকেন এই বলিয়া বলপূর্ব্বক অপরকে দায়গ্রস্ত করা কোন্ ধর্ম্মনীতিসঙ্গত? আমরা আশা করি লর্ড নর্থব্রুক এ ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিয়া সাধারণের বিরাগভাজন হইবেন না।

আলিপুরের দেওয়ানি আদালতে একটা নূতন প্রকারের মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। একজন বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ যুবক প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিয়া কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উপবীত পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শ্বশুর সেই অবধি স্বীয় কন্যাকে আর জামাতার গৃহে যাইতে

এবং জামাতাকে আপন গৃহে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। জামাতা কয়েক বৎসর অবধি ভার্য্যাকে আপন আলয়ে আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে আদালতের শরণাপন্ন হইলেন। হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীর উপর ব্রাহ্ম (পতিত) স্বামীর কোন স্বত্ব নাই আদালত এই মর্ম্মে নিষ্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই নিষ্পত্তিটী ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বিশেষ বিবেচনা স্থলে অর্পণ করিতেছি। যে সমস্ত ঘটনাহেতু দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অন্ততঃ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে তাহার একটী ঘটনা এক্ষণে উপস্থিত হইল। নব্য ব্রাহ্মগণ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগের দারান্তর গ্রহণ করিবার কোন বিধি তাহাতে নাই, বরং বিধিপূর্ব্বক ত্যাগপত্র না দিয়া বিবাহ করিলে বিবাহিত ব্যক্তি দণ্ডার্হ হইবে, দেশীয় বৈবাহিক আইনে তাহার স্পষ্ট বিধান আছে। আমরা দেশীয় খৃষ্টানদিগের পুনর্ব্বিবাহের আইনটি অন্যান্য 'ডিসেণ্টার' ধর্ম্মত্যাগীর প্রতি বিস্তারিত করিতে ব্যবস্থাপক সভাকে অনুরোধ করি। আইনের ক্রটী বা দোষে একজনকেও কষ্ট ভোগ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে।

কলিকাতা পব্লিক লাইব্রেরী বা মেটকাফ হল, সর্ব্ব সাধারণ পাঠার্থীদিগের জন্য এতদিন উদ্‌ঘাটিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ইহার সে নিয়মের অন্যথা হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। এক্ষণে মেম্বর ভিন্ন অন্য কাহার ইহার পুস্তক স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। তবে পব্লিক লাইব্রেরীর পরিবর্ত্তে ইহার নাম মেম্বার্স লাইব্রেরী কেন না রাখা হয়? হা লর্ড মেটকাফ! আপনি কি এই উদ্দেশে এরূপ মহদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?

ভারত সংস্কারক।

পুলিসের অত্যাচার।

আমরা সচরাচর শুনিতে পাই পল্লীগ্রামস্থ পুলিস কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই আপনাদিগকে মহাপ্রভু জ্ঞান করিয়া অনেক স্থলেই প্রভুত্ব প্রদর্শন ও অত্যাচার করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে পুলিস ষ্টেসনে তাঁহারাই হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইন্‌স্পেক্টর সাহেবগণ সচরাচর মফঃস্বল থানায় দর্শন দেন না, সুতরাং সব ইনস্পেক্টর প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদের প্রভুত্ব যে অসীম হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? পুলিস এমনি ভয়ঙ্কর পদার্থ যে ইহার একজন সামান্য কনেষ্টবলও আপনাকে মহারাণীর অংশ অথবা রাজ্যেশ্বর জ্ঞান করিয়া অভিমানী হন ও যথেচ্ছাচার করিতে ক্রটী করেন না। ইহা নিতান্ত শোচনীয়; কারণ, যাঁহাদিগের হস্তে শান্তি রক্ষার ভার অর্পিত আছে, তাঁহারা যদি নিজেই শান্তিভঙ্গ করেন তদপেক্ষা ভয়ানক আর কি হইতে পারে? আমরা কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে কোন স্থানীয় পুলিসের চরিত্র ঘটিত যে একখানি পত্র পাইয়াছি অদ্য তাহাই আমাদিগকে এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবর্ত্তিত করিল।

"২৪ পরগণার অন্তর্গত সোণাপুর পুলিস ষ্টেসনের সব ইনস্পেক্টর ইন্ চার্য্য বাবু গত ৩০এ ডিসেম্বর মাতলা রেইলওয়ের যাদুপুর ষ্টেসন হইতে সন্ধ্যার গাড়িতে নিম্ন শ্রেণীর টিকিট লইয়া উচ্চ শ্রেণীর শকটে আরোহণ পূর্ব্বক সোনাপুরে আইসেন। তিনি শকট হইতে নামিবামাত্র টিকিট সংগ্রাহক তাঁহার নিকট অতিরিক্ত পয়সা প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সম্মুখস্থ পুলিস ষ্টেসনে চলিয়া যান। অনন্তর ষ্টেসন ক্লার্ক রেইলওয়ে কনষ্টেবলকে পুলিস ষ্টেসনে উক্ত মহোদয়ের নিকট হইতে অতিরিক্ত পয়সা আনিতে পাঠাইলে শুনিলাম উক্ত মহাত্মা তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় করেন। ষ্টেসন ক্লার্ক বাবুটী অতি ভদ্রলোক ও এ কার্য্যে তিনি নূতন ব্রতী, কি করেন, ষ্টেশন পুস্তকে নিম্ন শ্রেণীর টিকিট লইয়া উচ্চ শ্রেণীতে আসিবার অতিরিক্ত ভাড়া স্বয়ং জমা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। পাঠকগণ! এ কিরূপ অত্যাচার? আজি যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া বা ইষ্টারণ বেঙ্গল রেইলওয়েতে এই ঘটনা ঘটিত তাহা হইলে ইনেস্পক্টর বাবুটীকে শ্রীঘরে বাস করিতে হইত।

সব ইনস্পেক্টর বাবুটী নিজের বেলা কি রূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইলেন, এক্ষণে অধীন বর্গের প্রতি কি রূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে। সোনাপুরের নিকটে অনেক গুলি তাড়ি কাটা "গেছো" আছে। ইহারা খেজুর বা তালের তাড়ি প্রস্তুত করিয়া লাইসেন্সধারী দোকানদারদিগকে যোগাইয়া থাকে। এক দিন একজন মজুর কোন "গেছোর" বাড়ীতে বসিয়া তাড়ি খাইতেছিল। ইহাতে উক্ত সব ইনস্পেক্টর বাবু তাহাদের উভয়কেই গ্রেপ্তার করিয়া তৎক্ষণাৎ হাজতে রাখেন, তাহারা জামিন দিয়া মুক্তিলাভেচ্ছা করিলেও তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া উহাদিগকে আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটীতে চালান দেন। তাহারা সেখানে প্রত্যেকে ১০ দশ টাকা জামিন দিয়া মুক্ত হইয়াছে, বিচার অদ্যাপি শেষ হয় নাই। যখন বিচার শেষ হয় নাই, তখন আমরা এ বিষয়ে কোন কথা কহিতে ইচ্ছা করি না। গেছো গোপনে তাড়ি বিক্রয় করিয়াছিল কি না তাহা বিচার মুখে প্রকাশ পাইবে, কিন্তু কথা এই সব ইনস্পেক্টর জামিন লইলেন না কেন? তাহাদিগকে হাজতে রাখিয়া অনর্থক কষ্ট দিলেন কেন? আমরা উক্ত বাবুর প্রথমোক্ত ব্যবহার দেখিয়া শেষোক্ত বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছি।

পুলিস কর্ম্মচারিদের আর একটী অত্যাচারের বিষয়ে আমরা না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ইহারা ভাড়াটিয়া গাড়ি দেখিতে পাইলেই বিনা পয়সায় তাহাতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য পথে গমন করিয়া থাকেন। পয়সা চাহিলে হাঁকাইয়া দিয়া থাকেন। আমরা এক দিন

হরিনাভি হইতে ছয় আনায় একখানি গাড়িভাড়া করিয়া সোনাপুরে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে নেজামতলা ফাঁড়ির জমাদার বলপূর্ব্বক আমাদের গাড়ির মধ্যে আসিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমরা তিনজন মাত্র গাড়িতে ছিলাম, সুতরাং কহিলাম আপনাকেও অংশানুসারে ভাড়া দিতে হইবে, জমাদার বাবুটী তখন দ্বিরুক্তি করিলেন না, বোধ হয় আমাদের বাক্য তাঁহার গভীর কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া আমাদের নিকটেই প্রত্যাগমন করিল। পশ্চাৎ সোনাপুরে গাড়ি পঁহুছিবামাত্র জমাদার বিনা কথাবার্ত্তায় পুলিস ষ্টেসনে প্রবেশ করিলেন, একটীও পয়সা দিলেন না, আমরা চীৎকার করিয়া বলিলেও তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে আমরা গাড়িমানকে ।১০ আনা ভাড়া দিয়া অবশিষ্ট /১০ পয়সা জমাদারের নিকট লইতে বলিলাম, কিন্তু গাড়িমান তাহা না শুনিয়া আমাদের সহিত বিলক্ষণ গোলোযোগ আরম্ভ করিল এবং কহিল, জমাদারের নিকট কে ভাড়া চাহিবে? আর উনি দিবেনই বা কেন? এই বাক্যে আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গাড়িমানকে কহিলাম "তুমি পুলিস ষ্টেসনে গিয়া জমাদারকে এই সকল কথা কহ, যদি না দেয় আমরা দিব।" ইহাতে গাড়িয়ান পুলিস মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই সকল গোলোযোগ ব্যক্ত করায় তখন জমাদার ভীত হইয়া ষ্টেসনে আমাদের নিকট আসিয়া কহিলেন "মহাশয় আমাকে কি দিতে হইবে?" তখন আমরা কহিলাম ছয় আনা ভাড়া চারিজনে সমান হিসাব করিয়া যাহা আপনার দেয় তাহা দিন তাহা হইলে সকল গোলযোগ চুকিয়া যায়। পল্লীগ্রামে পুলিস কর্ম্মচারীদের কি ভয়ানক অত্যাচার!!!

দলিল রেজিষ্টরি ও নূতন সব্ রেজিষ্ট্রার।

হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব কালে, কথা দ্বারাই দান বিক্রয় প্রভৃতি যাবতীয় আদান প্রদান কার্য্য সিদ্ধ হইত। বিশ্বাস স্থলে সাক্ষীর প্রয়োজন হইত না; ধর্ম্মকেই সাক্ষী করিয়া প্রয়োজন সম্পাদিত হইত। অন্যান্য স্থলে পাঁচ জন ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কার্য্য সমাধা হইত। যে সময়ে আদান প্রদান কার্য্য অতি বিরল এবং কেবল বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, সে সময়ে উপরি উক্ত রীতি প্রবর্ত্তিত থাকিতে পারে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২ যেমন আদান প্রদান ও অন্যান্য প্রকারে বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তর করণের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, মনুষ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ অধিকতর পরিচিত হয়,ক্রমে দলিল প্রভৃতি প্রস্তুত হইবারও আবশ্যকতা হয়। বোধ হয় মুসলমানদিগের রাজত্বারম্ভে এতদ্দেশে দলিলাদি দ্বারা হস্তান্তর করিবার প্রথা সাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। হিন্দু রাজাদিগের সময়ে আদান প্রদান প্রস্তর বা ধাতু ফলকের উপর লিখিত হইয়া সম্পাদিত হইত এমন প্রমাণ দুই একটী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠান স্থলবিশেসেই অবলম্বিত হইত, তৎকালীন ব্যবহার বা প্রথার মধ্যে কখনই গণনীয় হয় নাই। ক্রমে অনুষ্ঠানপত্র সকল যতই বাড়িতে লাগিল, এবং মনুষ্য প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ দুষ্ট ভাব সকল যতই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল, ততই আদান প্রদান কার্য্যে রাজকীয় সাক্ষীর আবশ্যকতা হইল, শুদ্ধ সাধারণ সাক্ষী দ্বারা আর কার্য্য চলিতে পারিল না। তাহারা অর্থদ্বারা বশীভূত হইয়া সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে, তাহারা পরলোকগামী হইলে, দলিলের সত্যতার প্রতি প্রমাণ প্রদর্শন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। লোকে এই সমস্ত কারণে কোন হস্তান্তর লিপি স্বাক্ষর করিবার সময় রাজা বা স্থানীয় রাজপুরুষকে জানাইয়া, তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া তাঁহার স্থানে লিপির প্রতিলিপি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। এই কারণে দলিল রেজিষ্টরির নিয়ম প্রত্যেক সভ্য সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দলিলের রেজিষ্ট্রার দলিলের রাজকীয় সাক্ষী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তিনি সাধারণের বিশ্বাসস্থল হইয়া প্রত্যেক দলিলে আপনার নামাঙ্কিত করিয়া, এবং আপনার স্থানে দলিলের প্রতিলিপি রাখিয়া, অনুষ্ঠাতৃগণের ভাবি দুষ্ট মানস নিবারণের সহায়তা করেন। রেজিষ্টরির নিয়ম বোধ হয় মুসলমান-রাজত্ব কালে এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। কাজিরাই এ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইংরাজ রাজত্ব কালেও অনেক দিন অবধি রেজিষ্টরির যাবতীয় কার্য্য মুসলমান কাজিদিগের হস্তগত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহাদের উপর সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে এ কার্য্য জিলার জজ বা মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে সমর্পিত হইল। ক্রমে এতৎ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে দলিল রেজিষ্টরি লোকের ইচ্ছাধীন ছিল। পরে ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া, কয়েক প্রকার দলিল রেজিষ্টরি করিতে লোককে বাধ্য করা হইল এবং উপবিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর রেজিষ্টরি করিবার ভার প্রদত্ত হইল। এই আইনে অতি কঠোর নিয়ম সকলও প্রবর্ত্তিত হইয়া ছিল। সবরেজিষ্ট্রার আপন স্থানে প্রত্যেক দলিলের প্রতিলিপি রাখিতেন। তিনি ৭ দিনের মধ্যে ভূসম্পত্তির সম্বন্ধীয় প্রত্যেক দলিলের সার মর্ম্ম জিলার মাজিষ্ট্রেট বা রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিতেন। রেজিষ্ট্রার সেই সমুদায় মর্ম্ম আপনার স্থানে চিরস্থায়ী রূপে রক্ষা করিয়া তাহার প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রার জেনরলের আফিসে পাঠাইতেন, সেখানেও তাহা চিরস্থায়ীরূপে রক্ষিত হইত। এইরূপে দলিল রেজিষ্টরি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বিত হইল, এবং সাধারণের মনে হইতে লাগিল বুঝি ভবিষ্যতে মিথ্যা প্রবঞ্চনা আর থাকিবে না।

১৮৬৪ সালের ১৬ আইন দেড়

বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। কার্য্য বাহুল্য নিবারণ ও কয়েকটী ধারার সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক হওয়াতে, ১৮৬৬ সালের ২০ আইন তৎপরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ আইনের মর্ম্মানুসারে দলিলের সার মর্ম্মের পরিবর্ত্তে, নির্ঘণ্ট পত্র জেলার রেজিষ্ট্রার ও জেনরল রেজিষ্ট্রারের আফিসে প্রেরিত ও রক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় উপবিভাগ ও জেলার কর্ম্মচারীরা সবরেজিষ্ট্রার ও রেজিষ্ট্রার পদে স্থায়ী রহিলেন। ক্রমে স্থানে স্থানে দুই একজন করিয়া অতিরিক্ত (স্পেসিয়াল) সবরেজিষ্ট্রার মনোনীত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পদের মর্য্যাদার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইল না। স্পেসিয়াল সবরেজিষ্ট্রারেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের সঙ্গে তুল্য সম্ভ্রম উপভোগ করিতে লাগিলেন। উপবিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি দলিলের রাজকীয় সাক্ষী বলিয়া লোকের যেরূপ বিশ্বাস ছিল, ইহাদের প্রতিও অবিকল সেইরূপ রহিল। ক্রমে দুই একটী স্পেসিয়াল রেজিষ্ট্রারও মনোনীত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু মহামতি ক্যাম্বেল সাহেব দলিলাদির গ্রাম্য রাজকীয় সাক্ষী প্রসব করিবার জন্য বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভক্ষণ-প্রসূত এই সকল গ্রাম্য রাজকীয় সাক্ষী তাঁহার নিতান্ত আদরের সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা বিশেষ চিন্তা করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মূল্য কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ইহাঁরা ক্যাম্বেল সাহেবের প্রসাদে দলিলের রাজকীয় সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু রাজাদেশ ইহাঁদিগকে সাধারণের বিশ্বাসস্থল করিতে পারে নাই। ইহাঁদের মধ্যে অল্প সংখ্যক এমন অবশ্যই আছেন, যাঁহাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক এবং বিদ্যা বুদ্ধি পদের উপযুক্ত। কিন্তু এমন সকল লোকও সবরেজিষ্ট্রার পদে এক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে সামান্য বেতনের অশিক্ষিত আমলা বা নিষ্কর্ম্মা অপদার্থ লোক ছিলেন এবং এই এই শ্রেণীর লোকদিগের যে সমস্ত দোষ থাকিতে হয় তৎসমস্তই তাঁহাদের জীবনে মূর্ত্তিমান ছিল। এমন সকল ব্যক্তি সবরেজিষ্ট্রার পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই ভয় পাইতেছি। এই সকল গ্রাম্য সবরেজিষ্ট্রার গণ কি সাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিবেন? ক্যাম্বেল সাহেব ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণের চিত্তবৃত্তি তাঁহার আদেশে কখনই পরিচালিত হইবে না। এই সকল সবরেজিষ্ট্রার দ্বারা যে সমস্ত দলিল নামাঙ্কিত হইবে, আদালত সকল কি নিঃসংশয়ে সে সমস্ত দলিলেরউপর নির্ভর করিতে পারিবেন? কখনই না। ক্যাম্বেল সাহেবের মনঃকল্পিত ব্যবস্থা দ্বারা রেজিষ্টারী আইনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতেছে। আমরা আদান প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান পত্রে সাধারণের বিশ্বাসস্থল রাজকীয় সাক্ষী চাই, কিন্তু বিশ্বাসের অযোগ্য রাজকীয় সাক্ষী চাহি না। যে সমস্ত সাক্ষী সামান্য অর্থ দ্বারা বশীভূত হয় তাহাদের ত অভাব নাই, প্রত্যেক আদালতের গাছতলায় সেরূপ অনেক মহাপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যাম্বেল সাহেব যে সমস্ত সবরেজিষ্ট্রার উদ্ভাবন করিতেছেন, বিনা ব্যয়ে ঘরে বসিয়া, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদালত ও সাধারণের বিশ্বাসপাত্র সাক্ষী মিলিতে পারে। তবে আইনের বিধানে বাধ্য করিয়া, লোকদিগকে বিশ্বাসের অযোগ্য সবরেজিষ্ট্রারদিগের নিকট দলিল রেজিষ্টরি করণার্থে প্রেরণ করিবার কি প্রয়োজন? অর্থ দিয়া এরূপ সাক্ষী ক্রয় করিতে বাধ্য করা পীড়ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভবিষ্যতে বিবাদ বিসম্বাদ ও মোকর্দ্দমা উপস্থিত না হয়, এই জন্যেই রেজিষ্টরি আইনের প্রয়োজন। কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেবের বিধানে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বরং এরূপ রেজিষ্টরি আইন উঠিয়া গিয়া গ্রামের কোন্ কোন ভদ্রলোক দলিলের সাক্ষী হইলে, তদ্দ্বারা স্বল্পতর অনিষ্ট ও আদালতের অধিকতর বিশ্বাসোৎপাদনের সম্ভাবনা। যদি বর্ত্তমান গ্রাম্য রেজিষ্টরি আফিস সাধারণের ও আদালত সমূহের অসংকোচ বিশ্বাসস্থল হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে দেশের কোন ইষ্ট নাই, কেবল আদান প্রদানের অনুষ্ঠাতাদিগের নিরর্থক অর্থনাশ, তবে গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার সবরেজিষ্ট্রার যাহা কিছু পাইয়া যান এই মাত্র লাভ। ক্যাম্বেল সাহেব যদি নিতান্তই তাঁহার গ্রাম্য সবরেজিষ্ট্রারদিগকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা হইলে রেজিষ্টরি আইন হইতে বাধ্য বাধকতার নিয়মটী উঠাইয়া দিয়া প্রস্তাবিত মুসলমান বিবাহ রেজিষ্টারীর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার দলিল সম্বন্ধে স্বেচ্ছাধীন রেজিষ্টরির নিয়ম প্রবর্ত্তন করুন। যে কেহ গ্রাম্য রেজিষ্ট্রারের নিকট দলিল রেজিষ্টরি করিতে ইচ্ছা করে সে স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া তাহা করিলে ভবিষ্যতে তাহাকে তজ্জন্য মনস্তাপ পাইতে হইবে না, কিন্তু কোন ব্যক্তি বাধ্যতা বশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভুক্তভোগী হইলে, গবর্ণমেণ্টও তদীয় আইনকেই দোষী করিবে সন্দেহ নাই।

মিউনিসিপাল বাজার প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বকার ঘোষণানুযায়ী গত ১লা জানুয়ারি দিবসে মহা আড়ম্বরের সহিত এই বাজারটী খোলা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক গুলি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়; লেপ্টনেন্ট গবর্ণর স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞপূর্ণ করেন। তিনি বাজার বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী উৎসাহ জনক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

তিনি (লেপ্টনেন্ট গবর্ণর) বলিলেন, "সুখ বাহিরে নয়, অভ্যন্তরেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির অনুশীলনে সুখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সুপচ্য খাদ্য পানীয়ের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। তিনি এই জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ঋণ করিয়া এই বাজারটী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন—যথা হইতে আভ্যন্তরিক মনুষ্যের সুখোপযোগী সমস্ত উপাদেয় আহরিত হইতে পারিবে। তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে বড় বড় নগরের মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য যে বাজারের সুব্যবস্থা করেন, এবং এই নগরে এরূপ একটী বাজারের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে তিনি আহ্লাদিত হইয়াছেন—যথায় অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠিত বাজারের ন্যায় সচরাচর দৃষ্ট কদর্য্য আহার্য্যের পরিবর্ত্তে উত্তম উপাদেয় সামগ্রী সকল সুরক্ষিত হইবে। তিনি আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন, যে এরূপ একটী বাজারের কল্পনা প্রথম সক সাহেবের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে নিঃসৃত হয় এবং হগ সাহেবের আগ্রহে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। তিনি শুনিয়াছেন যে এই বাজারের প্রথম বৎসর ঘটনা-পূর্ণ, কিন্তু তিনি আশা করেন যে যখন ইহার ভার হগ সাহেবের ন্যায় একজন দৃঢ়ব্রত লোকের হস্তে অর্পিত আছে, তখন সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, ইহা উন্নতি লাভ করিবে। তিনি এই ভোজস্থলে (ইউরোপীয়) মহিলাদিগকে সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং আশা করেন যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহারা এই বাজারে আগমনপূর্ব্বক খানসামাদিগের অপেক্ষা উত্তম ও উপাদেয় মাংসাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যান। তিনি পরে "বাজার খোলা হইল" বলিলেন।"

পরে হগ সাহেব উঠিয়া দেশীয়দিগকে এইজন্য ধন্যবাদ দিলেন যে যদিও এই বাজার হইতে তাঁহাদিগের কোন উপকার হইবে না, তথাপি ইহার নির্ম্মাণের জন্য তাঁহারা মত দিয়াছেন। কি কৃতজ্ঞতা! এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমরা হগ সাহেবকেও ধন্যবাদ প্রদান করি!

উদর-বিজ্ঞানবিদ্ ক্যাম্বেল সাহেবের বাক্যে প্রতিবাদ করিবার অতি অল্পই আছে, তবে তিনি যে ঋণ গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, সে ঋণ কে পরিশোধ করিবেন? তাঁহার নিজের বিষয় হইতে যদি এই ঋণটী পরিশোধ করিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ অবলীলাক্রমে অনুমতি প্রদান করিতে পারিতেন না। "পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা" সহজ কথা। সক সাহেবের মস্তিষ্কের উর্ব্বরতাও নিঃসন্দেহ, নতুবা এরূপ উদ্ভাবনী শক্তি লক্ষিত হইবে কেন? কিন্তু আমাদিগের পাঠকবর্গ ইহাতে অল্পই আশ্চর্য্য হইবেন, কারণ তাহাদিগের অনেকেই "তোর কড়ী মোর বুদ্ধি, ফলার করি আয়" এ গল্পটী জানেন। হগ সাহেবেরও অধ্যবসায় অপরিমিত, ক্ষমতাও অসীম এবং চেষ্টারও ত্রুটি নাই; তিনি বাজার খুলিবার দিন দুই পূর্ব্বে জষ্টিসদিগকে লিখিয়া অমনি পত্রের সঙ্গে সঙ্গে মত আনাইলেন, একটী সভা আহ্বানেরও সময় পাইলেন না! কি কার্য্য-দক্ষতা! তাঁহার বিষয়ে আমাদিগের অধিক বলিবার নাই, তবে এই মাত্র যে তিনি যদি আপনাকে এরূপ ক্ষমতাপন্ন মনে করেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাহা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আর জষ্টিস সভার আবশ্যকতা কি? মিছামিছি ভদ্রলোকদিগকে কষ্ট দিয়া ও তাঁহাদিগের কার্য্য ক্ষতি করিয়া, আনয়নপূর্ব্বক জষ্টিস সভা-মণ্ডপ সজ্জিত করা পুতুলখেলা মাত্র। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জষ্টিসদিগের তো কথাই নাই। অনেকে তাঁহাদিগকে "সাক্ষীগোপাল" বা "ধামাধরা" বলিয়া থাকেন। কিন্তু সাক্ষীগোপাল না হইলে তাঁহাদিগের নিস্তার কোথায়? কে তাঁহাদিগের কথা শুনে? তাঁহাদিগকে যে অনুগ্রহ করিয়া রাজপুরুষদিগের সহিত একত্র বসিতে দেওয়া হয় এই তাঁহাদিগের পরম সৌভাগ্য; সুতরাং "হুঁ" তে "হুঁ" এবং "না" তে "না" না দিলে আর তাঁহাদিগের এ অধিকার রক্ষা পায় না। তাঁহাদিগের উপকার হউক বা নাই হউক সভাপতির মতে মত দেওয়াই তাঁহাদিগের নিরূপিত কর্ত্তব্য!!

আমাদিগের উল্লিখিত প্রকরণ (পেরেগ্রাফ) টী পাঠ করিয়া কেহ যেন রহস্য বিবেচনা না করেন, বাস্তবিক আমরা গম্ভীর ভাবে এইটী নির্দ্দেশ করিলাম। যদি জষ্টিসদিগের কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকিত, (জষ্টিস-দিগের মধ্যে অনেক ন্যায়পরায়ন লোক আছেন) তাঁহারা কখনই সাধারণ অর্থ এইরূপে অপব্যয় করিবার অনুমতি প্রদান করিতেন না। এক ট্রামওয়ের অনুসূচনায় কত টাকা নষ্ট হইল, শেষ কালে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহা বিক্রয় করিতে হইল। কিন্তু এই ক্ষতি কার? যদি কল্পনাকারী জষ্টিসদিগকে এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইত, তাহা হইলে কাহার কত কল্পনার দৌড় বুঝা যাইত। এই বাজারও সেই কল্পনার ফল। মনে উদয় হইল, টাকা ধার করা হইল, এক প্রকাণ্ড বাজার নির্ম্মিত হইল, বহুব্যয়ে আড়ম্বরময় ভোজ দেওয়া হইল, ব্যাপারীদিগকে প্রলোভন প্রদর্শনেরও ত্রুটি নাই, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল, কিন্তু টাকা কার? কেহ কল্পনার জন্য ধন্যবাদ পাইলেন, কেহ কার্য্যদক্ষতার

জন্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু এ সকল কাহার ব্যয়ে? যাহাদিগের নাম নাই, মান নাই, ডাক নাই, দিবা নিশি কায়মনে পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে—এই সকল ব্যয় কি তাহাদের সেই রক্তউঠা কড়ার অংশ নয়? তাহাদিগের মুখ নাই বলিয়া কি তাহাদিগের হৃদয় বিকার শূন্য? কোন্ করপ্রদাতা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কার্য্যটার অনুমোদন করিবেন? জষ্টিসেরা কি বর্ত্তমান বাজার সকলের সংস্কার করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতেন না? এ দিকে এটী স্পষ্ট করিয়া বলা হইল যে বাজারটী কেবল ইংরাজদিগের জন্যই হইয়াছে। জাতি বিশেষের স্বচ্ছন্দতার জন্য এরূপ সাধারণ সম্পত্তির অপব্যয় যার পর নাই অন্যায় বলিতে হইবে। মিউনিসিপালিটীর সভ্যদিগের মধ্যে ইংরাজের সংখ্যাই অধিক সুতরাং ইংরেজ টোলার রাস্তা ঘাট, গ্যাসের আলো ও জলের কলের পারিপাট্যের সীমা নাই। তাহার সহিত বাঙ্গালীটোলার তুলনাই হয় না। এখনও বাঙ্গালীটোলায় সকল স্থানে পরিষ্কার পথ নাই, আজিও অনেক গলিতে (ষ্ট্রীটে) গ্যাস প্রবেশ করে নাই, অথচ বাঙ্গালীটোলা হইতে অধিকাংশ কর সংগৃহীত হয়!! বাঙ্গালীটোলায় বাজারের অভাব নাই, কারণ অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি সাধারণের উপকারার্থে এক একটী নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—এক্ষণে আবার সেই সকল বাজার হইতে লাভ হইতেছে। কিন্তু ইংরাজ টোলায় ইহার একটী বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু কোন ইংরাজ এ পর্য্যন্ত ইহা পূরণ করিতে পারিলেন না। জষ্টিসেরা (ইংরাজ জষ্টিস অবশ্য) লাভের প্রলোভন দেখাইয়া সাধারণ অর্থ হইতে এইটী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের (ইংরাজদিগের) মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই বাজারটি নির্ম্মাণ করিতেন—তাহা হইলে আর এরূপ আপত্তি উত্থাপন হইত না। আবার তাই না হয় বাজারটী অন্যকোন স্থানে যেথায় বাজার নাই) প্রতিষ্ঠিত হউক, কিন্তু তাহা না করিয়া, জানিয়া শুনিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতানুরোধে যথায় ইহার সফলতা সন্দেহাত্মক সেই ধর্ম্মতলা বাজারের নিকটেই সংস্থাপিত হইল, এখন হয় ইহা ধর্ম্মতলা বাজারের অনিষ্ট করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, নতুবা ক্যানিং মার্কেটের ন্যায় অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। যখন আমাদিগেরই টাকা লইয়া এরূপ পরীক্ষা হইতেছে তখন আমরা ইহার ধ্বংস ইচ্ছা করি না, কিন্তু আর একজনের যে অনিষ্ট করা হইতেছে, তাহার বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষ-দিগের বিবেচনা প্রার্থনা করি। ধর্ম্মতলার বাজারের অধ্যক্ষেরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়াছেন, সহজে যে তাঁহারা অনিষ্ট হইতে দিবেন এরূপ বোধ হয় না, সুতরাং মিউনিসিপালিটীর বাজারের উন্নতি বহু সময়-সাপেক্ষ, হয় তো না হইতেও পারে। আবার যেরূপ উপায় দ্বারা ধর্ম্মতলা বাজারের ব্যাপারীদিগকে ভাঙ্গিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাও নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। এই উপলক্ষে উক্ত বাজারের অধ্যক্ষদিগের সহিত মোকর্দ্দমায়ও জড়িত হইতে হইয়াছে। ধর্ম্মতলার বাজারের অধ্যক্ষ কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর ধনী সুতরাং তাঁহার সহিত মোকর্দ্দমায় বিস্তর অর্থ ব্যয় সম্ভাবনা। মিউনিসিপালিটী তাহা কোথা হইতে দিবেন? আবার সাধারণ সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ না করিলে চলিবে না। মিউনিসিপালিটীর দুই একজনের ভ্রান্তি ও ঔদ্ধত্যের জন্য সাধারণের যে ক্ষতি ও কষ্ট হয় গবর্ণমেণ্টের তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি যে সাধারণে একমত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করেন এবং দেশীয় সংবাদ পত্র সকল, তাঁহাদিগের মধ্যে কে "জজ" ও কে "উকীল" এতদ্বিষয়ে বৃথা বাক্য-ব্যয় না করিয়া যাহাতে ইহার সুব্যবস্থা হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

নন্দবংশোচ্ছেদ।

আমাদিগের ৬ষ্ঠ সংখ্যক পত্রিকায় কোন সম্মানভাজন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত পত্রে এই নাটকখানি বিস্তারিত রূপে সমালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বোধ হয় তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া আমাদিগের স্বকীয় অভিপ্রায় জানিবার জন্য এই নাটকখানি আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। উক্ত মিত্রবরের সমালোচনায় যে সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই যে আমাদের অনুমোদনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে আমরা যে সমালোচনায় উদ্যত হইতেছি, তাহাতে সেই সমস্ত অভিপ্রায়ই সমর্থিত হইবে। এমত কি, অন্যদীয় পত্রিকায় এই নাটক সম্বন্ধে যে কতিপয় অযথা অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে সেই সকলের খণ্ডন ব্যতীত বন্ধুবর আমাদিগের অন্য কার্য্য করিবার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সমুদায় ইণ্ডো—জর্ম্মাণ জাতীয় সাহিত্যে দৃশ্য কাব্যের বিলক্ষণ অভ্যুদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দৃশ্য কাব্য দুই প্রধান প্রকৃতিগত বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক বিভাগে গ্রীশ, রুম, ফ্রান্স এবং ইটালী জাতীয় দৃশ্য কাব্য, অন্য বিভাগে হিন্দু, ইংরাজ, স্পেনীয় এবং জর্ম্মাণ জাতীয় দৃশ্য কাব্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রথম বিভাগীয় দৃশ্যকাব্য গ্রীকেরাই প্রণয়ন করেন, এবং রোমক প্রভৃতি অপর জাতীয়েরা গ্রীকদের নিয়মের অনুবর্ত্তী হন মাত্র। এই নিয়মের সম্পূর্ণ আদর্শ সফোক্লিসের ফাইলক্‌টেটিসে বিদ্যমান রহিয়াছে, আরিষ্টোটল সেই নিয়মগুলি বিবৃত করিয়াছেন; ফ্রান্স দেশে, কর্ণীল, র্যাসিন ও ভলটেয়ার, এবং আধুনিক ইটালীতে মেটেসটেসিও এবং আলফিয়াই প্রভৃতি প্রধান নাটককারেরা সেই নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুপ্রভৃতি জাতিতে

য দৃশ্যকাব্য সাধারণ, সেই দৃশ্যকাব্যের ইতি‍হাসে এই এক আশ্চর্য্য যাথার্থ্য লক্ষিত হয়, যে গ্রীকগণ ভিন্ন তাহার অনুগামী কোন জাতিই, অপর জাতির দৃশ্যকাব্যের আদর্শে স্বকীয় দৃশ্যকাব্য রচনা করে নাই। কালিদাস এবং ভবভূতি যেরূপ সেক্সপিয়ারের অপরিচিত, সেক্সপিয়ার আবার তদ্রূপ লোপ্ ডি ভেগা, এবং কালডিরণের অপরিচিত। যাহাহউক, এক বিভাগীয় দৃশ্যকাব্যকে আমরা গ্রীকজাতীয় দৃশ্যকাব্য এবং অপরকে ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্য বলিলাম।

নন্দবংশোচ্ছেদ যে দৃশ্যকাব্যের আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। কিন্তু তাহা বলিলে এমত বুঝাইবে না, যে আমাদের পুরাতন ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্য ছিল, নন্দবংশোচ্ছেদ সেই শ্রেণী সন্নিবিষ্ট। সেক্সপিয়ারের ভেনিসীয় বণিক এবং নিদাঘনিশীথের স্বপ্ন প্রভৃতি যে শ্রেণীর ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্য, সংস্কৃত সাহিত্যে সেই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য রচিত আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে কোন দৃশ্যকাব্য অশুভান্ত হওয়া উচি নহে। বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্যের যে মহদুদ্দেশ্য, তাহা তাঁহাদিগের মনে স্থান পায় নাই। নন্দবংশোচ্ছেদ একখানি বিয়োগান্ত ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্য। নানাবিধ ঘটনাদ্বারা নানাবিধ মনোভাবের উৎপাদন করিয়া ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্যের উদ্দেশ্য সাধন হয়। একটী ভাস্করীকার্য্য এবং একখানি চিত্রফলকে যে প্রভেদ গ্রীকজাতীয় দৃশ্যকাব্য এবং ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্যেও সেই প্রভেদ। চিত্রফলকে প্রধান চিত্র বিষয় ভিন্ন যেমন বৃক্ষ, পুষ্প, নদী পর্ব্বত, মেঘ প্রভৃতি বস্তুতে ভূমিষ্ঠি অঙ্কিত থাকে তদ্রূপ ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্যেও প্রধান ব্যক্তি ভি অনেক অপ্রধান ব্যক্তি এবং চরিত্রেরও সমাবেশ থাকে। সম্পূর্ণ গ্রীক নাটক ফাইলকটেটিসে আমরা চারিটী মাত্র ব্যক্তি দেখিতে পাই, কি শকুন্তলায়, বিদূষক, মৎস্যজীবী, প্রহরী প্রভৃ কত অপ্রধান চরিত্রও লক্ষিত হয়। বাস্তবি সংসারক্ষেত্রে যে প্রকার পদার্থ সকল পরস্প পরিবেষ্টিত ও সম্বদ্ধ আছে, ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্যেও সেই প্রকার। অফেলিয়ার চরিত্রে দ্বারা সেক্সপিয়ারের হামলেট নাটকের ঘট যোজনার অণুমাত্র সহায়তা হয় নাই বটে, কি তাহাতে যে, সমুদায় চিত্রের শোভা সবর্দ্ধন ক য়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। অফেলিয়া না থাকিলে হামলেটের চিত্তবিকৃতি এত প্রবল হই য়াছে, যে তাহার নিকট সংসারের প্রিয়তম বস্তুও অপ্রীতিকর, এ বিষয় সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হইত না। যাহা হউক, একণে প্রদর্শিত হইল, যে ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্যে এক রস প্রধান থাকিলেও অন্যান্য রসোৎপাদনের শক্তিও বিদ্যমান থাকে। ইহার আর একটী লক্ষণ এই, কাল এবং স্থানের একত্ব রক্ষা করা যে গ্রীক নাটকের নিয়ম, ঔপন্যাসিক দৃশ্যকাব্য সে নিয়মের অধীন নহে।

নন্দবংশোচ্ছেদের উপন্যাস ভাগ মুদ্রারাক্ষসের পূর্ব্বপীঠিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই উপন্যাস হইতে ইহার অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। রাজার বিবাহ ঘটনা ঠিক্ তাহার অনুযায়ী নহে; ইংরাজী হামলেটের ঘটনা মাত্র। সেক্সপিয়ারের হামলেটের চরিত্র নন্দের চরিত্রে কিছু অঙ্কিত নাই। নন্দ একটী সামান্য চরিত্র। জনসন, পোপের সহিত এই বিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন, যে সেক্সপিয়ারের এক একটী চরিত্র জাতীয় চরিত্র, স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত চরিত্র নহে। ..মলেট সেই ব্যক্তিগত চরিত্র, নন্দ জাতীয় চরিত্র। নন্দের চরিত্রে কিছুই অসাধারণ নাই, কিছুই স্বতন্ত্র নাই। কোন সামান্য তরুণবয়স্ক বুদ্ধিশীল ব্যক্তি নন্দের অবস্থায় পড়িয়া যাহা ..রিত নন্দ তাহাই করিয়াছে। হামলেটের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাহার চিত্তের প্রকৃতি ..ন্দের মত ছিল না। ভূতযোনির নিকট স্বীয় পিতৃবিয়োগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল, কিন্তু ইহাই তাহার দুর্ব্বল প্রকৃতির প্রতি যথেষ্ট হইল। হামলেট আত্মদর্শী, হামলেট তত্ত্বদর্শী। ভূতযোনিবাক্য প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে ভাণ নাট্যাভিনয়ের উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তাহা বাস্তবিক একজন তত্ত্বদর্শীরই সমুচিত। সেই নাট্যাভিন মাত্র পাপাচারী ডেনমার্ক নৃপতি যে প্রকা ভাব দেখাইল ও কার্য্য করিল হ্যামলে তাহাতে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। অনন্ত হামলেটের মনকে ভূতযোনি বিবৃত পাপে ঘোর তিমির একেবারে আচ্ছন্ন করিল। সে পাপের ঘৃণাভাব তাহার মনকে যখন তমসাচ্ছন্ন করিল, মনোময় হ্যামলেট সেই তিমির সম জগতে ব্যাপ্ত করিল। তাহার মানসিক প্রতি এক এক বার প্রজ্বলিত হইয়া এই তিমিরকে আরও ঘোরতর করিতেছিল। মেঘাচ্ছন্ন র নীর অন্ধকারে সৌদামিনী দেখাইতেছিল, কা বিনীজালের কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! সে মেঘ বর্ষি না, কেবল পৃথিবীকে তমোময় করিল, নভোমণ্ডলের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। হামলেটের মনে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা কেবল ধূমোৎপন্ন করিল, সেই ধূমেতেই সমুদায় অগ্নির বল ব্যয়িত হইয়া গেল। হ্যামলেট নিজভাব জগতে দিয়াছিল, নন্দ জগতের ভাব নিজমনে গ্রহণ করিল। সন্দেহোপযোগী পিতৃবিয়োগ বৃত্তান্ত, অপর একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মনে যেরূপ কার্য্য করিত, নন্দেরও মনে প্রথমে সেইরূপ সন্দেহ স্বতঃই উৎপাদন করিল। প্রিয়ম্বদের পত্র এবং শশীর প্রলাপ বাক্যে সেই সন্দেহ নিরাকৃত হইল। মন্ত্রীকে বধ করিবার পূর্ব্বে, তাহার দোষ প্রকাশ্যে সপ্রমাণিত হওয়া বিধেয়, এজন্য তাহাও করা হইলে তৎপরেই নন্দ মন্ত্রীকে বধ করিল এবং রাণীকে দিয়া রাজাকে অপমানিত ও দেশত্যাগী করিয়া দিল। ইহাতে নন্দের চরিত্রে কিছু বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া গেল না।

নন্দের যে প্রকার চরিত্র, তাহাতে সে যে হঠাৎ একদা রুদ্রবেশে অসিহস্তে ক্ষিপ্তের ন্যায় আসিয়া মন্ত্রীর শিরশ্ছেদন করিবে এরূপ প্রত্যাশা ছিল না। দোষ পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে। তারপর রাণীর সহিত মন্ত্রণা হইয়াছে। এত দিনের পর হঠাৎ যে এক দিন নন্দের ক্রোধোপস্থিত হইবে ইহা সঙ্গত নহে। কোন প্রকার ..দক দ্রব্য খাইলে এরূপ ঘটে না। কিন্তু নন্দ ..াধ হয় তাহা করে নাই। অথচ সহসা বিবৃত্তান্তের বিষয় শুনিলে যেরূপ ক্রোধান্ধ হইতে হয়, নন্দের সেইরূপ হইয়াছিল। হ্যামলেট, পলোনিয়স্‌কে কি এই প্রকার ঘটনায় শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিল? নন্দের রাগ স্থায়ীভাব ধারণ করিলে পর একটী ঘটনা দ্বারা মন্ত্রীর শিরশ্ছেদন সম্পন্ন করাই উচিত ছিল। যাহা হউক এসম্বন্ধে একজন সমালোচক 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস পত্রে * একটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন নন্দ যখন সহসা অসিহস্তে সভামণ্ডপে উপনীত হইল এবং মন্ত্রীকে বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গেল, তখন নন্দকে কেহ প্রতিরোধ করিল না কেন? তদুত্তরে লক্ষ্মী বাবু বলিতে পারেন, যে তাহার বিশেষ কারণ আছে। রাজা এবং মন্ত্রীর বিপক্ষে একটী মহা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এই মন্ত্রণায় রাণী ছিলেন, বিচক্ষণা ছিল। বিষদান বৃত্তান্ত প্রকাশ হওয়া অবধি কি নিজ গৃহে কি অন্যত্র, সর্ব্বস্থানেই যে সর্ব্বার্থসিদ্ধির প্রতি বৈরভাব উদ্রিক্ত হইয়াছিল রাজা তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষীয় মন্ত্রী ও সেনাপতি দুর্ব্বল ও নিঃসহায়

* ১৮ই অক্টোবর ১৮৭৩ তারিখের পত্রে দেখ।

হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে অনুচরগণ রাজা-দেশপালন করিত বটে, কিন্তু অন্তরে সকলেই বিপক্ষ। বিশেষতঃ হঠাৎ নন্দের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, কিয়ৎক্ষণের জন্য সেনাপতিও চমকিত হইয়া গিয়াছিল। রাজপুত্রের বিপক্ষে সর্ব্বার্থ সিদ্ধির আদেশ ভিন্ন যে সহসা তিনি উত্থিত হন, তাহার এমত সাহস হয় নাই। অবস্থাগতিকে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিরও তখন এমত মনোভাব নহে যে তিনি কিছু বলিতে পারেন। এ অবস্থায় চকিতের ন্যায় সমস্তই উপস্থিত হইল এবং চকিতের ন্যায় সমস্ত কার্য্য হইয়া গেল। নন্দ সেই ভীষণ বেশে কি বলিতে ছিল, রাজা এবং সেনাপতি তচ্ছ্রবণেই একান্ত অভিনিবিষ্ট ছিল। রাজা যখন সেনাপতিকে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন, তখনি হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া গেল।

কিন্তু আমরা অপর এক স্থল কিছু অসঙ্গত বোধ করিলাম। রাজপথে পিতৃবিয়োগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিজয় যখন রুদ্র বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইল এবং অাস উদ্ঘাটন করিয়া তাহার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইতে গেল, তখন নন্দের পক্ষে সকলেই ছিল। তখন নন্দকে কেহ রক্ষা করিল না। এস্থলে বলয়, প্রিয়ম্বদ এবং বিশেষতঃ সেনাপতির শীতল ভাব অত্যন্ত অসঙ্গত বোধ হইল। অফেলিয়ার সমাধিকূপ মধ্যে সহসা হ্যামলেট এবং লির্টিসের যে তুমুল রণ

তথায় হ্যামলেটের প্রধান শত্রু রাজা উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়, লির্টিসের প্রতিকৃতি বটে। লির্টিস যেমন উদ্ধত, রাগী, বিজয়ও তদ্রূপ। বিজয় যদি নরহত্যা হইতে নিবারিত না হইত, সেও লির্টিসের ন্যায় অবশেষে কার্য্য করিত। শশী ঠিক অফেলিয়ার স্থানীয় নহে। অফেলিয়ার সহিত নাট্যকল্পনার অল্পই সম্বন্ধ আছে। শশী ঘটনা যোজনার অনেক সহায়তা করিয়াছে। অফেলিয়া, হ্যামলেট বিরাগে পাগলিনী নহে, পিতৃবিয়োগ ও হ্যামলেট বিরাগ এই দুই ঘটনায় তিনি পাগলিনী। হ্যামলেট, অফেলিয়াকে ভাল বাসিত বটে, কিন্তু অফেলিয়ার অনুরাগ কোথা ও তত প্রকাশ নাই। শশীর চরিত্রে নবানুরাগ বিশেষ রূপে অবলক্ষিত হয়। শশী প্রেমপাগলিনী, অফেলিয়া মনোভঙ্গ, ও পিতৃনিধন জনিত নৈরাশ্যে পাগলিনী। শশীর বাতুলতা একরূপ, আফেলিয়ার বাতুলতা অন্যবিধ। শশীর চিত্তবিকৃতি, অফেলিয়ার উন্মত্ততা। শশীর প্রকৃতি অফেলিয়া হইতে ও অধিকতর কোমল।

বঙ্গ দর্শন শশীর উন্মাদাবস্থা সম্বন্ধে বলেন—"তাহাতে দোষ এই, যে পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের ন্যায়, তাঁহার উন্মাদ কেবল দেখাইবার জন্য কাজের সময়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ" *। এতদুত্তরে আমরা এই বলিতে চ ই, যে উন্মাদ অনেক প্রকার আছে। চিত্ত চাপল্যের অবস্থা ভেদ আছে। হ্যামলেটের উন্মাদাবস্থা কোন সমালোচক ভাণ কহেন, কেহ কেহ প্রকৃত কহেন। বাস্তবিক হ্যামলেটের ক্ষীণপ্রকৃতিতে তাহার পিতৃবিয়োগ বৃত্তান্ত যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহাতে তিনি এক প্রকার বাতুল প্রায় হইয়াছিলেন। পলোনিয়স সেই বাতুলতার মধ্যে বিলক্ষণ প্রণালী দেখিতে পাইয়াছিল। এমন অনেক পাগল দেখা গিয়াছে, যাহাদিগের বিলক্ষণ জ্ঞান থাকে. এবং পরে কেন তাহাদিগকে পাগল বলে এই বলিয়া তাহারা প্রলাপ করিতে থাকে। লর্ড আর্স্কিন্ এই প্রকার এক জন বাতুলের বৃত্তান্ত লেখেন, যে কেন তাহাকে বাতুলাশ্রয়ে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সে ডাক্তার মনরোর নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করে। সে ব্যক্তি বাতুল এ অভিযোগে তাহা শীঘ্র সপ্রমাণ হয় নাই। ডাক্তার এবারক্রম্বি তাঁহার মনোবিজ্ঞান পুস্তকে এই প্রকার আর কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

গেরট্রুড এবং নন্দের জননীতে অনেক

লেট কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা ও উত্তেজিতা হইয়া ও গেরট্রুড ক্লডিয়সকে পরিত্যাগ করে নাই। গেরট্রুড জানিয়া শুনিয়া সমুদায় পাপে লিপ্ত হইয়াছিল, নন্দজননী তাহা নহে। নন্দজননী এবং শশী ইহারা বিশুদ্ধ চরিত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই নন্দবংশোচ্ছেদের সকল চরিত্রই কি হ্যামলেটের সমস্থানীয় ব্যক্তিগণের চরিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে হয়। নন্দবংশোচ্ছেদের রাজাও অনেক পরিমাণে হ্যামলেটের রাজা অপেক্ষা শুদ্ধমতি বোধ হইল। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু বলিতে পারেন বটে, যে উক্ত দুই নাটকের ঘটনাবলী একটী সমঘটনার উপর সংস্থাপিত নয় বলিয়া এরূপ সম্ভাবিত হইয়াছে। হ্যামলেটের ঘটনাবলীর প্রধান কারণ ক্লডিয়স, নন্দবংশোচ্ছেদের ঘটনাবলীর প্রধান কারণ মন্ত্রী। সর্ব্বার্থসিদ্ধি ততদূর পাপাচারী হইত না, মন্ত্রী তাহাকে যতদূর করিয়া তুলিয়াছেন। মন্ত্রী প্রতিশোধ লালসায় সমস্ত ব্যাপার সংঘটন করিয়া আনিয়া-

* গত শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শন দেখ।

ছিলেন। কিন্তু রাজা তো একেবারে নিষ্পাপী নহেন। ভ্রাতৃজায়ার প্রতি অবৈধ লালসার জন্য তিনি পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন নাই। মন্ত্রী যেমন তাহাকে সহায় ধরিয়াছিলেন, তিনিও মন্ত্রীকে আপন মন্ত্রণার সাধন করিয়াছিলেন। তাহারা উভয়েই পরস্পরের সাধন হইয়াছিল। মন্ত্রীর মনে চিরকাল খলতা ছিল, রাজা বিবাহ করিয়াই একেবারে বিশুদ্ধ চরিত্র হইয়া বসিলেন। কিন্তু ক্লডিয়সের ন্যায় সেই অপবিত্র বিবাহপক্ষ সংরক্ষণ মন্ত্রণায় সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিরও চেষ্টা করা আবশ্যক ছিল।

হ্যামলেটের পলোনিয়স এবং শকটার বিভিন্ন ব্যক্তি। শকটার কখন মন্ত্রীপদের যোগ্য নহেন, তাহার সেরূপ বিজ্ঞতা, সেরূপ চাতুর্য্য ছিল না; তিনি কেবল দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ। পলোনিয়সের বিজ্ঞতা লির্টিসের বিদেশ যাত্রাকালে প্রকাশ হইয়াছিল। ডেনমার্কের রাজসভায় পলোনিয়সের অবস্থা এবং কুসুমপুরে শকটারের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পলোনিয়সকে পাপসভায় সকল বিষয়ে এবং সকল কথায় আজ্ঞাকারী হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কুসুমপুরের রাজসভায় শাসনরজ্জু শকটারের হস্তে। এখানে শকটার বিলক্ষণ কৌশল দেখাইতে পারিতেন কিন্তু তিনি মূলেই কৌশলী ছিলেন না। চন্দ্রহংস নাটকের মধ্যে অত্যন্ত অপ্রধান ব্যক্তি। রাক্ষস ধর্ম্মাধিকরণ,

নাই। বিচক্ষণার পরীক্ষায় তাহার ব্যবহারজীবির শক্তিরই অধিক পরিচয় হইয়াছে। যিনি বিচারক হয়েন, তাহার যে ব্যবহার-জীবির শক্তি থাকে না এমত নহে। কিন্তু এ নাটকে তাহার যে শক্তির পরিচয় হইয়াছে আমাদিগের তাহা বলাই অভিপ্রেত। চরিত্র সম্বন্ধে আমাদিগের স্থূল বক্তব্য এই, এ নাটকে এমন কোন চরিত্র নাই, যাহাকে অতি উৎকৃষ্ট না হউক, হ্যামলেটের ন্যায় অসাধারণ কিম্বা মহৎ বলিতে পারি।

চরিত্র চিত্র করা নাট্যকৌশলের একটী অঙ্গমাত্র; আর একটী অঙ্গ চিত্তগতি ব্যক্তি। রাণীর বাৎসল্য এবং শশীর প্রেমভাব এ নাটকের প্রধান ভাব ব্যক্তি। তৎপরে বিজয়ের কোপন স্বভাব। অন্য কোন চিত্তগতির বিশেষ পরিচয় এ নাটকে নাই। তবে বরাবর একটি নৈতিক সদ্ভাব রক্ষিত হইয়াছে, যাহা অভিনয়ে অধিক ফলোপধায়ী হইতে পারে।

কিন্তু নাটক রচনার সুপরীক্ষা তাহার অভিনয়ফল। এ নাটকের প্রকৃত অভিনয় ফল বোধ হয়

ভালই হইতে পারিবে। এ প্রকার নাটকের অভিনয় প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে প্রদর্শিত হয় ইহা আমাদিগের ইচ্ছা। যদিও এ নাটকে হামলেট কিম্বা লিয়র নৃপতির ন্যায় অসামান্য অথবা মহৎ চরিত্র চিত্রিত হয় নাই, যদিও ইহাতে তৃতীয় রিচার্ড এবং ম্যাক্‌বেথের রাজ্যলোভ, ওথেলোর প্রেমবিদ্বেষ এবং ইয়াগোর বিদ্বেষভাব, ব্রুটসের স্বদেশানুরাগ, উল্‌সির উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা সাইলকের অর্থ স্পৃহা জনিত হৃদয় কঠোরতা প্রভৃতি যে সমস্ত সুমহতী চিত্তগতি ও প্রকৃতি নিচয় সংসারের কার্যক্ষেত্রে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহাদিগের কার্য্যকলাপ ও পরিণাম ফল কিছুই প্রদর্শিত হয় নাই, তথাপি ইহাতে সামান্যতঃ মূল হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটনা যোজনায়, চিন্তায়, এবং কল্পনায় এমত একটি সাধু নৈতিক ভাব প্রকটিত আছে তাহাতে নিশ্চয়ই যথাযথ অভিনয়কালে শ্রোতৃবর্গ ও দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত সাধুভাবে আকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ হইতে পারিবে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

জনরব যে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য এ বৎসর লর্ড নর্থব্রুক সিমলা শৈলবিহার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা একটী সুসংবাদ বটে, কিন্তু এখন যদি চাউল রপ্তানি বন্দ না হয়, তাহা হইলে, তখন তিনি এখানে থাকিলে কি লাভ হইবে?

ডেলিনিউস বলেন একখানি ষ্টিমার চিনদেশ হইতে ৮০০০ বস্তা চাউল আনিয়াছে, এবং আরও আনিবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষ বৎসর বৎসর চিনদেশে চাউল রপ্তানি করিয়া থাকে, এ বৎসর চিনদেশ সেই ধর্ম্ম রাখিতেছে।

কলিকাতার প্রধান বণিক মেকিনন, মেকেঞ্জী এবং কোম্পানির প্রধান অংশীদার ইংলণ্ড হইতে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন যে যদি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ দানসংগ্রহ আবশ্যক হয়, তিনি কলিকাতার সকল বণিকদিগের অপেক্ষা অধিকতর দান প্রদানের জন্য তত্রত্য বাণিজ্যালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে লিখিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার সাধু ইচ্ছার পুরস্কার করিবেন।

প্রসিদ্ধ ডাক্তর গুডিব চক্রবর্ত্তীর পুত্র এচ, এম আর গুডিব চক্রবর্ত্তী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, কমিসনর এবার রুখি সাহেব গত মঙ্গলবার রাত্রি ৭টার সময় ওলাউঠা রোগে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ কি ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। ইনি একজন ন্যায়বান বিচারক, কর্ম্মেও উপযুক্ত লোক ছিলেন।

রূপগঞ্জ থানার এলাকার দক্ষিণাংশে বালিয়াপাড়া নওগাঁও সুলতান সাহাদি প্রভৃতি অঞ্চলে জ্বর ও ওলাউঠায় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। পানীয় জলের দোষই এই পীড়া বৃদ্ধির কারণ বলিয়া বোধ হয়। এবৎসর ঐ অঞ্চলে একে জলকষ্ট তাহাতে আবার ব্রহ্মপুত্রের পানা পচা দুর্গন্ধ দূষিত জল।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন বিক্রমপুর বরাহলী নিবাসী বৈদ্যবংশীয় হরনাথ দাস কায়স্থবংশসম্ভূত কালীশঙ্কর দাসের ১৬·১৭ বর্ষ বয়স্কা বিধবা ভাগিনেয়ী ভুবনময়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এ বিবাহ রঙ্গপুরে ব্রাহ্ম বিবাহের নূতন আইনের বিধানমতে সম্পন্ন হইয়াছে। এটী ব্রাহ্ম, বিধবা এবং সঙ্কর এই ত্রিবিধ বিবাহ।

উক্ত পত্র শুনিয়াছেন, কর্ণেল কিটিং সাহেব আসামের চিফ্ কমিসনর হইয়াছেন। শ্রীহট্ট এবং কাছাড় আসামের অন্তর্গত হইল।

ঢাকার সুদক্ষ কমিসনর আলেক্‌জাণ্ডার আবার ক্রম্বী সাহেব ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া হঠাৎ লোকান্তর গত হওয়াতে সকলেই শোকার্ত্ত হইয়াছেন। ঢাকা অঞ্চলের সকল সংবাদ পত্র তাঁহার জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার কার্য্যকারিতার বহুপ্রশংসাবাদ করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছেন। এক আর কক্‌রেল তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

আগামী বুধবার 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স' সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে। গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের তথায় উপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা। সভাপতি সার জর্জ ক্যাম্বেল একটী বক্তৃতা করিবেন।

গত বুধবার হাইকোর্টের আপীল বিভাগে উকীল আলেন সাহেবের সওয়াল শুনিতে শুনিতে মান্যবর জজ লুইস জাক্‌সন হঠাৎ মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়েন। গৃহান্তরে লইয়া গিয়া অনেক শুশ্রূষা করাতে তাঁহার চৈতন্য লাভ হয়

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে অল্প অল্প বৃষ্টির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; ইহা দ্বারা অনেক উপকারের সম্ভাবনা। বর্দ্ধমানে রবিশস্য উত্তম জন্মিয়াছে। দার্জিলিঙ্ ও শ্রীহট্টে শস্যের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও কাছাড়ে দর বাড়িয়াছে। বৃষ্টি এই কয়েক স্থানে হইয়াছে—নদিয়া, যশোহর, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, পাটনা, ত্রিহুত, চম্পারণ ও হাজারিবাগ। প্রথম ৭টী স্থানে প্রায় ৬০ ইঞ্চ বৃষ্টি পাত হইয়াছে। বিহারেও রবি খন্দের অবস্থা ভাল। কোন কোন স্থানে শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। বাখরগঞ্জে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যেরূপ অনুমান করা গিয়াছিল, তাহার ।০ আনা কমী হইয়াছে।

ইংরেজী নূতন বর্ষের প্রারম্ভাবধি ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রের নূতন পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ইহা এখন রবিবারের মিররের আকারে দৈনিক ২ফরমা করিয়া মুদ্রিত হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ১২ টাকার পরিবর্ত্তে ১৩ টাকা হইয়াছে।

ওরিএণ্টাল গ্যাস কোম্পানির একজন কর্ম্মচারীর নামে সিয়ালদহের কোর্টে এতদ্দেশীয় একজনকে হত্যাকরণ অপরাধের অভিযোগ হয়, কিন্তু বিচারে একটু সামান্য আঘাত ব্যতীত আর কিছু প্রমাণ না পাওয়াতে তাহার কেবল ২৫ টাকা জরিমানা হয়। উহার ১০ টাকা মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে দিবার অনুমতি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস স্বামি-বিয়োগের ক্ষতি পূরণ ১০ টাকা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। না দিলেই বা কে কি করিতে পারিত?

দেশহিতৈষিণী বলেন সিরাজগঞ্জ এবং তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে শুষ্ক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহা নহে; দিন দিন মৃত্যু সংখ্যা অতিরেক হইয়া উঠিয়াছে। এবার দুর্ভিক্ষ ও জ্বরে বঙ্গদেশ উচ্ছন্ন হইল।

জানুয়ারি মাসের আগমনে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে নূতন চাউল উঠিলে চাউলের মূল্য সুলভ হইবে। বর্ত্তমান সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার চাউলের মূল্যের তালিকা প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃই মূল্য বৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থ কয়েকটী জেলার বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

জেলা	উত্তম চাউল,	সামান্য চাউল
বর্দ্ধমান	।৩ সের	।৩।০
বাঁকুড়া	।১ "	।৫
বীরভূম	।১।	।৪।০
মেদিনীপুর	।৪	।০
হুগলি	।০	।৩।

হাবড়া	।০	।২॥
কলিকাতা	।০	।২।০
চব্বিশপরগণা	/৮।০	।১
নদীয়া	।১।৶০	।৩/০
যশোহর	।৪	।৭
মুরসিদাবাদ	/৯০	।১
দিনাজপুর	!০	।১॥০
মালদহ	।১॥০	।২
রাজসাহী	/৯৵০	।১।০
রঙ্গপুর	/৯'৶০	।১৸/০
বগুড়া	/৮।০	।৩৶'০
পাবনা	/৮	।৬॥০
দারজিলিং	/৮	।০
জলপাইগুড়ি	।১।/০	।৩
ঢাকা	।৪	।৮
ফরিদপুর	/৮	।৭
বাখরগঞ্জ	।৬	।৮॥০
ময়মনসিংহ	।৩	।৬॥০
শ্রীহট্ট	।৪৵০	॥১৸৶০
কাছাড়	।৩।/	।৬
চট্টগ্রাম	।৪	।৮
নোয়াখালি	।৩	।৬
ত্রিপুরা	।৫	।৯॥০
পাটনা	।২	।১
গয়া	/৯	।১৶'০
সাহাবাদ	।২॥	।৪
ত্রিহুত	/৯॥	।০॥০
সারণ	/৯	।২॥০
চম্পারণ	/৮॥০	।২॥০
মুঙ্গের	/৯।	/২।৶
ভাগলপুর	।০/	।৩৸৶
পূর্ণিয়া	।০	।১
সাঁওতাল পরগণা	/৮॥	।৪
লোহারডাঙ্গা	।৪	।৯॥০
সিংহভূম	।৬	॥০
মানভূম	।৬	।৭

উত্তর পশ্চিম।

তাজপুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহ ১৮৫৭।৫৮ সালের বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণর জেনারেল তাঁহার পুত্র কুমার জগৎ সিংহকে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন!

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ হেরাল্ড বলেন, বেকার নামক এক ব্যক্তি এলাহাবাদে কর্ম্মার্থী হইয়া আইসে। সে পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একজন গার্ড ছিল। তাহার সমভিব্যাহারে তাহার স্ত্রী ছিল। এখানে কর্ম্মকাজ না পাইয়া স্ত্রী পুরুষে সম্মত হয় যে বেকার অগ্রে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া পরে আপনিও প্রাণত্যাগ করিবে। দুরাত্মা তাহার স্ত্রীকে কাটিয়া রক্তাক্ত হস্তে এক খানি ছুরিকা লইয়া ইষ্টেসনে প্রবেশ করে এবং প্রথম ব্যক্তি যে তাহাকে কর্ম্মদিতে অস্বীকার করিবে তাহাকে বধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, এবং শুনাযায় যে তাহার স্ত্রীও আরাম হইতে পারে। দরিদ্র্যা স্মরণং বরং।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঞ্জাব ইউনিবার্সিটী কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, কলেজের স্থাপন কর্ত্তারা ও ছাত্রেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে কলেজটীর অস্তিত্ব সন্দেহাত্মক। পঞ্জাবীরা বহু যত্নে ও বহু ব্যয়ে আপনাদিগের মধ্যে দান সংগ্রহ করিয়া এই কলেজটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উচিত ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ টাইম্‌সের বাঙ্গালোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে তত্রত্য ৮৯ সংখ্যক রেজিমেণ্টের একজন সৈনিক অতিরিক্ত মদ্যপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তথাপি গবর্ণমেণ্ট সুরার বাণিজ্য কমাইবেন না!

মান্দ্রাজস্থ ওয়েসলিয়েন মিসন স্কুলে রাঘব আয়ার নামক এক ব্যক্তির একটী ১৩ বৎসর বয়স্ক বালক অধ্যয়ন করিত। সে উক্ত স্কুলের প্রিন্সিপাল রেবারেণ্ড বরজিস সাহেবের নিকট খ্রীষ্টীয়ান হইবার জন্য প্রার্থনা করে এবং তাহার পর আর বাটীতে আইসে না। রাঘব আয়ার প্রিন্সিপালের নিকট পুত্র প্রাপ্তির প্রার্থনা করে, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। এই সকল কারণেই এ দেশীয়েরা মিসনরীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করেন।

মান্দ্রাজে আবার ডেঙ্গু জ্বর দেখা দিয়াছে। সেণ্ট টোম ডিষ্ট্রিক্টে ৮ ব্যক্তি এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে যিনি প্রবেশ করেন, তিনি আর যাইতে চান না।

বোম্বাই।

বোম্বাইয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ বৎসর ১০২৫ জনের মধ্যে কেবল ৩৫৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। কলিকাতায়ও ২৫৪৫ জনের মধ্যে ৮৪৭ জন হইয়াছে। এবারকার হাওয়া বড় মন্দ।

বোম্বে গেজেট বলেন যে ধরমপুরের যুবরাজের সহিত মহীকান্ত অন্তর্গত চালিয়াদের ঠাকুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ধরমপুরের যুবরাজের ৭০০০০ এবং ঠাকুরের ২৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই সকল অপব্যয়েই ভারতবর্ষ উচ্ছন্ন যাইতেছে।

টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া এক পারসী ছাত্রের কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে সে ৯ বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াও এইবারে (দশম বারে) উত্তীর্ণ হইয়াছে। ধন্য তাহার অধ্যবসায়। উক্ত পত্রের একজন সংবাদ দাতা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার এই অবিরল গুণটী সকল যুবককেই অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও এখানে একটী ডাক্তরকে জানি তিনি অম্লান সাতবার পরীক্ষা প্রদান করিয়া পরিশেষে উত্তীর্ণ হন।

বোম্বাই কলেজের একজন পার্সী ছাত্র খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু হইয়াছেন, তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বলিয়াছেন যে তাঁহার অল্প বয়সে তাঁহার পিতা মাতা একটী বালিকার সহিত বিবাহ দেন। তিনি এখন তাঁহার স্ত্রীকে দেখিতে পারেন না। যুবকটী নিতান্ত ধর্ম্মপিপাসু বটে।

ইউরোপ।

গত বারবৎসর পিটরস্‌পেন্স অর্থাৎ পিটরের নামে দানের সমষ্টি ১৬০০,০০,০০০ কোটী টাকা পোপের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমাদের কালীঘাটে ও তারকেশ্বরে কত উঠে?

লর্ড লরেন্সের কার্য্যপ্রণালীতে সন্তুষ্ট হইয়া ডিউক অফ বেডফোর্ড "লরেন্স স্কলারসিপ ফণ্ডে ১০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৮৭৩ সালের জানুয়ারী হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ১৫৮০০০০ পাউণ্ড ভারতবর্ষীয় চা লণ্ডনে নীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই কয়েক মাসে ১,৫২, ৩৪০০৯ পাউণ্ড নীত হইয়াছিল।

লর্ড নেপিয়র ও এট্রিক লণ্ডন স্কুল বোর্ডের সভাপতি হইয়াছেন।

আগামী এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীতে এতদ্দেশীয় সাক্ষীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ হইবে। শীতকালে এ দেশীয়দিগের ইংলণ্ডে যাওয়া ক্লেশকর বলিয়া দয়ালু লর্ড নর্থব্রুক এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মৃত টমাস বেরিং সাহেব তাঁহার অধীনস্থ অর্থাৎ বেরিং ব্রাদর্স বাণিজ্যালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে এক এক বৎসরের বেতন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই দানের সমষ্টি প্রায় ৩০০০০০ টাকা।

বিবিধ।

নিউইয়র্ক আর্কেডিয়ান "সম্পাদক" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে সম্পাদক একটী মনুষ্য যে জীবনের উৎকৃষ্টাংশময় অন্যকে সম্মান প্রদান করিয়া ব্যয় করিয়াছে, কিন্তু আপনি কিছুই পায় নাই।" আর্কেডিয়ান বড় দুঃখেই বলিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস্ বলেন এক ব্যক্তি কালিফরনিয়ান ডাইভোর্স কোর্টে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্ত্রীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে সে একজন পর পুরুষের সহিত (বলে) নৃত্য করিতে গিয়াছে এবং সমস্ত রাত্রি তাহার সহিত ছিল। বিচারপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিবাহ ভঙ্গ করিতে চাও?" তিনি উত্তর করিলেন "না, তবে আমার প্রার্থনা যে সে ভবিষ্যতে যেন এরূপ কর্ম্ম আর না করে,আপনি তাহা নিবারণ করিয়া দিন।" বিচারপতি মহা বিপদে পড়িয়াছেন।

সেক্রেটারী অব ষ্টেট আদেশ দিয়াছেন যে ভারতবর্ষে আর কামান নির্ম্মাণ হইবে না। মিতব্যয়িতা না রাজনীতির জন্য ?

মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই মাসের প্রবেশিকা ও সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় চারিজন স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বত্রই স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি আন্থ্রপোলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে ডাক্তর জি ডবলিউ লিটনার "সিয়াপোশ কাফের" জাতির আদি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পূর্ব্ব দক্ষিণ কাফেরস্থানে এই জাতির বাস। "সিয়াপোশ কাফের" এই নাম মুসলমানদিগের প্রদত্ত। "সিয়া" অর্থ কৃষ্ণ বর্ণ,'পোশ'—বস্ত্র এবং'কাফের'বিধর্ম্মী। তিনি বলেন মাসিডনিএনদিগের হইতে কাফের জাতির উৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই,কারণ তাহারা আলেক্‌জাণ্ডারের বিষয়ে কিছুই অবগত নহে। ইহাদিগের মধ্যে টফেদিস নামক একটী জাতি আছে,তাহারা বলিয়া থাকে যে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরাই তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। কেহ২ অনুমান করেন, যে সিয়া পোশ কাফেরেরা প্রাচীন পার্স্য-বাসী (যোরোষ্ট্রিএন), আরব-দিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া উক্ত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহাদিগের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার পারস্য জাতির সহিত ঐক্য থাকাতে এই মতের অনেকটা পক্ষসমর্থন করিয়া থাকে। কেহ বা অনুমান করেন ইহারা হিন্দুস্থান হইতে পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাড়িত হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তর লিটনার বলেন যে সিয়া পোশ কাফেরেরা হিন্দুও নয় এবং মুসলমানও নয়, তাহারা আদিম-বাসী। যদি ও তাহারা ঠিক আর্য্যবংশ সম্ভূত নয়, তথাপি আর্য্য জাতির সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ আছে; তাহাদিগের ভাষাতেও অনেকটা সংস্কৃতের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

স্বর্ণময়ীচরিতম্।

তস্যামাসীদ্ধনবী সকলগুণনিধীরাজবংশপ্রতিষ্ঠাহেতুঃ শ্রীকান্তনামা সততপরহিতোঽত্যন্তশুদ্ধান্তরাত্মা। হেষ্টিংসস্যাতিদুষ্টাশয়যবনভয়োদ্বেজিতস্যাশরণ্যস্যাসুত্রাণাদ্ যদীয়া শশধরধবলাদ্যাপি জাগর্ত্তি কীর্ত্তিঃ॥ ১১॥

নিজকুলং স নয়ন্ নয়সম্পদা
কমপি মানমমানমসীময়া।
অথ যযৌ চরমে পরমাং গতিং
সুকৃতিনাং কৃতিনাং চ ধুরি স্থিতঃ॥ ১২॥

বিনয়ী নয়বাংস্তস্য তনয়োঽনয়ভূষণঃ।
লোকনাথ ইতি খ্যাতো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনঃ॥১৩

অগণ্যপুণ্যোঽখিললোকধন্য-
স্তদাত্মজন্মাঽতিপবিত্রকর্ম্মা।
অনাথনাথো হরিনাথনামা
বভূব ভূপো নৃপবংশদীপঃ॥ ১৪॥

কৃষ্ণনাথইতিখ্যাতস্তস্যাভূন্নৃপতেঃ সুতঃ।
তেজসো নিচয়ঃ কোঽপি দিবাকর ইবাপরঃ॥১৫॥

তস্মিন্ রাজরবৌ বিহায় সহসা শোকান্ধকারে বিশোঽকালে কালকরালরাহুবদনং হন্ত! প্রয়াতে সতি। রাজ্ঞী স্বর্ণময়ী তদীয়মহিষী সা কামিনীপদ্মিনী সংপ্রাপ্তাঽশরণা বতাতিমলিনা হা শোচনীয়াং দশাম্॥ ১৬॥

ঘনঘনরণশোকেনাতিশীর্ণাঙ্গযষ্টি-
র্গলিতললিতভূষা সা হৃদীনাননশ্রীঃ।
অবিকলমহচক্রে যামিনীং ক্ষীণযামাং
নিভৃতসকলতারাং ম্লানশীতাংশুবিম্বাম্॥ ১৭॥

যদবধি বিধিরোষাৎ প্রাপ বৈধব্যতাপং
বিষমকুলিশপাতং সাতিদুঃখী লভেব।
তদবধি তদদুঃখাম্ভোধিসেতায়মানা-
ঘবিরতরতচিত্তা শান্তিমার্গোৎসুকাঽভূৎ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

সেই কাশীমবাজারে কান্ত নামে এক প্রশান্তাশয় মহাত্মা বাস করিতেন। তিনিই কাশীমবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। কথিত আছে, যখন ভারতের প্রথম গবর্ণর মহামতি হেষ্টিংস সাহেব দুরন্ত নবাবের ভয়ে নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন, আশ্রিতবৎসল কান্ত তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া কৌশলে তদীয় প্রাণরক্ষা করেন। পরপ্রাণরক্ষার্থ নিজের প্রাণভয় গণনা না করায় তদবধি কান্তের অক্ষয় কীর্ত্তি ধরাতলে জাগরূক রহিয়াছে। ১১।

মতিমান্ কান্ত স্বগুণপ্রভাবে ক্রমে মহোচ্চপদে অধিরূঢ় হইলেন। সম্পদের সহিত উদার নীতিগুণের সংযোগে তাঁহার কুললক্ষ্মী অচলা হইল। তিনি এইরূপে সর্ব্বত্র পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১২।

কান্তের বংশধর তনয়ের নাম লোকনাথ। মহানুভাব লোকনাথই এই বংশের প্রথম রাজা, ভারতেশ্বর তদীয় নানা সদ্গুণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অনুপম সুনীতি ও সৌজন্যগুণে অনুজীবিগণ নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। ১৩।

লোকনাথের পুত্র পুণ্যকীর্ত্তি হরিনাথ। রাজকুলপ্রদীপ হরিনাথ অগণ্য পুণ্যরাশিসঞ্চয় দ্বারা জীবিতকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া পরলোক গমন করেন। ১৪।

হরিনাথের পর তদীয় তনয় কৃষ্ণনাথ কাশীমবাজার-রাজলক্ষ্মীর অধীশ্বর হইলেন। কৃষ্ণনাথ ভাস্করের ন্যায় অতি তেজস্বী ছিলেন। হায়! অবশ্যম্ভাবী ললাটলিখন কে খণ্ডন করিতে পারে, সেই রাজ-সূর্য্য দিঙ্মণ্ডল শোকান্ধকারে নিমগ্ন করিয়া অকালে চরমাচলে প্রস্থান করিলেন। এই আকস্মিক পতিবিয়োগ ললনাকুলকমলিনী পতিপ্রাণা স্বর্ণময়ীর কোমল হৃদয় একবারে বিদলিত করিল। রাজ্ঞী নিতান্ত অশরণা ও মলিনা হইয়া অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলেন। ১৫। ১৬।

এই দারুণ বৈধব্যদশা অচিরাৎ তাঁহার সেই লাবণ্যময়ী দেহযষ্টিকে বিশীর্ণ করিল, অঙ্গের উজ্জ্বল অলঙ্কারগুলি হরণ করিল, এবং মুখশ্রীকে অতিমাত্র বিবর্ণ করিল; বোধ হইতে লাগিল যেন উষাসমাগমে সুখময়ী বিভাবরীর যাম পরিক্ষীণ, নক্ষত্রপুঞ্জ বিলীন, এবং সুধাংশুবিম্ব মলিন হইয়াছে। ১৭।

যে অবধি বিধিকৃত সেই দুর্ব্বার দুঃখাগ্নি বিষম রজ্জুগিরি ব্যায় তাঁহার সুকুমারী দেহলতাকে দগ্ধ করিয়াছে সেই অবধি সরলা বালা সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বসন্তাপহারী একমাত্র পরাৎপরে চিত্ত নিবেশ পূর্ব্বক পরম পবিত্র শান্তিমার্গের অনুসরণ করিয়াছেন। ১৮।

(ক্রমশঃ)

গত ১লা জানুয়ারি সায়ংকালে ৭ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ৪র্থ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় অতি সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা হইয়াছে। সভাস্থলে অত্রত্য উপকৃত ও অন্যান্য কৃতবিদ্য বহুসংখ্যক ব্যক্তি সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে এই প্রাণ স্বরূপ ঔষধালয়ের সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু তারক দাস সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সংক্ষেপে সম্বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। পরে অত্রত্য ঔষধালয়ের সুযোগ্য কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ পাল রোগীদিগের তালিকা পাঠ করিলেন তদ্দ্বারা প্রকাশ হইল যে গত বৎসর মোট ৪০৬৪ সংখ্যক রোগী উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৮৭৪ আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ৭০১ অনুপস্থিত এবং ৩৮৮ চিকিৎসাধীন আছে। অতঃপর এই ঔষধালয়ের শাখা রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র ঘোষ তথাকার রোগীদিগের তালিকা পাঠ করিলেন। তদ্দ্বারা অবগত হইলাম রোগীর সংখ্যা মোট ২৩৫৩, তন্মধ্যে ১৫৮১ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং ৫৬৫ জন অনুপস্থিত ও ২০০ জন চিকিৎসাধীন এবং ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অতঃপর এই ঔষধালয়ের উন্নতি সাধনার্থ অত্রত্য যুবক চতুষ্টয় ইংরেজী এবং বঙ্গ ভাষায় সুদীর্ঘ লিখিত ও বাচনিক বক্তৃতা দ্বারা সকলের সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে এই ঔষধালয়ের স্থাপয়িতা দয়া গুণের পরতন্ত্র হইয়া ১লা ও ২ রা জানুয়ারি দুই দিবস অত্রত্য অনাথ ও দরিদ্রদিগকে অর্থ ও ভোজ্য দ্রব্য দান করিয়া যৎপরোনাস্তি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপসংহারে আমরা করুণানিধান পরমেশ্বরের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে ঈদৃশ সাধু ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবী করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি ও অনাথ এবং দরিদ্র দিগের অভাব মোচন করুন।

বাকইপুর জনৈক দর্শক।

বিজ্ঞাপন।

CALCUTTA VERNACULAR SCHOOL.

কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়।

ভারতসংস্কার সভার অধীনস্থ "কলিকাতা স্কুলের" বাঙ্গাল বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হওয়াতে বর্ত্তমান জানুয়ারি মাস হইতে ইহা একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয়রূপে সংগঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির শ্রেণী খোলা গিয়াছে।

সুকুমারমতি বালকগণ যাহাতে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সুপ্রণালীমতে মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে পারে, হস্তলিপি ও শুভঙ্করের অঙ্ক প্রভৃতিতে পারদর্শী হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ইহাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। শিক্ষাপ্রণালী যাহাতে ছাত্রগণের পক্ষে আনন্দজনক ও তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সহকারী হয় এপ্রকার সুব্যবস্থা করা যাইতেছে।

ইহার শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সংস্কৃতজ্ঞ সাহিত্য শিক্ষক, নর্ম্মাল স্কুলের উত্তীর্ণ পণ্ডিত এবং সুদক্ষ গুরু মহাশয় নিযুক্ত করা যাইতেছে। উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপনার্থ একজন ইংরাজী শিক্ষকও থাকিবেন।

এই বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা গবর্ণমেণ্ট স্কলার্সিপ ও তদ্ব্যতীত কলিকাতা স্কুলের ফ্রি স্কলার্সিপ পাইয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবেন।

ছাত্রগণের বেতনের নিয়ম।

সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী	।০ আনা
তদুপরিস্থ শ্রেণীদ্বয়	৷৵০ "
উচ্চ শ্রেণী সকল	১ টাকা

কলিকাতা স্কুল
১৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট
৬ই জানুয়ারি—১৮৭৪।

শ্রীহরনাথ বসু
অধ্যক্ষ।

সাহিত্য সন্দর্ভ।

গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়াতে এবং প্রকাশক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকাতে কার্ত্তিক মাসে পত্র প্রকাশিত হয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় গ্রাহক সংখ্যা আর কিছু বৃদ্ধি হইলে এবং প্রকাশক আরোগ্য লাভ করিলে ত্বরায় পত্র খানি প্রচারিত হইতে পারিবে।

বঙ্গাব্দ ১২৮০
২৫শে কার্ত্তিক

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭৷০
" ষাণ্মাসিক	৩৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২৷৵০
মাসিক ...	৷৷০	৷৷৵০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের মূল্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 34

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ, ৩৯ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—৪ঠা মাঘ শুক্রবার। ১৮৭৩—১৬ই জানুয়ারি { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭।৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

হতভাগ্য নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত সোমবার পোতারোহণ করিয়া দ্বীপান্তর বাসার্থ গমন করিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণ তাহার জন্য একবার শেষ অশ্রুপাত করিয়া লও।

কোন্নগরের যে জুয়ারির অত্যাচারের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার জ্ঞাপন করি, অদ্যাপি তাহার দুর্বৃত্ততার হ্রাস হয় নাই। এতৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ সহ একখানি পত্র যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে ডাকঘরে মাসুল দেওয়া চিটীতে লাল এবং বেয়ারিং চিটীতে কাল মোহর অঙ্কিত হইত, ইহাতে উভয়ের প্রভেদ অনায়াসে জানা যাইত, কিন্তু একণে উভয় স্থলেই কাল মোহর ব্যবহার হওয়াতে একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে, ডাক পেয়াদারা টিকিট তুলিয়া লইয়া বেয়ারিঙ্‌ বলিয়া অতিরিক্ত পয়সা লইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে সেইরূপ লইয়াছে শুনা যায়। আমরা প্রস্তাব করি মাসুল দেওয়া ও বেয়ারিং চিটীর প্রভেদ জ্ঞাপনার্থ পূর্ব্বের ন্যায় বিভিন্ন মোহর ব্যবহৃত হউক।

যে সরকারেরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর টাক্স আদায় করে, তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃপক্ষের একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাহারা যে সকল গৃহস্থের নিকট পার্ব্বণি বা পুরস্কার পায়, তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করে। কিন্তু যাহাদিগের নিকট তাহা পায় না, তাহাদিগের নিকট টাক্স তলব কোন মাসে করে, কোন মাসে না করিয়া বিল ফিরাইয়া দেয়। নির্দ্দোষী টাক্স দাতার উপর সমন হইলেই ১ টাকা খরচা লাগে। সমন দিবার পূর্ব্বে অনাদায়ী ব্যক্তির বাটীতে অন্য কোন কর্ম্মচারী দ্বারা একবার সন্ধান লইলে সুবিচার হয়।

মদের দোকানে দেশীয় মদিরা একসের অবধি খুজরা বিক্রয়ের নিয়ম প্রচলিত আছে। রেবিনিউ বোর্ড নাকি ২ গেলন অবধি খুজরা বিক্রয়ের নিয়ম প্রচলিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। এরূপ প্রস্তাব করিবার অভিপ্রায় কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরাই দেশীয় মদ্য অধিকাংশ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই যে পরিমিতাচার অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে। যদি বেশী মদ একেবারে ক্রয় করিবার অধিকার পায়, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার হইল সন্দেহ নাই।

১৫।১৬ বৎসর হইল কলিকাতায় গ্যাসের আলোক জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। নগরের সর্ব্বস্থানে গ্যাস লাইট দেওয়া হইবে বলিয়া নগরবাসী সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অনেক দিন অবধি স্বতন্ত্র টাক্স আদায় হইতেছে। কিন্তু গলি উপগলির কথা দূরে থাকুক অদ্যাপি অনেক ষ্ট্রীটে ইহার সূত্র পাত হয় নাই। আমরা দৃষ্টান্ত স্থলে হাতিবাগান ষ্ট্রীট, শ্রীকৃষ্ণ সিংহের ষ্ট্রীট প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারি। যেরূপ শ্লথ গতিতে এ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে শত বর্ষেও কার্য্য সমাধা হওয়া দুর্ঘট।

চতুশ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আগামী ৫ই মাঘ শনিবার অবধি ১০ দিবস ব্যাপিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসব হইবে।

গত ১৪ই জানুয়ারি বুধবার বেঙ্গল সমাজ বিজ্ঞান সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন টাউন হলে হয়। সভাপতি সার জর্জ ক্যাম্বেল একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, ভূমির রাজস্ব, শিল্পজাত, উপনিবেশ, শিক্ষা, আইন প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করেন। ইংলণ্ডে দুইজন বাঙ্গালী শিল্প শিক্ষার্থ গমন করিয়াছেন, অন্যে এই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবে আশা

করেন। বাঙ্গালীদিগকে স্কচ্‌দিগের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে বলিয়া তিনি উহাদের সাধুবাদ করিলেন। তাঁহার উক্তি কাজের লোকের ন্যায় হইয়াছিল, তিনি কিছু দিন সমাজ বিজ্ঞান সভার অধ্যক্ষ থাকিলে ইহা নির্জীব ভাব পরিহারপূর্ব্বক জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে।

ভারত সংস্কারক।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা।

পৃথিবীতে প্রায় এমত কোন রাজ্য দেখা যায় না, যেখানে ধর্ম্ম, শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য নয়। ধর্ম্মের আকর ভূমি ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্ম বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ইহা ভিন্ন কোন শিক্ষার আরম্ভ বা সমাপ্তি হইত না। এইরূপ শিক্ষাদ্বারা ছাত্রগণের জীবন যে অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হয় এবং অল্প বিদ্যাজনিত ভয়ঙ্কর ফল হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে অনেক সুপ্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের যোগও বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া অনেক পরিমাণে এই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়াছি। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই জন্য বিদ্যালয় সকলে বৈষয়িক জ্ঞানেরই শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ তাহা কে না বলিবে? ধর্ম্ম যে শিক্ষার পত্তনভূমি না হয়, তাহাহইতে শুভফল উৎপন্ন হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা অন্য উপায়ে নিরাকৃত না হইলে বিদ্যাপ্রচার দ্বারা দেশের যে কতদূর মঙ্গল হইবে আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। আমাদিগের দেশের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান শিক্ষিতদিগের চরিত্রের তুলনা করিলে ইহা কথঞ্চিৎ অনুভূত হইতে পারে। পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা শিক্ষিতের সংখ্যা এবং শিক্ষার পরিমাণ যে অনেক গুণ অধিক হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বের শিক্ষিতেরা ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া উল্লিখিত হইতেন, এক্ষণকার শিক্ষিতদিগকে অনেক স্থলে তাহার বিপরীত বলিতে হয়। কলেজ স্কুল হইতে বিদ্যালঙ্কারভূষিত অনেক ছাত্র বহির্গত হইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মণিভূষিত সর্পও গণনা করিলে অল্প হইবে না। শিক্ষিত দলের মধ্যে বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়পর ও পরোপকারী অপেক্ষা অহঙ্কারী, কপট, দূষিতচরিত্র, অন্যায়াচারী ও স্বার্থপরের সংখ্যা অধিক বলিয়া বোধ হয়। এরূপ বিদ্যা 'গুণ' হইয়া ও 'দোষ' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না? কৃতবিদ্যগণ ডাক্তরী, ওকালতী বা চাকরী ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন বটে, কিন্তু সে অর্থ তাঁহাদিগের বা দেশের মঙ্গলের কারণ না হইয়া অনেক স্থলে অনর্থ সংঘটন করিতেছে।

আমরা দেখিতেছি অসম্পূর্ণ ধর্ম্মহীন শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতবিদ্যগণ আপনাদিগকে পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত বলিয়া অভিমানী হইতেছেন, এবং শিক্ষাবলে এক দিকে যেমন কতকগুলি কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতেছেন, অন্যদিকে কতকগুলি নূতনবিধ ভয়ঙ্কর কুসংস্কার অধিকার করিতেছেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা তালিকায় কেবল বিষয় বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার কথা লিখিত আছে, চরিত্র সংশোধন বা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের বিধান নাই, তাঁহারাও প্রথমোক্ত বিষয়টীর জন্য যত্ন এবং শেষোক্ত দুইটী বিষয়ের প্রতি শৈথিল্য ও অবহেলা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। ধর্ম্মালোচনা জন্য সময় ব্যয়, চরিত্র সংশোধন জন্য চেষ্টা, ঈশ্বরের পূজা জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া সম্পাদন করা, ক্রমে এ সকল কুসংস্কারের মধ্যে গণ্য হইতেছে। আমরা আশঙ্কা করি কিছু অধিক দিন এইরূপ শিক্ষা চলিলে ধর্ম্ম ও নীতি কথা সম্পূর্ণ কুসংস্কার বলিয়া আমাদিগের শিক্ষিত সমাজ হইতে এককালে দূরীভূত হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি ভিন্ন যে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয় না, চরিত্র বিশ্বাস স্থল হয় না এবং সমাজ সজীব ও সবল হইয়া কার্য্য করিতে পারে না তাহা কৃতবিদ্যগণ কি বিস্মৃত হইবেন? তাঁহারা বি এ, এম এ, ষ্টুডেণ্টসিপ বা যতদূর ইচ্ছা উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উচ্চ উপাধি ধারণ করুন, তাঁহারা সচ্চরিত্র না হইলে মহৎ কার্য্য সাধন বা আপনাদিগকে মহৎ জাতি রূপে সংগঠন করিতে কথনই সমর্থ হইবেন না। বর্ত্তমান শিক্ষাদ্বারা একদিক আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের মহৎগুণ সকল হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, অন্যদিকে ইউরোপীয়দিগের মহত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, কেন না নীতি ও ধর্ম্মমূলক শিক্ষাদ্বারা এ উভয়েরই জীবন সংগঠিত—আমরা তাহাতে বঞ্চিত।

আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যদি বিদ্যা দানদ্বারা এ দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে চান, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী কিছু সংশোধন করুন। জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুনীতি শিক্ষার প্রতি যাহাতে মনোযোগ হয়, এরূপ ব্যবস্থা করুন, এজন্য জ্ঞান শিক্ষা কিছু অল্প হইলেও তত ক্ষতি হইবে না। কোন বিশেষ ধর্ম্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার পরামর্শ আমরা দিই না, কিন্তু ধর্ম্মের যে সকল স্বাভাবিক ও মূল সত্যে

কোন সম্প্রদায় বিবাদী হইতে পারে না, তাহা শিক্ষা দানের উপায় করুন্।

স্বদেশস্থ বিচক্ষণ মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের চরিত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মহীন শিক্ষার অপকারিতা অনুভব করুন্ এবং যাহাতে তাহার প্রতিবিধান হয় তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টান্বিত হউন্। আমাদিগের বালকগণকে আমরা ধর্ম্ম ও নীতি সম্পন্ন করি, গবর্ণমেণ্ট ইহার বিরোধী নহেন, প্রত্যুত তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষার অসম্পূর্ণতা আমাদিগের নিজচেষ্টায় অপনীত হইবে ইহাই প্রত্যাশা করেন। নীতিপূর্ণ পুস্তক, সচ্চরিত্র শিক্ষক এবং নীতি শিক্ষার বিশেষ প্রণালী যাহাতে প্রস্তুত হয়, সর্ব্বতোভাবে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশীয়দিগের তত্ত্বাবধান বা কর্ত্তৃত্বাধীন বিদ্যালয়ের উপর আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আশা করিতে পারি।

আসাম, কাছাড় ও শ্রীহট্টে মজুর প্রেরণের আইন।

আইন ও আদালত সদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু নানা কারণে তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। তাহারা সবল ও ধনবান্‌দিগের হস্তে দুর্ব্বল পীড়নের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করে। ইহা আইন ও আদালতের দোষে তত হয় না, যতটা সামাজিক বিশৃঙ্খলতার দোষে হইয়া থাকে। সামাজিক বিশৃঙ্খলতাবশতঃ ধন ও বল অযথারূপে বিতরিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত দুঃখী শ্রমজীবী লোক প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ধনোৎপাদন করে, তাঁহারাই দুর্ভাগ্যক্রমে ধন হইতে সর্ব্বাগ্রেই বঞ্চিত হয় এবং অবশেষে সেই ধনই তাহাদের পীড়নের কারণ হয়। বুদ্ধি ও ক্ষমতাশালী লোকেরা তাহাদের শ্রমার্জ্জিত অর্থ অপহরণ করে। জনসমাজ এরূপ অপহরণ অপরাধ বলিয়া গণনা করে না বরং পুরুষার্থের লক্ষণ বলিয়া প্রশংসা করে এবং রাজব্যবস্থা এরূপ অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড বিধান না করিয়া বরং সাধ্যমত উহার সহায়তা করে। এজন্য যাবতীয় জনসমাজ মধ্যে, কতকগুলি লোক বুদ্ধি ও ক্ষমতাগুণে অন্যের উপার্জ্জিত ধন, অধিকার করিয়া বিনাশ্রমে ধনবান্ হয়, অবশিষ্ট সকলে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও দারিদ্র্য বিমোচন ও সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারে না। এই সকল শ্রমজীবী নির্ধন লোক অবশেষে ধনবানদিগের দ্বারা নানা প্রকারে অত্যাচরিত ও উৎপীড়িত হইয়া থাকে। তাহাদের উপকারের জন্য যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে, দুর্ভাগ্যক্রমে সে সকলও তাহাদের যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে।

আসাম কাছাড় ও শ্রীহট্টে মজুর প্রেরণের জন্য সম্প্রতি একটী আইন বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভাদ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়া ১৮৭৩ শালের ৭ আইন নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা নূতন ব্যবস্থা নহে, পূর্ব্ব ব্যবস্থিত বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৭০ সালের ২ আইনের সংশোধন মাত্র। ১৮৬৩ সালে উপরিউক্ত ব্যবস্থাপক সভাদ্বারা এ আইনের প্রথম সূত্রপাত হয়। পরে পূর্ব্ব আইন সংশোধিত হইয়া ১৮৬৫ সালের ৬ আইন বিধি বদ্ধ হয়। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ১৮৭০ শালের ২ আইন প্রচারিত হয়, একণে তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমান ৭ আইন ব্যবস্থিত হইতেছে। আশ্চর্য্য যে ১০ বৎসরের মধ্যে আইনটীর চতুর্থ সংস্করণ সমাধা হইল। আমরা বুঝিতে পারি না যে বর্ত্তমান আইনটী বিদেশগামী মজুরদিগের না ইউরোপীয় প্লাণ্টার দিগের উপকারার্থ সৃজিত হইয়াছে। যাহাদেরই জন্য হউক না কেন, এতদ্দ্বারা যে বিদেশগামী মজুর দিগের উপর পূর্ব্বানুরূপ উৎপীড়ন ও অন্যায় ব্যবহারের স্রোত বহমান থাকিতে পারিবে তৎপ্রতি কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এতন্মধ্যে মজুর দিগের স্বপক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সমস্ত নিশ্চয়ই অর্থশূন্য হইয়া থাকিবে, কিন্তু প্লাণ্টরদিগের স্বপক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তৎসমুদায় নিশ্চয়ই সজীব ভাবে আপন আপন কার্য্য ও উদ্দেশ্য সংসাধন করিবে। মজুরদিগের স্বপক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থার বিধান হইয়াছে, তাহারা সে সমস্ত শুনিতে ও জানিতেও পারিবে না বরং যাহাতে তাহারা চির দিন সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হইবে। সে সমস্ত ব্যবস্থার বিষয় জানিতে পারিলেও তাহারা যে তদ্দ্বারা কোন উপকার লাভ করিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। আমাদের মতে এবিষয়ের কোন বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে ভাল ছিল। এরূপ আইন দ্বারা বিশেষ কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই বরং অপকারেরই অধিক সম্ভাবনা। আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুসারে বিদেশ গমনেচ্ছু মজুরদিগকে জিলার বা উপবিভাগের মাজিষ্ট্রেট পরীক্ষা করিবেন। এই পরীক্ষার ফলের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। যদি মাজিষ্ট্রেট গন্তব্য দেশের অবস্থা, তথায় শতকরা কতগুলি মজুর পীড়িত হয়, কতগুলি মজুর মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, কতগুলি মজুর দুঃখ ভার সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়নপরায়ণ হয়, কতগুলি মজুর প্লাণ্টার দিগের দ্বারা ফৌজদারি আদালতের বিচারে অর্পিত হইয়া দণ্ডিত হয়,

এবং কতগুলি মজুরই বা নির্দ্দিষ্ট কালান্তে কত টাকা লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে, এ সমস্ত বিষয় তাহাদিগকে সে সময়ে যথা সত্য বুঝাইয়া দেন, ইহা নিশ্চয় তাহা হইলে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজনের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখের দিন যাপন করিবার জন্য বিদেশ গমনে তখনও ইচ্ছুক থাকিবে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় চাপিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে বিদেশে পাঠান কখনই উচিত নহে। যাহাদের উপর মজুর সংগ্রহের ভার অর্পিত হয়, তাহারা অনেক কথা বলিয়া ভুলাইয়া তাহাদিগকে বিদেশ যাইতে সম্মত করে, আইনের ৪ ধারানুসারে লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের প্রতি প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রচার করিবার যে ভার হইয়াছে, তিনি যদি যথার্থই দুঃখী জনের বন্ধু হন তাহা হইলে তদনুসারে উপরি উক্ত নিয়মটী ও নিম্নের কয়টী নিয়ম তাঁহার নিয়মাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে ভুলিবেন না। মজুরদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয় মাজিষ্ট্রেটদিগের বিবেচনাধীন না রাখিয়া সর্ব্বস্থলেই বাধ্যতার নিয়ম নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। যে সমস্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ী কর্ম্মচারী ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিদেশ গমনের উপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা সে মতের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন।

আমরা প্রস্তাবিত আইনের একটী বিষয় দেখিয়া যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আইনের কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে মজুরেরা কারারুদ্ধ হইবে স্থানে স্থানে এরূপ বিধান হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের নিয়োগকর্ত্তা প্রভুরা কোন বিষয়ে প্রস্তাবিত আইন অনুসারে অপরাধী হইলে, তাহাদের প্রতি শুদ্ধ অর্থ দণ্ড ভিন্ন আর কোন প্রকার দণ্ডের বিধান বিধিবদ্ধ দেখিতেছি না। ব্যবস্থাপক মহাশয়গণের এরূপ পক্ষপাত কখনই উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহারা কি মজুরদিগকে দীন দুঃখী দেখিয়া কারাবাসের অসহ্য ক্লেশ বহনের উপযোগী স্থির করিলেন এবং নিয়োগকর্ত্তা প্রভুরা ধনশালী ও সুখের ক্রোড়ে চিরকাল প্রতিপালিত বলিয়া কি স্নেহপরবশ হইয়া ইহাদিগকে অব্যাহতি দিলেন? ইহা কোন্ দেশের এবং কি প্রকারের ন্যায়পরতা তাহা ব্যবস্থাপক মহাশয়গণ কি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন?

আইনের ১২২ ধারায় ব্যবস্থিত হইয়াছে যে নিয়োগকর্ত্তা বা তাহার কোন কর্ম্মচারী আদালত বা পুলিসের অনুমতিপত্র ব্যতীতও পলায়নপরায়ণ কোন মজুরকে ধৃত করিয়া আনিতে পারিবেন। এই বিধান দ্বারা প্রভুদিগের হস্তে যে পীড়নের একটী অমোঘ অস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপ অপরাধী মজুর ৩ মাস পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ হইবে। কিন্তু যদি কোন প্রভু উহাকে অবৈধরূপে ধৃত করিয়া আনিয়াছেন এরূপ প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রভুর ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সেই অর্থ অত্যাচরিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইবে। একবার অনুধাবন করিয়া দেখিলে কে না বুঝিতে পারিবেন যে প্রভুর পক্ষে অপরাধী মজুরের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করা কত সহজ সাধ্য, আর মজুরের পক্ষে প্রচুর অন্যায় অত্যাচার আদালতের নিকট প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্ষতি পূরণের টাকা আদায় করা কত দূর দুঃসাধ্য? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে উপরি উক্ত ধারার যে অংশটী প্রভুর পক্ষে অনুকূল, তাহাই সজীব ভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে, আর যে অংশটী মজুরের পক্ষে অনুকূল, তাহা যে আইনের মধ্যে সন্নিবেশিত আছে, তথায় নিদ্রা যাইবে, কার্য্যতঃ তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া যাইবে না।

কোন বিদেশগামী হতভাগ্য মজুর একবার কাহার প্ররোচনা বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া, ফাঁদে পা দিলে আর যে সে শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবে, আমরা তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না। পূর্ব্ব আইন অনুসারে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইলে মজুরেরা প্রভুর অধীনতা হইতেও নিষ্কৃতি পাইত, কিন্তু প্রস্তাবিত আইনের ১২৩ ধারার মর্ম্মানুসারে, সে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও প্রভুর দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুনরায় তাহাকে তাহার প্রভুর কার্য্য স্থানে পাঠাইয়া দিবেন। তবে যদি সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অপরাধ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৬ মাসের অধিক কাল কারা-ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আইনের ১২৪ ধারার বিধানানুসারে সে পূর্ব্ব প্রভুর দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, নচেৎ অন্য উপায়ে তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। প্রভু দ্বারা আইনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে, স্থানে স্থানে দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু প্রভুর সঙ্গে মোকর্দ্দমা করিয়া সে পন্থা আয়ত্ত করা কোন বিদেশী দুঃখী মজুরের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

যাহাহউক আমাদের বিবেচনায় প্রস্তাবিত আইনদ্বারা ইউরোপীয় প্লাণ্টরগণই বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা দুই হাত তুলিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও তাঁহার ব্যবস্থাপক সভাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইংরাজদিগের সহিত বঙ্গবাসীদিগের সামাজিক সম্মিলন।

কিছু দিন হইল আমাদিগের শ্রদ্ধেয় সহযোগী ইণ্ডিয়ান্ মিরর ইংরাজদিগকে জীণপ্রত্যায়ী এবং বাঙ্গালীদিগকে প্রতারণা-প্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে আমরা যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তাহার মুখ্য কারণ এই যে ইংরাজদিগের মনে এ৽প্রকার সংস্কার জন্মাইয়া দিলে তাঁহারা আমাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ত থাকিবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের যে একটী বিশ্বাস ও সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ের যোগ প্রার্থনীয়, তাহা সহজে সম্পন্ন হইবে না। মিরর সম্পাদক সে দিন কেবল প্রতারণাব্যবসায়ী বাঙ্গালীদিগকে নিন্দা করেন বলিয়াছেন এবং গত ৮ই জানুয়ারি দিবসের পত্রে 'সামাজিক পুনর্মিলন' নামে একটী সৎপ্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। মিরর চিরকালই ইংরাজ ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যোগ বন্ধনের জন্য যেরূপ সচেষ্ট, এরূপ আর অল্প সংবাদ পত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত প্রস্তাব যেরূপ অপক্ষপাত ও সদ্ভাবের সহিত লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়।

গত বৎসর বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বাটীতে একটী ইব্‌নিং পার্টী হয়, তাহাতে বহুসংখ্যক ইংরাজ ও দেশীয় উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক সমবেত হন এবং কিয়ৎক্ষণ পরস্পরের সহিত মিষ্টালাপাদি করিয়া সকলে সন্তুষ্ট হন। মিররের ইচ্ছা, দেশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপন আপন আলয়ে মধ্যে মধ্যে এরূপ এক একটী অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলে ক্রমে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে দূরত্ব কমিয়া যাইবে এবং উভয়ে পরস্পরের সহিত সমহৃদয় হইতে শিখিবে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্ এই লেখা অবলম্বন করিয়া একটী দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন 'অতি অধম ইংরাজও জেতৃজাতিসুলভ অভিমানে আপনাকে প্রধান জ্ঞান করেন এবং পরাজিত জাতির সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে চান ইহা যথার্থ কথা। কিন্তু ইংরাজ জাতির সহিত আত্মীয়তা বন্ধন করিতে হইলে যেমন তেমন সভা করিয়া সাহিত্য বিজ্ঞান বা ধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথন করিতে যাওয়া ভ্রম মাত্র, তাঁহারা এ প্রকার সভা যন্ত্রণালয় জ্ঞান করেন এবং ইহা হইতে বিদায় পাইলেই আরাম পান। ভালই বল আর মন্দই বল,ইংরাজেরা দুটী বিষয় বুঝেন—আহার ও স্ত্রীলোকের সংসর্গ। যেখানে এই দুইটীর আয়োজন থাকে, সেখানে তাঁহারা আপনাদের গৃহ অনুভব করেন এবং প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের সদ্ভাব দেখাইতে পারেন।' ইংরাজেরা স্ত্রীপুরুষে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিশিতে না পারিলে উভয় জাতি মধ্যে প্রকৃত ঘনিষ্টতা ও প্রণয় সঞ্চারিত হইবে না এইটী বলা সুযোগ্য সহযোগীর উদ্দেশ্য। প্রস্তাবটীতে ডেলি নিউস সম্পাদকের যেরূপ সরলতা ও ঔদার্য্য গুণ প্রকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি এবং তিনি একজন ইংরাজ, স্বজাতির প্রকৃতি বিষয়ে তাঁহার লেখা অবশ্যই সত্য বলিয়া আদরণীয়। তাঁহার কথা যদি মানিতে হয়, এক্ষণে এ বিষয়ে আমরা কি করিতে পারি? ইংরাজেরা সপরিবারে বাঙ্গালী পরিবারের সহিত মিশিতে প্রস্তুত কি না, তাহা আমরা ঠিক্ অবধারণ করিতে পারি না, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একজন সদাশয় ইংরাজের ব্যবহারে আমরা আশ্বাসিত হইয়া থাকি। বাঙ্গালিরা যে প্রস্তুত নহেন, ইহা নিশ্চয় কথা। স্ত্রীজাতির প্রতি ইংরাজ ও বাঙ্গালিদিগের ভাব অনেক ভিন্ন, সুতরাং স্ত্রীলোকের যোগে যে এ উভয় জাতি সম্বদ্ধ হইবেন ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় এক প্রকার অসম্ভব বোধ হয়। এই কারণে ইংরাজ সমাজে আজি কালি আমরা একটী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত দেখিতেছি। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজদিগের 'ইব্‌নিঙ পার্টি' হইলে, পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত দেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করা হইত। কিন্তু কিছু দিন হইল মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড হোবার্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক সে প্রথা রহিত করেন। আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবও গত নববর্ষ দিবসে বেলবিডিয়ারে যে একটী ইব্‌নিঙ পার্টী দেন, তাহাতেও সেইরূপ জাতি সঙ্কীর্ণতার অনুসরণ করেন। এজন্য ইংরাজদিগকে আমরা সম্পূর্ণ রূপে দুষিতে পারি না। তাঁহাদিগের 'বল' প্রভৃতিতে আমোদপূর্ব্বক স্ত্রীপুরুষে একত্র নৃত্য হয়, কোন্ বাঙ্গালী ইহা ভাল ভাবে দর্শন করিতে পারেন? আপনার স্ত্রী একজন পরপুরুষের সহিত নাচিবে ইহা স্মরণ করাও একজন বাঙ্গালীর পক্ষে শিরে বজ্রাঘাত অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। ইংরাজেরা আমাদিগকে ডাকিয়া যদি তাঁহাদিগের পরিবারের প্রতি মন্দভাব কল্পনা বা পোষণ করিতে না দেন,তাহাতে তাঁহাদের মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল সন্দেহ নাই, সে জন্য আমরা তাঁহাদিগের গ্লানি করিতে পারি না।

তবে এখন কি কর্ত্তব্য? ইংরাজ ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে জাতি বিদ্বেষ ও দূরত্ব ভাব কি চিরকাল থাকিবে? ঈশ্বর এই দুই জাতিকে যেরূপ অভাবনীয় কৌশলে একত্র সংবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকিতে দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে উভয় জাতিরই বিলক্ষণ অকল্যাণের

সম্ভাবনা। উভয়জাতির মধ্যে জাতিগত অশেষ প্রভেদ সত্ত্বেও একটী মিলন স্থল আবিষ্কার করিতে হইবে এবং তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে উভয় জাতির মধ্যে অধিকতর সম্মিলন বর্দ্ধন করিতে হইবে। আপাততঃ আমাদিগের বোধে এক প্রকার পারিবারিক যোগ বন্ধন করা যাইতে পারে। ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের কুটুম্বিতা করিবার কাল আজিও আসে নাই; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ উন্নত, তাঁহারা সপরিবারে কোন সদাশয় ইংরাজকে আপনাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন এবং আপনারাও সপরিবারে তাঁহার বাটীতে মধ্যে মধ্যে গমন করিতে পারেন। বিবীগণ যেমন বাঙ্গালী পুরুষদিগের সহিত আলাপন করিবেন, আমাদিগের অঙ্গনাগণ সাহেবদের সহিত সেরূপ আলাপনে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সুদূর-পরাহত। কিন্তু ইংরাজ রমণীগণের সহিত আমাদিগের মহিলাগণ পরিচিত ও প্রণয়বদ্ধ হইলে সে অভাব অনেক পরিমাণে পূরণ হইতে পারে। আমরা মনে করি যে ইংরাজেরা অগ্রে আমাদিগের সহিত সংমিলিত হউন, পরে আমরা তাঁহাদিগের নিকট যাইব। কিন্তু কেবল তাঁহাদিগের স্কন্ধে সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কি হইবে? উভয় পক্ষ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের স্বার্থ অধিক, অতএব আমাদিগকে অধিকতর উদ্যোগী হইতে হইবে। আমরা আশা করি মিরর এবং ডেলিনিউসের সম্পাদক, উভয়েই যেমন এ বিষয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন এবং উভয়েই উন্নতমনা ও ভারতের উন্নতিপ্রার্থী, তাঁহারা এ বিষয়ের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। তাঁহারা উদ্যোগী হইলে এ দেশের একটী মহৎ কল্যাণের পথ প্রসারিত হইবে।

নাটকাভিনয়।

এক্ষণে এদেশে নাটকাভিনয়ের বিলক্ষণ আড়ম্বর দেখা যাইতেছে। এই নগরে কএকটি অভিনয় ব্যবসায়ীর দল হইয়াছে। তাঁহারা স্ব স্ব রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। তদ্ভিন্ন "সখের দল" সকল নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইতেছে। মফস্বলের অনেক স্থানেও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে লোকে কবিওয়ালাদের গানে অতিশয় আমোদ পাইতেন, পরে হাফ আখ্‌ড়াই, পাঁচালির প্রাদুর্ভাব হয়, এক্ষণে ইংরেজদের দৃষ্টান্ত ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নাটকাভিনয় বিষয়ে উৎসাহী হইয়া রঙ্গভূমি সকলের সূত্রপাত করিতেছেন। ইহার ফলাফলের বিষয় আমাদের এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। ইহাতে দেশের মঙ্গল না অমঙ্গল? এ বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা নাটকাভিনয় হইতে প্রভূত মঙ্গল প্রত্যাশা করেন; কাহারও মতে ইহা হইতে কেবল মহানিষ্টকর গরল উৎপন্ন হইবে। নাটকাভিনয়ে যে উপকার নাই, কেবলই অনিষ্ট ঘটে, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। যে প্রকার নাটকের অভিনয় হইবে, তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে। যদি কবিত্বপূর্ণ অথচ নীতিগর্ভ নাটক সকলের অভিনয় হয়, তবে নিশ্চয়ই শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে শুভফল উৎপাদন করিবে। নাটক ভাল হইলে, তাহার অভিনয় দ্বারা লোকের হৃদয়ে যে বিবিধ সদ্ভাব মুদ্রিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, পাপের প্রতি ঘৃণা, স্বদেশানুরাগ, কুপ্রথার উন্মূলন, ও অত্যাচার নিবারণের ইচ্ছা প্রভৃতি সাধু ভাবের উদ্দীপন নাটকাভিনয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক সময়েই উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার বিলক্ষণ লোপাপত্তিই লক্ষিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় নাটকাভিনয়ে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন। অভিনয়দ্বারা আমাদের দেশের উপকার কি অপকার হইতেছে, ইহাও স্বদেশ হিতৈষী অনেক ব্যক্তি সময় সময় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা অতীব অল্প, সুতরাং অভিনেতৃগণকে প্রায় সর্ব্বদাই যেমন তেমন সকল প্রকার নাটকই অভিনয় করিতে হয়, এরূপ স্থলে দেশীয় রঙ্গ ভূমি সকল হইতে সর্ব্বদা সমুচিত ফল লাভের আশা দুরাশা মাত্র। প্রচলিত বিশেষ বিশেষ কুপ্রথার বিরুদ্ধে যে কএক খানি নাটক প্রচারিত হইয়াছে সে সকলের অভিনয়ে উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু অনেক নাটকই আবার এ প্রকার অশ্লীলতা দূষিত, এমন কদর্য্য ভাবোত্তেজক যে তদ্দ্বারা কিয়ৎপরিমাণ মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের রুচি বিশুদ্ধ হইলে, কদর্য্য অংশ সকল পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অনেক স্থলেই সে প্রকার সুরুচির অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, অভিনেতৃগণের মুখনিঃসৃত ঘৃণিত বাক্য ও কদর্য্য অঙ্গ ভঙ্গী জন্য অনেক বিশুদ্ধমনা ভদ্রলোককে লজ্জা ও বিরক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মস্তকাবনত করিতে হইয়াছে। এতদ্রূপ অভিনয় সর্ব্বসাধা-

রণের বিশেষতঃ অপরিপক-চিত্ত তরুণ বয়স্কদিগের কোমলান্তঃকরণকে যে কলুষিত করিবে তাহার আর সংশয় কি? কিন্তু বাঙ্গালা রঙ্গভূমি নিচয় যে আর একটি ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা স্মরণ করিলে যার পর নাই দুঃখিত হইতে হয়। যে অবধি এদেশে অভিনয়ের আমোদ আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে সুকোমল মতি বালকগণের অধঃপাতে যাইবার একটি সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। নাটকের সঙ্ সাজিলে সহজে পাকামি অভ্যাস হয়। তদ্ভিন্ন নাটকবর্ণিত নারীচরিত্রের অভিনয় জন্য অজাত-শ্মশ্রু বালকগণকে নারীবেশ ধারণ করিতে হয়; পূর্ব্বানুরাগ সঞ্চারে স্ত্রী প্রকৃতিতে যাদৃশ হাব ভাব সঞ্চার স্বাভাবিক, অতি যত্নপূর্ব্বক তাহা অভ্যাস করিতে হয়। সেই প্রকার কটাক্ষ, সেই প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী সকলই আবশ্যক। এতাদৃশ অনুকরণ কার্য্যে যে কল্পনা শক্তি কলুষিত হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। রক্ত মাংসের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। ইহাতেই রক্ষা নাই; আবার সোনার উপর সোহাগা। সকল-স্থলে না হউক অনেক স্থলেই যে অভিনয় উপলক্ষে সুরাদেবীর শুভাগমন হয় তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। আমরা যুক্তি ও অনুমানের কথা বলিতেছি না যাহা চক্ষের উপর ঘটিতেছে, তাহারই জন্য আক্ষেপ করিতেছি। ভদ্র বংশীয় বালক দিগের এরূপ সর্ব্বনাশ আর সহ্য হয় না। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষতির তো কথাই নাই। চরিত্রও রক্ষা পায় না। অভিনয়ের আমোদে কত বালক লেখা পড়া ছাড়িয়া অধঃপাতে যাইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার হৃদয় না ব্যথিত হইবে? আমরা একদেশদর্শী হইতে ইচ্ছা করি না। চিত্র খানির দুইদিক্ দেখিয়াই মত প্রকাশ করিতেছি। নাটকাভিনয়ে যে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অভিনয় দ্বারা সাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগের উন্নতি সাধিত হয়। ইংলণ্ডে অভিনয় প্রথা প্রচলিত না থাকিলে জগৎ কখনই সেক্সপিয়ারের অমূল্য গ্রন্থ সকল প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু তাহা বলিয়া রঙ্গ ভূমি সমূহে যে অমঙ্গল প্রসূত হইতেছে তাহা চক্ষু কর্ণ থাকিতে কেমন করিয়া স্বীকার করিব? এখন স্ত্রীবেশ ধারী বালকদ্বারা অভিনয় হইলে অনিষ্ট হয় বলিয়া, প্রকৃত স্ত্রীলোকদ্বারা অভিনয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাইলে ভাল হয় কি না? এ দেশে এক্ষণে যুবক যুবতী একত্র হইয়া অভিনয় শিক্ষা ও প্রকাশ্যে অভিনয় করিলে যে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। তবে উপায় কি? হয় অভিনয়ের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, নয় পাপ স্রোত প্রবাহিত হইতে দেওয়া। অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে কি না আমরা জানি না। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে এই বিষয় লইয়া কথা বার্ত্তা হইতেছিল তিনি বলিলেন "লোকে স্বপরিবারে অভিনয় ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অনিষ্টের অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। স্বামী নায়ক ও স্ত্রী নায়িকা সাজিলে অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু একটি নাটকের মধ্যে যত গুলি ব্যক্তি থাকে তাহাদের চরিত্র প্রকৃত রূপে অভিনয় করিতে হইলে যে সকল শারীরিক ও মানসিক গুণ চাই তাহা এক পরিবারের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। যাত্রা ওয়ালার বালকদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বিত না হউক অনিষ্ট অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। নাটকাভিনয়ের নির্দ্দোষ প্রণালী যে কি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সে যাহাই হউক অভিনয় দ্বারা যে সকল অনিষ্ট হইতেছে, শীঘ্র তাহার নিবারণ আবশ্যক। অভিনয় প্রথা উঠিয়া যাউক এ প্রকার আমরা বলিতেছি না, তবে যদি কোন প্রকার সংস্কারের সম্ভাবনা থাকে, যতশীঘ্র সম্ভব সংসাধিত হউক।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। চিত্তকানন। প্রথম ভাগ। শ্রীকানাইলাল মিত্র প্রণীত।—

চিত্তকাননের একটীমাত্র কুসুম চয়নযোগ্য, তাহা "অপূর্ব্ব পদার্থ।" অন্যান্য কবিতাকুসুম-গুলি আমরা গ্রহণ করিতে চাহি না, আর দর্শনও করিতে চাহি না। সে গুলি মিত্র কবির চিত্ত-কাননের শোভা সম্পাদন করুক। কাননের মালী নবীন কবি, এজন্য তিনি উৎসাহ যোগ্য বটেন।

২। বেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইংরাজী ভাষায় শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সঙ্কলিত। কলিকাতা মেট্রপলিটান প্রেসে মুদ্রিত।—

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদালোচনায় যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই কতিপয় প্রধান সিদ্ধান্ত এই পুস্তক মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলনকারের মতামত ইহাতে অধিক সন্নিবিষ্ট নাই। আমাদিগের বক্তব্য এই, এতদ্দেশীয়গণ নিজেই বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সকল দিকে ভাল দেখায়। বেদের আলোচনার সম্যক্ উন্নতি হয়, আমাদিগেরও ইচ্ছা বটে, কিন্তু চারুচন্দ্র বাবুর অবলম্বিত উপায়কে আমরা সম্যক্ উপযোগী বিবেচনা করিলাম না। বাস্তবিক তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকখানি কি উদ্দেশ্যে কোন্ শ্রেণীর পাঠকগণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বোঝা দুঃসাধ্য। যাহাহউক তাহার অনুষ্ঠান প্রশংসনীয় বলিতে হইবে।

৩। ভণ্ডতপস্বী নাটক। শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।—

অমৃতও অধিক খাইলে আর ভাল লাগে না। মোহন্তের বিষয় আর আলোচনা কেন? এ নাটকখানি প্রকাশ না হওয়াই ভাল ছিল; ইহার দুই এক স্থলে অশ্লীল ভাবব্যঞ্জক উক্তি ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদিগের ভয় হয়, পাছে এই নাটকখানি অশ্লীলতা নিবারণী সভার দণ্ডার্হ হইয়া পড়ে। দক্ষিণা বাবু কি মনে করেন

কথোপকথনচ্ছলে রচনা করিতে পারিলেই নাটক লেখা হইল ?

৪। কাথলিক রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের একাদশ সাম্বৎসরিক বিবরণ। কলিকাতা রোজারিও এবং এবং কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত।—

এতদ্দেশীয় ফিরিঙ্গিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের আর কিছু সম্পত্তি ও গুণাগুণ না পান, তাহাদিগের ধর্ম্ম তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই খৃষ্টীয় ক্যাথলিক ধর্ম্ম তাহাদিগের অবস্থার উপযোগী বটে। যে অনুষ্ঠানের বিবরণ আমাদিগের সমালোচ্য, তাহা যে সদভিপ্রায় সম্ভূত এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহের পরিচায়ক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ হইত, তাহা এক্ষণ হইতে পক্ষান্তে হইবে। ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল চম্পারণে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, ত্রিহুতে এক মাসের মধ্যে হইবার সম্ভাবনা এবং বগুড়াতে ক্রমশঃ দুর্লক্ষণ অধিক। চাউলের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অধিক হইতেছে—কলিকাতায় আমদানি ৬৮৯৬৯, কিন্তু রপ্তানি ৯,২০,৪৮২ মণ, চট্টগ্রামে আমদানী কিছু মাত্র নাই, রপ্তানি ২,৬০,০০০ মণ। গবর্ণমেণ্ট যে ২ লক্ষ মণ শস্য আমদানী করিয়াছেন, তাহা এখনও কষ্টম হাউস্ হইতে বাহির হয় নাই।

গত মঙ্গলবার ব্লণ্ডিন সাহেবের শেষ বাজী গড়ের মাঠে হইয়াছে, তিনি অতঃপর বোম্বাইতে গমন করিতেছেন। তিনি দড়ীর উপর চলিতে চলিতে আতস বাজী ছুড়িয়া চারিদিক্ আশ্চর্য্য আলোকময় করিয়াছিলেন। ব্লণ্ডিনের জীবন চরিত বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া গেল, তিনি ইং ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্স দেশের ক্যালে নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বোনাপার্টের নিকট সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। নয় বৎসর কালে তিনি পিতৃহীন হয়েন। তিনি নীয়াগ্রা প্রপাত (যাহার দৈর্ঘ্য ১১০০ ফিট) অনেক বার অনেক প্রকারে পার হয়েন। তিনি একাল পর্য্যন্ত দড়ির উপর ৪০০০ বারের অধিক উঠিয়াছেন, কিন্তু একবারও কোন বিপদে পড়েন নাই। তাঁহার মোটা দড়ির দৈর্ঘ্য ৮০০ ফিট, উচ্চ ৯০ ফিট, পরিধি ৬২ ইঞ্চি। তিনি ৪ বৎসর বয়স অবধি দড়ীর উপর ভ্রমণ করিতে অভ্যাস করেন। তিনি আপনার আশ্চর্য্য কৌশলে সমুদায় ইউরোপ ও আমেরিকাকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

আগামী ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারি মুচিখোলায় আউডের নবাবের চিত্র শালিকা সাধারণের দর্শনার্থ খোলা থাকিবে। দর্শনার্থী গণের অগ্রে টিকিট লওয়া চাই।

গত সোমবার কলিকাতা অশ্ব প্রদর্শন মেলা আরম্ভ হয়, গবর্ণর জেনেরল নিজে কার্য্যারম্ভ করেন। প্রদর্শন সাজাইবার ভার ক্রাফোর্ড সাহেবের হস্তে অর্পিত থাকাতে বন্দোবস্ত যৎকুৎসিত হইয়াছে।

কলিকাতায় ছোট আদালতে নূতন মোকর্দ্দমার দরখাস্ত অতঃপর এক শনিবার অন্তর গ্রাহ্য হইবে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক বার্ষিক ৭॥০ টাকা ডিবিডেণ্ট দিবার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঁকুড়া এবং রাণীগঞ্জের মধ্যে রেজিষ্টারী করা চিঠী হইতে ১১৭০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। পোষ্ট আফিস সকলের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের দৃষ্টির বুঝি শৈথিল্য হইয়াছে? সংবাদ পত্র সকল অনেক স্থলে পাঠান হয়, কিন্তু পৌঁছে না, অনেক সম্পাদক এই অনুযোগ করিতেছেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কেবল কর্ম্মচারী দিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন শুনিয়া আমরা ততোধিক সন্তুষ্ট হই নাই, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার উদার বদান্যতার ধন্যবাদ করি। তিনি রঙ্গপুর ও মুরসিদাবাদের জমীদারিতে প্রজাদিগের খাজানা মাপ করিয়াছেন এবং তাঁহার দুঃখী রাইয়ত দিগের মধ্যে বিতরণার্থ ১০ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

এবার বঙ্গদেশের অনেক স্থানে যে জল কষ্ট হইবে, আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাহার উল্লেখ করিয়াছি। গ্রীষ্ম অনেক দূরে, ইতিমধ্যে নদিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ষ্টিবেন্স সাহেব তৎপ্রদেশের জলাভাবের কথা গবর্ণমেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য স্থির করণার্থ বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ভাগলপুর ও ছোট নাগপুর বিভাগের কমিসনর দিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পত্রের শেষাংশ পাঠে আমরা আশ্বাসিত হইলাম। তাহাতে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ভূমির উন্নতি সাধনার্থ যে অগ্রিম টাকা দিবার বিধান আছে এবৎসর তদ্দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে অথবা বঙ্গদেশের গ্রাম সকলে চিরস্থায়ীরূপে জলকষ্ট নিবারণার্থ আর কি কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে?

রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর তাঁহার মেদিনীপুরস্থ জমীদারীর খাজানা ৯০০০ টাকা প্রজাদিগকে এবৎসরের জন্য মাপ করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার বদান্যতার প্রশংসা করিয়াছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা 'বসন্তক' নামে একখানি রহস্যপূর্ণ পত্র ছাপিবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

ডেলি নিউস বলেন গত ৩রা জানুয়ারি রাত্রে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বড়া গ্রামে এক চৌকীদার ধানা চুরি করিবার জন্য এক ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করে। আর একজন চৌকীদার চোর বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করিয়া হাঁক দেয়, কিন্তু সে কোন উত্তর না দেওয়াতে বল্লাম ফেলিয়া মারে। ইহাতে তাহার উরুর মাংস ও বুকল চিরিয়া একটী ধমনী কাটিয়া যায় এবং অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হয়। আক্রমণকারী ধৃত হইয়া লক অপে বদ্ধ আছে। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট জেফ্রিস এবিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন।

"বর্দ্ধমান ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলে প্রাদুর্ভূত জ্বর রোগের প্রকৃতি ও কারণ কি এবং তন্নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় কি?" এবিষয়ে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারিবেন, লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দানে স্বীকৃত হন। পুনরায় ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, ১৮৭৪ সালের ১লা জুলাইয়ের মধ্যে মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট ইহা পাঠাইতে হইবে।

আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম, বহরমপুরে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ একটী কমিটী হইয়াছে। গতবারের পূর্ব্ব শনিবার তাহার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট ওয়েবেল সাহেব সভাপতি ছিলেন। রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর এই সভায় এককালীন ২০০০ ও মাসিক ১০০ টাকা চাঁদা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন গতবারের পূর্ব্ব বুধবার বারাকপুরের নিকট ইছাপুরের বারুদ কুটীতে অসাবধানতা ক্রমে আগুন লাগিয়া প্রায় ৩০০ পাউণ্ড বারুদ জ্বলিয়া যায় এবং তাহার ভয়ঙ্কর শব্দে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। ৭ ব্যক্তির তজ্জন্যে মৃত্যু হইয়াছে, একজনের শরীরের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় নাই, ৬ জনের শরীর বিকৃতরূপে ঝলসিয়া গিয়াছে।

অমৃতবাজার বলেন কুকীদিগের অধিপতি

রতন পুইয়া কলিকাতায় আসিয়া গড়ের মাঠে তাম্বু ফেলিয়া আছেন। কুকীদিগের মধ্যে সভ্যতা প্রচার করা তাঁহার ইচ্ছা।

মহীশূরের রাজপুত্রগণ শীঘ্র কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া আগ্রা, দিল্লী ও উত্তর পশ্চিমের অন্যান্য বিখ্যাত নগর দর্শন করিতে যাইবেন। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের নাম দালভর দেবরাজ, বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র।

বরাহনগর পাক্ষিক বলেন, সানপুকুর আউট্ পোষ্টের একজন কনষ্টেবল, যে কুলী ঘাটার প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এক মাসাবধি তাহার চৌকীর অধীনস্থ কতিপয় ব্যক্তির সামগ্রী চুরী করিয়া ফাঁড়ীতে তাহার নিজের সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। কএক দিন হইল, উক্ত মহাপুরুষ মালসহ ধৃত হইয়া আলীপুর প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাকেই বলে যেই রক্ষক সেই ভক্ষক।

এডুকেশন গেজেট বলেন, জেলা বালেশ্বরের অন্তর্গত শোশো পরগণায় প্রবল দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে। একারণ উড়িষ্যার কমিশনর রাবেনশা সাহেব কালেক্টর বিম্‌স সাহেবের প্রতি দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ একটী সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তথাকার জমিদারদিগের এ বিষয়ে যে অনেক সহায়তা করা উচিত, তাহা বলা বাহুল্য। গত দুর্ভিক্ষে ঔদাস্যনিবন্ধন উড়িষ্যার কি না দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছিল।

বরাহনগর পত্রিকা বলেন ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ৯০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদাদাতারা আর ৯০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। এ কার্য্যের জন্য আমরা কমিটীকে প্রশংসা করি, কিন্তু কেবল বরাহনগর বলিয়া যেন না হয়, অন্যান্য আবশ্যক স্থানেও যেন তাঁহাদিগের বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিহাড়সোল পত্রিকা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ৩ ফরমা পরিমিত। ইহাতে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয়বিধ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। স্থানীয় সংবাদ কিছু অধিক থাকা আবশ্যক। পত্রিকা খানি দীর্ঘজীবিনী হয়, আমাদিগের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ খলামুড়া গ্রামে এক গাভী আশ্চর্য্য মৃত বৎস প্রসব করিয়াছে। বৎসের দুইটী মস্তক; স্কন্ধ ইত্যাদি আর সমুদয়ই এক। কয়েক বৎসর যাবৎ এরূপ অভাবনীয় সৃষ্টি দেখা যাইতেছে। এগুলি হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে মঙ্গলের চিহ্ন নহে। ইহাকে অন্তরীক্ষোৎপাত বলে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, পোষ্টাল বিভাগের বাঙ্গালী পরিদর্শকদিগের পরিবর্ত্তে সাহেব পরিদর্শক নিযুক্ত হইতেছেন। এক এক কার্য্যে যে সকল সাহেব নিযুক্ত হন, এ বিভাগের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা উপযুক্ত লোক থাকিতে এরূপ করা হইতেছে কেন বলা যায় না। ঢাকা বিভাগের ইনস্পেক্টরের পদে যিনি নিযুক্ত হইয়াছেন, ইনি পাটনাবিভাগে ৭৫ টাকা বেতনে একজন ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার ছিলেন, এককালে ২০০ টাকায় আসিলেন। যে সকল বাঙ্গালী পোষ্ট মাষ্টার আছেন, তাহাদের অপেক্ষা ইহাঁর অধিক কি দাওয়া ছিল জানি না। বর্ণের দাওয়া কি এত দূর উন্নতির কারণ? অল্পদিনের মধ্যেই কতিপয় সাহেব নিযুক্ত হইলেন, বাঙ্গালী অবনত হইল। বোধ হয় যে সকল পোষ্ট মাষ্টার আছেন, তাঁহারা অবসৃত হইলে আর বাঙ্গালীর পাইবার আশা থাকিবে না।”

উত্তর পশ্চিম।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, পাতিয়ালার মহারাজ বলিয়াছেন দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যদি একটী ফণ্ড করা আবশ্যক হয়, তিনি তদর্থে ১০,০০০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

মিরর বলেন পঞ্জাবের এক দেশীয় রাজার রাজ্যে একজন বাঙ্গালী হেড মাষ্টারের তত্ত্বাবধানস্থ কোন বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ও উন্নতি দর্শনে পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এরূপ আহ্লাদিত হন যে তৎক্ষণাৎ শিক্ষককে খেলত এবং বালক দিগকে মিঠাই দিতে অনুমতি করেন। এ বিদ্যালয় কোন্ খানে, হেড মাষ্টার বাবুটী কে?

বেরিলীতে সোয়েন এম ডি নাম্নী আমেরিকার এক বিবী ডাক্তর আসিয়াছেন। তিনি সেখানে স্ত্রীলোকদিগের জন্য হসপিটাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন।

সিমলা এবং মরীতে ভয়ানক বরফপাত হইয়াছে। কুলছুমা নামক স্থানে একদল সৈন্য বরফে এককালে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল।

মান্দ্রাজ।

দেশীয় রাজগণ সংবাদ পত্রের লেখক হইতেছেন, ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। ‘ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়ারি’ পত্রের গত সংখ্যায় ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান রাজা একটী উপাদেয় প্রস্তাব লিখিয়াছেন।

আজি কালি কমিসনের মহা ধুম পড়িয়াছে। আবার শুনা যাইতেছে ত্রিবৌঙ্কুরের অবস্থা ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হওয়াতে তদ্বিষয় অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে।

বাঙ্গালোর রেজিমেণ্টের একজন সৈন্য কোন খুণী কর্ত্তৃক অপমানিত হওয়াতে তাহাদিগের কতকগুলি অশ্বারোহী তরবার—হস্তে বাজারে প্রবেশ পূর্ব্বক যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে আঘাত করিয়াছে। ইহাতে ২।৩ ব্যক্তি মৃত এবং ১০।১২ জন আহত হইয়াছে। গোরাদিগের দৌরাত্ম্য চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু এরূপ দল বাঁধিয়া নিরীহ ব্যক্তিদিগের উপর আক্রমণ করার কথা প্রায় শুনা যায় নাই। বাঙ্গালোর এবং মান্দ্রাজের সংবাদ পত্র সকল ইহাতে গোরাদিগের কার্য্য আকস্মিক বলিয়া দেশীয় দিগকেই দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আশ্চর্য্য পক্ষপাত।

লর্ড নেপিয়ার অব মাগডালা মান্দ্রাজে অতি সমারোহের সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছেন। তিনি লর্ড হোবার্টের অতিথি সৎকার লাভ করিয়া বাঙ্গালোরে যাত্রা করিতেছেন।

৩১এ ডিসেম্বর যে ষণ্মাসের শেষ হইয়াছে, মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক তজ্জন্য প্রত্যেক অংশীকে ২৫ টাকা ডিবিডেণ্ট দিবেন বলিয়াছেন।

বোম্বাই।

বরদার কমিসনের অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে। কমিসন সভাপতি কর্ণেল মিড বাঙ্গালোরে যাত্রা করিয়াছেন।

একখানি গুজরাটী পত্র এক স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য সাহস বর্ণন করিয়াছেন। রানসা প্রদেশের মহীকণ্ঠ নামক স্থানে চারণ জাতীয় এক স্ত্রীলোক আপনার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিল। তাহার পায় নিরেট রূপার মোটা এক যোড়া মল ছিল। চারিজন অশ্বারোহী অপহরণ মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া এক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহার চারি দিক ঘেরিয়া গহনা চাহিল। স্ত্রীলোকটী নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িল, কিন্তু নির্ভয়চিত্তে বলিল নিজে খুলিতে পারি না, তোমাদিগের একজন কেহ আসিয়া খুলিয়া লও।’ তাহার কথায় অশ্বারোহী যেমন মল খুলিতে আসিবে, তাহার এক পদাঘাতে ভূমির উপর গড়াইতে লাগিল, তাহার ঘোড়াটী এই অবসরে ছুটিয়া পলাইল

এবং তাহার অন্যান্য সঙ্গীগণ আশ্চর্য্য হইয়া ধরা পড়িবার ভয়ে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, সেও তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করিল। স্ত্রীলোকটী নির্ব্বিঘ্নে বাটী পৌঁছে। যাহার অশ্ব পলায় এখন সে লইয়া যায় বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

জলকারের রাজকীয় রেলওয়ে ১লা ফেব্রুয়ারী সানায়দ পর্য্যন্ত এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী নর্ম্মদা তীরস্থ মটক্কা পর্য্যন্ত খোলা হইবে।

ইউরোপ।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ১৮৬৩ সাল হইতে এপর্য্যন্ত ২০ লক্ষ জর্ম্মান্ রুসিয়া থিকৃত পোলণ্ডে বাসস্থাপন করিয়াছে এবং অনেক প্রুসীয় রুসিয়ার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ফ্রান্সের অধীনস্থ আল্‌সেস্ ও লোরেন লইবার পূর্ব্বে প্রুসিয়া এই কৌশল খেলিয়াছিল, আবার কি অন্তঃসলিল বহিয়া রুসিয়ার সর্ব্বনাশ করিবে?

ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ইংলণ্ডেশ্বরী বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদ সর্ব্বদা লইয়া থাকেন। ষ্টেটসেক্রেটারী ডিউক অব্ আর্গাইলের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে এবিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল জাপানীয় ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেছে, তাহারা উচ্চপদবীস্থ এবং লণ্ডনস্থ জনসাধারণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইতেছেন।

রুসীয় রাজকন্যার সহিত এডিনবরার ডিউকের বিবাহকাল যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া গোলযোগ উত্থিত হইতেছে। ১—গ্রিকচর্চ্চ মতে রাত্রিকালেই চিরকাল বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় চর্চ্চ মতে ইহা প্রাতঃকালে চাই। ২—রুসীয় রাজপরিবারে যত প্রটেষ্টাণ্ট বিবাহ হইয়াছে, রাজকীয় হৈমন্তিক প্রাসাদে সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় পুরোহিত মহাশয়দিগের তাহা মনোনীত হইবে কি না সন্দেহস্থল। যাহাহউক সেণ্ট পিটার্সবর্গে বিবাহের আয়োজন জন্য মহা ধুম ধাম হইতেছে। ডিউক অব এডিনবরা, কেম্বি্রজ ও সাক্‌সোবর্গ গথা, রাজকুমার আর্থর এবং জর্ম্মণির যুবরাজ হৈমন্তিক প্রাসাদে অবস্থিতি করিবেন, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সস্ত্রীক আনিচ্‌কিন প্রাসাদে অভ্যর্থিত হইবেন।

বিবিধ।

কাবুলের আমীরের পুনরায় পীড়া হইয়াছে এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ শীঘ্র জেলালাবাদে যাইবেন।

আফ্রিকা পর্য্যটনকারী লেপ্টনণ্ট কামাকণের দল এক্ষণে উনাইনিম্বী নামক স্থানে আছে। ডাক্তর লিবিংষ্টোন কঙ্গো নদীর নিকট ভ্রমণ করিতেছেন শুনা যায়।

হিমালয়ে ইরাবতী নদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্করণার্থ কাউণ্ট রচচোয়ার্টের অধীনে এক দল ফরাসী মাণ্ডালে নগরে উপনীত হইয়াছেন।

খিবা নগর রুসীয়েরা অধিকার করিয়া ইহার লোক সংখ্যা ২ লক্ষ গণনা করিয়াছেন, ইহার প্রাচীন রাজত্বকালের দলিল বাহির হইয়াছে তাহার লিখনানুসারে খিবাতে ৩ লক্ষ লোকের বাস, তদ্ভিন্ন ১ লক্ষ ৬০ হাজার পর্য্যটক তাতার টোল ফেলিয়া তথায় বাস করে।

অত্যন্ত সুখের বিষয়, ভারতবর্ষে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ডাক্তার আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাইতে মিস সারা নারিস্ এম ডি সম্প্রতি আসিয়াছেন, এলাহাবাদে মিস্ প্রিক্স এম ডি চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইতেছেন। কিন্তু সেই দিন যথার্থ সুখের হইবে যে দিন এ দেশীয় রমণীগণ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এদেশের অভাব মোচন করিবেন।

ওয়াটগঞ্জ বা হেষ্টিংস ব্রিজ কেন হঠাৎ ভগ্ন হইল ইহার অনুসন্ধানার্থ একটী কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, কর্ণেল হাইড, ব্রাডফোর্ড লেসলী এবং মেজার স্মিথ ইহার সভ্য। তত্বাবধায়ক বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের উপরে দোষ পড়িয়াছে, কিন্তু আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তিনি ৪ মাস পূর্ব্বে ইহার ভগ্নাবস্থা অবগত করেন।

ইংরেজেরা আর একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে লিপ্ত হইতেছেন। নেটালের একজন কাফ্রি সর্দ্দার কামান বন্দুক রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে একদল ব্রিটিস সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হন। এমত সময়ে অনেকগুলি কাফ্রি ইংরাজ সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলে। ইংরাজেরা আহারাভাবে একটী অশ্ব মারিয়া তাহার আমমাংসে ক্ষুধাশান্তি করে। পরে তাহারা কাফ্রি ব্যূহ ভেদ করিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া ৩ জন হত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় একখানি বাষ্পীয় তরণী সজ্জিত আছে, আবশ্যক হইলেই তথায় সৈন্য প্রেরিত হইবে।

মার্কস হেমান নামক একজন কেপ টাউনের জহুরী ইংলণ্ডে একটী হীরক আনিতেছেন, ইহার ওজন ২৮৮৷ ক্যারাট, অনুমিত মূল্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। দক্ষিণ আফ্রিকায় যত হীরক পাওয়া গিয়াছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

টাইম্‌সের বার্লিনস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, রুসীয়েরা আমু নদী দিয়া নির্ব্বিঘ্নে এক্ষণে আফগান সীমায় আসিতে পারে, আগামী এপ্রেল মাসে তাহাদিগের সৈন্য দল বর্দ্ধিত হইলে দ্রুতগতিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবে। ভারতবর্ষের গাত্রস্পর্শ করিলেও ইহার প্রতি যে রুসীয়দিগের লোভ আছে, ইহা ইংরেজগবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

স্বর্ণময়ীচরিতম্।

দানধর্ম্মপ্রকরণম্।

সা রাজ্ঞী বিনিযুজ্য যোগ্যসচিবং সত্রাজ্যকার্য্যেঽধুনা রাজীবং কৃতিনাং বরং সুচরিতং ধীরং প্রজারঞ্জকম্। ধর্ম্মং সন্ততমন্যকর্ম্মবিরতা সংসারসারং মহামোক্ষদ্বারমনন্তশান্তিসরসীসোপানমাসেবতে ॥ ১ ॥

শ্বেতাম্বরা সংযতচিত্তবৃত্তিঃ
প্রশান্তপুণ্যোজ্জ্বলসৌম্যমূর্ত্তিঃ।
শরীরিণী ভক্তিরিব প্রকামং
ব্রতোপবাসাভিরবান্ চরন্তী ॥ ২ ॥
কচিৎ সুবর্তাম্বরবে নিমগ্না
স্নাতাবনক্ষামলপট্টবস্ত্রা।
গন্ধপ্রসূনাদিশুভোপহারৈ—
র্মনীষিতং দৈবতমর্চ্চয়ন্তী ॥ ৩ ॥
বিশুদ্ধসত্ত্বোদয়জায়মান—
সান্দ্রপ্রমোদান্তরিতাধিতাপা।
প্রেমাশ্রুধারাকুলিতাক্ষিপদ্মা
কচিৎ পরেশং হৃদি চিন্তয়ন্তী ॥ ৪ ॥
পুণ্যে দিনে পুণ্যবতী কদাচিৎ
সুবিপ্রভোগায় পবিত্রহস্তা।
মহার্হশয্যাসনভোজ্যবাসো—
হিরণ্যরত্নোচ্চয়মুৎসৃজন্তী ॥ ৫ ॥
আস্তা কচিৎ ধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে—
নাপ্রাকৃতানাং চরিতানি তানি।
রোমাঞ্চিতৈর্ভক্তিরসাভিষেকা—
দঙ্গৈঃ কদম্বানি বিড়ম্বয়ন্তী ॥ ৬ ॥
স্বজনসুখেঃ করুণামবস্থাং
কচিদ্ বিবিক্তে মুহুরাকলয্য।

দয়াবতী দুর্ব্বহশোকবেগা—
দুস্তরমজস্রং বিসর্জ্জয়ন্তী ॥ ৭ ॥
ইত্থং স্থিতা শাশ্বতশান্তিমার্গে
নৈবার্থকামৈরভিভূয়তে সা।
ন জ্যোতিষাং বর্ত্মনি বর্ত্তমানা
মহান্ত্রিকোটিস্তমসা বিলজ্ঘ্যা ॥ ৮ ॥
তৈস্তৈর্জ্জগন্মঙ্গলিকৈরশেষৈঃ
প্রতিক্ষণং কর্ম্মভিরাকুলায়াঃ।
বৈধব্যজন্মা ন চ শোকবহ্নিঃ
ক্রমেণ তস্যা মৃদুতাং প্রপেদে ॥ ৯ ॥
হর হর পরদুঃখং রাজ্ঞি! সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ
ভর ভর পরমান্নৈর্দীনহীনান্ বদ্ধতো দীনহীনান্।
চর চর চিরমেবং ধর্ম্মমেকং তথান্তে
তর তর তরণৈঃ পুণ্যৈর্ভবাব্ধিম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

অধুনা সর্ব্বগুণাকর সুযোগ্য সচিববর রাজীবলোচন সমস্ত রাজকার্য্য দেখিতেছেন, আর পুণ্যবতী রাজ্ঞী দিবানিশি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া সকল মঙ্গলের আলয় সংসারের সার শান্তিময়ীর সোপান ও মোক্ষের দ্বার স্বরূপ সনাতন ধর্ম্মের সেবায় রত হইয়াছেন। ১।

তাঁহার পুণ্যোজ্জ্বল প্রশান্ত ও মধুর আকৃতি অমল শ্বেতাম্বরে শোভিত হইয়াছে। অতি যত্নে শোকাকুল চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়াছেন; এবং মূর্ত্তিমতী ভক্তির ন্যায় অনুক্ষণ ব্রত, উপবাস ও অতিথ্যাদি আচরণ করিতেছেন। ২।

কখন, তিনি স্নানান্তে ধৌত দুকূলবাস পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র দর্ভাসনে আসীন হইয়া মনোরম গন্ধ পুষ্পাদি উপহার দিয়া অভীষ্টদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। কখন বা, প্রেমাশ্রুধারায় নয়নপদ্ম অভিষিক্ত করিয়া এবং বিশুদ্ধ সম্বোদয়জনিত পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া একতান মনে পরাৎপরের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন।৩।৪।

পুণ্যবতী পুণ্যতিথি উপলক্ষে অপরিমিত ভোজ্য, পান, শয্যা, আসন, বসন, হিরণ্য রত্ন প্রভৃতি বিবিধ মহার্হ দ্রব্যজাত যথাবিধি উৎসর্গ করিয়া সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিতেছেন। ৫।

কখন, পুরাণাদিপুণ্যকথাশ্রবণপ্রসঙ্গে অপ্রাকৃত মহাত্মাদিগের অপূর্ব্ব চরিতামৃত পান করিবামাত্র তাঁহার হৃদয় অপরিসীম ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, এবং অঙ্গ সকল পুলকিত হইয়া বাল-কদম্ব-কলিকার শোভা ধারণ করিতেছে। ৬।

কোন সময়, দয়াবতী একাকিনী বিজনে বসিয়া মাতার স্বদেশের শোচনীয় অবস্থা ভাবিতেছেন, আর দুর্ব্বহ শোকাবেগে নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রু দরদরিত ধারায় বিগলিত হইতেছে। ৭।

তিনি এইরূপে শাশ্বত শান্তিমার্গে নিরন্তর বিচরণ করিতেছেন। দুরন্ত অর্থ ও কাম মনস্বিনীর অটল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ত্রিসীমায়ও যাইতে সমর্থ নহে; অথবা, জ্যোতিষ্কচক্রমধ্যে সমুজ্জ্বিত মহামহীধরকোটি কদাচ মলিন তমিস্রায় অভিভূত হয় না। ৮।

সমাজের কল্যাণকর অশেষবিধ অবদানসমূহে প্রতিক্ষণ ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার বৈধব্যকৃত সেই অসহ্য শোকবেগও ক্রমে মৃদুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৯।

হে পুণ্যবতি! সর্ব্বপ্রকার উপায়ে চিরদিন এইরূপ পরদুঃখ দূর কর; পরম যত্নে চিরদিন দীনহীনদিগকে ভোজন করাও; আজীবন এই অমূল্য ধর্ম্মের সেবা করিয়া অন্তে নিজ অক্ষয় পুণ্যবলে দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হও। ১০।

(ক্রমশঃ)

মহাশয়!

কোন্নগরের সুযোগ্য পুলিসের অনতিদূরে রাজপথের (গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের) পশ্চিম পার্শ্বে একজন হিন্দুস্থানী তাহার জনকত লোক দ্বারা প্রায় তিন মাস হইল, অনবরত তিন তাস খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন্নগরের কোন ভদ্র সন্তান যদি খেলার নিকট দাঁড়ায় অথবা খেলিতে উৎসুক হয়; তাহা হইলে ঐ হিন্দুস্থানী তাহাকে অতিশয় অনুনয় বিনয়ের সহিত, তথা হইতে অপসারিত করিয়া দেয়; ইহার কারণ এই যে যদি কোন্নগরের ভদ্র সন্তানেরা অপরাপর লোকের ন্যায় খেলাতে হারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহার প্রতিবিধান করিতে পারে; এই জন্য ঐ চতুর হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ দস্যু—দস্যু অপেক্ষাও পাপী; কারণ দস্যুর নিকটে জুয়াচুরি করিতে অপারগ নহে) কোন্নগরের অধিবাসীদিগকে খেলা হইতে নিরস্ত করে। উহাদ্বারা কোন্নগরে ভদ্র অধিবাসীদিগের কোন রূপ অনিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অপরাপর দুঃখী লোক ও পথিকদিগের যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হয়, তাহা লিখিতে আমার লেখনী অপারগ। মহাশয়, আমি স্বচক্ষে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি দর্শন করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি এবং সেই দুঃখই আমাকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য করিতেছে। সেই ঘটনাগুলি এই—

একদিন দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক দুইটী কুমড়া লইয়া যাইতেছে উপরিউক্ত হিন্দুস্থানী নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া ও কথঞ্চিৎ বলপ্রকাশ করিয়া তাহাকে খেলাতে প্রবৃত্ত করাইল। দশ মিনিটের মধ্যে স্ত্রীলোকটী দুইটী কুমড়া হারিয়া চলিয়া গেল। অপর এক দিন এক পাল পাঁটা যাইতেছিল। হিন্দুস্থানী উক্ত প্রকারে একজন রক্ষককে (একপাল পাঁটার ৩।৪ জন রক্ষক থাকে) খেলায় প্রবৃত্ত করাইল। রক্ষক কিয়ৎক্ষণ খেলিয়া অল্পমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পর চলিয়া গেল। পাঁটার পাল অধিক দূর যাইতে না যাইতে হিন্দুস্থানী স্বয়ং বলপূর্ব্বক একটী পাঁটা ধৃত করিয়া খেলার স্থানে আনয়ন করিল এবং বলিল, 'ইহার মূল্য কত? আমি ক্রয় করিব।' তাহাতে অপর একজন রক্ষক উক্ত স্থানে আগমন করিল। পরে হিন্দুস্থানী আপনাকে পথিক লোকের ন্যায় ভাণ করিয়া, ঐ রক্ষককে খেলিতে গোপনে পরামর্শ দিল। রক্ষক ধূর্ত্তের কপটভাব বুঝিতে না পারিয়া, টাকা ৫।৬ হারিয়া হতাশমনে ফিরিয়া গেল। অন্য একদিন একজন ছানাওয়ালা ধূর্ত্তের ফাঁদে পড়িয়া দুই হাঁড়ী ছানা হারিয়া চলিয়া গেল!!!

মহাশয়! এই ঘটনাগুলি আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু আমার অসাক্ষাতে যে কত প্রকার ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। ঐ হিন্দুস্থানীর একটী দল আছে। উহারা সর্ব্বশুদ্ধ ৫।৬ জন লোক। একজন নিয়ত তাস হস্তে খেলা করে, অপর লোকদিগের মধ্যে জনদুই টাকা হস্তে করিয়া পথিকের ন্যায় খেলা করে এবং অবশিষ্ট লোক সকল প্রলোভন দেখাইয়া পথিকদিগকে আহ্বান করে। মহাশয়! ইহাদ্বারা পথিকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। উহারা প্রতিদিন ২৫।৩০ টাকা উপার্জ্জন করে। উক্ত হিন্দুস্থানী উহাদের দলপতি। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ জুয়া খেলোয়াড় ছিল। কোন কারণে (আমি জানি না) কলিকাতা হইতে কোন্নগরে আসিয়া বসতি করিয়াছে এবং পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে। উহাদের খেলিবার সময় যদি একখানি শকট আগমন করে, উহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খেলা ভাঙ্গিয়া দেয়, তাস লুকাইয়া রাখে এবং সমুদায় গোলমাল সরাইয়া দেয়। কারণ কখন কখন শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সাহেব শকটারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু গাড়ী দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইবামাত্র উহারা পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করে। উহারা শকটের সমক্ষে

খেলিতে ভয় করে বটে, কিন্তু লালপাগড়ীওয়ালা, নীলজামা পরিহিত কলধারী মহাপুরুষদিগের সমক্ষে খেলিতে, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত, লজ্জিত বা ভীত হয় না—বরং অধিকতর গর্ব্বিত হয়। যদি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের এবং পুলিসের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে নিরীহ পথিকেরা রক্ষা পায়। গবর্ণমেণ্ট ছদ্মবেশ ধারণ না করিলে কুচক্রীদের কুচক্র প্রকাশ হইবে না।

শ্রী * * *

কোন্নগর।

গত ২৬ ডিসেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট এফ্ বি, পিকক সাহেব মহোদয় বারুইপুর সবডিবিজন পরিদর্শনার্থে আগমন করিয়া অত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত বারুইপুর দাতব্য হাঁসপাতালে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া হাঁসপাতালস্থ দৈনিক উপস্থিতির পুস্তক ঔষধাদি ও প্রায় ৩।৪ তিন চারি শত রোগী উপস্থিত দেখিয়া ভিজিটার্স বুকে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত নকল নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"এই ডিস্পেনসারি চারি বৎসর গত হইল, সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার ঔষধাদি যে সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় তাহা রাজেন্দ্রকুমার বাবুর নিজকোষ হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে এবং অত্র চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত রোগী উপস্থিত হয়, তাহাদিগের চিকিৎসা কার্য্য উক্ত বাবু স্বয়ং ও এই সবডিবিজনের নেটিভ ডাক্তর উভয়ের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে সকল রোগী এ বৎসর এই হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছে, গত কল্য পর্য্যন্ত তৎসংখ্যা ৩৯৫৩ জন হইয়াছিল। আমার বিবেচনায় যে সমস্ত রোগী আমি স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলাম, তাহাতে এই চিকিৎসালয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আরো দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে এই হাঁসপাতাল ভাণ্ডারে ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং ২৪ পরগণার সিবিল সারজান মেয়র মহোদয়ের শেষ তদারকে যে তিনি এই ডিস্পেনসরিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্রীত মূল্যে ঔষধ প্রদান করিতে অনুরোধ করিবেন—লিখিয়াছেন। তাহা দেখিয়াই আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এই অনুষ্ঠানটী অত্যন্ত উপকারী এবং বিশেষ উৎসাহদান যোগ্য।

এফ বি পিকক।

২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট।"

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহাদিগের নিকট ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইতেছে, যে পর্য্যন্ত বন্ধ করিবার সংবাদ না দেন, তাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীমধ্যে গণ্য হইবেন।

গ্রাহকদিগের কেহ কোন বারের ভারত সংস্কারক না পাইলে এক সপ্তাহের মধ্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে অবগত করিবেন, নতুবা তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

যাঁহারা পত্রে আপনাদিগের নাম ধাম স্বাক্ষর না করেন, তাঁহাদিগের লেখা পত্রস্থ করিতে আমরা বাধ্য নই। এই কারণ কয়েকখানি পত্র অপ্রকাশিত আছে।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত মুনছেফ	জাজীপুর	৭৷৷০
" শ্যামাচরণ শ্রীমাণি	সিমলা	৩৷৷০
" শ্যামসুন্দর দে	কলিকাতা	৩
" অঘোর নাথ পাল	ঐ	৷৷০
" লোক নাথ সেন	ঐ	২
" উদয় কৃষ্ণ দত্ত	জামালপুর	৭৷৷০
" সদয়চন্দ্র দত্ত	খড়াপটী	৩
" প্রসন্ন চন্দ্র বন্দ্যো	শাসন	৭৷৷০
" রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী	বারুইপুর	৪
" তারক নাথ মল্লিক	কলিকাতা	৬
" যোগেশ চন্দ্র মিত্র	ভবানীপুর	১
" গোপীমোহন বসু	কলাগাছিয়া	৪৷০
" কানাই লাল নন্দী	কলিকাতা	১৷৷০
" সাধু চরণ দে	ঐ	২
" বামাচরণ বন্দ্যো	আরা ডিভিসন	৭৷৷০
" গোপাল চন্দ্র মল্লিক	চিৎপুর	২
" কেশব চন্দ্র গিরি	তারকেশ্বর	৭৷৷০
" ক্ষেত্র গোপাল বন্দ্যো	খুলনা	৩০
" ছকড়ী ঘোষ	কলিকাতা	৩
" চারুচন্দ্র মিত্র	এলাহাবাদ	৭৷৷০
" লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র	কলিকাতা	১
" দুর্গাদাস মুখো	ঐ	৩৷৷০
" মতিলাল গুপ্ত	বেঙ্গল ব্যাঙ্ক	১
" গোবিন্দ মোহন রায়	কাকিনা	৫
" অনন্তমোহন চৌধুরী	ভুস ভাণ্ডার	৭৷৷০
" শ্রীধর আচার্য্য চৌধুরী	ময়মনসিং	৬৷৶০
" কেশব চন্দ্র বন্দ্যো	শাসন	৭৷৷০
" চাঁদ চৌধুরী	জয়নগর	৪৷০
" যোগেন্দ্র নাথ মিত্র	ঐ	৪
" উপেন্দ্র নাথ দে	রাজাস লেন	২
" মহম্মদ নবী	গয়া	২৷৶০

CALCUTTA VERNACULAR SCHOOL.

কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়।

ভারতসংস্কারক সভার অধীনস্থ "কলিকাতা স্কুলের" বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে বর্ত্তমান জানুয়ারি মাস হইতে ইহা একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয়রূপে সংগঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির শ্রেণী খোলা গিয়াছে।

ছাত্রগণের বেতনের নিয়ম।

সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী	৷০ আনা
তদুপরিস্থ শ্রেণীদ্বয়	৸০ "
উচ্চ শ্রেণী সকল	১ টাকা

কলিকাতা স্কুল
৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট
৬ই জানুয়ারি—১৮৭৪

শ্রীহরনাথ বসু
অধ্যক্ষ।

কর্ম্ম খালি।

কোন্নগর গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। উক্ত পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আপন আপন কার্য্যদক্ষতার নিদর্শনপত্র সম্বলিত আবেদন ২৫শে জানুয়ারি দিবসের পূর্ব্বে উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র দেবের নিকট পাঠাইবেন। উল্লিখিত পদদ্বয়ের বেতন ১০০ ও ৫০ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। ইতি ১২ জানুয়ারি ১৮৭৪ সাল।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭৷৷০
" ষাণ্মাসিক	৩৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২৷৶০
মাসিক ...	৷৵০	৸৶০
প্রতি সংখ্যা	৷০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৪০ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—১১ই মাঘ শুক্রবার। ১৮৭৩—২৩শে জানুয়ারি { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বি এ পরীক্ষায় ২১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯২জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের নামাদির তালিকা স্থানান্তরে প্রকটিত হইল।

গবর্ণর জেনরল বাহাদুর অনুমতি করিয়াছেন যে সার রিচার্ড টেম্পল, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে থাকিয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করিবেন। সার রিচার্ড টেম্পল, শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ প্রদেশে গমন করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক কি টেম্পল সাহেবকে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদের শিক্ষানবিস করিয়া দিলেন ?

লর্ড নর্থব্রুক একটী অতি সুব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। উপস্থিত দুর্ভিক্ষ সময়ে যে সকল জমীদার আপনার জমীদারীর উন্নতির জন্য প্রজা ও অধীনস্থবর্গের সাহায্যার্থ ব্যয় ব্যসন করিয়া দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িবেন, কলেক্টরেরা বর্ত্তমান কঠোর নিয়মে তাঁহাদিগের নিকট কীস্তিবন্দীর টাকা আদায় করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের খাজানা রহিয়া বসিয়া লইবেন, এমন কি কীস্তীবন্দী আদায়ের জন্য অনধিক ২ বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে পারেন। জমীদারদিগের প্রতি এ প্রকার অনুগ্রহ গবর্ণমেণ্ট কোন কালে প্রদর্শন করেন নাই। এত করিবার উদ্দেশ্য এই যে জমীদারেরা প্রজাহিতৈষী হইবেন। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সকলের যেন চৈতন্য হয়।

অদ্য ব্রাহ্মদিগের মহোৎসব। আদি ব্রাহ্ম সমাজে অদ্য এতদুপলক্ষে বেলা ৮ টার সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা ও প্রধান আচার্য্য বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে রাত্রি ৭ টার সময় সায়ংকালীন উপাসনা হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অদ্য এই উপলক্ষে প্রভাত কাল হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসব হইবে। গত বুধবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের একটী প্রতিনিধি সভা হয়, তাহাতে সিন্ধু, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের দেশীয় ব্রাহ্মগণ একত্রে হওয়াতে দৃশ্যটী অতি মনোরম হইয়াছিল। আগামী শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় টাউন হলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন 'স্বর্গরাজ্য' বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আলিপুর ও টালীগঞ্জের মধ্যে একটী জেলা স্কুল সংস্থাপনের জন্য আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা স্কুল কমিটীতে গ্রাহ্য হইয়াছে এবং ধার্য্য হইয়াছে যে চেতলা ও টালীগঞ্জ স্কুলের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য এপ্রেল মাস হইতে বন্ধ হইয়া নূতন বিদ্যালয়ের প্রদত্ত হইবে। ইহার জন্য মিউনিসিপালিটী ১৫০।২০০ টাকা মাসে মাসে দিতে উদ্যত, অবশিষ্ট ব্যয় ছাত্রদিগের বেতন হইতে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। স্কুল কমিটীর মেম্বরদিগকে আমাদের অনুরোধ তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া বৎসরের প্রারম্ভেই আপনাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হউন্। পরে নূতন ছাত্র পাওয়া দুর্ঘট হইবে। তাঁহারা চেতলা ও টালীগঞ্জ স্কুলের অধ্যক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মিলিত হইয়া কার্য্য করুন্। ভবানীপুরের বৃহৎ মিশনরি স্কুল সত্ত্বে তাহার নিকটে মহেশ বাবু ও নিরঞ্জন বাবুর স্কুল দুইটীর অস্তিত্ব বাহুল্য মাত্র। অতএব তাঁহারাও আপন আপন অধীনস্থ বিদ্যালয়, কমিটীর প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিউন ও দেশের মহোপকার সাধন করুন্।

ভারত সংস্কারক।

অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ধনি-সন্তানদিগের জন্য ব্যবস্থা।

অভিভাবক বিহীন অপ্রাপ্ত ব্যবহার ধনী সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটী গুরুতর ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। সন্তান প্রতিপালনের ভার ঈশ্বর শুদ্ধ মানুষের নিস্তেজ বিবেকের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। পিতামাতা প্রভৃতি স্বাভাবিক অভিভাবকগণকে স্নেহবাধ্য হইয়া এ বিষয়ে

প্রবৃত্ত হইতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যে সমস্ত ধনি-সন্তান অল্পবয়সে স্বাভাবিক অভিভাবকবিহীন ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ও তাহাদের বিষয় সম্পত্তির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিরাশ্রয় ধনি-সন্তানদিগকে ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনে প্রেরণ করা হইয়া থাকে, সেখানে তাহারা রক্ষিত, পালিত ও শিক্ষিত হয়। কালেক্টর, কমিসনর ও বোর্ড মধ্যে মধ্যে তাহাদের তত্ত্ব লইয়া থাকেন। জিলার কালেক্টর সাহেব সর্ব্বত্রেই বিভাগের কমিসনর ও রেবিনিউ বোর্ডের অজ্ঞাধীন হইয়া ইহাদিগের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্যতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যে সমস্ত ঋণগ্রস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আনীত হইয়া থাকে, অচিরে সেই সমস্ত সম্পত্তি ঋণমুক্ত হইয়া যায় এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। অধুনা এই সমস্ত ধনি-সন্তানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাবনা হইয়াছে। এতদিন ইহাদের বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে যে মনোযোগের ত্রুটী ছিল, এবং এ বিষয়ে যে অধিকতর দৃষ্টি সমর্পিত হওয়া আবশ্যক এ প্রকার প্রস্তাবনা দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

পুরাতন বন্দোবস্তে আমরা কতকগুলি দোষ দেখিতে পাই। প্রথম দোষ এই যে বালকদিগকে মাতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হয়। স্নেহের হস্তে লালিত পালিত হওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ইহাতে সন্তানের হৃদয়ে যেমন সহজে সদ্ভাব সকল প্রস্ফুটিত হইতে পারে, এমন অন্য কোন উপায়ে সম্ভবিতে পারে না। কঠোর নিয়ম প্রণালীর মধ্যে যে সন্তান প্রতিপালিত হয়, তাহার অভ্যাস সকল সুপ্রণালীবদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার চরিত্রের কোমল ভাব ও নিঃস্বার্থ সকল বিকাশ লাভ করিতে পারে না। পিতা মাতার স্নেহ পূর্ণ আদর্শ ও ভাই ভগিনীর সৌহৃদ্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে যে দুর্ভাগ্য সন্তান প্রতিপালিত হইতে না পারে, তাহার চরিত্র যে নিতান্ত স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও কঠিন হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে পিতৃ মাতৃ বিয়োগ জন্য নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, তাহাদেরই অধিকাংশ এইরূপ কুচরিত্র হইয়া ভবিষ্যতে জন সমাজের কণ্টক হইয়া উঠে। ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনের মধ্যে, যাহাতে এই সকল ধনি-সন্তান মাতা বা তদ্রূপ অভিভাবকগণের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারে, তাহার কোন প্রকার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। ক্ষুদ্র অথচ পরস্পর স্বতন্ত্র অট্টালিকা সকল ইনষ্টিটিউসনের ভূমির চতুঃসীমা মধ্যে নির্ম্মিত হইলে, এবং ইহাদের এক একটী এক একজন ধনি-সন্তানের জন্য নিরূপিত হইলে প্রয়োজন্ সিদ্ধ হইতে পারে।

আর একটী দোষ এই যে, যাঁহাকে ইনষ্টিটিউসনের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া রাখা হয়, তাঁহার নীতি ও চরিত্রের উপর গবর্ণমেণ্টের যথোচিত দৃষ্টি দেখা যায় না। বালক দিগের ধর্ম্ম নীতি ও শিক্ষার ভার যাঁহার হস্তে, তাঁহার চরিত্র এরূপ বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক যে লোকে তৎপ্রতি একটীও আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারে। যিনি মাদক সেবন করেন, বা যাঁহার চরিত্রে ইন্দ্রিয় দোষ আছে, এরূপ লোককে ইনষ্টিটিউসনের অভিভাবক পদে নিযুক্ত রাখা কখনই বিধেয় নহে। এত দিন এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ হয় নাই বলিয়া অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মতে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতমঅধ্যাপক বাবু প্যারীচরণ সরকার বা তৎ সদৃশ দেশীয় সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোক এরূপ পদের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র।

আমাদের কোন কোন দেশীয় সহযোগী ইংরাজ অভিভাবক নিযুক্ত হইবার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা চতুর্দ্দিকের ভাবগতিক দেখিয়া এরূপ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতেও আমাদের একটী আপত্তি আছে। ইংরাজের অধীনে শিক্ষা লাভ করিলে বালকদিগের রীতি চরিত্র সুনিয়মিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কিয়দ্দূর বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া বিকৃত-স্বভাব হইবার সম্ভাবনা। উপযুক্ত বাঙ্গালী থাকিতে বিজাতীয় এক ব্যক্তিকে ধনি-সন্তান পালনে নিযুক্ত করা কখনই বিহিত নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনাবধি এ দেশে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত ২।৪টী বিদ্যালয়ে যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা লাভ হইত, মিসনরী দুই একটী স্কুলে তাহার আয়োজন হইত বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ছিল। এক্ষণে কি গবর্ণমেণ্ট কি অন্যেতর বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সকলে সমান বলিয়া গণনীয় হইয়াছে এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দানের অধিকারী হইয়া মহোৎসাহ সহকারে পরিশ্রম পূর্ব্বক আশ্চর্য্য ফল প্রসব করিতেছে। দেশময় বিদ্যালয়, দেশময় শিক্ষিত ছাত্র সংখ্যা বিস্তারিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার না মন আনন্দরসে প্লাবিত হয়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরে কিন্তু একটী দোষারোপিত হইয়াছে যে ইহা স্বল্পগাধ। এখনকার বি এ, এম এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের অধিকাংশ না পারেন ৫ ছত্র বিশুদ্ধ ইংরাজীতে লিখিতে, না পারেন কোন বিষয়ে কঠোর চিন্তাশক্তির পরিচয় দান করিতে। তোতা পাখীর ন্যায় কেবল পরীক্ষায় এক প্রকারে পার পাইবার জন্য তাঁহাদিগের বিদ্যা কণ্ঠস্থ থাকে, পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে বা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলে অন্য বৃক্ষের চয়িত পুষ্পের ন্যায় তাহা বিশীর্ণ ও বিনষ্ট হইয়া যায়। এটা অধিকাংশ স্থলে বাস্তবিক কথা—আরোপিত কথা নহে। পূর্ব্বতন কৃতবিদ্যগণ এবং অধুনাতন উপাধিধারিগণের তুলনা করিলে ইহার যাথার্থ্য স্পষ্ট সপ্রমাণ হয়। Crammin-

বা কণ্ঠস্থ বিদ্যার অনুকূলে মেইন সাহেব প্রভৃতির ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাই বলুন, তাহারই দোষে যে বর্ত্তমান কৃতবিদ্যমণ্ডলীতে সারহীনতা উপস্থিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিছু দিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয় এটা বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়াছেন। গতবর্ষে অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে উপাধিদানের যে মহাসভা হয়, মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকও তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে কণ্ঠস্থ শিক্ষার প্রতিবাদ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই কারণে প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্য বিষয়ক নির্দ্দিষ্ট পুস্তক উঠাইয়া দিয়া কেবল ভাষার পরীক্ষা করিবেন ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের স্থান অপূর্ণ রহিতেছে না, অধ্যাপক লেথব্রিজ সাহেব স্বয়ং এক পুস্তক সঙ্কলন করিয়া বিদ্যালয় সকলের আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। সকল বিদ্যালয় এই পুস্তক প্রবেশিকা কোর্সের ন্যায় ধরাইতেছেন, অর্থপুস্তক প্রকাশকেরাও ইহার টীকা লিখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। এ পুস্তকখানি উচ্চশ্রেণীর পাঠের উপযোগী হইয়াছে এবং ইহা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু অধ্যয়ন প্রণালী দোষ সংশোধিত না হইলে চিরাগত বিপদ্ নিরাকৃত হইবে না। বালকেরা সাহায্যকারীদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিদ্যা শিক্ষার সরল রাজপথ আবিষ্কার করিলে আপনাদিগের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিবেন, যত দৃঢ়তার সহিত আপনাপন মনোবৃত্তি সকল পরিচালন পূর্ব্বক স্বীয় পরিশ্রমে শিক্ষা করিবে ততই শিক্ষা সারবতী হইবে। শিক্ষার দুই সঙ্কেত সকল শিক্ষকের নিকট উপার্জ্জন করিতে হইবে, নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত আরো অনেক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে তবে বিদ্যার সারত্ব জন্মিবে। পরীক্ষা প্রণালীও শিক্ষা প্রণালীর গতি নিরূপক। এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্যের যে প্রকার প্রশ্ন সকল প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা অনেকের মতে কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু তাহা যথার্থ বিদ্যা পরীক্ষার উপযোগী বলিয়া আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এই প্রকার পরীক্ষা আরম্ভ হইলে শিক্ষারও ধাতু ফিরিবে আশা করা যায়।

কিন্তু আমাদিগের জিজ্ঞাস্য, কেবল প্রবেশিকার নির্দ্দিষ্ট পুস্তক উঠিয়া গেল কেন? এফ এ, বি এ প্রভৃতি উচ্চতর পরীক্ষার প্রতি কেন দৃষ্টিপাত হইল না? এই সকল পরীক্ষায় বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষার অধিকতর গাঢ়তা জানিবার প্রয়োজন, তাঁহাদিগের বিদ্যা কণ্ঠস্থ হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক অপকার। আমাদিগের মতে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক এককালে উঠাইয়া দেওয়া সুবিধি নহে, তাহা স্বল্প পরিমিত করা কর্ত্তব্য এবং তদ্ভিন্ন যাহাতে ভাষায় যথার্থ ব্যুৎপত্তি লাভের পরিচয় পাওয়া যায়, তজ্জন্য রচনা প্রভৃতিদ্বারা পরীক্ষার কিয়দংশ সম্পন্ন করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে। পুস্তকের পরীক্ষাদ্বারা নিয়মিত পাঠে শিক্ষার্থীর মনোযোগ পরীক্ষা হয়, অপরবিধ পরীক্ষাদ্বারা তাহার ব্যুৎপত্তি জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে আরো অনেক কথা আমাদিগের বলিবার আছে, ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমান জলকষ্ট।

এ বৎসর বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই জলকষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। দামোদর বা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী গ্রাম সকল ব্যতীত প্রায় সকল স্থানেই জলের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। অত্যল্প বর্ষা প্রযুক্ত নদ, নদী, পুষ্করিণী, পল্বল প্রভৃতি সমস্ত স্বল্পতোয় জলাশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—যেখানে কিছু মাত্র জল সঞ্চিত আছে, তাহাও বহু লোকের সমাগমে এবং সর্ব্বদা ব্যবহৃত হওয়াতে দূষিত হইয়া গিয়াছে! একদিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, অপর দিকে পানীয় অভাব, সুতরাং সাংক্রমিক জ্বর প্রায় সমস্ত দেশেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অর্থের অভাবে, উৎসাহ অভাবে দেশের মধ্যে জীবনী শক্তি অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সুতরাং এ অবস্থায় দেশের লোক দ্বারা আসন্ন বিপদের প্রতীকার অসম্ভব না হইলেও সুদূরপরাহত বলিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টই আমাদিগের অনন্যগতি। আমাদিগের প্রত্যেক অভাব পূরণের জন্য আমাদিগের নিজের ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক, তাহা বিবেচনা না করিয়া, আমরা গবর্ণমেণ্টেরই মুখাপেক্ষা করিয়া থাকি। গবর্ণমেণ্ট অনুকূল হইলেই আমাদিগের আশা পূর্ণ এবং অভাব দূর হয় এবং তাঁহারা প্রতিকূল হইলে আমাদিগের আর দুরবস্থার সীমা থাকে না। শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, রায় ধনপৎ সিং ও লক্ষীপৎ সিং বাহাদুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় ধনী ভূম্যধিকারীগণের সংখ্যা আমাদিগের দেশে অল্প নহে; কিন্তু কয় ব্যক্তি উল্লিখিত মহাত্মাদিগের ন্যায় দীন দরিদ্র দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদিগের সাহায্যার্থে হস্ত মুক্ত করিয়া দিয়াছেন? আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যদি দেশের সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ধনীগণ সাধ্য মত সাহায্য দান করেন, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ভয়ে এত শঙ্কাকুল হই-

বার কোন কারণ থাকে না; কিন্তু আমাদিগের ধনিক মহাশয়দিগের এই উদারতা ও হিতৈষণার অভাব জন্যই আমাদিগকে প্রতি বিপদে গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইতে হয়। দেশে রাস্তা নাই, ঘাট নাই গবর্ণমেণ্ট করিবেন; স্কুল নাই, চিকিৎসালয় নাই গবর্ণমেণ্টের ভার; পুরাতন জীর্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভ গবর্ণমেণ্ট সংস্কার করিবেন; পতিত বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকলের পঙ্কোদ্ধার গবর্ণমেণ্ট করিবেন—আমরা কেবল ঘরে বসিয়া টাকা গণিব এবং প্রস্তুত অন্ন লইয়া বদনে প্রদান করিব। অন্যে আমার উন্নতি সাধন করিবে, আর আমি বিনায়াসে উন্নতির ফল ভোগ করিব এই আমাদিগের সার্ব্বভৌমিক ইচ্ছা! এ আক্ষেপও বৃথা, কারণ, যখন দেশ শুদ্ধ লোকের এইরূপ সংস্কার, তখন আর একজনের চিৎকারে কি ফল দর্শিবে? গবর্ণমেণ্ট যেরূপ রক্ষক স্থানীয় হইয়া এতাবৎ কাল আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, যত দিন পর্য্যন্ত না আমরা কার্য্যতঃ আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারগ হই, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপে আমাদিগের তত্ত্বাবধান লউন। আজি বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষ ভয়ে অবসন্ন, এখন গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই। জলাভাবে বঙ্গবাসীসকল হাহাকার করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট অনুকূল না হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। হুগলী জেলার কাণানদীর মোহানা খুলিয়া দেওয়াতে তত্তীরবর্ত্তী বাসিন্দা সকলের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে তত্তীরবর্ত্তী কোন কোন গ্রামের লোকেরা ঘাটে ঘাটে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গাপূজার ন্যায় মহাসমারোহে নদীর পূজা করিয়াছিল। কিঙ্কর-বাটী নামক একটী গ্রামে আমরা বেদী ও পূজাবশিষ্ট আয়োজন সকল দেখিয়া আসিয়াছি। বহু দিন অন্ধ থাকিয়া কাণানদী পুনর্ব্বার স্বীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, ইহাতে সমুদায় দেশ বাসী তত লাভবান্ না হউক, কিন্তু জলহীন দেশে হঠাৎ নির্ম্মল জলস্রোত বহিতে দেখিয়া তাহারা উল্লসিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিকটস্থ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় সকল উপকৃত হইয়াছে, বিশেষতঃ নাবি আলু ও কোন কোন রবিখন্দ একবারে বাঁচিয়া গেল। তীরবর্ত্তী গ্রাম্য প্রজারা এই জন্যই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এইরূপে দেশের সমস্ত অন্ধ নদী গুলির মোহানা খুলিয়া দেন এবং দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘিকা ও তড়াগাদির সংস্কার করেন, তাহা হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ বহুল পরিমাণে উপকৃত হয় এবং বাসিন্দাগণ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। একে দেশে দুর্ভিক্ষের অভ্যুদয়, তাহাতে এই জলকষ্ট, তাহাতে আবার সাংক্রমিক জ্বর; গবর্ণমেণ্ট যদি এ সময়ে দেশ মধ্যে বিশুদ্ধ জল আনয়ন পূর্ব্বক জলকষ্ট নিবারণ করিতে পারেন তাহা হইলেও অনেক রক্ষা হয়। বিশুদ্ধ জল হেতু সাংক্রমিক জ্বরের অনেক উপশম হইবে এবং প্রজারাও জলের সচ্ছলতা জন্য শীঘ্র শীঘ্র আবাদ করিতে পারিবে। দেশ নদীমাতৃক হইলে শস্যোৎপাদনের জন্য অধিক ভাবিতে হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে যদি অন্ধ নদী গুলির মোহানা সকল খুলিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ অন্নাভাবে এরূপ হাহাকার করিত না। এখনও দেশ মধ্যে বিশুদ্ধ জল আসিলে অনেক রক্ষা হইতে পারিবে। এ বৎসর শস্যের কোন উপকার না হউক, পুরাতন শুষ্ক পুষ্করিণী ও তড়াগাদি পূর্ণিত হইয়া পানীয়ের বিশেষ আনুকূল্য করিবে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে এই অন্ধ নদী গুলির সংস্কারও একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া যেন গণনা করেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ও গবর্ণমেণ্ট।

বহু দিন অবধি গবর্ণমেণ্ট এই রেলওয়ের বিশৃঙ্খলা সকল সংশোধনার্থ বিস্তর যত্ন পাইতেছেন, কিন্তু অদ্যাপিও কার্য্যে কিছুই করিতে পারিলেন না। ফলতঃ আমরা দিন দিন এই কোম্পানির কার্য্য বিধির বিশৃঙ্খলা অধিক পরিমাণেই দর্শন করিতেছি। লর্ড লরেন্সের পূর্ব্বে ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের অতি অল্পই দৃষ্টি ছিল, সুতরাং তখন ইহার কর্ম্মচারীদিগের যথেচ্ছ-ব্যবহারের সীমা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের পবলিকওয়ার্কস বিভাগের ন্যায়, ইহাদিগেরও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। অনেকেই রাজমহল ডিষ্ট্রিক্টের বিষয় অবগত আছেন। একজন সামান্য কর্ম্মচারীও প্রভুদিগের অনুকম্পায় সমৃদ্ধিশালী হইতে অবশিষ্ট ছিল না। প্রভুদিগের তো কথাই নাই। উপরোধে অনুরোধে কত ব্যক্তি সহকারী ইঞ্জিনিয়ার থাকিয়া কিছু দিন পরেই উচ্চশ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া উঠিলেন। কত লোকের "আঙুল ফুলে কলাগাছ" হয়ে পড়িল। নিরন্ন ব্যক্তি কয়েক বৎসর মধ্যে লক্ষপতি হইয়া পড়িল, আবার কণ্ট্রাক্টদারদিগেরও লাভের পরিসীমা রহিল না। অনেক চতুর রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাহাদিগের সহিত যোগ করিয়া কোম্পানির সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। ইঞ্জিনিয়ারদিগের অধীনে যে এক একটী ষ্টোর গুদাম থাকিত তাহা রেলওয়ে কোম্পানির অথবা স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগের নিজের সম্পত্তি, তাহা

নির্ণয় করা সহজ নহে। ষ্টোর গুদামের নিকাশ লইবার প্রথার সৃষ্টি অবধি তাহার কতক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্যই এক্ষণে সে গুলির আর অস্তিত্ব নাই। যে সকল বিচক্ষণ ব্যক্তি মফঃস্বলে এই রেলওয়েতে ভ্রমণ করিয়াছেন, ইঞ্জিনিয়ারদিগের ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে তাঁহারা অনেক অবগত আছেন, জুয়াসের বাঙ্গালা, লক্ষীসরাই ও জয়নগর পাহাড়ের উপর প্রাসাদ এবং জামালপুরের অনতিদূরে খিড়খিড়া পর্ব্বতের উপরিস্থ গৃহসকল, স্কুলের কারখানা প্রভৃতি দর্শন করিলে কত টাকা যে অকারণে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এখন সে সকল স্থান কেবল ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্ন ইষ্টকে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আশ্চর্য্য যে, যে গবর্ণমেণ্ট ৫ টাকার একটী কর্ম্ম সমাধার জন্য কৌন্সিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেই গবর্ণমেণ্ট অবলীলা ক্রমে এই সকল অপব্যয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। যদি রেলওয়েটী কেবল অংশীদার কোম্পানির সম্পত্তি হইত, গবর্ণমেণ্ট বা সাধারণের সহিত কিছু মাত্র অর্থ-সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতাম না, এবং গবর্ণমেণ্টও অন্যান্য ব্যবসায়ী বণিক্ সম্প্রদায়ের কার্য্য প্রণালীর ন্যায় ইহাদিগের কার্য্য প্রণালীর প্রতিও উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু যখন সাধারণ ধনাগার এই কোম্পানির ক্ষতির জন্য দায়ী, যখন গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিভূ, তখন ইহা এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য, সুতরাং ইহার বিশৃঙ্খলা সকল সন্দর্শন করিলে সর্ব্বসাধারণে তারস্বরে চিৎকার করিয়া তাহার সংশোধন প্রার্থনা করিতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এইরূপে রাশি রাশি টাকা অপব্যয় হইয়া গিয়াছে। পুরাতন হিসাব সকল পরিষ্কার করিবার জন্য যখন প্রথম অডিট আফিসের সৃষ্টি হয় তখনও ইহার অপব্যয়ের কিছু মাত্র ন্যূন হয় নাই। যদবধি অডিট স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদবধি অনেক অপব্যয় নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আবার এ দিকে রথ্যা নির্ম্মাণও সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, কাজে কাজেই অপব্যয়ের স্রোত আপনা হইতেই শিথিল হইয়া পড়িল। এখন বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম এবং জব্বলপুর তিনটী লাইনই একত্রিত হওয়াতে এবং ডিরেক্টরদিগের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনাতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্ম্মচারীরা অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং অপব্যয় ও অনেক পরিমাণে কমিয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষতির কিছু মাত্র উপশম হয় নাই। স্রোতস্বতীর এক মুখ বন্দ করিলে বেগবতী তরঙ্গরাজী অপর মুখ প্রসারিত করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সংস্কার অতি অল্প দিন মাত্রই হইয়াছে; তাহার অপব্যয় সকল নিবারিত না হইতে হইতেই ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের আধিপত্য উপস্থিত। এই বিভাগ এতদিন প্রচ্ছন্ন বেশে কার্য্য করিতে ছিল। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে যেমন গ্রহগণের মৃদু জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অপব্যয়ের প্রাবল্য হেতু ট্রাফিক বিভাগ সাধারণের দৃষ্টি পথের অগোচর ছিল। আরোহীদিগের কষ্টের জন্য মধ্যে মধ্যে এ বিভাগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হইত বটে, কিন্তু তাহা কেবল একটী মাত্র "মিনিটে" বা ঘোষণা পত্রেই পর্য্যবসিত হইত। লর্ড লরেন্স একটু বিশেষ যত্ন স্বীকার করিয়া কতকটা সংস্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এখনও এত অবশিষ্ট আছে, যে তাহার সহিত তুলনায় যাহা কিছু হইয়াছে তাহা কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টও আরোহীদিগের কষ্ট নিবারণে একান্ত তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়; তথাপি আরোহীরাই বলিতে পারেন যে তাহাদিগের কষ্ট কত পরিমাণে লাঘব হইয়াছে! পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীতে বসিবার বেঞ্চ ছিল না এবং জলবায়ু নিবারণের খড়খড়ীও ছিল না, এক্ষণে সে গুলি হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ঠেসাঠেসি করিয়া অপর্য্যাপ্ত লোক এক খানি গাড়ীতে বোঝাই করা হইত, এক্ষণে কি তাহার কিছু মাত্র লাঘব হইয়াছে? পূর্ব্বে বসিবার বেঞ্চ ছিল না, সুতরাং অতিরিক্ত আরোহী হইলে অধিক কষ্টকর হইত না, কিন্তু এক্ষণে বেঞ্চ হওয়াতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত হইলে আর কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। দুই ধারে দুইটী দ্বারের অগ্রভাগ খোলা থাকাতে কম্পার্টমেণ্টের মধ্যে বায়ুর গমনাগমন হইয়া থাকে, অতিরিক্ত আরোহীরা এই দুই দ্বারদেশ চাপিয়া দণ্ডায়মান থাকাতে বায়ুবদ্ধ হইয়া আরোহীদিগের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হয়। অনেকে প্রতি কম্পার্টমেণ্টের দুই পার্শ্বে "প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজন বসিবে" লিখিত দেখিয়া রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য বিধির প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু একবার তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হইলে তাঁহাদিগের সে ভ্রম অধিক ক্ষণ থাকে না। অনেকে বলিতে পারেন যে আরোহীরা আপনা আপনি অতিরিক্ত লোক গাড়ী মধ্যে প্রবেশিত করিয়া থাকে, কিন্তু আমরা ইহার সত্যতাবিষয়ে অনুমোদন করি না। আমাদিগের সাক্ষাতে হাবড়া ষ্টেসনে ষ্টেসন মাষ্টার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে অতিরিক্ত আরোহী গাড়ীতে

পূরিতে দেখিয়াছি। যাঁহারা এ বিষয়ের সত্যতায় সন্দিহান হন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রাতঃকালের ৮।৩০ সাড়ে আট ঘটিকার ও দুই প্রহরের অপট্রেণ পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করি; বিশেষতঃ আফিস বন্দের দিনের পূর্ব্ব বৈকালের ও খুলিবার দিনের প্রাতের সমস্ত ট্রেণেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এইরূপ স্থলে অতিরিক্ত গাড়ী দিবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই অতিরিক্ত গাড়ীর লোক সকল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গাড়ীর ভিতরে লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং ভিড় অপরিহার্য্য। আমরা দশজনের স্থানে ১৬।১৮ জন পর্য্যন্তও দেখিয়াছি। হাবড়াতে উঠিবার সময়েই যথেষ্ট ভিড় হয়, পরে আবার এক এক ষ্টেসনে গাড়ী থামিলেই অতিরিক্ত লোক উঠিয়া থাকে, ইহাতে প্রাণান্ত ক্লেশ হয়। হাবড়া হইতে একখানি অতিরিক্ত খালি গাড়ি লইয়া গেলে অনেক প্রকারে আরোহীদিগের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত হইল না। গবর্ণমেণ্ট যদি রেলওয়ের কার্য্যপ্রণালী সকল সংশোধন জন্য একান্ত যত্নশীল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিধি সকল কেবল লিপিবদ্ধ না হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পরিদর্শক সকল নিযুক্ত করুন্। ইহাতে কিছু অধিক ব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। স্থানীয় পুলিস (রেলওয়ে) কর্ম্মচারীদিগের প্রতি একটু মনোযোগী হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিবার আদেশ দিলেই ইহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিবে। আমাদিগের বারান্তরে ট্রাফিক বিভাগের কার্য্য প্রণালী ও তদন্তর্গত অপব্যয়ের বিষয় সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নাট্যাভিনয় ও পুস্তক সমালোচনা।

গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর। বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রণয় পরীক্ষা নাটকাভিনয় রাত্রি। শনিবার ৫ মাঘ ১২৮০। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া গত শনিবার রজনীতে গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটরের অভিনয় আনন্দের সুখভাগী হইতে গিয়াছিলাম। এই নাট্যশালার সভ্যগণ যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্যকে অবশ্য মহৎ বলিতে হইবে। এক কালে ফরাসিরা সমুদায় ইউরোপ সমাজে অভিনয় দক্ষতায় সুখ্যাতি সুবিস্তৃত করিয়াছিল। কিন্তু সেই সুখ্যাতি লাভের জন্য, তাহারা যে স্বদেশীয় সম্বাদ ও সাময়িক পত্রের সদভিপ্রায়ের নিকট অধিকাংশ ঋণী ছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না। সেলিগেল তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সৎ উদ্দেশ্যের সহিত গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটরের সদস্যগণের আর একটী মহৎ পরিচয়ের আবশ্যকতা আছে। তাঁহারা যেন সম্পাদকদিগের অভিপ্রায় সদ্ভাবে ও সুবিবেচনার সহিত গ্রহণ করেন। ইহার অভাব হইলে তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

এদেশে ইংরাজী প্রণালীর নাট্যাভিনয়ের এই প্রথম সূত্রপাত। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কিরূপ অভিনয় কার্য্য সমাধা হইত তাহা সাধারণ্যে বিদিত নাই। সে বিষয়ের আলোচনা বোধ হয় ক্রমশঃ উত্থিত হইতে পারে। এই নাট্যাভিনয়ের প্রারম্ভকালে আমাদিগের নাট্যসমাজের দায়িত্ব অতি গুরুতর। নাট্যসাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য সাহিত্যে গ্রন্থকর্ত্তার সহিত পাঠক গণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। নাট্যসমাজের ন্যায় অন্যান্য সাহিত্যে একটী মধ্যবর্ত্তী সমাজের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু নাট্য সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ তাহার অভিনয়। নাট্যকবির কল্পনার সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও উপকারিতা যথাযথ অভিনয় ভিন্ন সম্যক রূপে উপলব্ধি হইবে না। নাট্যসাহিত্যের এই ধর্ম্ম নিবন্ধন ইহা বিশেষ প্রমোদকর হইয়াছে। যে অভিনয় নাট্যকল্পনার পরিচয়, সেই অভিনয় আবার নাট্যকল্পনার পরীক্ষা স্বরূপ। নাট্যসমাজ নাটককার এবং শ্রোতৃ অথবা পাঠকবর্গের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। এই সন্ধিস্থলে সংস্থাপিত হইয়া সকল নাট্যসমাজ কি আপনাদিগের অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন? অনেক নাট্যসমাজ জানেন না তাঁহাদিগের প্রকৃত অবস্থা ও কর্ত্তব্য কি? কিন্তু ইহা যাহারা বুঝিতে পারেন, তাহারাই উদ্দেশ্যলাভে কৃতকার্য্য হয়েন। এই সন্ধিস্থলে পরিস্থাপিত হইয়াছেন বলিয়া তাহাদিগের প্রতি সাধারণ সর্ব্বজনেরই দৃষ্টি রহিয়াছে। নাটককার স্বকীয় কল্পনা ও কবিত্বের সম্যক পরিচয় এবং বিস্ফারণের জন্য নাট্যসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। সাধারণ জনগন, তাহাদিগের রুচি, তাহাদিগের আশা ও প্রবৃত্তি যাহাতে সন্মার্গে পরিচালিত ও নিয়মিত হয়, তজ্জন্য নাট্যসমাজের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। ইহারা নাট্যসমাজের উপর স্বর্ণবর্ষণ করিতেছে, কিন্তু নাট্যসমাজের নিকট হইতে যাহা ফিরিয়া চায়, তাহা রাশি রাশি সুবর্ণে প্রদান করিতে পারে না। সাধারণের রুচি যদি কোন পক্ষে দূষিত থাকে, সামাজিক নীতির যদি অবনতি হইয়া গিয়া থাকে, প্রবৃত্তি যদি কলুষিত হইয়া থাকে, আশা যদি নীচগামী হইয়া থাকে, আমোদ সহকারে, অলক্ষ্যভাবে এবং ধীরে ধীরে সেই রুচি, নীতি ও প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করা নাট্যসমাজের কর্ত্তব্য। এজন্য দেশের রুচি, ও সমাজরূপ গ্রন্থ নাট্যসমাজের বিশেষ রূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি আমাদিগের নাট্যসমাজ কি এ কর্ত্তব্য সংসাধনে যত্নশীল হইয়াছেন? আবার নাট্যসমাজে যে সকল নাটকের অভিনয় হইতে থাকিবে, তাহাদিগেরই প্রকৃতি ও ধাতু বুঝিয়া গ্রন্থকারগণ নাটক প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইবেন। নাটককারগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া সমাজের রুচি শিক্ষা করিয়া যাইবেন। সেই শিক্ষা ভূমির উপর তাহাদিগের কবিত্বে কল্পনা সংস্থাপিত হইবে। নাট্যসমাজ কি গ্রন্থকার, কি সাধারণ সমাজ, উভয়কেই এইরূপে পরিচালিত ও নিয়মিত করিতেছে। যে উভয়সঙ্কট সন্ধিস্থলে নাট্যসমাজ অবস্থিত তাহা তাহাদিগের অগ্রে হৃদয়ঙ্গম হওয়া অত্যাবশ্যক। তৎপরে সেই স্থবোধের সহিত আপনাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লওয়া উচিত।

ইহাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য উপযুক্ত বিষয় বা গ্রন্থ নির্ব্বাচন করা। শুদ্ধ নির্ব্বাচন নয়, যদি সময়, ব্যবস্থা, এবং সামর্থ থাকে, উপযোগী নাটক সকল প্রণয়ন ও প্রণয়নে অপরকে উৎসাহী ও যত্নশীল করাও কর্ত্তব্য। সমালোচ্য অভিনয় রজনীর বিষয় নির্ব্বাচন যথোপযোগী হইয়াছিল। অনপত্যতা হেতু সহধর্ম্মিণী জীবিতাদশেও দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলে যে সমূহ

অশিষ্টপাত ও যন্ত্রণোৎপত্তি হয় তাহাই প্রদর্শন করা গত অভিনয়ের বিষয় ছিল। কলিকাতা সভ্য সমাজে আজিও এ কুরীতি বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। এজন্য প্রণয় পরীক্ষার মত নাট্যাভিনয় এক্ষণকার কালে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে।

নাট্য সমাজের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, উপযোগী বিষয়ের যথাযথ অভিনয়। যথাযথ অভিনয়ের জন্য গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটরের দৃশ্যপট সকল কোন মতে অনুপযোগী নয়। তাহাদিগের দৃশ্যপটগুলি সর্ব্ববিধায়ে প্রশংসনীয়। দৃশ্যের চমৎকারিত্বে প্রাকৃত জনগণের মনোরঞ্জন হয় বটে, কিন্তু যথাযথ অভিনয় ভিন্ন উর্দ্ধ শ্রেণীর দর্শকমণ্ডলীর মনস্তুষ্টি হয় না। যথাযথ অভিনয় করিতে হইলে অপ্রকৃত বিষয় সকল প্রকৃত ও প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করা চাই। এইরূপ করাকেই নাট্যবিভ্রম কহে। অভিনয় দ্বারা দর্শকমণ্ডলীর মনে এ প্রকার ভ্রান্তি উৎপাদন করা চাই, যেন প্রত্যক্ষীভূত সমস্ত বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘটিত হইয়া যাইতেছে। উৎকৃষ্টতম কৃত্রিম কার্য্যের গুণপনা এই, যে তাহার কৃত্রিমতার অনুভব হয় না। কৃত্রিমতার অনুভব হইলেই আর ভ্রান্তি থাকে না। ভ্রান্তি বিনষ্ট হইলেই সমস্ত ইন্দ্রজাল বিনষ্ট হয়। এই ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে হইলে, প্রধানতঃ প্রকৃতির অনুমান ও অনুরূপ প্রদর্শন করা চাই। কি দৃশ্যে, কি কার্য্যে উভয়তঃ এই অনুরূপটি অনুভূত হওয়া আবশ্যক। দৃশ্য সম্বন্ধে অনেক স্থলে আমরা গত অভিনয়ে প্রকৃতির অনুমান করিতে পারিয়াছি, কিন্তু কার্য্যে আমাদিগের সকল সময় সে রূপ উদ্বোধন হয় নাই। এক এক সময়ে নটবরের সহিত ভ্রান্তিপথে ভ্রমণ করিয়া আমরা প্রকৃতির অনুভব করিতেছি, অচিরাৎ সে ভ্রান্তি অন্যান্য অভিনেতৃগণের অদক্ষতা নিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতিবিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট এবং অভিনয়োপযোগী নাটক নির্ব্বাচিত না হইলে, যথাযথ অভিনয় হইলেও সকল সময় নাট্যবিভ্রম ঘটে না। এমত স্থলে দর্শকমণ্ডলী যে পরিমাণে প্রকৃতির সহিত পরিচিত আছেন, সেই পরিমাণে ভ্রান্তি উৎপাদন হইবে। প্রকৃতি যাহারা ভাল বুঝেন, তাহাদিগের নিকট অপ্রাকৃতিক বিষয়ের যথাযথ অভিনয় হইলেও ভ্রান্তি উৎপাদিত হইবে না। প্রণয় পরীক্ষার অভিনয়ের অনেক স্থলে এরূপ ভ্রান্তি উৎপাদিত হয় নাই। কিন্তু দর্শকমণ্ডলী অপেক্ষা অভিনেতৃগণের অধিকতর প্রকৃতির সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক। অভিনয় পরীক্ষায় নাটক প্রক্ষিপ্ত হইলে, যে যে স্থলে প্রকৃতিভঙ্গ হইয়াছে, অভিনেতৃগণ সে সকল স্থল প্রাকৃতিক করিয়া লইবেন। যে অভিনেতৃগণ এরূপ করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাবের সহিত অভিনয় করেন। শান্ত বাবু সরলা বিরহে বৈরাগী বলিয়া সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে আনয়ন করিলেন, আহূত আত্মীয়গণের নিকট স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, বিষয়াশয় বিসর্জ্জন দিয়া সকলকে তাহা বিভাগ করিয়া দিলেন, সকলেই অক্ষুব্ধ মনে শুনিল, কেহই কিছুই বলিল না। অবশেষে এতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছিল, যে হতাশমনে শান্ত বাবু গিরিশৃঙ্গে উঠিতে যান, তখনও কেহ তাহাকে কিছুই নিবারণ করিল না, বরং সহায়তা করিল, তাহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিল। যখন তিনি শৃঙ্গদেশে পতনোন্মুখ হইলেন, তখনি কেবল একবার সদারং আলগোচে তাঁহাকে ধরিল। এরূপ ভাবে ধরিল যেন শান্তবাবু সেই ধরিবার প্রতীক্ষায় আত্ম বিসর্জ্জন দিতে অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এই স্থলে আর একটী অপ্রাকৃতিক বিষয়ের চূড়ান্ত ঘটনা হইয়া গেল। এমত কি যখন শান্ত বাবু আত্মঘাতী হইতে যাইতেছেন, যখন তাঁহার হৃদয় হইতে সংসারের সকল আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে, যখন তিনি সেই ভয়ঙ্কর কালে গিরিশৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইতে যাইতেছেন, এমত সময়ে চির বাঞ্ছিত সরলার প্রাপ্তি সংবাদ তাহার নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। এই সংবাদ তাঁহার ঘোর তমসাচ্ছন্ন মনে প্রভাতাশিশ ন্যায় একদা উদ্ভাসিত হইল। কিন্তু এপ্রকার স্থলে শান্ত বাবু কি প্রকার কার্য্য করিলেন? শান্ত বাবু অস্খলিতপদে, সহাস্য আস্যে সচৈতন্যে গিরি হইতে তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিলেন, অবতরণ করিয়া ক্ষণকাল সরলার শবদেহ প্রতি চাহিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। শান্ত বাবু কি ভাবের সহিত এই সমস্ত অভিনয় করিয়া গিয়াছেন?

নাট্য বিভ্রম উৎপাদন করিতে হইলে, অভিনেতৃগণের এরূপ ভাবের সহিত অভিনয় করা উচিত, যেন তাহারা দর্শকমণ্ডলীকে অভিনয় প্রদর্শন করিতে আসে নাই। ভলটেয়ার কোন নটীকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন, এমতসময়ে নটী বলিল, "এরূপ করিলে লোকে আমাকে যে ভূতে পেয়েছে বলিবে।" ভল্‌টেয়ার উত্তর করিলেন "যাহাতে তোমাকে লোকে যথার্থই ভূতে পেয়েছে বলে তাহাই আমি চাই।" এই কথার মর্ম্ম স্মরণ রাখিয়া কি প্রণয় পরীক্ষায় অভিনেতৃগণ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন? এমন কি, সময়ে সময়ে আমরা কতিপয় অভিনেতৃগণকে স্বগতবাক্যাবলী এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিতে দেখিয়াছি, যেন তাহারা শ্রোতৃবর্গকেই সম্বোধন করিয়া কোন অভ্যস্ত পাঠ আবৃত্তি করিতেছে।

অভিনয়ের আর একটী প্রধান নিয়ম ও ভঙ্গ হইয়াছে। যে সময় একজন অভিনয় করিতেছে, দর্শকমণ্ডলীর ন্যায় অন্যান্য উপস্থিত অভিনেতৃগণ অভিনয়কারীরই কার্য্য দেখিতেছে, তাহারই কথা শুনিতেছে; যেন তাহাদের নিজের কিছুই অভিনয় করিবার নাই। আত্মবিস্মৃতি হওয়া অভিনয়ের একটি প্রধান দোষ। আত্মবিস্মৃতি দ্বিবিধ। যখন আপনাকে এত দূর ভুলি, যে শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে আমি অভিনয় করিতেছি এরূপ জ্ঞান হয়, সেই এক প্রকার আত্মবিস্মৃতি। যে চরিত্র অভিনয় করিতে আসিয়াছি, তাহা ভুলিয়া থাকা, অন্যপ্রকার আত্মবিস্মৃতি। শান্ত বাবু, তরলা এবং সুশীলা যখন অনাবরিতমুখে বসিয়া আছেন, সে সময়ে যখন রসিক বাবু এবং নটবর উপস্থিত হইলেন, তখন সেই পাত্রীদ্বয় এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, যে তাঁহারা একটুও সলজ্জভাব দেখাইলেন না, একটুও অনাবৃত মুখ অবগুণ্ঠিত করিলেন না।

নটবরের কালী-মন্দিরের দৃশ্যাভিনয়টী আমরা শীঘ্র ভুলিব না। ইহার স্বাভাবিক অভিনয় আমরা এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। দাসী কাঙ্গলার অভিনয় ও প্রশংসনীয় বটে। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয় কালে আমরা রেনল্‌ডস্‌কে সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার কোন বিশেষ ঘটনা কল্পনা যে প্রণয় পরীক্ষার এরূপ একটী সুন্দর দৃশ্যের শোভা সম্পাদন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দানুভব হইল। সেই কল্পনার সুন্দর অভিনয় দেখিয়া আর ও স্বসংবেদ্য হার্ষোৎপন্ন হইল। প্রথমোক্ত কালীবাড়ির দৃশ্যাভিনয়ে যেমত দর্শক মণ্ডলীর সহানুভূতি উৎপাদিত হইয়াছিল, চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যাবলীর সুন্দর অভিনয়ে লোকের কল্পনাকে তদ্রূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। তৃতীয়াঙ্কের রাম গিরি দৃশ্যের সঙ্গীতাবলী যেমন কবিত্ব পূর্ণ, তেমনি সুমধুর লাগিয়াছিল। তাহার বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে চন্দ্রকলার গীত গুলি যেন কোমল কামিনী কণ্ঠ বিনিঃসৃত বোধ হইল, তাহাতে বিশেষ ওস্তাদি ছিল না, এজন্য তাহার গীতগুলি কামিনী মুখেরই উপযোগী বটে; রসিক বাবুর গীতগুলি পুরুষকণ্ঠ নিঃসৃত তানলয় বিশুদ্ধ

হওয়াতে রসিক বাবুর খ্যাতিরই উপযোগী হইয়াছিল।)

সঙ্গীতের বিষয় বলিতে বলিতে আমাদিগের সহসা ঐকতানিক বাদ্যের বিষয় মনে হইল।—নাট্যাভিনয়ের যে সকল স্থলে এখন ঐকতানিক বাদ্য সন্নিবিষ্ট আছে, পূর্ব্বে গ্রীক নাট্যাভিনয়ে সেই সকল স্থলে "কোরস" ছিল। হোরেস যেরূপ কোরসের বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে প্রতীত হয়, কোরস্ যে গ্রীক রঙ্গভূমির কেবল ঐ সমস্ত স্থলেই দৃষ্ট হইত এমত নহে; অন্যান্য স্থলেও তাহারা উদিত হইয়া নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইত। কোরস আধুনিক রঙ্গভূমি হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের একটী কার্য্য বড় সুন্দর ছিল। একটী অঙ্কের অভিনয় হইলে পর, তাহারা সমবেত স্বরে সেই অঙ্কের উপদেশগর্ভ সঙ্গীত করিত। তাহাতে একদা দুই উদ্দেশ্য সমাধা হইত। অভিনয় কালে নাটকের অথয় ও সুবোধ অবিছিন্ন এবং অক্ষুন্ন থাকিত, দ্বিতীয়তঃ তাহারা নাটক হইতে নানাবিধ নীতি উপদেশ দিত। নাট্যাভিনয়ের পর দুইটী অঙ্কের মধ্যে এত সময় অতিবাহিত এবং বিষয়ান্তরে স্থাপিত হয় যে পূর্ব্বাভিনয় প্রণোদিত মানসিক ভাব অনেকাংশে বিচলিত হইয়া যায়। এজন্য ডাক্তার ব্রেয়ার কহেন, শুদ্ধ ঐকতান বাদ্য স্থলে কোরসের বিনিয়োগে হানি নাই, বরং ভালই হইবে। আমরা এই প্রস্তাবের একটু বৈলক্ষণ্য করিতে চাহি। ঠিক কোরস না রাখিয়া একজন ভাল গায়ক পূর্ব্বাভিনীত অঙ্কের উপদেশ স্বরূপ, অথবা আগামী অঙ্কের পূর্ব্বাভাস স্বরূপ ঐকতান বাদ্য সহ সঙ্গীত করিলে আমাদের উল্লিখিত দুইটি বিষয় অনেকাংশে সুসিদ্ধ হয়। আমাদিগের এই প্রস্তাবটি কতদূর ফলোপধায়ী হইবে, একবার কার্য্যে পরিণত না করিলে বুঝা যাইবে না। যদি বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হয় তবে গ্রেট ন্যাশনল থিয়েটরকে আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা আমাদিগের প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করেন। (এই থিয়েটরের এক্ষণে যে ঐকতান বাদ্য দেখিলাম, তাহা চমৎকার। ইহার সহিত যে ঢাকের বাদ্য আছে, তাহা একেবারে উঠাইয়া দিলে, অথবা কম জোর করিলে ঐকতান বাদ্যটি কাণে আরও মিষ্ট লাগিতে পারে, এই ঢাকের বাদ্য এত উচ্চ বাধা হয় যে, যে অন্যান্য যন্ত্রের বাদ্য তত সুস্পষ্ট শ্রুতিমধুর হয় না।)

এদেশে আধুনিক নাট্যাভিনয়ের এই প্রথম অবস্থা। এ অবস্থায় গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর যে প্রকার অভিনয় করিয়া আসিতেছেন তাহাতে তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তাহাদিগের নবনির্ম্মিত, আধুনিক সুন্দর রঙ্গভূমির এরূপ বিস্তারিত নাট্যগৃহে অভিনয় করা কখনই অভ্যাস ছিল না। ক্রমে তাঁহারা আর ও ভয়ভাঙ্গা হইলে, যে এক্ষণকার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অভিনয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। (আমরা কেবল অনুরোধ করি অভিনেতৃগণ ভবিষ্যতে একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যদি নিজ নিজ অভিনয়াংশ মুখস্থ করিতে পারেন, এবং রিহার্সেলের দিন বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।) আমরা ভরসা করি, আমাদিগের কথা সকল তাহাদিগের ন্যায় কৃতবিদ্য মণ্ডলী মধ্যে অবশ্য সদ্ভাবে গৃহীত হইবে।—

ভূগোল।

গণিত, প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক। বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে বারহ্যাম হিল কোং দ্বারা ইংরাজীভাষায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

এই ভূগোল খানি ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্যবিধ শ্রেণী সমূহের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের স্থূল তত্ত্ব সন্নিবেশিত থাকাতে বালকদিগের ভূগোল জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যাবতী মাডাম আরবেলা গডার্ড কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। গত সোমবার টাউনহলে তাঁহার ঐকতানিক বাদ্য শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিমোহিত হইয়াছেন। বিবী স্মাইথ এমন সুন্দর সঙ্গীত করিয়াছেন যে মানব কণ্ঠস্বর এত সুমিষ্ট হইতে পারে ইহা অনেকের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদিগের কৌতূহল নিবারণের একটী মহৎ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

আগামী গ্রীষ্মকালে গবর্ণমেণ্ট সিমলা যাত্রা করিবেন না প্রকাশ করিয়াছেন। এ দুর্ভিক্ষের বৎসরে এ অতিরিক্ত ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া লর্ড নর্থব্রুক বিচক্ষণতার কার্য্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সোমপ্রকাশ লিখিয়াছেন, "মিরর প্রস্তাব করিয়াছেন এডিনবরার ডিউকের বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা করিয়া তাঁহাকে একটী উপযুক্ত উপঢৌকন দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাব মন্দ নয় বটে কিন্তু ভারতবর্ষের এখন উপঢৌকন দিবার সময় নয়! ভারতবর্ষ এখন নিজেই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। আমরা সোমপ্রকাশের একথার অনুমোদন করিতে পারি না, দুরবস্থা রাজভক্তি প্রকাশ না করিবার ব্যপদেশ হইতে পারে না। বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষের আশুকার আমাদিগের কোন্ কার্য্য আটক থাইতেছে? সম্পাদক যদি একবার কলিকাতায় আসিয়া নাটক ও নাচবাজীর ধুমধামে অপরিমেয় অর্থব্যয় দেখিতেন রাজ পুত্রের শুভকর্ম্মে যৎকিঞ্চিৎ দানের প্রতিবাদী হইতেন না।

এডুকেশন গেজেট বলেন, উপনগরীয় মিউনিসিপালিটী উপনগরের শিক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা পরিমিতরূপে ব্যয়িত হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, সুন্দর বনে ১০০০ বর্গ মাইল ভূমি আবাদ করা হইয়াছে, তাহাতে বহু পরিশ্রম ও অল্প লোক নষ্ট হইয়াছে। ওয়েষ্টলেণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে সুন্দর বনের জঙ্গল পরিষ্কার করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। বৃক্ষ সকল পরস্পর এরূপ ভাবে আছে যে একে অন্যাকে বহন করে। কোন২ বৃক্ষের আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ। জীন নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহা হইতে এত জটা বহির্গত হয় যে কখন২ ঐ বৃক্ষ এক একর ভূমি অধিকার করে। এরূপ বৃক্ষ এককালে কাটিয়া ফেলা অথবা কাটিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায় না; ক্ষুদ্র২ অংশ কাটিয়া স্থানান্তর করিতে হয়। এরূপ বৃক্ষ ব্যতীত এক প্রকার জঙ্গল দ্বারা সমুদায় বন আবৃত আছে। তাহার প্রত্যেকটী কাটিয়া না ফেলিলে কেহই প্রবেশ করিতে পারে না। নদী তীরে কুম্ভীরের ভয়—কিন্তু ব্যাঘ্রের ভয় ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহাদের ভয়ে অনেক লোক অনেক বৎসরের পরিশ্রমে আবাদ করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। আবাদ করিয়া কিছু কাল অযত্নে রাখিলেই তাহাতে পুনরায় শীঘ্র জঙ্গল হইয়া উঠে। এস্থানের ভূমি বড়ই উর্ব্বরা; আবাদ স্থানে প্রতি একারে ১২ মণ করিয়া চাউল পাওয়া যায় এবং সমুদায়ে ৮০ লক্ষ মণ চাউল জন্মে। এখান হইতে গবর্ণমেণ্ট ৪ লক্ষ টাকারও অধিক রাজস্ব প্রাপ্ত হন। এস্থানের অপেক্ষা বঙ্গদেশের কোন স্থানই অধিক উর্ব্বর নহে।

সুলভ সমাচার বলেন, বহরমপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক দিন পাল্কী করিয়া সাহেবদের ক্রিকেট্ খেলার জমির উপর দিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে কর্ণেল ডফিন্ নামক একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে বিনা'দাষে অপমান করে। বঙ্কিম বাবু উক্ত সাহেবের নামে অভিযোগ উপস্থিত করায় সাহেব এখন স্বীয় দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। নির্দ্দোষী ভদ্রলোককে এ প্রকার বিনাপরাধে অপমান করার কথা শুনিয়া শুনিয়া আমাদের শোণিত এখন ক্রমে শীতল হইয়া আসিয়াছে!

নবাব নাজিমের ঋণ পরিশোধ জন্য যে আইন করা হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য অর্থাৎ নবাবের ঋণ শোধের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য এক কমিসন নিযুক্ত হইয়াছে। মান্যবর এফ, এল, বকোর্ট, মেজর জেনারেল সি, এ, বারওয়েল এবং মুন্সী আমীর আলি খাঁ বাহাদুর উহার সভ্য এবং বকোর্ট সাহেব কমিসনের অধ্যক্ষ হইবেন।

উর্দ্দূ গাইড বলেন বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ষ্টেট সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিয়াছেন বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা হইতে অধঃপাতিত করা হয়। তিনি কমিসনরদিগের রিপোর্ট পাইয়া প্রথমে হবহাউসের নিকট মত জিজ্ঞাসা করেন।

এডুকেশন গেজেট বলেন, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের খন্যানের ষ্টেশন মাষ্টার ছুটী না লইয়া ষ্টেশনে অনুপস্থিত থাকায়, তাঁহার তিন মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। বৈঁচির ষ্টেশন মাষ্টারও ঘুষ লইতেন বলিয়া হুগলির জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মায়র্স সাহেবের নিকট তাঁহার বিচার হইতেছে।

তণ্ডুল পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। প্রত্যহ প্রায় ৫০০০০ মণ বালাম এখানে আনিত হইতেছে। কোন কোন দিন সাধারণ বালাম ২৸৶০, অপেক্ষাকৃত ভাল বালাম ৩৶০ হইতে ৩৷০ দরে বাজারে বিক্রীত হইতেছে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্ট উভয়ের মধ্যে যে অঙ্গীকার আছে আগামী ১লা মার্চ তাহার নিঃশেষ হইবে। যত দিন অবধি ব্যাঙ্কের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সম্বন্ধ ষ্টেট সেক্রেটরির দ্বারা মীমাংসিত না হয় তত দিন পূর্ব্বানুরূপ কার্য্য চলিবে।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ ক্যাম্বল সাহেবের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি তিনি সম্পূর্ণ সবল শরীর হইয়া বঙ্গদেশকে দুর্ভিক্ষ রাহুর হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছন্দ মনে স্বদেশে গিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করুন।

আমরা শুনিলাম ওয়াট গঞ্জের সেতুপতনে কোন প্রাণ হানি হয় নাই, একটী মাত্র এতদ্দেশীয় ভগ্নাঙ্গ হইয়া জেনারল হস্পিটলে চিকিৎসিত হইতেছে ও একজন খানসামার শরীরে অল্প মাত্র আঘাত লাগিয়াছে। যে দিন সেতুটি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তৎপূর্ব্ব দিনে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর শকটারোহণে ইহার উপর দিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৬৫ সালের ২০ আইন অনুসারে যে সকল ব্যক্তি উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর উকীল বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহারা ওকালতী ব্যবসায় রক্ষা করিয়াও সবরেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম করিয়াছেন।

১৮৭৩ সালের ২২ এ এপ্রিল নেটিব সিবিল সর্বিস্ পরীক্ষার যে নিয়মাবলী প্রচারিত হয়, তদনুসারে আগামী ২রা মার্চ্চ পরীক্ষা হইবে। হুগলী, ঢাকা, পাটনা, কটক ও গৌহাটী এই কয়েকটী পরীক্ষা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আজিমগঞ্জের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর তাঁহার দিনাজ পুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের মধ্যে বিতরণার্থে ৫০০০ মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

গত ১৭ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, তাহার শস্যের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ১১।১২ই দিবস প্রায় সকল জেলায় অল্পাধিক বৃষ্টি হইয়াছে। শীতে বেহারে ফসলের বিশেষতঃ অড়হরের কিছু হানি করিয়াছে, নতুবা ফসল মন্দ হয় নাই। শস্যের মূল্য সমান আছে।

বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের এইরূপ কার্য্য বিভাগ হইয়াছে:—এচ. এল. ডাম্পিয়ার রাজস্ব, কৃষি, বন, ষ্ট্যাটিষ্টিক্স ও অর্থ সম্বন্ধীয় বিষয়; সি বার্ণার্ড দুর্ভিক্ষ ও রিলিফ, রিবর্স টমসন অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

১০ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২২১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ২ জন বসন্তে, ২ জন হামে, ২১ জন উদরাময় রোগে, ১১ জন উলাউঠায় ১০২ জন জ্বরে এবং অবশিষ্ট অন্যান্য রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

উত্তর ও পশ্চিম।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সভ্য ক্কিকেন সাহেব পেলমেল গেজেটে লিখিয়াছেন, আবদুল রহমন্ যেলবিল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি মতে দণ্ডনীয় নয়। তিনি বিবাহ আইনের একটী ধারা সংযোজন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেটী বিধিবদ্ধ হইলে এ গোলযোগ ঘটিত না।

লক্ষ্ণৌতে এ বৎসর শীতের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এরূপ কখন দেখা যায় নাই। তথায় দারুণ শীতে কয়েকটী লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

সিমলাতে অপর্য্যাপ্ত বরফ পাত হওয়াতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। গত ১২ই জানুয়ারি তথায় শীত এত অধিক হইয়াছিল যে তাপমানের পারা ২০।২২ ডিগ্রিতে নামিয়াছিল এবং জাকো নামক স্থানে জল জমিবার রেখা হইতে ১৩।১৪ ডিগ্রী নীচে নামিয়াছিল। এরূপ হাড়ভাঙ্গা শীত তথাকার প্রাচীন অধিবাসীরাও কোন কালে দেখে নাই।

শীতের দৌরাত্ম্যে পশ্চিমের অনেক স্থানের ফসল নষ্ট হইতেছে।

গোয়ালিয়ারের রাজার দেওয়ানের কন্যার বিবাহোপলক্ষে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এ টাকার অনেক অপব্যয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিয়দংশে কত মহোপকারক কার্য্য হইতে পারিত।

কাশ্মীরের মহারাজা স্থির করিয়াছেন যে উপত্যকা প্রদেশ ও ব্রীটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ বর্দ্ধনার্থে প্রতিবর্ষে ৩১,২৫০ টাকা ব্যয় করিবেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল উক্ত মহারাজা সাধারণের ব্যবহার্য্য পুস্তক সকল, হিন্দি, উর্দ্দূ ও সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদার্থ একটী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইহা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। দুইটী যন্ত্র এই কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত আছে।

আলাহাবাদে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ইয়ংমেন্স সংস্কৃত এসোসিএসন নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইবে। এই সভা, আলিগড় নিবাসী রাজা জয়কৃষ্ণ দাসের সংস্থাপিত ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত সভার শাখাস্বরূপ হইবে।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের দুইজন জজের বিবেচনায় রবিবার কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা আইন বিরুদ্ধ। ইহার মীমাংসা জন্য তথায় জজদিগের ফুল বেঞ্চ বসিবে। রবিবার লোকে যদি কোন অপরাধ না করে, তাহা হইলে জজদিগের বিবেচনা ঠিক্ বটে।

মান্দ্রাজে শস্যের মূল্য বাড়িতেছে।

এক্ষণে নীলগিরি পাহাড়ে যে সকল বড় বড় সিঙ্কোনা গাছ আছে সে গুলি উচ্চে ২৪ হাত হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় দশ হাজার মণ ছাল পাওয়া যায়। জ্বরের শ্রীবৃদ্ধি অনুসারে সিঙ্কোনায়ও বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

বোম্বাই।

বরদার নূতন দেওয়ান দাদাজী নৌরজী অতি প্রশংসিতরূপে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। তিনি একটী ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন, যাহার যে বিষয়ের অনুযোগ করিবার থাকে, গুইকুমারের দরবারে জানাইলে প্রতিবিধান হইবে এবং রাজকর্ম্মচারীরা গুইকুমারের কোন প্রজাকে পীড়ন করিতে বা কাহার নিকট উৎকোচ লইতে পারিবে না।

বোম্বাই সমাচারে একজন পার্সী দুঃখ করিয়াছেন যে পার্সীদিগের প্রায় অর্দ্ধেক নাম হিন্দু, তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজী নাম লইলে দোষ কি? পার্সীদিগের জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে প্রয়াস হয় না কেন? এদিকে মোক্ষমূলার বলিয়াছেন পার্সীদিগের ধর্ম্মে প্রচারক নাই, অতএব ইহা শীঘ্র লোপ পাইবে। জাতীয় ভাব রক্ষার যত্ন না থাকিলে পার্সীজাতির অস্তিত্ব সন্দেহস্থল হইবে।

বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ে যে স্থায়ী হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ট্রামওয়ে কোম্পানি বোম্বাই অম্নিবস কোম্পানি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এবং অনেক বগী ওয়ালারা আড়গড়া বন্দ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে বেনিয়া জাতির স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ কোন বিদ্যালয় ছিল না, কিছু দিন হইল গোকুলদাস তেজপাল স্ত্রীবিদ্যালয় নামে একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ৭০ টী বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে।

ইউরোপ।

মৃত টমাস ব্যারিঙ্ যে উইল করিয়া যান, লর্ড নর্থব্রুক তাহার একজন অংশী হইয়াছেন। হামিলটন প্লেসের গৃহ ও আসবাব ছাড়া ইনি ১০ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

রুশীয় সংবাদ পত্রের লেখানুসারে গত ৬ই জানুয়ারি ডিউক্ অব এডিনবরার সেণ্ট পিটার্স বর্গে পৌঁছিবার কথা ছিল। তদনুসারে গতকল্য অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি শুভবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নিশ্চিত সংবাদ শীঘ্র জানা যাইবে।

সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষে অনাদৃত এবং মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের যত্নে ইহার নবজীবনের সঞ্চার হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রায় সকল স্থানের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা হইতেছে, জর্ম্মণিতে সংস্কৃত মাতৃ ভাষার ন্যায় সমাদৃত হইয়াছে।

ফরাসির মন্ত্রিগণ কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। কিন্তু মার্শেল ম্যাক্মেহন এখনও তাঁহাদের জবাব মঞ্জুর করেন নাই।

বিবিধ।

জাপান সম্রাট টোকেতে যে পলিটেক্নিক নানা বিষয়ক শিল্প শিক্ষার্থ বিদ্যালয় অল্পদিন হইল খুলিয়াছেন, তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ৩০,০০০ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষের ৭ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ২,৩৬,০২,৮৬৪ টাকার চাউল রপ্তানী হইয়াছে, গতবর্ষে এ সময়ের মধ্যে ৩,০১,০৬,৮১২ টাকার হইয়াছিল। এ বৎসর প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার কম চাউল বাহিরে গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি যাহা গিয়াছে যথেষ্ট।

আমীরের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এক কাণ্টন সহরে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ১০ হাজার ছাত্র উপস্থিত হয়। চিনেরা বহু সংখ্যক বিদেশগামী হইতেছে। দুই বৎসরে সিঙ্গাপুর দিয়া প্রায় ৬০ হাজার লোক গমন করিয়াছে।

কারবলিক আসিড কাষ্ঠে দিলে উই ধরে না। আবার পরীক্ষিত হইয়াছে, ইহাদ্বারা বিষধর সর্প সকল বিনষ্ট হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার ফল।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষার্থিগণ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

প্রসন্নকুমার লাহিড়ী	প্রেসিডেন্সী কলেজ।
রামলাল দত্ত	ঐ
টি এ র‍্যামবার্ট	শিক্ষক
নরেন্দ্রনাথ সরকার	প্রেসিডেন্সী কলেজ।
তারাপ্রসন্ন সেন	"
ক্ষেত্রমোহন মুখো	কেথিড্রল মিসন কলেজ।
ডবলিউ সি হর্ষ্ট	মুসরি স্কুল।
অম্বিকাচরণ মজুমদার	জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনিস্টিটিউসন।
নবীনচন্দ্র দাস	প্রেসিডেন্সী কলেজ।
রামনারায়ণ দত্ত	"
উমাপ্রসন্ন ঘোষ	"
নন্দকিশোর	দিল্লি কলেজ।
আদিত্যচন্দ্র সেন	প্রেসিডেন্সী কলেজ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বানারস।
নিস্তারণ "	প্রেসিডেন্সী কলেজ।
ত্রিপুরাচরণ "	"
বিষ্ণুপদ বসু	"
সারদা প্রসাদ বসু	কেথিড্রাল মিসন কলেজ
কেদার নাথ ভট্টা	হুগলি কলেজ।
কুমুদ চন্দ্র ভট্টা	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	"
বিন্দেশ্বরী প্রসাদ	বানারস কলেজ।
বিপিন বিহারী চট্টো	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়	জেনারল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসন।
গিরিশ চন্দ্র চৌধুরি	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
জে, এইচ, ডি, এব্রেন	শিক্ষক।
ভগবান দাস	বেরিলি কলেজ।
ক্ষেত্রমোহন দাস	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
মনোমোহন দত্ত	"
উমেশ চন্দ্র দাস	ফ্রি চর্চ্চ, ইনিষ্টিটিউসন, কলিকাতা।
দেবেন্দ্র নাথ দত্ত	জেনেরাল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসন।
পূর্ণ চন্দ্র দত্ত	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
অম্বিকাচরণ দে	মিউর সেণ্ট্রাল কলেজ।
দেব শঙ্কর দে	ফ্রি, চর্চ্চ, ইনিষ্টিটিসন, কলিকাতা।
যুগল কিশোর দে	হুগলিকলেজ।
গোকুল চন্দ্র ধর	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
দুর্গা প্রসাদ ধর	পাটনা কলেজ।
ফজল রসল	বেরিলি কলেজ।
গেন্দুন লাল	"
রজনী নাথ গঙ্গো	ঢাকা কলেজ।
হরি দাস ঘোষ	হুগলি কলেজ।
বরদা প্রসাদ ঘোষ	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
উমা নাথ ঘোষাল	"
অটল বিহারী মৈত্র	"
হরেন্দ্র নাথ মুখো	"
হরিলাল মুখো	কেথিড্রেল মিসন কলেজ।
হেম চন্দ্র ভট্টা	জেনেরাল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটীউসন।
করুণাসিন্ধু ভট্টা	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
মন্মথ মিত্র	হুগলি কলেজ।
মুন্সী লাল	দিল্লি কলেজ।
ত্রৈলোক্য মোহন নিয়োগী	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
শিব চন্দ্র দত্ত	বানারস কলেজ।
প্রয়াগ নাথ	পাটনা কলেজ।
বিপিন চন্দ্র রায়	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
যোগেশ চন্দ্র রায়	"
কেদারনাথ রায়	ঢাকা কলেজ।
সতীশচন্দ্র রায়	প্রেসিডেন্সী কলেজ।

কেদারনাথ সান্যাল — হুগলি কলেজ।
নৃত্যগোপাল সরকার — ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন, কলিকাতা।
বসন্তকুমার সেন — ঢাকা কলেজ।
শালিগ্রাম সিংহ — প্রেসিডেন্সী কলেজ।
হরিমোহন সিংহ — ঐ
মতিলাল সিংহ — ঐ
হরিমোহন সুর — হুগলি কলেজ।
সৈয়দালী — পাটনা কলেজ।

তৃতীয় বিভাগ।

রামকুমার বসাক — ঢাকা কলেজ।
প্রমথনাথ বসু — প্রেসিডেন্সী কলেজ।
রাজকুমার ভট্টাচার্য্য — ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন, কলিকাতা।
কালিদাস চৌধুরি — জয়নারায়ণ কলেজ।
মধুসূদন " — শিক্ষক।
পূর্ণচন্দ্র " — কেথিড্রাল মিসন কলেজ।
অম্বিকাচরণ দত্ত — খিডির সেণ্ট্রাল কলেজ।
অপূর্ব্বকুমার গঙ্গো — প্রেসিডেন্সি কলেজ।
অঘোরচন্দ্র হাজরা — "
আশুতোষ লাহিড়ী — জেনেরল এসেম্বিজ ইনষ্টিটিউসন।
লাটুলাল মল্লিক — ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন, কলিকাতা।
অম্বিকাচরণ মুখো — জেনারল এসেম্বিজ ইনষ্টিটিউসন।
যোগীন্দ্রনাথ " — ফ্রি, চর্চ্চ, ইনষ্টিটিউসন কলিকাতা।
যোগীন্দ্রনাথ " — প্রেসিডেন্সি কলেজ।
কান্তিচন্দ্র " — "
কুমুদনাকান্ত " — জেনারেল এসেম্বিজ ইনিষ্টিটিউসন।
অভয়চরণ পাল — শিক্ষক।
নন্দগোপাল পাল — কেথিড্রাল মিসন কলেজ।
হারনাথ পালিত — "
ব্রজনাথ রায় — "
মহেন্দ্রনাথ সরকার — ফ্রি, চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন।
কানাইলাল পাল — মেডিকাল কলেজ।
প্রয়াগসিংহ — বানারস কলেজ।
মুরারীলাল সোম — জেনারল এসেম্বিজ ইনষ্টিটিউসন।
হেমচন্দ্র সুর — "

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

স্বর্ণময়ীচরিতম্।

লোকাতীতপবিত্রচারুচরিতে রাজ্ঞি! প্রসূয়াত্মজাং
যামেকাং ললনাকুলস্য পরমালঙ্কারভূতাং ভুবি।
যাভোভারতভূমিমাতুরধুনা শোকানলো দারুণঃ
সাবিত্রীজনকাত্মজাবিরহজস্তাভিস্নেহদহস্যা শমম্ ॥ ১॥

ইন্দুস্তাপহরৈঃসুধাময়করৈঃ খ্যাতঃ সুধাংশুর্যথা
রত্নানাং প্রসবাদ্যথাচ জলধীরত্নাকরোগীয়তে।
দত্বাঽসীমসুবর্ণরাশিমনিশং ত্বং যাচকেভ্যস্তথা
রাজ্ঞি! স্বর্ণময়ীতিসার্থকপদং ধৎসে স্বনামোজ্জ্বলম্ ॥ ২॥

ঈহন্তে মুনয়ঃ কঠোরতপসা যোগেন যাং যোগিনঃ
যাঙ্কারাধয়িতুং জগত্ত্রয়মিদং রাত্রিন্দিনং চেষ্টতে।
তাং ত্বং প্রাক্তনপুণ্যপুঞ্জসুলভাং লব্ধ্বা করে সম্পদং
দীনেভ্যস্তৃণবজ্জহাসি চরিতং তে সর্ব্বলোকোত্তরম্ ॥ ৩॥

কেচিদ্ভোগসুখং কুটুম্বকুশলং বাঞ্ছন্তি কেচিৎসদা
কেচিৎ স্বোদরমাত্রপূরণসুখং কেচিৎ স্ববন্ধোর্হিতম্। ইত্থং স্বার্থবিমোহিতেঽত্র ভুবনে ধন্যাসি পুণ্যব্রতে! যস্তিত্যং পরদুঃখকাতরতয়া কায়স্তবে ক্ষীয়তে ॥ ৪॥

দিক্চক্রং শরদিন্দুশীতলকরৈস্তারাবলীভির্নভঃ ফুল্লাব্জৈঃ সরসী বিরাজতি যথা রত্নৈশ্চ পাথোনিধিঃ। সর্ব্বং ভারতবর্ষমেতদমিতৈস্তে লোকাতিগৈস্তেতথা শশ্বদ্বিশ্বজনীনপুণ্যনিবহৈর্লোকেঽদ্যবিদ্যোততে ॥ ৫॥

কচিদতিথিনিবাসা ভোজ্যপানাদিপূর্ণাঃ
কচিদপি সুবিশালা আতুরারোগ্যশালাঃ।
কচিদুপবনমালাঃ ক্লান্তপান্থোপভোগ্যাঃ
দিশি দিশি তব ধন্যে! তন্বতে দানকীর্ত্তিম্ ॥ ৬॥

তুহিনশিখরিতুঙ্গা মন্দিরা দেবতানাং
তৃষিতপথিকসেব্যাঃ কাপি বাপীতড়াগাঃ।
বিমলসলিলপূর্ণাঃ কুত্রচিৎ পুষ্করিণ্যো
দিশি দিশি তব ধন্যে! তন্বতে দানকীর্ত্তিম্ ॥ ৭॥

বুধহৃদয়বিনোদাঃ কাপি বিজ্ঞানশালাঃ
সকলকুশলমূলাঃ কাপি বিদ্যালয়াশ্চ।
কচিদপি বিবিধানামালয়াঃ পুস্তকানাং
দিশি দিশি তব ধন্যে! তন্বতে দানকীর্ত্তিম ॥ ৮॥

ক্ষয়শীলঃ কলঙ্কীন্দুরুদেতি নিশি কেবলম্।
অক্ষয়ামলকীর্ত্তীন্দুস্তব ভাতি দিবানিশম্ ॥ ৯॥

স্নেহবারিমনোহারি করুণামাধুরীময়ম্।
তব চেতঃসরো রাজ্ঞি! গুণরাজীবরাজিতম্ ॥ ১০॥

সৎপাত্রক্ষেত্রপতিতা সদ্যঃ সন্তাপহারিণী।
শুভং ফলমসংখ্যেয়ং তব সূতে দয়ানদী ॥ ১১॥

অয়ি কল্যাণি! কল্যাণহেতুনা তব জন্মনা।
নিখিলং ভারতং ধন্যং পুণ্যা চেয়ং বসুন্ধরা ॥ ১২॥

অলঙ্কৃতং কুলং যাসাং ত্বয়া জননি! জাতয়া।
বিজয়ন্তেঽদ্য ভূলোকে ধন্যা বঙ্গকুলাঙ্গনাঃ ॥ ১৩॥

ক্ষীরসিন্ধোরিব ক্ষীরং সুমেরোরিব কাঞ্চনম্।
অমেয়ং তব কারুণ্যময়ি দীনদয়াময়ি! ॥ ১৪॥

সোঽর্থী সুদুর্লভো নূনং যস্ত্বয়া নৈব সৎকৃতঃ।
তব দানাম্বুধেঃ পারং জানে ন করুণাময়ি! ॥ ১৫॥

পিপাসিতেভ্যু সততং সরসা সরসী যথা।
অনিশং তব দীনেভ্যু সদয়ং হৃদয়ং তথা ॥ ১৬॥

ত্রাতুং দীনজনানদ্য দুর্ভিক্ষপরিপীড়িতান্।
কোঽন্যাস্তুদন্যো ভজতে দানকল্পলতাব্রতম্ ॥১৭॥

প্রাচীনভাগধেয়েঽস্মিন্ বঙ্গেঽদ্য সদয়োবিধিঃ।
ত্বাদৃশাং পুণ্যশীলানামন্যথা সম্ভবঃ কথম্ ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

অয়ি লোকাতীতসুবৃত্তশালিনি রাজ্ঞি! তুমি কামিনীকুলের উজ্জ্বল অলঙ্কার স্বরূপ। আজি আমাদের দুঃখিনী ভারতমাতা তোমাকে তনয়ালাভ করিয়া সাবিত্রী ও সীতা প্রভৃতি পূর্ব্ব কন্যাগণের বিয়োগশোক বিস্মৃত হইয়াছেন। ১।

চন্দ্রমা যেরূপ সন্তাপহর সুধাময় কিরণ বিস্তার করিয়া সুধাংশু নাম ধারণ করিয়াছে, জলনিধি যেরূপ রত্নরাশির প্রসবদ্বারা রত্নাকর নাম গ্রহণ করিয়াছে; তুমিও সেইরূপ অর্থিসমূহে অজস্র স্বর্ণরাশি বিতরণ করিয়া সার্থক 'স্বর্ণময়ী' নাম ধারণ করিয়াছ। ২।

যে সম্পদের কামনায় মুনিগণ কঠোর তপস্যা এবং যোগিগণ দুস্তর যোগব্রত সাধন করিয়া থাকেন, যে সম্পদের আরাধনার্থ ত্রিভুবন রাত্রিদিন চেষ্টিত রহিয়াছে, তুমি সেই প্রাক্তনপুণ্যপুঞ্জসুলভ অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইয়া তাহা দীনদরিদ্রদিগকে তৃণবৎ দান করিতেছ, ধন্য তোমার অলৌকিক মনস্বিতা। ৩।

কেহ ভোগসুখ, কেহ পরিবারসুখ, কেহ বন্ধুসুখ এবং কেহ বা নিজ দগ্ধোদরের পূরণমাত্র সুখকেই পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন; এইরূপ এই স্বার্থবিমোহিত জগতে অবিরত পরদুঃখচিন্তায় যাহার দেহ শীর্ণ হইতেছে, সেই স্বাদৃশ জনই প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য। ৪।

যেরূপ শারদ শশীর সুশীতল কর দিঙ্মণ্ডলের, নক্ষত্রমালা আকাশের, ফুল্ল কমলজাল সরোবরে, এবং রত্নরাশি রত্নাকরের শোভা সম্পাদন করের, সেইরূপ ত্বদীয় লোকোত্তর পুণ্যনিচয় এই ভারতভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। ৫।

হে পুণ্যবতি! কোন স্থানে পানভোজনাদিপূর্ণ অতিথিনিবাস, কোন স্থানে অনাথ আতুরগণের জন্য চিকিৎসালয়, কোথায় বা পথশ্রান্ত পান্থকুলের বিশ্রামার্থ সুরম্য উদ্যান, এই সমস্ত দিগ্‌দিগন্তে তোমার দানকীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। ৬।

হে ধর্ম্মশীলে! কোন স্থানে হিমাচলতুঙ্গ দেবমন্দির, কোন স্থানে পিপাসার্ত্ত পথিকগণের উপভোগার্থ বাপী ও তড়াগ, কোথায় বা স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ পুষ্করিণী, এই সমস্ত দিগ্‌দিগন্তে তোমর দানকীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। ৭।

হে ভারতহিতব্রতে! কোন স্থানে বিজ্ঞকুল-বিনোদিনী বিজ্ঞানসভা, কোন স্থানে সকল মঙ্গলের আলয় বিদ্যালয়, কোথায় বা বিবিধ পুস্তকালয়, এই সমস্ত দিগ্‌দিগন্তে তোমার দান-কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। ৮।

ক্ষয়শীল ও কলঙ্কপঙ্কে অঙ্কিত কলানিধি কেবল নিশাকালেই উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার অক্ষয় ও অকলঙ্ক যশঃশশাঙ্কের প্রভায় দিবানিশি এই ভারত উজ্জ্বল রহিয়াছে॥ ৯॥

হে রাজ্ঞি! তোমার মানসসরোবর অতি মনো-হর; স্নেহ তাহার সুশীতল জল, করুণা সেই জলের মাধুর্য্য গুণ, এবং তাহা সদ্‌গুণরূপ প্রফুল্ল কমলজালে সতত শোভিত রহিয়াছে। ১০।

হে দয়াময়ি! তোমার দয়ারূপ স্রোতস্বতী অবিরত সৎপাত্ররূপ ক্ষেত্রসমূহে প্রবাহিত হওয়াতে দিন দিন শত শত লোকের সন্তাপ অপনীত হইতেছে, এবং তাহা হইতে জগতের অনন্ত কল্যাণফল প্রসূত হইতেছে। ১১।

হে কল্যাণি! অশেষ কল্যাণকর ত্বদীয় জন্মে এই ভারতভূমি ধন্য ও বিশ্বম্ভরা পবিত্র হইয়াছে। । ১২।

হে ললনাকুলললামভূতে! তুমি জন্মপরিগ্রহ দ্বারা যাহাদের কুল অলঙ্কৃত করিয়াছ, আজি বিশ্বমধ্যে সেই বঙ্গকুলাঙ্গনাগণের জয়। ১৩।

সুধাসাগরে যেরূপ সুধার অন্ত নাই, এবং কনকাচলে যেরূপ কনকের অন্ত নাই, সেইরূপ তোমাতেও দয়াগুণের অন্ত নাই। ১৪।

আজি কালি এমন অর্থী নাই যে তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া সিদ্ধকাম হয় না। হে পুণ্যবতি! তোমার দানসাগরের পার নাই। ১৫।

তৃষিত পথিককুলের তৃষ্ণাহরণের জন্য মার্গ-সরসীর অভ্যন্তর যেরূপ নিরন্তর স্বচ্ছ সলিলে আর্দ্র থাকে, সেইরূপ দীনজনের দুঃখ হরণের জন্য তোমার কোমল হৃদয় সতত দয়ার্দ্র রহিয়াছে। ১৬।

আজি দুর্ভিক্ষনিপীড়িত নিরন্ন ব্যক্তিদিগকে অন্নদানের জন্য তোমা ভিন্ন কে কল্পলতারূপ ধারণ করিতে পারে? । ১৭।

জানিলাম, এতদিনের পর বিধাতা আমাদের এই অভাগিনী বঙ্গভূমির প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, নতুবা এই বঙ্গ দেশে তোমার ন্যায় পুণ্যশীলার জন্ম কেন? । ১৮।

মহাশয়! গবর্ণমেণ্ট কি আবগারি মহলের প্রতি একবার দৃষ্টি করিবেন না! অথবা লভ্যের হানির জন্য দেখিয়াও দেখেন না—আমরা ত ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না? মাদক সেবনে এদেশবাসিগণ যদুবংশের ন্যায় সমূলে কি ধ্বংস হইবেন? তাহা হইলে শ্বেত-কায় পুরুষগণ অস্মদ্দেশের কাহাকে লইয়া রাজত্ব করিবেন এবং কেই বা স্বদেশ হইতে সুবর্ণ উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিবে? আজিকাল কলিকাতা মহানগরীতেই কত লোক গরল সদৃশ অহিফেন ভক্ষণে শমনসদনে গমন করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে পল্লীগ্রামেও এই রোগ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।—সম্প্রতি জয়নগর টাউনের নিকট-বর্ত্তী ফুটিগোদা গ্রামে এক বিষাদ হর্ষের ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তথায় একটী সুবর্ণ বর্ণিকের পরি-বার আত্মগ্লানি নিবন্ধন প্রাণ পরিত্যাগার্থে দেড় ভরি অহিফেন তৈলাক্ত করিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তদভিভাবকগণ এই বিষয় অবগত হইয়া জয়নগর নিবাসী বাবু আনন্দ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া সেবন করায়, ইহাতে সেই স্ত্রীটি আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! চিকিৎসক মহা-শয় কি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র নহেন? যাহাহউক, পল্লীগ্রামের এরূপ ঘটনা কখন শ্রবণ করিয়াছেন? তবে এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই—কাহাদের ব্যবস্থা দোষে এরূপ বিষাদজনক ব্যাপার ঘটিতেছে?

মহাশয়!

প্রায় চার পাঁচ মাস গত হইল বরাহনগর গ্রামে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রকাশিনী নামক একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভার অধি-বেশন প্রতি মাসের শেষ রবিবার হইয়া থাকে এবং উক্ত অধিবেশনোপলক্ষে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা এবং গ্রন্থাদি পঠিত হয়। যাহা হউক দিন দিন উক্ত সভাটীর উন্নতি দেখিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত সভার স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শত সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি সাধারণের নিকট উক্ত সভার ক্রমাগত যেরূপ উন্নতি দেখাইতেছেন, তাহাতে সুধীমাত্রেই অবশ্য তাঁহার প্রশংসা করিবেন। যাহা হউক আমি সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত সভার উন্নতি আশা করি এবং সেই জন্যই সভা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে বাসনা করি। সভাস্থলে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে যেরূপ আক্রমণ করা হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত অন্যায় এবং অযৌক্তিক বলিয়া সাধারণের বিবেচনা হয়। কাহার সহিত কলহ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করা প্রকৃত ধর্ম্মানুমোদিত নহে। বিশে-ষতঃ হিন্দু ধর্ম্ম, এখন কাহারও বিরুদ্ধে শস্ত্র-চালনা করিতে গেলে, হিন্দু সমাজের উন্নতি কোন কালে হইবে না। আর সভায় একই সময়ে মনুসংহিতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইলে শ্রোতৃ-বর্গের মন চঞ্চল হইতে পারে, কারণ ঐ দুই খানি গ্রন্থের মত ভিন্ন ভিন্ন।

২৩শে পৌষ। শ্রী ম, চ, চ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কা-রক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭।০
" ষাণ্মাসিক	৩।।০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২।৶০
মাসিক ...	৷৹	৸৶০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৪১ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—১৮ই মাঘ শুক্রবার। ১৮৭৪—৩০শে জানুয়ারি { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭॥০ টাকা

সূচী।

সপ্তাহ।

গত মঙ্গলবার রাত্রে কোন্নগরে একটী ভয়ঙ্কর ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে, আমাদিগের প্রেরিত স্তম্ভে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইল। সে দিন কোন্নগরের এক ডাকাইতীতে বদমায়েসগণ ধরা পড়িয়া কঠিন দণ্ড ভোগ করিতেছে, ইতি মধ্যে আবার এরূপ ব্যাপার যার পর নাই আশ্চর্য্য ও বিষাদকর। যাহাহউক সে বার নাবিকতাকুশল তেওর গণের সাহসে ডাকাইতগণ ধরা পড়ে, এবার পুলিসকে কে সাহায্য করিবে?

হিন্দু তীর্থস্থান সকল যে রূপ অপবিত্রতার স্থান হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিক্ষেপ নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অদ্য কালীঘাট সম্বন্ধে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। কালীবাড়ী প্রায় অনাবৃত, শ্রীমন্দিরের দ্বার একটী মাত্র; যত দেশের মাতাল, বদমায়েস, লম্পট সকলেই সেখানে অসঙ্কোচে বিরাজ করেন। এমত স্থলে অসূর্য্যম্পশ্য কুলনারীগণ সচরাচর গমন করিয়া যেরূপ বিপদে পড়েন বলিবার নয়। একে এ দেশীয় রমণীগণের পরিচ্ছদ প্রণালী অতি কদর্য্য, তাহার উপর নানা চরিত্র লোকের ভিড়ের মধ্যগত হইয়া ঠাকুর দর্শন, ইহাতে সময় সময় যে বিষম ব্যাপার হয়, তাহা দেখিলে শুনিলে চক্ষু কর্ণ নিতান্ত ব্যথিত হয়। আমাদিগের প্রস্তাব, অন্ততঃ মন্দিরের দুইটী দরজা করা হউক, একটী দিয়া পুরুষগণ ও অপরটী দিয়া স্ত্রীলোকগণ কালী দর্শন করিবেন, এরূপ নিয়ম করিলে ভদ্রতা ও নির্দ্দোষতা অনেক পরিমাণে রক্ষা হয়। অশ্লীলতা নিবারণী সভা এবং কালীঘাটের হালদার মহাশয়েরাও এ বিষয়ে মনোযোগী হন, আমাদিগের অনুরোধ।

সহরের অনেক স্থানে ড্রেণেজ হইয়া পাইখানা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু জলের কল নাই, ইহাতে কষ্টের এক শেষ হইয়া উঠিতেছে। কলেজ ষ্ট্রীটের পশ্চিম ধারে নিমু খানসামার গলি সদর রাস্তার এত নিকট হইলেও তাহার এই দুরবস্থা। দুই ধারের বাটীতে ড্রেণেজ, গৃহে জল নাই যে ময়লা নিকাশ হয়। ইহার উপর মেথরেরা পাইপের ভিতর ময়লা ঢালিয়া দেয়। ইহাতে কলিকাতা স্কুলের দক্ষিণে ময়লার নদী হইয়াছে। গন্ধে মুসলমান প্রতিবাসীদের বাস করা ভার হইয়াছে, বালকগণের স্বাস্থ্যেরও বিলক্ষণ হানি হইতেছে। মিউনিসিপালিটীর এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক।

অনরেবল দ্বারকা নাথ মিত্রের পীড়ার অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বাম গণ্ডের ফুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও বিস্তারিত হইয়া পৃষ্ঠের বামপার্শ্ব ও সমস্ত বামহস্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নিঃশ্বাস অস্বাভাবিক বলে নির্গত হইতেছে। মধ্যে কয়েক দিন নিঃশ্বাস প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাহা কিয়দ্দিন কমিয়া আবার পূর্ব্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি হইয়াছে। কণ্ঠস্বর সহজে কেহ বুঝিতে পারে না, এমন কি যাঁহারা বন্ধু ভাবে সদা সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারাও সকল কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার পীড়ার যন্ত্রণার পরিসীমা নাই, অধুনা যারপর নাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, উত্থান শক্তি নাই। অনেক "হাটকান" চিকিৎসার পর এক্ষণে আবার এলোপেথি মতে চিকিৎসা চলিতেছে। সমস্ত ভবানীপুর বিষণ্ণ ও আনন্দ শূন্য। সর্ব্বদা সকল লোক তাঁহার পীড়ার সংবাদ শ্রবণে পিপাসু। একটু সুসমাচার শুনিয়া এখন সকলে সহর্ষ হইল, আবার পরক্ষণে দুঃসংবাদ পাইয়া সকলের মুখশ্রী বিমর্ষ হইল। সমস্ত বঙ্গদেশ তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। জগদীশ তাঁহাকে রক্ষা করুন্।

ভারত সংস্কারক।

মফঃস্বলস্থ পোষ্ট আফিস।

বহু দিন অবধি ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিস সমূহের সংস্কার কল্পনা হইতেছে। কত নূতন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত

হওল, ডাকের মাশুল কমান হইল, নূতন নূতন কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইল, কিন্তু আসল কাজ যে কি হই-তেছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট অথবা যে সকল স্থানে যাতায়াতের সুবিধা প্রশস্ত, তদ্ব্যতীত অন্যত্র প্রায়ই নিয়মিত রূপে পত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। দিল্লি হইতে এখানে দুই তিন দিনের মধ্যে সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু কলিকাতা হইতে ৮।১০ ক্রোশ অন্তরে যথায় রেলওয়ে নাই, ৫।৬ দিনেও পাওয়া যায় না। ৫।৬ দিন পরে কর্ম্মচারী মহা-শয় বা পেয়াদা সাহেব যখন অনু-গ্রহ করিয়া আইসেন, তখন তাঁহাদিগের আস্ফালনই বা কত! যাহার পত্র লইয়া আসিয়াছেন তাঁহার যেন মাথা কিনিয়া লন। প্রথমতঃ সেই একখানি পত্রের অনুরোধে হাঁটিয়া রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ী করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া ভূমিকা আরম্ভ করিয়া বসেন, কিন্তু পূজা প্রাপ্ত না হইলে কোনমতেই গাত্রোত্থান করেন না। প্রতি পত্রে অতিরিক্ত দুই পয়সা কখন কখন চারিপয়সা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ রেজিষ্টারী পত্র হইলে আর রক্ষা থাকে না। যদ্যপি কেহ কিছু দিতে অস্বীকার করে, অমনি ক্রুদ্ধ হইয়া পত্র খানি ফিরিয়া লইয়া প্রত্যাগমন করেন? আমরা সেদিন পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের ঘোষণা পত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, যে যাহারা স্থানীয় পোষ্ট আফিসের বিরুদ্ধে অভি-যোগ করিবেন তাঁহারা আবেদন পত্র বিনা মাশুলে তাঁহার নিকটে পাঠাইতে পারি-বেন। এ আদেশটী কার্য্যে পরিণত হই-বার কতদূর সম্ভাবনা তাহাই জিজ্ঞাস্য। পোষ্ট মাষ্টারের বিরুদ্ধে চিঠী পোষ্ট মাষ্টারের হাতে দিয়া পাঠাইলে তাহা কি সহজে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হইবে?

মধ্য আসিয়া রেলওয়ে।

রুসীয় ও ইংরেজ জাতি মধ্য আসিয়া অধিকার করিবার জন্য লোলুপ আছেন—রুশীয়গণ জয়বিস্তার করিতে ধাবমান, ইংরেজগণ বাণিজ্য বিস্তারে সমুৎসুক। এ সময়ে ফরাসী জাতির এককালে নিশ্চিন্ত থাকা ভাল দেখায় না। দৈব বিড়ম্বনায় তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু নিরুৎসাহ নন। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হই-লাম ফ্রান্স দেশীয় ব্যারণ. লিসেপ্স মধ্য আসিয়া জয়ের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন—রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়া ইহার উপর আধিপত্য কর-বেন। রুসিয়ার নূতন অধিকৃত দেশ এবং ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে লৌহবর্ত্মদ্বারা যোগ স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। রুসিয়া জয়বিস্তারের সহিত রেলওয়ে বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সহিত ভারতবর্ষের যোগ হইলে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সংযোগ অনায়াসে সম্পন্ন হইল। ব্যারণ লিসে-প্সের এ প্রস্তাব কল্পনার খেলা নয়, ইহা সহজে কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভা-বনা। রুসিয়েশ্বর তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র বিক্টর লিসেপ্স ও কাটারো নামক এক ব্যক্তিকে রেলওয়ে নির্ম্মাণোপযোগী স্থান নিরূ-পণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। ব্যারণ তুরকীস্থানের গবর্ণর রুসীয় সেনাপতি কফমানকে একখানি পত্র লিখিয়া প্রস্তাবিত রেলওয়ে দ্বারা রুসি-য়ার কত প্রকার লাভ হইবে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া-ছেন। রুসিয়ার ইহাতে অশেষবিধ লাভ আছে এবং একাকী রুসিয়ার সহায়তায় এ কার্য্য সম্পন্ন না হইতে পারে এমত নয়। কিন্তু আমীর ও ইংরেজদিগের রাজ্যের সহিতও রেলওয়ে সংযুক্ত হইবে, অতএব ইহাঁদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন না করিলে কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারে না। ইংরেজেরা সম্মত হইলে আমীরের আপত্তির সম্ভাবনা অল্প, এই জন্য ব্যারণ ইংলণ্ডীয় গবর্ণ-মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। প্রথমে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের আপত্তি হয়, রুসিয়ার ভয় ইহার কারণ কি না আমরা বলিতে পারি না। যাহাহউক ব্রিটিষ ফরেন্ আফিস এক্ষণে তাঁহার প্রস্তা-বের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়া-ছেন।

সম্প্রতি ব্যারণ লিসেপ্সের পুত্র বিক্টর লিসেপ্স ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া-ছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবং কাবুলের আমীরকে সম্মত করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে ইহাদিগের আপত্তির বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। রুসি-য়ার অধিকৃত রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইতেছে, তাহাতে বাধা দিবার কাহার সাধ্য নাই। রুসীয় দিগের যদি কাবুল জয় করিবার অভি-প্রায় থাকে, তদ্দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে পারে এবং তাহা হইলে ভারত-বর্ষে আসিবারই বা বাধা কি? কিন্তু মধ্যআসিয়া রেলওয়ে হইলে এ উভয় দেশের যে সকল উপকারের সম্ভাবনা তাহা বিবেচ্য। কাবুল এক্ষণে ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে সমর ভূমি হইবার আশঙ্কা স্থল হইয়া আছে। ইহা রেল পথের মধ্যস্থান হইলে উভয়ের স্নেহা-স্পদ হইবে এবং তিন রাজ্য পরস্পরের বাধ্যবাধকতানুরোধে সদ্ভাব সূত্রে গ্রথিত হইতে পারিবে। কাবুল বহুদিনাবধি যে গৃহবিবাদে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে,

তাহার অনেক নিরাকরণ হইতে পারিবে। মধ্য ভারতবর্ষে গমনাগমনের সুবিধা হইলে কাবুল ও ভারতবর্ষ উভয়েরই বাণিজ্যের অসীম শ্রীবৃদ্ধি হইবে। রুসীয় ও ইংলণ্ডীয় সভ্যতা স্রোত একত্র হইয়া এক আশ্চর্য্য সুফল প্রসব করিবে এবং তদ্দ্বারা মধ্য আসিয়ার অধিবাসীদিগের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এতদ্ভিন্ন রুসিয়া যদি আপনার বক্ষস্থল দিয়া ইউরোপে যাইবার সুগম পথ খুলিয়া দেন, ভারতবর্ষের পক্ষে তদপেক্ষা সুবিধার বিষয় আর কি আছে? ইহা দ্বারা আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে দৃঢ় যোগ নিবদ্ধ হইয়া উভয় মহাদেশেরই উন্নতি ও কল্যাণ সম্পাদিত হইতে পারিবে।

ডাক্তর লিবিংষ্টোন।

সুবিখ্যাত আফ্রিকা পরিভ্রমণকারী ডাক্তর লিবিংষ্টোনের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমরা যে পর্য্যন্ত সন্তাপিত হইলাম বলিবার নহে। এই মহাত্মা মানুষের অসহ্য দুর্ব্বহ ক্লেশ ভার স্বীয় মস্তকে লইয়া অসাধারণ উৎসাহ সহকারে অজ্ঞাত অপরিচিত আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ দেশ সকলের আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নীল নদের উৎপত্তি স্থান বিষয়ে ভূগোল বেত্তাদিগের বহুকাল সঞ্জাত যে ভ্রম ছিল, তিনি তাহার অপনোদন করেন এবং স্বয়ং আফ্রিকার সুদূর দক্ষিণ প্রদেশ পর্য্যন্ত তাহার স্রোত অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে সমর্থ হন। আফ্রিকার অসভ্য জাতিদিগের সহিত আশ্চর্য্য কৌশলে বন্ধুত্ব করেন এবং তাহাদিগের ভাষা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত বিবরণ সভ্য সমাজের জ্ঞান গোচর করেন। তাঁহারই যত্ন চেষ্টায় দাসব্যবসায় রূপ মহানিষ্টকর প্রথা ঝাঞ্জিবার হইতে রহিত হয়। তিনি অনুসন্ধান করিতে করিতে এমন স্থান সকলে গিয়া পড়িয়াছিলেন যে সভ্যদেশ সকলে বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সংবাদ পাওয়া এককালে অসম্ভব হইয়াছিল। এই কারণে তিনি মরিয়াছেন বলিয়া গতবর্ষে বিশ্বব্যাপী মহা জনরব উঠে এবং ষ্টান্‌লী নামক একটী আমেরিকান্ সাহেব তাঁহার আবিষ্করণার্থ বহু কায়-ক্লেশ স্বীকার করেন। ষ্টান্‌লী তাঁহার দেখা পান এবং যেরূপ অসম্ভব ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তিনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন তাহা দেখিয়া দুঃখিত হন, কিন্তু কোন মতে তাঁহাকে অবলম্বিত ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। আফ্রিকার দক্ষিণস্থ লবিদা নামক একটী স্থানের জলাভূমি পার হইতে হইতে তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তাঁহার সমভিব্যাহারে যে সকল লোক ছিল, তন্মধ্যে ১০ ব্যক্তি এই কষ্ট কর পরিশ্রমে মানব লীলা সংবরণ করে, অবশিষ্ট ৭৯ ব্যক্তি উনাই নিম্বি নামক স্থানে ভ্রমণকারী কামারুন্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। তথা হইতে অক্টোবর মাসে এই শোচনীয় সংবাদ প্রথম প্রেরিত হয়, কিন্তু অল্পদিন মাত্র হইল তাহা দেশস্থ লোক দিগের গোচর হইয়াছে। মৃত দেহ হইতে নাড়ী ভুঁড়ি সকল নিষ্ক্রামিত হইয়াছে এবং লবণ ও মদ্যদ্বারা তাহার সতেজতা সংরক্ষিত হইয়াছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা ঝাঞ্জিবারে আনীত হইবার কথা।

ডেবিড লিবিংষ্টোন ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগো নগরের সন্নিহিত একটী স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একখানি ক্ষুদ্র চার দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। লিবিংষ্টোন অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া ব্লানটীরের তুলার কারখানায় কর্ম্ম স্বীকার করেন। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার্থ নিরতিশয় আগ্রহ থাকাতে তিনি এই নীচ কার্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া জ্ঞানোন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইলেন। প্রতিকূল অবস্থায় পরিবেষ্টিত হইয়া এ উদ্দেশ্য সম্পাদন করা মহাবীরের কার্য্য, কিন্তু স্বাভাবিক নম্রতা ও অক্লান্ত শ্রমশীলতা গুণে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। শীতকালে গ্লাসগো নগরে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন এবং গ্রীষ্মাবকাশে ‘কটন মিলের’ কাজ করিতেন। ১৭ বৎসর বয়সের সময় হরেস্ বার্জিল প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সেই সময় অবধি সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার বিরক্তি এবং ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অনুরক্তি হয়। প্রথম হইতেই চিন দেশ বা আফ্রিকা তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্র করিবার মনস্থ করেন। এই উদ্দেশে তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্র বিষয়ক এক প্রস্ত উপদেশ শ্রবণ করেন। ধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে চিকিৎসাজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক জানিয়া ১৮৩৮ সালে চিকিৎসাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। লোকের শরীর ও মন উভয় সম্বন্ধীয় আরোগ্য মন্ত্র শিক্ষা করিয়া ১৮৪৪ সালে তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন। প্রথমে নেটালে তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি তথায় রেবরণ্ড রবার্ট মোফাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই রমণী যথার্থ সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্য ছিলেন এবং সুখে দুঃখে স্বামীর সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার সহিত অনেক স্থান পর্য্যটন করেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে অকালে এই গুণবতী মহিলা লোকান্তরগামিনী হন। ১৮৪০ হইতে ১৮৫৬ পর্য্যন্ত লিবিংষ্টোন নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। যে সকল স্থানে কখন কোন ইউরোপীয়ের পদার্পণ হয়

নাই, তথায় গমন করিয়া দেশবাসীদিগের ভাষা রীতি নীতি অবগত হইতে লাগিলেন। ১৮৫৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার অগম্য স্থান সকলে ভ্রমণ জন্য ইংলণ্ডীয় রয়াল জিয়গ্রাফিকাল সোসাইটী তাঁহাকে বিক্টোরিয়া স্বর্ণ মেডাল উপহার দেন। ১৮৫৬সালে১৬বৎসর পরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে তত্রত্য অনেক বিদ্বান্ লোক একত্র হইয়া একটী বিশেষ সভা আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। ডাক্তার লিবিংষ্টোন তৎকালে আফ্রিকা মহাদেশে অন্যূন ১১০০০ মাইল পথ ভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্র খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার এবং ভূগোল সম্বন্ধীয় মহোপকারক অনুসন্ধান করেন। ভূচিত্রে নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির স্থান সন্নিবেশ বিষয়ে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। আফ্রিকার ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্য দ্বারা লাভবান্ হইতে পারেন, তাহারও অনেক পথ প্রদর্শন করেন। আফ্রিকার মকর সংক্রান্তির দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের তীর হইতে আট্লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত তিনি দুই বার পর্য্যটন করেন। ১৮৫৭ সালে 'মিসনরি রিসার্চেস্ ইন আফ্রিকা' নামে একখানি অতি উপাদেয় পুস্তক প্রচার করেন। তাঁহার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত আশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি অসম সাহসে আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপদাকীর্ণ স্থান সকলে কত সময় পর্য্যটন করিয়াছেন, এক সময় এক সিংহের কবল হইতে আশ্চার্য্যরূপে রক্ষা পান। ১৮৫৮ সালে পুনরায় আফ্রিকায় আসিয়া ৬ বৎসর যাপন করেন। ষ্টান্লীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি যে সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন, তৎশ্রবণে তাঁহার বিষয় জানিবার জন্য' সাধারণের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার কন্যা এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, বোধ হয় অচিরে প্রকাশিত হইবে।

ডাক্তর লিবিংষ্টোনের ন্যায় মনুষ্য পৃথিবীতে অতি বিরল, তাঁহার বিয়োগে বসুমতী যথার্থ একটী মহা রত্ন হারাইলেন। তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন বলিয়া কেবল খৃষ্টীয় সামান্য মত প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি সর্ব্বজন হিতৈষী উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, লোক সাধারণের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ মোচন ও সুখ সংবর্দ্ধনে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইত। বিশেষতঃ যে সকল জাতি যৎপরোনাস্তি হীনাবস্থ, জগতের কেহ যাহাদিগের অনুসন্ধান লয় নাই, তিনি বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগেরই জন্য আপনার সমস্ত জীবন সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মের বন্ধু, সত্যের বন্ধু, সমুদায় মনুষ্য জাতির পরমবন্ধু লিবিংষ্টোন কখন মৃত মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না, তিনি তাঁহার সাধু কীর্ত্তিতে চিরজীবিতবান্ থাকিবেন।

গবর্ণমেণ্ট করেন কি ?

"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

প্রায় চারি মাস হইতে চলিল আমরা প্রথমে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। ক্রমে বঙ্গদেশের সমুদায় সংবাদ পত্রে দুর্ভিক্ষ অপরিহার্য্য জানিয়া গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ইহার বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য কমিসন নিযুক্ত করেন। কমিসনরদিগের রিপোর্টে বঙ্গদেশের প্রকৃত অবস্থা না হউক, অনেকটা অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছিল। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অক্লান্ত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জেলা ও উপবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি সত্বর আদেশ প্রদান করা হইল যে তাঁহারা আপনাপন অধীনস্থ স্থান সমূহের সাহায্যার্থ উপায় সকল উদ্ভাবন করেন। কলিকাতা গেজেটে দীর্ঘ দীর্ঘ মিনিট সকল প্রকাশ করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। দেশের যাবতীয় সংবাদ পত্র ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মত অনুমোদন করিয়া তিনিও চাউল রপ্তানি বন্দ করিবার জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি হস্তার্পণ হইবার ভয়ে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। তৎকালে লর্ড নর্থব্রুক দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ডিউক অফ আরগাইলকে যে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই বলিয়া চাউল রপ্তানির অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে "ইহা বন্দ হইলে স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি হস্তার্পণ করা হইবে। বঙ্গদেশের এরূপ অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই যে চাউল রপ্তানি বন্দ না করিলে চলিবে না, বিশেষতঃ রপ্তানি বন্দের আদেশ দিলেই যে সকল মহাজন বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয় করিয়াছেন বা ক্রয় করিবার ভার লইয়াছেন তাঁহাদিগের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে। এই শেষোক্ত সম্বন্ধে হিসাব সকল পরিষ্কার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে অনেক গোলযোগে পড়িতে হইবে। এই সকল গোলযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে, সুতরাং তদপেক্ষা স্বাধীন বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং চাউলের ব্যবসায় অবলম্বন করিলে দেশের অনেক সুবিধা হইতে পারিবে। চাউল মহার্ঘ হইলে, বিদেশ হইতে কেহই তাহা ক্রয় করিতে আসিবে না, সুতরাং রপ্তানি আপনা হইতেই বন্দ

হইয়া যাইবে।” ডিউক অব আরগাইল এই মতের পোষকতা করেন এবং প্রত্যুত্তরে বরং একটু টাকা পর্যন্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন “এরূপ উপায়ে কেবল যে চাউল রপ্তানি বন্ধ হইবে তাহা নহে, বিদেশীয় বণিকেরা লাভবান্ হইবার আশয়ে বিক্রয়ার্থ বহুল পরিমাণে চাউলের আমদানিও করিবে।” শুনা যায় আয়র্লণ্ডের বিগত দুর্ভিক্ষ এই উপায় দ্বারা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই যুক্তির অনুমোদন করিয়া চাউল রপ্তানি বন্দ করেন নাই। কিন্তু ইউরোপীয় অর্থ ব্যবহার-সম্মত এই নীতি ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তাহা বিবেচনা করা উচিত ছিল। আয়র্লণ্ড একটী সামান্য দেশ, ভারতবর্ষের সহিত তুলনায় ইহার লোক সংখ্যাও অতি অল্প। ইহার কোন অভাব উপস্থিত হইলে সহজে তাহা দূর হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং এখানকার দুর্ভিক্ষ স্বাধীন বাণিজ্য দ্বারা নিবারিত হওয়া অসম্ভব নহে। নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ বিশেষতঃ আমেরিকা হইতে শস্য আমদানী হওয়াতে গত দুর্ভিক্ষের প্রকোপ মন্দীভূত হয়, তথাপি তাহা অনেক সময় ব্যাপিয়া প্রাদুর্ভূত ছিল। যখন আয়র্লণ্ডের গতি এই, তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। ভারতবর্ষের শস্যে পৃথিবী পালিত হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চাউল ইউরোপীয়দিগের প্রধান উপজীব্য না হইলেও ইহাদ্বারা তথায় অনেক প্রয়োজন সংসাধিত হইয়া থাকে। কখনও কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে চাউল আসিবার কথা শুনা যায় নাই। সুতরাং এই ভারতবর্ষে অন্নকৃচ্ছ্র জন্য অন্য কোন দেশ হইতে সাহায্য পাইবার অত্যল্পই সম্ভাবনা। চিন দেশে প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষ হইতে শস্য প্রেরিত হইয়া থাকে, এবারে তৎপরিবর্ত্তে চিনদেশ হইতে এখানে চাউল আমদানী হইতেছে, কিন্তু ইহা দ্বারা ভারত বর্ষের কতদূর উপকার সম্ভবিতে পারে? আমেরিকায়ও এ বৎসর অতি অল্প শস্য জন্মিয়াছে, সুতরাং তথা হইতেও সাহায্য পাইবার আশা নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের শস্য সকল বিদেশে প্রেরিত হওয়া কতদূর যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এই জন্যই রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করি। এ দেশে সকল সময়ে ইউরোপীয় রাজনীতি খাটে না, রাজপুরুষেরাই ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং আয়র্লণ্ডের পক্ষে যাহা খাটিয়াছিল, তাহা যে বঙ্গদেশেও খাটিবে এরূপ বিবেচনা নিতান্ত অজ্ঞোচিত। যদি নবেম্বরের প্রারম্ভে চাউল রপ্তানি বন্দ হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে আজি হাহাকার করিতে হইত না, এবং গবর্ণমেণ্টও এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন না। জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে বাজারে নূতন চাউলের আমদানি হইলে, চাউলের মূল্য কিঞ্চিৎ সুলভ হয়, কি পরিমাণে শস্য পাওয়া যাইতে পারে ঠিক্ না জানাতে মহাজনেরা সঞ্চিত চাউল ছাড়িতে বাধ্য হয়, এদিকে স্বাধীন বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত থাকাতে বহু পরিমাণ শস্য বিদেশে নীত হইল। গবর্ণমেণ্ট তখনও দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। কতকগুলি সংবাদ পত্রও কোন অনুসন্ধান না করিয়া কলিকাতায় চাউলের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ দেখিয়া দুর্ভিক্ষ বিষয়ে সন্দিহান হন। যাহাহউক এক্ষণে তাঁহাদিগের অনেকেরই সে ভ্রম ভঞ্জন হইয়াছে। ভ্রম ভঞ্জন হউক, কিন্তু এই ভ্রম নিবন্ধন যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা অপনীত হইবার নহে। সার সিসিল বিডনও এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া উড়িষ্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর করুন্ আমাদিগের যেন সেরূপ দুর্ভাগ্যে পতিত হইতে না হয়, তথাপি আমরা দেখিতেছি যে আমাদিগের দুরবস্থা অপরিহার্য্য। যখন প্রায় সমস্ত শস্যই বাহির হইয়া গিয়াছে, যাহা দেশে আছে তাহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নহে, বিশেষতঃ সর্ব্বত্র শস্য প্রেরণের সুবিধা হওয়া অসম্ভব, তখন বঙ্গদেশের ভাগ্যে যে কি আছে তাহা বলাযায় না। যখন লণ্ডনের লর্ড মেয়র বঙ্গদেশের সাহায্যার্থ দান সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পান, তখন সার চার্লস ট্রিবিলিয়ান এই বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন যে ‘ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থের অভাব নাই, অর্থ কৃচ্ছ্র হইলে বিনা ক্লেশে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিরাকরণ করিতে পারেন—কিন্তু তথায় অন্নকৃচ্ছ্র উপস্থিত, অন্ন দিয়া সাহায্য করিতে হইবে।’ আমরাও এই বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আয়র্লণ্ডেও দুর্ভিক্ষ সময়ে অর্থের পরিবর্ত্তে খাদ্য বিতরণ হইত। কিন্তু ভারতবর্ষকে অন্নদানে রক্ষা করিতে পারে এমন দেশ কোথায়? আজি কালি গবর্ণমেণ্টকে নিঃশব্দ দেখিয়া কেহ আশান্বিত হইবেন না; তাঁহারা নিঃশব্দ বটেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্ম্মা নহেন। নিস্তব্ধ আকাশ ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণের পরিচায়ক, দেশীয় সকলে এ সময় বিশেষ সতর্ক হইয়া কার্য্য করুন্।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে-ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট।

সার জন লরেন্স ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য সংস্করণে প্রথম যত্নবান্ হন। কেবল আরোহীদিগের স্বচ্ছন্দতা

সম্পাদন করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে বসিবার স্থান দেওয়া, আলোক প্রদান করা এবং অতিরিক্ত লোকের ভিড় নিবারণ করাই তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। অন্য অন্য বিশৃঙ্খলা সংশোধন অথবা যদ্দারা সাধারণের সম্যক্ উপকার হইতে পারে, এরূপ উপায় সকল উদ্ভাবন বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি উন্মুক্ত হয় নাই। আরোহীদিগের স্বচ্ছন্দতা সংসাধন করা রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কর্ত্তব্য হইলেও এক মাত্র কর্ত্তব্য নহে; রেলওয়ে কোম্পানি কেবল আরোহীদিগের প্রদত্ত ভাড়া লইয়াই লাভবান্ হইতে পারেন না এবং নিশ্চিন্ত থাকিতেও পারেন না। তাঁহাদিগকে মহাজন বা বণিক্দিগের সুবিধা করিবার জন্য একান্ত যত্ন করিতে হয়। পণ্য দ্রব্যের বহন প্রবহন দ্বারাই তাঁহাদিগের লাভ হয়। সাপ্তাহিক আয়ের সমষ্টি দেখিলেই বুঝা যায় আরোহী এবং পণ্য দ্রব্য বহন দ্বারা কত লাভ হইয়া থাকে। আরোহী প্রদত্ত টাকা পণ্য দ্রব্য-লব্ধ টাকার সহিত তুলনা করিলে ষষ্ঠাংশেরও ন্যূন দেখা যায়, সুতরাং তাহাদিগের যত্ন পণ্য দ্রব্যের প্রতি অধিকতর না হউক, অন্ততঃ আরোহীদিগের তুল্যানুতুল্য হওয়া উচিত। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটি দেখিতে পাই। কোম্পানির ত্রুটি —এই কথাটী আমরা জানিয়া শুনিয়াই ব্যবহার করিতেছি। যখন অনবরত তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ সকল শ্রবণ করিয়াও তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন প্রতীকার করিলেন না, তখন ইহাতে তাঁহাদিগের ভিন্ন আর কাহার দোষ হইতে পারে? এমন ষ্টেসন নাই যেখানে মহাজনের প্রতি অযথা ব্যবহার না করা হয়। হাবড়া ষ্টেসন রাজধানীর সন্নিকটে, কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষের সমক্ষে, তথাপি এখানে কত প্রকার অত্যাচার হইতেছে। সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়া মহাজনদিগকে চোর হইয়া থাকিতে হয়। একবার একজনের নিকট, দ্বিতীয়বার অপরের নিকট, পুনশ্চ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট, এই প্রকারে কত লোকের নিকট তাঁহাদিগকে যে উপাসনা করিতে হয় তাহা বলা যায় না। এটিও বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে প্রত্যেক দেবতাকেই যথোচিত পূজা করিতে হয়, নতুবা তাঁহাদিগের সমস্ত আয়াসই পণ্ড হয়। যাঁহারা দ্রব্যাদি পাঠাইবেন তাঁহাদিগের বিষয়ে এই, আবার যাঁহারা লইবেন তাঁহাদিগের কষ্টের সীমা নাই। হয় তো তাঁহাদিগের সামগ্রীর অনুসন্ধানই নাই, ভাগ্য ক্রমে যদি পাওয়া যায়, কত মহাত্মার উপাসনা করিয়া যে তাহা লইয়া আসিতে হয় বলা যায় না; না পাওয়া গেলে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হয়। এই কারণেই সপ্তাহে সপ্তাহে কোম্পানির প্রকাশিত "মিনিট্‌স অফ মিটিং" এ ক্ষতি পূরণের তালিকায় পরিপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগের আদালতের শরণ লইবার ক্ষমতা নাই, তাঁহাদিগকে অগত্যা সামগ্রীর আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল মহাজনেরা এইরূপ অযথা ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া রেলওয়েতে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অনিচ্ছু হইয়া, অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে, তন্নিবন্ধন রেলওয়ে কোম্পানির বিস্তর ক্ষতি হয়। কোম্পানির অধ্যক্ষগণ অসন্তুষ্ট হইয়া কারণ অনুসন্ধানের জন্য একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। তিনি কিয়দ্দিন সমস্ত লাইন পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অনেক বিশৃঙ্খলা সংশোধন করিয়াছিলেন এবং আমরা শুনিয়াছি তিনি কলিকাতার অনেক প্রধান প্রধান মহাজনদিগের দ্বারস্থ হইয়া প্রেরিত দ্রব্যাদির বিশেষ তত্ত্বাবধান লইবার অঙ্গীকার করেন। এই উপলক্ষে এই রেলওয়ের কার্য্যপ্রণালীর অনেক সংস্কার হইয়াছিল এবং কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও অনেকে শিক্ষা ও চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে কিছু দিন এক প্রকার সুচারুরূপে কর্ম্ম কার্য্য সকল চলিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি আবার পূর্ব্ব দোষ সকলের পুনরুদয় হইয়াছে। আমরা মফস্বলের বিষয় অধিক ধরিতেছি না, কারণ তথায় কার্য্য প্রণালী সকল পরিদর্শন অভাবে ষ্টেশন মাষ্টারদিগের যথেচ্ছ ব্যবহার অপরিহার্য্য, যতদিন কোম্পানি সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে ষ্টেশন মাষ্টার বা তদনুরূপ পদ সকল প্রদান না করিতেছেন, ততদিন এ সকল বিশৃঙ্খলা সংশোধন হইবার উপায় নাই। একে দেখিবার লোক নাই, তাহার উপর প্রলোভন অধিক এবং নিজে সর্ব্বময় কর্ত্তা এরূপ অবস্থায় প্রকৃতিস্থ থাকা সামান্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু হাবড়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান ষ্টেশনে এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখিলে, কোম্পানির কার্য্য প্রণালী বিষয়ে, কে না সন্দেহ করিবেন? হাবড়ায় একটী ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং একটী গুড্‌স সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন; তাঁহাদিগের সহকারীও অনেক গুলি আছেন। ইহাদিগের বেতনও মন্দ নহে, নিকটেই কলিকাতার প্রধান আফিস, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও সময়ে সময়ে গমনাগমন করিয়া থাকেন; তত্রাপি এখানে যেরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে তাহা বলিবার নহে। কেবল যে বাহিরের লোকদিগের প্রতি অযথা ব্যবহার করা হয় তাহা নহে, সাধারণে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে এখানকার কর্ম্ম-

চারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অন্নদাতা কোম্পানিরও অনিষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমরা ইতিপূর্ব্বে একটী ভয়ানক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলাম, শুনিলাম সেটী এজেন্সিতে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগেরও অগোচর ছিল না, তথাপি তাঁহারা তাহার কোন অনুসন্ধান করিলেন না। আমাদিগের সন্দেহ হয় যে সেই ঘটনায় অনেক গুলি কর্ম্মচারী জড়িত ছিলেন, সেই জন্যই বুঝি তাহা চাপিয়া গেল। কিন্তু যখন আমরা পূর্ব্বভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি যে এই রেলওয়ের জন্য সাধারণে দায়ী আছেন, সুতরাং ইহা সাধারণ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য, তখন এই সাধারণ সম্পত্তির অপব্যয় জন্য সাধারণের ইহার সদুত্তর চাহিবার অধিকার আছে। সেই জন্য আমরা পুনর্ব্বার এ প্রস্তাবের অবতারণা করা অনুচিত বিবেচনা করিতেছি না। গুড্‌স একাউন্টেন্ট আফিসের ফিসার সাহেব কয়েক মাস ধরিয়া অন্যায়পূর্ব্বক রবিবারের বেতন দোকর আদায় করিতেন; যখন ধরা পড়িলেন, তখনি ছুটী লইলেন। এরূপ অবস্থায় একটী বাঙ্গালী হইলে তাহার শ্রীঘর লাভ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহা না হইয়া তাহাকে ছুটী দেওয়া হইল এবং অনুসন্ধান দ্বারা তাহার দোষ প্রকাশিত হইলেও, পুনর্ব্বার আফিসে আসিলে তাহাকে বিনা দণ্ডে গ্রহণ করা হইল। যখন একথা প্রথম ভারত সংস্কারকে প্রকটিত হয় তাহার ফল এইমাত্র দেখা গেল—গুড্‌স সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আফিসের একজন নির্দ্দোষী কর্ম্মচারীকে সংবাদদাতা সন্দেহ করিয়া পদচ্যুত করা হইল। কিন্তু যে দোষী তাহার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই হইল না। অকারণ পদচ্যুত কর্ম্মচারী ট্রাফিক ম্যানেজার ব্যাচিলর সাহেবের নিকট সমুদয় বিবৃত করিয়া আবেদন করেন। ব্যাচিলর সাহেব তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন না। স্মরণার্থ পুনঃ পুনঃ দুই তিন খানি পত্র লেখা হইয়াছিল, তথাপি তিনি কোন অনুসন্ধান লইলেন না। পরে এজেন্সিতেও আবেদন করা হয়, সুযোগ্য এজেন্ট ষ্টিফেনসন সাহেবও কোন প্রতীকার করিলেন না। ইহাতে সাধারণে কি বলিতে পারে না যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এরূপ দোষের অননুমোদন করেন না, প্রত্যুতঃ তাঁহাদিগকে ইহার প্রশ্রয়দাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না? ইহাতে সকলেরই এরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে যে ট্রাফিকের সকল কর্ম্মচারীই এরূপ দোষাশ্রিত, নতুবা এরূপ দোষ সহজে চাপিয়া কেন যায়? আমরা ভরসা করি যে গবর্ণমেণ্ট ইহার বিশেষ তদন্ত করেন। কেবল রেলওয়ে হিসাব সকল পরীক্ষা করিবার জন্য 'একজামিনার অফ রেলওয়ে' আফিস সংস্থাপন করিলে সকল কার্য্য পরীক্ষা করা হইবে না, যেখানে যে কোন বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইবে গবর্ণমেণ্টকে তাহারই প্রতীকার করিতে হইবে। বাহুল্য ভয়ে অদ্য আমরা আর অধিক লিখিতে পারিলাম না, ভবিষ্যতে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের অন্যান্য দোষ ও ত্রুটি সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

নাটকাভিনয়।

গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটর। ১২ই মাঘ শনিবার রজনী। কৃষ্ণকুমারী নাটকাভিনয়।

কৃষ্ণকুমারীর ন্যায় নাটকাভিনয় দ্বারা ও যে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটর আমাদিগের সহৃদয়তা ও সদ্ভাবের উদ্রেক করিয়াছেন, ইহা তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। এ নাটকে দুইটী স্বতন্ত্র কল্পনা বিদ্যমান দেখা যায়। ধনদাস, বিলাসবতী ও মদনিকা লইয়া ইহার প্রথম কল্পনা রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু সংঘটনা ইহার দ্বিতীয় কল্পনা। এই দুইটী কল্পনা সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহার প্রথম কল্পনাটীই প্রধান এবং সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। দ্বিতীয় কল্পনাটী অতি অপকৃষ্ট, তাহা নাটকের বিষয় না করাই ভাল ছিল। সে যাহা হউক এ নাটকের অভিনয় দেখিতে হইলে এই দুইটী পৃথক্ কল্পনার যেরূপ অভিনয় হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এ রাত্রির অভিনয়ে প্রথম কল্পনার অভিনয় সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কল্পনার অভিনয় অধিকাংশ গ্রন্থের ত্রুটি নিবন্ধন তত উৎকৃষ্ট না হউক মন্দ হয় নাই।

কোন নাটকাভিনয় সন্দর্শন করিতে হইলে তাহার দুইটী বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। (দৃশ্য এবং কার্য্যাভিনয় ভেদে নাটকাভিনয়ের দুইটী অঙ্গ।) দৃশ্যপট, অভিনেতৃগণের বেশভূষা, বয়স এবং জাতি, প্রভৃতি কেবল চাক্ষুষ বিষয় সমুদায় দৃশ্যাভিনয়ের বিচার্য্য। ভাবব্যঞ্জক অঙ্গ ভঙ্গি এবং কথাবার্ত্তা প্রভৃতি কার্য্যাভিনয়ের বিষয়। সমালোচ্য রজনীর দৃশ্যাভিনয় কিয়দংশে দোষাবহ, কিয়দংশে উত্তম হইয়াছিল। ইহার দৃশ্যপট গুলি সুন্দর, কিন্তু অপরাপর বিষয় গুলি তত দূর ভাল হয় নাই। মরুদেশের দূত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, দূত আবার তোতলা, সে দূত আবার রাজপুতানার উদয়পুরে প্রেরিত হইয়াছে। অহল্যাদেবী বঙ্গীয় বেশধারিণী। রাজমন্ত্রিগণ কিছু তরুণ বয়স্ক। কৃষ্ণকুমারীকে ঠিক অহল্যাদেবী এবং ভীম সিংহের কন্যা বলিয়া বোধ হয় নাই। তপস্বিনী তরুণবয়স্কা ও বেশভূষা দামে সঙ্কুচিতা। বিলাসবতী কৃষ্ণকুমারী ও মদনিকার বেশভূষা যথোপযুক্ত হইয়াছিল। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মদনিকা শব্দ পাইল যে ধনদাস এক দিক হইতে বিলাসবতীর গৃহাভিমুখে আসিতেছে। এজন্য তাহার অপর দিকে তাহারা লুক্কায়িতা রহিল। এমত স্থলে আমরা মনে করিয়াছিলাম ধনদাস, মদনিকার সাঙ্কেতিক দেশ হইতেই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবেন, কিন্তু তিনি যে দিকে বিলাসবতী ও মদনিকা লুক্কায়িতা ছিল, সেই দিক হইতেই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। আমরা আরও দুই এক স্থলে এই রূপ অভিনেতৃগণের অযথা প্রবেশ লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু দৃশ্যাভিনয়ে এরূপ প্রবেশ ভাল দেখায় না। দৃশ্যাভিনয় বিষয়ক প্রবেশ কোন কোন স্থলে নিন্দনীয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যাভিনয় বিষয়ক প্রবেশ তত দোষাবহ হয় নাই। প্রবেশ মাত্র দৃশ্যাভিনয়ের বিষয়, যে ভঙ্গিতে প্রবেশ করা যায়, তাহা কার্য্যাভিনয়ের বিষয়। (একলিঙ্গের মন্দিরে চারিজন সন্ন্যাসীর উচিত ছিল, লিঙ্গের সম্মুখীন

হইয়া, অথবা মন্দির দ্বারের দুই ধারে দুই জন করিয়া বসিয়া গান করে। কৃষ্ণকুমারীকে প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে আত্মঘাতিনী হইতে দেওয়া এবং দেখা নিতান্ত নিষিদ্ধ বোধ হয়।

আমরা গত রজনীতে দৃশ্যাভিনয়ে যত দূর দোষ দেখিয়াছি, কার্য্যাভিনয়ে ততদূর নহে। ধনদাস জয়পুর রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে এবং দরিদ্র বেশে চমৎকার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্রবেশী ধনদাস যে প্রকারে রঙ্গভূমিতে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে সে সকলেরই অনুকম্পার পাত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সখী মদনিকা উত্তম অভিনয় করিয়াছে। দূতী এবং পুরুষবেশিনী মদনিকা উৎকৃষ্টতর। প্রথম কতিপয় দৃশ্যের অভিনয়ে ভীমসিংহ কিছুই জীবন সঞ্চার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, ভীম সিংহ যত দূর চমৎকার বোধ হইল তাহা বলিবার নহে। এই দৃশ্যে তাহার প্রকৃত অভিনয়-শোভন স্বগতবাক্যে আমাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার অভিনয় কুশলতা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইল। বলেন্দ্র সিংহ যখন কৃষ্ণাকে নিহত করিতে আসিতেছেন, তখন তাহার প্রবেশ যথার্থ হৃদয়ভেদী হইয়াছিল। যাহা হউক সাধারণতঃ বক্তব্য এই, স্থল বিশেষে দ্বিতীয় কল্পনার করুণ-রসোদ্দীপক কার্য্যাভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে তাহা প্রথম কল্পনার প্রমোদরস সঞ্চারী অভিনয়ের সহিত কখন সমতুল্য করা যায় না, কিন্তু প্রমোদরস সঞ্চারী অভিনয় যেরূপ বরাবর উৎকৃষ্ট ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা গম্ভীর রস সঞ্চারী অভিনয়ে দৃষ্ট হয় নাই।

কার্য্যাভিনয়ের কয়েকটী দোষও উল্লেখ করা উচিত। জয়পুর-রাজ জগৎ সিংহ বিলাসিপ্রধান। কিন্তু তাহার অভিনয়ে আমাদিগের মনে অন্য ভাবের উদয় হইয়াছিল। অভিনয়ে তাহাকে যতদূর বীরধর্ম্মী বলিয়া বোধ হইল, বিলাসিসমুচিত কোমল এবং দুর্ব্বল প্রকৃতি বলিয়া ততদূর নহে। যে স্থানে তাঁহাকে অধিকতর কার্য্যকুশল বলিয়া প্রতীত হওয়া উচিত ছিল, সেই স্থলেই তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন। বিলাসবতীর মানভঙ্গ দৃশ্যে তাহার কিছুই চাতুর্য্য দৃষ্ট হইল না। রাজা জগৎ সিংহ বরং পদে ছিলেন, কিন্তু প্রেমিক জগৎ সিংহ অপদস্থ হইলেন। বলেন্দ্র সিংহ যখন নিদ্রিতা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার স্বগত বাক্যাবলী তত উচ্চৈঃস্বরে হওয়া উচিত ছিল না। কৃষ্ণকুমারী রাজোদ্যানে যখন স্বগত বাক্যে খেদোক্তি করিতেছে তখন তাহার সেই স্বগত বাক্যাবলী কিছু মৃদুস্বরে এবং গভীর নিশ্বাস সহকারে, ধীরে ধীরে হইলে ভাল হইত। সোৎসুক চিত্তে যখন মদনিকাকে মরুদেশাধিপতির রূপের কথা কৃষ্ণকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, মদনিকা তখন তাহার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই নৃপতির একখানি প্রতিমূর্ত্তিও দিতে চাহিল, কিন্তু তখন কৃষ্ণকুমারী সে কথায় কিছুই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। যিনি কেবল রূপ বর্ণনাতেই আসক্তা হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণকুমারীর যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে আরও ঔৎসুক্য প্রকাশ করা উচিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর মনে প্রতিমূর্ত্তির কথায় যে কোন ভাবোদ্দীপন করিয়াছে এমত বোধ হইল না। কৃষ্ণকুমারীই সমুদায় নাটকাভিনয় মধ্যে একমাত্র গায়িকা, তাহার কণ্ঠ পরিচিত হইয়া গিয়াছে। জগৎ সিংহের মান ভঞ্জন গীতও যে সেই কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইবে এমত প্রত্যাশা করা যায় নাই। উন্মাদ ভীম সিংহের সহিত তদীয় মন্ত্রীকে নিয়তই করপুটে ছায়ার ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাহাকেও যেন উন্মাদগ্রস্ত বোধ হইল। কৃষ্ণকুমারীকে আত্মঘাতিনী দেখিয়া অহল্যাদেবীর ব্যবহার যথোপযোগী হয় নাই। যাহা হউক, অবশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, কার্য্যাভিনয় সম্বন্ধে সুবিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো যে কতিপয় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, * এবং সেক্সপিয়ার হ্যামলেট নাটকে যে কয়েকটি সারগর্ভ বাক্য কহিয়া গিয়াছেন তাহা অভিনেতৃগণের স্মরণ রাখিয়া অভিনয় করা নিতান্ত আবশ্যক।

রঙ্গভূমির প্রমোদ বর্ণনস্থলে সেলিগেল কহেন, রঙ্গভূমিই দেশীয় শিল্পোন্নতির প্রধান প্রদর্শন স্থল হওয়াতে তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়রঞ্জন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণে এ দেশে যে সমস্ত নাট্যমন্দির স্থাপিত হইতেছে, সে সকলেতেই ইংরাজী প্রণালীর ঐকতান বাদ্য অবলম্বিত হইতেছে। সরলভাবে বলিতে কি, ঐকতান বাদ্য চূড়ান্ত হইলেও আমাদিগের তত হৃদয়গ্রাহী হয় না। কিন্তু এ কথায় যেন গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর না মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগের ঐকতান বাদ্যের অপ্রশংসা করিতেছি। এতদপেক্ষা যদি আমাদিগের দেশীয় বাদ্য যন্ত্রাদির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হয়, এবং দেশীয় তৌর্য্য বিদ্যার আলোচনা হয়, তাহা যে সকল সহৃদয় ব্যক্তিরই অভিমত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশীয় সঙ্গীত বিদ্যায় যে মধুরতা আছে, তাহাই সর্ব্ব সাধারণের রুচিকর। অতএব আমাদিগের জাতীয় নাট্যসমাজে আমাদিগের জাতীয় বাদ্য যন্ত্রাদির উন্নতি সাধন হয়, এবং জাতীয় সঙ্গীত প্রণালী অবলম্বিত হয় ইহা আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ। কি রূপে তাহা সুসম্পন্ন হইবে, সঙ্গীত অধ্যাপকগণ, ও দেশীয় রুচি তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে।

* ৫৪১ সং স্পেক্টেটরে টালির কয়েক উপদেশবাক্য সঙ্কলিত আছে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত রবিবার কলিকাতায় বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। রবিবারের টেলিগ্রাফ গেজেটে অবগত হওয়া যায় তৎপূর্ব্ব দিবস কাশী, বাঁকিপুর, বরহী, পুর্ণিয়া, কটক, গৌহাটী এবং ঢাকা প্রভৃতি স্থানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ভালরূপ বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষের অগ্রে জলকষ্টে অনেককে মরিতে হইবে।

মিউনিসিপাল বাজারে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও সংকুলান হয় নাই, হগ সাহেব তজ্জন্য জষ্টিসদিগের নিকট অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা পাইবার প্রার্থনা করেন এবং বলেন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবেন। আমরা অবগত হইলাম হগ সাহেব তাঁহার অনুকূলে আইন করিবার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক লিখিত আবেদন করেন, কিন্তু তিনি আপাততঃ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। হগ সাহেব কি মনে করিয়াছিলেন বাজার খুলিবার দিন ভোজ দিয়াছেন বলিয়া ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার যথেচ্ছচারিতার পোষকতা করিবেন?

ব্রহ্মদেশের চিফ কমিসনর অনরেবল আস্লী ইডেন সাহেব কি জন্য এ সময় কলিকাতা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন বুঝা যাইতেছে। গবর্ণর জেনারল তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত বঙ্গবাসীদিগকে ব্রহ্মদেশে উপনিবেশার্থ পাঠাইবার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তত্রত্য পতিত ভূমি সকল আবাদ হইবে এবং অত্রত্য লোকদিগের দুর্ভিক্ষ ক্লেশের শান্তি হইবে। গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং 'সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ষ্টেট এমিগ্রেসনের' একটী আফিস্ সৃজন করিয়াছেন। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিয়োজিত লোক দ্বারা এবং জেলার কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা উপনিবেশার্থী সকল সংগৃহীত হইবে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, মুকিয়া ষ্ট্রীট গবর্ণমেণ্ট হসপিটাল ও ডিস্পেন্সরীর ভার আগামী ফেব্রুয়ারি হইতে নেটিব হস্পিটালের অধ্যক্ষদিগের হস্তে সমর্পিত হইবে।

মিরর বলেন সিলস্ ফ্রি কলেজের দুইটী বালক গত শনিবার পথ দিয়া চলিতেছিল, একটী কলেজ ষ্ট্রীটের ষ্টিম রোলার ও অন্যটী একখানি গাড়ী চাপা পড়িয়া গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। ষ্টিম রোলার চালকদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

১৩২ জন হিন্দু-মহিলা বরিশাল ফিমেল্ এডুকেশন কমিটীতে পরীক্ষার্থিনী হইয়া আবেদন করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন কুমিল্লা ও অপর এক জন ফরিদপুর বাসিনী। এটী একটী শুভ চিহ্ন। কলিকাতা অঞ্চলের বাবুগণের এরূপ উন্নতিকর বিষয়ে মনোযোগ দেখা যায় না।

রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য দিবার জন্য এখান হইতে যে সকল সাক্ষী মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারা মার্চ্চ মাসের মধ্য বা শেষ ভাগে যাত্রা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন। পুরাতন পার্লেমেণ্ট ভাঙ্গিয়া নূতন সংগঠিত হইতেছে, ইহাই বিলম্বের অন্যতম কারণ।

পায়নিয়রের এক সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, 'সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশে যথার্থ দুর্ভিক্ষ হইবে বিশ্বাস করেন না, এটী তাহার পাগলামী।' যদি সত্য হয়, গবর্ণমেণ্টেরও পাগলামী যে ইহারই হস্তে আবার দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভার সমর্পণ করিয়াছেন।

আসামের কমিসনর কর্ণেল হেনরী হপকিন্সন কর্ম্ম স্থান হইতে দীর্ঘকালের জন্য বিদায় লইয়াছেন। ইহাঁর যত্নে আসাম অনেক বিষয়ে সৌভাগ্যশালী হইয়াছে।

ধর্ম্মতলা বাজারের প্রায় ৬০ জন কসাই হগ সাহেবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিবার জন্য আডভোকেট জেনারলের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে।

সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু রাম শঙ্কর সেন ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত বুধবার টাউন হলে ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল্ সোসাইটীর সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রধান প্রধান ইংরাজ ও বাঙ্গালী অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি জষ্টিস্ ফাকূসন এবং সহকারী সভাপতি জষ্টিস্ ফিয়ার পূর্ব্বমত তত্তৎ পদে মনোনীত হইয়াছেন।

শান্তিপুরে একজন ফকীর একজনের স্ত্রী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহার স্ত্রী তিনি ফকির সাহেবকে আদালতে উপস্থিত করিবার উদ্যোগে আছেন। তারকেশ্বরের মোহন্তের দশা দেখিয়াও কি বাবাজীদের চৈতন্য হয় না ?

উত্তর ও পশ্চিম।

বাজীকর ব্লণ্ডিন গত সোমবার এলাহাবাদের খসরুবাগ নামক উদ্যানে ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর অযোধ্যা ও নেপালের সীমান্তে মৃগয়া করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে ৫০০ পোষিত হস্তী আছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, 'সিমলায় তিনটী ইংরাজ কন্যা একত্রে বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোন পুরুষ অভিভাবক নাই। ইহাঁদের সকলের কনিষ্ঠাটী অতিশয় সুন্দরী। সিমলাস্থ একজন বাঙ্গালী বাবু ইহাঁকে দেখিয়া মোহিত হন—এমন কি একেবারে উন্মত্ত হন। কনিষ্ঠাটী প্রতিদিন অশ্বারোহণে একাকিনী ভ্রমণ করিতে যাইতেন, বাঙ্গালী বাবু প্রতি দিনই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন এমন কি তাঁহার ঘোড়ার লাগাম পর্য্যন্ত ধরিতেন। ইংরাজ কন্যা এই বিষয় তত্রত্য ডেপুটী কমিশনরের গোচর করেন। ডেঃ কমিসনর একদিন দুই জন কনষ্টেবলকে উক্ত কন্যাটীর পশ্চাতে গোপনে গোপনে যাইতে আদেশ করেন। ইংরাজ কন্যা যেমন ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, বাবু অমনি সেখানে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ প্রেম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কনষ্টেবলেরা বাবুকে ধৃত করে। বিচারে বাবুর তিন মাস মিয়াদ ও একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইয়ঙ বেঙ্গল বাবুদিগের পক্ষে এরূপ শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন।

মৌলবী নাজীর আহম্মদ নামক এক ব্যক্তি উর্দ্দু ভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদিগের বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এ বালাই নাই !

পাতিয়ালার বিদ্যালয়ের এফ এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হইয়াছে।

রাজপুতানা হইতে এক ব্যক্তি বিলাতে লিখিয়াছেন যে "সে দিন স্নান করিতে গিয়া দেখি যে স্নান করিবার সমস্ত জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে"।

মান্দ্রাজ।

নীলগিরিস্থ সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ মান্দ্রাজের পরিবর্ত্তে উট্কামণ্ডকে দক্ষিণ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী বলিতে চান। সিমলাস্থ সম্পাদকেরা কলিকাতা ছাড়িয়া সিমলাকে ভারতবর্ষের রাজধানী করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের সংবাদ পত্র সকলে লিখিয়াছেন বাঙ্গালোরের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে একটী কূয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে দুই লক্ষ টাকা মূল্যের পোতা ধন পাওয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজের অবস্থা ভাল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি টেলিগ্রাফে তাহার অতি দুরবস্থার সংবাদ শুনা যাইতেছে—টাকার বাজার গরম, শস্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে।

সহচর বলেন ধর্ম্মালয়ের প্রতি সর্ব্বত্র লোকের দৃষ্টি পতিত হইতেছে, এটী সমাজের উন্নতির একটী প্রধান লক্ষণ। মান্দ্রাজের দেবালয় গুলিকে বেশ্যালয় বলিলে হয়। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি নর্ত্তকী আছে; ইহারা আরাধ্য দেবতাকে বিবাহ করিয়া থাকে; কিন্তু দেবতার স্থান নরলোকেও অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ধর্ম্মালয়ের টাকা অপব্যয় করিবার কথা নাই। মান্দ্রাজের কতকগুলি কৃতবিদ্য এই সকল টাকার সদ্ব্যয়ের নিমিত্ত চেষ্টা পাইতেছেন। ধর্ম্মালয়ের ভার মিউনিসিপালিটির হস্তে দিবার নিমিত্ত একটী আইনের নিতান্ত প্রয়োজন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন সার রিচার্ড টেম্পেল যত দিন দুর্ভিক্ষের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, অনরেবল ইলিস সাহেব গবর্ণর জেনারলের সভার রাজস্বমন্ত্রীর কার্য্য করিবেন।

বোম্বাই।

গত এক পক্ষকাল গুজরাটের সকল বিভাগে ভয়ানক শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

খাঁ বেলকার নামে এক ব্যক্তি গুইকুয়ারের 'প্রতিনিধি' হইয়াছেন। দেওয়ান অপেক্ষা তাঁহার পদ উচ্চতর। তাঁহার কর্ম্ম এই, সকল প্রকাশ্য কার্য্যোপলক্ষে একটী চামর হস্তে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিবেন।

হলকারের মহারাজ পুনা নগরের সমুদায় সম্ভ্রান্ত লোক একত্র করিয়া একটী সভা করেন। হলীর মত তাহাতে আবীর খেলা হয়।

বোম্বাইয়ের তালুকা মালোয়ান নামক স্থানে একটী স্ত্রীলোক তাঁহার মৃত মাতার চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়া দগ্ধ হইয়া মরিয়াছেন। মাতার সহিত কন্যার সহমরণ একটী নূতন কথা, বোধ হয়, কন্যাটী অতিশয় নিরাশ্রয় ও মাতৃ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

হলকারের মহারাজ পুনা সার্ব্বজনিক সভায় ১০০০ টাকা এককালে দান করিয়াছেন।

বোম্বাইতে মিউনিসিপাল সার্টিফিকেট টাক্স নামে এক প্রকার কর স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। হাজার টাকার অনধিক আয়বান্ ব্যক্তিগণ ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

বোম্বাইয়ের সর্ব্ব প্রধান জমীদার এবং মৃত পারসী ওয়াদিয়া মানিকজী নৌরজীর বিধবাপত্নী মটলী বাই মহিম 'ডিস্পেনসারী' নামক ঔষধালয়ের সাহায্যার্থ ১০,০০০ টাকা এবং একটী বাটী দান করিয়াছেন।

ইউরোপ।

রিউটারের টেলিগ্রাফে জানা গেল লণ্ডনের লর্ড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিগের সাহায্যার্থ দাতব্য সংগ্রহ করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

ষ্টেট সেক্রেটারী গবর্ণর জেনারলকে টেলিগ্রাফ যোগে জানাইয়াছেন আগামী ফেব্রুয়ারি হইতে তিনি প্রতিমাসে ১ কোটীর পরিবর্ত্তে ৪০ লক্ষ টাকা লইবেন। আসন্ন দুর্ভিক্ষ সময়ে এ পরামর্শ অতি উত্তম হইয়াছে।

মেলবোর্ণ নিবাসী বিবী ওয়েব 'ওমান্স আডবোকেট' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন যে বিধবা দিগের জন্য একটী ফণ্ড হয় এবং তাহাতে প্রত্যেক স্বামী কিছু কিছু সাহায্য করেন এজন্য পার্লেমেণ্ট হইতে একটী আইন হউক। ইংরেজ দিগের অপেক্ষা এদেশীয়দিগের জন্য এরূপ ব্যবস্থা অধিক আবশ্যক।

স্ত্রীলোক নাপিতের একটী দোকান বার্লিনে খুলিয়াছে। ইহারা এদেশীয় নাপিনীদের মত স্ত্রীলোকদের পায় আলতা পরায় না, রীতিমত কামাইয়া থাকে এবং দর অধিক লয়।

লণ্ডন হইতে ২৩ এ জানুয়ারি তারযোগে এই সংবাদ আইসে, অদ্য অপরাহ্ণে সেণ্টপিটার্সবর্গ মহানগরে রুসীয় রাজকুমারী মেরীর সহিত এডিনবরার ডিউকের শুভবিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ কার্য্য প্রথমতঃ গ্রীক চচ, তৎপরে ইংলণ্ডীয় চর্চের মতানুসারে সম্পন্ন হয়। উক্ত রাজধানীতে ৩ দিবস ধরিয়া প্রদর্শন, ভোজ, আলোক দান প্রভৃতি হয়। রাজদম্পতি মস্কৌ দর্শন করিয়া আগামী মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবেন।

মার্শল মাকমেহন ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী ইউজিনকে বৃত্তি দিতে মনস্থ করিয়াছেন। মার্শল বেজেনের বিচারকালে প্রকাশ পাইয়াছে যে ইউজিন ফ্রান্সের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রুসীয় গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে তিনি যদি সন্ধি করিয়া ফ্রান্সের কিয়দংশ জার্ম্মেণিকে প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহারা সম্রাট নেপোলিয়নকে পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু ফ্রান্সকে অঙ্গহীন করিয়া সিংহাসন গ্রহণ ইউজিন লজ্জাকর বিবেচনা করিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। তন্নিমিত্ত তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ইতিমধ্যে ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের পুত্র দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছেন। মার্শল মাকমেহন ৭ বৎসর সভাপতি থাকিবেন। ইতিমধ্যে রাজকুমার লুই প্রাপ্তব্যবহার হইবেন। ভবিষ্যতে তিনিই সম্রাট হইবেন ইহা বোধ হইতেছে। সহচর।

বিবিধ।

রুসীয় শাসন কর্ত্তা য়ামুধ অধিকার করিয়া অনেক গুলি কয়েদীকে খালাস দিয়াছেন। ইহারা অধিকাংশ কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, সিস্তান, বেলুচিস্তান ও পারস্যের লোক, কয়েকটী হিন্দুস্থানীও তন্মধ্যে ছিলেন।

আচিনে ডচ ও দেশীয় দিগের মধ্যে যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে, তাহাতে দেশীয়েরা আপনাদিগের বীরত্ব বিলক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। যাবার সংবাদ পত্র সকল এ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ না করে, বলিয়া আদেশ করা হইয়াছে।

একজন ফরাসী দন্তচিকিৎসক একটী স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতে গিয়া ক্লোরোফরম দ্বারা তাহার চৈতন্য হরণ করেন; অধিক পরিমাণে ক্লোরোফরম ব্যবহার করাতে স্ত্রীলোকটীর আর চৈতন্য হয় নাই। চিকিৎসকের একমাস কারাদণ্ড ও চারি হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে, জরিমানার টাকাগুলি মৃত স্ত্রীলোকের পরিবারবর্গকে দেওয়া হইয়াছে। রোগীর চৈতন্য হয় নাই বটে, কিন্তু চিকিৎসকের বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে। সো, প্র।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ দর্শনে মরিশসের লোকেরা অত্যন্ত হতাশ হইয়াছে। তথাকার নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদের চাউল ও লোনা মৎস্যই একমাত্র উপজীব্য। এদেশ হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ হইলে তাহাদের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

"ডেবিল ফিস" নামক উত্তর সমুদ্রে এক প্রকার বৃহৎ মৎস্য আছে। ইহা তিমি অপেক্ষাও বড়। ইহার মুখ শুক পক্ষীর ন্যায়। সম্প্রতি নিউফাউণ্ডলণ্ডের নিকটে দুই জন ধীবর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার সময়ে এই ভয়ানক মৎস্যকে দর্শন করে। প্রথমতঃ তাহারা ভাবিয়াছিল কোন জলমগ্ন জাহাজের ভগ্নাংশ জলে ভাসিতেছে। উহার নিকটস্থ হইয়া একজন ধীবর একটী টেটা নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ মৎস্যটী নৌকার নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার স্কন্ধের নিকটে হস্তের ন্যায় দুটী বৃহৎ পাখা আছে। তদ্দ্বারা সে নৌকা খানি ধারণ করিয়া ক্রমশঃ উহা আপনার মুখের নিকট আনিতে লাগিল। আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেই নৌকা জলমগ্ন হইত। কিন্তু একজন ধীবর সাহস সহকারে এক খানি তীক্ষ্ণ কুঠারের দ্বারা মৎস্যের বাহুদ্বয় ছেদন করে। মৎস্য যন্ত্রণায় পলায়ন করিল। ছিন্ন বাহুর একটী সেণ্টজন নগরের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহা দীর্ঘে ১৯ ফুট এবং ইহার বেধ সাড়ে তিন ইঞ্চি। ধীবর বলে মৎস্যের অঙ্গে প্রায় দশফুট করিয়া বাহুর অবশিষ্টাংশ আছে। মৎস্যটী প্রায় ৬০ ফুট দীর্ঘ ছিল। সহচর।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, রুসীয়েরা কোকণ্ড হইতে ইয়র্কাণ্ড পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে। শেষোক্ত স্থান হইতে দুইটী শাখা রাস্তা বাহির হইয়া একটী লাডক অপরটী আফগান স্থানে যাইবে। রুসীয়েরা ক্রমে নিকটবর্ত্তী।

রুসীয়া ও বোখারার আমীরের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ১৮টী করার আছে। রুসীয়া ও বোখারার সীমা পূর্ব্ববৎ রহিল, কেবল সম্প্রতি রুসীয়া আমুর দক্ষিণ দিকের যে সকল স্থান আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং রুসিয়া বোখারাকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে কোন হস্তক্ষেপ হইবে না। এতদ্ভিন্ন পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের যোগ স্থাপিত হইবে। এতদনুসারে রাজ্যের সকল স্থান হইতে দাস ব্যবসায়ও রহিত করা হইয়াছে।

দুর্ভাগ্য নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আণ্ডামান দ্বীপেই দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে ঘসা পয়সা, অথবা যে সকল পয়সা চলে না, তাহা ব্যাঙ্কে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ট্রেজরিতে রাখিল

হইলে আর পুনরায় সাধারণের ব্যবহার জন্য বাহির করা হইবে না। ঐ সকল পয়সা কাটিয়া পুরাতন তামার দরে বাজারে বিক্রয় করা হইবে। এ নিয়মটী উত্তম হইয়াছে, ঘসা পয়সা লইয়া অনেক স্থানে বিষম বিপদে পড়িতে হয়।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

স্বর্ণময়ীচরিতম্।

সন্ত্বত্র নাম ধনিনো যদি সন্ত্যনেকে
হা কিং সদা স্বসুখমাত্রবিনির্বৃতৈস্তৈঃ।
যে তাদৃশা হি পরমঙ্গলবদ্ধকক্ষাঃ
ধর্ম্মৈকতানমনসো বিরলোদয়াস্তে ॥ ১ ॥

একাকিনী ত্বমবলাপি সদা পরেষাম্
আহারসুপ্তিরহিতা যতসে হিতায়।
নিশ্চিন্তমত্র পুরুষাস্তু চিরপ্রমোহ—
নিদ্রাসুখান্যনুভবন্তি বিলাসতল্পে ॥ ২ ॥

রাজীব হে! সুকৃতিবৎসল বঙ্গবন্ধো!
আরোগ্যমাশু ভজ বিশ্বপতেঃ প্রসাদাৎ।
শয্যাগতে ভবতি মন্ত্রিণি কোহন্য রাজ্ঞীং
বিজ্ঞাপয়িষ্যতি দরিদ্রজনার্ত্তিবার্ত্তাম্ ॥ ৩ ॥

যদ্দীনবঙ্গজনজীবনমূলমেকং
সর্ব্বস্বভূতমিহ যচ্চ কৃষীবলানাম্।
কোহপ্যদ্য হা! হতবিধের্বিষমো বিবর্ত্তঃ
শস্যং তদপ্যপহৃতং দুরবগ্রহেণ ॥ ৪ ॥

সিক্তা ধরানয়নরুদ্ধজলপ্রবাহৈঃ
হাহারবৈশ্চ গগনং শতধা বিদার্য্য।
দুর্ভিক্ষরাক্ষসমুখে নিপতন্তি দীনাঃ
অদ্যাপি ভোগশয়নং ধনিনো জহীত ॥ ৫ ।

বৈদেশিকৈরহহ! ধূলিকণানিবৈতান্
পাদৈঃ সদা বিদলিতান্ হতবীর্য্যসারান্।
দীনান্ সহায়রহিতানশনৈশ্চ হীনান্
দুর্ভাগ্যবঙ্গমনুজান্ জগদীশ! রক্ষ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

এদেশে যদি শত শত ধনাঢ্য লোকের বাস থাকে, থাকুক; সেই সকল আত্মসুখে নির্বৃত স্বার্থপর ব্যক্তির বাসে ফল কি? হে রাজ্ঞি! যাঁহারা তোমার ন্যায় স্বদেশের মঙ্গল সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া একতান মনে পরম ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন, তাদৃশ ব্যক্তি এদেশে কয়জন অবস্থিতি করেন? ।১।

অবলা হইয়াও তুমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকিনী পরোপকারব্রতে ব্যাপৃত রহিয়াছ, আর যাঁহারা এদেশের পুরুষ, তাঁহারা নিশ্চিন্তচিত্তে সুখময় বিলাসশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক চিরমোহনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। ২।

হে সুকৃতিবৎসল বঙ্গবান্ধব রাজীব! কৃপাময় বিশ্বপিতার প্রসাদে তুমি অচিরাৎ আরোগ্য লাভ কর। হায়! এ সময় তোমার ন্যায় মহানুভব মন্ত্রিবর ব্যাধিশয্যায় শয়ান থাকিলে কে আর দরিদ্রগণের দুঃখবার্ত্তা রাজ্ঞীর কর্ণগোচর করিবে?। ৩।

যাহা জীবনযাত্রার একমাত্র সহায় এবং নিঃস্ব কৃষীবলদিগের সর্ব্বস্ব ধন, বঙ্গের সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম শস্যরত্ন আজি দুরন্ত অবগ্রহ আসিয়া হরণ করিয়াছে, হায়! দৈবের কি নিদারুণ পরিণাম। এখন বঙ্গের দশা দর্শন করিলে শোণিত শুষ্ক হয়; চতুর্দ্দিক হইতে হাহাকার সমুত্থিত হইয়া অম্বরপথকে শতধা বিদীর্ণ করিতেছে, অজস্র অশ্রুজল ধরাতলকে কর্দ্দমিত করিতেছে, ঐ দেখ! ভীষণাকার দুর্ভিক্ষরাক্ষস এককালে শত শত বঙ্গজনকে ধরিয়া চর্ব্বণ করিতেছে! ধনিগণ! আর কবে তোমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে?।৪।৫।

হায়! একে ইহাদের বল নাই, বীর্য্য নাই, সহায় নাই, সম্পদ্ নাই, অশন নাই, বসন নাই; তাহাতে আবার বৈদেশিকেরা ইহাদিগকে ধূলিকণার ন্যায় পদে পদে পদদ্বারা দলিত করিতেছে; হা করুণাময় বিশ্বেশ্বর! এই হতভাগ্য বঙ্গসন্তানগণকে রক্ষা কর। ৬।

(ক্রমশঃ)

মহাশয়:

কল্য রাত্রি প্রায় ১টার সময় কোন্নগরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘটকের বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা কোন শব্দাদি না করিয়া আশ্চর্য্য রূপে ডাকাইতি করিয়াছে। শাল প্রভৃতি মূল্যবান্ বস্ত্রাদি দগ্ধ করিয়াছে। তাহারা সংখ্যায় প্রায় ১৪।১৫ জন ছিল, ডাকাইতি করিয়া যাইবার সময় ক্রম ক্রমে বাটীর উঠানে একগাছি হীরার বালা, একটী হীরার অঙ্গুরীয় এবং ২০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ফেলিয়া গিয়াছে। গৃহস্থিত সমুদায় বাক্স, সিন্দুক এবং লৌহময় সিন্দুক প্রভৃতি ভগ্ন করিয়াছে। তাহারা ডাকাইতি করিয়া চলিয়া গেলে পর উক্ত ঘটক মহাশয় তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইয়াছিলেন। কিন্তু দস্যুরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার মস্তকে ভয়ানক রূপে আঘাত করিয়াছে, মস্তক হইতে অনবরত রক্ত বাহির হইতেছে, জীবন সঙ্কট। প্রাতঃকালে শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট, ইনস্পেক্টর, হেড কনষ্টেবল, কনষ্টেবল প্রভৃতি অনেক লোক আগমন করিয়াছিলেন। ডাকাইতগণ ধৃত হয় নাই বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। চারিদিকে সংবাদ পাঠাইতেছেন। ঘটক মহাশয়কে শ্রীরামপুরের হস্‌পিটালে পাঠান হইয়াছে। ইহার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কোন্নগরে একটী ডাকাইতি হইয়াছিল, ভারত সংস্কারকে তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিত হয়, দস্যুগণও ধৃত হইয়া যথোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ভয়ানক ডাকাইতির বিশেষ তদন্ত করেন এই প্রার্থনা।

১৮৭৪ সাল—২৮ এ জানুয়ারি
কোন্নগর।
একান্ত বশম্বদ।
শ্রী জঃ—

মহাশয়।

বরাহনগর একটী প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্যে গণ্য। এখানে বিস্তর ভদ্র ও ধনীলোকের বাস। ইহা দুই পাড়ায় বিভক্ত, উত্তর এবং দক্ষিণ পাড়া। দক্ষিণ পাড়ায় ধনীলোকের বাস অপেক্ষাকৃত অধিক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেই পরিমাণে এই পাড়ার দুরবস্থা। উত্তর পাড়ায় নানা প্রকার হিতকরী সভা স্থাপিত হইয়াও দেশের প্রকৃত উপকার হইতেছে না। যাহা হউক যদিও সমাজ সংস্থাপকগণের এক্ষণে কেবল সুখ্যাতি ও যশঃলাভের বাসনাই প্রবল হইয়াছে, তথাপি সদনুষ্ঠানের এমনি গুণ যে তাহাতেও দেশের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ পাড়ার যে কি অবস্থা তাহা শ্রবণ করিলে পাঠক মহাশয় মাত্রেই অতিশয় দুঃখিত হইবেন। এখানে এমন একটীও সভা নাই—যদ্দ্বারা দেশের কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হইতে পারে। এখানকার লোকে সর্ব্বদা দলাদলি, পরনিন্দা, পরহিংসা ও পরের কথা লইয়া দিনযাপন করেন, কিন্তু আপনাদিগের স্বভাবের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। বরাহনগর ও কাশীপুর মধ্যে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে দুইটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। কাশীপুরেরটী বহুকালের ও মৃত বাবু কাশীনাথ রায়চৌধুরি মহাশয়ের স্থাপিত। কাশীনাথ বাবু অনেক যত্নে ও অর্থব্যয়ে এই বিদ্যালয়টী পাঠোপযোগী করিয়া দেশের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। বরাহনগরের বিদ্যালয়টী কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টীর কোন আবশ্যকতা নাই, ইহাতে যাহা ব্যয় হইয়া থাকে তাহা অপব্যয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন অধোগতি হইতেছে। বিদ্যালয় দুইটীর এখন এরূপ

অবস্থা ঘটিয়াছে যে যদ্যপি বালকেরা সুচাকরূপে পাঠাভ্যাস না করে কিম্বা নিয়মিত রূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে শিক্ষকগণ ভয়ে বালকদিগকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন না পাছে তাহারা বিপক্ষ বিদ্যালয়ে গিয়া ভর্ত্তি হয় এবং তাহা হইলে তাঁহাদের আয় হ্রাস হইবে। নানা প্রকার মিষ্টবাক্যদ্বারা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ বালকদিগকে বশীভূত করেন। সম্পাদক মহাশয়! আপনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে এরূপ বিদ্যালয়ে কি প্রকার শিক্ষা কার্য্য হইতে পারে। দুইটী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ যদি একত্র মিলিত হইয়া উভয়ের আয় লইয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন, তাহা হইলে দেশের যে কি মহোপকার হয় তাহা বচনাতীত। অধ্যক্ষ মহাশয়েরা দুইটী বিদ্যালয় যোগ করিবার একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বিদ্যালয় হইলে পাছে এক পক্ষের প্রভুত্ব ও মানের হ্রাস হয় এই ভয়ে কেহই সম্মতি প্রদান করিতে পারিলেন না; প্রেসিডেন্সি বিভাগের সুযোগ্য ইনিস্পেক্টর মেং উড্রো সাহেব এই বিদ্যালয় দুইটী যোগ করিবার একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মেম্বর মহোদয়গণ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করাতে দুইটী বিদ্যালয়ের এরূপ দুরবস্থা ঘটিতেছে। এক্ষণে আমাদের এই প্রার্থনা যে উভয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এক মতাবলম্বী হইয়া দুইটী বিদ্যালয় যোগ করতঃ একটী ভাই স্কুল স্থাপন করিবার যত্ন করিলে বোধ হয় আমাদের দেশ হিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অবশ্যই এ বিষয়ে সাহায্যদান করিতে পারেন এবং তাহা হইলে বরাহনগর ও কাশীপুর নিবাসীদিগের একটী প্রধান অভাব মোচন হয়।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঅঃ

বারাণসীর মাজিষ্ট্রেট 'কে' সাহেব স্থানান্তরিত হওয়াতে এখানে পুনরায় বদমায়েসদিগের দল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আপাততঃ অতি অল্পদিন হইল, বাঙ্গালীটোলায় কোঁচবেহারের মোক্তার বাবু শুকদাস মজুমদারের বাটীর নিকট, এক বাটীতে জুয়া খেলার আড্ডা হয়। পুলিস জুয়ার বিষয় অবগত হইবামাত্র, বদমায়েসদিগকে ধৃত করণার্থ আড্ডাভিমুখে অগ্রসর হইতেই কয়েক জন বদমায়েস পুলিস কর্ম্ম চারিদিগকে, তরবারিদ্বারা হনন করিতে উদ্যত হয়। পুলিসের লোকেরাও অতিশয় বলবান্ ছিল। কিছুক্ষণ উভয় দলে যুদ্ধ হইয়া পুলিস কর্ম্মচারিগণ লাঠী দ্বারা বদমায়েসদিগের তরবারি ছিনিয়া লয়, এবং তাহাদিগকে ধৃত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সদনে প্রেরণ করে। পর দিবস মাজিষ্ট্রেট ২০।২৫ টাকা জামিন লইয়া ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। এখনও বিচার হয় নাই, শীঘ্রই হইবে। বিচারে যদি ইহাদের কঠিন শাস্তি না হয়, তাহা হইলে যে সকল বাঙ্গালী বদমায়েসদিগের সহিত বৈরিতা করিয়াছেন, তাহাদিগের কাশীতে বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে এবং যে যে পুলিস তাহাদিগকে অস্ত্র সহিত গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাদিগেরও আর রক্ষা থাকিবে না। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত যে যাহাতে পুলিসকর্ম্মচারীগণের একবারে অপমান না হয়, তাহাই করেন।

বারাণসী সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক গফ সাহেব স্থানান্তরিত হওয়ায়, এলাহাবাদ মিউরকলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বাবু আদিত্য রাম ভট্টাচার্য্য এম, এ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। উক্ত সাহেব ৫০০ টাকারও অধিক বেতন পাইতেন। কিন্তু সেই পদে ২৫০ টাকা বেতনে আদিত্য বাবু নিযুক্ত হইলেন। ইনি বাঙ্গালী না হইয়া যদি সাহেব হইতেন, তবে ইনিও সাহেবের সমান বেতনই পাইতে পারিতেন। কৃষ্ণ চর্ম্মের কতই বা দোষ।

আউড এবং রোহিল খণ্ড কোম্পানীর রেলওয়ে বিগত ৫ই জানুয়ারী অবধি বারাণসী হইতে জোয়ান পুরের কিঞ্চিৎ পশ্চিম পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। দেখিতে পাইতেছি যে আরোহীর সংখ্যা প্রতি দিন অল্পই হইয়া থাকে। মালের চলাচল নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভাড়া যে কিছু উঠে, তদ্দ্বারা কর্ম্মচারিগণেরও বেতন নির্ব্বাহ হয় না। নূতন লাইন জন্যই এপ্রকার হইতেছে, বোধ করি ক্রমাগতই আরোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।

সম্প্রতি জনৈক বদমায়েস (ভদ্র সন্তান) দুই জন মহাজনের দোকান হইতে বারাণসী সাড়ী বাকী মূল্য দিবে বলিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। মহাজনেরা টাকা চাহিলে, টাকা ও সাড়ীর বিষয় অস্বীকার যায়। কোর্টে অভিযোগ করাতে বদমায়েস মহাজনকে ঘাটে পাইয়া বিলক্ষণ প্রহার করে। মহাজন বেচারা পুনর্ব্বার বদমায়েসের বিরুদ্ধে ফৌজদারিতে অভিযোগ করিয়াছে। দেখা যাউক বিচারে কি হয়! কাশী কি অরাজক হইল না কি?

শ্রীধর সান্যাল।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬ টাকা	৭॥৹
" ষাণ্মাসিক … …	৩॥৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক … …	২ "	২।৶৹
মাসিক …	৸৹	৸৶৹
প্রতি সংখ্যা … …	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরনের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্যে বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি আর্ডর, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ৪২ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৫শে মাঘ শুক্রবার। ১৮৭৪—৬ই ফেব্রুয়ারি { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বুধবার টাউন হলে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের সাহায্যদানার্থ একটী মহা সভা হয়। প্রধান প্রধান ইংরাজ ও বাঙ্গালী প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। মহারাণী বিক্টোরিয়া এই উদ্দেশে স্বয়ং ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন জয়পুরের মহারাজা ২০,০০০, বর্দ্ধমানের মহারাজা ২০০০০, পাতিয়ালার মহারাজ ১০০০০, রাজা কমল কৃষ্ণ ১০০০০, লর্ড নর্থব্রুক ১০,০০০, ডিউক অব আর্গাইল ৫০০০, সার এফ হালিডে ১০০০, সার আরস্কিন পেরী ১০০০, টাকা এবং অন্যান্য মহাত্মা গণও সাহায্য দান স্বীকার করিয়াছেন। একটী মধ্যবর্ত্তী রিলিফ কমিটী অতি সত্বর স্থাপিত হইবে। এদেশে আরো অনেক ধনাঢ্য আছেন, সকলে এবিষয়ে বদান্যতা প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশকে রক্ষা করুন।

—

মফস্বলের পোষ্ট আফিস সকলের অন্যায়াচরণ বিষয়ে আমরা গতবারে যাহা লিখি তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী স্থানের উল্লেখ করা যাইতেছে। হুগলী জেলার অন্তর্গত ইঁলিপুরের অধীনে বন্দীপুরে একটী ডাক ঘর আছে। ইহার দুই ক্রোশ মধ্যস্থ পত্র সকল প্রায় ৫।৬ দিনের কম বিলি হয় না। তাহাও পেয়াদাটীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর। প্রতি পত্রে দুই পয়সা অতিরিক্ত দিতে হয়। আমরা শুনিয়াছি পয়সা না দিলে পেয়াদাটী পত্র ফিরিয়া লইয়া যায়। আমরা ভরসা করি যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এবিষয়ের অনুসন্ধান করেন।

—

কানা নদীর মোহানা খোলা হওয়াতে তত্তীরবর্ত্তী লোক সকলের বিশেষ উপকার হইয়াছে। কানা নদীর সহিত সংযুক্ত যে সকল নদী আছে, এই সঙ্গে সেই গুলিতেও জল প্রবেশ করাইলে ভাল হয়। ইহা হইলে প্রায় সমগ্র হুগলী জেলা জলকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। ইহাতে ব্যয় ও অধিক হইবে না। সামান্য ব্যয়ে সুলতান পুরের হানা কাটাইয়া দিলে জেজুরের নদী প্রবলা হইতে পারে। ইহা দ্বারা প্রায় পঞ্চাশ খানি গ্রাম উপকৃত হইবে। ঘীয়ে, কুন্তী, সরস্বতী, কুন্তী প্রভৃতি কতিপয় নদীতেও এইরূপে জল প্রবেশ করান যাইতে পারে। এমন সময় জলকষ্টের সময় গবর্ণমেন্ট এই কার্য্য গুলি করিলে দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রমোপজীবীরাও কর্ম্ম পাইয়া দুর্ভিক্ষের হাত হইতে অনেকটা রক্ষা পাইতে পারে।

—

রুসীয়গণকে এত দিন দেখা যায় নাই, এখন তাঁহারা দুই একটী করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতেছেন। গত বর্ষে কাউণ্ট পিসারেফ আসিয়া এ দেশ দেখিয়া যান। সম্প্রতি প্রিন্স বই ঝেটিবাটিনস্কী, কাউণ্ট বাথিয়ানী, ব্যারণ অরোজী এবং অধ্যাপক রুএলমাডলী এই কয় ব্যক্তি এ দেশে আসিয়াছেন। তাঁহারা আমোদোদ্দেশে আসিয়াছেন বলেন, কিন্তু তদপেক্ষা কোন গুরুতর অভিসন্ধি থাকা বিচিত্র নহে। রুসীয়দিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যেন অসাবধান না থাকেন।

—

দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট ও দেশের দয়াশীল সকল ব্যক্তিই সাহায্য দানার্থ উদ্যুক্ত হইতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে উদাসীন-প্রায় রহিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমের গত দুর্ভিক্ষে ব্রাহ্মসমাজ বিপন্ন ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থ বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইতেছে ও তাহার শাখা প্রশাখা চারিদিকে বিস্তারিত হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের দয়াবৃত্তি কি ক্রমে নিস্তেজ ভাব ধারণ করিতেছে? আমরা আশা করি ডফ সাহেবের ন্যায় কেশব বাবু বক্তৃতা দ্বারা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের জন্য দাতব্য সংগ্রহ করেন এবং সকল ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে আপনাদিগের সাধ্যমত সাহায্য দানে অগ্রসর হন।

—

গত ২রা ফেব্রুয়ারি হইতে কলি-

কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনর ও এম এ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এবার বি এল পরীক্ষাতে ১৪ জন ব্যতীত সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনাগেল। বি এল পরীক্ষার্থীদিগের এমন শুভাদৃষ্টত কখন দেখা যায় নাই, ইহা কি উকীলদিগের শিক্ষা নবিসী করিবার জন্য? ২রা ফেব্রুয়ারি এটর্ণিদিগের পরীক্ষা হয়, তাহাতে ১৬ জন পরীক্ষার্থী হইয়াছেন।

টালিগঞ্জে স্কুল কমিটীর তত্ত্বাবধানে যে স্কুল খুলিবার কথা ধার্য্য হয়, আমরা শুনিলাম তাহার নাম 'সাউথ সুবার্বন স্কুল হইবে, তাহার জন্য একটী সুন্দর বাটী ভাড়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহা এই সপ্তাহে খোলা হইবে। ১৫০ ও ১০০ টাকা বেতনে উপরিস্থ দুই জন শিক্ষক নিয়োগের কথা হইতেছে। তাহা হইলে বিদ্যালয়টী বেশ একটী জেলা স্কুলের ন্যায় হইবে।

ভারত সংস্কারক।

শ্রীরাম পুরের মিউনিসিপাল কমিসনর নির্ব্বাচন।

বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্রই এতৎসম্বন্ধে এক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের প্রশংসা করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া এতাবৎকাল কেবল ইহার গতি দর্শন করিতে ছিলাম। এক্ষণে প্রায় সকলেই মুখ বন্ধ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মৌনব্রত ভঙ্গ করিবার সুযোগ উপস্থিত। আমরা এসম্বন্ধে কেবল গুটীকত কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ইউরোপীয় আত্মশাসন প্রণালী বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন; পরীক্ষা স্থলে শ্রীরামপুর নগরকে গ্রহণ করিয়া আপনকার উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হন। তিনি শ্রীরামপুরকে তিনটী চক্রে বিভক্ত করেন। প্রথম চক্র শ্রীরামপুর নগর, চাতরা ও বল্লভপুর, দ্বিতীয় রিসড়া ও মাহেশ এবং তৃতীয় কোন্নগর। প্রতি চক্রের আপামর সাধারণ লোকদিগকে তত্রত্য মিউনিসিপাল কমিসনর মনোনীত করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটের উপর এই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার ভার অর্পিত হয়। মাজিষ্ট্রেট আবার তাঁহার প্রিয়পাত্র দুই একটী দেশীয় ভদ্র লোকের উপর সেই ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হন। প্রিয়পাত্র ভদ্র লোকেরা কর্ত্তব্যানুরোধে হউক বা যশোলাভের লালসায় হউক একটী প্রকাশ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে তথায় আগমন জন্য অনুরোধ করেন। এদিকে তাঁহারা নিজে যে সকল ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন, অথবা যাঁহারা মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বপক্ষে মত সংগ্রহ জন্য প্রতিনিধি দ্বারা সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করেন। প্রতিনিধিগণ তাহাদিগের কর্ম্ম কিরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতুকাবহ। পথে ঘাটে মাঠে যে যাহাকে যেস্থানে পাইয়াছে, তাহাকেই আপনাদিগের নিজের লোকদিগের পক্ষ সমর্থন জন্য অনুরোধ করিয়াছে। সাধারণের মধ্যে অনেকেই হয় তো মনোনীত ব্যক্তির প্রজা বা খাতক সুতরাং তাহারা জমীদার বা মহাজনদিগের কোপ হইতে বাঁচিবার নিমিত্ত প্রকাশ্য স্থানে গমনপূর্ব্বক যথাদিষ্ট বলিতে বাধ্য হয়। প্রায় সকল কমিসনরই এইরূপে মনোনীত হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রকারে আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। আমরা "প্রতিনিধি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি—ইহার অর্থ মনোনীত ব্যক্তির দরোয়ান, সরকার, গোমস্তা বা অন্য কোন কর্ম্মচারী বুঝিতে হইবে। "সাধারণ" অর্থেও সর্ব্বসাধারণ না বুঝিয়া কেবল অনক্ষর চাষা বা ইতর লোক সকল মাত্র। ইঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিল। প্রতিনিধিগণ স্ত্রী পুরুষ বিচার করে নাই, যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছিল, তাহাকেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করিয়াছিল। ইহাই "স্ত্রীলোকে মত দিয়া মিউনিসিপাল কমিসনর মনোনীত করিয়াছে" বলিয়া মিউনিসিপালিটীর সভ্যেরা গৌরব করিয়া থাকেন, এবং অনভিজ্ঞ সম্পাদকগণ ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন করেন। সংবাদ পত্রে এমন অপরূপ বৃত্তান্ত প্রকটিত করিলে বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের কৌতুক বর্দ্ধন হয় বটে, কিন্তু চিন্তাশীল দেশীয় ব্যক্তিরা ইহাতে অনিষ্ট বই ইষ্ট দেখিতে পান না। মহা ধুম ধাম করিয়া বহ্বাড়ম্বরে একটী কার্য্যের সূত্রপাত হইল, কিন্তু যদি শেষ রক্ষা না হয়, তাহা হইলে তাহা কতদূর লজ্জাকর হইয়া থাকে। শ্রীরামপুর কলিকাতার কিছু অধিকদূরে নয়, এখানকার বৃত্তান্ত কলিকাতার নাগরিক সম্পাদকেরা না জানুন, কিন্তু যে সকল সম্পাদক কলিকাতায় বদ্ধ নন, ইহার বিষয় তাহাদিগের অবিদিত কিছুই নাই। আমরা যতদূর জানি বলিতে পারি এসকল স্থানে কৃতবিদ্য পুরুষের সংখ্যাই অতি অল্প, সুতরাং বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের সংখ্যাও যে আরো অল্প পরিমাণ হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের "লেডী" অর্থাৎ ভদ্র লোকের কুলবধূরা মিউনিসিপাল কমিসনর মনোনীত করিবার জন্য মত দিয়াছেন বলিয়া সংস্কার আছে, তাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিবেন যে ইহাতে ভদ্র সংস্পর্শ অতি অল্পই ছিল। আমরা যেরূপ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উপরি শ্রেণীর

পুরুষেরা পর্য্যন্ত ছিল কি না সন্দেহ। আমরা মনোনীত ব্যক্তিদিগের সকলের সহিত পরিচিত নহি, সুতরাং মনোনীত কিরূপ হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না, তবে যতদূর জানি ২১১টী অত্যুত্তম হইয়াছে এবং কয়েকটী মন্দ হয় নাই বলিতে পারি। কিন্তু এ প্রকারে মিউনিসিপাল কমিসনর মনোনীত করা অপেক্ষা আমাদিগের পূর্ব্বকার পঞ্চায়ত প্রথা ভাল ছিল। পঞ্চায়তের এরূপ বিকৃত প্রেতাত্মা যদি নবপ্রবর্ত্তিত আত্মশাসন প্রণালী বলিয়া গণ্য হয়, তাহাহইলে সার জর্জ ক্যাম্বেল আমাদিগকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করুন, ইহা হইলেই আমাদিগের বিশেষ উপকার করা হইবে।

আশঙ্কার গুরুত্ব।

আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ ক্রমে আসন্ন হইতেছে। ইহার বল বিক্রম ও আক্রোশ শীঘ্রই রুদ্রভাব ধারণ করিবে সকলেরই এরূপ আশঙ্কা হইতেছে। এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে আশার কথা কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। দৈববল ভিন্ন নিস্তার নাই, অবশেষে গবর্ণমেণ্টও এরূপ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রধান উদ্‌যোগী ও কর্ম্মকর্ত্তা সর জর্জ্জ ক্যাম্বল সাহেবও যে দেশ রক্ষা সম্বন্ধে ভীত হইয়া দেবানুগ্রহের উপর আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছেন তাহার পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। সমস্ত সংবাদ পত্র সমস্বরে আশঙ্কার কথাই প্রচার করিতেছে। ইংলণ্ডের টাইম্‌স প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রও সেই স্বরে যোগ দান করিয়াছেন। এ বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্রীটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনও সেই আশঙ্কা প্রচার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য অনেক চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ও আয়োজন একত্র হইয়াও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নিবারণে অতি অল্প মাত্র সমর্থ হইবে।

ক্যাম্বেল সাহেবই সর্ব্বাগ্রে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করেন। লর্ড নর্থব্রুক তখন হিমালয়ের বায়ু সেবন করিতেছিলেন। ক্যাম্বেল সাহেবও তখন কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় ছিলেন না। কলিকাতায় থাকিলে মহামতি শাসনকর্ত্তা আরও পূর্ব্বাহ্নেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনুভব করিয়া, তৎপ্রতিবিধানের অপেক্ষাকৃত অধিক সময় পাইতেন এবং তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা করিতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপে যে সময় নষ্ট হইয়াছে তাহা অমূল্য, কোন উপায়ে তাহার পুনরুদ্ধার করা যায় না। দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য। ক্যাম্বেল ও লর্ড নর্থব্রুকের আবার মতভেদ হইল। ক্যাম্বেল সাহেব রপ্তানি বন্ধ করিতে চাহিলেন, নর্থব্রুক তাহাতে প্রতিবাদী হইলেন। বস্তুতঃ লর্ড নর্থব্রুক আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ যখন শৈল বিহারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ শুনিয়া চমকিত হইলেন যে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে; ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন একে, ওকে, তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন; কিন্তু দেশের ভাবগতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাতে যথাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন না। লোকযাত্রা বিধান শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে রপ্তানির দ্বারও প্রমুক্ত রাখিলেন, আর আশা করিলেন প্রয়োজন ও প্রতীকারের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যথাস্থানে অভাবানুমত দ্রব্য সামগ্রী আপনা আপনি ব্যবসায়ী লোকদিগের দ্বারা নীত ও বিতরিত হইবে। মহানুভব ইংলণ্ডীয়গণ এ দুঃসময়ে বঙ্গদেশকে সাহায্য করিতে চাহিলেন, লর্ড নর্থব্রুক তাহাতেও প্রতিবাদী হইলেন। তাঁহার বিবেচনায় স্থির হইল বঙ্গদেশে কোন বাহিরের সাহায্যের আবশ্যকতা নাই, ইহা আপনার সাহায্য আপনিক রিবেক। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যার্থ আয়োজন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা কেবল শ্রমজীবী লোকদিগের জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আয়োজনে বিশেষ ফল ফলিতেছে না। রেলওয়ে ষ্টেসন সকল তণ্ডুলের বস্তায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে, সর্ব্বত্রই প্রায় যথাস্থানে প্রেরণের কোন সুবিধা হইতেছে না। বুঝি বা অনাহারে সহস্র সহস্র প্রাণী দুর্ভিক্ষ গ্রাসে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়। ঈশ্বর না করুন যদি তাহাই ঘটে, তাহা হইলে কি বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এবার আত্মপক্ষ রক্ষা করিবেন জানি না। ক্যাম্বেল সাহেবকে কেহ কোন বিষয়ে দায়ী করিতে পারিবেন না, তিনি সকল দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার পথ করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড নর্থব্রুকের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ও ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। লর্ড নর্থব্রুকই সমস্ত দায় স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছেন, সুতরাং দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে কোন ক্রটী হইলে, তিনিই দোষভাগী হইবেন সন্দেহ নাই।

লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া অবধি যেরূপ বিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা ও প্রশংসার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার উপর কোন প্রকার দোষারোপ না হয়, ইহা আমাদিগের হৃদয়গত অভিলাষ। কিন্তু ন্যায়ানুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষাশঙ্কা বিষয়ে তাঁহার গণনা ভ্রান্তি-

সঙ্কুল হইয়াছিল এবং সেই ভ্রান্তিজনিত বিষময় ফল অসংখ্য লোককে ভোগ করিতে হইতেছে। বিলাতের সংবাদ পত্র সকলের ভৎসনাতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ এক মিনিট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা না হইলে যুক্তিতর্কেত লোকের প্রাণরক্ষা হইবে না। নেপোলিয়ান ওয়াটারলুর যুদ্ধে সামরিক শাস্ত্র সঙ্গত সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন প্রমাণ করিলে আর লাভ কি হইল ?

যাহাহউক লর্ড নর্থব্রুকের হৃদয় প্রশস্ত। এক্ষণে দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি তজ্জন্য প্রকৃষ্ট উপায় সকল অবলম্বনে ক্রটি করিতেছেন না। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বুধবার তিনি টাউন হলে একটী বৃহৎ সভা আহ্বান করেন এবং তাহাতে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী এবং তন্নিবারণের বিশেষ আয়োজন আবশ্যক বলিয়া বর্ণন করেন। আমাদিগের দয়াশীলা মহারাণী বিক্টোরিয়া এতদর্থে ১০ হাজার টাকা দান করিতে চাহিয়াছেন,দেশীয় অনেক রাজগণও মুক্ত হস্তে সাহায্য দানার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। একটী 'সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটী সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। আমাদিগের রাজপুরুষগণ যখন এতদূর উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন দুর্ভিক্ষ প্রশমনের অনেক দূর সম্ভাবনা।

যাহাহউক দেশীয় সর্ব্বসাধারণের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য, বিপদ্ আসন্ন, তাঁহারা সকলে বিশেষরূপ সতর্ক হউন। গবর্ণমেণ্ট অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ও অবিশ্রান্ত চিন্তা পরায়ণ হইয়া মানবসাধ্য সকল উপায়ই দেখিতেছেন, সকলে এ সময়ে যতদূর সাধ্য তাঁহাদিগের সহিত যোগদানে প্রবৃত্ত হউন। জগদীশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই হইবে, কিন্তু যতক্ষণ সময় আছে, মানবীয় চেষ্টার যেন শৈথিল্য না হয়।

স্বেচ্ছাব্রতী গ্রামরক্ষক।

সাপ্তাহিক সমাচার একটী অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন—প্রত্যেক গ্রামের শান্তিরক্ষার্থ স্থানীয় এক এক দল বলণ্টিয়ার অর্থাৎ স্বেচ্ছাব্রতী প্রহরী প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে এ প্রস্তাবের পোষকতা করিতেছি। লোকের ধন, মান, প্রাণ রক্ষা না হইলে লোকালয়ে বাসকরা বিড়ম্বনা মাত্র এবং সে বিষয়ে অগ্রে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিলে লোকে অন্য কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারে না। অসভ্য অবস্থায় প্রত্যেক লোক আপনি আপনার রক্ষক, আততায়ীকে দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মনুষ্য উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন এবং তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সভ্য জীবনের উপযোগী কার্য্য সকলে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু অদ্যাপি পৃথিবীর কোন দেশ এতদূর উন্নত দেখা যায় না, যে তথায় প্রজাগণের আদৌ আত্মরক্ষণের প্রয়োজন নাই, গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সকল অভাব পূর্ণ হইতেছে। এই কারণে ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যতম দেশেও ভদ্রলোকগণ পর্য্যন্ত অস্ত্র শস্ত্র চালনা শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগকে এবং প্রয়োজন হইলে স্বদেশকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

বঙ্গবাসিগণ এখন যেরূপ হীন-বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, চিরকাল এরূপ ছিলেন না। পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটী ব্যায়ামশালা ছিল এবং ভদ্র লোকগণও তথা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আপনাদিগকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিতেন। তখন গবর্ণমেণ্টের এত সুনিয়ম ছিল না, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ আপনারাই অনেক পরিমাণে দস্যু তস্করগণের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন। এখন গবর্ণমেণ্টের নিয়ম ও শাসন প্রণালী সহস্রগুণে উৎকৃষ্টতর হইলেও আমরা আপনাদিগকে নিরাপদ দেখিতে পাই না, অথচ পূর্ব্বপুরুষদিগের বল, সাহস ও আত্মরক্ষণ কৌশল সকল হারাইয়া আমরা নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছি। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র সকল কাড়িয়া লইয়া আমাদিগের নিরুপায়তার আরো সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের রক্ষার জন্য কি উপায় করিয়াছেন ?—পুলিস দিয়াছেন ! কিন্তু তাঁহার পুলিস সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত মনুষ্যমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ব্বে সামান্য চৌকীদার দ্বারা গ্রামরক্ষার যতদূর সাহায্য হইত, কনষ্টেবলদ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। ইহারা নিরীহ লোকদিগের উপরেই অত্যাচার করে, কিন্তু দুষ্ট লোকদিগকে ভয় করিয়া থাকে। পুলিসের সম্মুখেই চুরি ডাকাইতী প্রভৃতি সকল দৌরাত্ম্যই অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে, তাহারা কোন প্রতিবিধান করিতে পারে না। কেবল প্রতিবিধান করিতে পারে না, তাহা নহে, ইহারা গোলমাল স্থলের ত্রিসীমায় যাইতে চায় না। গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের হস্তে এক এক গাছি রুল মাত্র দিয়াছেন, তাহাতে ইহারা দুর্ব্বলদিগকে পীড়ন ভিন্ন আর কোন্ কার্য্যে বলপরীক্ষা করিতে পারে ?

বর্ত্তমান পুলিস যদি সমূলে সংশোধিত হয়, শিক্ষিত সচ্চরিত্র ভদ্রলোক-

গণ যদি অধিক পরিমাণে শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে পুলিস-দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্য হইতে পারে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত ব্যক্তিগণ দ্বারা সকল সময় আমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে, আপনারা আহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা গেলেই চলিবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না, ইচ্ছাও করি না। গ্রামবাসীদিগের আপনাদিগের মধ্য হইতে আত্মরক্ষার্থ বল ও উপায় সংগঠিত না হইলে আমরা কোন ক্রমে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। ঠগী কমিসনরদিগের বিশেষ চেষ্টা ও শাসনে এ দেশের অনেক পুরাতন ডাকাইত নির্ম্মূল হইয়াছে, এই কারণে বঙ্গদেশ কিছুকাল দস্যুভয় হইতে বিরাম লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যবস্থা রহিত হইতে না হইতে দস্যুব্যবসায়িগণ প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়াছে, অনেক নূতন নূতন ডাকাইতদলও প্রস্তুত হইতেছে। গত বর্ষে আমরা এক হুগলী জেলায় ৮।১০ স্থানে ডাকাইতীর কথা শুনিয়াছি। এ বৎসরও শীত গত হইতে না হইতে ৪।৫ স্থানে ডাকাইতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কোন্নগরে যে ভয়ঙ্কর ডাকাইতী হইয়াছে, গত সপ্তাহের পত্রে আমরা তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। আমরা আরো শুনিলাম, চাঁপরাই গ্রামে, আমতার নিকট ঘোষপুর গ্রামে ও অন্য ২।৩ স্থানেও ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। পুলিস্ কাছে থাকিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই, ইহাতে দেশবাসীরা শঙ্কাকুল না হইয়া আর কি করিবে? আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম 'বলণ্টিয়ার প্রহরী' প্রস্তুত করিবার জন্য কোন্নগর বাসিগণ উদ্যুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অনুমতিদান না করিলে তাঁহারা কখনই পূর্ণমনোরথ হইতে পারিবেন না। বঙ্গবাসিগণ যত দুর্ব্বল ও ভীরু হউন না কেন তাঁহাদিগের মধ্যে সাহসী ও দৃঢ়ব্রত লোক সকল আছেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েক জন বাঙ্গালী সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতেও প্রার্থী হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উৎসাহদান করা দূরে থাকুক, পদে পদে ইহাঁদিগকে নিরুৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য জাতির ন্যায় বঙ্গবাসীদিগকে উৎসাহ দান করেন, অচিরে একদল বঙ্গীয় সৈন্য দর্শন করিতে পারেন এবং বাঙ্গালী সৈনিক কর্ম্মচারীদ্বারা যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিতে পারেন। যাহা-হউক আপাততঃ বঙ্গবাসিগণ যদি স্ব স্ব গ্রামে বলণ্টিয়ার প্রহরী হইতে চান, সে বিষয়ে সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা প্রস্তাব করি, শ্রীরামপুরে যেমন পরীক্ষার্থ নূতন মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেইরূপ পরীক্ষার্থ উক্ত মিউনিসিপালিটীর অধীনে 'স্বেচ্ছব্রতী শান্তিরক্ষকেরও' ব্যবস্থা করা হউক। ইহাদ্বারা যদি সুফল লাভ হয়, অন্যান্য স্থানেও সে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

আজি কালি বঙ্গদেশের অবস্থা দিন দিন যেরূপ ভাব ধারণ করিতেছে, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দিব্যচক্ষে ইহার পরিণাম দেখিতে পাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে কতিপয় জেলায় অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইতেছে। অন্নাভাবে লোক সকল হাহাকার করিতেছে। যে সকল স্থানে এখনও দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করে নাই, তত্রত্য অধিবাসীরাও নিশ্চিন্ত নাই। কবে সঞ্চিত শস্য শেষ হইয়া তাহাদিগকেও অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হইবে এই চিন্তায় তাহাদেরও উদরের অন্ন জীর্ণ হইতেছে না। পল্লীগ্রামে পুরাতন শস্য প্রায় কাহারও সঞ্চিত নাই, নূতন শস্য যাহা কিছু জন্মিয়াছিল, তাহাও নিঃশেষ হইতে চলিল, অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতেও মিলে না, সুতরাং তাহাদের দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ যাহাদিগের চাস নাই, তাহাদিগের অবস্থা আরও অধিক শোচনীয়। নিকটস্থ কোন হাট বা গঞ্জ হইতে চাউল কিনিয়া লইয়া আনিতে হয়, তাহাতে যেরূপ ব্যয়, কষ্ট ও ইতর লোকদিগের উপাসনা স্বীকার করিতে হয়, তাহা যাঁহারা এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অপরের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্র চাউল কিনিতে পাওয়া যায় না, যে যে স্থানে পাওয়া যায় তাহাও এরূপ দুর্ম্মূল্য যে সাধারণে ক্রয় করিতে পারে না। একণে প্রায় সর্ব্বত্রই ৪ টাকা মণ চাউল বিক্রয় হইতেছে, কোন কোন স্থানে ৫ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে, সুতরাং পল্লীগ্রামে এরূপ লোক অতি অল্প সংখ্যকই আছেন যাঁহারা এরূপ মূল্য দিয়া চাউল ক্রয় করিয়া খাইতে পারেন। বঙ্গদেশে সাংক্রমিক জ্বরের অভ্যুদয় এবং তদানুসঙ্গিক মহামারীর আবির্ভাব অবধি ঔষধ ও পথ্য কিনিতে কিনিতে দেশবাসিগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন; প্রায় ৮।১০ বৎসর ২ টাকার ন্যূন মূল্যে চাউল বিক্রয় হয় নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে টাকায় দুই মণ করিয়া চাউল কিনিতেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ২. টাকা মণই যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহার উপর একণে আবার ৪ টাকা করিয়া চাউল কিনিতে হইতেছে। এদিকে এমন গৃহস্থ নাই

যাহাকে আপনার নিজের বা পরিবার বর্গের চিকিৎসা ও ঔষধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করিতে না হয়। টাকার বাজারও নিতান্ত সুলভ নয়। অধিকাংশ লোকেরই উপার্জ্জিত আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেও কুলায় না; সুতরাং এবৎসর বঙ্গদেশের অদৃষ্টে যে কি আছে তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমরা লর্ড নর্থব্রুকের উদারতা ও সহৃদয়তা দর্শনে পূর্ব্বে কত আহ্লাদই প্রকাশ করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বুঝি ভারত মাতার চির দুঃখ এতদিনে অবসান হইবে; কিন্তু তাঁহাকেও আবার তাঁহার দুঃখের সহায় বলিতে আমাদিগের অন্তরে দুঃখ উথলিয়া পড়ে। তিনি যদি ইহার চারিমাস পূর্ব্বে দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ পত্র সকলের অভিমতে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনানুসারে এই চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার আদেশ দিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে চাউলের অসদ্ভাব জন্য সমগ্র দেশ হাহাকার করিত না। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি ইউরোপের ও ইংলণ্ডের অর্থ ব্যবহার শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে ভারতের উপযোগী হইতে পারে না। আয়র্লণ্ডের বিগত দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা সকল হইতে অর্থের পরিবর্ত্তে সাধারণে অন্ন বিতরণ করা হইত। ভারতবর্ষে এই অন্ন বিতরণ করিয়া তদনুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। নিতান্ত হীন জাতি না হইলে কেহ অন্নছত্রের প্রদত্ত অন্ন ভোজন করে না। মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকেরা জীবন পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি কাহারও দ্বারস্থ হইবেন না। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট যে সকল পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেও জানিতে পারিবেন এরূপ ভদ্র লোকের মধ্যে কয়জন চাকরী স্বীকার করিয়াছেন? উড়িষ্যার বিগত দুর্ভিক্ষেও প্রকাশিত হইয়াছিল যে এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই সমধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। ইহাদিগের সংখ্যাও সামান্য নহে। সমগ্র বঙ্গদেশে ছয় কোটী লোকের বাস হইলে ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় দুইকোটী হইবে। ইহাদিগের কষ্ট নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা একবার চিন্তা করা উচিত। জেলা বা উপবিভাগ হইতে চাউলের ব্যবসায় করিবার জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু যেরূপ ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হইবে তাহা ঠিক করা সহজ নহে। পল্লীগ্রামে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে প্রায়ই দলাদলির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, দলাদলী নাই এমন গ্রাম আছে কি না সন্দেহ। একদলের লোক মনোনীত হইলে অন্য দলে যে তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না, এ কথা কে বলিতে পারে? সুতরাং এ ব্যবস্থাটী বিড়ম্বনা। জমীদারেরা যে এ সকল ব্যক্তির সহায়তা করিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাদিগের সহিত জমীদারদিগের একপ্রকার চিরশত্রুতা আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দশ সালার বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এই সকল লোকেরই অবস্থা প্রায় উন্নত ছিল, জমীদারদিগের সৃষ্টি অবধিই তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা। মাল লাখরাজী, জমির খাজনা বৃদ্ধি এবং তদানুসঙ্গিক মোকর্দ্দমা মামলাতেই তাঁহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে যে তাঁহারা সেই জমীদারদিগের সাহায্যপ্রার্থী অথবা জমীদারেরা তাঁহাদিগের কল্যণার্থী হইবেন এ প্রত্যাশা অতি অল্প। এখন গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ইহাদিগের গতি নাই। স্থানে স্থানে চাউলের গোলা করিয়া ক্রীত মূল্যে তাহা প্রদান করিবার যে কল্পনা হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে; কিন্তু তাহাদ্বারা সম্যক্ উপকারের সম্ভাবনা নাই, কারণ অনেকে আবার সেই ক্রীত মূল্যই প্রদান করিতে পারিবে না। আমরা এইজন্য গবর্ণমেণ্টকে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি, সঙ্গত বোধ হইলে তাহা অবলম্বন করিতে পারেন। সেটী এই—প্রতি গ্রামে গোলা স্থাপনা করিয়া এই সকল মর্য্যাদাভিমানী ব্যক্তিদিগকে আবশ্যক মত তণ্ডুল প্রদান করা হউক, যদি তাঁহারা ক্রীত মূল্য দিতে পারেন ভালই, নতুবা "বাড়ী" দেওয়ার ন্যায় তাঁহাদিগকে শস্য দিয়া দুই তিন বৎসরে তাহার মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা হউক। ইহা দ্বারা সর্ব্ব দিক্ রক্ষা হইতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টেরও ক্ষতি হইবে না এবং প্রজারাও অন্নাভাবে মরিবে না। এই শ্রেণীর মধ্যে কর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যাও অধিক, গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন করিয়া যদি উপযুক্ত মত কর্ম্ম দিতে পারেন, তাহা হইলেও ইহাদিগের অনেক উপকার সাধন করিতে পারেন। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের ভার কেবল কোন সরকারী বা জমীদারী কর্ম্মচারীদিগের উপর না দিয়া স্থানীয় সাধারণ ব্যক্তিদিগের উপর দিলে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা। এই সকল গোলাস্থাপনের কল্পনা যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, ততই মঙ্গল।

সাধারণ লোকদিগের সাহায্যার্থ পূর্ত্তকার্য্য সকল আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এই কার্য্য সকল দ্বারা কতদূর উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহাও গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান করা উচিত। আমরা উদাহরণ স্থলে নর্দার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেইলওয়েটির উল্লেখ করিতেছি। ইহার অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারীই ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ট্রাফিক এবং অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট হইতে সংগৃহীত। যাহাদিগের কর্ম্ম ছিল, তাহাদিগকেই কিছু অধিক বেতন প্রদান করিয়া লওয়া হইয়াছে

কিন্তু যাহাদিগের কোন কর্ম্ম নাই অথচ যাহারা কর্ম্ম করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক, এমন লোক অতি অল্পই গৃহীত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করেন। ইতর লোক দিগের সম্বন্ধে অর্থাৎ কুলী সংগ্রহের বিষয়েও ইহা বলা যাইতে পারে যে গবর্ণমেণ্ট * যদি কেবল কণ্ট্রাক্টদার দিগের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য লইতে চান, তাহা হইলে ইহাদিগেরও সম্যক্ সাহায্য করা হইবে না। কণ্ট্রাক্টদার ব্যবসায়ী, যথায় কুলী সংগ্রহ করিলে তাহার লাভ হইবে তথা হইতে তাহা সংগ্রহ করিবে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রদেশ উপকৃত হইতেছে কি না, তাহার অনুসন্ধানে ব্যবসায়ীর কোন প্রয়োজন নাই সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এটাও বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত।

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য গবর্ণমেণ্ট যেন সার চার্লস ট্রিবিলিয়নের বাক্য স্মরণ রাখেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হস্তে অপর্য্যাপ্ত অর্থ আছে বলিয়া যেন গর্ব্বিত ও নিশ্চিন্ত না থাকেন। যখন দেশে শস্যের অভাব, তখন যাহাতে তাহা বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আনীত হইতে পারে তাহার বিহিত চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে সংবাদ প্রেরিত হউক, যথায় অতিরিক্ত শস্য পাওয়া যাইবে তথা হইতেই তাহা আনিতে হইবে, নতুবা সমগ্র বঙ্গদেশ রক্ষা করা অসম্ভব। আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে প্রকার রিলিফ কমিটী সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল, অবিলম্বে দেশের স্থানে স্থানে সেইরূপ কমিটী সকল সংস্থাপিত হউক। আর কল্পনার সময় নাই— একবারে সমুদায় কার্য্য যথাসম্ভব আরম্ভ হউক। যে সকল কার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হউক। জলকষ্ট পীড়িত প্রদেশ সমূহে শীঘ্র শীঘ্র জলের সুবিধা করিতে পারিলে আগামী বৎসরের ফসলও শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হইতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট আর কল্পনায় অধিক সময় নষ্ট না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্য সকল আরম্ভ করেন এই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

নাটকাভিনয় ও পুস্তক সমালোচনা।

গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর, কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট। ১৯ মাঘ শনিবার ১২৮০। নন্দবংশোচ্ছেদ নাটকাভিনয়।

কৃষ্ণকুমারীর পরেই নন্দবংশোচ্ছেদের অভিনয় হওয়াতে অভিনয় কালে এই দুই নাটকের দোষ গুণের বিচার আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল। এডিসন * স্বদেশীয় বিয়োগান্ত নাট্য-সাহিত্যের যে সমস্ত দোষোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ দোষ কৃষ্ণকুমারীতে বিদ্যমান থাকাতে সেই নাটক যেন নন্দবংশোচ্ছেদের বিপরীত আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছে এমনি বোধ হইতে লাগিল। ফরাশী করুণরসাশ্রিত নাট্য-সাহিত্য যে সমস্ত বিশুদ্ধ নিয়মের অধীন নন্দবংশে তাহা লক্ষিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীতে মধ্যকালীন ইংরাজী নাটকের ব্যভিচারগুলি বিলক্ষণ পরিদৃশ্যমান আছে। নন্দবংশোচ্ছেদ ইংরাজী আদর্শে লিখিত বটে, কিন্তু সে আদর্শ ঐ ভাষার শুদ্ধ আদিকালীন নাট্যসাহিত্যে লক্ষিত হয়। অনেক ইংরাজী নাটকে আমরা দুইটী স্বতন্ত্র কল্পনা দেখিতে পাই, এক নাটকে দুই কল্পনা থাকিলে, মূল কল্পনার স্বার্থসিদ্ধিতে অনেক ব্যাঘাত ঘটে। কৃষ্ণকুমারীতে তাহাই ঘটিয়াছে। নন্দবংশেও দুই কল্পনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু নাটককার কৌশলক্রমে একটী কল্পনা অন্যের অধীন করিয়া দিয়াছেন। শশীর প্রণয়গর্ভ কল্পনাটী নাটকেরই প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর কল্পনা দোষে যথা স্থানে গভীর রসের উদয় না হওয়াতে সেই রসের উৎপাদন মানসে কবিকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কল্পনা, কবিত্ব এবং ভাব গুণে যাহা সঞ্চারিত হয় নাই, ভয়ানক দৃশ্যাবলী দ্বারা তাহার আবির্ভাব করিতে হইয়াছে। এজন্য কৃষ্ণকুমারীর শেষ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, মেঘ গর্জ্জন, এক লিঙ্গের মন্দির সম্মুখে সন্ন্যাসিগণের উদয় প্রভৃতি কতকগুলি অসম্বদ্ধ বিষয় লইয়া একটী দৃশ্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু নন্দবংশোচ্ছেদের কল্পনার গভীরতা তাহার ঘটনাযোজনা ও ভাবপ্রকটনগুণে স্বতঃই উৎপাদিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর নৈতিক উপদেশ অস্বাভাবিক বিকৃত ভাবাপন্ন; পিতা এবং খুল্লতাত প্রাণসমা এক মাত্র কন্যার নিধন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছে, অবশেষে ইহা দেখিয়া সেই কন্যা কৃষ্ণকুমারী নিজেই প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে সেই পিতৃব্য এবং জনক সমক্ষেই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড সমাধা করিল। এরূপ আত্মঘাতে কাহার হৃদয় না ব্যথিত, কাহার শরীর না লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে? বাস্তবিক এরূপ দৃশ্যের অভিনয়ে আমাদিগের মনে করুণরসের সঞ্চার না হইয়া বিষম বিরক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। আরিষ্টটলের মতানুযায়ী ভীতি এবং সহানুভূতি উৎপাদিত হইয়া, যেরূপ বিয়োগান্ত নাটকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক, এপ্রকার দৃশ্যে সে উদ্দেশ্য কখন সম্পন্ন হয় না। কিন্তু নন্দবংশোচ্ছেদের হত্যাকাণ্ড প্রকৃত নাট্যবিধানানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে বাস্তবিক সহানুভূতি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। আমরা এই প্রকার, নন্দবংশের সহিত কৃষ্ণকুমারীর তুলনাটী আরও প্রবর্দ্ধমান করিতে পারিতাম, কিন্তু স্থানাভাব ভয়ে সে কার্য্য হইতে বিরত হইল।

নন্দবংশের অভিনয় সময়ে আমাদিগের মনে আর একটী তুলনায় উদয় হইতে লাগিল। যে ঘটনা লইয়া নন্দবংশোচ্ছেদ কল্পিত হইয়াছে, তদনুরূপ ঘটনাই, এস্‌কাইলসের কিফোরিয়া, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডিসের ইলেক্‌ট্রা নামক নাটকত্রয়ের কল্পনার বিষয়। তদনুরূপ ঘটনা ইংরাজী হামলেটেরও শরীর সংগঠন করিয়াছে। তদনুরূপ ঘটনা, ভলটেয়ারের ওরিষ্টি নাটকেও বিদ্যমান দেখা যায়। কিন্তু তুলনায় একটী সুন্দর তত্ত্ব লক্ষিত হইল। কি গ্রীশ, কি ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স, কি বঙ্গ, প্রত্যেক দেশের নাটককল্পনায় নায়ক নায়িকার ব্যবহারে তদ্দেশীয় জাতীয় ভাব ও প্রকৃতি বিলক্ষণ অনুচিত্রিত হইয়াছে। এই তুলনাটি বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিতে পারিলে, আমাদিগের বিশেষ আনন্দলাভ হইত, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা হইতেও ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে অভিনয় বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। গ্রেট ন্যাশনল থিয়েটর যেরূপ হাস্যরসোৎপাদক

---

* ৪০ ৪২ এবং ৪৪ সংখ্যক স্পেক্‌টেটর দেখ।

নাটকের অভিনয় সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা পূর্ব্বে কয়েক বার দেখিয়াছি। কিন্তু ইহারা যে করুণরসাশ্রিত নাটকাদিরও অভিনয় সুসম্পন্ন করিতে পারেন, আমরা কৃষ্ণকুমারীর এবং নন্দবংশোচ্ছেদের অভিনয়ে তাহার বিশেষ পরিচয় পাইলাম। একাধারে দুইগুণ প্রায় দেখা যায় না। ইংলণ্ডে অনেক গুলি নাট্যশালার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে সকল নাট্যশালা সর্ব্বপ্রকার নাটকের অভিনয় সুসম্পন্ন করিতে পারিত না। যে সমস্ত লোক হাস্যরসের অভিনয়-প্রিয়, তাহারা কভেণ্ট গারডেন নামক নাট্যশালায় প্রবিষ্ট হইত। যাহারা গভীর রসাস্বাদনের অভিলাষী, তাহারা ড্রুরিলেনের নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে যাইত। ফ্রান্স দেশেও এই প্রকার নিয়ম ছিল। তাহাদিগের দেশে নাট্যসাহিত্যের এবং নাট্যসমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইলেও যে এইরূপ ঘটিবে তাহা বিলক্ষণ অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু আপাততঃ নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যসমাজের অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে, যে সেরূপ ঘটিতে পারে না, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। এমত স্থলে কি হাস্যরস, কি করুনরসপ্রধান উভয়বিধ নাটকের অভিনয় গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটর যেরূপ অল্প কালের মধ্যে সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমরা স্থির করিতে পারি না, ভবিষ্যতে এই নাট্যশালা প্রমোদ কি করুণরস প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে।

নন্দবংশোচ্ছেদের অভিনয় প্রথমে একটু নিস্তেজ ভাবাপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কল্পনার যেমন প্রবর্দ্ধন হইতে লাগিল। অভিনয়ে ও তত জীবন সঞ্চারিত হইতে লাগিল। একা নন্দের অভিনয়ে সমুদায় কল্পনাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। নন্দ বরাবর স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে তাহার মলিন ও মন্দভাব বিশেষরূপে দৃশ্যমান হইয়াছিল, তৎপরে যত তাহার সন্দেহ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, তত তাহার স্বাভাবিক তরুণ-বয়স-সুলভ উগ্রতা প্রকটিত হইতে লাগিল। পরিশেষে, বিসদান বৃত্তান্ত অবগত হইলে পর, তাহার যে কোপের উৎপাদন হইয়াছিল, জননীর সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার বিলক্ষণ ও অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং সেই দৃশ্যে তিনি যেরূপ তেজঃপূর্ণ, উত্তেজিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন, তাহাতে তৎপরেই তাঁহার রুদ্রবেশে মন্ত্রীর শিরশ্ছেদন সম্পন্ন করা অনেক স্বাভাবিক বোধ হইল। এমত কি, এই অভিনয় দেখিয়া আমাদিগের প্রতীতি হইতে লাগিল, যে এতদ্বসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে নন্দবংশোচ্ছেদের সমালোচনা স্থলে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করি তাহা সম্পূর্ণরূপে যথাযথ হয় নাই। এই অভিনয়ে নন্দের যে প্রকার ভাব ছিল, তাহাতে তিনি একদা রুদ্রবেশে আসিয়া সহসা মন্ত্রীর সম্মুখীন হইতে পারেন বোধ হয়। বিয়োগান্ত নাটকের পর্য্যবসান কিরূপ গভীর হয়, নন্দের অভিনয়ে তাহা সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয়, সর্ব্বার্থসিদ্ধি, বিচক্ষণা এবং রাণীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য বটে। অভিনয়ে যে সমস্ত ত্রুটি ছিল তাহা যৎসামান্য বলিয়া ধর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইল না। ভবিষ্যতে একটু সাবধান হইয়া অভিনয় করিলে ক্রমে সে সকল দোষের সংশোধন হইতে পারিবে। কিন্তু নাটকাভিনয়ের পর উচিত ফল রূপ প্রহসনের অভিনয় উপযুক্ত হয় নাই। করুণরসাশ্রিত নাটকের অভিনয়ের পর প্রহসনের অভিনয় করিলে নাটকাভিনয়সঞ্জাত উচ্চ ও গভীর ভাবের অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া পড়ে। বিয়োগান্ত নাট্যাভিনয়ের পর প্রহসন অপেক্ষা মাস্ক অথবা নাট্যরূপকাভিনয়ের উপযোগিতা বরং অধিকতর উপলব্ধি হয়। এ রাত্রে ঐকতানবাদ্য অধিকতর মনোহর হইয়াছিল।

হিংসাবিচার—ভাগলপুর নিবাসী মুন্সী বনয়ারিলাল হিন্দী ভাষায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। হিংসা যে মহাপাপ এবং অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম ইহা তিনি শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি নিরামিশ ভোজীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে।

বরাহনগর বার্ত্তাবহ—ইহার ২ য় ভাগ, ১৩ সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। এখানি পাক্ষিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এক বরাহনগর হইতে দুই খানি পত্র বাহির হইতেছে, এটী উক্ত নগরের উন্নতির চিহ্ন বটে। কিন্তু ইহারা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবরক্ষা করিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত শুক্র শনি বুধ ও বৃহস্পতিবার কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে, এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাঁকুড়া, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া এবং গোয়ালপাড়া হইতেও বৃষ্টির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু বিহারে অদ্যাপি তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

গেডিস সাহেব গত দুর্ভিক্ষের রাজকীয় কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিয়া ৪৪১ পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া এবং মুঙ্গেরে জেলা রিলিফ কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। জাহানাবাদ, গয়া সব ডিবিসন এবং অরাঙ্গাবাদে সব ডিবিসন রিলিফ কমিটী বসিয়াছে।

তরুণ বয়স্ক বেত্তিয়ার মহারাজ-কুমার কলিকাতায় আসিয়া আপনার বিদ্যোৎসাহিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছেন। তিনি প্রধান প্রধান স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং যে ছাত্র এফ এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানবিষয়ে সর্ব্ব প্রথম হইবে, তাহাকে দুই বৎসর ২০ টাকা ছাত্রবৃত্তি দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

মিটিয়ারোলজীকাল রিপোর্টারে প্রকাশিত হইয়াছে, এবৎসর এদেশে যেরূপ শীতাধিক্য হইয়াছে, গত ১৯ বৎসরের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় নাই। অনাবৃষ্টি অথবা অকাল বৃষ্টি ইহার কারণ?

গত বারের পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার টাউন হলে কলিকাতার জষ্টিস্ দিগের যে সভা হয় তাহাতে ডাক্তার ইওয়ার্ট বলেন, সিয়ালদহের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের নাম এক্ষণে ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুল হইয়াছে এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে সিয়ালদহ হসপিটালটীও ইহার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুল ও হসপিটাল এই নামকরণ হউক। ক্যাম্বেল সাহেবের নাম অনেক বিষয়ে স্মরণীয় হইতেছে।

হাইকোর্টের উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায় বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভার জন্য ১০০০ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে যে সকল আফিসের ইংরেজী চিঠি পত্র বিলাতে যাওয়ার সম্ভব তাহাতে যেন এ দেশীয় কথা ব্যবহার না হয়; কেননা অনেক ইংরেজী চিঠিতে যে বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা এদেশীয় সাহেবগণ বুঝিতে পারেন বটে, কিন্তু বিলাতে দুর্বোধ্য হয়। অতএব যদি ঐ সকল কথা ব্যবহার না করিয়া পারা যায় তবে ভালই, অন্যথা ইংরেজীতে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

মহীশূর রাজ্যে চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয় দ্বারা বৎসর বৎসর চারিলক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিয়া

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিস অধিকারে ঐ বৃক্ষোৎপাদনের জন্য উৎসাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন না?

হিতকারী বলেন, হুগলী জিলার নিকটবর্ত্তী কল্পিণী নামক গ্রামে একটী স্ত্রীলোকের গর্ব্ভে ছিন্নমস্তক কন্যা জন্মে। গর্ব্ভিণীর উদর চিরিয়া কন্যা প্রসব হয় এবং উভয়েরই মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন :— "বাঙ্গালার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বেহার প্রদেশের অবস্থার যে বিবরণ গবর্ণর জেনারলের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের মত এই যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, সেই সকল আজ্ঞানুসারে সম্পূর্ণ ক্ষমতাসহ উক্ত প্রদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান নিমিত্ত তথায় একজন প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

বর্ত্তমান কার্য্য গতিকে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বেহার যাইতে পারেন না, এ সময় গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকটে তাঁহাকে থাকিতে হইতেছে। অতএব উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত মান্যবর সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের স্থানীয় হইয়া তথায় যাইবেন, এবং দুর্ভিক্ষশান্তি সম্বন্ধীয় কার্য্যের অধ্যক্ষতা করিবেন। সর রিচার্ড টেম্পল তাঁহার কার্য্যের রিপোর্ট সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিবেন।"

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা আগামী ৭ই এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে।

লর্ড নর্থব্রুক চাউল রপ্তানি বন্ধ না করিবার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একটী মিনিট লিখিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি তাঁহাতে থাকুক, কিন্তু আমরা অযৌক্তিকতার ফল ভোগ করিতেছি!

আগামী ৪ঠা হইতে ৭ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ওকালতী এবং মোক্তারীর পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের নাম ভবিষ্যতে আর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে না।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকদিগকে সহর শ্রীরামপুরের মিউনিসিপাল কমিসনর মনোনীত করিয়াছেন। জে, ই, বি, জেক্‌সী, উপবিভাগের কর্ম্মচারী; ডাক্তর জজ স্মিথ, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক; ই বি গডফ্রে, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর।

বহরমপুর জজ কাছারী ও নর্ম্মালস্কুলের নিকট কয়েকটী অদ্ভুত বাঁশঝাড় আছে। বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন থাকাতে ঐ বাঁশঝাড়গুলি এত দিন পর্য্যন্ত কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। তথায় দুই প্রকার ঝাড় দৃষ্ট হয়। এক প্রকার ঝাড়ের বাঁশগুলির গোড়া অন্যান্য গাছের ন্যায় গুঁড়ি লইয়া কতকদূর উঠে, পরে ঐ গুঁড়ি হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনেকগুলি ঝাড় বাহির হয়। কালক্রমে ঐ ঝাড়গুলি আবার বিলক্ষণ বড় হইয়া উঠে ও কার্য্যোপযুক্ত অনেক বাঁশ উৎপাদন করে। দ্বিতীয় প্রকার বাঁশের মূল হইতে না হইয়া অগ্রভাগ হইতে ঐ রূপ নূতন নূতন ঝাড় বাহির হয়, কিন্তু রস না পাওয়াতে ওগুলি ততদূর বাড়িতে পারে না। ঐ রূপ দুই একটী ঝাড় কলিকাতা এসেয়াটিক সোসাইটীতে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। উদ্ভিজ্জবিদ পণ্ডিতেরা উহা দেখিলেই উহার রহস্য উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। পৃথিবীর কোথায় কত অদ্ভুত পদার্থ আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। স, চ।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালার অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম ২৪ পরগণার প্রথম সবর্ডিনেট জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ৩য় শ্রেণী হইতে ২য় শ্রেণীতে পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন। বেতন ৭০০ হইতে ৮০০ হইয়াছে। ইনি ২ বৎসর পূর্ব্বে ৪র্থ শ্রেণীতে ছিলেন। মহেন্দ্র বাবু অতি সুবিচারক ও কার্য্যদক্ষ, তাঁহার গুণের এরূপ সমাদর করিয়া গবর্ণমেণ্ট গুণজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। যোগ্যতা থাকিলেও দেওয়ানী আদালতে অনেক বিলম্বে প্রমোসন হয় বলিয়া অনেকে কিন্তু অনুযোগ করেন।

রেঙ্গুনের একখানি সংবাদ পত্র বলেন এবারে ব্রহ্মদেশে যেরূপ শস্য হইয়াছে, কস্মিনকালে সেরূপ হয় নাই এবং তাহা উত্তম। ইহার উগ্রমত্তা ইহাতে থাকুক, বঙ্গবাসীরা ইহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়াছে।

ব্রিটিষ ব্রহ্মের চিফ কমিসনর অনরেবল আসলী ইডেন বেঙ্গল হইতে যাইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১১ লক্ষ টাকা লইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে শস্য ক্রয়ার্থ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট রেঙ্গুনে ৩৯ লক্ষ টাকা পাঠান।

মিরর বলেন ব্রহ্মদেশীয় যে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সস্ত্রীক ইডেন সাহেবের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন, তিনি একজন ব্রাহ্ম। তিনি রেঙ্গুনে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উদ্যোগে আছেন। ব্রহ্মদেশে ত কোন ব্রাহ্মপ্রচারক যান নাই, দেশের নামের গুণেই লোকে বুঝি ব্রাহ্ম হইতেছে।

১১ই মাঘ উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের যে উৎসব হয়, তাহাতে তাহাদিগের স্ত্রীগণও উপস্থিত হন। ১৩ই মাঘ প্রায় ১০০ ব্রাহ্মিকা একত্র হইয়া স্বতন্ত্র একটী উৎসব করেন। স্ত্রীলোকগণের এরূপ সমাগম উন্নতিসূচক বটে।

উত্তরপশ্চিম।

পাঞ্জাবে যে এংলো মাহোমিডান কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, তজ্জন্য সায়েদ আমেদ তত্রত্য স্বধর্ম্মাশ্রিতদিগের নিকট হইতে ৭০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

গাজীপুরে দুর্ভিক্ষপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। চুরি, ডাকাইতীর বৃদ্ধি হইতেছে।

রামপুরের নবাব বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ২০০০ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে মির্জ্জাপুর, কাশী, চুনার এবং ফাইজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। এলাহাবাদে কেবল জলাভাব।

ফতেগড়ের ঠাকুর কৃষ্ণগড়ের মহারাজার অধীনতা স্বীকার না করাতে রাজপুতানায় একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উপপ্লবকারীদিগের দমনার্থ ৪০০ যুবক সহিত একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনারলের এজেণ্ট কর্ণেল পেলী কৃষ্ণগড়ে আছেন।

মান্দ্রাজ।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আয় ৫৩ লক্ষ টাকা, ব্যয় বাদে ২২, ৪০০ টাকা স্থিত দাঁড়াইয়াছে।

মান্দ্রাজের উলসুর নামক স্থানে একজন এ দেশীয় রমণী ৩টী পুত্র সন্তান এককালে প্রসব করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ৩ টীই সুস্থশরীরে জীবিত আছে। ইংরেজ রমণী হইলে এরূপস্থলে নাকি মহারাণীর পুরস্কার পাইয়া থাকেন।

লর্ড নেপিয়ার অব মাগডালা হাইদ্রাবাদ হইতে বিদায় লইয়া আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

টাকার বাজার সর্ব্বত্রই গরম হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ে ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা ৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাই।

গুইকুমারের এক যোড়া রূপার কামান আছে, তিনি এক্ষণে এক যোড়া সোণার কামান নির্ম্মাণের ফরমাস দিয়াছেন, প্রত্যেকটী দীর্ঘে ৪ ফুট হইবে।

সাদত খাঁ নামে যে বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে, ইন্দোরে গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধি এজেণ্ট কর্ণেল ওয়াটসনের নিকট তাহার বিচার হইতেছে।

মধ্যপ্রদেশের তুলার চাষ নিষ্ফল হইয়াছে।

গত ২০এ জানুয়ারি রাত্রি ২ টার সময় সুরাটের অন্তর্গত চিফলী নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছে। রাওলপিণ্ডী এবং মান্দ্রাজেও কম্পন হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গুইকুমার বিলাত হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া যে দাদাভাই নৌরজীকে আপনার দেওয়ান মনোনীত করিলেন, লর্ড নর্থব্রুক তাহার নিয়োগ মঞ্জুর করেন নাই। বোম্বাই গেজেট ইহার জন্য লর্ড সাহেবকে দূষিয়াছেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গত প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় অত্রত্য একজন ছাত্র উত্তর স্থলে আর কিছু না লিখিয়া এইমাত্র লিখিয়া গিয়াছে "আমার বাস্তু দেবতা বলিয়াছেন, 'আমি যদি কিছু না লিখি, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইব।'" বাস্তু দেবতার কথা না মানিয়া এই কিছু লেখাতেই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

বাহাদুর সাহ নামে এক ব্যক্তি একটী আশ্চর্য্য শিশুসন্তান পঞ্জাব হইতে বোম্বাইয়ে আনিয়াছেন। ঐ শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় মানুষের মত কিন্তু মস্তক অতি ক্ষুদ্র ও কর্ণ অতি দীর্ঘ এবং সে মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারে না। ঐ শিশু গুজরাটের অন্তর্গত সাদৌলা দুর্গা নামক মসিদে ভূমিষ্ঠ হয়। উহাকে সাদৌলার ইন্দুর কহিয়া থাকে। পীরের নিকট সন্তান প্রার্থনা করিলে প্রথম সন্তান এইরূপ অবয়ববিশিষ্ট হয়। পীর আত্ম সেবকের নিমিত্ত এরূপ সন্তান দেন। দ্বিতীয় সন্তানের কোন প্রকার অঙ্গহীনতা থাকে না। স, চ।

ইউরোপ।

আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটরী বঙ্গদেশের জন্য লণ্ডন হইতে ২০,০০০ টন অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করিয়াছেন। সেক্রেটরী মহাত্মাকে ধন্যবাদ। কিন্তু হা শস্যজননি বঙ্গভূমি! আজি তণ্ডুলের জন্য তোমাকে বিলাতের মুখাপেক্ষা করিতে হইল!

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষে যাহারা নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন হইবে, তাঁহাদের সাহায্যার্থ লণ্ডনের চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটী সমগ্র ব্রিটিশ জাতির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।

রুসিয়েশ্বরের নূতন জামাতার একটী উপাধি নাবিকরাজ। তাঁহার তৃতীয় পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্সিসও একজন কম লোক নন। তিনি ২।৩ বৎসর ক্ষেপণ করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ জলপথে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। গৃহে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সম্রাট তাঁহাকে সমুদ্রে পুনর্যাত্রা করিতে বলিয়াছেন। এই রাজপুত্র গোপনে রুসীয় রাজস্বমন্ত্রীর দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, তাহার সহিত প্রণয় যোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সম্রাট এই উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু পরিণীতা বনিতার প্রতি রাজপুত্রের অনুরক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই এবং তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন না।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় মাঞ্চেষ্টারের বাণিজ্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া পড়িয়াছে।

ইংলণ্ডীয় রাজপরিবার কখন প্রুসীয় রাজ সরকারে কর্ম্ম স্বীকার করেন নাই। ডিউক অব এডিনবরা প্রুসীয় সৈন্যের কর্ণেল হইয়াছেন!!

ন্যাসন্যাল টেম্পারেন্স লিগ নামক সভার শেষ সাম্বৎসরিক অধিবেশন দিবসে পাঁচ হাজার বালক বালিকা একত্রিত হইয়া, রাজপথে সুরার বিরুদ্ধে গাইতে গাইতে, পথিকের নয়ন মন আকর্ষণ করিয়াছিল। বিলাত হইতে সুরা উঠাবার জন্য লোকের এত যত্ন, কিন্তু এদেশের লোকে সেই গরল ভক্ষণের জন্যই ব্যস্ত।

বিবিধ।

এবৎসর কেবল বঙ্গদেশে নয় সর্ব্বত্রই শস্যের ক্ষেত্রে আগুণ লাগিয়াছে।শুনাযাইতেছে আমেরিকাতে অতি অল্প পরিমিত শস্য জন্মিয়াছে, শীতে এবং পতঙ্গে তাহার অনেক নষ্ট হইয়াছে।

পারস্যের রেলওয়েপ্রভৃতি নির্ম্মাণার্থ ব্যারণ রিউটারকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, পারস্য গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

টাইমসের এক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন বার্লিন নগর হইতে একজন হিন্দু তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, পেসোয়ার হইতে কৃষ্ণসমুদ্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলে বঙ্গদেশকে দুর্ভিক্ষের ভয় করিতে হইত না। আমাদিগের বার্লিনবাসী হিন্দুভ্রাতা কে?

আচীনে বড় গোলোযোগ। সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, পূর্ব্বে আচীনের সুলতানের সহিত ইংরেজদিগের এরূপ সন্ধি হইয়াছিল যে বিপৎপাতে ইংরেজগণ সুলতানের সহায়তা করিবেন। এই সন্ধির বলে উক্ত সুলতান বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে লর্ড কিম্বার্লি সাহায্য না করার কারণ দর্শাইয়া উত্তর দিয়াছেন, তাহা অতীব গর্হিত ও হাস্যকর। মান্দ্রাজ টাইম্‌স বলেন, আচীনীয়গণ বিবেচনা করিয়াছে যে তাহারা অন্যায় রূপে আক্রান্ত হইয়াছে, এবং এই জন্যই তাহারা ইংরেজদিগকে সাহায্যদানোৎসুক বিবেচনা করিয়া তাহাদের নিকট সহায়তা চাহিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণ সহায়তার আবশ্যকতা নাই একথা না বলিয়া একজন ইংরেজ প্রতিনিধি প্রার্থীদের নিকট এক উপহাসাস্পদ ধর্ম্ম বক্তৃতা করিয়াছেন। ওলন্দাজদিগের জয়লাভ কঠিন ব্যাপার। তাহাদের নূতন অধিকার রক্ষা করা আরো কঠিন হইবে। যদি এই যুদ্ধে তাহাদের নূতন অধিকার রক্ষা হয়, তবে ইহাতে তাহাদের যত লোক নষ্ট ও টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে বিশেষ লাভ হইবে না।

ইণ্ডিয়ান ইভাঞ্জেলিষ্ট পত্রে লিখিয়াছে, ইংরেজেরা পৃথিবীর মধ্যে কেবল কাবুল ও তৎসন্নিহিত স্থানে পদক্ষেপ করিতে অসমর্থ। ১৮৭৩ সালে ইংরাজ বণিক্ ও খৃষ্টীয় মিসনরী দিগের এস্থানে প্রবেশের যেরূপ পথ ছিল, ১৮৭৩ সালে সেরূপও নাই।

সিংহলের উত্তর পশ্চিম অংশে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহার কিছু উপশম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম ব্রহ্মদেশের ডিরক্টর অব পব্লিক ইনষ্ট্রকসন্ নেসফিল্ড সাহেব অযোধ্যায় বদলী হইলে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন। আচমন না হইলে বিশ্বাস নাই।

ভারতবর্ষে বন্যজন্তু দ্বারা কেন প্রাণহত্যা হয়, এবিষয় লইয়া ইংলণ্ডে তর্ক হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে আমাদের ব্যাঘ্রহন্তাদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছেন, এক একটী ব্যাঘ্রবধের জন্য ২৫ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনার পাঠকগণ বোধ হয় জানেন যে কতকগুলি পোষ্ট আফিস স্থানীয় বিদ্যালয়ের অধীন। এই পোষ্ট আফিস গুলি স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহে এক এক জন শিক্ষকের হস্তে থাকে। এই পোষ্ট আফিস গুলির দুর্দ্দশার সীমা নাই।

ইহার অধিকাংশ গুলিতেই প্রায় একজন ৬৷৹ বেতনের পিয়ন ও একজন ৫ টাকা বেতনের ডাক মুন্সি আছে। কাগজ কলমাদির জন্য আর ও এক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, এক একটী আফিসে ১২৷৹ টাকা ব্যয় হয়। এই এক জন মাত্র পিয়নকে রনার ও পিয়ন উভয়ের কার্য্য অর্থাৎ হেড-আপিস হইতে ডাক আনয়ন ও চিটি বিলি এ সমুদয়ই করিতে হয়। অধিকাংশ স্থলে আফিস হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত চারিদিগের চিটি এই সকল আফিসে আসিয়া থাকে। এখন বিবেচনা করুন এই আফিসে যে সকল চিটি আইসে তাহা কি প্রকারে নিয়মিত রূপে বিলি হইতে পারে? একব্যক্তি দুই ক্রোশ হইতে প্রতি দিবস ডাক আনয়ন করিয়া তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত চারি দিগে কিরূপে চিঠি বিলি করে? সুতরাং চিঠি গুলি নিয়মিত সময়ে বিলি হইতে পারে না। সময়ে সময়ে সাত আট দিবস পরে কাহার কাহার চিঠি বিলি হইয়াথাকে। এজন্য দেশস্থ সমস্ত লোকই ঐ ডাক আফিসের উপর কষ্ট হয়েন। কেহই ইহাদিগের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। আবার ও দিকে ডাক লইয়া হেড আপিসে পৌঁছিতে যদি এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় তাহা হইলে হেড আপিসের মুন্সি মহাশয়ের নিকট নিস্তার নাই, জরিমানা অথবা পদচ্যুতির ভয় দেখাইয়া ঐ হতভাগা পিয়নকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলেন। এই সামান্য চাকরির জন্য জেলে যাইবার ভয় পরিশেষে উহাকে উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। আবার নুতন লোক আসিয়াও কিছু দিবস ঐ রূপে কার্য্য করিয়া পরিণামে ঐ দশা প্রাপ্ত হয়। এ দিকে ডাক মুন্সি মহাশয় ৫ টাকা বেতনের জন্য মস্তক বন্ধক দিয়াছেন। তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্য ডাক ঘর ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য নাই। কে কখন আসিয়া এক খানি টিকিট চাহিবেন, তাহার জন্যই তাঁহাকে সর্ব্বদা ডাকঘরে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবেক। কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ম বড় কড়া। যদি কেহ আসিয়া একখানি টিকিট না পায়, তবে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ ডাক মুন্সির জরিমানা হইবেক। এ সকল ব্রাঞ্চ আপিসে মাসের মধ্যে ৫।৬ খানির অধিক চিঠির রেজষ্টারি হয় না। কিন্তু ডাক মুন্সিকে রেজষ্টারির অপেক্ষা করিয়া সর্ব্বদা ডাকঘরে বসিয়া থাকিতে হইবেক। আবার যদি প্রাত্যহিক কার্য্যের সামান্য কোন ত্রুটি হয়, তবে তৎক্ষণাৎ হেড আপিসের মুন্সি মহাশয় ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। দোষ হইলেই আপনাকে মহাবিপদে পড়িতে হইবে। অতএব এই শিক্ষকগণের ন্যায় দুর্ভাগ্য আর জগতে নাই। কেহই ইহাদিগের দুঃখ দেখেন না। জগদীশ্বর যেন ইহাদিগের ন্যায় দুঃখীজীব আর কাহাকে না করেন।

মহাশয়!

গবর্ণমেণ্ট অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন ভারার্পণ করেন না, ইহাই ত সাধারণে জানেন, তখন কোন উচ্চ পদে যে অনুপযুক্ত লোক নিয়োগ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু দুই একটী স্থলে যে কেন তাহার ব্যভিচার লক্ষিত হয়, তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই উপস্থিত নুতন সবরেজিষ্ট্রার বিভাগই অনেকগুলি উদাহরণ সম্মুখে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। যখন এ বিভাগে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত নাই, তখন গোলযোগ ঘটা কিছু অসম্ভব নহে। আপনারাই সে দিবসে উল্লেখ করিয়াছেন যে জয়নগরের সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগ সুন্দর হয় নাই। সেইরূপ আমরাও বলিতেছি খড়দহের নিয়োগটীও যোগ্য হয় নাই। এবিষয়ে আজ কালি যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে, হালিসহর পত্রিকার সম্পাদক সে দিবসে এবিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। সাপ্তাহিক সমাচারের প্রেরিত স্থলেও এবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে। ডেলিনিউসেও এক দিন একটী প্রেরিত প্রকাশিত হয়। তখন গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন? তাঁহাদের ইহার তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইয়াছে। এজন্য মহাশয়কে আমরা সাদুনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে আপনি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করুন। যদি খড়দহে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত না হয়, তবে বিশেষ গোলযোগ হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। খড়দহের এই উপস্থিত সব রেজিষ্ট্রারের প্রতি গ্রামের সকলেই বিরূপ। ইহার কর্ত্তৃত্বাধীনে যে বিদ্যালয়টী আছে সে বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে অনেক কথা উত্থাপিত হইয়াছে। ইনি টাউন কমিটীর মেম্বর পদ গ্রহণ করাতে গ্রামের অনেক লোকেই ভীত হইয়া ছিলেন, এবং তাহাতে অনেক ফলও ফলিয়াছে। তখন ইহাঁকে একজন সবরেজিষ্ট্রার হইতে দিতে গ্রামবাসীরা কোন মতেই স্বীকৃত নহে। আপনাকে আমরা অধিক আর কি বলিব? (১)

শকাব্দা ১৭৯৫ ১৫ ই মাঘ শ্রীঃ—

মহাশয়!

প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বিগত শনি ও রবিবার ক্রমাগত বারিধারা বর্ষিত হইয়া মানব জাতিকে এক প্রকার তৃপ্ত করিয়াছে, এই বৃষ্টি হওয়াতে কৃষক গণ অনেক শস্য-লাভের আশা করিতেছে। বাস্তবিক ইহা দ্বারা যে শস্যের বিশেষ উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই।

বিগত ২৮ জানুয়ারী, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মেং কেম্পসন মফস্বল পরি-ভ্রমণ, করিতেছেন। বারাণসীস্থ স্কুল ও কলেজের প্রবেশিকা, এবং এফ, এ পরীক্ষার ফল নিতান্ত জঘন্য হওয়াতে, তিনি অনেক অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক অসন্তোষের বিষয়ই বটে।

অনেক দিনের চেষ্টায়, পণ্ডিত বর, দয়ানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃত পাঠশালা বারাণসীর অসী নামক মহল্লায় সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত পাঠশালায়, বেদান্ত, সাংখ্য দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা কার্য্য চলে, তাহাই সংস্থাপকের একান্ত ইচ্ছা। ইহাদ্বারা দেশের যে মঙ্গল সাধন হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দয়ানন্দ সরস্বতী একজন সন্ন্যাসী, পরিধেয় কৌপীন বিনা তাঁহার সম্পত্তি আর কিছুই নাই। তথাপি তাঁহা দ্বারা এবম্বিধ মহৎ মহৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে। যাহারা দেশের উন্নতির বিষয়ে একান্ত যত্নবান্, অর্থ না থাকিলেও চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। উল্লিখিত পাঠশালাই তাহার এক উদাহরণ স্থল।

সম্প্রতি এক জন যবন, এক কনেষ্টবলকে ভয়ানক অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। কয়েক জন চোর যখন ঐ রাত্রি কোন এক ভদ্র লোকের গৃহে চুরি করিতে যায়, পুলিস প্রহরী একাকী চোর ধৃত করিতে সাহসী হয়, এমন সময় দুর্ব্বৃত্ত চোর প্রহরীর মস্তকে ও স্কন্ধে অস্ত্রাঘাত করে। প্রহরী বেচারা হস্‌পিটলে চিকিৎসাধীনে আছে। দুর্দ্দান্ত ঘাতক ধৃত হইয়া কারাগারে নীত হইয়া বিচারিত হইতেছে।

---

(১) আমরা বিশেষ বিবরণ না জানিয়াও এ লেখা পত্রস্থ করিলাম, আর একখানি এরূপ পত্রও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যতদূর এই সব-রেজিষ্ট্রারের বিষয়ে অবগত আছি, তাহাতে তাঁহাকে একজন পরোপকারী দেশ হিতৈষী বলিলে অধিক বলা হয় না, কিন্তু যখন সমস্ত সংবাদ পত্র তাঁহার বিষয় আন্দোলন করিতেছে, তখন ইহার ভিতরে কিছু গূঢ়ত্ব থাকিতে পারে। আমরা ভরসা করি যে তিনি এ সময়ে আত্মপক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক সাধারণের ভ্রমভঞ্জন করিবেন। ভা, স, সং।

পাঠকগণ শুনিয়া অবশ্যই আহ্লাদিত হইবেন যে এদেশের মধ্যে বারাণসীই সভ্যতার প্রকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। দেশহিতৈষী বাবু হরিশ্চন্দ্র, উর্দ্দু ভাষায় "বারাণসী আকবর" এবং হিন্দী ভাষায় "কবিবচন সুধা" এই দুই খানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, এবং কয়েক মাস যাবৎ তিনি "হরিশ্চন্দ্র ম্যাগাজিন নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা কেবল হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাতে লেখা হইতেছে। ইহার চতুর্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী অবধি তিনি "বালা বোধিনী" নামক আর এক খানি মাসিক পত্রিকা বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় ছাপিতেছেন। উক্ত বাবু এখানকার একজন প্রধান মহাজন, জমীদার ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট। ইহাঁর উপর এতং গুরুতর কর্ম্মের ভার থাকা সত্বেও ৪ খানা সংবাদ পত্রিকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। জগদীশ্বর ইহাঁকে সুস্থ রাখুন।

১২৮৩
২১এ মাঘ } শ্রীধর সান্যাল।

জয়নগর মিউনিসিপালিটী।

বিধাতা বুঝি এতদিনের পর আমাদের উপর একটু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ২৪ পরগণার মহিমবর শ্রীলশ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের এ অঞ্চলে শুভাগমন হইয়াছিল। বিগত সপ্তাহের মঙ্গলবার অপরাহ্ণে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের মিউনিসিপালিটীর দুরবস্থা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ১৯ শে ডিসেম্বরের ভারত-সংস্কারকে এসম্বন্ধীয় একটী সন্দর্ভ সমস্ত শ্রবণ করেন, পরে অত্রত্য কয়েক জন স্বদেশ শুভানুধ্যায়ী যুবকের প্রমুখাৎ জয়নগর টাউন মিউনিসিপালিটীর শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া আপনার পকেট বহিতে লিখিয়া লইয়াছেন এবং এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন যে, যখন পদে পদে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা, তখন জয়নগর ইউনিয়ান না রাখিয়া জয়নগর মজীলপুর প্রভেদ করিয়া দিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের মত শান্তপ্রকৃতি এবং অমায়িক ভদ্র সাহেব আমরা অতি অল্প দৃষ্টি করিয়াছি। তাঁহার বংশ ও পদোচিত গৌরব এখানকার সাধারণের উত্তম রূপে উপলব্ধি হইয়াছে। সাহেব বাহাদুরের যে এপতিত প্রত্যেক কৃষককে ধান্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা এবং কোন কোন স্থলে স্বহস্তে ক্ষেত্র হইতে ধান্যের শিষ দুই একটী ছিন্ন করিয়া লইয়া কোথায় বা আছড়ান ধান্য হস্তে লইয়া পরীক্ষা, ও উৎপন্নের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করা যে মহত্বের লক্ষণ তাহার আর সংশয় কি? বোধ হয়, তাঁহার সকল ডিপুটী বাবু হইতে এতদূর হয় না। তিনি যেরূপ যত্নে তাঁহার মিমোর্য়াণ্ডাম পুস্তকে আমাদিগের মিউনিসিপালিটীর অবস্থা লিখিয়া লইয়াছেন, তাহাতে যে, এইবার আমাদিগের কষ্ট কতকাংশে অপনোদিত হইলেও হইতে পারে, অন্তঃকরণে এরূপ আশা এক একবার সমুদিত হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়! টাক্স ডিউ হইলে যদি কান্না হাটীর গোলমাল শুনেন, তবে আপনি হতবুদ্ধি হইবেন। এমন কি এক মণ দেড়মণ পিতল কাঁশা সেই সময় বিক্রয় হয়; যে ব্যক্তির তাহাও নাই, তাহার উপর অগত্যা শমন জারি করিয়া হাঁসটী ছাগলটী যাহা থাকে টাক্সের দারোগা বিক্রয় করিতে ছাড়েন না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একটী প্রবাদ আছে যে, ছেলে পুলে অশান্ত হইলে তাহাদের পিতা মাতা "হাতিপর হাওদা, ঘোড়ে পর জিন, আও জলদি আও ওয়ারেন হেষ্টিং" এই বলিয়া শান্ত করে। আমাদের এখানে মিউনিসিপাল টাক্স দারোগাকে দেখিলে চাষা মহলে ঠিক সেইরূপ ত্রাস জন্মে, হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এত উপদ্রব সত্বেও যদি তাহারা রাস্তাদির কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করে, তাহা হইলেও তাহারা যেরূপে হউক টাক্স দিতে অস্বীকৃত নহে; ইহা না হওয়া যে কতদূর আক্ষেপের বিষয় তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এইক্ষণে প্রার্থনা এই যে, জয়নগরের ন্যায় ভদ্রজনাকীর্ণস্থানের ভার অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া যেরূপ উচ্ছিন্ন যাইতে বসিয়াছে, তদ্রূপ আর না হয়। শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব এরূপ উপায় বিধান করিয়া অত্রত্য জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। (ক্রমশঃ)

আমাদিগের শাসন বা তন্নিকটস্থ গ্রামে অল্প বেতনে পাঠোপযোগী কোন ইংরাজি বিদ্যালয় না থাকাতে বহুদিন হইতে সাধারণ লোকের সন্তানগণের ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হইয়া আসিতে ছিল। অত্র গ্রামবাসী দয়ালু জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও ব্যয়ে বিগত ফেব্রুয়ারি মাস হইতে তাঁহার উদ্যানগৃহে শাসন বিদ্যালয় নামে একটী মধ্যম শ্রেণী ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। স্কুলটী অদ্যাপিও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে চলিতেছে। অত্র বিদ্যালয় স্থাপনাবধি সাধারণ ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত স্কুলের স্থাপনকর্ত্তাকে শত সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়া ১৯ শে জানুয়ারি সোমবার অপরাহ্ণে বালকগণকে পারিতোষিক প্রদান করা হয়। অত্র সভায় বারুইপুরস্থ উভয় মুন্সেফ বাবু ও অপরাপর ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম মুন্সেফ বাবুকে সভাপতি পদে বরণ করা হয়। রিপোর্ট পাঠান্তে পারিতোষিক প্রদত্ত হয়; এবং কয়েকটী বালক লিখিত রচনা পাঠান্তে সভাপতি পক্ষ হইতে বাবু পরশুরাম বিশ্বাস একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী বিশেষ উপকারী। এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা যে অত্র জমীদার বাবু দীর্ঘজীবী হউন এবং এইরূপ সাধারণের উপকারক কার্য্যদ্বারা আপনার যশঃকীর্ত্তি বিস্তারিত করুন। শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬ টাকা	‖০
" ষাণ্মাসিক … …	৩‖০ "	৪‖০
" ত্রৈমাসিক … …	২ "	২।৵০
মাসিক …	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা … …	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ⁄১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ৪১ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—২রা ফাল্গুন শুক্রবার। ১৮৭৩—১৩ই ফেব্রুয়ারি { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এল পরীক্ষায় ১০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ৬, হুগলী কলেজ ৮, কৃষ্ণনগর ৩, পাটনা ১, ঢাকা ১, বহরমপুর ১, কটক হাইস্কুল ১ এবং লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ হইতে ১ জন। হুগলী কলেজের একটী ছাত্র সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন।

এল এল পরীক্ষায় ৬৪ জনের মধ্যে ৪৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাটকাভিনয় দ্বারা যে আয় হইবে তাহা দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন। কলিকাতায় অনেক নাট্যশালা হইয়াছে, আমরা আশা করি সকলে এই সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

গত মাঘ সংক্রান্তি হইতে হিন্দুমেলা আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৪ঠা ফাল্গুণ রবিবার মেলার প্রধান দিবস। ঐদিবস বিবিধ প্রকার প্রদর্শন, আতসবাজী, নাটকাভিনয় ও মল্লক্রীড়া প্রভৃতি হইবে। এবৎসর মৃজাপুর ৮২ নং অপর সারকুলার রোড পারসীবাগানে মেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রবিবার মেলা দর্শন জন্য ॥০ আনা করিয়া টিকিট হইয়াছে, ইহাতে যে আয় হইবে, তাহার কিয়দংশ দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে। মেলাস্থলে বহুলোকের সমাগম হয়, আমাদিগের প্রার্থনা!

ধর্ম্মতলা বাজার ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে গত মঙ্গলবারে টাউনহলে জষ্টিসদিগের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। ইহাতে ৭ লক্ষ টাকা দিয়া এ বাজারটী লওয়া স্থির হইয়াছে, যতদিন এটাকা পরিশোধ না হইবে, ততদিন বিক্রেতাকে মাসিক ৩৫০০ টাকা সুদ দিতে হইবে। হগ সাহেবের বাহাদুরী।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। একে দুর্ভিক্ষের দায়ে তাঁহার শরীর শীর্ণ, হৃদয় ভগ্ন, ইহার উপর মাতৃবিয়োগ সংবাদ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর হইবে সন্দেহ নাই। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এসময়ে আমাদিগের শাসনকর্ত্তার মনে শান্তি বিধান করুন।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম, মহামতি লর্ড নর্থব্রুক সংবাদপত্রের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তিনি সমুদায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুসরণার্থ নিম্নলিখিত দুইটী আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন্ঃ—

(১) প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিবার অগ্রে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণ করিবেন।

(২) কোন একজন কর্ম্মচারী সংবাদ পত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উপরিস্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কোন মোকর্দ্দমা আনিতে পারিবেন না।

অনারেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র অতিরিক্ত এক মাসের ছুটী পাইয়া তাঁহার মাতৃভূমি আনতা দর্শন করিতে গিয়াছেন। তিনি যদি সাংঘাতিক পীড়া স্কন্ধে করিয়া তথায় গমন না করিতেন, এ সংবাদ আনন্দকর হইত।

আমাদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেনঃ—কয়েক বৎসর হইল জেজুরের সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহার চতুঃসীমায় দুই ক্রোশের মধ্য একটীও ভাল বিদ্যালয় নাই। বন্দীপুরে একটী সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ছিল, সেটীও সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে। কেবল মান্দাড়ায় একটী বঙ্গবিদ্যালয় আছে। তাহারও কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে না। গত বৈশাখ মাস অবধি কয়েকটী যুবকের যত্নে জেজুরে একটী সাধারণ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও তত্রত্য লোকদিগের যত্নের অভাবে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। বাস্তবিক এ সকল স্থানে ধনীলোক অতি অল্পই আছেন—যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগেরও প্রায় এ সকল বিষয়ে অনুরাগ নাই। বিদ্যাহীন প্রদেশে বিদ্যাদান করা যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে এই

সকল স্থানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে হয় একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করুন নতুবা বর্ত্তমান জেজুর সাধারণ বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিয়া অত্রত্য লোকদিগের পরম হিতসাধন করুন।

ভারত সংস্কারক।

মিউনিসিপাল বাজার ও দেশীয় কৃতবিদ্যগণ।

"অপ্রাপ্ত কাল বচনং
বৃহস্পতি যদি ব্রুবন্।
প্রাপ্নুয়াদ্ বুদ্ধ্যবজ্ঞান
মপমানঞ্চ শাশ্বতং।"

অসময়ে গুরুর বাক্যও ভাল লাগে না। গত বুধবার টাউন হলে মিউনিসিপাল বাজার প্রসঙ্গে জষ্টিসদিগের একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করা উচিত কি না? ইহাই সভার মুখ্য বিবেচ্য। আমরা জষ্টিসদিগের বিশেষতঃ ইহার সভাপতি হগ সাহেবের ব্যবহারে চমৎকৃত হইলাম। কলিকাতাবাসীরা নিতান্ত চৈতন্য হীন অসাড় জীব, তাই কিছুতেই তাঁহারা চক্ষুরুন্মীলন করিতে চান না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাত্র দগ্ধ না হয়, ততক্ষণ অবধি নড়িবেন না, সর্ব্বনাশ হইলেও তাঁহাদের খবরে আসিবে না। এইরূপ জীব সকলের সহিত ব্যবহার করিতে পান বলিয়াই হগ সাহেবের এত আধিপত্য। প্রথম যখন এই বাজারটীর কল্পনা হয়, তখন কত প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া এইটি স্থাপনা করিবার মত প্রার্থনা করা হয়। 'যদিও ইহার স্থাপনা করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইবে, কিন্তু সে টাকা আপাততঃ কাহাকেও ঘর হইতে দিতে হইবে না, কর্জ্জ করিয়া মিউনিসিপাল টাক্স হইতে কেবল সুদ দিলেই চলিবে। তাহাও অধিক দিন দিতে হইবে না, বাজার শীঘ্রই 'গুলজার' হইয়া আপনার ব্যয় আপনি নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, এবং ইহার ঋণও লাভ হইতে ক্রমে পরিশোধ হইয়া যাইবে।' দেশীয়গণ চতুর হইলেও ইউরোপীয় চাতুর্য্য ভেদ করিবার তাঁহাদিগের সাধ্য নাই। তাঁহারা "চার" খাইলেন, ফাঁদে পা দিলেন, এখন "ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া অন্ধকার দেখিতেছেন। সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা (অবশ্য দেশীয়) প্রথম হইতেই ইহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন, উত্তেজনা বাক্যে কর প্রদাতাদিগকে জাগ্রত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কার কথা কে শুনে? তাঁহাদিগের কেবল চিৎকারই সার, লাভের মধ্যে কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করিয়া বসেন। সম্পাদকদিগের উভয় সঙ্কট, দেশ হিতৈষিতার বশবর্ত্তী হইয়া প্রস্তাব লিখিলে, যাহাদিগের সে প্রবৃত্তির অভাব তাঁহারা অসার বাক্যে কাগজ পরিপূর্ণ করা হয় বলিয়া অভিযোগ করেন, আবার তাহা না করিলেও সম্পাদকদিগের নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয় না।

আমাদিগের অল্প দর্শনে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে এখনও আমাদিগের দেশীয় ভ্রাতারা আপনাদিগের স্বার্থ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ইউরোপীয় প্রথানুসারে স্বাধীন ভাবে রুচি পরিবর্ত্তন করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু স্বাধীন ভাবে কিরূপে কার্য্য করিতে হয় এখনও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যতদিন তাঁহারা এ বিষয়ে সক্ষম না হইতেছেন, ততদিন তাঁহারা প্রকৃত রূপে দেশের উন্নতি সাধন করিতে কখনই পারিবেন না, এবং ভারত মাতাকেও ততদিন সভ্যজাতিদিগের সমক্ষে মস্তক হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহারা পান, ভোজন, আলাপন প্রভৃতিতে ইউরোপীয় বাহ্য সভ্যতা সকল যেরূপ অনুকরণ করিয়াছেন, মনে ইউরোপীয় "জিদটী" যদি সেই পরিমাণে অনুকরণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনুকরণ বৃত্তিও চরিতার্থ হইত এবং দেশেরও উপকার হইত। অতিরিক্ত কর সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া ফ্রান্সেশ্বর ষোড়শ লুইয়ের যে দুর্দশা ঘটিয়াছিল তাহা কি আমাদিগের কৃতবিদ্যগণের অবিদিত আছে? ইংলণ্ডে যখন কোন নূতন বিধ "আইনের" প্রস্তাবনা হয়, তখন দেশবাসী বৃন্দ কিরূপ আগ্রহ সহকারে তাহার দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়! সে দিন ডিউক অফ এডিনবরার বিবাহোপলক্ষে অতিরিক্ত বিত্তদানের প্রস্তাব হইলে ইংলণ্ডবাসীরা কি রূপ দৃঢ়তা সহকারে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন! পার্লেমেণ্ট মহাসভায় সভ্য মনোনীত করিবার জন্যও তাহাদিগের উদ্যোগ কত! কোন বিষয়ে যদি গবর্ণমেণ্টের বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, যতদিন পর্য্যন্ত না তাহার সংশোধন হয় কিছুতেই তাঁহারা ছাড়েন না। শত শত বৎসর পরিশ্রম করিয়া ও এক একটী রাজনীতির সংস্কার সাধন করিয়াছেন; হয়তো যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী দুই পুরুষ বারম্বার আবেদন করিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তৃতীয় পুরুষ দ্বারা প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই "জিদ" এবং চিত্ত-বৃত্তির স্বাধীন ভাবের জন্যই ইংলণ্ডের এত গৌরব। আমাদিগের কৃতবিদ্যেরা যদি এইরূপে স্বাধীন প্রকৃতির অধীন হইয়া কার্য্য না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন না। আমাদিগের এই জিদ নাই বলিয়াই সে দিন ক্যাম্বেল সাহেবও বিলক্ষণ বিদ্রূপ

করিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে আমরা আমাদিগের কৃতবিদ্য ভ্রাতাদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা ন্যায়তঃ স্বার্থরক্ষা করিতে কখনই নিরস্ত্র না হন। মিউনিসিপালীটীর বাজারের জন্য পূর্ব্বে অনাবশ্যক হইলেও যে টাকা অপব্যয়ের সম্মতি দিয়াছেন, তাহার আর চারা নাই—কিন্তু এক্ষণে যাহাতে অপব্যয়ের স্রোত আর না বৃদ্ধি পায় তদর্থে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হউন।

এই সেদিন সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী বাজার নির্ম্মিত হইল, এখনও সেটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হয় নাই। আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আবার ৭ লক্ষ টাকা দিয়া আর একটী বাজার ক্রয় করিবার প্রস্তাব হইতেছে। শুনিলাম লেপ্টনেন্ট গবর্ণরও তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন, এবং এতদর্থে যাহা কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে তাহাও করিবেন বলিয়াছেন, সুতরাং হগ সাহেব এবং অধিকাংশ ইংরাজ জষ্টিসেরা এমন সুযোগ কখনই ছাড়িতে পারিবেন না। সেদিন রবাটস্ সাহেব যখন সভার সমক্ষে প্রস্তাবটী উপস্থিত করেন, আমাদিগের মান্যবর 'বৃদ্ধ রাজা রমানাথ ঠাকুর অমনি তাহার পোষকতা করেন। ডাক্তার ওয়ালার এবং উইলসন সাহেব ব্যতীত সভাস্থ সকলেই সম্মতি প্রদান করিলেন। আমরা সম্মতিদাতা সভ্যগণের মধ্যে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং কৃষ্ণ দাস পালেরও নাম দেখিলাম। বৃদ্ধ ঠাকুর মহাশয়ের পোসকতায় অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, কারণ তিনি তাঁহার বহুদর্শন দ্বারা অনেক দেখিয়াছেন যে সাহেব লোকদিগের কথা কখনই ব্যর্থ হইবার নয়, সুতরাং কেন তিনি অমত প্রকাশ করিয়া প্রাচীন বয়সে অপমানিত হইবেন? আবার সম্প্রতি তিনি ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য হইয়াছেন, বড় বড় সাহেব সুবদের নিকট বসেন, এতে সাহেবদিগের কথায় সম্মতি দান করিয়া বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছেন। মিত্রজ মহাশয়েরও স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু পাল মহাশয়ের ব্যবহারে আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি! তিনি না দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেন? এই কি তাঁর দেশ হিতৈষিতা? আবার পাছে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর তাঁহার রাজভক্তির প্রতি সন্দেহ করিয়া "কৈফীয়ত" চান, এই ভয়ে কি তিনি সম্মতি দিয়াছেন? তাঁহার দেশ-হিতৈষণা কি লোকের—(অবশ্য সাহেব) মনস্তুষ্টি করিয়াই চরিতার্থ হয়?

জষ্টিসেরা সে দিন কুড়ী হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে দিবেন না বলিয়া কত হাঙ্গামা করিলেন, কিন্তু আজ অবলীলা ক্রমে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ের সম্মতি দিলেন! আমরা দেশীয়, বিশেষতঃ কলিকাতা-বাসীদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করুন। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে জষ্টিসেরা অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু টাকা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। জষ্টিসদিগকে যদি নিজ হইতে টাকা দিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সহজে সম্মতি দিতে পারিতেন না। এই বাজার উপলক্ষে পূর্ব্বে সাড়ে ছয় লক্ষ, এক্ষণে আবার সাত লক্ষ—এই টাকা যত দিন দিন না শোধ করিতে পারা যাইবে ধর্ম্মতলার বাজারের অধ্যক্ষদিগকে সাড়ে তিন হাজার টাকা মাসিক সুদ দিতে হইবে, এইরূপে প্রায় ১৪।১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা না যজ্ঞে না হোমে কিছুতেই লাগিল না, কেবল এক হগ সাহেবের খেয়ালের অনুরোধে ব্যয়িত হইবে। যদি বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় এই টাকা গুলি দেওয়া হইত, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে পারিত এবং টাকারও সার্থক্য সম্পাদন হইত। লেপ্টনেন্ট গবর্ণরও এ সময়ে এরূপ অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিয়া ভাল কর্ম্ম করিলেন না। আমরা কলিকাতাবাসীদিগকে বারম্বার উত্তেজিত করিতেছি, তাঁহারা ইহার বিহিত বিধান করুন্।

লর্ড নর্থব্রুক ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ।

লর্ড নর্থব্রুক রপ্তানির স্বপক্ষে সম্প্রতি একটী মিনিট লিখিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকেরই প্রতিবাদ করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে; তবে যে গুলি নিতান্ত অসংলগ্ন বোধ হইল, আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে কেবল সেইগুলির বিরুদ্ধে গুটিকত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উপর্য্যুপরি দুই বার বিগত ২২শে অক্টোবর ও ৭ই নবেম্বর—চাউল রপ্তানি বন্দ করিবার জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। শেষবারে, সকল প্রকার আহারীয় শস্যের রপ্তানি বন্দ করা অনুমোদনীয় না হউক, অন্ততঃ সামান্য চাউল রপ্তানি বন্দ করা হউক বলিয়া জিদ করা হয়, কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও কর্ণপাত করিলেন না। ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে চাউল রপ্তানি বন্দ করিবার প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা যে গ্রাহ্য হয় নাই ইহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। লর্ড নর্থব্রুকের প্রধান যুক্তি যে (ব্রিটিষ) ব্রহ্মদেশ হইতে প্রায় ৭ লক্ষ টন এবং মান্দ্রাজ হইতে ১ লক্ষ টন চাউল প্রতিবর্ষে বিদেশে রপ্তানি হয়। গত ৮ বৎসরের মধ্যে কেবল গত বর্ষে বঙ্গদেশ হইতে অধিক পরিমাণে চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

ইহার পরিমাণ প্রায় ৫,২৬,০০০ টন। বোম্বাই ও করাচী হইতে চাউল অত্যল্পই রপ্তানি হইয়া থাকে, তবে গম অধিক পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা বঙ্গদেশের কি উপকার হইবে? বঙ্গদেশের গত বৎসরের রপ্তানি চাউল মধ্যে ৮০,০০০ টন টেবিল রাইস ছিল, তাহা সাধারণে খায় না, বরঞ্চ তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা লাভ হয় তদ্দ্বারা তাহারা অধিক পরিমাণে সামান্য চাউল ক্রয় করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর ১৮৯ হাজার টন সিংহল প্রভৃতি স্থানে এবং ১৬০ হাজার টন মরিসস ও পশ্চিম ভারতদ্বীপ সমূহে নীত হয়। মান্দ্রাজের সমস্ত চাউল সিংহলে প্রেরিত হয়। এই সকল স্থানে ভারতবর্ষীয় কুলীদিগের উপনিবেশ, সুতরাং তাহাদিগের খাদ্য ভারতবর্ষ না যোগাইয়া কি অন্য দেশ যোগাইবে? ব্রহ্মদেশের চাউল বাঙ্গালায় ব্যবহার হয় না, সুতরাং তাহা অন্যত্র নীত না হইলে উক্তদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তবে বাকি ৯৭ হাজার টন বঙ্গদেশের চাউল কেবল পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে। চমৎকার যুক্তি! ভারতবর্ষীয়েরা নিজে অন্নাভাবে মরিবে, আর কোথায় কোন্ উপনিবেশ আছে, তাহাকে মুখের গ্রাস পাঠাইয়া দিবে। ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, ইংলণ্ডীয়েরা অগ্রে কি আমেরিকায় শস্যাদি প্রেরণ করিতেন? যে যে স্থানে উপনিবেশ আছে, তথাকার গবর্ণরেরা কি তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজা সকলের তত্ত্বাবধান লন না? সত্য বটে যে ব্রহ্মদেশের চাউল বাঙ্গালায় অন্য বৎসর কেহ খায় না; কিন্তু এখন কি হইতেছে? একে এ দুর্বৎসরে এখানে শস্য জন্মে নাই, তাহাতে যে পরিমাণে সঞ্চিত উত্তম শস্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, সেই পরিমাণে ব্রহ্মদেশ হইতে যদি এরূপ কদর্য্য শস্য ক্রয় করিয়া আনিতে হয় তাহাতে আমাদের লাভ না ক্ষতি? একেতো সুলভ মূল্যে উত্তম চাউল কুলীদের জন্য দিতে হইল, পরিবর্ত্তে অধিক মূল্য দিয়া কুলীদের পরিত্যাজ্য কদর্য্যান্ন দ্বারা আমাদিগকে ক্ষুন্নিবৃত্ত করিতে হইতেছে। এই অখাদ্য ভক্ষণ দ্বারা যে সকল লোকের মৃত্যু হইবে, গবর্ণমেণ্ট কি তজ্জন্য দায়ী নন? এ দিকে ডিউক অফ আর্গাইলকে স্পষ্টাক্ষরে (নর্থব্রুকের গত ৭ই নবেম্বরের পত্রে) বলা হইয়াছে "যে রাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতে পারেন। যাহাতে বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন রাজ্ঞীর একটী মাত্র প্রজারও প্রাণহানি না হয়, তাহার জন্য যে কোন উপায়াবলম্বন আবশ্যক হইবে তাহা করিতে তাঁহারা (ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট) কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না।" এখন সাধারণে নিশ্চিন্ত থাকুন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন কদর্য্যান্ন ভোজন করিলেও কাহারও প্রাণ হানি হইবে না! ৮০ হাজার টন টেবিল রাইস বিক্রয় করিয়া বঙ্গদেশের লাভ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই লাভের দ্বারা যদি সামান্য চাউল ক্রয় করিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি 'ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ' হয় নাই। এ চাউল এবং অন্যান্য যে চাউল বিদেশে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা তো গৃহে সঞ্চিত থাকিত, যখনি আবশ্যক হইত তখনি ব্যবহার করা যাইত, কিন্তু বিনিময় না হইলে টাকার মূল্য কি? ক্ষুধার সময় কে টাকা গণিয়া তাহার শান্তি করিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছেন যে গত পাঁচ বৎসর মধ্যে প্রতিবৎসর গড়ে যত চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে প্রায় সেই পরিমাণ (এক বৎসরের রপ্তানি) চাউল আগামী মে মাস পর্য্যন্ত এখানে আনিতে পারিবেন। সমগ্র বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৬,৬০,০০,০০০। ইহাদিগের প্রত্যেকের দৈনিক ব্যয় অর্দ্ধ সের (লর্ড নর্থব্রুকের হিসাবে) ধরিলে ৩০,০০০ টন হয়, তিনি ৩,৪০,০০০ টন আনিয়া দিবেন বলিয়াছেন, আর ভাবনা! কি? তাঁহার এই হিসাবে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের তিন মাসের খোরাক সংগ্রহ করিবেন এবং আবশ্যক হইলে এখন হইতে এক বৎসরে যে চাউল রপ্তানি হইয়াছে তাহার অপেক্ষাও অধিক আনিতে পারেন, বলিয়াছেন—তজ্জন্যই তিনি রপ্তানি বন্দ করিতে দেন নাই—এই তাঁহার আর একটী যুক্তি। তিনি চাউল ব্যয়ের যে হিসাব ধরিয়াছেন, যদি তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে সমূহ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, এই জন্য আমরা তাঁহাকে সতর্ক করিতে সাহসী হইলাম। কলিকাতার বাবুরা স্বল্পাহারী, সুতরাং তাহাদের গড় ব্যয় অর্দ্ধ সের চাউল—অন্ন ধরা হয় নাই; কিন্তু যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কথা হইতেছে, তখন একজন শ্রমোপজীবী চাসার খাবার চাউলের উপর গড় ধরা উচিত। বঙ্গদেশের লোক সকলকে জাতিও ধনানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপরিস্থ দুই একটী জাতি ব্যতীত প্রায় সকলেই গড়ে প্রতি দিন একশের তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অবশ্য জল পানও ধরিতে হইবে। ভদ্র লোকদিগের মধ্যেও শতকরা একমণ চাউল অর্থাৎ ৫০ জন লোক দুই বেলায় এক মণ চাউল খাইয়া থাকে, ধরা হয়। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যাহা তিন মাসের খোরাক বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন এ হিসাবে তাহা দেড় মাসেও কুলায় কি না সন্দেহ?

লর্ড নর্থব্রুকের আর একটী যুক্তি দুর্ভিক্ষের সময় শস্যের পরিমিত ব্যয় করা। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় শস্যের মূল্য কম করিলে, শীঘ্রই তাহার রপ্তানি বন্ধ করা আবশ্যক হইয়া উঠে এবং যাহা অতিরিক্ত আমদানী করা যায় তাঁহাতেও সঙ্কুলান হয় না। ইহার অর্থ নাই বলিলেই হয়। তিনি জানেন না বাঙ্গালীরা শস্যের বিশেষতঃ তণ্ডুলের অপব্যয় করেন না। তাঁহারা লক্ষ্মীর কৃপালাভের আশয়ে ধান্যকে সুবর্ণ এবং তণ্ডুলকে রজত সমান জ্ঞান করেন।

"ধান্যং সুবর্ণ সদৃশং,
তণ্ডুলং রজতোপমং।
অন্নঞ্চৈবামৃতং যত্র,
তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং।"
লক্ষ্মীচরিত্র।

তাঁহার অন্যতম যুক্তি যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রপ্তানির প্রতি হস্তক্ষেপ না করিলেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে উহা আপনা আপনিই বন্ধ হইবে। উদাহরণ স্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন যে গত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর ৩ মাসে কেবল ৬৪৪২৫ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে, গত বৎসর এই সময়ে ১১৩, ২৭৭ টন হইয়াছিল। আমরা স্বীকার করি যে এই অল্প রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি হেতু, কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি কি দুষ্প্রাপ্তির জন্য নহে? চাউল আর নাই, তবে কি রপ্তানি হইবে?

লর্ড নর্থব্রুকের আর একটী চমৎকার যুক্তি যে তিনি বঙ্গদেশের কল্যাণ কামনা করিয়াই রপ্তানি বন্ধের আদেশ দেন নাই। এখানে সচরাচর অতিরিক্ত শস্য জন্মে, সুতরাং ইহার ব্যবসা দ্বারা বঙ্গদেশ লাভবান্ হয়। এই দুর্বৎসরের সময় যদি এই ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্রেতাগণ অন্যত্র যাইবে, আর তাহাদিগকে কখন ও এখানে আনা যাইতে পারিবে না। বঙ্গদেশ এই উপকার স্মরণ করিয়া লর্ড নর্থব্রুকের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে! লর্ড নর্থব্রুক নাকি একজন সদাগরের পুত্র সুতরাং সদাগরী বুঝেন ভাল। আমরা টাকা চাই না, আমাদিগের জন্য তাঁহার আর খরিদদারদের উপাসনা করিতে হইবে না। তাঁহারা রাগ করিয়া যত শীঘ্র আমাদিগের দেশ হইতে প্রস্থান করেন ততই ভাল। আমাদের ঘরের চাউল ঘরে থাকুক, এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। তাহা হইলে আবার টাকায় দু মণ করিয়া চাউল হইবে।

ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন আবেদন মধ্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে "১৮৬৫।৬৬ শকেও চাউল রপ্তানি না হইয়া যদি দেশে থাকিত, তাহাহইলে উড়িষ্যার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিত না।" লর্ড নর্থব্রুকের মতে এটী অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রম। তিনি বলেন, যে "উড়িষ্যায় খাদ্যাভাবে কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই। উড়িষ্যার পথ ঘাট এবং যাতায়াতের অসুবিধা নিবন্ধন শস্য সকল যথাস্থানে প্রেরণ করিবার ব্যাঘাত হইয়াছিল, সেই জন্যই অনেকের মৃত্যু হয়।" তিনি বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও কতকটা এইরূপ ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আশঙ্কা করেন। খাদ্যের অনাটন জন্য কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা নাই। যে সকল স্থলে যাতায়াতের সুবিধা, রেইলওয়ে ও নদী আছে তথায় কিছুই হইবে না, তবে যে সকল স্থানে যাতায়াতের সুবিধা নাই, তথায় খাদ্য প্রেরণ এবং তাহা বিতরণ করিতে যাহা কিছু কষ্ট হইবে। এটী তাঁহার নিতান্ত ভ্রম, উড়িষ্যার যদি খাদ্যাভাব হয় নাই, কঙ্কালাবশিষ্ট সহস্র সহস্র উড়িয়া দল বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল কেন? যাহাহউক গবর্ণমেণ্ট যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "একটীকেও খাদ্যাভাবে মরিতে দিবেন না", তখন বোধ হয় পথ ঘাটেরও একটী বিহিত বিধান করিবেন। আমরা কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে বর্ত্মহীন স্থানই অধিক। গবর্ণমেণ্ট যদি এতদিন এই গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে কত স্থানে রথ্যা নির্ম্মাণ ও খাল খননাদি হইতে পারিত। ইহা দ্বারা দুই দিকেই উপকার হইতে পারিত। শ্রমোপজীবীরা কার্য্য পাইয়া দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাইত, এবং দেশ মধ্যে ও যাতায়াতে সুবিধা প্রযুক্ত বাণিজ্যের উন্নতি সাধন হইত। এখনও সময় অতিক্রান্ত হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট এখনও মনে করিলে অনেক রক্ষা হয়।

দেশীয় সংবাদ পত্র।

অধুনা সংবাদপত্র সকলই দেশের সভ্যতা পরিমাপক। কোন দেশের বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান ও সভ্যতা নিরূপণ করিতে হইলে, তাহার সংবাদপত্রের সংখ্যা গণনা করিলেই যথেষ্ট হয়। পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে ভাষাবিশেষের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু সামাজিক আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিপদ্ধতি, সামাজিক মত প্রভৃতি সংশোধনপূর্ব্বক কোন এক দেশের সম্যক্ সভ্যতা সংসাধন করিতে হইলে সংবাদপত্রের সাহায্য আবশ্যক। এই জন্যই ইহা সাধারণের মুখ পাত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সভ্যদেশ সকল সংবাদপত্র অভাবে থাকিতে পারে না। এই জন্যই আমরা ইউরোপ ও আমেরিকাতে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। ইউরোপের মধ্যে

ইংলণ্ড,জর্ম্মণি ও ফ্রান্স অপেক্ষাকৃত সভ্য দেশ, সেই জন্য এই সকল স্থানে অধিক সংখ্যক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। যে স্থানের লোক যত অধিক কৃতবিদ্য ও সভ্য, সেই স্থানেই তত অধিক সংবাদ-পত্র দেখিতে পাওয়া যায়। লেখাপড়া না জানিলে অর্থাৎ "পাঠক সাধারণ" না থাকিলে, কে সাধারণ মতের প্রতিপো-ষণার্থী হইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিবে? আমরা উদাহরণ স্থলে ইংলণ্ডকে গ্রহণ করিলাম। তথাকার অধিকাংশ ব্যক্তি কিছু কিছু লেখাপড়া জানেন— তত্রত্য সকলেই বিদ্বান্ আমরা এ কথা বলিতেছি না। তথায় সাধারণ মতে-রও অভাব নাই। একজন সামান্য পাদুকা নির্ম্মাতাও রাজনীতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। পার্লে মেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচনের সময় আপামর সাধারণ লোকের "ভোট" অর্থাৎ মত আবশ্যক। এমত স্থলে সহজেই সংবাদ পত্র সকলের দল পুষ্ট হয়। লেখাপড়া শিখিলে মন উন্নত হয়—জ্ঞান প্রশস্ত হয়, অজ্ঞ চক্ষের অদৃশ্য অভাব সকল জাজ্বল্যরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে; এই সকল অভাব নিবারণ করিবার জন্য মনোমধ্যে স্বতঃই বলবতী ইচ্ছার উদ্রেক হয়। মনুষ্য সামাজিক জীব-একাকী তাহার কোন কার্য্যেই সম্পন্ন হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া অগত্যা তাহাকে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। যত তাহার পরিচিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তত তাহার অভিজ্ঞতাও প্রশস্ততর হয়, ততই তাহার সাধারণভাবে অভাব জ্ঞাপন বা মত প্রচার করিবার ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছাই সংবাদ পত্রের জননী। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন অভাবের প্রতি দৃষ্টি এবং তাহার পূরণ জন্য ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়া থাকে; এবং প্রত্যেক মতের স্বপক্ষ বা পরিপোষক স্বরূপ এক এক সংবাদ পত্রের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে এই-রূপ কৃতবিদ্য লোক অনেক আছেন— ইহাদিগের সম্প্রদায়ের সংখ্যাও অল্প নহে এবং এই সকল সাম্প্রদায়িক মতের প্রতিধ্বনি-রূপ পাঠক সাধারণেরও অপ্রতুল নাই, সুতরাং তথাকার সংবাদ পত্র সকলের সংখ্যাও বিস্তর। ইংল-ণ্ডের সভ্যতা বিষয়ে কিছু অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। ভারতবর্ষ এখ-নও বহুকাল ধরিয়া তাঁহার নিকটে শিক্ষা করিতে পারিবেন। আমরা আপনাদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া কখন কখন বাহ্য সভ্যতাভিমানী হই বটে,কিন্তু যখনি আপনাদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুসন্ধানার্থে দৃষ্টিপাত করি, তখনি চক্ষু-স্থির হয়। উচ্চ-শ্রেণীর—তাও সকলে জানেন কিনা সন্দেহ—এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরিস্থ দুই একটী জাতি ব্যতীত সাধারণ্যে প্রায় সকলেই অন-ক্ষর। সমগ্র ভারতবর্ষ বিংশতি কোটী লোকের আবাস স্থল হইলে, ইহার শতকরা গড়ে একজন লেখাপড়া জানে কি না সন্দেহ। গত বৎসরের পোষ্ট আফিসের কার্য্য সম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকা-শিত হইয়াছে যে সমগ্র ভারতবর্ষে ৪৭৮ খানি সংবাদ পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে। ১৮৭১-৭২ অব্দে ৪৩০ খানি এবং ১৮৭২-৭৩ অব্দে ৪৮ খানি। ইহার মধ্যে

বাঙ্গালায়	৯৯
মান্দ্রাজ	৮৪
বোম্বাই	১১৮
উত্তর পশ্চিম	৭৩
পঞ্জাব	৪১
ব্রহ্ম দেশ (ব্রিটিষ)	১৯
মধ্য ভারতবর্ষ	৯
সিন্ধু দেশ	১৩
অযোধ্যা	১৯
রাজপুতনা	৩
মোট	৪৭৮

এই ৪৭৮ খানি পত্রের গ্রাহক সংখ্যা কত? সাধারণে না জানুন সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ বিলক্ষণই অবগত আছেন। আমাদিগের একজন মাননীয় সম্পাদক গড়ে প্রত্যেক খানির ৭০০ গ্রাহক ধরিয়াছেন বোধ হয় তাঁহার গ্রাহক সংখ্যা কিছু অধিক থাকিবে,কিন্তু আমরা যতদূর জ্ঞাত আছি বলিতে পারি, যে দুচারি খানি ইংরাজী এবং দুই এক খানি দেশীয় কাগজ ভিন্ন অধিকাংশ পত্রি-কারই ৫০০ শতের অধিক গ্রাহক নাই। আবার এই এক বৎসরের মধ্যে গ্রাহক অভাবে এই ৪৭৮খানি কাগজের যে কত খানা উঠিয়া গিয়াছে তাহাও অনুধাবন করা উচিত। অনুসন্ধান করিয়া যদি ইহার একটী স্বতন্ত্র তালিকা প্রকাশ করিতে পারাযায়, তাহা হইলে এই ৪৭৮ খানি-রও অর্দ্ধেক না হউক প্রায় তৃতীয়াংশ বাদ পড়িবে। যাহাহউক এই ৪৭৮ খানির গড়ে প্রত্যেক খানির ৫০০ গ্রাহক ধরিলে ও ২,৩৯,০০০ জন মাত্র গ্রাহক হয়। সুযোগ্য মিরার সম্পাদ-কের মতে এক এক খানি পত্রিকা প্রায় দশ জনে পাঠ করিয়া থাকে। ইংরাজী পত্রের পাঠক সংখ্যা ঐরূপে ধরা যাইলে যাইতে পারে, কিন্তু আমরা জানি অনেক স্থানে 'ঘর থেকে কড়ী দিয়াও' দেশীয় সংবাদ পত্রের পাঠক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যেমন অনেকে অবজ্ঞা করিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করেন না, তেমনি আবার অনেক এমত লোকও আছেন,যাঁহারা সভ্যতানুরোধে,লোকের উপরোধে পদের গৌরবের এবং বৈঠক খানার আসবাবের জন্য কতকগুলি সংবাদ পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা এই উভয় বিধ শ্রেণীর লোক

দিগকে বাদ দিয়া এবং মিরার সম্পাদকের গণনার অর্দ্ধেক সংখ্যা অর্থাৎ প্রত্যেক পত্রিকার ৫ জন পাঠক ধরিয়া, পাঠকের সমষ্টি এগারলক্ষ পঞ্চনবতি হাজার মাত্র দেখিতে পাই! ইহাও স্বীকার্য্য যে এ দেশের সকল শিক্ষিতেরা—অবশ্য যাহারা অল্প লেখাপড়া জানেন—সংবাদ পত্রের উপকারিতা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যাই বা কত হইবে? আমরা অনুমান করি পাঁচ সাত লক্ষের উর্দ্ধ কখনই হইবে না। এইরূপ সকল শ্রেণীর মধ্য হইতে লেখা পড়া জানে এমন সকল লোক নির্ব্বাচন করিয়া লইলেও সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কুড়ি লক্ষ লোক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সমগ্র ভারতভূমির অধিবাসী সংখ্যা অন্যূন বিংশতি কোটী, ইহার মধ্যে কেবল বিংশতি লক্ষ লেখা পড়া জানেন, অবশিষ্ট ঊনবিংশ কোটী অশীতি লক্ষ ব্যক্তি অনক্ষর রহিয়াছে।

সমগ্র ভারতবাসীদিগের মধ্যে বঙ্গদেশের লোকেরা আবার অধিক সভ্য বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু আমরা উপরের তালিকায় দেখিতেছি যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশে ১৯ খানি পত্রিকা অধিক। বঙ্গদেশে কৃতবিদ্যের সংখ্যা অধিকতর হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠক যে অল্প তাহার সন্দেহ নাই। আমরা উল্লিখিত গণনানুসারে দেখিতে পাই যে বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় কোটী ষষ্টী লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ৯৯ খানি পত্রিকা। প্রত্যেক পত্রিকার পাঁচ শত গ্রাহক বা আড়াই হাজার পাঠক ধরিলে ২,৪০,৫০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচ শত মাত্র পাঠক দেখা যায়। অবশিষ্ট ৬ কোটী ৫৭ লক্ষ ৫২ হাজার ৫ শত অনক্ষর। সুতরাং বঙ্গদেশেও শতকরা তিনজন লেখাপড়া জানে কি না সন্দেহ। এই আমাদিগের বিদ্যাভিমান! এই আমাদিগের সভ্যতা!

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতে শিশুদিগকে আদৌ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত নয়, কেন না তাহাতে তাহাদিগের মনোবৃত্তি সকল স্বাভাবিক ভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। কৃত্রিম উপায়ে ভয় প্রদর্শন বা বল প্রয়োগপূর্ব্বক শিক্ষা দান করিতে গেলে তাহাদিগের প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং মহৎ ও তেজস্বী মন চিরকালের জন্য ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। একথা নিতান্ত অর্থশূন্য নয়। বস্তুতঃ শিশুদিগের জন্য যদি বিদ্যালয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র প্রকার শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কুসুম কলিকার এক এক দল যেমন ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে, শিশুদিগের মনের এক এক ভাব সেইরূপ কোমল ভাবে অল্পে অল্পে বিকসিত করা আবশ্যক। তাহাদিগের জ্ঞানস্পৃহা, সত্যানুরাগ, বিচার ও ধারণা শক্তি, হৃদয়ের স্নেহভাব এবং নীতিবোধ ক্রমশঃ উদ্দীপন করা চাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে সার হউক বা অসার হউক নানাবিষয়ক জ্ঞানে মনকে ভারাক্রান্ত করাই অনেকের মতে বিদ্যাশিক্ষা। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও এই দূষিত মতের বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কারণে বয়স বিচার না করিয়া ছাত্রদিগের মস্তকে বিদ্যার ভার চাপাইবার জন্য কত প্রয়াস দেখা যায়। ৩।৪ বৎসরের শিশুগণকে পুস্তক গিলাইবার চেষ্টা করা হয় এবং পীড়াপীড়ি দ্বারা তাহাদিগের নবাঙ্কুরিত বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। দুগ্ধপোষ্য শিশুর মস্তকে ২।৩ মণ ভার চাপাইলে তাহার যেরূপ ইষ্টসাধন হয়, সুকুমারমতি বালকগণের উপরে বহু পরিমাণে গ্রন্থভার চাপাইলে ততোধিক ইষ্টাপত্তি লাভ হয়! ইহা অপেক্ষা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাহাদিগের হস্তে দেশের ভাবী বংশধরগণের উন্নতি ও কল্যাণের ভার সংন্যস্ত, তাঁহারা তাহাদিগের উপর এইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন।

৮।১০ বৎসরের বালকেরা বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা দিয়া থাকে। তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তক ও পরীক্ষেয় বিষয় সকল গণনা করিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। তাহাদিগকে ভাষা, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, পাটীগণিত, রেখাগণিত, অর্থব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষা করিতে হয়। ইহার এক একটী বিষয়ে আবার ২।৩ খানি করিয়া পুস্তক পড়িতে হয়। এতদ্ভিন্ন আদালতের কাগজ পড়িতে ও জরীপ জমাবন্দী শিখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন শিক্ষাবিভাগের কোন মহাত্মা অথবা তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তি যদি কোন নূতন পুস্তক প্রণয়ন করেন অথবা ইংরাজী হইতে অনুবাদ করেন তাহা হইলে তাহাও শিক্ষা করিতে হয়। যখন ৮।১০ বৎসরের বালকগুলি এই গুরুতর বিষয় সকল কণ্ঠস্থ করিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়। শিক্ষাব্যবস্থাপক ও শিক্ষাদাতা মহাশয়দিগের ইচ্ছা শিশুদিগকে এককালে সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত করিয়া তুলিবেন, কিন্তু ইহাদ্বারা তাহাদিগকে অসারতাপূর্ণ পল্লবগ্রাহী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক বোঝা অসার কথা শিক্ষার পরিবর্ত্তে এক বিষয়ে যদি একটু ব্যুৎপত্তি লাভ হয়, এক বিষয়ে বালকের মানসিক শক্তি যদি সংবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে তাহার চিরকালের উপকার হয়। নতুবা

তাড়াতাড়ি করিয়া অল্প দিবসে অনেক শিক্ষা করিতে বাধ্য করিলে তাহা ভুলিতেও বড় অধিক সময় লাগে না। এতদ্ব্যতীত অল্প বয়সে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতে গিয়া বালকদিগের অনেককে চিররুগ্ন হইয়া পড়িতে হয়, কাহার কাহার মেধার তীক্ষ্ণতাও বিনষ্ট হয়। ৮।৯ বৎসরের বালকদিগকে অর্থব্যবহারের ন্যায় দুরূহ শাস্ত্র সকল শিক্ষা করিতে দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

বালকদিগের উপর যত প্রকার পীড়ন হয়, তন্মধ্যে একটী বিষয় বিশেষ রূপে উল্লেখ করা আমাদিগের অদ্যকার উদ্দেশ্য। আদালতের নথী পড়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে। বালকেরা আর সকল বিষয়ে উচ্চ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলেও নথী পড়িতে না পারাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আদালতের নথী যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ, তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। হিন্দী, বাঙ্গালা, পারসী প্রভৃতি কতকগুলি মিশ্রভাষা একত্র করিয়া তাহার পাঠ লিখিত, তাহার সংশোধন ভিন্ন মাতৃভাষার কোন প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এখন সেই অপূর্ব্ব ভাষা পড়িতে না পারিলে বালকদিগের সকল শিক্ষাই অগ্রাহ্য হইয়া গেল। ভাষা অপেক্ষা আদালতের হস্তাক্ষর আরো অপূর্ব্ব। জড়ানে জড়ানে টানা লেখা বালকের বোধগম্য হওয়া দূরে থাকুক, তাহার পিতা ও শিক্ষকদিগেরও অসাধ্য। তাহা দেখিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুরা যে ডরাইয়া উঠে না, ইহাই পরম ভাগ্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি, শিশুদিগের পাঠ্যাবস্থায় তাহাদিগের উপর এ সকল অত্যাচার কেন? অল্পে অল্পে তাহাদিগের বুদ্ধি ও জ্ঞানের উন্মেষ যাহাতে হয়, তৎপ্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা কি উচিত নয়? বড় হইলে এবং কাজে পড়িয়া গেলে নথী পড়িতে ও আদালতের দেবভাষা বুঝিতে কাহার আটক খায়? শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের নিবেদন, শিশুদিগের কোমল মস্তক হইতে এই আদালতী ভাষার কণ্টক এবং কতকগুলি অতিরিক্ত পরীক্ষেয় বিষয়ের ভার উদ্ধার করুন। ইহাদ্বারা তাঁহারা আর কোন ফল লাভ না করুন, শিশুহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হইবেন। সকলের জানা কর্ত্তব্য যে বালকেরা সচ্ছন্দশরীর মনে স্বাভাবিক প্রফুল্লতার সহিত যাহা শিক্ষা করিতে পারে, সেই শিক্ষাই তাহাদিগের চিরকালের জন্য আয়ত্ত হয় এবং সেই শিক্ষাদ্বারাই তাহাদিগের মানসিক প্রখরতা প্রকৃতরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সুন্দর হস্তলিপি, মানসাঙ্ক, পুস্তক পাঠ ও রচনা শিক্ষা দেও; ইতিহাস ও ভূগোলের স্থূল স্থূল মর্ম্ম অবগত কর; যদি পার বিজ্ঞানের সার নিয়ম ও আশ্চর্য্য কৌশল কিছু কিছু অবগত করিয়া বিদ্যোন্নুরাগ বৃদ্ধি কর। তাহা হইলে শিক্ষার উৎকৃষ্ট ভিত্তি নিখাত হইল, তদুপরি উত্তুঙ্গ জ্ঞানমঞ্চ অনায়াসে নির্ম্মিত হইতে পারিবে। 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' এইটী স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য সংযত কর। সর্ব্বেয়ারী, কি ডাক্তারী, কি আদালতের আইন কানুন ও লোকযাত্রাবিধান শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব এ প্রকার পারিভাষিক শিক্ষা বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ে সম্পন্ন হইতে পারিবে এবং তজ্জন্য ভবিষ্যতে অনেক সময় আছে। আমরা আশা করি, বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার দোষ সংশোধনে মনোযোগী হইয়াছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া ইহার সংস্কার বিধান করুন। দেশস্থ বিজ্ঞ মহোদয়গণ যাঁহারা আপনাদিগের বালকদিগের চিরকল্যাণ প্রার্থনা করেন তাঁহারাও এ বিষয়টী বিশেষ বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করুন্ এবং যাহাতে ইহার দোষ নিরাকৃত হয় অবিলম্বে এরূপ উপায় অবলম্বন করুন্।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

মহীশূরের রাজপুত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

গত বৎসর এমন সময় গয়াতে টাকায় ।৮।।০ ত্রিহুতে ।।২ এবং পূর্ণিয়াতে ।।৮ সের বিক্রয় হইয়াছিল, এ বৎসর ৴৯।, ৴৯ এবং ।০ সের করিয়া হইতেছে। দুর্ভিক্ষ আর কাহাকে বলে?

খাজে আবদুল গণির পুত্র খাজে আসাদুল্লাও দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিতেছেন। কুষ্টিয়া হইতে রঙ্গপুরে দেশী নৌকায় চাউল চালান করা কষ্টকর হওয়াতে তিনি আপনার 'ষ্টার অব ঢাকা' নামে কলের জাহাজ খানি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

জানুয়ারি মাসে ২০,৫৩৯ জন লোক ভারতবর্ষের চিত্রশালিকা দর্শন করিয়াছেন। দেশীয় ১৭৩৬৯ জন পুরুষ, ২৫১৩ জন স্ত্রীলোক; ইউরোপীয় ৪৮০ জন পুরুষ, ১৭৭ জন স্ত্রীলোক।

১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ বৎসরে আম্র যথেষ্ট জন্মিয়াছিল, কেশুর গুঁড়া করিয়া দরিদ্র লোকে আহার লাভ করিয়াছে। এবৎসর সে আশায়ও বালি! রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে আম্রের মুকুল উদ্‌গত হইয়া কুজ্ঝটিকার উৎপাতে এককালে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সিমস্ নামে একজন গণ্য উকীল গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। একবার গুলি ফস্কিয়া যাওয়াতে গালের মধ্যে নাকি গুলি করিয়া মরেন। আত্মবিনাশ সাধনের পূর্ব্বে তিনি স্বীয় স্ত্রীকে গুলি করেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উক্ত রমণী গুরুতররূপে আহত হইয়াও হত হন নাই। ডাক্তার ফেরিস যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতেছেন, প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। সুরাপানে হতচেতন হইয়া সিমস এই কাণ্ড করেন, অনেকের অনুমান। হা রাক্ষসী সুরা! সাহেবও তোমাকে জীর্ণ করিতে পারে না।

ত্রিহুত, সারণ ও চম্পারণ এই তিন জেলা হইতে যারপর নাই দুঃ সংবাদ আসিতেছে। মধুবাণীর হৈমন্তিক ফসল নষ্ট প্রায়। আত্যন্তিক শীতে সারণের ফসলের অতি দুর্দ্দশা হইয়াছে। দিঘবারা, পরসা ও বসন্তপুর থানা এবং সেওয়া উপবিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। হৈমন্তিক ফসল ।০ আনার উর্দ্ধ পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ স্থল। তত্রত্য প্রায় দেড় হাজার বিঘা আফিমের জমী শস্যোৎপাদনের জন্য রাইয়তদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।

যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষক্লেশ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার লোক সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৪, ০৬, ১৯৪; ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ এইরূপঃ—

মালদহের	বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা
থানা খুররা	২৮১	৯২, ০১১
সীতামারী	৯৯৬	৭, ৯১, ৬০৯
সুপুল		৫, ৬৫, ৭৪৭
মধুপুর		৩, ৯১,০৮৬
মধুবাণী	১২৮২	৬,৮৯, ৭৪১

ইহার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুজাতীয়।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া যে তুমুল মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি যাহার সাক্ষী ছিল, তাহা খরচা সমেত ডিসমিস হইয়াছে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ কি হিন্দুসমাজ সপ্রমাণ হইল?

এ ফরবিস্ সাহেব সেণ্ট্রাল ফেমিন রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী হইয়াছেন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারী এচ ডবলিউ উড ইহার ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ টাকা এই শেষোক্ত মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হইবে।

২৪এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় ২৪২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বগত সপ্তাহে ২৪৫ হইয়াছিল। আমাশয়ে ২৩, জ্বরে ৯৪, ওলাউঠায় ২৩, উদরাময় ৩ এবং অন্যান্য কারণে ৮৫ জনের মৃত্যু হয়।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এবৎসরের আয় ব্যয় হিসাবের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ৬৪ লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র ধরিয়াছেন।

মিলেট সাহেব দারজিলিঙ পর্ব্বতের নিম্ন দেশে পঙ্খাবাড়ির নিকট কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর রঙ্গপুরের সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডে ২০০০ টাকা, লালবাগ ফণ্ডে ২৫০ এবং [illegible] রিলিফ কমিটীতে ২০০০ টাকা দিয়াছেন এবং শেষোক্ত স্থানে ১০০ টাকা করিয়া মাসিক দা[illegible] দানে স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের জমীদারী মধ্যে পুষ্করিণী খননের অনুমতি দিয়াছেন, প্রজাদিগের ১ বৎসরের খাজনা মাপ করিয়াছেন এবং যে সকল প্রজা নিজে পুষ্করিণী খননে প্রস্তুত, তাহাদিগকে অগ্রিম অর্থ ঋণ দিয়াছেন। ইঁহার দৃষ্টান্ত সকল জমীদারের অনুকরণীয়।

ইণ্ডিয়া গেজেটে গত শনিবার পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের অবস্থা এইরূপ বর্ণিত আছে। প্রায় সকল জেলাতেই বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং কোন কোন জেলাতে ভারী শসলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা শীত ও বসন্ত কালীন শস্যের উপকার দর্শিবে, আউস ধান্যের জন্য ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ইতি মধ্যে বীজবপন হইতেছে। কোন কোন স্থানের কলাই, তিল সর্ষপ ও তমাকের হানি হইয়াছে। বেহারে যে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে তাহা কোন কার্য্যের নহে। বৃষ্টি দ্বারা বোরো ধান্যের বড় উপকার হইয়াছে এবং তাহা উত্তম জন্মিবার আশা আছে। শীতাধিক্যে ও অনাবৃষ্টিতে হৈমন্তিক শস্যের কতক হানি হইয়াছে বটে, কিন্তু মোটে তাহা মন্দ জন্মে নাই।

গত শুক্রবার রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কাশীধামে যাত্রা করিয়াছেন।

সিবিলিয়ান আনন্দরাম বড়ুয়া, যিনি এক্ষণে আসামে কর্ম্ম করিতেছেন, তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ত কমিসনর হইয়াছেন। এরূপ সত্বর উন্নতি দেশীয় সিবিলিয়ানের পক্ষে সৌভাগ্য সূচক বটে।

প্রুসীয় গবর্ণমেণ্ট যে জর্ম্মণ পণ্ডিতকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার্থ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন, তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন, গত সোমবার গবর্ণর জেনারলের ইবনিং পার্টিতে ছিলেন। এ দেশীয় কৃতবিদ্যগণের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত বিধেয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বর্দ্ধমানের কমিসনরের পার্সন্যাল আসিষ্টাণ্ট বাবু কেদারনাথ দাস পীড়ার ছুটীতে একখান নৌকাযোগে উলুবেড়িয়ায় যাইতেছিলেন, সপরিবারে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৩১শে জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, তাহাতে কলিকাতায় ২৩৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই জ্বরে এবং ২৭ জন ওলাউঠায় মরিয়াছে।

চম্পারণ ডিষ্ট্রিক্টে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় ৩২২২১৸/১৫ চাঁদা উঠিয়াছে। বেত্তিয়ার মহারাজা কুড়ী হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সর রিচার্ড টেম্পল সীতামারি (উত্তর বিহার) হইতে নিম্ন লিখিত ভয়ঙ্কর সংবাদ তারযোগে প্রেরণ করিয়াছেন—

"কেবল মাত্র ত্রিহুতে ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোককে অনেক মাস ধরিয়া আহার দিতে হইবে। ত্রিহুত জেলার ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এক তৃতীয়াংশের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। চম্পারণে ৩।৪ লক্ষ এবং সাহরণে প্রায় ১ লক্ষ লোকের অন্ন যোগাইতে হইবে। ইহা ভিন্ন গয়া এবং সাহাবাদের অনেক লোক জুটিবার সম্ভাবনা। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৫০০০০ লোকের অন্নের সংস্থান আছে। পূর্ব্ব সীমা এবং ত্রিহুত ভিন্ন অন্য স্থানে এখনও বিশেষ কষ্ট লক্ষিত হইতেছে না। সকল দিকেই দেখিতেছি যাহারা সচরাচর খাটিয়া খায় না, এমন শত শত লোক আমাদের "রিলিফ" কার্য্যে আসিতেছে। কোন কোন স্থানে আমি দেখিয়াছি [illegible] প্রায় ২।৩ হাজার লোক খাটিতেছে। নিশ্চয় বোধ হইতেছে গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে গঙ্গার উত্তর তীরবর্ত্তী অনেক লোকের মৃত্যুর আশঙ্কা। এমন কি পাটনা বিভাগের উত্তর ভাগস্থ অনেক প্রদেশ প্রায় জনশূন্য হইয়া যাইবে। এ স্থানের বিশেষজ্ঞ অনেকে বলিতেছেন যে, ইতি মধ্যে অধিবাসীদের অধিকাংশ এক বেলা মাত্র আহার করিতেছে! প্রজারা অত্যন্ত চিন্তিত কিন্তু তাহাদের সহিষ্ণুতা বিস্ময়কর! সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের বিষয় এই যে, যে প্রদেশে বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা সেখানে শস্য লইয়া যাওয়া কঠিন।"

উত্তর পশ্চিম।

দিল্লীতে শিলা বর্ষণসহ ঘোরতর বৃষ্টিপাত হইয়াছে।

আমরা গত সপ্তাহে রাজপুতানার যে ক্ষুদ্র যুদ্ধের সংবাদ দিয়াছিলাম, তাহা অল্পে অল্পে শেষ হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আগ্রা হইতে তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে, ঠাকুর অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিগের সাহায্য দানার্থ এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটী প্রকাশ্য সভা হইতেছে।

আউড ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি কানিঙ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীকে লক্ষ্ণৌ টাইমসের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে একজন মুসলমান এই পদস্থ ছিলেন।

নাগাপাহাড় পরিদর্শন করিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারিরা টেসপিমা নামক স্থানে যাইতে যাইতে নাগাগণ কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হন। গবর্ণমেণ্টের অল্প সংখ্যক সৈন্যের সহিত তাহাদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তাহারা বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছে। এখন তথায় যাইবার আর কোন প্রতিবন্ধক নাই।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর গত ১১ই মাঘ মুলতানে ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার প্রতি বিরাগী হইলেন কেন?

কুমাউন হইতে একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা দ্বারা চা-করদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এই রাস্তা আউদ এবং রোহিলখণ্ড রেইলওয়ে পর্য্যন্ত হইবে।

মৃত কর্পূরতলার রাজার মধ্যমপুত্র কুমার হরনাম সিং খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১লা ফেব্রুয়ারি জলন্দরে তাঁহার জল সংস্কার হয়। ধর্ম্মের অনুরাগ জন্য না তলায় আর কিছু আছে?

বেতিয়ার মহারাজা বঙ্গদেশ হইতে লক্ষাধিক টাকার চাউল এবং দিল্লী হইতে বহু সহস্র টাকার অন্যান্য খাদ্য শস্য ক্রয় করিয়া বেতিয়ার দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আরো সমস্ত প্রজার অর্দ্ধেক খাজনা মাপ করিয়াছেন এবং স্বাধিকার মধ্যে ৩টী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে প্রতিপালন করিতেছেন।

ডেলিনিউস শুনিয়াছেন, ইন্দোর হইতে এক ব্যক্তি সাড়ে তিন হাজার টাকার অর্দ্ধনোট ডাকযোগে কলিকাতায় পাঠাইতেছিলেন। পথে পত্রের মধ্যে নোটের পরিবর্ত্তে এক খানি শ্রীরামপুরে কাগজ দিয়া নোটগুলি আত্মসাৎ করা হইয়াছে। পোষ্টেল বিভাগের চুরি নিবারণ কি কিছুতেই হইবে না?

মান্দ্রাজ।

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজের কৃষি প্রদর্শন আরম্ভ হইবে। হতভাগ্য বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষ প্রদর্শন করিতে রহিলেন।

দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর প্রদেশে দুর্ভিক্ষ পীড়া উপস্থিত। ঐ স্থানে এবং তেনিবেলীতে মূল্য দিন দিন বাড়িতেছে।

গবর্ণমেণ্ট স্বীয় বিদ্যালয়ে বাইবেল অধ্যয়ন প্রবেশিত করিতে পারিলেন না, কিন্তু ত্রিবঙ্কুরের মহারাজা তাঁহার স্বকীয় হাই স্কুলে তাহা ধরাইয়াছেন। 'ইণ্ডিয়ান ইবানজিলিকাল রিবিউ' ইহা দ্বারা কাহাকে খৃষ্টান হইতে না দেখিয়া একটু দুঃখিত হইয়াছেন। বাইবেল পড়িলেই খৃষ্টান হয় না, তাহার সঙ্গে মিসনরী উপদেশ অনুপান চাই।

মান্দ্রাজের সেণ্ট টমাস মাউণ্টের একজন সৈন্য সেদিন হরিণ ভ্রমে দুটী বালককে গুলি করেন। সৌভাগ্যক্রমে উহাদের সামান্য মাত্র আঘাত লাগে। অধিক হইলেই বা কি হইত?

মান্দ্রাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীধর আলুর (ইহাকে নায়াডু বলিয়া অনেকে জানেন।) মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার্থ মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত পদব্রজে আগমন করেন। চিরদিন দারুণ দরিদ্রতা ও কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছেন, তথাপি স্বদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বিরত হন নাই। ইহার বিধবা পত্নী ও অনাথ সন্তানদিগের সাহায্যার্থে ব্রাহ্মগণ কি কোন উপায় করিবেন?

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, তাঞ্জোরের এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তিন মাস ধরিয়া একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, ইহাও লোকের সন্তোষ সাধনে পর্য্যাপ্ত হয় নাই, তিন মাসের পর বক্তৃতা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিয়া সকলে দুঃখিত হইয়াছেন। সো, প্র।

বোম্বাই।

সেতারাবাসী কতকগুলি লোক একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা স্বদেশজাত ভিন্ন অন্য প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিবেন না। মুনসেফের কাছারীর কতকগুলি উকীল ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর লোকে দেশীয় শিল্পের উন্নতি নিমিত্ত সচেষ্ট, কিন্তু বঙ্গদেশ ক্রমে দেশীয় সকল দ্রব্যজাত অগ্রাহ্য করিয়া বিলাতী বেশভূষায় সজ্জিত হইতে উৎসুক হইতেছেন!

লর্ড নর্থব্রুক দাদাজী নৌরজীকে বরদার দেওয়ান বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকৃত এই যে জনরব হইয়াছিল, ইংলিসম্যান বলেন ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। অদ্যাপি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহার উল্লেখ হয় নাই।

হলকারের মহারাজা গত পূর্ব্ব শনিবার বোম্বাই প্রার্থনা সমাজে উপস্থিত হন। তাঁহার বোম্বাই আগমন স্মরণার্থ তত্রত্য লোক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া অভিনন্দন দিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।

চ্যাপমান সাহেব বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

খাণ্ডোয়া হইতে সানা পর্য্যন্ত হলকার ষ্টেট রেলওয়ে খুলিবার উপলক্ষে গতপূর্ব্ব সোমবার একটী মহা ভোজ হইয়া গিয়াছে। সার মাধব রাও রাজ্যের উন্নতি সাধন জন্য বিশেষরূপ প্রশংসিত হইয়াছেন।

ইউরোপ।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় পর্টুগালে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষা উৎসাহ লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষেই কেবল সংস্কৃতের দুরবস্থা!

হেসির রাজকুমার অসবরণে ইংলণ্ডেশ্বরীর আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কনিষ্ঠা রাজকুমারী বিট্রেসের পাণি গ্রহণাকাঙ্ক্ষী।

গত ৩১এ ডিসেম্বর ডিসরেলী সাহেবের বয়স ৬৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

সম্প্রতি মহারাণীর তৃতীয় পুত্র কেম্ব্রিজের ডিউক কোন স্থানে একটী আশ্চর্য্য পদার্থ দর্শন করিতে ছিলেন, এমন সময়ে কাপ্তেন মঙ্গেল নামে ৮২ গণিত পদাতি দলের এক ব্যক্তি অর্দ্ধপথে এই বলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল যে, ডিউক তাহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছেন। অনন্তর ডিউকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। যদি ও ডিউকের হস্তে যষ্টি ছিল, তথাপি তিনি প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ঐ দুর্বৃত্ত পুনরায় আঘাত করিল। অনন্তর সে ধৃত হইলে একজন পুলিসমান আসিয়া তাহার নাম ধাম লিখিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। বিচারালয়ে মোকর্দ্দমা হইতেছে, অপরাধীর কিরূপ দণ্ড হয় বলা যায় না। পূর্ব্বকালে এরূপ ঘটনা হইলে অত্যাচারীর তদ্দণ্ডে শিরশ্ছেদন হইত। যাহাহউক রাজ পরিবারের প্রতি ইংলণ্ডীয় লোকদিগের ভক্তির হ্রাস হইতেছে যে শুনা যায় তাহা মিথ্যা নহে।

একখানি ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে অধ্যাপক ওয়েন লণ্ডনে একটী দন্ত বিশিষ্ট পক্ষী দেখিয়াছেন। হংসের ন্যায় ইহার পার পাতা জোড়া, পক্ষীটী মৎস্য খাইতে ভাল বাসে। সো, প্র।

বিবিধ।

খোখারাতে জনরব যে রুসীয়েরা উক্ত নগর আক্রমণ করিবার পন্থায় আছে। খোখারার আমীরের সহিত রুসিয়ার না সন্ধি আছে?

আগামী বসন্তকালে ডিউক অব এডিনবরা ককেসাস প্রদেশ দর্শন করিবেন।

লেসিপ সাহেব মোটামুটি হিসাব দিয়াছেন, মধ্য আসিয়ার রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে প্রায় ত্রিশ কোটী বিশ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

কোন বিখ্যাত লেখক বলেন, জীব ও উদ্ভিদ শরীরের উপর বায়লেট রঙের কার্য্য অতি আশ্চর্য্য। বায়লেট কাচাবৃত স্থানে বৃক্ষ সকল অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় এবং গ্রাম্য পশু সকলের বাসস্থানে বায়লেট রঙের কাচ ব্যবহার করিলে তাহাদের পূর্ণতা ও বল শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। উক্ত লেখক হসপিটালে ও বিদ্যালয় গৃহে এই কাচ ব্যবহার করিয়া রোগী ও বালক দিগের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিতে বলেন। গুটিপোকা উৎপাদনার্থ ইহা কতদূর কার্য্যকর হয়, দেখাও আবশ্যক।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে নিয়ম হইয়াছে ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিস সৈন্যগণ এখন অবধি বেতন ভিন্ন অৰ্দ্ধ সের মাংস, অৰ্দ্ধ সের রুটী এবং দেড় সের জ্বালান কাষ্ঠ পাইবে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সাহায্যার্থ নিম্ন লিখিত দাতব্য সংগৃহীত হইয়াছে;—

মহারাণী ভিক্টোরিয়া	১০০০০
ডিউক অব আরগাইল	৫০০০
গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর	১০০০০
অনারেবল মিস্ বেয়ারিং	১০০০
এফ বেয়ারিং	১০০০
স্যার জর্জ ক্যাম্বেল	২৫০০
বর্দ্ধমানের মহারাজা	২০০০০
জয়পুরের মহারাজ	২০০০০
পাতিয়ালার মহারাজ	১০০০০
রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	১০০০০
রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর	৫০০০
কুমার হরেন্দ্রকিশোর সিংহ বেতিয়া	২৫০০
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	২৫০০
রামপুরের নবাব	২০০০
সায়েদ মহম্মদ আবু সায়েদ পাটনা	২০০০
বাবু গিরিধারী সিংহ	২০০০
নৃসিংহ রাও, মান্দ্রাজ	১০০০
অনারেবল এ, হবহাউস	১০০০
বি, এচ, ইলিস	১০০০
মেজর জেনেরল অনারেবলস্যারএচ নরম্যান	১০০০
কলিকাতার লর্ড বিসপ	১০০০
অনারেবল স্যার, আর কাউচ	৫০০
ষ্টুয়ার্ট হগ	৫০০
অনারেবল মৌলবী আবদুল লতিফ	১০০
অনারেবল জে, বি, ফিয়ার	৫০০
প্রিন্স মির্জা খুসবক্ত বাহাদুর	১০০
কাপ্তেন ই, বেয়ারিং	১০০০
অনারেবল জে, ইংলিস	২৫০
আর, এচ, ডেলিয়াল	২৫০
এ, মনি সি, বি,	৩০০
রাজা অনারেবল রমানাথ ঠাকুর	৫০০
ডবলিউ এস এটকিন্সন	২০০
অনারেবল ভি, এচ সক	৫০০
সিসিল ষ্টিফেন্সন	২০০
সায়েদ ইমদাদ আলি	২০০
অনারেবল এচ, এল ডেম্পিয়ার	১০০০
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১০০০
বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	১০০০
ডাক্তার সি, মেকনামারা	৫০০
অনারেবল সি, বার্ণার্ড	১০০০
লুইস জেক্সান (মাসিক)	১০০
অনারেবল জি, বার্চ্চ	৫০০
মেসার্স এন, নাসার ওয়াল্কি	২৫০
মৌলবী রমিযুদ্দিন	১৫০
মহম্মদ ওয়াজুদ্দিন	৫০
বাবু শ্রীনাথ রায় ঢাকা	৫০০
কর্ণেল রায়েন	৫০
বাবু কেশবচন্দ্র সেন	৫০
বাবু কৃষ্ণদাস পাল	২৫
কুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ	৫০০
জেমস উইলসন	১০০
বাবু যদুলাল মল্লিক	৫০০
বাবু অম্বিকাচরণ রায়	২০
মৌলবী আবদুল জাবর	৩০
কর্ণেল এবং মিস্ট্রেস আর মাল	১০০০
সি, এস, চট্টোপাধ্যায় (মাসিক)	৫০
অনারেবল দিগম্বর মিত্র	২০০০
আর্থার হাউএল	৫০০
ডাক্তার ডবলিউ হণ্টর	৫০০
এ সি লায়েল	২৫০
জে এ ক্রফর্ড	২৫০
আর বি চ্যাপম্যান	৫০০
জে ইয়ুষ্ট	২০০
বাবু দুর্গাচরণ লাহা	১০০০
" শ্যামাচরণ লাহা	৫০০
সার আস্কিন পেরি	১০০০
" নেহরী মণ্টগোমারি	১০০০
" উইলিএম বেকার	১০০০
ডবলিউ আরবুথনট	১০০০
সার ফ্রেডারিক হালিডে	১০০০
রস ডি ম্যাঙ্গেলস্	৫০০
বার্ড এণ্ড কোম্পানি	১০০০
কাপ্তেন জি স্কট	১০০
বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত (জমিদার ঢাকা)	২০০
কাপ্তেন এ বেকার	১০০
জে গোগ্যান (মাসিক)	৫০
এন ডবলিউ ম্যাকেঞ্জি	৫০
লেপ্টঃ কর্ণের, ই, সি, এস উইলিএম	২০০
কটার্স টেলিগ্রাম কোম্পানি	৫০০
কর্ণেল এডয়ার্ড অসবর্ণ,	২০০
ব্রিটিস ষ্টিম ন্যাবিগেসন কোম্পানি	১৫০০০
মেকিনন মেকেঞ্জি এণ্ড কোম্পানি	১০০০০
বাবু ভগবতী চরণ মল্লিক	৫০০
জে.হানিস পিটারস	১১০
	১,৬৪,১৮৫

আরো ববিলির রাণী ৪০০০০ মণ ধান্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

সম্প্রতি একটী ষাঁড় গরু এখানকার একজন খৃষ্টান (পাদরি) সাহেবের বাঙ্গালার সীমার মধ্যে প্রবেশ করায় উক্ত বাঙ্গালাধিকারী পাদরি সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া গরুটীকে প্রহার করিয়া তাড়াইতে আজ্ঞা দেন। সাহেবের এই প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এদেশস্থ কতকগুলি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইতর লোক একত্রিত হইয়া গরুটীকে এ প্রকার প্রহার করে যে, সে চলচ্ছক্তি রহিত হয় ও নিকটস্থ একটী গাড়াতে পড়িয়া থাকে। পরদিন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষগণ গরুটীকে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কতকগুলি লঙ্কা গুঁড়া গুহ দ্বার দিয়া লাঠির দ্বারা উদর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। যদিও গরুটী চলচ্ছক্তি রহিত তথাপি তৎকালের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে উঠিয়া নিকটের একটী মাঠে পড়িয়া তিন দিবস কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। কি নিষ্ঠুরতা! এই ঘটনাটী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের দয়ার্দ্র চিত্ততার একটী উদাহরণ স্থল। এ ব্যাপার স্মরণ হইলে কোন্ পাষাণহৃদয়ের মনে দয়ার সঞ্চার না হয়? এইরূপ কার্য্যের জন্য লোকের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর ঘৃণা জন্মে, এমন কি উহাদের মুখাবলোকন করিতেও আর প্রবৃত্তি হয় না।

কয়েক দিবস ঘোর মেঘাড়ম্বরের পর গত

রাত্রি হইতে এখানে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এই বৃষ্টিতে শস্যের পক্ষে এক্ষণে কতক পরিমাণে উপকার হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আকাশের যে প্রকার গতিক তাহাতে বোধ হইতেছে না যে শীঘ্র এই বৃষ্টি ধরিবে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসের ন্যায় মেঘাড়ম্বর, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। যদি এ প্রকার অবস্থা আর ৫। ৭ দিন থাকে, বিশেষ আরও একটু বাতাস হয়, তাহা হইলে এ প্রদেশের বর্ত্তমান ফসলের আশা একবারে নির্ম্মূল হইল। ঈশ্বরের যে কি অভিপ্রায় কিছুই বলা যায় না। বঙ্গদেশে চাষ না হওয়াতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এ প্রদেশের এই শস্যের উপর যাহা কিছু আশা ছিল তাহাও নির্ম্মূল প্রায়।

গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা।

অনুপযুক্ত প্রশংসা।

সৎকার্য্য মনুষ্য হৃদয় ও মুখ হইতে শ্রদ্ধা ও সাধুবাদ স্বভাবতই আকর্ষণ করে। নিরপেক্ষ বিবেক যেমন স্বকৃত কর্ম্মের বিচারক পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অন্যানুষ্ঠিত কার্য্যবিষয়েও ঠিক্ তদ্রূপ। এই স্বভাব-বাক্য মুখ হইতে সহজে নিঃসৃত হইয়া সংসারে কত না সাধু কার্য্যের প্রবর্ত্তনা, জগতের কত না মঙ্গল সাধন করিয়াছে। মনুষ্য ইহ লোকে দাসবৃত্তি লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছে, প্রকৃত দাসত্বেই তাহার গৌরব। দাসের স্বভাব অন্যের মুখাপেক্ষা করা। সাধারণতঃ সর্ব্ব প্রথমে মুমুখা আত্ম-হৃদয়ের প্রশংসা বিবেক কর্ণে শ্রবণ করিবার প্রার্থী, পরক্ষণেই জনসমাজের। এই প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ মাত্র, মনুষ্যমনে উৎসাহের স্রোত দ্বিগুণিত বেগে প্রবাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অসংখ্য ফল উৎপন্ন করে। কোন কোন স্থলে মানব প্রকৃতি এই সাধুবাদ লালসায় এমনি প্রলুব্ধ হইয়া যায় যে কাণ্ডাকাণ্ড বিচার শূন্য হইয়া শুদ্ধ প্রশংসার জন্য সকল প্রকার কার্য্যই তৎকর্ত্তৃক সম্ভবে। তখন প্রশংসাই তাহার সেব্য দেবতারূপে হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। যশোলিপ্সার এপ্রকার অপব্যবহার হইলেও সাধারণতঃ জগৎ ইহা দ্বারা বাহুল্যরূপে উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা জগতের অনিষ্টও হইয়াছে, তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য।

যেরূপ প্রশংসাপ্রাপ্তির সেইরূপ ইহা প্রদানেরও প্রলোভন আছে। এই দান সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, ইহাতে আপনার ক্ষতি কিছুমাত্র নাই, বরং অনেক স্থলে লাভেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই লোভেই পৃথ্বীতলে চাটুকার দলের সৃষ্টি। কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক চাটুতা না করিয়াও অজ্ঞতা বশতঃ এই প্রশংসাদানের অপব্যবহার হইতে পারে, এবং তাহাতেই জগৎ বিশিষ্টরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবনীপৃষ্ঠে কেহই সর্ব্ববিষয়ে সৎ প্রশংসার উপযুক্ত নহেন। কিন্তু বিষয় বিশেষের নিমিত্ত প্রশংসা লাভ করিতে পারেন এ প্রকার লোকসংখ্যাও অল্প নহে। কবি! তুমি কি বদান্য কি কার্য্যকুশলের প্রশংসা করিতে ইচ্ছা কর? যাঁহার যে গুণ আছে তজ্জন্যই তাঁহাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ অর্পণ কর। কিন্তু সচ্চিবত্ব, ধর্ম্মপরায়ণতা, অথবা বদান্যতা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বদা একাধারের সৌন্দর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক সময় সত্য হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। গুণের উজ্জ্বলতায় বিমুগ্ধ হইয়া থাক, কেবল তাহাই প্রচার কর, কিন্তু সাবধান! তদ্দ্বারা যেন চক্ষু ঝলসিয়া না যায়। অন্ধকার অদৃশ্য রাখিতে হইলে তাহার চিত্র না লেখাই উচিত, বর্ণান্তরে বিপরীত বর্ণে ঢাকিতে গেলে সমুদায় চিত্র অপ্রাকৃত হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু বিবেক সে চিত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক অত্যন্ত ব্যথিত হইবে। বৈপরীত্য সে ব্যথা আরও অসহ্য করিয়া তুলিবে। এরূপ চিত্র যদি চাটুতা না হয়, নিশ্চয় অজ্ঞতা। ইহা দ্বারা শুদ্ধ সত্যের অপলাপ হয় তাহা নহে, পাকতঃ প্রশংসিত জনের পাপের প্রশ্রয় প্রদান করা হয়। লোকের অজ্ঞতা দর্শনে তাহার দৃঢ়তা জন্মিয়া যাইবে এবং তদুৎপন্ন পাপবিষে লোকসমাজ জীর্ণ হইবে আশ্চর্য্য কি? গুণের প্রশংসা করিতে চাও শত মুখে, বজ্রনিনাদে ঘোষণা কর, সৎ উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীর দুঃখ ভস্মীভূত করিতে থাকুক, কিন্তু দেখিও চাটুকার গণ্য অথবা আপনাকে অজ্ঞ দেখিয়া সুখী হইও না। বিবেকের বাক্য প্রচার করিতে চাও করিও, কিন্তু সেই বাক্য অতিক্রম করিয়া কিছুই বলিও না। ইহা দ্বারা জগতের ক্ষতি, তোমার হীনতা প্রকাশ এবং যাঁহার প্রশংসা কর তাঁহার অনিষ্ট করা হয় মাত্র।

শ্রীর

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭।০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵০
মাসিক ...	৷৷৵	৷৵০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরনের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্যে বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি আর্ডর, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে. প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ। ৪৪ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—৯ই ফাল্গুন শুক্রবার। ১৮৭[illegible]—২০শে ফেব্রুয়ারি | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডমাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম, আমতার অন্তর্গত আগুনসি হইতে সংবাদ আসিয়াছে অনারেবল দ্বারকা নাথ মিত্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। তাঁহার গণ্ডদেশের বাহিরের এবং ভিতরের ফুলা উভয়ই কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। নিঃশ্বাস যাহা পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রবল ছিল, এখন অনেক সহজ হওয়াতে তিনি যন্ত্রণা হইতে কতক পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তাঁহার বাক্যের অনেক স্পষ্টতা এবং পেটের পীড়ার উপশম হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারিতেছেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ এখন তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা বোধকরি তাঁহার পক্ষে কিছু দিন পল্লীগ্রামে বাস করিয়া স্বভাবের চিকিৎসার অধীন হওয়া শ্রেয়স্কর।

হাইকোর্ট নূতন বি এল দিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করিতেছেন। ইহাঁরা কলেজে ন্যূন ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি হাইকোর্টে ওকালতী করিবার অধিকার পাইলেন না। গত সেপ্টেম্বর মাসে হাইকোর্ট যে নিয়ম করিয়াছেন যে উকীল বা এটর্ণীর নিকট ২বৎসর উমেদারী অথবা মফঃস্বল কোর্টে ৪ বৎসর ওকালতী না করিলে বি এলেরা হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহাঁদিগের উপর সেই নিয়ম জারী হইল। ইহাদ্বারা ইহাঁদিগকে এল এল বিগের সমানই করা হইল। এখন যাঁহারা বি এল পরীক্ষা দিবেন, ২।৩ বৎসর অগ্রে উকীল বা এটর্ণীর সহিত যোগ করিয়া অনায়াসে হাইকোর্টে যাইতে পারিবেন, কিন্তু ইহাঁদিগকে অনর্থক অতিরিক্ত কালক্ষেপ করিতে হইবে। ২ মাস অগ্রে সংবাদ দিয়া এরূপ কষ্টে ফেলা কোন্ রাজ্যের নিয়ম? আমাদিগের মতে অন্ততঃ এ বৎসরকার বি এল দিগের প্রতি পূর্ব্বানুরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বিধেয়।

ইতিপূর্ব্বে আমরা চেতলা ও টালীগঞ্জ এডেড স্কুল একত্র করিয়া একটী বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। গত ১১ই ফেব্রুয়ারি টালীগঞ্জের সেরা মহলে রসা পাগলা রোডের ধারে এক সুপ্রশস্ত বাটীতে বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, ইতিমধ্যে প্রায় দেড়শত ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে এবং এণ্ট্রান্স ক্লাসে ১২ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। বেহালা, চাকুরিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেক বালক আসিতেছে এবং টিপু সুলতানের বংশধরগণ পাঠ করিতেছে। বিদ্যালয়টীর নাম সাউথ সুবার্বন স্কুল হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট এড প্রায় ১০০ টাকা পাওয়া যাইবে, তদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটী কত দিবেন আগামী ২ রা মার্চ্চে স্থির হইবে। কিন্তু বিদ্যালয় যেরূপ স্থানে ও যেরূপ সুসময়ে হইয়াছে এবং চারিদিকের ছাত্রগণ যেরূপ আগ্রহ সহকারে ইহাতে ভর্ত্তি হইবার জন্য আসিতেছে, তাহাতে ত্বরায় ইহা স্বপোষণক্ষম হইয়া একটী বৃহৎ জেলা স্কুলে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। মহেশ বাবু ও নিরঞ্জন বাবুর স্কুল দুটী ইহার সহিত সংমিলিত হইতেছে না কেন? আপনাপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এই মহৎ কার্য্যে যোগ দিলে তাঁহাদিগের গৌরব, দেশেরও মঙ্গল। রেবরণ্ড পেইন ভবানীপুরে এই বিদ্যালয়টী হইবার কথা শুনিয়া মিসনরী স্কুলের অনিষ্টাশঙ্কায় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু এখন তাঁহার আপত্তির কারণ নাই। ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট পিকক সাহেব ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের এই বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ উৎসাহ আছে, এক্ষণে তাঁহারা ও সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপালিটীর সকল সভ্য মিলিত হইয়া বিদ্যালয়টীকে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন করুন্।

সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড কমিটীতে এ পর্য্যন্ত ৩,৫৮,৫৭৬।৴২ দাতব্য সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন লণ্ডনের লর্ড মেয়র এক লক্ষের অধিক টাকা কমিটীতে পাঠাইয়াছেন। টাকার অভাব হইবে না, সুব্যবস্থা হইলে হয়।

কালীঘাট ইয়ংমেন্‌স থিয়েটার নামক নাট্যশালার নিয়মাবলী দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম।—

ইহার অধ্যক্ষ বা অভিনয়কারী দিগের মধ্যে কেহ কোন প্রকার মাদক সেবন করিতে পারিবেন না—করিলে বহিষ্কৃত হইবেন।

দুশ্চরিত্র এবং নীচ বংশোদ্ভূত কোন ব্যক্তি ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না।

অশ্লীল নাটক সাধারণের হৃদয়গ্রাহী এবং সুযোগ্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও তাহার অভিনয় হইতে পারিবে না।

কার্য্যতঃ এ নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হয়।

গত রবিবার পারসী বাগানে হিন্দু-মেলার বড় দিন গিয়াছে। দুঃখের বিষয় কলিকাতার নিকটে হইয়াও এবৎসর লোক সমাগম অল্পতর হইয়াছিল। অনেকে বলেন ।।০ আনার প্রবেশ টিকিট না করিলে ভাল হইত। যাহা হউক বাবু নব গোপাল মিত্রকে ধন্যবাদ তিনি আজি ৬ বৎসর কাল অবিচলিত উৎসাহে এই শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

ভারত সংস্কারক।

জাতি ভেদ।

জাতি (১) এবং বর্ণ এ দুই শব্দের সুমহৎ পার্থক্য থাকিলেও ব্যবহারে উভয়ই এক হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান কালে শ্বেতকায় রাজপুরুষগণ এবং কৃষ্ণবর্ণ দেশীয়গণের যে সম্বন্ধ, অনেকেই জানেন, বৈদিক সময়ে শ্বেতকায় আর্য্যগণ এবং কৃষ্ণবর্ণ আদিম বাসিগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। আর্য্যগণের এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং শারীরিক বর্ণ বর্ণভেদের মুখ্যতম কারণ হইয়াছে (২) এবং এই বর্ণ লইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের "বর্ণ" নাম প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক সময়ে ঈদৃশ ভেদ আর্য্য এবং আদিম বাসিগণের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে শূদ্রগণের প্রতি যতদূর অত্যাচার হউক, আর্য্যগণ আপনারা তাহার বিষময় ফল কখন উপভোগ করেন নাই একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে (৩) কিন্তু কালক্রমে যখন আর্য্যগণ শূদ্র স্ত্রীগণকে ভোগসাধন করিয়া তুলিলেন, তখনি তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণের বর্ণ বৈসাদৃশ্য উপস্থিত হইল এবং শ্বেত কৃষ্ণ এই প্রভেদ দ্বয়ের অতিরেক প্রভেদ আবশ্যক হইয়া পড়িল। (৪) পুরুরবংশীয় একজন রাজা বর্ণ ভেদকে চিরস্থায়ী করিয়া যান, তৎপূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না, ইহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়(৫)। পূর্ব্বে সকলেই এক ছিল, ইহার প্রমাণের বিরলতা নাই। অনেকের এ সম্বন্ধে অন্য প্রকার সংস্কার আছে এ জন্য মহাভারত হইতে আমরা এ বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

"ন বিশেষো ঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রাহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভি র্বর্ণতাং গতম্॥
কাম ভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তাস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাবৈশ্যতাং গতাঃ।
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।

সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময়, ইহাতে বর্ণভেদ নাই। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট এই জগৎ (একদা ছিল) কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছে। যে সকল দ্বিজ কাম এবং ভোগপ্রিয়, রুক্ষ স্বভাব, ক্রোধী, সাহসপ্রিয় এবং রক্তাঙ্গ,(১) তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে। যে সকল দ্বিজ গোচারণাদি কার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্যুপজীবী হইয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং পীতবর্ণ তাহারা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে। যে সকল দ্বিজ হিংসা এবং মিথ্যাপ্রিয়, লোভী, যে সে কার্য্য দ্বারা উপজীবিকা লাভ-তৎপর, এবং কৃষ্ণ বর্ণ, তাহারা শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে।

এতদপেক্ষা আরো সুস্পষ্ট লিখিত আছে:—

একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির। (১)
কর্ম্মক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
সর্ব্বেবৈ যোনিজামর্ত্ত্যাঃ সর্ব্বে মূত্রপুরীষিণঃ।
একেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থাশ্চ তস্মাচ্ছীলগুণৈ র্দ্বিজঃ।
শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ।।

হে যুধিষ্ঠির! বিশ্ব পূর্ব্বে এক বর্ণ ছিল, কর্ম্ম এবং ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা চারি বর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল মনুষ্যই যোনিজ, মূত্র পুরীষাদি সকলেরই এক, অতএব স্বভাব এবং গুণের দ্বারাই দ্বিজ হয়। শূদ্রও যদি শীল

---

(১) "জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে" মহাভারতের এই উক্তিতে দেখা যাইতেছে জাতিশব্দে সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলী তখনও বুঝাইত।

(২) ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাস্ত লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রাণা মসিতস্তথা॥ ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শ্বেত, ক্ষত্রিয়গণের বর্ণ লোহিত, বৈশ্যগণের বর্ণ পীত এবং শূদ্রগণের বর্ণ কৃষ্ণ। 'এবং কর্ম্মভেদে বর্ণ' এই শাস্ত্রোক্তির মধ্যে ও এই বর্ণের নির্দ্দেশ রহিয়াছে বুঝিয়া লইতে হইবে। কারণ সত্বগুণে শুক্ল, রাজাগুণে লোহিত এবং তমোগুণে কৃষ্ণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

(৩) বৈদিক সময়ে বৈশ্য এবং তৎপরে ক্ষত্রিয়গণ প্রধান ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান জাতির ন্যায় উহারা আর্য্যগণের মধ্যে ভেদসাধক ছিল না।

(৪) এরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ ভাগবতে এবং হরিবংশে লিখিত আছে:—
"আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংসইতি স্মৃতঃ।"
"লৌকিকো বর্ণ শ্চৈকএব হংসো নাম।"

(৫) "চতুরো নিয়তান্ বর্ণান্ ত্বংস্থাপয়সি ভূমিপ।" মৎস্যপুরাণ।

(১) শ্লোকে বর্ণ যেরূপ স্থলে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এরূপও বুঝাইতে পারে যে পূর্ব্বের শ্বেতবর্ণত্ব, এই প্রকার কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা বর্ণান্তর লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ কৃষিকার্য্য এবং দাসত্বাদি বৃত্তির বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে। এই সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিলে লোকদিগকে কি কি অবস্থাধীন হইতে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

(১) এই জন্যই মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতাতে কথিত হইয়াছে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" মনুষ্য স্বভাবতঃ সত্ব রজ তম গুণ সম্পন্ন হইয়া জন্মে না কর্ম্ম ও এই গুণানুসারে ইহা প্রাপ্ত হয়।

সম্পন্ন এবং গুণবান্ হয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণও যদি ক্রীয়াহীন হয়, তবে সে শূদ্র অপেক্ষাও নীচ হয় (২)।

বর্ণভেদের বদ্ধমূলকারী মনুও লিখিয়াছেন,

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।"

এক বংশীয় লোকেরাই কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হইয়াছে, ইহা বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট লিখিত আছে :—

পুত্রোগৃৎ সমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণতঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভি র্দ্বিজাঃ॥

গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র শৌনক। ইহারই বংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা তাহারা দ্বিজ হইয়াছে।

ভাগবতে এ সম্বন্ধে অপর একটি আখ্যায়িকা দেখা যায়।

"বেণুহোত্র সুতস্তস্য গার্গ্যো বৈ নাম বিশ্রুতঃ।
গার্গৎস্য গার্গভূমিস্তু বৎসোবৎসস্য ধীমতঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।

বেণুহোত্রের পুত্র বিখ্যাত গার্গ্য, গার্গ্যের পুত্র গার্গভূমি, বৎসের পুত্র বৎস। এই দুয়ের ধার্ম্মিক পুত্র সকলই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়।

জেনারল পোষ্ট আফিস ও তাহার কর্ম্মচারীগণ।

পোষ্ট আফিসের কার্য্য প্রণালীর বিরুদ্ধে আমরা চিরকালই অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার এক্ষণে অনেক খর্ব্ব হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বুলক ট্রেণ ও জেনারেল পোষ্ট আফিস একত্রে ছিল, এক্ষণেও রেলওয়ের সহিত একত্র হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ এই দুই বিভাগ অবচ্ছেদাবচ্ছেদে কার্য্য করিত, এক্ষণে সে প্রকার নয়। এখন গবর্ণমেণ্ট রেইলওয়ে পোষ্ট আফিস একটী স্বতন্ত্র বিভাগ। পূর্ব্বে এই অভিন্নতা নিবন্ধন উভয় বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে পরস্পর ষড়যন্ত্র চলিত, সুতরাং অত্যাচারও যথেষ্ট পরিমাণে সংসাধিত হইত। তখনকার এক এক ঘটনা মনে হইলে এখন উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। বাণ্ডিল, বাক্স, গাঁঠরী কখন কখন গাড়ি সমেত সামগ্রী অপহৃত হইত, এতদ্ব্যতীত হুণ্ডী ও চিটি যে কত মারা পড়িত তাহা বলা যায় না। এখন সে সকল অত্যাচার প্রায় নাই। তবে চিটি পত্র নোট বা হুণ্ডী সমেত প্রায়ই অপহৃত হইয়া থাকে। সে দিন তো বীরভূমের পথে এক পত্র হইতে নোট খুলিয়া লইয়া তন্মধ্যে একখণ্ড অপর কাগজ পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখনকার প্রধান অভিযোগ এই মফস্বলে পত্র বিলি হয় না, যদি হয় বহুকাল বিলম্বে। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহার সংশোধন জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, কিন্তু কেবল ব্যগ্র হইলে কি হইবে? ইহা কি প্রকারে একবারে সংশোধিত হইতে পারে তদ্বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

আমরা সেদিন কেবল এক পক্ষমাত্র অবলম্বন করিয়া মফস্বলের পোষ্ট আফিসের দোষ গুলি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের স্বপক্ষেও বলিবার অনেক আছে। কোন বিষয়ের সমালোচনা করিতে গেলে তাহার দোষ ও গুণ উভয়ই দেখিতে হয়, কেবল মাত্র দোষ প্রদর্শন করিলে সম্পূর্ণ সমালোচনা হয় না। মফস্বলের কর্ম্মচারীদিগের দোষ যেমন, তাহাদিগের অসুবিধাগুলিও তেমনি বিবেচনা করা উচিত। একটী স্থানে একটী পোষ্ট আফিস আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় তিন চারি ক্রোশের মধ্যে আর আফিস নাই। এখন তথাকার কর্ম্মচারীকে এই সমস্ত স্থানের পত্রাদি বিলি করিতে হয়। প্রায় অনেক মফস্বল আপিসে ডাক মুন্সিকেই পেয়াদাগিরি করিতে হয়। তাহার বেতনও কিছু অধিক নয়, অথচ তাহাকে দুই কাজই করিতে হয়। দুই চারি খানি চিঠি পত্র হইলে যে সময় মধ্যে বিলি হইতে পারে, অধিক সংখ্যক পত্র হইলে সে সময়ে হওয়া সম্ভব নহে। কাজে কাজেই বিলি করিতে সময় অধিক লাগে। ইহার উপর বিপরীত দিকের দুই চারি খানি যদি রেজিষ্টরী পত্র আইসে তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! কর্ত্তৃপক্ষীয়দের উচিত এইরূপ স্থান সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এরূপ হইতে পারে যে এ প্রকার পোষ্ট আফিস হইতে গবর্ণমেণ্টের লাভ হয় না বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া এই সকল স্থানের প্রতি উপেক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। সম্ভব মত দূরে দূরে পোষ্ট আফিস সকল স্থাপন করিলে এরূপ অসুবিধা হয় না।

আমরা গত বারে বন্দিপুরের পোষ্ট আফিসের উল্লেখ করিয়াছিলাম উদাহরণ স্থলে সেইটিকেই ধরিলাম। ইহা ইন্দিপুর ও হরিপালের পোষ্ট আফিস হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূর হইবে। এখান হইতে আত্রগাছিয়া, জেজুর, নয়নগর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রাম দুই ক্রোশ দূর বর্ত্তী। এ সকল স্থানে পত্র বিলি করিতে হইলে কত সময় আবশ্যক? এ দিকে বন্দীপুরে একজন বই কর্ম্মচারী নাই, তাহাকে পেয়াদা ও মুন্সি উভয়েরই কাজ করিতে হয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিলম্ব অপরিহার্য্য। কিন্তু কর্ম্মচারী যে অনুচিত উপরি লইয়া থাকে, এইটী সংশোধন করা বিশেষ আবশ্যক। দূরবর্ত্তী স্থান সকলে রীতিমত চিটী বিলি জন্য অতিরিক্ত ব্যয় লাগিতে পারে তজ্জন্য যদি অতিরিক্ত মাহুল লওয়া হয়, তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশক। একজনের স্থানে

---

(২) এটি অতি যুক্তিযুক্ত কথা, উচ্চতা লাভ করিয়া যাহার পতন হয় সে পতিতাপেক্ষাও নীচ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়।

দুই জন লোক দিলে শীঘ্র কার্য্য সমাধা ও পোষ্ট আফিস সংস্থাপনের উদ্দেশ্য সফল হইবে, কিন্তু উৎকোচ নিবারণ না করিলে পোষ্ট আফিসের কলঙ্ক দূর হইবে না। পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই উভয় বিধ বিশৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এই আমাদিগের অনুরোধ।

শিক্ষাবিভাগ ও সার জর্জ ক্যাম্বেল।

শিক্ষা বিভাগের প্রতিই সার জর্জ ক্যাম্বেলের প্রথম দৃষ্টিক্ষেপ হয়, এবং এতদ্বিষয়ে তিনি যেরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছেন, এরূপ আর কোন বিষয়ে নয়।' তাঁহার নূতন বার্ষিক রাজ্যশাসন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে এ বিষয় সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে। তিনি ৪ টী বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। (১) শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তের যন্ত্র করিয়াছেন। (২) ডিষ্ট্রীক্ট শিক্ষাসমাজ স্থাপন করিয়াছেন; (৩) নিম্নশ্রেণীদিগের শিক্ষার উপায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; (৪) ছাত্রদিগের কার্য্যদক্ষতা শিক্ষার প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছেন। এই কয়েকটী বিষয় আমরা পৃথক্ রূপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ শিক্ষা বিভাগ এতদিন একটী স্বাধীন রাজ্যতন্ত্র ছিল। ইহার কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের বিবেচনামতে শিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রণালী সকল উদ্ভাবন করিতেন, বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিতেন এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইতেন। ইহাতে তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পাইয়া শিক্ষা বিষয়ে যে অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত ও শাসন করিবার কেহ না থাকাতে তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আলস্য, স্বেচ্ছাচারিতা, অপব্যয়িতা ও পক্ষপাতিতা ইহার মধ্যে প্রধান। ডিরেক্টর বাহাদুর ইন্স্পেক্টর দিগের উপর স্ব স্ব বিভাগের একাধিপত্য সমর্পণ করিয়া প্রায় দার্জিলিঙে গিয়া হাওয়া খাইতেন, ইন্স্পেক্টরগণ যতদূর সাধ্য এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ডেপুটী দিগের উপর আপনাদিগের অধিকাংশ কার্য্য ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। ইহাঁদিগের যিনি যখন যাহা মনে করিতেন, সম্পন্ন করিতে বড় বাধা পাইতেন না। শিক্ষার্থ দান যথোপযুক্ত স্থলে প্রয়োজিত হইত না, কোথায় অযথা কার্পণ্য ও কোথায় অযথা বদান্যতা প্রদর্শিত হইত। খৃষ্টীয় যাজকগণ অনেক স্থলে অন্যায়রূপে শিক্ষাবিভাগের অর্থ গ্রাস করিতেন এবং প্রিয়পাত্র গ্রন্থকর্ত্তাগণ অনেক স্থলে অন্যায়রূপে অনুগ্রহভাজন হইতেন। এই সকল দোষ ক্রমশঃ প্রশ্রয় পাইলে যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর শিক্ষা বিভাগে এই যথেচ্ছ চারিতা নিবারণ করিয়া রাজ্যের একটী মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে ডাইরেক্টর তাঁহার শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী, অন্যান্য সেক্রেটারীর ন্যায় তাঁহার আদেশ সম্পন্ন করিতেছেন। ইন্স্পেক্টরগণ বিভাগীয় কমিসনরদিগের সেক্রেটারী, ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণ মাজিষ্ট্রেটের সেক্রেটরী এবং সব ডেপুটী ইন্স্পেক্রগণ নিম্নতর শাসন কর্ত্তাদিগের অধীনস্থ। এই ব্যবস্থাদ্বারা শিক্ষাবিভাগ গবর্ণমেণ্টের অব্যহিত আয়ত্তাধীন হওয়াতে কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু একটী মহৎ অনিষ্ট হইয়াছে—শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে না পারিয়া শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধনে অক্ষম হইয়াছেন। আমাদিগের ইচ্ছা যথেচ্ছচারিতা দমনার্থ তাঁহাদিগের উপর এক প্রকার দায়িত্ব ও শাসন সংরক্ষিত হউক, অথচ তাঁহাদিগের স্বাধীন কার্যক্ষেত্র প্রদর্শিত হউক। ইহা না হইলে গবর্ণমেণ্ট সহস্র বৈষয়িক ভাবনা ভাবিতে২ শিক্ষাবিষয়ের নিয়ম প্রণালী সকল যদি স্থির করিতে যান, তাহা হইলে তাহা অনুদার, অসম্পূর্ণ ও নিতান্ত তিল কাঞ্চনবৎ হইবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক গোলযোগ রহিয়াছে। এখন ডিরেক্টর সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেছেন, ডিপুটী ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টরদিগের উপর কেরাণী ও পর্য্যটকের পর্দ্দত প্রমাণ কার্য্যভার পড়িয়াছে, কিন্তু ইনস্পেক্টরগণ যে কি কার্য্য করেন আমরা ভাবিয়া পাই না। তাঁহাদিগের কার্য্যের মধ্যে ডেপুটী ইনস্পেক্টরদের উপর কর্ত্তৃত্ব করা। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের এক মনিব, দিবারাত্রি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করাইয়া লন, আবার কেবল কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য আর এক মনিব হইলে তাহাদিগের বাঁচা ভার। বস্তুতঃ মাজিষ্ট্রেট ও ইনস্পেক্টরে অনেক কার্য্যের গোলযোগ বাঁধিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি দেখেন মাজিষ্ট্রেটদ্বারা কার্য্য চলে ৭০০। ৮০০।১০০০ টাকা বেতনধারী ইন্স্পেক্টর মহোদয়দিগকে বিদায় দিয়া শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করুন, নতুবা মাজিষ্ট্রেটী হইতে শিক্ষাবিভাগ ভিন্ন করিয়া ইহার স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী দল রক্ষা করুন ও তাহাদিগের হস্তে শিক্ষাসংক্রান্তবিশেষ কার্য্যভার সমর্পণ করুন। এই শেষোক্ত প্রণালী আমাদিগের অধিকতর অনুমোদনীয়। (ক্রমশঃ)

দুর্ভিক্ষের অর্থ ব্যয়।

কোন সুবিজ্ঞ লেখক কহিয়া গিয়াছেন, যে আয় অপেক্ষা ব্যয় করা কঠিন। কার্য্যক্ষেত্রে প্রতি দিন দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে গবর্ণমেণ্টকে আমরা এই কথা স্মরণ করিয়া দিতে চাই। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যখনি গবর্ণমেণ্ট সাধারণজনগণের নিকট হইতে অর্থ চাহিলেন, তাঁহাদের করে বিপুল অর্থ প্রদত্ত হইল। অদ্যাপি সে অর্থাগমের শেষ হয় নাই। ভবিষ্যতে চারিদিক্ হইতে আমরা আশা করিতেছি, তাঁহাদের সমীপে যথেষ্ট অর্থ আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। কিন্তু এই অর্থের সদ্ব্যয় না হইলে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য যত অর্থ গবর্ণমেণ্টের করে অর্পিত হইবে, সমুদায়ই যে সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য অর্পিত হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অর্থ যে কতদূর প্রকৃত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের দুঃখ মোচনার্থ ব্যয়িত হইবে, তৎপক্ষে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ। দাতব্য অর্থের যেরূপ অপচয় ঘটে, তাহা আমরা অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই অর্থের কোন হিসাব থাকেনা, কোন্ দিক্ হইতে কে যে কত লুণ্ঠন করিতেছে, তাহা বুঝা যায় না। এ কারণ যত অর্থ ইহাতে ব্যয়িত হয়, তাহার দশমাংশও বোধ হয় প্রকৃত দয়ার যোগ্য পাত্রে পৌঁছে না। মধ্য হইতে স্বার্থপর, কর্ম্মচারীগণ বিলক্ষণ সমৃদ্ধ হইতে থাকেন। যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার যদি চতুর্থাংশও প্রকৃত কার্য্যে লাগে, তাহা হইলেও সে অর্থের কতক সার্থকতা হয়।

বিগত উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ সময়ে যে দাতব্য অর্থের অপচয় হয় নাই, আমরা এমত বলিতে পারি না। অনেক স্বার্থপর কর্ম্মচারী সেই সুযোগে নিজ নিজ কোষ সম্পূরণ করিয়াছিলেন। সেই ভয়ানক সময়ে অর্থাগমের কিছু অভাব ছিল না, কিন্তু কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা জন্য, কোন কোন তত্ত্বাবধায়কের অসাবধানতা ও অবিবেচনা হেতু, এবং কার্য্যসাধনের ক্ষিপ্রকারিতা নিবন্ধন অধিকাংশ অর্থের সার্থকতা না হইয়া, তাহা কর্ম্মচারিগণেরই স্বার্থপরতা সাধনে প্রয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু এবারে আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় আর এক ধাতুর লোক। তাঁহার নিকট যে অর্থের অপব্যয় ঘটিবে, এরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। তাহার সমুদায় কার্য্যে বিলক্ষণ সুশৃঙ্খলতা দেখা যায়। সেই সুশৃঙ্খলতা দুর্ভিক্ষ নিবারণ সময়েও যদি সংরক্ষিত হয়, তবেই প্রয়োজন সিদ্ধির অনেক সম্ভাবনা বটে। কিন্তু এ কার্য্যের প্রকৃতি যে রূপ, তাহাতে যে সেই সুশৃঙ্খলতা সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয় এমত আশা করা যাইতে পারে না। কার্য্য সাধনের অতিমাত্র ব্যস্ততা হেতু অনেক সময়ে শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। একারণ আমরা দুর্ভিক্ষ নিবারক অর্থের সদ্ব্যয় জন্য পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ রূপে সতর্ক হইতে বলি। নতুবা অনেক অর্থ কার্য্য সিদ্ধির জন্য সমর্পিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তৎসাধনে নিয়োজিত হইতে পারিবে না।

পুনরায় আমরা বলি, আয় অপেক্ষা ব্যয় করা কঠিন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের আয়ের জন্য কিছু ভাবনা নাই। সোণার ভারতবর্ষ নিয়তই স্বর্ণবর্ষণ করিতেছে। কিন্তু সেই আয়ের সদ্ব্যয় পক্ষে আমাদিগের সমূহ ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট যদি উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক ও কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত না করেন, তাহা হইলে কোন মতে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তত্ত্বাবধান এবং সদ্ব্যয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তদ্বিষয়ে যে পরিমাণে অমনোযোগ এবং অবিবেচনা ঘটিবে সেই পরিমাণে কার্য্য সিদ্ধির বিফলতা হইবে। কেবল অর্থ সংগ্রহ করিয়াই যেন গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত থাকেন না, কিন্তু সেই অর্থের সদ্ব্যয় জন্য তাহাদের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অর্থ সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে তত কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য সেই অর্থের সদ্ব্যয় করাই তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। এ কার্য্যের তৎপরতা এরূপ, যে চক্ষে দেখিতে দেয় না—কাণে শুনিতে দেয় না। এজন্য আমরা বলি, যেং অর্থ ইহাতে অর্পিত হইবে তাঁহার যদি চতুর্থাংশও প্রকৃত কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলেও অর্থের অনেক সার্থকতা ঘটিবে। বৃহৎ কার্য্যে অপচয় এবং অপব্যয় অনিবার্য্য তাহা আমরা অনবগত নহি, কিন্তু যত দূর নিবারণ হইতে পারে পূর্ব্ব হইতে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এজন্য নিঃস্বার্থ লোক নির্ব্বাচন করিয়া কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের প্রধান কার্য্য। যেন রক্ষক কর্ম্মচারিগণই নিজে ভক্ষক হইয়া সমুদয় আয়োজন ব্যর্থ করিয়া না দেন।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য।

সে দিন টাউনহলে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার অধিবেশনে লর্ড নর্থব্রুক বলিয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্ট সমগ্র বঙ্গদেশের আহার সংস্থান করিলেও দেশীয় লোকদিগের সাহায্য ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সম্যক্ নিরাকরণ অসম্ভব। দেশীয়দিগের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন, যাঁহারা প্রাণ গেলেও হীনতা স্বীকার করিবেন না, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে চাউল

বিতরণ করিতে হইবে, বিশেষতঃ যে সকল স্থানে পথ ঘাট নদী প্রভৃতি যাতায়াতের সুবিধা নাই, তথায় খাদ্যাদি প্রেরণ করা কঠিন ব্যাপার; দেশীয় লোকদিগের সাহায্য ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট তথায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এই জন্য তিনি (লর্ড নর্থব্রুক) দেশের সকল লোকের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমাদিগের অভাব সকল জানিতে উৎসুক হইয়াছেন, আমাদেরও তদ্রূপ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যতদূর সাধ্য এ বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের (দুই একটী ব্যতীত) কার্য্য শৃঙ্খলতা বিষয়ে অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহারা কোন ক্রমে দিন পাত করিতে পারিলেই বাঁচেন, গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক বা না হউক তাঁহাদিগের বেতন তো কেহ ঘুচায় না? বিশেষতঃ আমাদিগের দেশের প্রতি তাঁহাদিগের কত মায়া হইতে পারে? আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে গবর্ণমেণ্ট যখন স্থান স্থানের বিশেষ অবস্থা সকল জানিবার আশয়ে এই সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, তখন ইহাদিগের অনেকেই প্রকাশ্য রাজপথ ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরে প্রায়ই প্রবেশ করেন নাই। ভারত সংস্কারকে তৎকালে ইহার বিশেষ আন্দোলন করা হইয়াছিল। কর্ম্মচারীরা কোন এক জেলার রাজপথ ধরিয়া যতদূর সহজে প্রবেশ করিতে পারেন করিয়াছিলেন; কিন্তু যথায় যাতায়াতের সুবিধা নাই, তথায় অত্যল্প লোকেই গিয়াছিলেন, অথচ সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় সমস্ত জেলার বিবরণ লিখিতে ছাড়েন নাই। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সংবাদ পাইতেন, তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের কিছু দোষ নাই, তবে এইরূপ কর্ম্মচারী সকল নির্ব্বাচন করিবার সময় যাহা কিছু ত্রুটি হইয়াছিল। এখন গবর্ণমেণ্ট সে সকল ত্রুটি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন, তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে এখনও তাহার প্রতীকার করিলেন না। আমাদিগের একজন সহযোগী দুর্ভিক্ষ প্রদেশে সার রিচার্ড টেম্পলের নিয়োগও একটী ত্রুটির মধ্যে গণনা করিয়াছেন। তাঁহার যাতায়াতের ব্যয়, বেতন, আফিসের ব্যয় প্রভৃতিতে কতিপয় দেশীয় উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে অনেক টাকা বাঁচিত এবং তদ্দ্বারা শত শত লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারিত। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী সকল ও যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশীয় ভদ্রলোক হইতেন, তাহা হইলেও অনেক সুবিধা হইত। এ সময়ে মুষ্টিমেয় তণ্ডুল হইতেও যখন অনেক উপকার লাভের সম্ভাবনা, তখন সহস্র সহস্র টাকা দ্বারা কি সামান্য উপকার হইত? আর্চবিসপ ষ্টিন দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় একটী পয়সা পর্য্যন্ত দান লইতে বলিয়াছেন। সমগ্র ভারতবাসীরা প্রত্যেকে যদি এক পয়সা করিয়া দান করেন, তাহা হইলেও প্রায় ৩০,০০,০০০ লক্ষেরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইবে। এ সময়ে যতদূর সাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যয় সংক্ষেপের জন্য যেমন অন্যান্য বিভাগের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ এই বিভাগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এই বিভাগের উৎপত্তি, এখানকার অপব্যয় অমার্জ্জনীয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা ইহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখিবেন। যেখানে সভার কোন সভ্য কর্ত্তব্যানুরোধে স্বয়ং দুর্ভিক্ষ ভার গ্রহণে উৎসুক, তথায় আর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর আবশ্যকতা নাই। স্থানীয় ভদ্র লোকেরা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের দুরবস্থা সকল যেরূপ অবগত হইতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের সেরূপ সাধ্য নাই এবং তাঁহারা দুর্ভিক্ষ নিবারণে যেরূপ সম্যক প্রকার সমর্থ, কর্ম্মচারীদের পক্ষে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। আমরাও দেশের ভদ্র সাধারণকে বিনতিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে যেমন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারাও দেশস্থ দুর্ভাগ্যদিগের দুরবস্থা সকল অপনয়ন করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করুন্। যিনি যেখানে যে প্রকার দুর্ঘটনা দেখিবেন, সাধ্য হইলে স্বয়ংই তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হউন, নতুবা গবর্ণমেণ্টের গোচর করুন্। ১৮৬৫।৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষ সময়ে অকাতরে সদাব্রতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেশীয় সম্ভ্রান্তগণ আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এ সময়েও তাঁহাদিগের গুণে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হউক। প্রত্যেকে আপনাপন আয়ত্ত মধ্যে কার্য্য করিলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অধিক কাল করিতে হইবে না। বিশেষতঃ জমিদার মহাশয়দিগের ইহা একান্ত কর্ত্তব্য। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যথার্থ বলিয়াছেন যে প্রজারাই জমীদারদিগের জমীদারি, প্রজাশূন্য হইলে জমীদার কি করিবেন? যাহাতে সেই প্রজার কোন প্রকার অমঙ্গল না ঘটে, জমিদারকে তাহার আয়োজন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যেমন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রদেশের জমীদারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া দুই তিন বর্ষে রাজস্ব দিবার আদেশ দিয়াছেন; জমীদারগণও সেইরূপ অনুগ্রহ প্রজাদিগের প্রতি প্রদর্শন করুন্। তাঁহারা প্রজাদিগের ধনেই ধনী, প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তাঁহারা আত্ম রক্ষা করিতেও সক্ষম

হইবেন না। সকলে আগ্রহ সহকারে প্রজাদিগেরই মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হউন। আপনাপন জমীদারির মধ্যে সাধারণ হিতজনক পূর্ত্ত কার্য্য সকল আরম্ভ করুন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও সাহায্য করিবেন, ইহাতে তাহাদের প্রজারা প্রতিপালিত হইতে পারিবে। যাহাদের অন্নের অভাব, তাহাদিগকে ধান্যের "বাড়ী" দিয়া দুই তিন বর্ষে আদায় করিবার নিয়ম করুন্। যাহাদিগের উপায় নাই, সাধ্য হইলে, তাহাদিগের ভার গ্রহণ করুন্, নতুবা গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করুন্। ইহা হইলে তাহাদিগের আপনাদিগের কর্ত্তব্য প্রতিপালন হইবে এবং সাধারণেরও যথেষ্ট উপকার হইবে।

নাটকাভিনয় ও পুস্তক সমালোচনা।

গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটর, কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট। ২৬ এ মাঘ শনিবার ১২৮০। কপালকুণ্ডলা নাটকাভিনয়।

প্রতি শনিবারে অভিনয় খুলিয়া আমাদিগের নাট্যসমাজ বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আমাদিগের নাট্যসাহিত্য অদ্যাপি এত সম্পন্ন হয় নাই, যে নাট্য-সমাজের এতাধিক বুভুক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এভন-তীরবাসী কবি কহিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণ জম্বুফলের মত সুধীগণ কিছু প্রচুর পরিমাণে জন্মেন না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আইসে, মহম্মদ অবশ্য পর্ব্বতের নিকট যাইবে। নাট্যসাহিত্য সম্পন্ন না হউক, আমাদিগের অভাব পূরণার্থ তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদিগের নাট্যসমাজের এই ইচ্ছা বলবতী। এই ইচ্ছা নিবন্ধন তাহারা সময়ে সময়ে যে কার্য্য করেন, তাহার দুই একটী ফল তিক্ত হইলেও তাহার দমন করা ভাল বোধ হয় না। এই জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের নাট্য সাহিত্যের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে।

এই ইচ্ছা সম্পূরণার্থ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর এই রজনীতে কপালকুণ্ডলাকে নাটকাকারে পরিণত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহারা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। উপন্যাস এবং নাটকের মধ্যে যে রেখাটি সম্পাত হইয়াছে, অতি সুস্পষ্ট। সেই রেখাটি যাঁহারা না দেখিতে পাইয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে এদুয়ের প্রভেদ জ্ঞান নাই। এই প্রভেদজ্ঞান না থাকিলে উপন্যাসকে কখন নাটকে পরিণত করা যায় না। কপালকুণ্ডলা যেরূপ নাটকাকারে পরিণত করা হইয়াছিল, তাহাতে এই প্রভেদজ্ঞান তত লক্ষিত হয় নাই। এজন্য অভিনয় কালে আমাদিগের মনে উদিত হইতেছিল, আমরা যেন বঙ্কিম বাবুরই কপালকুণ্ডলা সম্মুখে দৃশ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয়। সে উপন্যাসে যে সম্পূর্ণতা আছে, যে সৌন্দর্য্য আছে, নাটকে তাহার বিলক্ষণ অভাব ছিল। মতিবিবি এবং কাপালিককে আমরা চিনিতে পারি নাই।

নাটককার মনে করিয়াছিলেন, উপন্যাসের কেবল কথোপকথন ভাগগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইলেই বুঝি নাটক প্রস্তুত হইল। উপন্যাসে যে সমস্ত কথা বার্ত্তা থাকে, নাটকে তাহা আবশ্যক না হইতে পারে। উপন্যাসকে নাটকরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার কল্পনার উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করা চাই। পরে কল্পনাকে এমত সকল অঙ্কে এবং গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করিতে হইবে, যাহাতে পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্র, আন্তরিক কার্য্য ও ভাব তাহাদিগের রিপুদোষ ও হৃদয়ের মহদ্ভাব সকল এবং পরিশেষে নাট্যকাব্যের সমুদায় কল্পনার বৃহদ্ভাবগুলি অভিনয় কালে পরিষ্কৃতরূপে হৃদ্গত হইতে পারে। এজন্য নাটকে যে সমস্ত দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হইবে, উপন্যাসে তাহা না থাকিতে পারে। উপন্যাস-লেখক এমত সমস্ত দৃশ্য কল্পনা করিয়া দিলেন, যাহাতে নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার সম্মিলন ঘটিল, কিন্তু নাটককার দেখাইবেন, তৎপরে ইহারা পরস্পর কেমন হৃদয়ে মিলিয়া গেল, একজন অন্যের জন্য কেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিল। উপন্যাসরচয়িতা, কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের সম্মুখে উপনীত করিয়া দিলেন; দিয়া দেখাইলেন, একজনের চিত্তগতি এরূপ ছিল, যে অপরকে দেখিয়া তিনি কেমন স্বাভাবিক ভাবে বিমোহিত হইলেন। তৎপরে নাটককার দেখাইবেন, বিমোহিত ব্যক্তি অন্যজনের কথাবার্ত্তায় এবং কার্য্যে কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেছে। অন্যজনই বা বিমোহিত ব্যক্তির ভাব প্রকাশে কিরূপ ব্যথিত বা অব্যথিত হইতেছে। ব্যথিত অব্যথিত হইয়া কিরূপ কার্য্য করিল।

নবকুমারকে যথার্থ যখন কাপালিক লইয়া যাইতেছে, তখন সহসা কপালকুণ্ডলা যখন নবকুমারের পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল, তাহাতে নবকুমারের বিস্ময়ভাব পাঠকেরও মনে ঔপন্যাসিক সহানুভূতি উদ্দীপিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপন্যাসরচয়িতা ইহার পূর্ব্বকার একটি দৃশ্য নাটককারের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। নাটককার সেই শ্মশান দৃশ্যে দেখাইতে পারিতেন, কপালকুণ্ডলা কিরূপে কাপালিকের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়াছিল, অবগত হইয়া কাপালিককে তিনি কি বলেন, এবং কাপালিকও বা কি প্রকার ভয়ঙ্কর প্রত্যুত্তরে কপাল কুণ্ডলাকে নিরস্ত এবং ভয়সঙ্কুলা করেন। কিন্তু আমাদিগের নাটককার সে দৃশ্যটী কল্পনা করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, উপন্যাস এবং নাটকের এইরূপ প্রভেদ সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা সে বিষয় জানিতে চান, উত্তমোত্তম নাটক এবং উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া দেখুন, পাঠ করিয়া উভয়ের প্রকৃতি ও কবিত্ব বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। কপালকুণ্ডলা নাটকের অধিকাংশে আমরা উপন্যাসের ভাব বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি; কেবল শেষ অঙ্কে কিয়ৎপরিমাণে নাট্য ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে একটী দূষিত ধর্ম্ম নৈতিক উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে, এমত কি আমাদিগের বোধ হয়, সেই উপদেশ তত্ত্বটি পাঠকগণের মনে বদ্ধমূল করিবার জন্যই যেন বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলার উপাখ্যানটি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি সেই উপদেশটি কল্পনার মূলীভূত তত্ত্ব করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই তত্ত্বটি বিশেষ রূপে মুদ্রাঙ্কণ করিবার জন্য একটি তত্ত্বিষয়ক স্বতন্ত্র অসম্বদ্ধ পরিচ্ছেদ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই ভ্রান্তিমূলক উপদেশটী আমাদিগের অধিকাংশ সংস্কৃত সাহিত্যেরও সার তত্ত্ব। গ্রীশ দেশীয় বিয়োগান্ত নাটকাদিরও এই মূল মন্ত্র। কিন্তু পূর্ব্বকালীন সাহিত্যের যাহা মূলমন্ত্র ছিল, আধুনিক কালে তাহার ভ্রান্তি প্রকাশিত হওয়াতে সে মন্ত্র অধুনাতন সুবিস্তৃত সাহিত্য সংসারে বড় প্রবিষ্ট হয় নাই। অস্মদ্দেশে বঙ্কিম বাবু এই মতটী পুনর্জীবিত করিতে চাহেন। তাঁহার সাধারণ রুচিকর পুস্তকাদিতে এই সাংঘাতিক মতটি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ জনগণ তত চিন্তাশীল নহে, বিশেষতঃ তিনি যে রূপে এই মতটি শিক্ষা দিয়াছেন,

তাহাতে তাহারা অনায়াসে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। মতামত সকল সাধারণ রুচিকর উপন্যাসাদিতে প্রবিষ্ট না করাই ভাল। কিন্তু আমাদিগের নাটককারও এ বিষয়ে সাবধান হইতে পারেন নাই। তিনি উপন্যাসের কল্পনাটি প্রদর্শন করিতে গিয়া সেই বিষময় অদৃষ্টবাদও তন্মধ্যে সংগ্রন্থন করিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মতটি অনায়াসে পরিবর্জ্জিত হইতে পারিত।

বিধবার দাঁতে মিশি। দৃশ্যকাব্য, শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা লোকাল যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই দৃশ্যকাব্য খানি একটি সৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছে। মদ্যপানের বিষময় ফল প্রদর্শন করাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্যে যে কোন উপায় অবলম্বিত হইবে তাহার সাধুবাদ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিবেচনার দোষে সে সমস্ত উপায় অনেক সময় বিফল হইয়া যায়।

এ নাটকের বিপরীত নামধারী সধবার একাদশীরও এই উদ্দেশ্য। অন্যান্য অনেক নাটকেরও এই উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত নাটকে একটী দোষ সাধারণ দেখা যায়। এ সমুদায় নাটকে মদ্যপান কার্য্য বারম্বার দৃশ্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। কবিবর পোপ কহিয়া গিয়াছেন, কুকার্য্য আমাদিগের সাক্ষাতে যত সাধিত হইতে থাকে, তৎপ্রতি আমাদিগের বীতরাগ ততই অপনীত হইতে থাকে। নাটক মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকাতে মদ্যপান কার্য্যটি রঙ্গভূমিতেও সুতরাং সন্নিবিষ্ট হয়। আমাদিগের আধুনিক অভিনেতৃগণ যেরূপ দক্ষতার সহিত এই কার্য্যের অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহাতে বীতরাগজনের ঘৃণা ক্রমে অপনীত হইবার সম্ভাবনা। মদ্যপান কার্য্যটি বারবার সন্নিবিষ্ট না করিয়া কি তাহার কলাফলের দোষ সমূহ প্রদর্শন করা যাইতে পারে না?

উদ্দেশ্য সৎ হইলেও নাটকের রচনা তত প্রশংসনীয় নহে। গোপাল বাবু তাহার পুস্তককে দৃশ্য কাব্য বলিয়াছেন বটে, কিন্তু পাঠ করিয়া বোধ হইল ইহার প্রথমাংশ প্রহসন, শেষাংশ উপন্যাস। নাটক খানিকে বীভৎস রস প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ভাব বর্ণনায় বীভৎস রস, পাত্রগণের কার্য্যে বীভৎস রস। অশ্লীলতা যদি ভাবগত বীভৎস রস হয়, সে রস উহাতে বিদ্যমান আছে। বমন, যক্ষ্মাকাশ, মুখ হইতে রক্তোদ্গীরণ প্রভৃতি যদি বীভৎস রসদ্যোতক হয় এ নাটকে তাহার প্রাচুর্য্য আছে। প্রকাশ্য দৃশ্যে হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাও এ নাটকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক সুরুচির অভাবের পরিচয় গ্রন্থের অনেক স্থলে লক্ষিত হইল। ইহার কল্পনা সামান্য, রসিকতা পুরাতন। খুড়ার গঙ্গাযাত্রা প্রভৃতি পুরাতন রসিকতাও ইহাতে দৃষ্ট হইল। গ্রন্থখানির নাম যার পর নাই কুরুচির পরিচায়ক। বিধবার বিবাহে যদিও ইহা সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হইল ইহা উক্ত বিবাহের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশের জন্যই প্রণীত হইয়াছে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

মেডিকাল কলেজের অধ্যাপক ফেরার সাহেব আরো দীর্ঘতর কালের নিমিত্ত অবসর পাওয়াতে পার্ট্রিজ সাহেব তাঁহার প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তর কে মাক্লিয়ড সাহেব পার্ট্রিজ সাহেবের প্রতিনিধি হইলেন।

ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন ধর্ম্মতলা বাজারের অধিকারী শীল বাবুরা হগ সাহেবকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা যে ৭ লক্ষ টাকা লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহা কেবল বাজারের মূল্য। বাজারের কোণের ঘরের জন্য স্বতন্ত্র ১ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। যত দিন নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত করা না হয়, ততদিন তাঁহারা হাইকোর্ট হইতে মোকদ্দমা তুলিয়া লইতেছেন না। হগ সাহেবের গ্রহ কাটিয়াও কাটিতেছে না।

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদকের এতদিনের পর মুখ ফুটিয়াছে। ধর্ম্মতলা বাজার সম্বন্ধে যে দেশীয় জষ্টিসদের দোষ হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "মিউনিসিপাল বাজার পাট্টা দেওয়া হউক বা বন্ধ করা হউক এইটী স্পষ্টাভিধানে প্রস্তাব করা তাঁহাদিগের উচিত ছিল। ইহা হইলে তাঁহাদিগের উপর যে দোষারোপ হইয়াছে তাহা হইত না। সত্য বটে তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে ইউরোপীয় জষ্টিসেরা এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন না, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহারা একটী দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতেন।" দেশীয় জষ্টিসেরা যে নিতান্ত অপদার্থ, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কলিকাতায় ৪।০ টাকা মূল্যে বালামের মণ বিক্রয় হইতেছে। ক্রমে বাড়িতে চলিল।

গত শনিবার চুঁচড়ায় একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলেই ৫০০০ হাজারের অধিক টাকা স্বাক্ষরিত হয়, তন্মধ্যে বাবু দুর্গাচরণ লাহা একক ৫০০ টাকা দিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে গঙ্গার সেতু সম্বন্ধে আশ্চর্য্য জনরব সকল প্রচারিত হইয়াছে। তাহারা বলে, গঙ্গাদেবী কতকগুলি পুরুষ বলী না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন না। উড়িয়ারা এইজন্য রাত্রি ৯ টার পর আড্ডার বাহির হয় না।

গত শনিবার বেলা ৪।০ টার সময় বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার প্রেসিডেন্সী কলেজের থিয়েটারে বঙ্গদেশের প্রকাশ্য ধর্ম্মনীতির অবস্থা বিষয়ে ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, বক্তৃতাটী অতি চমৎকার ও মনোহর হইয়াছিল।

গত শনিবার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়ে ৪৩শ সাংবৎসরিক পারিতোষিক দান সম্পন্ন হইয়াছে।

পায়নিয়র বলেন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে শস্যাদি লইয়া যাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট টেণ্ডর দিয়াছেন। এই উপায়ে প্রতি সপ্তাহে ত্রিহুতের অভ্যন্তরে ২০০,০০০ মণ শস্য প্রেরণ করা হইবে।

একটী স্ত্রীলোক ও চারিজন পুরুষ ধর্ম্মতলার বাজারে ভিক্ষা করিতে ছিল, এমন সময়ে এক জন ইনস্পেক্টর তাহাদিগকে ধরিয়া পুলিষে লইয়া যায়। মাজিষ্ট্রেট মিলার উহাদিগের প্রত্যেকের এক এক মাস করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ দিয়াছেন।

কোন্নগরে হরিশ ঘটকের বাটীতে যে ডাকাইতি হয়, আমরা শুনিলাম, এ পর্য্যন্ত ডাকাইতিদিগের ১০ জন ধৃত হইয়াছে। উহারা বড় অধিক দূরের লোক নহে। জাহানাবাদ ও নিকটস্থ স্থানের লোক। কাহার কাহার বাটী বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায়। একজন গোয়েন্দা ডাকাইতদিগকে ধরিয়া দিয়াছে। মালও কতক পাওয়া গিয়াছে। বাঁকুড়ার ডাকাইতের কাছে এক খান হীরার বস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু অদ্যাপি সকল ডাকাইত ধরা পড়ে নাই।

সোমপ্রকাশ কয়েকটী জমিদারের সদনুষ্ঠানের বিষয় লিখিয়াছেন:—হিতামপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী অনেক শস্য সঞ্চয় করিতেছেন, সময় বুঝিয়া ব্যয় করিবেন। তিনি ৪০০০০ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

রঙ্গপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায় বিস্তৃত অন্নছত্র এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের আয়োজন করিতেছেন।

লালগোলার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ

রায় তাঁহার নিজগ্রাম হইতে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত পাকা পথ প্রস্তুত করণার্থে অনেক লোক নিযুক্ত করিবেন।

হরিনাভির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ পুষ্করিণী খনন পথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে ২০০০০ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। এই কয়মাস যাত্রীরা গয়ায় গমন করিয়া থাকেন। গয়াতে খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। ইহাতে বিদেশী যাত্রীদিগের বিপদ হইবার সম্ভাবনা।

১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ২৫ ধারা অনুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে জেলা পূর্ণিয়ার অন্তর্গত যত গাড়ি ঘোড়া এবং হস্তী সমুদায়ের প্রতি টাক্স নির্দ্ধারিত হইবে। ঐ টাক্স ১ লা মার্চ্চ হইতে তিন মাস অন্তর দিতে হইবে।

মেঃ ই, এস, বিরলি আসামের ডিঃ একাউণ্টাণ্ট জেনারল হইয়াছেন।

নেটিব সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার দিন ২ রা মার্চ্চ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৬ ই মার্চ্চ স্থির হইয়াছে।

আগামী ১৬ ই ফেব্রুয়ারি তারিখ হইতে কলিকাতা দ্বিতীয় ক্রিমিনাল সেসন আরম্ভ হইবে।

রিলিফ কার্য্যের জন্য সারণে ৩৩, ০০০, চম্পারণে ১২৭৮০, ত্রিহুতে ১৭১০০, দিনাজপুরে১৪০০০, এবং ভাগলপুরে ৮০০০ এবং পূর্ণিয়াতে ৮০০ লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

সিহাড়শোল পত্রিকা লিখিয়াছেন কয়েক দিন হইল বড়াগ্রামে এক ভয়ানক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা ১৫০০ টাকার সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া গৃহস্বামিনীকে এরূপ প্রহার করে, যে দুই দিবস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। দস্যুদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উক্ত পত্র আরো বলেন চাউলের মূল্য এ প্রদেশে দিন দিন বাড়িতেছে। সিয়াড়শোলের জমীদার বাবু বীরেশ্বর মালিয়া দুঃস্থ প্রজাদিগের খাজানা মাপ করিয়াছেন এবং অনেক লোক খাটাইয়া প্রতিপালন করিবার জন্য আপনার কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। তিনি ছয়টী পুষ্করিণী খনন, পাকা রাস্তা তৈয়ার, সদাব্রত এবং অন্নছত্র প্রভৃতিতে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিবার মনস্থ করিয়াছেন।

বাঁকুড়া হইতে আমাদিগের এক বন্ধু লিখিয়াছেনঃ—

গত ২ রা ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকার সময় এখানে একটি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। সেই দিবস সন্ধ্যার পর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় আমরা একটী শব্দ অনুভব করিয়াস্থির করিলাম গর্জ্জন হইতেছে। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যে দেখি ঘর কাঁপিয়া উঠিল, নগরে ভূমিকম্পের রোল উঠিল, পরে কম্পন থামিল। কিন্তু সেই গভীর নিনাদটি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়াছিল। অনেক ভূমিকম্প দেখিয়াছি, কিন্তু এমন গভীর শব্দ কখন শুনি নাই।

গত মঙ্গলবার বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। অনারেবল মিস ব্যারিঙ, অনারেবল বিবী হব হাউস, বিজয়নগরের মহারাজা এবং বেতিয়ার মহারাজ কুমার উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক বাবু মনোমোহন ঘোষ বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিলে মিস ব্যারিং স্বহস্তে পরিতোষিক বিতরণ করিলেন। বালিকারা তাঁহার সম্মানার্থ ইংরাজীতে একটী মধুর গান করিয়াছিল।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেকটর বাবু হেমচন্দ্র কর মালদহে বদলী হইয়াছেন।

ষ্টেট সেক্রেটারী অনুমতি করিয়াছেন দেশীয় সিবিলিয়ানেরা ইচ্ছা করিলে সিবিল সার্ব্বিস আনুয়িটীফণ্ডে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

নাব্য বৃষ্টিতে বেহারের শস্যের বড় উপকার হইয়াছে, সারণে এক পক্ষ পূর্ব্বে শস্যের আশা ছিল না, এখন তাহার উন্নতিতে সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছেন।

পূর্ণিয়াতে টাকায় ৴৮ চউল বিক্রয় হইতেছে। সাহাবাদ, চম্পারণ, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রায় ঐরূপ।

মধুবাণী উপবিভাগে ছোলা ও মুগ উৎকৃষ্ট জন্মিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট ছাপাহয়, কিন্তু তত্রত্য স্থানীয় কর্ম্মচারী স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন ইহার কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। জেলার কর্ম্মচারীরা জ্যোতিষ গণিয়া যে রিপোর্ট লেখেন তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তর পশ্চিম।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের শিশু সন্তান হিসারের নিকট হাতী হইতে পড়িয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, গবর্ণর সাহেব ও বিবী ডেবিস, অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন।

নর্থ ওয়েষ্ট হেরাল্ড বলেন বেকার নামে এলাহাবাদস্থ এক ইউরোপীয় তাহার স্ত্রীর প্রাণ বধার্থ গুরুতর রূপে আঘাত করাতে তত্রত্য সেসন জজের নিকট ৫ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তি বলে সে তাহার স্ত্রীকে স্পষ্ট ব্যভিচারে ধরিয়াছে। এ ব্যক্তি মাতাল কিনা জানা আবশ্যক।

পঞ্জাবে জনসন নামে এক ইউরোপীয় দেশীয় আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন। বিরল দৃষ্টান্ত।

সুচেৎ সিং নামে যে রাজপুত্র চম্বার গদী পাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি সরকারী রাজস্ব হইতে এককালীন ১০,০০০ এবং বার্ষিক বৃত্তি ৫০০০ টাকা পাইবেন, কিন্তু আর কোন গোলযোগ না করেন এরূপ অঙ্গীকার বদ্ধ হইতে হইবে।

সার জন ষ্ট্রেচি সার উইলিয়ম মুইরের পদে অভিষিক্ত হইতেছেন। তিনি যতদিন না আইসেন অনরেবল ইংলিস উত্তরপশ্চিমে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

কানিং কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বিদ্যালয়ের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ওকালতীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি লক্ষ্ণৌ টাইমসেরও অধ্যক্ষতা করিবেন। উক্ত পত্র অযোধ্যার তালুকদারদের সম্পত্তি।

লাহোরস্থ কোন সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, আবদুল রহমন মেলবিল ইতিপূর্ব্বে কিছু দিন ছুটীর অনুমতি পান এবং তাহা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে তিনি সেই মঞ্জুরকরা ছুটী পাইবার জন্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট তাঁহার বিষয় মীমাংসার্থ প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছে। তিনি লাহোর হইতে গুজরানওয়ালাতে গিয়াছেন। ইহার উপর এত পীড়ন কেন?

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট ৩। ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাজপুর হইতে মসৌরী পর্য্যন্ত একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষের সাহায্য দানার্থ জয়পুরে একটী সভা হয়, মহারাজা স্বয়ং তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ১০ সহস্রের অধিক টাকা সভাস্থলেই স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি মসুরী পাহাড়ে একটী বৃহৎ ঝটিকা হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ।

গত পূর্ব্ব বুধবার মান্দ্রাজের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শন একত্র খোলা হইয়াছে।

মান্দ্রাজ মেইল একটী নূতন মপলা বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দক্ষিণ ত্রিবঙ্কোরে কুলীটারী নদীতীরস্থ টেঙ্গীপত্তন নামক ক্ষুদ্র নগরে এইঘটনা হয়। ত্রিবন্দ্রম হইতে যখন সৈন্যগণ আহূত হইয়াছে, তখন বিদ্রোহটী কিছু গুরুতর বোধ হয়।

বাঙ্গালোরে শ্যামসুন্দরং নামে একটী যুবক কমিসনর আফিসে কেরাণীগিরি করিতেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাঙ্গালোর স্পেক্টেটর বলেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক হইতে আসিয়াছেন। ইনি এখন কলিকাতার কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

মান্দ্রাজ হইতে প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল রপ্তানি হওয়াতে তত্রত্য সর্ব্বপ্রকার খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড লিখিয়াছেন অষ্ট্রেলিয়া নামক জাহাজযোগে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় হাজার থলিয়া চাউল গিয়াছে। স্থানীয় অভাবের আধিক্য বশতঃ এখান হইতে আর চাউল রপ্তানি হইবে না।

মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টাঞ্জোর, নিগাপাটাম, টেনিবলী প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিগের জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব হইয়াছে।

বোম্বাই।

একটী দেশীয় স্ত্রীলোক একজন মোগলের সহিত অভিসারিণী হওয়াতে কাম্বের নবাব তাহার ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

হাইদ্রাবাদে লর্ড নেপিয়ার অব মাগডালার অশ্ব হইতে পতিত হইয়া একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

বোম্বাই হইতে 'গ্রাণ্ট কলেজ ষ্টুডেণ্টস্,' নামে একখানি চিকিৎসা বিবরণপূর্ণ মাসিক পত্র মুদ্রিত হইতেছে।

কর্ণেল উইলোবাই অসবোর্ণ গোয়ালিয়ার পলিটিকাল এজেণ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

বোম্বাইবাসীরা মৃত বারিষ্টার আনেষ্টী সাহেবের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে ত্রুটী করিতেছেন না। একজন পারসী 'আনেষ্টীর ছবি' অঙ্কিত রুমাল তৈয়ার করাইয়া ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।

শুনা যায় বারিষ্টার হরমসজী আর্দ্দাসীর বাদিয়া ১০০০ টাকা বেতনে দাদাভাই নৌরজীর প্রাইবেট সেক্রেটারি হইয়াছেন, তিনি বরদার ছোট আদালতের জজ হইয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ আসিয়াছিল তাহা অমূলক।

কলিকাতার ন্যায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহেরও নির্ম্মাণ কৌশল ভাল হয় নাই। উভয়ই বক্তৃতাদি শুনিবার উপযোগী নহে।

গত মেইল ষ্টিমারযোগে বোম্বাইতে এই কয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেনঃ—নদিয়ার জজ সার উইলিয়ম জে হর্শেল, মান্দ্রাজের জজ সার উইলিয়ম আরবুনট, আমীর আলী এবং রেবরণ্ড ও নীল।

বোম্বাইয়ের খোজাদলের প্রধান অগা খাঁর পুত্র পৌত্র ও ভ্রাতস্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বোম্বাইয়ের গবর্ণর উডহাউস, তত্রত্য জজ ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এবং সকল বিখ্যাত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আগামী মার্চ্চ হইতে ২ মাসের প্রাপ্য ছুটী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী জব্বলপুরের ৩০০ মাইল দক্ষিণে চান্দনি ষ্টেসনে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের দুইখানি গাড়ীতে ভয়ানক টক্র লাগিয়াছিল। শুনা যাইতেছে, অনেক প্রাণহানি হইয়াছে।

ইউরোপ।

ভারতবর্ষের সেক্রেটারী ও অণ্ডার সেক্রেটারী পরিবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হইয়াছে—আবশ্যকও হইয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সার ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট এবং রবার্ট বুর্ককে ঐ দুইপদে অভিষিক্ত দেখিতে চান, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই।

পারিসে মেরী বর্দ্দন নাম্নী এক অষ্টাদশ বর্ষীয় বালিকার আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শুনা যায়। সে দিনের বেলা দৃষ্টি শক্তিহীন হয় এবং রাত্রি কালে সুন্দররূপে দেখিতে পায়। সূর্য্যের আলোকে তাহার চক্ষুর পাতা নিমীলিত করিয়া তদুপরি পুরু কাপড়ের ঘোমটা দিতে হয় নতুবা অসহ্য ক্লেশ হয়, ঘরে দ্বার জানালা বন্ধ করিলে অন্ধকারে সে বেশ লিখিতে ও পড়িতে পারে। এ রোগ দুরারোগ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে টাকার বাজার গরম হওয়াতে বিলাতে রূপার দর হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ অনেক নগদ টাকা আবশ্যক হওয়াতে এইরূপ হইয়াছে কেহ কেহ অনুমান করেন।

লণ্ডনে টিকবোর্ণ নামে যে এক জাল মোকর্দ্দমা হইতেছে তাহার সাক্ষী ও উকীল খরচে সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। জুয়াচুরি প্রতারণা ইংরেজদের মধ্যে কম কে বলে?॰

ইটালীর ওরিয়েণ্টাল সোসাইটী ডোয়া ভিক্টোরিয়া নাম্নী রাজকুমারীকে সমাজের একজন ফেলো বা সভ্য করিয়াছেন। এই রাজকুমারী একজন গ্রন্থকর্ত্রী। তিনি ভারতবর্ষীয় শাস্ত্র শিক্ষা, রামায়ণ এবং অন্যান্য কাব্য স্বদেশীয় ভাষায় রচনা করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।

স্পেনের অন্তর্গত বিচোয়া প্রদেশের অধিবাসীদিগকে কারলিষ্টেরা ৮ দিন অবসর দিয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে নগর ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার পর আক্রমণ আরম্ভ হইবে।

টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে মহারাণী বেঙ্গল ফেমিন রিলিফ ফণ্ডের উৎসাহদাত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ ম্যানসন হাউস নামক স্থানে একটী সভা হয়, তাহাতে লর্ড লরেন্স, বারণ রথ চাইল্ড, বুর্ক প্রভৃতি গণ্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ৭০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, ত্বরায় কলিকাতায় প্রেরিত হইবে।

আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটারী ডিউক অব আর্গাইল বাতে পঙ্গু হইয়া স্কটলণ্ডের ইনবারারী দুর্গে আবদ্ধ ছিলেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম তিনি এক্ষণে এতদূর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন যে লণ্ডনে আসিয়া আফিসের কার্য্য করিতেছেন।

বিবিধ।

একজন রুশীয় গুপ্তচর বল্‌খ নগরে ধৃত হইয়াছে, সে গোপনভাবে কাবুলের নক্সা করিয়া লইতেছিল। তুর্কী স্থানের গবর্ণর তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া কাবুলের আমীরকে সংবাদ দেন। আমীর বোখারার গবর্ণরকে লিখিয়াছেন উক্ত ব্যক্তি তাঁহার অনুমতিক্রমে আসিয়াছে কি না এবং অতঃপর বিশেষ অনুমতি পত্র ভিন্ন রুশীয় কোন প্রজা যেন তাঁহার রাজ্য দর্শন করিতে না আইসে।

লর্ড নেপিয়ার অব মাগডালা দেশীয় সৈন্যদিগের শিক্ষার্থ সৈনিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। সিবিল ও মিলিটারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছেঃ—

"লর্ড নেপিয়ার অব মাগডালার মত এই যে দেশীয় সৈন্যেরা ইংরাজী জানিলে সৈন্য চালনার ভাল কথা শিখিবে, ইউরোপীয় সহচর দিগের সহিত অবাধে কথোপকথন করিতে

পারিবে, সংবাদ ও অনুজ্ঞাদি বহনের সুবিধা হইবে, ইউরোপীয় দিগের সহিত সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে এবং ইউরোপীয় ভাবের সহিত সমধিক পরিচয় হইয়া সামরিক জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি সাধন হইতে পারিবে।"

জাপানের ন্যায় শ্যামও ইউরোপীয় আচার ব্যবহার গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে।" এ কুবুদ্ধি কেন?

আসান্টির যুদ্ধের এক প্রকার শেষ হইয়াছে শুনা যাইতেছে। রাজা কফী ২০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ প্রদান করিয়া সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। অল্পে অল্পে ইংলণ্ডের মান রক্ষা হইল, ইহাই ভাল। এ যুদ্ধটীর অবতারণা না করাই ভাল ছিল।

বোখারা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন রুসীয়েরা দরবেশ ও মোল্লাদিগের জাইগীর কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগের মধ্যে বড় গোলযোগ বাঁধাইয়াছেন, তাহারা সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আমীরের আনুকূল্য প্রার্থী হইয়াছেন।

কেপ কোষ্ট হইতে ২৬ এ জানুয়ারি সংবাদ আসিয়াছে, ইংরেজ সৈন্যগণ ২৯ এ দিবস কুমাসী নগরে যাইবে এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শেষ হইবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

মিউনিসিপাল আইন যে অবধি বঙ্গভূমিতে প্রচলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা দেশের যে কি মহোপকার হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। অগ্রে যে সকল স্থান বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল,তাহা এক্ষণে উত্তম বাসস্থানযুক্ত হইয়াছে। গমনাগমনের সুবিধার জন্য প্রশস্ত পথ, দীন হীন ব্যক্তিদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী বিদ্যালয়, নির্ম্মল জলবিশিষ্ট পুষ্করিণী খনন ও দেশের মঙ্গলজনক অন্যান্য কার্য্যের ব্যয় প্রায় সকলি মিউনিসিপালিটী হইতে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বরাহনগর মিউনিসিপালিটী হইতে এপর্য্যন্ত উক্ত সৎকর্ম্মের একটীরও অনুষ্ঠান আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। উক্ত মিউনিসিপালিটী গত বৎসরে কেবল কয়েক খানি সাইন বোর্ড প্রস্তুত করাইয়া রাস্তার উপরে দণ্ডায়মান ও ড্রেণ হইতে মৃত্তিকা উঠাইয়া পথের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং কষ্টদায়ক হইয়াছে, কারণ সামান্য বৃষ্টি হইলে পথে এরূপ কাদা হয় যে গমনাগমনকালে সর্ব্বদা পড়িয়া যাইবার শঙ্কা হয়। গত বৎসরে দক্ষিণ পাড়ায় যে দুইটী পুল প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাতে জল নির্গত না হইয়া বরং জলের গতি বন্ধ হইয়াছে। মেম্বর মহোদয়গণের বাটী যাইবার পথ উত্তমরূপে নির্ম্মিত ও পরিষ্কৃত হইলেই যে মিউনিসিপালিটীর কার্য্য শেষ হইল তাহা নয়, সকল পথের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা অতীব আবশ্যক। যাহাহউক এক্ষণে মিউনিসিপাল কমিটীর মেম্বর মহোদয় গণের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে তাঁহারা বরাহনগর, কাশীপুর, বনহুগলি, আলমবাজার ও বেলঘরিয়া স্থানের নিবাসীদিগের একটী প্রধান অভাব দূর করুন, তাহা হইলে যে দেশের কি মহোপকার হইবে তাহা বচনাতীত। বরাহনগরের হিতৈষী মহোদয়গণের নিকটেও আমরা সাম্নয়ে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা কিছু দিনের জন্য অন্যান্য হিতকারী সমাজ স্থাপনে ক্ষান্ত হইয়া মিউনিসিপাল কমিটীর মেম্বর মহোদয় গণের সহানুভূতি করুন, তাহা হইলে অবশ্যাই সেই সদনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন হইবে। বরাহ নগর ও কাশীপুরের মধ্যে যে দুইটী ইংরাজী স্কুল আছে, তাহার কোনটী ও উত্তমরূপে চলিতেছে না। এই দুইটী বিদ্যালয় যোগ করিয়া একটী জেলা স্কুল সংস্থাপনের জন্য মেম্বর মহোদয়গণ চেষ্টা করুন। উক্ত বিদ্যালয়দ্বয়ে ছাত্র সংখ্যা অন্যূন তিন শত এবং মাসিক বালকদত্ত বেতন ৩৫০ টাকার অধিক হইবে। এক্ষণে যদ্যপি মিউনিসিপালিটী মাসিক অন্যূন ১০০ এক শত টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে অবশিষ্ট ব্যয় ছাত্র দিগের বেতন হইতে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বরাহনগর ও কাশীপুর বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে তাহাদিগের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের উপর প্রভুত্বের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দুইটী বিদ্যালয় যোগ করতঃ মিউনিসিপালিটীর মেম্বর মহাশয়দিগের হস্তে তত্বাবধানের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক দেশের মহোপকার সাধন করুন। বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই যে দেশের প্রকৃত উপকার করা হইল তাহা নহে, যাহাতে তাহা পাঠোপযোগী হয় এরূপ চেষ্টা করা উচিত, এবং বিদ্যালয়ে প্রভুত্ব থাকিলেই যে স্বর্গরাজ্য ভোগ হয় তাহা ভ্রম মাত্র। সম্পাদক মহাশয়! আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে আলিপুর ও টালীগঞ্জের মধ্যে একটী জেলা স্কুল স্থাপিত হইবে। চেতলা ও টালীগঞ্জ স্কুলের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য এপ্রেল মাস হইতে বন্ধ হইয়া নূতন বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইবে। তজ্জন্য মিউনিসিপালিটী মাসিক ১৫০।২০০ টাকা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর কি এরূপ কৃপা হইবে না যে বরাহনগরে একটী জেলা স্কুল স্থাপিত হয়? এখানে যে দুইটী স্কুল আছে তন্মধ্যে একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত। এই সাহায্য বন্ধ করিয়া প্রস্তাবিত নূতন স্কুলে প্রদত্ত হইলে অবশ্যই একটী জেলা স্কুল স্থাপিত হইতে পারে। অবশেষে স্কুল কমিটীর মেম্বরমহোদয়গণকে আমরা এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেমন আলিপুর ও টালিগঞ্জের অভাব মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ বরাহ নগর ও কাশীপুরবাসীদিগের প্রতি কৃপাবলোকন করুন।

বরাহনগর শ্রীঅঃ

আমাদিগের বারাণসীর সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। বিগত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বারাণসী রাজঘাট ষ্টেসনে উপনীত হইয়া, গঙ্গাপার হইয়া, পাঁড়ের ঘাটে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। পরে মাহামুড়গঞ্জে মহারাজা বিজয় নগরাধিপতির "আনন্দবাগ" নামক প্রসিদ্ধ রাজোদ্যানে বাসস্থান স্থির করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

২। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্রের ভবনে, "সার্ব্বজনিক" সভা হইয়াছিল। সভা সম্পাদক সভার উদ্দেশ্য পাঠ করেন। সভার উদ্দেশ্য শ্রেয়স্কর, কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" বিঘ্ন অতিক্রম না করিয়া শ্রেয়ো লাভ করা যায় না। যাঁহাকে আপনার উন্নতি সাধন করিতে হয়, অনেকগুলি বিঘ্ন নিরস্ত করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থতা লাভ করিতে হয়। যাঁহাদিগের অর্থবল লোকবল বা বিদ্যাবল আছে, বিঘ্ন দূর করিয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব উন্নতি সাধন দুরূহ হয় না। সাধারণ লোকের অর্থবল, বিদ্যাবল, বা লোকবল অতি অল্প, পক্ষান্তরে, উহাদিগের উন্নতি পথের প্রতিরোধক বিঘ্ন অসংখ্য, উহাদিগের প্রত্যেকের এরূপ শক্তি নাই যে সেই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপন আপন উন্নতি সাধন করিতে পারে। তবে যদি অধিকাংশের বল একত্র হয়, সেই সেই বিঘ্নের নিরাকরণ দুঃসাধ্য হয় না। যথাঃ—"অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃকার্য্যসা-

ধিকা। তুলৈশ্চৈব মাপয়ৈর্কর্ব্বিধ্যাস্তে মত্তদন্তিনঃ।” বলের একতা সম্পাদনই এই সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

এ সভায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং য়ীহুদী প্রভৃতি সকল জাতিরই প্রবেশাধিকার আছে, এবং এ সভা হইতে সকল জাতিরই হিত সাধন করা হইবে। এই নিমিত্ত ইহার “সার্ব্ব জনিক” এই নাম দেওয়া হইল। যাঁহারা এ সভার সভ্য হইবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে এক আনা অবধি এক টাকা পর্য্যন্ত যাহার যাহা ইচ্ছা বার্ষিক অগ্রিম চাঁদা দিতে হইবে এবং পরস্পরের বন্ধু বান্ধবগণকে সভ্য করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

৩। আপাততঃ জুনাগড়ের নবাব বারাণসীতে অবস্থিতি করিতেছেন। শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওয়া গেল যে, “সার্ব্বজনিক” সভা হইতে নবাব সাহেবকে এক এড্রেস্ দিতে সম্পাদকগণ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

৪। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে, ভারত বিখ্যাত বাজ্পেই জীর সেতার বাদ্য ও ধ্রুবপদ ইত্যাদি গীত হইয়াছিল। তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ইহাঁর সেতারের ধ্বনি শুনিয়া সভাস্থমণ্ডলীকে মোহিত হইতে হইয়াছিল। বাস্তবিক সেতার বিদ্যায় ইহাঁর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, তাহাতে আর ভুল মাত্রও নাই। সভাস্থ অনেকানেক বহুদর্শী লোক এমত বলিলেন যে, ভারত ভূমিতে ঈদৃশ অন্য সেতারী আর এ পর্য্যন্ত জন্ম পরিগ্রহ করে নাই।

৫। গত কল্য রবিবার শিবরাত্রি ব্রতোপলক্ষে বিশ্বেশ্বর দেবের এবং কেদারেশ্বরের মন্দিরে লোকারণ্য এত হইয়াছিল যে, দুর্ব্বল মনুষ্য যাঁহারা তথায় গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আহত, বা অঙ্গভগ্ন হইয়া গৃহে ফিরিতে হইয়াছে। বিশ্বেশ্বর দেবের মন্দিরের যে পথ তাহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ, কল্য তথায় অন্যূন লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ইহাতে কোন লোকের যে প্রাণ নষ্ট হয় নাই, তাহাই যথেষ্ট।

৬। ২৪ সংখ্যক ভারত সংস্কারকে প্রতিবাসীর গৃহ হইতে চুরি করিয়া, ছাদ হইতে লম্ফ দিয়া যে ব্যক্তির মৃতপ্রায় হইবার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, এত দিনের পর বিচারে সে চোর নির্দ্দোষী এবং গৃহস্থের কঠিন পরিশ্রমের সহিত অনেক দিবসের জন্য কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। আজ কালকার, বিচার প্রণালী (বারাণসী) নদীর স্রোতবৎ। যে দিকে লইয়া যাও সেই দিকেই যায়।

সম্পাদক মহাশয়! আমাদের মনে মনে এই সংস্কার আছে যে পুলিস আমাদের সকল সুখের আকর, পুলিসের সাহায্যে অনেক অনেক দুষ্ট ব্যক্তির দৌরাত্ম্যের নিবারণ হয়। গবর্ণমেণ্ট জুয়া খেলা নিবারণভার পুলিসের উপর অর্পণ করেন, ইহা বহুদিন হইল বটে, কিন্তু পুলিস সাক্ষীগোপাল, অদ্যাপি জুয়ারিদের দৌরাত্ম্যের কিছুই করিতে পারিতেছে না। ফলে পূর্ব্বে তাহারা সতর্ক চিত্তে সকল গলি রাস্তাতেই আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত, কিন্তু এক্ষণে দুই পয়সায় কিনা হয় জানিয়া সদর রাস্তায় সর্ব্বজন সমক্ষে অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনারা কয়েকজনে জুয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা শ্বেত জীর্ণ বস্ত্রধারী মহাপুরুষদিগকে দুই পয়সায় লোভে বশীভূত করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে পাশ করার ন্যায় অনায়াসে ক্রীড়া করিতে এবং নির্দ্দোষ পথিকদিগকে আপনাদিগের কপটজালে পাতিত করিতে মনোমধ্যে কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ করে না। এরূপ আশ্চর্য্য আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই।

৯ ই ফেব্রুয়ারি সোমবার কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়ের ছুটী হইলে আমরা বহির্গত হইয়া দেখি একজন জুয়াখেলোয়াড় কতিপয় পারিষদের সমক্ষে খেলিতে বসিয়াছে। বালকেরা লঘু চিত্ত, সুতরাং সেই দিগেই ধাবমান হইল।

এইরূপে জুয়াচোরেরা দুই চারি পয়সা অপহরণ করিতে লাগিল। বালকেরা যদিও দিতে অস্বীকৃত হয়, অমনি পারিষদেরা নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া উক্ত জালে পাতিত করে। এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া কোন ভদ্র লোক নিষেধ করাতে তাহারা সবান্ধবে ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে অপমান করিবার উদ্যোগ করিল, সুতরাং তিনি নিরুপায় হইয়া পুলিসের সাক্ষীগোপাল শ্বেতকায় পুরুষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত স্থান হইতে প্রায় একপোয়া স্থান মধ্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং তিনি হতাশ হইয়া গৃহগমনে উন্মুখ হইলেন। অবশেষে ঠনঠনে আসিয়া দেখিলেন তিনজন পাহারাওয়ালা একত্র বসিয়া গল্প করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে উক্ত খেলার কথা বলাতে একজন দৌড়িয়া আসিল, অবশেষে কলুটোলায় প্রবেশ করিল। কি আশ্চর্য্য! বাঘ যাবে অন্যের যাবে তাহাদের কি লোকসানি বা? দুই পয়সার কত গুণ! দুই পয়সার লোভে তাহারা আপনাদিগের রক্ষিত স্থান হইতে অন্তরে আসিয়া বসিয়া আছে। এইরূপ দুই পয়সা লুব্ধ মহাপুরুষদিগের কুরে দণ্ডবৎ। পুলিসের কর্ত্তব্য যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক যাহাতে উক্ত জুচ্চুরিয়া সকল উঠিয়া যায়, তাহাতে মনোযোগী হওয়া। তাহাতে যদি তাহাদের অযত্ন রহিল, তবে মিউনিসিপালিটীর পুলিস টাক্স হইয়া প্রজাদিগকে প্রপীড়িত করিবার প্রয়োজন কি? হেপুলিস! এখনও বলি যার নূণ খাও, তাহার গুণ গাও।

১১ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪। শ্রীকেদারনাথ ভট্টা।

বিজ্ঞাপন।

CALCUTTA VERNACULAR SCHOOL.

কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়।

ভারতসংস্কার সভার অধীনস্থ “কলিকাতা স্কুলের” বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে বর্ত্তমান জানুয়ারি মাস হইতে ইহা একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয়রূপে সংগঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির শ্রেণী খোলা গিয়াছে।

ছাত্রগণের বেতনের নিয়ম।

সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী	॥০ আনা
তদুপরিস্থ শ্রেণীদ্বয়	৸০ "
উচ্চ শ্রেণী সকল	১ টাকা

কলিকাতা স্কুল
৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট
৬ই জানুয়ারি—১৮৭৪

শ্রীহরনাথ বসু
অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২।৶০
মাসিক ...	॥০	৸৶০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরনের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্যে বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি আর্ডর, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজেষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত লইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে. প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৪৫ শ সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১২৮০—১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার। ১৮৭৪—২৭শে ফেব্রুয়ারি
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আগামী বর্ষে বীজধান্যের অভাবে পাছে চাসের অনিষ্ট হয় এ জন্য, গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রচুর পরিমাণে বীজ ধান্য ক্রয় করা হইতেছে। চাসের পূর্ব্বে তাহা সর্ব্বত্র বিতরিত হইবে। শুদ্ধ ২৪ পরগণার জন্য এই উদ্দেশে ১০,০০০ টাকার ধান্য ক্রয় করা হইতেছে। এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার পূর্ব্ব সাবধানতা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

—

এ বৎসর অনর পরীক্ষায় ২৩ জন এবং এম এ পরীক্ষায় ৯জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনর পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে ১০ জন, সংস্কৃতে ২ জন, ইতিহাসে ৩ জন, গণিতে ২ জন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ২ জন এবং মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি বিজ্ঞানে ৪ জন। উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তি কেবল স্বর্ণ মেডাল পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন। মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে ৩ জন এবং লাহোর কলেজ হইতে ১জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মহরম ও হুলী পর্ব্ব একত্র সমাগত হইতেছে। এ উভয়ই গোলযোগের ব্যাপার। বোম্বাইয়ে পারসী দিগের সহিত মুসলমানদিগের তুমুল কাণ্ড আজিও নিঃশেষিত হয় নাই, আবার হিন্দুদিগের সহিত দাঙ্গা হঙ্গমা বাঁধিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পূর্ব্ব হইতে যেন পুলিসের ভালরূপ বন্দোবস্ত করেন।

—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের পীড়ার অবস্থা আবার অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। আগুনসি হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তাঁহার জ্বর ও পেটের পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। তিনি বসিতে পারেন না, অন্যে বসাইয়া দিলে কাঁপিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, সময়ে সময়ে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ভবানীপুরের বাটীতে আনিতে চাহেন, কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহাকে স্থানান্তর করা সুকঠিন বিবেচনা করিয়া তাহাতেও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছেন। তিনি নিজেও কোন ক্রমে তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতেছেন না। চিকিৎসা এক্ষণে আবার হোমিওপেথিক মতে সম্পাদিত হইতেছে, কিন্তু কিছুতে কিছু উপকার দর্শিতেছে না। তাহার এক মাস ছুটী প্রায় ফুরাইল বলিয়া, আবার ৬ মাসের ছুটীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

—

ইংলিসমান বলেন ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিবার জন্য জষ্টিসদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হয় এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন দুর্ভিক্ষের গোলমাল চলিয়া না গেলে এবিষয়ে মনোযোগ করা যাইতে পারে না। এখন ৫।৬ মাস দেরী করিতে হইলে নূতন বাজারের সর্ব্বনাশ। আমরা বলি জষ্টিসেরা এক কর্ম্ম করুন, ধর্ম্মতলা বাজার কিনিবার জন্য টাক্স দাতাদিগকে ঋণ ভারাক্রান্ত না করিয়া মিউনিসিপাল বাজারটী হীরালাল বাবুকে বিক্রয় করুন্। হীরালাল বাবু এককালে সমুদায় টাকা দিয়া ক্রয় করিতে স্বীকৃত না হন, নয় মাসিক বা বার্ষিক কিস্তি বন্দি দ্বারা টাকা আদায় করিতে জষ্টিসেরা সম্মত হউন। বাটীটী যেরূপ সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে হীরালাল বাবুর মনঃপূত হইতে পারে। হগ সাহেবের জিদ বজায় রাখিবার জন্য ঋণের উপর ঋণ করিয়া একটী অনাবশ্যক বাজার রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

ভারত সংস্কারক।

মন্ত্রি পরিবর্ত্তন।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি মন্ত্রি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পুরাতন মন্ত্রিরা প্রস্থান করিলেন এবং নূতন মন্ত্রিরা তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে চলিলেন। এতদিন উদার মতাক্রান্ত মন্ত্রীবর্গ বিবিধ বিভাগের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ছিলেন। গ্লাডষ্টোন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু উদার মতাক্রান্ত মন্ত্রীবর্গ কার্য্য দোষে সাধ্য-

রণের প্রিয় পাত্র হইতে পারিলেন না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা এই মতকে আগ্রহ সহকারে আলিঙ্গন করিয়া গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি মন্ত্রীবর্গকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহারাই আবার ইহার প্রতি অনুরাগ শূন্য হইয়া এই মতাক্রান্ত মন্ত্রি বর্গের হস্ত হইতে রাজ্যকে উদ্ধার করিতেছেন। এক্ষণে আবার পুরাতন রক্ষণশীল মতের আধিপত্য আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে প্রজাপুঞ্জ রক্ষণশীল মতের মৃদুগতিতে বিরক্ত হইয়া উদার মতের কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হয় এবং তাহাতে সফলযত্ন হয়; কিন্তু এক্ষণে উদার মতের কার্য্য প্রণালী অসহ্য জ্ঞান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিল। যদি এই শেষোক্ত মতের কার্য্য প্রণালী কথঞ্চিৎ সাম্য ভাবে চলিত, তাহা হইলে প্রজাবর্গের অনুরাগ হইতে ইহা এতশীঘ্র বিচ্যুত হইত না, আরও কিয়ৎকাল ইহার আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু তদীয় কার্য্য প্রণালী সাম্যভাবে না চলিয়া অত্যন্ত অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে এরূপ সংস্করণ সকল প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল, যে সাধারণে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে পারিল না সুতরাং সে মতের উচ্ছেদ এবং পুরাতন রক্ষণশীল মতের পুনরাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। মন্ত্রিপরিবর্ত্তনের জন্য যে মত গ্রহণ করা হয়, তাহাতে ৩৫১ জন রক্ষণশীল এবং ৩০২ জন উদারমতের পক্ষ সমর্থন করেন, সুতরাং প্রথমোক্ত দলে ৪৯ জনের মতাধিক্য হওয়াতে তাহারই জয়লাভ হইল।

বিদায়প্রাপ্ত মন্ত্রিসভা যে কয়েকটী কার্য্য করেন তন্মধ্যে শিক্ষাবিষয়, আলাবামার গোলযোগমীমাংসা এবং আইরিস চর্চ্চ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু কৃষ্ণসাগর সম্বন্ধীয় ব্যাপার, আইরিস শিক্ষাবিধায়ক বিল এবং অকারণ সমুত্থিত আসান্টি যুদ্ধ ঘটনায় তাঁহারা দুর্নামগ্রস্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের এমত কোন উপকার সাধিত হয় নাই, যে কারণে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। ডিউক অব আর্গাইলের ভারতবর্ষীয় কৌন্সিল অনেকের মতে থাকায় না থাকায় সমতুল্য ছিল। সেক্রেটারী নিজে পরিশ্রমে অপটু, ভারতবর্ষের বিষয়েও ভাবিতে অনিচ্ছু, তাঁহার অণ্ডার সেক্রেটারী গ্রাণ্ড ডফ স্বষ্টির কথা লইয়া বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু এমন আসন্ন দুর্ভিক্ষ সময়ে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিলেন না, তাঁহার আফিসে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল বিবরণাদি যায়, অধিকাংশ আলোকের মুখ দর্শন করিতে পায় নাই। এরূপ মন্ত্রীর বিদায় অনাহ্লাদের বিষয় নহে। আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই, অধ্যাপক ফসেট ও চার্লস উডফিলডের ন্যায় ভারতহিতৈষী ইংরাজকে আমরা হারাইতেছি এবং ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধীয় যে কমিটী বসিয়াছিল তাহা অকালে বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

এক্ষণে টেলিগ্রাম যোগে সংবাদ আসিয়াছে ডিসরেলী প্রধান রাজমন্ত্রী এবং মাক্‌র্ক্‌ইস অব সালিসবরী ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী হইয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, ভারতবর্ষের পক্ষে সুলক্ষণ বটে। মহাত্মা ডিসরেলী অতি বিচক্ষণ লোক, ইতিমধ্যে বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। মাকুইস অব সালিসবরী ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারী ছিলেন, সুতরাং তিনি এদেশের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যাহা হউক সংবাদ সকল নিঃসন্দেহ হইলে আমরা এবিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকগণ এত দুর্ব্বল কেন?

অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ যেমন সুশিক্ষা লাভ করিয়া মানসিক উন্নতি সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের শরীর তদ্রূপ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। পাঠকালে রাত্রি জাগরণ করিয়া শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলেন, কেহ কেহ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে করিতেই পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বা চিররুগ্ন হইয়া যাবজ্জীবন পরিবারবর্গের ক্লেশের কারণ হইয়া থাকেন। বাল্যকালে যাহারা হৃষ্টপুষ্ট ছিল, বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তাহারাই শরীরকে রোগের আকর করিয়া তুলিতেছে। কাহার অল্প বয়সে মস্তিকের পীড়া, কাহার চক্ষুর পীড়া। অনেকে অনুমান করেন বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীই এই অনিষ্টের মূল। বিদ্যালয়ে কেবল মানসিক উন্নতিরই চেষ্টা হয়, শরীর রক্ষার জন্য কোন প্রকার বিধান করা হয় না। অল্প বয়সে এককালে অধিক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইলে বাধ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হয়। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদিগের বৃত্তিলাভের যে বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে দিবারাত্র কঠিন মানসিক পরিশ্রম না করিলে আর কোন ছাত্রবৃত্তিলাভে সক্ষম হয় না। পিতামাতাও পুত্রের বৃত্তিকামনায় এত অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, পুত্রের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল অধ্যয়নের জন্যই পুত্রকে শাসন করিয়া থাকেন। অল্প বয়সে অধিক মানসিক পরিশ্রম করাতে ক্রমে ক্রমে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তৎপ্রতি কাহারই দৃষ্টি থাকে না। অল্প বয়সে দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হওয়া বিষয়ে কোন বিজ্ঞ ডাক্তার এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ দেশের ছাত্রগণ অল্প আলোকে অধ্যয়ন করেন, এজন্য আলোকের নিকট চক্ষু রাখিয়া ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র অক্ষর পাঠ করাতে চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়। যে কারণেই প্রদর্শিত হউক না কেন, অল্প বয়সে অধিক মানসিক পরিশ্রম যে শরীর নাশের কারণ তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু শরীর নাশের কারণ দূর না করিয়া ব্যায়াম শিক্ষাই দিন, আর যাহাই করুন কিছুতেই শরীর সবল হইবে না। যত দিন ছাত্রবৃত্তি লাভের জন্য অল্প বয়স নির্দ্ধারিত থাকিবে ততদিন ছাত্রদিগকে বাধ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে অধিক মানসিক পরিশ্রম করিতেই হইবে। শরীরও চিররুগ্ন হইবে। কেবল শরীর দুর্ব্বল হয় তাহা নহে। অল্প বয়সে অধিক মানসিক পরিশ্রম করাতে মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যতদিন মস্তিষ্ক অধিক নিস্তেজ না হয় তত দিন উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন চলিতে পারে। মস্তিষ্ক যতই নিস্তেজ হয় সেই পরিমাণে উৎসাহেরও অল্পতা হইয়া থাকে। এজন্য অনেকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার ক্রীড়ামোদে কালযাপন করিয়া থাকেন। অনেকে আবার অভ্যস্ত বিদ্যা বিস্মৃত হইয়া সমস্ত পরিশ্রমকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে অবস্থিতিকালে উৎসাহের সীমা পরিসীমা ছিল না। পরীক্ষাকালে পীড়া হইলেও পরীক্ষা হইতে বিরত হইতে প্রবৃত্তি হইত না, সেই উৎসাহ মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতাবশতঃ অন্তর্হিত হইল, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যে রূপ অল্প বয়সে অধিক পরিশ্রম করাতে শরীর মন দুর্ব্বল হইতেছে, তদ্রূপ অসময়ে বিলাতি সভ্যতাদ্বারাও শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অধিক দিনের কথা নহে, ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে এক একটী পল্লীগ্রামে বালকগণ গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় অথবা সংস্কৃত টোলে অধ্যয়ন করিয়া অবকাশকালে প্রান্তরে প্রান্তরে অশ্বধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে, অথবা মল্লবেশে বাহুযুদ্ধ করিয়া ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিত। বালকদিগের শরীরের তেজস্বিতা দেখিলে শরীর মন পুলকিত হইত। তখন এত পীড়াও ছিল না, নিরুৎসাহও ছিল না। ক্রমে বালকেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সভ্য হইলে, তাহারা দৌড়া দৌড়ি করা, অশ্বারোহণ করা, বাহু যুদ্ধ করা অসভ্যতা বলিয়া পরিত্যাগ করিল, ঐ সকল ক্রীড়ার পরিবর্ত্তে তাসওদাবাকে সভ্য দেশীয় ক্রীড়া বলিয়া গ্রহণ করিল। সুতরাং শারীরিক পরিশ্রমের নাম মাত্রও রহিল না। সভ্য দেশীয় যে সকল ক্রীড়াতে শরীর চালনা হয়, সে ক্রীড়া করিতেও অনেক বালকের মনে লজ্জার উদয় হইল। এইরূপে মানসিক পরিশ্রম প্রবল হইয়া শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল।

এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত বলিবেন যে, তবে কি লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়া কেবল শরীর রক্ষা করিতে হইবে? আমাদের তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে শরীর সবল হয় এবং সুশিক্ষিত হওয়া যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। বয়স বিবেচনা করিয়া পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত করা হউক এবং যাহাতে প্রতিদিন উপযুক্ত রূপে শরীর চালনা হয় তদনুরূপ ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হউক, তাহা হইলেই উভয় দিক রক্ষা হইবে।

সুশিক্ষিত যুবকগণই বঙ্গদেশের অলঙ্কার। তাঁহারা যদি চিররুগ্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হন, তাহা হইলে আর দেশের আশা ভরসা কোথায়? শিক্ষিত যুবকদিগের মৃত্যু সংখ্যা গণনা করিলে দেখা যায় যে, গড়ে ত্রিংশৎ বর্ষের মধ্যে অনেকেই দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহা কি দেশের দুর্ভাগ্য নহে? এইরূপে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে তথাপি কোন মহাত্মা এই মহদনিষ্ট নিবারণের জন্য কোন প্রকার উপায় বিধান করিতেছেন না। যখন কোন শিক্ষিত যুবার চক্ষুতে চস্‌মা দেখি, অথবা কেহ শির পীড়ার জন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন দেখিতে পাই, তখনই মনে হয় কতদিনে এই সকল অমঙ্গলের চিহ্ন দৃষ্টি বহির্ভূত হইবে! বাঙ্গালাদিগের মধ্যে কৃতবিদ্য ও এম এ, বি, এ উপাধি ধারীর সংখ্যা করিয়া উঠা ভার, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দ্বারা কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হইল না কেন? ইহারও উত্তর, বাল্যকালে অধিক পরিশ্রম। যতদিন শিক্ষা প্রণালী শরীর রক্ষার উপযোগী না হইবে ততদিন বঙ্গদেশের উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ থাকিবে। মহামান্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আমাদের বিশেষ নিবেদন যে তিনি বঙ্গদেশের এই অভাবটী মোচন করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করুন। শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও সংস্করণ না করিয়া কেবল ব্যায়াম শিক্ষা দিলে কিছু মাত্র উপকার হইবে না।

বোম্বাইয়ের মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য।

ভারতবর্ষীয় সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষ প্রায় এ পর্য্যন্ত শান্তি ও কুশল সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে। যদি ও ওহাবিদিগের উপপ্লব, কোকাদিগের উত্থান ও পাবনার রাইয়তদিগের অত্যাচার ঘটনা কিয়ৎ পরিমাণে ইহার শান্তি ভঙ্গ

করিয়াছে, কিন্তু বোম্বাই নগরস্থ ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদিগের উত্থান ঘটনার তুল্য নিষ্ঠুর অত্যাচারপূর্ণ ও অকারণসম্ভূত ঘটনা বোধ হয় সিপাহি বিদ্রোহের পর আর এ দেশের কোথায়ও এ পর্য্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। আমরা এ ঘটনাকে নিষ্কারণ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। কেননা ইহার কারণ এত সামান্য, যে তাহাতে কোন মানব হৃদয়ে ক্রোধোদয় হওয়াই অস্বাভাবিক। নিতান্ত অজ্ঞ হৃদয়েও তদ্দ্বারা সামান্য অসন্তোষ ভিন্ন ক্রোধোদয়ের সম্ভাবনা আর কোথাও উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু হায়, অন্যত্র যাহা অসম্ভব, ধর্ম্মোন্মত্ত ক্ষিপ্তপ্রকৃতি বোম্বাই নগরীয় মুসলমান অধিবাসীদের নিকট তাহাও সম্ভব হইল। বোম্বাইয়ের মুসলমানেরা যে রূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অত্যাচারে আপনাদিগকে সম্প্রতি কলঙ্কিত করিয়াছে, মনুষ্যদেহে মনুষ্য প্রকৃতি অধিষ্ঠিত থাকিতে সেরূপ ঘটনা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিকই সেই সকল অত্যাচার পশু প্রকৃতি হইতেই সংঘটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষ অকারণে বা সামান্য কারণে এরূপ পশু প্রকৃতির বশীভূত হইলে তত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। বোম্বাইয়ের ঘটনায় মুসলমান সম্প্রদায়স্থ সহস্র সহস্র লোক ঐ সম্প্রদায়ের নাম ও খ্যাতিকে চিরকলঙ্কিত করিবার জন্য দারুণ অত্যাচারে আপনাদিগের হস্তকে সংলিপ্ত করিয়াছে। নিরপরাধীর প্রতি অত্যাচারের এমন দৃষ্টান্ত আমরা আর কোথায়ও দেখি নাই; শুনিও নাই। যে সামান্য কারণে এতবড় প্রকাণ্ড অত্যাচার ঘটনা সম্ভূত হইয়াছে তাহা এইঃ—

রস্তমজি হরমস্‌জি জালভাই নামক একজন পারসি আর্ভিংস্‌ সাহেবের লিখিত মহম্মদের জীবন চরিত অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহাতে লিখিত হয় যে মহম্মদের পুত্র ইব্রাহাম ম্যারিয়া নাম্নী কোন বেশ্যার গর্ভসম্ভূত। এ কথা লেখক বা অনুবাদক ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া ইতিহাসের অনুরোধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কাহারো বিশ্বাস বা হৃদয়ে আঘাত দিবার জন্য প্রকাশ করেন নাই। এই ক্ষুদ্র কারণে সহস্র সহস্র মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া নগরের যাবতীয় পারসী অধিবাসীর প্রতি সমুত্থিত হইয়া, তাহাদের ভদ্রাসনে প্রবেশ, গৃহ ভগ্ন ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া আপনাদিগের ঘোর নৃশংসতার পরিচয় দেয়।

২রা ফাল্গুন বেলা দুই প্রহরের সময়ই এই ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা পুলিসের কমিসনর সুটর সাহেবের নিকট পুস্তকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে; সুটর সাহেব পুস্তক দগ্ধ করিয়া ফেলিবার আদেশ দেন। প্রকাশিত পুস্তকের ৭০০ খণ্ড ইতিপূর্ব্বেই বিক্রীত ও বিতরিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট খণ্ড গুলি পুলিস কমিসনরের নিদেশানুসারে নষ্ট করা হইল। যদিও সুটর সাহেব মুসলমানদিগের পক্ষপাতী হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক পুস্তক সকল দগ্ধ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, প্রমত্ত মুসলমানেরা তাহাতেও শান্ত ও নিরস্ত হইল না; কিং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জুম্ম মস্‌জিদে তাহারা একটী সভা আহ্বান করিল। সভাতে পুলিসের কর্ম্মচারীরা উপস্থিত ছিল। সভা ভঙ্গ হইলে পর তাহারা মসজিদের বাহিরে আসিয়া ভয়ঙ্কর রবে "দিন দিন" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র মুখে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইলে এবং মুসলমানেরা আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রচণ্ড-ভাবে বহির্গত হইল। পারসীরা সশঙ্কিত হইয়া আপন আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের কোন উপকার না হইয়া বরং অপকার হইল। মুসলমানেরা তদ্দ্বারা সহজে পারসীদিগের বাটী চিনিয়া লইতে পারিল, তাহাদিগকে তজ্জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। দুরন্ত মুসলমানেরা পারসীদিগের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে নির্যাতন করিতে লাগিল এবং গৃহের দ্রব্যাদি ভগ্ন ও লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিষ্ঠুর মুসলমানেরা দেবগৃহের অবমাননা করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাসক দিগের আসনাদি ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, পূজার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিল, প্রার্থনা পুস্তক খণ্ড২ করিয়া ফেলিল, তাহাদের পবিত্র কূপে থুৎকার প্রক্ষেপ করিল এবং অবশেষে বহুযত্নরক্ষিত চিরপ্রজ্বলিত দেবাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া বিধিমতে সেই অগ্নির অবমাননা করিতে লাগিল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সুসজ্জিত বাটীও মুসলমানেরা পরিহার করে নাই। তন্মধ্যে জিজি ভাইয়ের বাটীতে দস্যুগণ বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছে।

দুই ঘণ্টা কাল সহস্র সহস্র লোক দ্বারা এই দৌরাত্ম্য কৃত হইলে পর পুলিসের চৈতন্য হইল। বেলা ২টার পর অত্যাচারানল বহু সংখ্যক লোকের যথা সর্ব্বস্ব দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল, তখন পুলিস প্রজাদিগের রক্ষার্থ অগ্রসর হইলেন। বিপদকালে পুলিসের সাহায্য দুর্লভ; সর্ব্বত্রই এই ভাব। আমরা কখনই শুনিলাম না যে পুলিস কোন একটী ঘটনা সংঘটন কালে উপস্থিত হইয়া বিপন্নিবারণ করিয়াছে। কেবল মেডিকাল কালেজ বা হেয়ার সাহেবের স্কুলের বালকদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহারা সাহস

ভরে অগ্রসর হইয়া পালে পালে উপস্থিত হয়, বিষম সঙ্কট স্থলে কস্মিন্ কালে তাহাদের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের পদে তৃতীয় এবং গৌরবে দ্বিতীয় রাজধানী বোম্বাই নগরের মধ্যেও এরূপ একটী অত্যাচার অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া গেল। সেখানে পুলিসের অসম্ভাব ছিল না, অসংখ্য সৈন্যের অসদ্ভাব ছিল না, স্বয়ং শাসনকর্ত্তা সর ফিলিপ উড হাউস সেখানে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য! যে দিবালোকে এই সকল লোকের চক্ষুর সমক্ষে বহুসংখ্যক নির্দ্দোষী পারসীর যথা সর্ব্বস্ব উন্মত্ত মুসলমানদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। শুনিতে পাই পুলিস কমিসনর আপনাকে বাঁচাইবার জন্য পারসীদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। পারসীদিগের অপেক্ষা বদান্য ভদ্র জাতি আর কোথায় আছে? সুটার সাহেবের গুণে তাঁহারা উৎপীড়িত হইয়াও দোষভাগী হইতেছেন। যাহাহউক সমস্ত সংবাদ পত্র এক বাক্য হইয়া সুটর সাহেবের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। যদিও সর ফিলিপ উড হাউস তাহার পুলিস কমিসনরের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু ন্যায়, সত্য, লোকানুশাসন ও রাজপ্রতিনিধির সূক্ষ্মদর্শিতা তাঁহাকে সহজে অব্যাহতি দিবে না।

সৌভাগ্য ক্রমে ভদ্র মুসলমানেরা এই নিষ্ঠুর কার্য্যে যোগদান করেন নাই, কেবল কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীস্থ আরব ও সিদ্দি সম্প্রদায়স্থ মুসলমানেরা এই অত্যাচারে লিপ্ত ছিল। এই ব্যাপারে কয়েক জন হত ও অনেক গুলি আহত হইয়াছে এবং প্রায় ২০০ মুসলমান অত্যাচারী ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

মধ্য আসিয়ায় রুসিয়ার বাণিজ্য।

রুসীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্য আসিয়ার জনপদ সকল হস্তগত করিয়া বাণিজ্য ব্যাপারের সমূহ উন্নতি সাধন করিতেছেন। ইহা যেমন রুসিয়ার পক্ষে, তেমনি মধ্য আসিয়ার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। বাণিজ্য ভিন্ন অন্য উপায়ে এই সমস্ত জনপদে অর্থাগমের চেষ্টা করিলে রুসিয়া নিশ্চয়ই বিফলপ্রযত্ন হইতেন। ইংলণ্ড যেমন ভারতবর্ষে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া নানা উপায়ে আপনাকে পুষ্ট করিতেছেন, মধ্য আসিয়ার মধ্যে রুসিয়া সেরূপ কার্য্য নীতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইলে, ক্ষতি গ্রস্ত ও অকৃতকার্য্য হইতেন সন্দেহ নাই। মধ্য আসিয়ার জনপদ সমূহ ভারতবর্ষ হইতেও সুস্থ এবং পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর সেখানকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বাধীন প্রকৃতি ও বিপ্লবোন্মুখ এবং ভারতবর্ষবাসীদিগের ন্যায় সহজবশ্য নহে, সেখানে রুসিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত রাজ্য স্থাপনে প্রয়াস পাইলে নিরবচ্ছিন্ন ঘরের অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাকে সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত,--নিরবচ্ছিন্ন গায়ের রক্ত উৎসর্গ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হইত। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে রুসীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের চক্ষু সে দিকে না গিয়া, মধ্য আসিয়ার বাণিজ্যের প্রতি স্থির ভাবে পতিত হইয়াছে। ইহাতে শান্তভাবে উভয় রাজ্যেরই কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই।

তুরস্ক দেশের অন্তর্গত তাস্কেন্দই মধ্য আসিয়াস্থ রুসিয়ার বাণিজ্যের প্রধান স্থান। রুসীয় বণিকেরা এই স্থান হইতেই মধ্য আসিয়ার অধিকাংশ দ্রব্যজাত স্বদেশে ও অন্যত্রে লইয়া যায়, এবং স্বদেশীয় বহুবিধ দ্রব্যজাত এখানে সমানীত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া থাকে। ১৮৭১ সালে তাস্কেন্দ হইতে ৬১,১২,৪৯৮ (রবল) রুসীয় মুদ্রার দ্রব্যজাত তাহারা রপ্তানি করিয়াছে। পর বৎসরে তত্রত্য রপ্তানির মূল্য তদপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ ৬৩,৩০,৮৫৩ রবল। আমদানির অঙ্ক রপ্তানির অঙ্ক অপেক্ষা অনেক অধিক। ১৮৭১ সালে আমদানির মূল্য ৮৯,২৭,১৩২ ও ১৮৭২ সালে, ১,১৬,৪৭,০৬৪ রবল।

তাস্কেন্দ ভিন্ন তুরস্ক দেশের অপরাপর প্রদেশস্থ রুসীয় বাণিজ্যের মূল্যও নিতান্ত অল্প নহে! ১৮৭২ সালে সেই সেই স্থানের রপ্তানির অঙ্ক ৬৪,৮৪,০১২ এবং আমদানির অঙ্ক ১,৩৯,৮৩,৮২০ রবল নির্ণীত হইয়াছে। সমষ্টির অঙ্ক ধরিয়া নির্ণয় করিলে, রুসিয়া ১৮৭২ সালে তুরস্কদেশকে ২৫,৬,৩০,০৮৮ রবল মুদ্রার দ্রব্যজাত বিক্রয় করিয়া তথা হইতে ১,২৪,১৪,৮৬৫ রবল মুদ্রার দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়াছে। রুসিয়া তুরস্ক হইতে যত টাকার দ্রব্যজাত ক্রয় করিয়াছে, তাহার দ্বিগুণ টাকার দ্রব্যজাত তাহাকে বিক্রয় করিয়াছে।

উপরের অঙ্ক দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে রুসিয়া তুরকের বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন। এই বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতিরই সম্ভাবনা। খিবার খাঁ ও বোখারার আমিরের সঙ্গে রুসিয়া সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন, তাহা হইলে বাণিজ্যের ত বিলক্ষণই উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। তুরস্ক দেশের বাণিজ্য স্থান সমূহে ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ হইতেছে, তাহা হইলে রুসীয় বাণিজ্যের উন্নতির পথে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না। এদিকে মধ্য আসিয়ার রেলওয়ে সংস্থাপনের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। আশা করি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রুসীয়

গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগ দিয়া এই মহৎ কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন করেন এবং ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের দ্বার প্রমুক্ত ও প্রসারিত করিয়া, সভ্যতার প্রাচীন ক্ষেত্র আসিয়া মহাদেশের চির কল্যাণের বীজ সংরোপিত করেন।

জাতি ভেদ।

(গতবারের শেষ।)

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে, বাস্তবিক যদি পূর্ব্বে সকলে এক ছিল, তবে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পা হইতে শূদ্র এ আখ্যায়িকার মূল কি? যদি জাতি বেদমূলক না হয় তবে স্মৃতিকর্ত্তা মনুই বা সুদৃঢ়রূপে জাতিবিভাগ কেন নিবদ্ধ করিলেন? ইহারমূল কোথায়? আমরা বলি ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৯০ অনুবাকের ১১।১২ সূক্ত :—

যৎপুরুষং ব্যাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পদৌ উচ্যেতে।
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

যখন পুরুষকে বিভাগ করিল, কয় ভাগ করিল? ইহার মুখ কি? বাহু কি? উরুপাদই বা কাকে বলা যায়? ব্রাহ্মণ ইহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়কৃত ইহার বাহু, বৈশ্য ইহার উরু, পায় জন্য শূদ্র (১) হইয়াছিল।

পুরুষ সূক্তের রচনাদির রীতি দর্শন করিয়া অনেকে ইহাকে আধুনিক বলেন। সে যাহা হউক, এটি যে স্পষ্ট রূপক সকলেই বুঝিতে পারেন। সমুদায় চরাচর জগৎকে 'পুরুষ' বলে। ইনি আদিপুরুষ, ইহাঁ হইতে বিরাট, বিরাট হইতে পুরুষ উৎপন্ন হন। সেই পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ,বাহু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য উরু, পদ শূদ্র। বেদোচ্চারণ, যুদ্ধ, বাণিজ্য, সেবা এই সকল কার্য্য হইতে মুখ, বাহু, উরু, পদ কল্পিত হইয়াছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণুরূপ বনস্পতির স্তোত্রেও এইরূপ রূপক দেখা যায় :—

মূলন্তু ব্রাহ্মণঃ স্কন্ধাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তে প্রভো।
বৈশ্যাঃ শাখাস্তুতঃ শূদ্রাবনস্পতি নমোস্তুতে।

ব্রাহ্মণ তোমার মূল, হে প্রভো! ক্ষত্রিয় তোমার স্কন্ধ, বৈশ্য তোমার শাখা, শূদ্র তোমার ত্বক হে বনস্পতি তোমাকে নমস্কার।

অধিক দূরে যাইতে হয় না, ঐ পুরুষ সূক্ত সমগ্র পাঠ করিলেই ইহা যে রূপক অনায়াসে প্রতীত হয়। বসন্তকে আজ্য, গ্রীষ্মকে ইন্ধন, শরৎকে হবি কল্পনা করা কল্পনার ক্রিয়া ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কালে রূপক বাস্তবিক হইয়া কবিগণের হস্তে উহা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু উদারচেতা ঋষিগণের প্রতি ন্যায্য বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়,তাঁহারা স্পষ্ট বাক্যে এই সকল রূপকের রূপকত্ব নানাস্থানে নিজেরাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা উপরে যাহা প্রদর্শন করিলাম, তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে, বর্ণভেদ গুণানুসারী ছিল। সে কালে নীচ হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে নীচ হওয়া প্রচলিত ছিল পৌরাণিক বহু আখ্যায়িকা তাহার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। এখন যেমন পরস্পরে ভক্ষ্যভোজ্যতা নাই সে কালে তেমন ছিলনা। বাস্তবিক সকল দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এখনকার ইউরোপীয়গণের আচরণ এবং আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণের আচরণ মূলতঃ এক ছিল বলিতে পারা যায়। মনুষ্যের হৃদয়ে পুরুষানুক্রমে স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষা করিবার লালসা এমনি প্রবল যে যাহা গুণের উপর, শীলতার উপর সংস্থাপিত ছিল, তাহাই জন্মের উপরে সংস্থাপিত হইল। বল্লাল প্রচলিত কৌলীন্য প্রথার প্রতি দৃষ্টি করিলেই হয়। কৌলীন্য প্রথা এবং জাতি ভেদ মূলতঃ একই। একটি আধুনিক বৈদ্যবংশ দ্বারা সংস্থাপিত, অন্যটী প্রাচীন পুরুরববংশকৃত। যদি কয়েক শত বর্ষের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা এত বদ্ধমূল হইয়া থাকে, কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে নিবদ্ধ জাতিভেদ প্রথা আরো কেন না তদপেক্ষা দৃঢ়মূল হইবে?

(১) আমাদিগের এই অর্থ অনেকের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হইবে, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিলে এই অর্থই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়।

ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রমুরূ মে সংশ্রিতা বিশঃ।
পাদৌ শূদ্রাভবন্তীমে বিক্রমেণ ক্রমেণচ।

মহাভারতের এই শ্লোকে এবং ভাগবতের পুরুষরূপবর্ণনের ভিন্ন২ রূপক দেখিলে এ অর্থ যে সঙ্গত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পুস্তক সমালোচনা।

সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্প চাতুরি। শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমাণী প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত।

অতি দুঃখের সহিত আমরা এই পুস্তক পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়াছি। পৈতৃক সৎকীর্ত্তির বিধ্বংস দেখিলে যে দুঃখের উদ্রেক হয়, সেই দুঃখে আমাদিগের হৃদয় নিপীড়িত হইয়াছিল। এই পুস্তক পাঠে আমরা শুধু দুঃখিত নয়, একদা লজ্জিত, একদা বা ভর্ৎসিত হইয়াছি। আমরা কি সেই আর্য্যজাতি যাহাদিগের সৎকীর্ত্তি কলাপের অংশ মাত্র শ্রীমাণী মহাশয় বর্ণন করিয়াছেন। তাহা যদি হয়,তবে আমরা কি অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি,কত উচ্চ পদ হইতে কত অধস্থলে নিপতিত হইয়াছি। কি শোচনীয়, কি লাঞ্ছনীয় আমাদিগের অবস্থা! হায়! স্বাধীনতার সহিত আমরা সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি।

অধ্যয়নকালে আমাদিগের মনে কেবল যে এই সমস্ত ভাবই সঞ্চারিত হইয়াছিল এমত নহে। বিষাদের সহিত কদাপি হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছি, লজ্জার সহিত কখন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছি। পূর্ব্ব পুরুষগণের সৎকীর্ত্তি আলোচনায় আমাদিগের আত্মা গৌরবে পূর্ণ হইয়াছে। ভাবিয়াছি যে আর্য্যজাতি এক কালে আত্মগরিমায় পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়াছিল, সেই আর্য্যজাতির শোণিত আমাদিগের শিরায় অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে, সেই আর্য্যজাতির মনীষা আমাদিগের অন্তরে অবস্থান করিতেছে। আমরা এতকাল মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম। এই ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল, উৎসাহে উৎফুল্ল হইলাম।

এই সমস্ত ভাব আমাদিগের মনে উদ্রেক করিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীমানী মহাশয় আমাদিগের স্মৃতিপটে পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিচিত্র নিচয় পুনরায় অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। আমাদিগের হৃদয় এরূপ অসাড় হইয়াছে, যে কতবার আমরা এই কীর্ত্তিনিচয়ের বর্ণনা সমভাবের সহিত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু পরক্ষণেই সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছি! কিন্তু এই সমস্ত ভাব যতই পুনঃ পুনঃ উদ্রিক্ত হয়, ততই কল্যাণের বিষয় সন্দেহ নাই! এজন্য শ্রীমানী মহাশয় আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

পূর্ব্বপুরুষগণের মহতী কীর্ত্তিকলাপের আলোচনায় আমাদিগের হৃদয় আকৃষ্ট করিবার জন্যই শ্রীমানী মহাশয় সেই কীর্ত্তিকলাপের বর্ণন করিয়াছেন। অন্যবিধ উদ্দেশ্য তাঁহার পুস্তক মধ্যে লক্ষিত হয় না। যেহেতু আমাদিগের শিল্পসাহিত্যের প্রকৃষ্টরূপ আলোচনা করিতে গেলে যে সমস্ত আন্তরিক আলোচনা সমুপস্থিত হয়, সে সকল আলোচনায় শ্রীমানী মহাশয় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি আমাদিগের সূক্ষ্ম শিল্পের সকল বিষয়ও গ্রহণ করেন নাই। যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারও কেবল অংশ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতে পারিবে।

তৌর্য্যত্রিক, স্থপতিকার্য্য, ভাস্কর্য্য এবং চিত্র লেখন এই কয়েকটী সূক্ষ্ম শিল্পের প্রধান অঙ্গ। স্পষ্ট কারণ নিরূক্ত শ্রীমানী মহাশয় প্রথমটী ব্যতীত অন্য গুলির আলোচনায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। আর্য্যজাতির স্থপতি কার্য্য নিচয় যে কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নহে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা উইলিয়ম রবার্টসন সাহেব তাঁহার পুরাতন ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রস্তাবের পরিশিষ্টে আর্য্যজাতির পূর্ব্বকালীন স্থাপত্য সমুদায়কে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মোদ্দেশে যে সমস্ত স্থাপত্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীভুক্ত। দেশ রক্ষার্থ যাহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা অপর শ্রেণীভুক্ত। এতদ্ব্যতীত আর একটী তৃতীয় শ্রেণীতেও কতকগুলি কার্য্য সন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায়। দেশের সৌকর্য্য, জীবনোপায় এবং সুবিধার জন্যও কতকগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দেবালয়াদি প্রথম শ্রেণী নিবিষ্ট, দুর্গাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং জলাশয় ও সেতুবন্ধনাদি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। শ্রীমানী মহাশয় কেবল প্রথম শ্রেণী নিবিষ্ট অনেকগুলি স্থাপত্যের বিবরণ দিয়াছেন। তাহাদিগের কাল, কারণ এবং কর্ত্তৃত্ব নির্ণয় তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে নিপতিত হয় নাই। সেই শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য জাতীয় শিল্প কার্য্যাবলি হইতে আর্য্যজাতীয় শিল্প সমুদায় যে সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন তাহাও তাঁহার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত হয় নাই। তিনটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এই শ্রেণীস্থ সমস্ত স্থাপত্যও বর্ণন করেন নাই। যাহাহউক যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্বদেশহিতচিকীর্ষু সহৃদয় ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসা আরও প্রবলা হইয়া উঠিবে।

বঙ্গ সাহিত্যে রাজেন্দ্রলাল বাবু এই পথে প্রথম পদার্পণ করেন। কিন্তু রাজেন্দ্র বাবু কেবল হস্তক্ষেপ করিয়াছেন মাত্র। শ্রীমানী মহাশয় এক বিষয়ের অনেক দূর তত্ত্ব বঙ্গসাহিত্য মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এ সমুদায় সূত্রপাত মাত্র। জন সাধারণের অভিনিবেশ ইহাতে নিয়োজিত না হইলে সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে না।

শ্রীমানী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান রামরাজ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, ভবিষ্যতে তিনি স্বাধীন ভাবে শিল্প গবেষণায় প্রবিষ্ট হইবেন। শিল্প সম্বন্ধীয় সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক গ্রন্থ আজিও অপ্রকাশিত ও অবিলোড়িত রহিয়াছে। কোলব্রুক, স্কট, হজস, ওরমি প্রভৃতি অনেক সাহেব এবিষয়ের অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। সমুদায় আলোক একত্রিত করিলে, এবং আপনার বুদ্ধি, চেষ্টা ও পরিশ্রম নিয়োজিত করিলে, শ্রীমানী মহাশয় যে অনেক তত্ত্ব প্রকটিত করিতে পারিতেন তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ নাই। দুই এক স্থলে তাঁহার যে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি প্রশংসনীয়। পূর্ব্বকালীন হিন্দুগণ যে স্থপতি বিদ্যার আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর্য্যজাতীয় বৌদ্ধগণ তাহার যে অনেক সম্পূর্ণতা সাধন করেন, তাহার বহুল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। দেবালয় এবং স্তূপ * প্রভৃতির সংস্থাপন এবং সংস্কার সাধন করা বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী প্রধান আদেশ। কারণ্ড ব্যূহ নামক বৌদ্ধ সূত্র গ্রন্থের এক স্থলে কথিত আছে "যাহারা চটিত স্ফুটিত † বিহারের ‡ প্রতিসংস্কার করে ও সংস্থাপন করে তাহারা কেমন সাধু পুরুষ। যাহারা চটিত স্ফুটিত জীর্ণ স্তূপ সকলের সংস্কার করে তাহারা কেমন সৎপুরুষ!" †† এইরূপ আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া বৌদ্ধগণ অসংখ্য দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। যে দেশে তাহাদিগের ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে দেশে তাহাদিগের চিরস্থায়ী কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বী পারস্য রাজ্য মধ্যেও যে এক কালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, বামিয়ান নগরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি ও গুহা গুলি তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। সেখানেও আর্য্যহস্ত রচিত দেবালয় সকল অদ্যাপি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের যশোবিস্তার করিতেছে ‡‡ বৌদ্ধগণ বিনির্ম্মিত অনেক প্রসিদ্ধ গুহার বিবরণ শ্রীমানী মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন।

হিন্দুগণও যে সমস্ত দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন, সে সকলেও বিশেষ কারুকার্য্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ হইতেছে। এই সমস্ত দেবালয়ও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিদ্যমান আছে, এবং কোন কোন স্থলে তাহাদিগের ভগ্নাংশ মাত্র আছে। রবর্টসন সাহেব সেরিঙ্গামের একটী অপূর্ব্ব দেবালয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি কহেন ব্রহ্মা যে বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন, সেরিঙ্গামের দেবালয়ে সেই বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উজ্জয়িনী নগরীয় সিপ্রা নদীর উপকূলে ভূগর্ভ হইতে ইদানীন্তন রাজা ভর্ত্তৃহরির তপস্যাশ্রম আবিষ্কৃত হইয়াছে। "তাহা একটী কৃত্রিম গহ্বর; পর্ব্বতের প্রস্তর খনিত হইয়া তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টে বোধ হয়, তাহা কোন সুনিপুণ শিল্পীদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল"। * বিজয়নগরে ভগ্নাবশিষ্ট অসংখ্য দেবালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

আর্য্যজাতি দুর্গনির্ম্মাণ বিষয়েও অতুল নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেক দুর্গমধ্যে সুগ্রথিত ও সুদৃঢ় রাজপ্রাসাদও নির্ম্মিত হইত। রীবা নগরী মধ্যে একটী পাষাণময় দুর্গ আছে। তাহার চতুষ্পার্শ্ব প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দুর্গমধ্যে রাজসদনই সর্ব্ববৃহৎ"* । কালিঞ্জরের দুর্গ গোয়ালিয়রের দুর্গ অপেক্ষা সুদৃঢ় ছিল। উহাও প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং শিলাগ্রে স্থিত ছিল। অজয়গড়ের বৃত্তান্ত চির প্রসিদ্ধই আছে। দাক্ষিণাত্য বাসিরা অদ্যাপিও অসুরগড়, বরহানপুর এবং দৌলতাবাদের দুর্গগুলিকে অভেদ্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন†। যে এডনির দুর্গ টিপু সুলতান অধিকৃত করিয়াছিলেন, তাহাও সামান্য ছিল

* স্তূপ—বৌদ্ধদিগের সমাধিক মৃৎপিণ্ড।

† ভাঙ্গা ফুটা।

‡ বিহার—বৌদ্ধদেবালয়।

†† শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত কারণ্ড ব্যূহ দেখ।

‡‡ রহস্য সন্দর্ভের ১ পর্ব্ব ৭ খণ্ড দেখ।

* রহস্য সন্দর্ভ।

† রেনেল।

না ‡। হিন্দুরা দুর্গসকল প্রায় প্রাকার বেষ্টিত করিতেন। অদ্যাপি রাজপুতানায় এরূপ প্রাকার অনেকস্থলে বিদ্যমান আছে। অনেকস্থানে এই সমস্ত প্রাকারের ভগ্নাংশমাত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেতুবন্ধন এবং জলাশয় ও কূপখনন কার্য্যেও আর্য্যজাতি বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তা এলফিনষ্টোন সাহেব বলেন, জলাশয় প্রস্তুত করণ বিষয়ে হিন্দুজাতি সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। কূপ এবং জলাশয়সমূহের বাঁধবন্ধন বিষয়ে তিনি যে বিবরণ দেন তাহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে এবিষয়েও আর্য্যজাতি স্থপতি কার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। বিজয়নগরের বৃত্তান্তে রহস্যসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে "তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত একটী সেতু দৃষ্ট হয়। তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে পূর্ব্বকালের লোকেরা তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। প্রবাদ আছে যে প্রথম হেনরীর সময়ে ইংলণ্ডেও ঐ রূপ প্রস্তরসেতু নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছিল। রোমদেশীয় লোকেরা টীবর নদীর উপর ঐরূপ সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিল, চীন দেশেও এই প্রকার সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যজাতির ভাস্কর কার্য্যসকল দেখিয়া ইংরাজেরা অনুমান করিয়াছেন, যে সে সমস্ত গ্রীক ভাস্কর্য্যের অনুকৃতি মাত্র। কিছু দিন পরে হয়ত এরূপ নির্ণীত হইবে যে আর্য্যজাতি ইউরোপীয় জাতির সেতুবন্ধন দেখিয়া প্রস্তরসেতু নির্ম্মাণের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

লর্ড [illegible] হৌসির দলস্থ ক্যাপ্‌টেন সাহেব তাহার ভারতীয় ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন যে চিত্রবিদ্যায়ও আর্য্যজাতির নৈপুণ্য অসামান্য। রঞ্জন অর্থাৎ বর্ণবিনিয়োগ কার্য্যে তাহারা যে সুদক্ষ ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুহাস্থ কতকগুলি দেবালয়ে এখনও কতকগুলি চিত্রফলক পরিদৃষ্ট হয়। এই সমস্ত চিত্রফলক প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু আজিও দেখিলে বোধ হয় যেন এইমাত্র বর্ণীর হস্ত হইতে চিত্রিত। অজন্তার গুহাভ্যন্তরে যে কতিপয় চিত্রফলক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাতে সপ্রমাণ হইতেছে আর্য্যগণ পরিপ্রেক্ষিত এবং দলবদ্ধ চিত্র কার্য্যের বিশুদ্ধ রীতিও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

কাল্পনিক চিত্রবিদ্যায়ও যে আর্য্যজাতি অনভিজ্ঞ ছিলেন না, তাহা এক প্রকার সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে রাগ রাগিণী গণের রূপ কল্পনা বর্ণিত আছে। সেই সমস্ত রূপ কল্পনা কি চমৎকার, কি মনোহর! সেই কল্পনাসকল এক একটী রাগকে মূর্ত্তিমান করিয়াছে। বোধ হয় কাল্পনিক চিত্রনিপুণ কোন চিত্রকর দ্বারা সে সমস্তের মূর্ত্তি কল্পিত হইয়া থাকিবে। প্রাকৃতিক শোভার চিত্রলেখন কার্য্যেও যে আর্য্য জাতি সুদক্ষ ছিলেন তাহাও একরূপ অনুমিত হইতে পারে। ভবভূতি উত্তররামচরিতে তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে আমাদিগের সমালোচনা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল, আর অধিকস্থান ইহাতে অর্পিত হইতে পারে না। শ্রীমাণী মহাশয় যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে তাঁহার সতীর্থেরা সে পথে অগ্রসর হন নাই। শ্রীমাণী মহাশয়ের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত শিল্পবিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকও ছাত্রগণও শ্রীমাণী মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবেন। পুস্তকখানি সচিত্র এবং ইহার মুদ্রাঙ্কণকার্য্য অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

‡ দাক্ষিণাত্যের ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

মিরর এক সংবাদদাতার পত্রে অবগত হইয়াছেন রাজসাহীতে এক ভয়ানক লুঠ হইয়া গিয়াছে। গত ২০ এ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার নর্দ্দার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ডবলিউ এচ ব্রাউন অনেকগুলি মোগল ও হিন্দুস্থানী লোক সমভিব্যাহারে লইয়া সাহেবগঞ্জ বাজার লুঠ করেন এবং গগনচন্দ্র ভাদুড়ী নামক এক ভদ্রলোকের গৃহদ্বার বলপূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ করেন। লুণ্ঠিত অনেক দ্রব্য পুলিস বাহির করিয়াছে। এ ঘটনা কি সত্য বলিয়া আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে? একজন পদস্থ ইংরাজকর্ম্মচারী ডাকাইতীর সর্দ্দারী করিতে পারেন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

নেপালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে অনেক দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সদয় হইয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন "দুঃস্থ নেপালীরা ব্রিটিষ প্রজাদিগের ন্যায় আমাদিগের কাজে নিযুক্ত হইতে পারে, আমাদিগের সাহায্য পাইতে পারে, এবং আমাদিগের হসপিটালে চিকিৎসিত হইতে পারে।" ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুমোদন করিয়াছেন এবং নেপাল দরবারে ১০০০ টন চাউল ক্রীত মূল্যে দিতে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এ চাউল পাটনা রেলওয়ে হইতে নেপালীদিগকে লইয়া যাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ উদারতা অতি প্রশংসনীয়, কিন্তু সকল দিক্ রক্ষা হইলে হয়।

পরলোকগত বাবু রামচন্দ্র মিত্রের স্মরণার্থ বেথুন সোসাইটীর যে সভা হইবার কথা ছিল তাহা ২৬ এ ফেব্রুয়ারির পরিবর্ত্তে ৫ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইবে স্থির হইয়াছে।

অশ্লীলতা নিবারণী সভার কিছু কিছু কার্য্যারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার উপদেশে পুলিসের ডেপুটীকমিসনর চিৎপুর রোডের পুস্তকবিক্রেতাদিগের দোকানে অশ্লীল পুস্তক বিক্রীত হয় কি না অনুসন্ধান করিতে ওয়ারেণ্টজারী করিয়াছেন।

সার রিচার্ড টেম্পলের পরামর্শে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চম্পটাঘাট হইতে একটী ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা ৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইবে এবং মেজরষ্টাণ্টনের উপরে ইহার ভারার্পণ করা হইবে।

কলিকাতায় মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতেছে, ৭ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ২৫৭জনা, তৎপূর্ব্বসপ্তাহে ২৩৫ জনের মৃত্যু হয়। জ্বর ও ওলাউটা অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ।

মিরার বলেন শিবপুরের বাবু দুর্গাকান্ত সেন হিন্দু চিকিৎসামতে সাংক্রমিক জ্বরের একটী ঔষধ উদ্ভাবন করিয়াছেন। অনেকস্থলে ইহা কৃতকার্য্য হইয়াছে। উক্ত জ্বরাক্রান্ত প্রদেশে সকলে এই ঔষধের বিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক।

গত ১১ ই ফেব্রুয়ারি লর্ড নর্থব্রুক লুইস্ থিয়েটারে গিয়া অল্পক্ষণপরে বিরক্ত হইয়া চলিয়া আইসেন। এক অবিচারক গবর্ণমেণ্ট সাজাইয়া এমতভাবে অভিনয় হইতে ছিল; যাহাতে তাঁহার উপর পরোক্ষভাবে দোষস্পর্শ হয়। ইহাই তাহার বিরক্তির কারণ। গবর্ণমেণ্ট অনুরোধে পড়িয়া থিয়েটারের উৎসাহদান করেন, তাহার উপযুক্তফল পাইলেন।

মৌলবী ওবেদুল্লা ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

সার উইলিয়ম জে হর্শেল কুচবিহার বিভাগের রাজস্ব ও সারকুটের কমিসনর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহরম উপলক্ষে বুধবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত হাইকোর্ট বন্ধ হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, ৫২ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে কেহ কর্ম্ম করিতে পারিবেন না, এই যে একটী নিয়ম আছে, অনকবেনান্টেড কর্ম্মচারী দিগের অনুকূলে তাহা রহিত করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগস্থ প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বিজয় নগরের মহারাজ সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীতে ২০,০০০ টাকা মূল্যের ধান্য দান করিয়াছেন।

ফর্বিস সাহেব উত্তর পশ্চিমে যাইতেছেন, গেডিস সাহেব তাঁহার স্থানে সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী হইয়াছেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর গয়া জেলার টিকারী নিবাসী মহারাজা রামকৃষ্ণ সিংকে দেওয়ানী আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান বিভাগের জেলা সকলের সীমা ঘটিত কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। বলাগড় থানার ৯টী গ্রাম হুগলীর পরিবর্ত্তে বর্দ্ধমানের ফৌজদারী এলাকা ভুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আরো কয়েকটা নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে।

ওকালতীর পরীক্ষা মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে নেটিব সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা ২রা মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ১৬ই আরম্ভ হইবে।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, বাবু ক্ষেত্র নাথ ভট্টাচার্য্য কাশ্মীরের মহারাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ইঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজের একজন অধ্যাপক এবং বেঙ্গল পবলিক ওয়ার্ক্স ডিপার্টমেণ্টের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়া এডুকেশন গেজেট ও পুস্তকাদি লিখিতেছিলেন।

২১ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত যে ফসলের রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা গেল বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতেই কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়াছে। রবি শস্য উত্তম জন্মিতেছে। আশু ও হৈমন্তিক ধান্যের জন্য কৃষকেরা ভূমি সকল কর্ষণ করিতেছে। বোরো ধান্য তোলা হইতেছে। ইক্ষু কাটা হইতেছে। কোন কোন জেলায় শস্যের মূল্য বাড়িয়াছে, কিন্তু সারণ, বীরভূম প্রভৃতিতে কমিয়াছে। বাকরগঞ্জে ফসলের অবস্থা ভাল নহে। বৃষ্টিতে অনিষ্ট করিয়াছে। ত্রিহুতে বৃষ্টি হইয়া ফসলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

বরাহনগর পাক্ষিক বলেন, আমরা শুবারবন্ মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষা বিষয়ক অনুরাগ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তাঁহাদের অধীনস্থ স্থান সকলের বিদ্যোন্নতির জন্য বার্ষিক ৬০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহার দ্বারা উক্ত স্থানসকলের শিক্ষাকার্য্যের বিস্তর উন্নতি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। চব্বিশপরগণার ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কমিটি ঐ টাকা কিরূপে ব্যয়িত হওয়া উচিত তাহা মীমাংসা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় ও রেভারেণ্ড পেন সাহেবকে সব কমিটি রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ টাকা হইতে কাশীপুর ইংরাজি স্কুলে ৪০ টাকা সাহায্য করা হইবে। সকল স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি যদি শুবারবন্ কমিটির অনুকরণ করেন,তবে দেশের বিদ্যাশিক্ষার অনেক উন্নতি হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের ব্যয়বিষয়ে হস্তসঙ্কুচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব এসময় মিউনিসিপ্যালিটি মুক্তহস্ত হইলে যে, মঙ্গলহইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

"কতিপয় দিবস অতীত হইল বাদলগাজী নামক এক ব্যক্তি ১০।১২ মণ চাউল বিক্রয় করিয়া টাকা সঙ্গে লইয়া বেলেঘাটার নূতন খালের মধ্য দিয়া নৌকাযোগে বাটী গমন করিতেছিল,বামন পোঁতা নামক স্থানে সাধু বাগদী, মদন বাগদী ও বৈকুণ্ঠ তিওর এই তিন জন জলদস্যু তাহার প্রাণ বধ করিয়া অর্থ গুলি অপহরণ করে। বিচারে সাধুর প্রাণ দণ্ড ও অপর দুই জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে। বিগত বর্ষেও ঐ স্থানে উক্তরূপে একটী নরহত্যা হইয়াছিল। তথাকার অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থেরাও জল দস্যুদিগের সহিত যোগদিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত।"

কলিকাতাস্থ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গলি বাসিনী বিংশতি বৎসর বয়স্কা অক্ষয়কুমারী দেবী নাম্নী একজন বঙ্গীয় কুলকামিনী গত বুধবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে বাবু আনন্দমোহন বসু রেঙ্গলার পরীক্ষোত্তীর্ণ উনচত্বারিংশ জনের মধ্যে ষোড়শ হইয়াছেন। তিনি ১৮৭০ সালে ক্রাইষ্টস্ কালেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা দ্বারা শিক্ষা করিতে হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথমে রেঙ্গলার। ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত থাকেন এই আমাদের প্রার্থনা।

সোমপ্রকাশ বলেন সম্প্রতি বারাসাতে একটী ভয়ানক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি কাপড়ব্যবসায়ী কদম্বগাছী হাট হইতে কাপড় এবং টাকা লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে ১০।১২ জন ডাকাইত তাহাদিগের উপর পতিত হইয়া টাকা, কাপড় প্রভৃতি সমুদায় লইয়া পলায়ন করে। কেহ কেহ গুরুতর রূপে আঘাত প্রাপ্ত হয়। আহ্লাদের বিষয় এই, ডাকাইতেরা ধৃত হইয়াছে। মফস্বলের পুলিস কোন কর্ম্মেরই নয়। কতস্থানে ডাকাইতী হইতেছে তাহা বলা যায় না। কৈ পূর্ব্বে ত এত হইত না!

মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসনের দিন দিন যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ইহা দ্বারা শীঘ্রই ভূতপূর্ব্ব মেট্রপলিটান আকাডেমীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এরূপ সম্ভাবনা হইতেছে। আমরা শুনিলাম এই বিদ্যালয়ে কতকগুলি আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল এজন্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ৭।৮ জন শিক্ষককে পদচ্যুত করিয়া নূতন শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। এ বিদ্যালয়টী সুশৃঙ্খলে চলিলে আমাদিগের আশা হইবে যে কেবল দেশীয় দিগের দ্বারা একটী উচ্চ বিদ্যালয় চলিতে পারে।

নিম্ন প্রদেশের জেল সকলের ইন্স্পেক্টর জেনারেল হিলি সাহেব তুলনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে জেলে মৃত্যু পরিমাণ শতকরা আধটী করিয়া কমিয়াছে অর্থাৎ ৫০৩৪ হইতে ৪৭৮ হইয়াছে। খাসি পাহাড়ের জেলে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ২১॥ একুশ, কিন্তু মুরসিদাবাদ জেলে ও হাজারীবাগ পেনিটেন্সিয়ারিতে শতকরা আধ জন মাত্র।

যশোহরের ছোট আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত তত্রত্য শিক্ষা কমিটির হস্তে তিন সহস্র টাকার ৪ টাকা সুদের গবর্ণমেণ্টের কাগজ অর্পণ করিয়াছেন। এই সুদ হইতে কয়েকটী ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া যাইবেক। কমিটী মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি দিতেছেন। ৮ জন দরিদ্র সন্তান সাহায্য পাইতেছে। দুই জন ২ টাকা এবং অবশিষ্ট ছয় জন এক টাকা করিয়া সাহায্য পাইবে।

উত্তর পশ্চিম।

গবর্ণর জেনারল অপার সিন্ধু ফ্রণ্টিয়ারের পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিসের কোষাধ্যক্ষ মুন্‌সী সায়ক রামকে রাও বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

বেহার অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সম্বাদ শীঘ্র শীঘ্র পাওয়া যায় এই জন্য সেখানে টেলিগ্রাফের তার বসান হইতেছে। ইতি মধ্যে ত্রিহুত ও হাজিপুরে ষ্টেশন খোলা হইয়াছে।

পঞ্জাবে বসন্ত রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত ১৭ই পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে এখানে ২২৬ জন লোকের এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে সার উইলিয়ম মুইর অসুস্থতা হেতু ছয় মাসের ছুটি লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। সার জর্জ্জ কেম্বেলের ন্যায় অতিরিক্ত পরিশ্রমই তাঁহার অসুস্থতার কারণ। সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইলে ভারতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রিত্ব পদ কে পাইবেন?

আম্বালার ডেপুটি কমিসনর সম্প্রতি কোন চতুরা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। মুনি পনি মাজারার জাগিরদারের মৃত্যু হওয়াতে তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিতেছিলেন এমন সময় জনরব উঠিল যে মৃত জাগিরদারের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল জাগিরদারের স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে। ডেপুটী কমিসনর সাহেব ইহাতে সন্দেহ করিয়া একজন চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে আজ্ঞা করেন। অনেক আপত্তির পর একটী দুইমাসের সন্তান চিকিৎসককে দেখান হয়। নিকটবর্ত্তী কোন এক গাম হইতে ঐ শিশুটীকে লইয়া আসা হইয়াছিল এবং উহার মাতাকে এই ব্যাপারটী লুকায়িত রাখিবার জন্য প্রচুর উৎকোচ প্রদত্ত হইয়াছিল। জমিদারের সম্পত্তি এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অধিকারে গিয়াছে।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় কর্ম্মচারীকে জানাইয়াছেন যে তাঁহাদিগের গোপনীয় চরিত্রের বিষয়ে সংবাদ পত্রে কিছু প্রকাশিত হইলে তাঁহারা অবশ্যই নালিশ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ কার্য্যোপলক্ষে কোন দোষারোপ করা হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না। লর্ড হোবার্ট বলেন, কর্ম্মচারিগণ ভাল কি মন্দ তাহার বিবেচনার ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে আছে। গবর্ণমেণ্ট যতক্ষণ তাঁহাদিগকে মন্দ না বলিতেছেন ততক্ষণ সংবাদ পত্রের কথায় তাঁহাদিগের মনোযোগ দিবার প্রয়োজন রাখে না। যখন তাঁহাদিগকে নালিশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে, তখন মকর্দ্দমার ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন। [স, চ।

মান্দ্রাজবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি লণ্ডন বিদ্যালয়ের বড় অনুগ্রহ দেখিতে পাই। নেটিব পব্লিক অপিনিয়ন বলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যদি কোন ছাত্র একটি প্রাচীন ভাষা ইচ্ছাপূর্ব্বক লইয়া বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়া যে কোন মেডিকাল উপাধির জন্য অনায়াসে পরীক্ষা দিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে উপাস্থিত হইলে লণ্ডনে মেডিকাল উপাধি পরীক্ষাদানে অধিকার জন্মিবে।

মান্দ্রাজের শিল্প প্রদর্শনে দুই জন এতদ্দেশীয় পুরস্কার পাইয়াছেন। ইউরোপীয় প্রদর্শকগণ অবশ্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় শিল্পীদিগের উন্নতির অদ্যাপি ও অনেক বিলম্ব আছে। স, চ।

বোম্বাই।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠকরিয়া হিন্দু মাত্রেই বলিবেন যে ঘোরকলিকাল উপস্থিত।—সম্প্রতি বোম্বই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আমেদাবাদনগরের ছোটআদালতে মোদক জাতীয়া এক বিধবা, সপত্নী পুত্রের বিরুদ্ধে ভরণ পোষণ পাইবার দাবি দিয়া নালিশ উপস্থিতকরে। প্রতিবাদী এই আপত্তি করে যে বাদিনী দুশ্চরিত্রা খোরাক পোষ পাইবার যোগানহে,তাহার দুশ্চরিত্রতার জন্য প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হইবে না, সে এইক্ষণেই অন্তঃসত্ত্বা আছে। বিমাতা উত্তর করিল, আমি দুশ্চারিণী ও এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা এ কথা সত্য বটে, কিন্তু আমার সপত্নী পুত্রই আমার গর্ভস্থ সন্তানের জনক। এই মকদ্দমাটী এক্ষণে বোম্বের হাইকোর্টে আসিয়াছে।

হলকারের মহারাজ বোম্বাই দর্শন করিতে গিয়া আপনার বিলক্ষণ দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। হাঁসপাতাল, প্রার্থনা সমাজ, পুস্তকালয়, বাতুলালয়, সেলর্স হোম, প্রভৃতি দেশীয় ইউরোপীয় প্রায় সমুদায় সাধারণ দাতব্যালয়ে সমুদায়ে ৯৬৫০টাকা দান করিয়াছেন। এইজন্য বোম্বাইবাসীরা তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য এত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ে এক হিন্দু মাতা ৬০ টাকা লইয়া আপনার দশমবর্ষীয় এক কন্যাকে এক বেশ্যার নিকট বিক্রয় করে, এই অপরাধে বোম্বাই হাইকোর্ট পাপীয়সী জননীকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৮ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। ক্রয়কারিণী বেশ্যাও অনুরূপ দণ্ড পাইয়াছে। নির্দ্দয়া জননী বলে, তাহার অনেক গুলি সন্তান, সকলকে প্রতিপালন করিতে না পারাতে সে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দরিদ্রতা রমণীহৃদয়কে কি এতদূর পাপ প্রলুব্ধ করে!!

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের গবর্ণর সার ফিলিপ উড্ হাউস্ বহু সংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোককে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট হাউসে নাচ তামাসা দেখিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই কার্য্যটি তাঁহার উচ্চ তর পদস্থ রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার সমকক্ষ গবর্ণর লর্ড হবার্ট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিপরীত হইয়াছে।

বিগত বর্ষে বন্যপশু বিনাশের পুরস্কার হেতু মধ্য ভারতবর্ষের ৫৭৯৩ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বিনষ্ট পশুর মোট সংখ্যা ৭১১০, তন্মধ্যে ৬৮ ব্যাঘ্র ছিল।

ইউরোপ।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে মহাত্মা গ্রাণ্ট ডফ্ এল্‌গিন নামক স্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিবার সময় বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করাতে টাইম্‌স্ ও অন্যান্য সংবাদ পত্রে কি প্রকার তিরস্কৃত হইয়াছেন। সুচতুর অণ্ডার সেক্রেটরি তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদানকালে এই বলিয়া স্বীয় অনবধানতা দোষ ক্ষালন করেন যে উল্লিখিত দুর্ভিক্ষের বিষয় সমস্ত পৃথিবীর লোকে জ্ঞাত আছে এবং যদ্যপি কেহ মদুর্ক্তেক চিন্তা করিয়া দেখেন তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে আমার উক্ত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করায় এক পক্ষে কোন বিশেষ ফল বা কার্য্যকারিতা নাই,অপর পক্ষে ইহা দ্বারা কোন না কোন প্রকার বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে; তদ্দ্বারা সাধারণ বা ব্যক্তিবিশেষের মহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা। শাক দে মাচ ঢাকা কেন? স্থূল কথা এই বঙ্গদেশের দুর্ভাবনায় ইনি যত ভাবিত, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে।

রিউটারের টেলিগ্রাম অনুসারে ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রিসভা এইরূপে সংরচিত হইয়েছে:—বেঞ্জামিন ডিসরেলী—ফার্ষ্ট লর্ড অব দি ট্রেজরী; লর্ড কেরণস-লর্ড হাই চান্সেলর; ডিউক অব রিচমণ্ড-কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট; আরল ডার্বী—বৈদেশিক বিভাগ; মার্কুইস অব সালিসবরী—ভারতবর্ষীয়

বিভাগ; আরল কার্ণার্ভন—উপনিবেশিক বিভাগ; গাথোর্ণ হার্ডী—সামরিক বিভাগ; ক্রস—হোম বিভাগ; সার ষ্টাকোর্ড নর্থকোট-চান্সেলর অব একসচেকার; লর্ড জন ম্যানার্স—পোষ্ট মাষ্টার জেনারল; জর্জ ওয়ার্ড হণ্ট-আডমিরাল্টীর সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করিতেছেন।

ম্যানসন হাউসে যে দুর্ভিক্ষের চাঁদা হয়, তাহাতে ১,৮০,০০০ টাকা হইয়াছে।

জর্ম্মণ দেশীয় একখানি সংবাদ পত্র আচিন বাসীদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাদিগের সাহায্যকারী বাট্টা জাতি নরমাংস ভক্ষক। তাহারা এরূপ ভোজনপ্রিয় যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইবার সময় লবণ ও লেবু সমভিব্যাহারে লইয়া যায়, তদ্দ্বারা ভোজ্য বস্তু সুখাদ্য করিয়া খায়।

পেন্‌সিল বিনিয়ায় একটী ছাত্র একটী ভোঁদড় ও বানরের কঙ্কাল ও মাথার খুলি চুরি করিয়া লইয়া যায়, ফিলাডেলফিয়াতে ধরা পড়িয়াছে।

বিস্থবিয়সের মান মন্দিরের অধ্যাপক পালমিয়ারি সাহেব কসীয়েশ্বরীর জন্য একটী ধাতুময় তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা এরূপ কৌশলে গঠিত হইয়াছে যে তাপের একটু বিশেষ পরিবর্ত্তন হইলেই ছোট ছোট ঘণ্টা বাজিতে থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহা অনায়াসে জানা যায়।

রিউটারের টেলিগ্রামে অবগত হওয়া গেল সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সার লুইস মালেটের স্থানে ইণ্ডিয়া কৌন্সেলের মেম্বর হইয়াছেন। মালেট সাহেব কৌন্সেলের বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সভ্য ছিলেন, হার্ম্মান মেরিবেলের পদে ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারী হইয়াছেন। এই পদের মাসিক বেতন ২০,০০ টাকা, অণ্ডর সেক্রেটরি গ্রণ্টডফের মাসিক বেতন ১৫,০০০ টাকা মাত্র।

ক্রিউনিবাসী জজ ক্যানফুট নামা একজন ইংরাজ ভদ্রলোক তাহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়াতে ও তাহাকে প্রহার করাতে সরির দায়রা বিচারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ২ বৎসর কারাবাসের দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টান রাজ্যেও এরূপ মহাপাপ!

বোম্বাই গেজেট লিখিয়াছেন প্রুসীয়ার রাজমন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্ক ফরাসীদিগের সহিত সদ্ভিভাব প্রকাশ্যরূপে জানাইবার জন্য ইতিমধ্যে এক দিবস ফরাসী রাজদূতকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন।

বিবিধ।

একখানি ফরাসি সংবাদ পত্রে পৃথিবীস্থ ভিন্ন ভিন্ন জাতির কত কাগজ প্রয়োজনে লাগে তাহার একটী হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর প্রত্যেক রুশীয়ের ১ পৌণ্ড কাগজ; প্রত্যেক স্পানিয়ার্ডের ১৷৷০ পাউণ্ড; প্রত্যেক মেক্সিকানের ২ পাউণ্ড; ইটালী ও আষ্ট্রিয়ের ৩৷৷০ পাউণ্ড; বৃটীস আমেরিকার প্রত্যেক ব্যক্তির ৫৷৷০ পউণ্ড; জার্ম্মণীয়ের ৮পাউণ্ড; ইউনাইটেড-ষ্টেটের ৮।০ পাউণ্ড; এবং ইংলণ্ডীয় প্রত্যেক ব্যক্তির ১১৷৷০ পাউণ্ড; কাগজ প্রয়োজনে লাগে। পাট, সোণ, ক লিকো তুলা, ঘাস, লিলেন প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ দ্বারা পৃথিবীতে যতকাগজ প্রস্তুত হয়, তাহার পরিমাণ ২ কোটী ২৪ লক্ষ মণ। উহার অর্দ্ধেক ছাপার জন্য, এক ষষ্ঠাংশ লিখিবার জন্য, বাকী অন্যান্য কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পরিমিত কাগজ প্রস্তুত করিতে ৩৯৬০ টী কারখানা এবং উহাতে ৯০,০০০ মনুষ্য, ১৮০,০০০ স্ত্রীলোক, ও ১০০,০০০ ছেলে নেকড়া সংগ্রাহক আছে।

সিলন অবসরবার নামক পত্রের এক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সিংহলে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকে দলবদ্ধ হইয়া অনেক গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছে।

শুনা যাইতেছে সুবিখ্যাত চার্লস্ ডারউনের পুত্র জর্জ্জ ডারউইন বিবাহ সম্বন্ধে শীঘ্র একখানি পুস্তক প্রকাশ করিবেন। যে সমস্ত বিবাহ পিতৃব্য কন্যা বা পিতৃস্বস্ কন্যা, মাতুল কন্যা বা মাতৃস্বস কন্যার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহারর সংখ্যা ইহাতে প্রদর্শিত হইবে। এই সমস্ত বিবাহের দৈহিক ও মানসিক ফল নিরূপণ করাই গ্রন্থকর্তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইসচ্যান্সেলর ও সিণ্ডিকেটের আদেশানুসারী বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষার্থীগণ অনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নামসকল গুণানুসারে নির্দ্দিষ্ট।

ইংরাজী।

১ম শ্রেণী।

কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

২য় শ্রেণী।

বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ
বিপিনবিহারী বসু—মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ।
সিদ্ধেশ্বর সরকার—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

৩য় শ্রেণী।

প্রিয় দাস—মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ।
শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ।
হুকুম চাঁদ—লাহোর কলেজ।
তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ।
বিষ্ণু লাল—মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ।
হরবিলাস মুখোপাধ্যায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

সংস্কৃত।

১ম শ্রেণী।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—সংস্কৃত কলেজ।

২য় শ্রেণী।

প্রাণ নাথ পণ্ডিত—সংস্কৃত কলেজ।

ইতিহাস।

২য় শ্রেণী।

আশুতোষ বিশ্বাস—প্রেসিডেন্সী কলেজ।
ললিত কুমার বসু—ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন।

৩য় শ্রেণী।

শ্রীকুমার চৌধুরী—কেথিড্রল মিসন কলেজ।

গণিত।

২য় শ্রেণী।

বাবু রাম চট্টোপাধ্যায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ।
গোপাল চন্দ্র রায়— ঐ

পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

২য় শ্রেণী।

ভগবচ্চন্দ্র বসু—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

৩য় শ্রেণী।

জ্ঞানেন্দ্র লাল রায়—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি বিজ্ঞান।

২য় শ্রেণী।

কৈলাস চন্দ্র দত্ত—ঢাকা কলেজ।
বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়—জেনারল এসেম্ব্লিস ইনষ্টিটিউসন।

৩য় শ্রেণী।

গৌর বল্লভ সেন—জেনারল এসেম্ব্লিস্।
বসন্তকুমার নিয়োগী—শিক্ষক।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষার্থীগণ এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেনঃ—

নামানুসারে।

আবুল কাদের—হুগলী কলেজ।
রসময় বশাখ—শিক্ষক।
গোপাল চন্দ্র বসু—ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন।
জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য— ঐ
যোগীন্দ্র নাথ লাহিড়ী— ঐ
ভূতনাথ দেব—প্রেসিডেন্সী কলেজ।
ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী— ঐ

সত্যচরণ রায়—সংস্কৃত কলেজ।
সেটু কাবালার আর, এন—শিক্ষক

সেনেট হাউস ⎫ জে সটক্লিফ।
২০ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ ⎭ রেজিষ্ট্রার।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

অস্মদ্দেশীয় কতিপয় চঞ্চলমতি এবং অপরিণামদর্শী যুবকের প্রার্থনা মতে এবং বাঙ্গালার লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সারজর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের আদেশানুসারে আমাদিগের জন্মভূমি আসাম হইতে বঙ্গভাষার ব্যবহার তিরোহিত হইতেছে। অদ্যাপি উচ্চ এবং মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে বঙ্গভাষার শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে বটে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কাছারি সমুদায়ে আসামীয় ভাষা প্রচলিত হইতেছে। এক্ষণে এদেশ হইতে বঙ্গভাষা দূরীভূত হইলে যে আমাদেরই সমূহ অমঙ্গল হইবে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যেরূপ আপনাদের বঙ্গদেশ হইতে এসময়ে ইংরাজী ভাষার আলোচনা হঠাৎ রহিত হইলে আপনাদের উন্নতি-প্রবাহ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে, বর্ত্তমান সময়ে আসাম হইতে বাঙ্গালা আলোচনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে আমাদের ঠিক সেইরূপ ঘটিবে। বঙ্গভাষা আমাদের দেশের ও আমাদের ভাষার যে অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে, যদি তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করি তবে আমাদিগের ন্যায় কৃতঘ্নজাতি এ পৃথিবীতে কোথা আছে? যাহাকে আমরা এক্ষণে আমাদের আসামীয় ভাষা বলিতেছি তাহার উন্নত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় বঙ্গভাষার দ্বারাই সংগঠিত। আমি দিব্য নয়নে দেখিতেছি যে আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না, সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের কোন সুমহান্ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থে অলক্ষিত রূপে আসামীয় ভাষা পরিণামে বঙ্গভাষারই বিস্তৃত এবং পরিষ্কৃত গর্ভে প্রবেশ করিবে।

বঙ্গভাষাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের শিক্ষিতদলের জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়াছে। বঙ্গভাষা অকপট হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় আমাদের সম্মুখে অনেক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কি কৃতবিদ্য, কি অনক্ষর, আমাদের দেশীয় সকল মনুষ্যই বঙ্গভাষার নিকটে অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ আছেন। জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বাঙ্গালাভাষা হইতে আমরা যত শীঘ্র এবং যেরূপ সহজে সংগ্রহ করিতে পারি, ইংরাজী হইতে তত অল্প সময়ের মধ্যে এবং সেরূপ সহজে পারি না। আমাদের দেশের উন্নতি সাধনের এক্ষণে দুইটী দ্বার আছে, বাঙ্গালাভাষা এবং ইংরাজী ভাষা। বঙ্গভাষা দূরীভূত হইলে একটী দ্বার অবরুদ্ধ হইল। দুইটী দ্বার উন্মুক্ত থাকিলে আমরা যত শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম, একটীমাত্র দ্বার দিয়া উন্নতিসাধন করিতে হইলে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ সময়ের আবশ্যকতা হইবে। কিন্তু কেবল ইংরাজীভাষার সাহায্যে উন্নতিলাভ করা সহজ হইবে না। তাহা দ্বিগুণ সময়ে না হইয়া চতুর্গুণ পঞ্চগুণ কালের স্থানে হইবেক না। বঙ্গবাসীগণ উন্নতির পথে আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন; বঙ্গভাষার সাহায্য পাইতে থাকিলে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সহগামী এবং ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী হইতে পারিতাম. কিন্তু বঙ্গভাষার অন্তর্দ্ধানে আমরা দিন দিন আরো পশ্চাতে গিয়া অবশেষে হয়ত বঙ্গবাসীদিগের সহগামী হইবার আশা আমাদিগকে একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে সকল অদূরদর্শী যুবক বঙ্গভাষাকে দূরীকৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা আসামমাতার উন্নতির মস্তকে সুতীব্র কুঠারাঘাত করিয়াছেন। যদি বর্ত্তমানে, তাঁহাদের প্রার্থনা মতে, বিদ্যালয় সমুদায় হইতেও বঙ্গভাষা তিরোহিত হয়, তবে তাঁহারা জননী জন্মভূমির বক্ষঃস্থলে যে কঠিন আঘাত করিলেন, তাহা হইতে আসাম মাতা সহজে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না। কত শতাব্দী অতীত হইয়া যাইবে তথাপি আসামের বক্ষদেশস্থ সেই ক্ষত আরোগ্যলাভ করিবে না। এতকাল পর্য্যন্ত আসামজননী অতীব উৎসাহে এবং হৃষ্টমনে বঙ্গভাষার সহিত আলাপ করিতে করিতে দিন দিন উন্নতির বর্ত্মে ক্রমশই অগ্রসর হইতে ছিলেন; কিন্তু বঙ্গভাষার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে তিনি ক্রমেই অতলস্পর্শে গিয়া পড়িবেন। ইংরাজীভাষার সাহায্যে কি আমরা সহজে সেই অতলস্পর্শ পতিতাজননীকে পুনরুদ্ধার করিতে পারিব? যদিও পারা যায়, সে কত দিনে?

এক্ষণে আমি আমাদের দেশীয় যাবতীয় কৃতবিদ্য যুবকগণকে করপুটে অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে অন্ততঃ বিদ্যালয় সমূহ হইতে বাঙ্গালাভাষার শিক্ষা রহিত হইয়া না যায়, তজ্জন্য নূতন নিয়োজিত প্রধান কমিসনর বাহাদুরের সমীপে, দীর্ঘসূত্রিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আবেদন করেন। নতুবা হতভাগ্য আসামজননী অতলস্পর্শে গিয়া পড়িলেন।

একজন আসামদেশবাসী।

বিজ্ঞাপন।

CALCUTTA VERNACULAR SCHOOL.

কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়।

ভারতসংস্কার সভার অধীনস্থ "কলিকাতা স্কুলের" বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে বর্ত্তমান জানুয়ারি মাস হইতে ইহা একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয়রূপে সংগঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির শ্রেণী খোলা গিয়াছে।

ছাত্রগণের বেতনের নিয়ম।

সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী	৷৹ আনা
তদুপরিস্থ শ্রেণীদ্বয়	৸৹ "
উচ্চ শ্রেণী সকল	১ টাকা

কলিকাতা স্কুল ⎫
৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ⎬ শ্রীহরনাথ বসু
৬ই জানুয়ারি—১৮৭৪ ⎭ অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭৷৹
" ষাণ্মাসিক	৩৷৹ "	৪৷৹
" ত্রৈমাসিক	২ "	২।৶৹
মাসিক ...	৷৹	৮৶৹
প্রতি সংখ্যা	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ।১৹ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্যে বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি আর্ডর, অর্দ্ধআনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত লইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৪৬ শ সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৩শে ফাল্গুন শুক্রবার। ১৮৭৪—৬ই মার্চ্চ

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

সপ্তাহে সপ্তাহে যাঁহার বিষয় লইয়া আমরা আশা ও ভয়ে দোলায়মান হইতেছিলাম, সেই অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র গত ২৬এ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার আমাদিগের সকল ভাবনার শেষ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমুদায় বঙ্গদেশ গভীর শোকে অভিভূত।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, টালিগঞ্জের সেরা মহলে 'সাউথ সুবার্বন' নামে যে বিদ্যালয় গত ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্থাপিত হয়, তাহাতে মিউনিসিপালিটী হইতে মাসিক ১৭০ এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে ৮০ সমুদায়ে ২৫০ টাকা সাহায্য প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। বিদ্যালয়টী যে উচ্চপদস্থ ও চিরস্থায়ী হইবে, এক্ষণে এরূপ আশা করা যায়। আমরা শুনিলাম ইতি মধ্যে স্কুলে প্রায় ২০০ ছাত্র হইয়াছে, ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী ইহার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

আমরা এবার ২৪ পরগণার হরিনাভি অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম, এক্ষণে তথায় সাংক্রমিক জ্বরের প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লাঘব হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রতিদিন ২০০।৩০০ রোগী গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারের নিকট ঔষধ গ্রহণার্থ উপস্থিত হইত, এক্ষণে ৫০।৬০ জন মাত্র গমন করিয়া থাকে। ডাক্তার বাবুটী গত ২১এ ডিসেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, সর্ব্বসাধারণের মুখে তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যায়। গবর্ণমেণ্ট এ অঞ্চলে সাময়িক সাহায্য দান করিয়া যে কি মহোপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

মাতলা রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অধীন হইয়াও নিয়মাধীন হইয়া চলে না, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। গত মঙ্গলবার অপ্ ট্রেণ সোনাপুর হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে ছাড়াতে কয়েকটী আরোহী গাড়ী থামাইয়া উঠিল, কয়েকটী উঠিতে পারিল না। গাড়ী একটু বিলম্বে ছাড়িলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সময়ের পূর্ব্বে ছাড়িলে কত লোকের যে কত ক্ষতি হয় বলা যায় না।

চেতলা ও টালিগঞ্জের ন্যায় কাশীপুর ও বরাহনগর এবং জয়নগর ও বহড়ুর বিদ্যালয় একত্র হইলে যথেষ্ট উপকার হয়। নিকটে নিকটে যেখানে ছোট২ বিদ্যালয় যৎসামান্যরূপে চলিতেছে, সে সকলের যোগ বিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী ও মিউনিসিপালিটীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভারত সংস্কারক।

সুযোগ্য পুলিস কর্ম্মচারী।

বাঙ্গালা পুলিসের যে প্রকার অপ্রতিষ্ঠা, তাহাতে ইহার যে কোন সদ্গুণ আছে, ইহা সহজে লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। পুলিসের বাহ্যাড়ম্বরই সার, কার্য্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই; পুলিস দস্যু চোর ধরিতে অপারগ, ভদ্রলোকদিগের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা করিতে তৎপর এই প্রকার সংস্কার সাধারণের মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছে। যাহাহউক পুলিসের সকল লোকই অযোগ্য, এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর কনষ্টেবলগণের প্রতি যে দোষ অর্পিত হয়, উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের প্রতি তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা জানি পুলিসের উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যোগ্য লোক অনেকে আছেন এবং তাঁহারা আছেন বলিয়া বর্ত্তমান অপূর্ণ পুলিস ব্যবস্থা সত্বেও দেশের কুশল শান্তি অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। আমরা অনেকবার অযোগ্য পুলিস কর্ম্মচারীদিগের দোষ বর্ণনা করিয়াছি, অদ্য আনন্দচিত্তে একটী যোগ্য ব্যক্তির গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

২৪ পরগণার সোণাপুর পুলিস ষ্টেসনের বর্ত্তমান সব ইনস্পেক্টর বাবু বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় অল্পবয়স্ক বটেন, কিন্তু পুলিস কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইনি বারাকপুর, খাঁড়িয়াদহ এবং দমদমায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, গত ২১এ জানুয়ারি হইতে সোণাপুরের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি মধ্যে তিনি যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটন করা যাইতেছে :—

১। ৩০এ জানুয়ারি—আসামী কদের খালাসী গোপাল ধোবার নারীকেল চুরি অপরাধে ৩৭৯ ধারানুসারে ১ মাস মেয়াদ হইয়াছে।

২। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি—আসামী তিনু ছোকরা, তার মা ও তার পিতা রহমদ সেখ নারিকেল চুরি অপরাধে ৪৫৭ ধারা মতে দণ্ড পাইয়াছে।

৩। ৫ই ফেব্রুয়ারি সোণাপুর এলাকার রাঘবপুর নিবাসী আসামী বদরুদ্দী হাজান ১০০(১০ টাকা মূল্যের থান কাপড় চুরি করে, কঠিন পরিশ্রমের সহিত ২ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

৪। ১৯এ ফেব্রুয়ারি ঐ আসামীর ঘর তল্লাসীতে ২০ থান মশারি ও সাড়ী ধুতি বাহির হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, বারুইপুরের এলাকার কোন কোন স্থান হইতে চুরি করিয়া আনে। মোকর্দ্দমা হইতেছে, ১০ই মার্চ দায়রায় বিচার হইবে।

৫। ১৯এ ফেব্রুয়ারি আয়েহুদ্দীন বায়েহুদ্দীন প্রভৃতি ৬ জন মণ্ডল বেআইনী জনতা পূর্ব্বক হাঙ্গামা করাতে ধৃত হয়। তাহারা রফা করিয়া পার পাইতে চেষ্টা পায়, কিন্তু পুলিসের রিপোর্ট মতে ৬ মাস ৫০ টাকা জরিমানার মোচলকা লিখিয়া দিয়াছে এবং ২।১ টাকা করিয়া জরিমানাও দিয়াছে।

৬। ৭ই ফেব্রুয়ারি আসামী গোয়ালবেড়া নিবাসী প্রেমচাঁদ লস্কর ধানা চুরি অপরাধে ৩৭৯ ধারানুসারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১ মাস মেয়াদ দণ্ড পায়। এই ব্যক্তি চৌকীদারের হাত হইতে পলাইয়া যায়, একমাস পরে কনষ্টেবল মুবারিক বিশ্বাসকর্ত্তৃক ধৃত হয়।

এক মাসের মধ্যে বিনোদ বাবু এত গুলি অপরাধ সন্ধানপূর্ব্বক ধরিয়া তাহার দণ্ডবিধান করাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার চতুরতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও শ্রমদক্ষতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার শাসনে এই অল্পদিনের মধ্যে বদমায়েস দল কম্পিত হইয়াছে। চুরির সন্ধান প্রাপ্তি মাত্রে দিবা রাত্রি রৌদ্র বৃষ্টি বিচার না করিয়া তিনি যেরূপ কৌশলপূর্ব্বক এক এক স্থলে অপরাধী ধৃত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট ও উপরিস্থ হাকিমগণ এরূপ কর্ম্মচারীকে উৎসাহ দান করিতে ত্রুটি করিবেন না। সর্ব্বস্থানের পুলিস অফিসারগণ এইরূপ কার্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিলে বাঙ্গালা পুলিসের অপকলঙ্ক তিরোহিত হয়, আমরাও তাহাদের যথার্থ গুণের উপযুক্ত সুখ্যাতিবাদ করিয়া সুখী হই।

লবণের তৃতীয় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট।

রেবিনিউ বোর্ডের ১৮৭৩।৭৪ সালের লবণ সম্বন্ধীয় তৃতীয় রিপোর্ট গত বারের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্ট হইল যে বিগত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৯,৭২,০৫১ মণ লবণ বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্বগত জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ২৫,৭১,৩৪০ মণ এবং পূর্ব্ব বৎসরের অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৮,৫৯,৮৪৬ মণ বিক্রীত হইয়াছিল। উক্ত তিন সময়ে যথাক্রমে ৬৪,০৯,১৬৬ টাকা, ৮৩,৮২,৮৫৫ টাকা এবং ৬০,১২,০০০ টাকা মাসুল আদায় হইয়াছে।

সরকারী লবণ। প্রস্তাবিত মাসত্রয়ে হোলসেল রওনা যোগে কলিকাতা ও হিজলি হইতে ৩১৪৩॥০ মণ সরকারী লবণ বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্বগত জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ঐ ঐ স্থান হইতে ৪০০০ টাকায় এই লবণ বিক্রীত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের এ সময়ে আদৌ এ প্রকার কোন লবণ বিক্রীত হয় নাই।

পোক্তানি লবণ। ইংলণ্ডের লাভের জন্য এ দেশে লবণের পোক্তান রহিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব পোক্তানি লবণ এখনও নিঃশোষিত হয় নাই। বিগত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কটকের গোলা হইতে ১০,৮৩২ মণ, বালেশ্বরের গোলা হইতে ২৯,৩৭৯ মণ, পুরীর গোলা হইতে ৪৮,০৭১ মণ এবং ২৪ পরগণার গোলা হইতে ৫,০০০ মণ সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩,২৮২ মণ পোক্তানি লবণ বিক্রীত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বগত মাসত্রয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৯,৯৪৫ মণ ও পূর্ব্ব বৎসরের এ সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০৬৯২ মণ এই লবণ বিক্রীত হইয়াছিল। পোক্তানি লবণের বিক্রয় ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

আমদানী লবণ। বিগত মাসত্রয়ের মধ্যে লিবরপুলী লবণ ১৮,২৮,১৭৫ মণ, বিদেশীয় করকচ ২,৬৪,০০৬ মণ এবং ভারতবর্ষীয় করকচ ৯৫,১৬০ মণ, সর্ব্বশুদ্ধ ২০,৮৭,৩৪১ মণ লবণ কলিকাতার বন্দরে আমদানি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বগত মাসত্রয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮,৩১,২৮৪ মণ এবং পূর্ব্ববৎসরের এ সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ ২০,৫১,৭১৫ মণ লবণ আমদানি হইয়াছিল। উপরের লিখিত লবণ সালিকা, ঘুশুড়ি ও চট্টগ্রামের সরকারী গোলায় রক্ষিত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৮,২২,৬৩১ মণ বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্বগত মাসত্রয়ে ২৪,৪৪৫৭৭ মণ এবং পূর্ব্ব বৎসরের এ সময়ে ১৬,৯৩,৬৭১ মণ বিক্রীত হইয়াছিল। বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষে সালিকার গোলায় ১৬,০৮,৩৫০ মণ এবং চট্টগ্রামের গোলায় ১,১৬৮৭৪ মণ লবণ এখনও মজুত

আছে। ঘুশুঁড়ির গোলা শূন্য হইয়াছে।

লিবরপুলী লবণের আমদানি ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। পূর্ব্বগত সালত্রয় অপেক্ষা প্রস্তাবিত সালত্রয়ে ৬,৬৭,৩৯০ মণ অধিক আমদানি হইয়াছে। যাহা হউক লিবরপুলি লবণ পোক্তানি লবণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পোক্তান বন্ধ ও পোক্তানি লবণের মূল্য বৃদ্ধি না হইলে, এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

——

যমুনা নদী কাটাইবার প্রস্তাব।

ভাগীরথীর শাখা যমুনা নামে যে নদীটি চৌবেড়িয়া সাতবেড়িয়া, ইছাপুর, গৈপুর, গোবরডাঙ্গা, চারঘাট, প্রভৃতি অনেক গুলি জনাকীর্ণ ভদ্র গ্রামের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে, বৎসরের অধিকাংশ সময় উহার মুখ বন্ধ থাকাতে অশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। নদীর জল অপরিষ্কার আগাছায় পূর্ণ হওয়াতে উহার উভয় তীরে সংক্রামক জ্বরে বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। হুগলি জিলার কানা নদীর ন্যায় এই নদীটির মুখ খুলিয়া দিলে যে যারপর-নাই উপকারের সম্ভাবনা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাদ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। কানা নদীর মুখ খুলিয়া দিতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন দুঃখিত পীড়িত লোকদিগকে সাধারণ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। এই উপলক্ষে উক্ত নদীটির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমরা শুনিলাম উক্ত নদীর উভয় তীরস্থ গ্রামবাসীগণ ইহার জন্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, আশা করি দয়ালু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে নিরাশ করিবেন না।

——

হাইকোর্টের শূন্য আসনে কে অধিকারী?

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু ঘটনা দ্বারা প্রধানতম বিচারালয়ে যে আসন শূন্য হইল, তাহা পূর্ণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি কে? এই প্রশ্নে চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হইতেছে। রাজনীতি ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে তাঁহার তুল্য লোক অতি বিরল। বাস্তবিক তাঁহার পদের উপযুক্ত লোক সহজে আমাদের চক্ষে পড়ে না। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারপতি অনরেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত অপেক্ষাও বিশেষ যোগ্যতা ও গৌরবের সহিত দ্বারিকবাবু বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিচার সুখ্যাতির সৌরভে, শুদ্ধ পণ্ডিত বিচারপতি কেন, কোর্টের যাবতীয় ইংরাজ বিচারপতির যশঃ সৌরভ মন্দীভূত ও পরাস্ত হইয়া গিয়াছে। এমন লোকের উত্তরাধিকারী বড় সহজে মিলে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে দ্বারিক বাবু অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহাতে কি হইবে, বিচার বিভাগের রাজকর্ম্মচারী বা হাইকোর্টের পুরাতন উকিল না হইলে বিধি অনুসারে হাইকোর্টে স্থান পাইবার অধিকার জন্মে না। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে হাইকোর্টের শূন্য আসন পাইবার উপযুক্ত লোক অতি বিরল। লোকের প্রথম দৃষ্টি বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই পতিত হয়। হাইকোর্টের উকীলদিগের মধ্যে, বিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা ও আইনজ্ঞতাতে অন্নদা বাবু একণে অদ্বিতীয়। কিন্তু সাহস, উৎসাহশীলতা, স্বতন্ত্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যে সকল সদ্গুণ না থাকিলে, হাইকোর্টের বিচার কার্য্য কোন দেশীয় বিচারপতির পক্ষে সুন্দর রূপে ও বিশেষ গৌরবের সহিত নির্ব্বাহ করা অসম্ভব, অন্নদা বাবুর এ বয়সে সে সমস্ত গুণ কতদূর সজীব আছে তাহা আমরা অবগত নহি। যৌবন কাল অতিক্রম করিয়া কোন দেশীয় ব্যক্তি হাইকোর্টে ইংরাজ সহযোগীদিগের মধ্যস্থিত হইয়া সাহস ও স্বতন্ত্রতার সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না।

দ্বিতীয় দৃষ্টি বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রের প্রতিই পতিত হয়। ইনি যেরূপ সুপণ্ডিত সেইরূপ পরিশ্রমী ও আইনজ্ঞ। আমাদের কোন বন্ধুর নিকট দ্বারিকবাবু কিয়দ্দিন পূর্ব্বে রমেশ বাবুকেই তাঁহার পদের উপযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দৃষ্টি অনেকেরই উপর পতিত হয়। ইহাঁদের নামোল্লেখ করিতে গেলে প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়া যায়।

হিন্দু পেট্রিয়ট দেশীয় বিচার বিভাগস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া দ্বারি বাবুর ত্যাজ্য আসন প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বোধ হয় হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে মনোনীত করণানন্তর লর্ড নর্থব্রুকের অনুমোদন প্রার্থনা করিবেন। কেননা তাঁহারা দ্বারি বাবুর স্বাতন্ত্র্য শক্তিদ্বারা প্রতিহত হইয়া অনেকবার শিক্ষা পাইয়াছিলেন; তাঁহারা অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যহীন লোককে তাঁহাদের মধ্যে আনিতে চাহিবেন। কিন্তু আমরা এরূপ কর্ম্মচারী অপেক্ষা হাইকোর্টের উকীলদিগকে হাইকোর্টের বিচারাসনে স্থান পাইবার অধিকতর উপযোগী মনে করি। বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে অধীনস্থ হইয়া

কার্য্য করিতে হয়, পাছে উপর আদালতে তাঁহাদের নিষ্পত্তি খণ্ডিত হয় এবং তাঁহারা তিরস্কৃত হন এই ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়; ইহাতে তাঁহারা উপযুক্ত রূপে স্বতন্ত্রতা উপার্জ্জন করিতে পারেন না। তাঁহারা ঘরে বসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচারের ন্যায় লেখেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও উত্তম রূপ স্ফূর্ত্তি পায় না। এই দুইটী গুণের অসদ্ভাব হইলে, হাইকোর্টের দেশীয় বিচারপতির আসন পরিগ্রহ করা এক প্রকার নিগ্রহ মাত্র। শুদ্ধ বিচারশক্তি থাকিলে হাইকোর্টের ইংরাজ সহযোগীগণের মধ্যস্থিত হইয়া কেহ বিচার কার্য্য করিতে পারেন না। উপযুক্ত পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে, অধিকাংশস্থলে আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় অব্যক্ত থাকে এবং সহযোগীর মতে ভয়ে ভয়ে মত দিয়া যাইতে হয়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও অল্প আবশ্যক নহে। সহযোগীর সঙ্গে মতভেদ হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় মতের যুক্তি বল বুঝাইয়া দিতে হয়। বিচার বিভাগস্থ চারীদিগের, এই দুইটী গুণ স্ফূর্ত্তি পাইবার স্থল নাই। কিন্তু ওকালতি স্বাধীন বৃত্তি। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব উকীলদিগের মধ্যে যেমন স্ফূর্ত্তি পায়, এমন আর কোন ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে দেখা যায় না। সুতরাং উকীল ভিন্ন অন্য লোক হাইকোর্টের দেশীয় বিচারপতি হইলে, বহুদর্শিতা, আইনজ্ঞতা, প্রদেশ শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি কখনই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু আর এক কথা শুনিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি—সর জর্জ্জ ক্যাম্বল সাহেব না কি কোন দেশীয়কে হাইকোর্টের শূন্য আসন প্রদান করিতে চান না; এজন্য রিভর্স টমসন সাহেবকে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এ কথার সত্যাসত্যতা বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। কিন্তু সত্য হইলে যে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ ১০।১১ বৎসর হইল হাইকোর্টের বিচারাসন দেশীয়দিগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংলিসম্যান সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে এ পদে দেশীয়দিগের এক প্রকার স্বত্ব জন্মিয়াছে। আজ সেই স্বত্ব হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত করিলে যে নিতান্ত অন্যায় হইবে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র।

বঙ্গদেশের পক্ষে এ বৎসর নিতান্ত দুর্ব্বৎসর। দুঃখিনী বঙ্গমাতা যে অল্প সংখ্যক পুত্র রত্ন প্রসব করিয়াছেন, এক একটী করিয়া তাহার অনেক গুলি এ বৎসর তাঁহার ক্রোড়শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কবিবর মধুসূদন, সুবিদ্বান্ কিশোরীচাঁদ ও সুযোগ্য বহুগুণান্বিত দীনবন্ধু ইহাঁর হৃদয়ে যে শোকশেল বিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শীঘ্র উন্মূলিত হইবার নহে। আবার শোকের উপর কি মহাশোক উপস্থিত! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দুরন্ত কাল তাঁহার প্রাণ হরণ করিয়া, তাঁহার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এবং দেশ শুদ্ধ লোককে কাঁদাইয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে যদিও অসংখ্য লোক বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি কয়েক মাস ব্যাপিয়া যে রূপ নিদারুণ পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সেই মৃত্যুর ক্রোড় আরাম স্থল হইয়াছে সন্দেহ নাই। যখন বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা হার মানিলেন, বিবিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হার মানিল, তখন মৃত্যু ভিন্ন আর তাঁহার কষ্টোপশমের উপায়ান্তর কি ছিল?

দ্বারকানাথের মৃত্যু শোকভার বহন করিবার জন্য সাধারণে প্রস্তুত ছিল। চিকিৎসকেরা একমত হইয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের প্রতি কোন আশা নাই এবং সকলে তচ্ছ্রবণে হতাশ হইয়া তাঁহার পীড়ার গতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কখন একটু সুলক্ষণের সংবাদ পাইয়া আশা সূত্র অবলম্বন করিতেছিলেন, কখন তাঁহার অমঙ্গল সমাচার পাইয়া আর নিরাশ নীরে নিমগ্ন হইতেছিলেন। এইরূপে মাসত্রয় কাটিয়া গেল, চিকিৎসকেরা তাঁহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন; তিনিও তাঁহার জন্মভূমি আমতার অন্তর্গত আগুনসি গ্রামে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু সেখানে ভাগ্যসূত্র তাঁহাকে টানিতেছিল। তাঁহার জন্মের জন্য যে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, সেই গ্রামই তাঁহার শেষ দিন দর্শন করিল।

১৮৩২ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত গ্রামে দ্বারকানাথ বাবু জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র মিত্র, ইনি হুগলির ফৌজদারি আদালতের একজন বিখ্যাত মোক্তার ছিলেন। যদিও হরচন্দ্রের তাদৃশ অর্থসঙ্গতি ছিল না, কিন্তু একমাত্র পুত্র দ্বারকানাথের বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি কোন ব্যয় স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন না। দ্বারকানাথ হুগলি কালেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ও শীঘ্র তথাকার একজন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়া উঠেন। ১২ বৎসর বয়সে জুনিয়র স্কলর্সিপ প্রাপ্ত হইয়া ২০ বৎসর বয়সে তথাকার শিক্ষা সমাপন করেন। পরে ভূতপূর্ব্ব হিন্দু-কালেজে কিয়দ্দিন অধ্যয়ন করিয়া, তথাকার ১৮৫২ সালের সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় ইংরাজী রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি ও পারিতোষিক লাভ করেন এবং উচ্চতম শ্রেণীস্থ সহাধ্যায়ী ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডি এল রিচার্ডসন সাহেব তাঁহার 'লিটরেরি গেজেটে উপরিউক্ত রচনার সমালোচনা করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরে ১৮৫৫ সালে, পুলিশ কোর্টের তাৎকালিক জুনিয়র মাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের নিকট ইণ্টরপ্রিটর থাকিয়া ওকালতী পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হইয়া ভূতপূর্ব্ব সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। প্রথমাবস্থায় উকীলদিগকে যেরূপ কষ্টকর পরীক্ষার দশা ভোগ করিতে হয়, দ্বারকানাথ বাবুকেও তাহা করিতে হইয়াছিল; প্রতিদ্বন্দ্বী উকীলেরা তাঁহার উন্নতি পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠেন, কেবল বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বিশেষ স্নেহসহকারে তাঁহাকে সহানুভূতি ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি তৎকালে এ আনুকূল্য ও সাহায্য না পাইলে দ্বারিক বাবুকে বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হইত সন্দেহ নাই।

কিন্তু দ্বারিক বাবুর ন্যায় লোক অধিক দিন আচ্ছাদিত থাকিবার নয়। হাইকোর্টেরও সংস্থাপন হইল, তাঁহারও সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইল। প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেশ পিকক প্রভৃতি গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই তাঁহার প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি শীঘ্রই হাইকোর্টের মধ্যে একজন প্রধান উকীল হইয়া উঠিলেন এবং বাবু রমাপ্রসাদ রায় লোকান্তরিত ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাইকোর্টের বিচারাসনে আসীন হইলে তিনি উকীলদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। তিনি বুদ্ধি ও বক্তৃতাশক্তিতে কি বিচারপতি কি বিচারপ্রার্থী সকলকেই চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ "রেণ্ট কেসে" তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে সাত দিবস ধরিয়া তিনি নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ তর্ক করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ডয়েন সাহেব ও চিফ জষ্টিস প্রভৃতির বিরুদ্ধে তর্ক করেন। তখন তাঁহার স্বাধীনতা, তেজস্বিতা, আইনজ্ঞতা প্রভৃতি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল; তিনি সর বার্ণেশ পিকক সাহেবের ন্যায় মহামতি লোকদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার দিকে, অন্যান্য বিচারপতিদিগের মত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৮৬৫ সালে ঘটে এবং ইহা দ্বারা তাঁহার হাইকোর্টের বিচারাসনে উত্থান করিবার পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া থাকে। ১৮৬৭ সালে হাইকোর্টের দেশীয় বিচারপতি বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার পদ শূন্য হইলে, সর বার্ণেশ পিকক তাঁহাকেই মনোনীত করিয়া গবর্ণর জেনরল লর্ড মেয়োর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, অবিলম্বেই দ্বারিক বাবু হাইকোর্টের বিচারাসনে আসীন হইলেন। তিনি যেরূপ দক্ষতা সহকারে ওকালতি করিয়াছেন, ততোধিক দক্ষতাসহকারে বিচারপতির কার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি একদা কোন মফঃস্বলস্থ জিলার বিচারপতি কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে "হাইকোর্টের আপিল বিভাগে কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক্ষম?" ব্যারিষ্টার উত্তর দিয়াছিলেন যে "বলিলে কি বিশ্বাস করিবেন, তথায় দেশীয় যে বিচারপতি আছেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" বাস্তবিক তাঁহার নিষ্পত্তি দেখিলে বোধ হয় যে তাঁহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধ, ন্যায়পর, প্রবেশক্ষম ও স্বাধীনচিত্ত বিচারক অতি অল্প। তাঁহার নিষ্পত্তি সকল যদিও অন্যান্য বিচারপতিদিগের মতের বিরুদ্ধ হইত, কিন্তু প্রিবি কৌন্সিলে তাঁহার মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইত।

ইংরাজি সাহিত্য ও অঙ্ক শাস্ত্রে দ্বারি বাবুর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম দলভুক্ত ছিলেন, অবশেষে মহাত্মা অগস্ত কোমতের মতাবলম্বী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন এবং তৎপ্রণীত বিখ্যাত দর্শন শাস্ত্র মূল ভাষাতে অধ্যয়ন করিবার জন্য ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি কোমতের জন্য ফরাসী জাতিকে এমন ভাল বাসিতেন যে ফ্রাঙ্ক প্রুসীয় যুদ্ধের সময় তিনি ফরাসী জাতির জয় কামনা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার চরিত্র অতি উদার, সরল ও প্রশস্ত ছিল। তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু বদান্যতা বশতঃ তাদৃশ সঞ্চয়ী হইতে পারেন নাই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন। অনেকগুলি দুঃখী বিদ্যার্থী বালককে আপন আবাসে রাখিয়া ভরণ পোষণ ও শিক্ষা দান করিতেন এবং আশ্চর্য্য এই যে আহার কালে তিনি স্বয়ং যেরূপ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন, এই সকল পোষ্য বর্গকেও অবিকল তাহাই দিতেন। এরূপ সমদৃষ্টিতার উদাহরণ নব্য বাবু দলের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

যদিও তিনি মানসিক শ্রম স্বীকারে কাতর ছিলেন না, কিন্তু কায়িক শ্রমে নিতান্ত বিরত ছিলেন। ইদানী কেহ তাঁহাকে কুত্রাপি পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেখে নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত সুস্থশরীর ছিলেন এবং এজন্য বন্ধুবর্গের নিকট আপনাকে লৌহদেহ বলিয়া অহঙ্কার করিতেন। কিন্তু কায়িক শ্রমের অসদ্ভাবে এবং নানাবিধ অনিয়মাচারে এমন বজ্রদেহও এমত অপরিণত বয়সে ভগ্ন হইয়া পড়িল। ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দ্বারি বাবু দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোকগামী হইয়াছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহারা সকলেই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার বৃদ্ধা জননী ও নব পরিণীতা ভার্য্যা তাঁহার অকালমৃত্যু জনিত শোকে দগ্ধ হইতে রহিলেন। সর্ব্বসন্তাপহারী ঈশ্বর তাঁহাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রেরণ করুন।

তাঁহার প্রকৃতি নানা গুণের আধার ছিল বটে, কিন্তু দোষশূন্য ছিল না। চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল দোষ থাকুক, হাইকোর্টের জজ হইয়া তিনি অনেক গুলি দোষ হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন ইহা বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

তাঁহার শেষ পীড়ার সময়, হাইকোর্টের বিচারপতিরা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাহার রোগশয্যার সন্নিহিত হইতেন, লর্ড নর্থব্রুকও তাঁহার কর্ম্মচারী দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ লইতেন; নগরের বড় বড় লোক তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে যাইতেন, তাঁহার ভবানীপুরের বন্ধুরা সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বস্থ থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার দীর্ঘ কালব্যাপী রোগ যাতনায় এই সকল সহানুভূতিই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার উপায় ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই এরূপ সঙ্কটকালে এতদ্ভিন্ন আর কোন উচ্চতর মহত্তর আরাম ও শান্তি লাভের তিনি অধিকারী হইতে পারেন নাই। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগামী আত্মাকে রক্ষা করুন।

বঙ্গীয় যুবার মনোবাঞ্ছা।

ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে কিছুকাল হইতে বঙ্গদেশ যে অতি আশ্চর্য্য শ্রীসৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধিত হইতেছে, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বোধ হয় এ বিষয় অস্বীকার করিবেন না। জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মনীতি, বঙ্গীয় যুবারা সকল বিষয়েই উন্নতিসাধন করিতেছেন, এমন কি নগরের সুদূরবর্ত্তী নিভৃত পল্লিগ্রামবাসীদিগের মধ্যেও ইহার প্রভাব বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে স্বাধীনতাবিহীন হইয়া অবধি ভারতের যেরূপ দুর্গতি হইয়াছিল, বিগত কয় বৎসর হইতে ইহা তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় অল্পে অল্পে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে। ভদ্রলোকের তো কথাই নাই, অবস্থা নির্ব্বিশেষে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাও এক্ষণে বিদ্যাধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য, সভ্যতা ও নীতি বিষয়ক নিয়ম পালনে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতেছেন। রাজবর্ত্ম, বা প্রকাশ্য বিপণি, যেখানে গমন করা যায়, ইতর ভদ্র সকলকেই পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা যায়; বাষ্পীয় শকটে গমনাগমনকালে অধিকাংশ যুবাকে পুস্তক অধ্যয়নে নিযুক্ত দেখিয়া অতীব প্রীতিলাভ করা যায়; অনেকের মধ্যে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবও লক্ষিত হইয়া থাকে; সুশিক্ষিতদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক লোককে স্থূল বসনের অনুরাগী দেখিতে পাওয়া যায়; এবং প্রকাশ্য স্থানে ভদ্র মহিলার সমাগমে পূর্ব্বের ন্যায় অধিকাংশ ভদ্রাখ্যাধারীদিগের চক্ষে কুৎসিত চপল ভাবও বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কলিকাতা এবং তদ্ব্যতীত অতি অল্প স্থানের লোক ভিন্ন সাধারণতঃ বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে সাধারণ হিতকর ব্যাপারে অদ্যাপি বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৫২টী জেলা আছে, ইহার অর্দ্ধেক বা ততোধিক স্থানে সাধারণের হিতের জন্য কোন প্রকার সভার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। জেলার অন্তর্গত প্রতিনগরে কএকটী করিয়া বিচারালয় আছে, বিচারালয়ের সহায়তা গ্রহণ করিবার জন্য সেই সেই জেলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে বহুতর লোক আসিয়া তথায় অধিবাস করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিচারালয়ই ইহাঁদিগের একমাত্র মিলনের স্থান। এই স্থানটীতে যে কেহই সদ্ভাবের সহিত মিলিত হয়েন না ইহা লেখা বাহুল্য: আন্তরিক অসদ্ভাবে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্রমে যখন কার্য্যদ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়, পরস্পরের মুখ দর্শন করা দূরে থাকুক, কলহ ও বিবাদে আপনাদিগের এবং আত্মীয় ও অনুচরবর্গের অস্থিচর্ম হইয়া যায়, এবং দেশীয় লোকের সহানুভূতি ও সদ্ভাবের অভাবে প্রতিবাসীদিগের দ্বারা বিবাদ সহজে মীমাংসিত হইবার যখন সম্ভাবনা থাকে না, তখনই তাঁহারা বিচারালয়ে উপস্থিত হয়েন। এই একটীমাত্র মিলনোপায়ের আশ্রয় লইয়া তাঁহারা ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। জেলার নগরবাসী বাঙ্গালী জজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি বাবুরা যাঁহাদিগকে পাড়াগাঁয়ের হাকিমদের মত ২৪ ঘণ্টা চাকরি করিতে হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কাছারি

হইতে আসিয়া আপন বাসগৃহে আবদ্ধ থাকেন এবং নিজ নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাম্রকূটধূমপান করিতে করিতে দুই চারিটা খোসগল্প করিয়া অবকাশ পূর্ণ করেন, সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিলিয়া সাধারণ হিতজনক কোন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে হইলে পাছে হাকিমী পদের মর্য্যাদাহীন হয় এই আশঙ্কায় সদা সাবধানে কালযাপন করেন। উকীল মহাশয়দের মাথা চুলকাইবার অবকাশ নাই, কখন বা মক্কেলের কাগজ পড়িয়া মকদ্দমা রুজু করিবার পরামর্শ দিতেছেন, কখন বা তাঁহাদের সঙ্গে দুটো খোষগল্প করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে "তামাক্ দেরে" বলিয়া চিৎকার করিতেছেন, কখন বা পাশা, তাস কিম্বা শতরঞ্চ খেলায় উন্মত্ত হইয়া নানা অশ্লীল বাক্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি রহস্য-শ্লেষ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত সুশিক্ষার আলোচনা করিতেছেন, এবং কোন সময়ে "সংবাদপত্র" হস্তে লইয়া বিকশিত দন্তে মহামতি ক্যাম্বেল সাহেবের নিন্দাসূচক প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে পল্লিগ্রামস্থ স্থূলবুদ্ধি মক্কেলদিগের সঙ্গে রসাভাস করিতেছেন। মোক্তার বেচারারা দশ আইনের মকদ্দমা হস্তান্তর হইয়া অবধি পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন, খাজানার টাকার অসঙ্কুলান জন্য কাহার জমিদারী লাটে উঠাইয়া বেনামী করিয়া ক্রয় করিয়া লইবেন রাত্রি দিন তাহাই জপ করিতেছেন এবং মক্কেলের অসত্য মকদ্দমা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানা কৌশলে সাক্ষী তালিম দিতেছেন। শিক্ষা বিভাগস্থ মহোদয়েরা অধ্যাপনাকেই বহু অর্থ ও শ্রমার্জ্জিত জ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া সন্তুষ্ট মনে তৃপ্তিলাভের দিন গণনা করিতেছেন এবং আপনার ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও বিলাসের জন্য সর্ব্বদাই শশব্যস্ত রহিয়াছেন।

দুঃখী ও সামান্য পদবীর লোকেরা কাট বিড়ালের সাগর বন্ধনের ন্যায় একবার বালুরাশিতে ঝম্প দিতেছে ও একবার সাগর গর্ভে গাত্রঘর্ষণ করিতেছে। সাধারণের উপকারের জন্য, সামাজিক উন্নতির জন্য অতি অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ সাধারণের হিতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকেন, আমরা যদি দুই এক ঘণ্টা সময়ও ইহার জন্য না দিই, তাহা হইলে আমাদিগের বিদ্যার গৌরব, জ্ঞানের গরিমা কি কেবল পরিবারের মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে? যাহার যেমন শক্তি, যেমন অবস্থা, কেহ বা অর্থ, কেহ বা জ্ঞান, কেহ বা শরীর দিয়া যদি পরোপকারকে—স্বদেশের হিতসাধনকে জীবনের একটী বিশেষ ব্রত রূপে গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের বিদ্যার অভিমান বৃথা, সম্ভ্রমসূচক পদ ও খ্যাতি লাভ করা বিড়ম্বনা মাত্র। হৃদয় চাই, কেবল জ্ঞান লইয়া আপনার জ্ঞানে আপনি উন্মত্ত থাকিলে পরের সেবা করা যায় না, দেশের হিতসাধন করা যায় না। এই পরম মঙ্গলজনক ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত উপকরণ আবশ্যক সে সকল লাভ করিয়াও কেবল হিতৈষণার অভাবে, নিজের মনের উৎসাহের অভাবে, বঙ্গদেশ কি অদ্যাপি কেবল জড়জগতেরই শোভা সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, মানবজীবনে ইহার কিছু মাত্র শ্রীসৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইবে না? সুশিক্ষিত দল মনোযোগী হইলে, উৎসাহী হইলে অল্প দিনের মধ্যে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমির চারিদিক যে জ্ঞান ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুস্তক সমালোচনা।

উদাসিনী। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯৩০।

এই গ্রন্থখানি পদ্যময়, নায়ক নায়িকার প্রেম বর্ণন করাই ইহার প্রসঙ্গ। মনুষ্য হৃদয়ে প্রেমের যে প্রভাব নায়িকার চরিত্রে তাহা সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেম প্রস্তাব প্রায় তিন ভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বানুরাগ, মিলন এবং বিরহ। পরানুরাগ মিলনের মধ্যেই গৃহীত হইতে পারে। প্রেমের পূর্ব্বানুরাগ বর্ণন করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কবি দেখাইয়াছেন এই পূর্ব্বানুরাগ এত প্রবল হয়, যে ভিখারিণী রাজসম্পদ পাইলেও তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিতা হয় না, মিলন ব্যতীত সে অনুরাগ কিছুতেই পরিতুষ্ট হইবার নহে। ভিখারিণী রাজরাণী হইতে পারিতেন তবু তাঁহার প্রেমপাত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, রাজনন্দিনী উদাসিনী হইয়াছেন, নিরাশ্রয় দেশে বনচারিণী হইয়াছেন, তবু তাঁহার প্রেম প্রতিমার পূজা হইতে বিরতা হইতে পারেন নাই। এরূপ পূর্ব্বানুরাগ মানুষী মধ্যে দুর্লভ বটে। অথবা ইহা কেবল কাব্যজগতেই সম্ভব হইতে পারে। এরূপ পূর্ব্বানুরাগের প্রয়াসী হইয়া মানব সর্ব্বত্যাগী হইলেও তাহার সুখ আছে। নায়কের প্রেমব্রতে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সকল শিল্পীই প্রকৃতির দাস। প্রকৃতির অতীত হইবার কাহারো সাধ্য নাই। কবি কেবল একাকী প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া যান। কবি প্রকৃত জগতের উপরে আর একটী নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন। পার্থিব প্রকৃতি যদি রজতময় হয়, কবি তাহাকে কণকভূষণে মণ্ডিত করেন। পার্থিব জগতী যদি দুঃখময়ী হয়, কবি একটী নূতন সুখময়ী স্বর্ণপুরীমধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান। পার্থিব জগতে ইন্দ্রিয়পরায়ণা, রিপু পরতন্ত্রা কামিনীগণ, কবির জগতে সুরলোকবাসিনী মনোরমা অপ্সরীগণ, আমাদিগকে মায়া মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখে। এজগৎ কঠিন মৃত্তিকাময়, কবির জগৎ কমনীয় ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ। কুসুমিত কুঞ্জনিকর, স্বচ্ছ সরোবর, ইন্দ্রালয়, সুবর্ণমণ্ডিত সুমেরু প্রভৃতি সুখময় দেববাঞ্ছিত স্থানে কবি আমাদিগকে লইয়া যান। কবির এইরূপ দেব কার্য্য সার ফিলিপ

সিড্নী তাঁহার কবিতা বিষয়ক প্রস্তাবে বর্ণন করিয়াছেন। বাস্তবিক প্রকৃত কবিগণের কল্পনা জগতে আমরা এই কথার সত্যতা সম্যক্ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া থাকি। সমালোচ্য কাব্যে নায়িকার প্রেম, রতি ও মদনের কল্পনা এই কথার সারবত্তা কিয়ৎপরিমাণে প্রমাণ করিয়া দিতেছে। গ্রন্থের শেষ সর্গটী কবিত্ব পূর্ণ। দেবগণের মদনসায়কের শক্তিপরীক্ষাস্থলটী অতি সুন্দররূপে কল্পিত হইয়াছে। বনদেবতারূপিণী রতি যে রূপে নায়িকার সহায়তা করিয়া নায়কের সহিত তাহার মিলন সম্পাদন করিয়া দিলেন ইহা কাব্য কল্পনার সমুচিত বটে। বনদেবী ও তদীয় সহচর, রতি এবং মদন রূপে অবশেষে প্রকাশিত হওয়াতে আখ্যায়িকার যেরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

নানাবিধ ছন্দপ্রয়োগে রচনার বৈচিত্র সম্পাদিত হওয়াতে কাব্যখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। রচনা সরল, দুর্ব্বোধ নহে এবং অনায়াসসম্পন্ন হইয়াছে। শেষ সর্গের ছন্দ রচনাও বিশেষ সুমধুর হইয়াছে।

এতক্ষণ আমরা এই প্রস্তাবের গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। নিরপেক্ষ ভাবে ইহার দোষ গুলি প্রদর্শন করাও আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই কার্য্যটি আমরা অত্যন্ত বিপ্রিয়জ্ঞান করি বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইলেও প্রত্যবায় আছে। যাহাহউক গ্রন্থকার ইহাতে কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

প্রথমতঃ কাব্যের প্রসঙ্গ। প্রেম প্রসঙ্গে আমাদিগের আর রুচি নাই। ভারতবর্ষ প্রেম প্রবাহে প্লাবিত হইয়াছে—উৎসন্ন গিয়াছে। এতদ্দেশীয় সাহিত্য প্রেম প্রস্তাবে পরিপূর্ণ। সংস্কৃত কাব্য নাটকে প্রেম, বঙ্গীয় কাব্য নাটক এবং উপন্যাসও প্রেম। প্রেম চিন্তা প্রেম স্বপ্ন, প্রেমকল্পনা। আমাদিগের বীরেরাও প্রেমবীর, প্রেমবীরেরই আদর্শ সুধীগণও আমাদিগের মানস মুকুরে প্রদর্শন করিতেছেন। বঙ্গকবি! উচ্চতর আদর্শ কি তুমি কল্পনা করিতে পার না; উচ্চতর চিন্তা ও ভাব তোমার মনে কি স্থান পায় না!

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থের কল্পনা। বঙ্গবাসীর জীবন তত শ্রমশীল নহে। ইউরোপীয় জাতিগণের ন্যায় আমরা অবিশ্রান্ত কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত নাই আমাদিগের মানসিক কার্য্য ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। যে জাতি, সর্ব্বদাই চিন্তায় মগ্ন, ভাবনায় অক্লিষ্ট, কার্য্যে অবিশ্রান্ত, তাহাদিগের বিশ্রাম ও আরামের জন্য উপন্যাসাদির বিশেষ প্রয়োজন। তাহারা দুঃখের পৃথিবী হইতে কিয়ৎকালের জন্যও উপন্যাসের কাল্পনিকসুখময় দেশেও বিশ্রাম লাভ করে। কিন্তু উপন্যাসাদিতে আমাদিগের তত প্রয়োজন বোধ হয় না। আমাদিগের জীবন বিশ্রামপর, উপন্যাস পাঠে আমাদিগকে আরও নিদ্রাতুর করিবে। কিন্তু আমাদিগের কবিগণ সেই আখ্যায়িকা ভিন্ন আর কিছুই লিখিতে জানেন না। বঙ্গ কবি, অদ্ভুত উপন্যাস ভিন্ন, তুমি কি উচ্চতর চিন্তার পথ প্রদর্শন করিতে পার না?

তৃতীয়তঃ গ্রন্থের আখ্যায়িকা। উদাসিনীর আখ্যায়িকা যৎসামান্য। এরূপ আখ্যায়িকাতে কবিত্ব প্রদর্শন করিবার অল্পই অবসর হয়। কবির আখ্যায়িকাতে কবিত্ব প্রদর্শন করিবার স্থল অধিক থাকা উচিত। স্কটের কোন আখ্যায়িকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। তাহাতে ঘটনাযোজনা অধিক নাই, কিন্তু কবিত্ব বিকাশের স্থল বিস্তর। সমালোচ্য আখ্যায়িকার ঘটনা যোজনাতেও অনেকগুলি অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে। তদ্রূপ কতিপয় প্রধান দোষ মাত্র আমরা প্রদর্শন করিতে পারি। সরলা যে প্রকার অবস্থায় আপনার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, তাহাতে তাহার অনেকগুলি কবিতাময় সুদীর্ঘ বর্ণনা সঙ্গত বোধ হয় না। একবার দর্শন মাত্র নায়ক নায়িকার প্রবল অনুরাগ সঞ্চার অত্যন্ত পুরাতন কল্পনা, ইহা তত স্বভাব সিদ্ধ বলিয়াও বোধ হয় না। সরলা স্রোতে ভাসিয়া গেলেন, জীবন রক্ষার জন্য নানাবিধ চেষ্টাও করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্র তাহাকে ঝাঁপ দিয়া, তুলিয়া আনিয়া জীবন রক্ষা করিল। এত কাণ্ডের পর তাহার জিজ্ঞাসায় ত্রস্ত ও সঙ্কিত ছিল। রাজমন্দিরেই রাজকুমারের সহিত সরলার বিবাহ উপস্থিত। রাজকুমার জানিতেন সরলার সে বিবাহে কতদূর ইচ্ছা আছে। রাজকুমার আরও জানিতেন, সরলা কাহার অনুগামিনী। এরূপ স্থলে রাজ নিকেতনে বিবাহ দিবসেই যে সরলাকে একাকিনী রাখা হইবে, এবং একাকিনী, যে উদ্যানে তাহার প্রেমপাত্র সুরেন্দ্র আসিত, সেই উদ্যানে তাহাকে বিহারিণী হইতে দেওয়া হইবে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। আখ্যায়িকাতে এরূপ অনেক গুলি অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হইল। ইহাতে উপন্যাস অদ্ভুত হয় বটে, কিন্তু অসম্ভব ও অস্বাভাবিক অদ্ভুত বর্ণনে বিরক্তি জন্মে।

চতুর্থতঃ গ্রন্থের কবিতা গুলি দুর্ব্বোধ নয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে যথোপযোগী শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। অনেক স্থলে শব্দ গুলি কণ্টকবৎ সংবিদ্ধ হয়। রচনা সরল বটে, কিন্তু প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট নহে। স্থানে স্থানে মিত্রাক্ষর কবিতা অমিত্রাক্ষরের ন্যায়ও পঠিত হয়। ৩ পৃষ্ঠার শেষ চারি পংক্তি আমরা উদাহরণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারি। কবিতার এমত একটী পদ নাই যাহা আপনি মুখস্থ হইয়া যায়। সুকবিতার এই একটী প্রধান লক্ষণ। পরিশেষে বক্তব্য এই, সমুদায়তঃ ধরিতে গেলে কাব্য খানি মন্দ হয় নাই, পাঠ যোগ্য বটে, বিশেষতঃ ইহার মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য অতি সুন্দর হইয়াছে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আগামী ২১ এ মার্চ্চ সেনেট গৃহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণার্থ সভা হইবে।

বঙ্গদেশের সকল জেলাতেই ইতিমধ্যে গ্রীষ্মাধিক্য হইয়া ওলাউঠা রোগের বৃদ্ধি হইতেছে। মেদিনীপুর, হুগলী, নদিয়া ও রাজসাহীতে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারী কিরূপ বিচার করেন, অদ্যাপি বুঝা যাইতেছে না। বিচারের শীঘ্র মীমাংসা হয়, এজন্য সুরেন্দ্র বাবু ইংলণ্ডে পুনর্যাত্রার মানস করিয়াছেন।

জনরব উঠিয়াছে, তারকেশ্বরের মহাদেব তারকেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূরবর্ত্তী আর একটী বিগ্রহে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাত্রী সকল দলে দলে সেই খানে যাইতেছে। দশ জনে মনে করিলে কাষ্ঠ প্রস্তরকে দেবতা করিতে এবং দেবতাকে কাষ্ঠ প্রস্তর করিতে যত বিলম্ব লাগে না।

দার্জিলিঙ সমাচার বলেন, ইতিমধ্যে ৫০ মাইলের অধিক স্থান যুড়িয়া উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের রেল বসিয়াছে এবং কার্য্য সকল অতি সত্বর গতিতে চলিতেছে। জলপাই গুড়ির দক্ষিণে টেলিগ্রাফও খাটান হইয়াছে।

পশুপীড়ন নিবারণী সভা ।/০ আনা দামের এক প্রকার জাল ঢাকা চাঙ্গারী প্রস্তুত করিয়া পশুদিগের কষ্ট অনেক যন্ত্রণা পরিমাণে নিবারণের উপায় করিয়াছেন। মুরগী, ছাগল প্রভৃতি পায় দড়ী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়াতে তাহাদিগের যার পর নাই কষ্ট হইত।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতার জষ্টিস্ অফ দি পিস দিগের সহকারী সভাপতি বাবু উমেচন্দ্র দত্ত ও ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আইন অধ্যাপক বাবু শ্যামাচরণ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেন।

হগ সাহেবের স্ত্রীর সহিত বিবাহচ্ছেদ মীমাংসা দৃঢ়তর হইয়াছে এবং তাহার বিপরীতে যে আবেদন করা হয়, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এপ্রেলের প্রথমেই যে গমন করিবেন তাহা ঠিক নহে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন চিকিৎসকেরা তাঁহাকে যত দিন নিবারণ না করেন এবং সাধারণের উপকারার্থ যতদিন তাঁহার এখানে অবস্থান আবশ্যক হয়, তিনি তত দিন থাকিতেছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ওয়াইমান সাহেব এবং অনরেবল রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পদত্যাগ করাতে টি ডবলিউ ক্রফ্ট এবং বাবু দুর্গাচরণ লাহা তাঁহাদের স্থলাভিসিক্ত হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কলিকাতায় চাউলের দর মণকরা ৷৷০ আনা করিয়া কমিয়া গিয়াছে।

অমৃতবাজার বলেন, পূর্ব্বে লবণ খরিদের নিমিত্ত লাইসেন্স লইতে হইলে ষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করিতে হইত, এক্ষণ শুদ্ধ শাদা কাগজে দরখাস্ত করিলে হইবে।

সোমপ্রকাশের মাইটঘরস্থ সংবাদদাতা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে দিনাজপুর জেলার সুন্দরপুর নামক স্থানের জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি উপায়ান্তরাভাবে স্বীয় যুবতী স্ত্রীকে অপরের নিকট নয় টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। হতভাগ্য পেটের জ্বালায় এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কি শোচনীয় ব্যাপার!

দিনাজপুরের বাবু হরিমোহন চাদের অধীনে প্রায় ছয় সহস্র লোক খাটিতেছে। উহাদের মধ্যে চারি শত স্ত্রীলোক। হরিমোহন বাবু ইহাদিগকে পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। রাণী শ্যামমোহিনী দরিদ্রদিগের সাহয্যার্থ ৪ চারি সহস্র টাকা দিয়াছেন।

লার্ড নর্থব্রুক মাতলায় গিয়া চাউলের কল দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি পোর্ট কানিঙ কোম্পানির এজেন্টদিগের সম্বর্দ্ধনায় এবং চাউলের কল প্রভৃতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মাতলা রেলওয়ের ম্যানেজার বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় এই উপলক্ষে তাঁহার নিকট পরিচিত হন।

সহচর বলেন মাকফার্সন হিন্দু আইন সংক্রান্ত একটী প্রয়োজনীয় মীমংসা করিয়াছেন। গোবিন্দ চন্দ্র সরকার মৃত্যুকালে তাহার স্ত্রীকে ১৫,০০০ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ দিয়া যান। তাঁহার পুত্রেরা এক্ষণে সম্পত্তি বিভাগ করিবার আবেদন করাতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বলেন যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তিনিও পুত্রদিগের সহিত এক অংশ পাইতে পারেন। বিচারপতি এই তর্ক স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তিকে অপর সম্পত্তিভুক্ত করিয়া অংশ করিতে হইবে।

বেঙ্গল টাইমস্ বলেন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ বিল প্রভৃতিতে ইংরাজীতে যে প্রকার স্বাক্ষর করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নাম পাঠ করা কঠিন হয়। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তন্নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন যে এখন অবধি তাঁহাদিগকে মাতৃভাষায় স্পষ্ট করিয়া নাম লিখিতে হইবে। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের নাম পাঠ করাও সহজ ব্যাপার নহে, তাহাদিগের জন্য কি নিয়ম করা হইবে? সর জর্জ্জ কাম্বেলের হস্তাক্ষর লইয়া যেরূপ টানাটানি, তাহাতে তাহার লেখার নমুনা দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়।

২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের কাছারির মধ্যে ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটী হাজত গৃহ হইতেছে। এক্ষণে হাজতি কয়েদিরা আলিপুরের জেলে থাকে, তথা হইতে আদালত কিছু দূরে অবস্থিত। মধ্যে দুই এক জন কয়েদি রাস্তা হইতে পলায়ন করাতে এই বাটীটী প্রস্তুত হইতেছে।

সহচর বলেন শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত দাই ও আয়ারা তাহাদিগেকে আফিম খাওয়াইয়া দেয়। হাবড়ায় সম্প্রতি একটী ইউরোপীয় শিশুকে একজন দাই আফিম খাওয়ায়, তাহাতে সেটী মৃতপ্রায় হয়। দাইয়ের স্বামী ও সপত্নী তাহাকে এবিষয়ে সাহায্য করে। হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রট রিকেট্স সাহেব দাইয়ের কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর এবং তাহার স্বামির ও পত্নীর ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

আনন্দের বিষয় বাবু চারুচন্দ্র দত্ত, রাজকৃষ্ণ সেন ও আলফ্রেড নন্দী বারিষ্টার হইয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন ৩।৪ দিন হইল নবাবপুরের এক স্বতারের ঘরে চোর প্রবেশ করিয়া প্রায় হাজার টাকার অলঙ্কারাদি সিন্দুক হইতে অপহরণ করিয়াছে। এপর্য্যন্ত চোরের অনুসন্ধান হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু রূপচন্দ্র দাস, মেঃ ফ্রেজর সাহেব ঢাকার অনরেরি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

দিনাজপুর হইতে কোন বন্ধু উক্ত পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে তথায় খেতে নাদিতে পারিয়া অনেকে বালক বালিকা পথে ঘাটে ফেলিয়া যাইতেছে। দিনাজপুরর চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত অন্ন কষ্ট উপস্থিত॥

উত্তর পশ্চিম।

আগ্রা বিভাগে বেসকুলের মধ্যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

পাইওনিয়ার ‘ইউরোপীয় বহু বিবাহ’ নামে একটী প্রস্তাব লিখিয়া অনরেবল হবহাউসকে অনুরোধ করিয়াছেন, আবদুল্লা গ্রীণ এবং সেক আবদুল মেলবিলের কুদৃষ্টান্ত নির্ম্মূল যাহাতে হয় এরূপ ব্যবস্থা হউক।

সার উইলিয়ম মুইর ওখলার আগ্রা খাল খুলিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে দিল্লী গমন করিয়াছেন।

রুসীয় যে কয়টী সম্ভ্রান্ত লোক ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে দেরাধুনে ব্যাঘ্র শিকার করিতেছেন।

কানপুরের রাজা ধীরাজ সিংহের ঋণ পরিশোধার্থ গবর্ণমেণ্ট ৯৫০০ টাকা হাওলাত দিয়াছেন। রাজাকে এটাকা ২০ বৎসরের কীস্তিবন্দীতে শোধ করিতে হইবে এবং বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইবে। রাজার এ দুঃস্থতা দেখিয়া কার না দুঃখ হয়?

মুসুরী হইতে দিল্লিগেজেটে একজন পত্র লিখিয়াছেন যে রুসিয়া হইতে যে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এদেশে শিকার করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের এক জন প্রায় প্রাণ হারাইতেৎ রক্ষা পাইয়াছেন। ইনি একটী ব্যাঘ্রের প্রতি গুলি করেন। ব্যাঘ্র পলায়ন করে এবং হস্তী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। সম্মুখে একটী গহ্বর থাকে এবং ব্যাঘ্র, হস্তী ও উহার সোয়ার তন্মধ্যে পড়িয়া যায়। ব্যাঘ্রটি লম্ফ দিয়া হস্তীর মাথার উপর উঠে, কিন্তু রুসীয় ভ্রমণকারী তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলি করেন। ব্যাঘ্রের নখ তাহার শরীরে অল্প বিদ্ধ হইয়াছিল এবং ব্যাঘ্র যখন ভূপতিত হয়, তিনিও সেই সঙ্গে পড়িয়া যান। সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্রটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় এবং শিকারী মহাশয় গর্ত্ত হইতে কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করেন।

মান্দ্রাজ।

টাঞ্জোরে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু তথায় যেরূপ সুবৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সুবিধার আশা করা যায়।

২০ এ জানুয়ারি উত্তর, উটেনগরী এবং কাবেরীপত্তনে ভূমিকম্প হইয়াছে। ১৯ এ তারিখে আর্কোনে ভূমিকম্প হইয়া ৩ মিনিট পর্য্যন্ত কম্পন স্থায়ী ছিল।

বাঙ্গালোর একজামিনার বলেন, মহরম ও হলী উৎসব এক সময়ে উপস্থিত হওয়াতে তৎপ্রদেশে যত দিন মহরম শেষ না হইবে, তত দিন হলী আরম্ভ হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

বোম্বাই।

বোম্বাই আর্গস বলেন, গত ফেব্রুয়ারিতে হলকার ষ্টেট রেলওয়ের খাণ্ডোয়া ষ্টেসনে একটী দুর্ঘটনা হয়। মালের গাড়ী ১৪ খানি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, সৌভাগ্যের বিষয় কোন প্রাণ হানি হয় নাই। ঐ দিবস পূর্ব্ব ভারতবর্ষের রেলওয়ের গাজিয়াবাদেও একটী দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, কিছু দিন হইল বোম্বাইর গবর্ণরের সহিত ভদ্রস্থ পারসীরা গোপনে সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে তিনি উহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ অত্যাচার আর হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

বোম্বাই বাসী ৫০ জন মুসলমান পুলিস কমিসনর সুটার সাহেবের নিকট প্রার্থনা করে, যে মহরমে সমারোহ পূর্ব্বক বাহির হইবার প্রতিরোধক যে নিয়ম প্রচারিত হয়, তাহা রহিত হউক। সুটার সাহেব প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং বোম্বাইর শাসন কর্ত্তাও সেই মতে মত দিয়াছেন।

বোম্বাই সেনাদলের সর্জন পিটারের সহিত রেবরণ্ড ধঞ্জী ভাই নৌরজীর জ্যেষ্ঠ কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ইংরেজ দিগের সহিত দেশীয় দিগের কুটুম্বিতা আনন্দকর সন্দেহ নাই।

গত শনিবার মহরমের শেষ দিন উপলক্ষে কলিকাতার ন্যায় বোম্বাই হাইকোর্টের অরিজিনেল বিভাগ বন্ধ হয়। আর কখন এ উপলক্ষে এ কোর্ট বন্ধ হয় নাই।

বোম্বাইতে বাজীওয়ালা কুম্বিনের একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। দড়ী খাটাইয়া যেমন তিনি ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে যাইবেন, যে খুঁটীতে দড়ী টাঙ্গান ছিল, আলগা হইয়া যায়। ইহাতে আর কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল রঙ্গের পাত্রটী ভাঙ্গিয়া যায়। যাহাহউক তিনি তৎক্ষণাৎ দড়ী খুঁটী ঠিক করিয়া খেলা দেখাইয়া দর্শক মণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন, কেবল পাত্রটী ভগ্ন হওয়াতে নূতন কৌশল দেখাইতে পারেন নাই।

ইউরোপ।

ডাক্তার ফেরার আর ভারতবর্ষে আসিবেন না। তিনি লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া আফিসের মেডিকাল আডবাইসার, রানল্ড মার্টিনের উত্তরাধিকারী হইতেছেন।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স রুসীয় ভূগোল সভার অবৈতনিক সভ্য হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের সাহায্যার্থ যে ইংরেজ সর্ব্বপ্রথমে স্বাক্ষর করেন, তিনি আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন। তিনি লিডস্ নিবাসী এল মেডলী, তিনি ৫০০০ টাকার একখানি চেক লর্ড মেয়রের নিকট পাঠাইয়াছেন।

লণ্ডনে গত মাসে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির যে ষাণ্মাসিক অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি ডবলিউ আর ক্রাফোর্ড প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন 'দেশীয় আরোহীর প্রতি রেলওয়ের যে কোন কর্ম্মচারী কোন প্রকার অত্যাচার করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হইবেন। এসকল কথা লেখাতেই থাকে, দেশীয় আরোহীদিগের উপর প্রত্যহ যে অত্যাচার হয়, তাহা সংগ্রহ করিলে বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, ইংলণ্ডে এইক্ষণ যতগুলি বাঙ্গালী অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে তিন দল। কয়েকটী ব্রাহ্ম আছেন তাহারা একটী উপাসনা সমাজ করিয়াছেন ও সময়ে সময়ে ধর্ম্মালোচনা করেন, ইহাদের চরিত্রে সকলের শ্রদ্ধা আছে। দ্বিতীয় দলের ধর্ম্মে মতিগতি নাই। ইহারা সাহেব সাজিয়াছেন, সাহেবদের বাহিরের কায়দা ও খাওয়া পরার সুখ সম্ভোগ নিয়াই ব্যস্ত। ৩য় দল কেবল লেডিদিগের পশ্চাতে২ বেড়ান। ইহারা ইংলণ্ডে যাইয়া অতি নীচ শ্রেণীর ফিরিঙ্গি হইয়াছেন। ইহারা বাঙ্গালি জাতির কলঙ্ক। ইহারা বিলাতে না গেলে ভাল ছিল। আমরা আশা করি, আমাদিগের বিলাতগামী বন্ধুগণ স্বজাতির সহিত সহানুভূতি সংরক্ষণ করিয়া আপনাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

আমাদিগের মহারাণী বিক্টোরিয়ার বার্ষিক আয় ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মাত্র, পৃথিবীর প্রায় সকল রাজার অপেক্ষা ইনি স্বল্পায়। রুসীয় সম্রাটের বার্ষিক আয় ১ কোটী, ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, তুরস্ক সুলতানের ৯০ লক্ষ, অষ্ট্রীয় সম্রাটের ৮২ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা।

মহারাণীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অব কেম্ব্রিজকে যে ব্যক্তি আঘাত করে, তাহার বিনা পরিশ্রমে এক মাস মেয়াদ হইয়াছে।

ইংলণ্ডে টিকবর্ণ ঘটিত যে মকর্দ্দমা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছিল, তাহার শেষ হইয়াছে। টিকবর্ণ জুয়াচোর বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে এবং তাহার ১৪ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে।

আফ্রিকা হইতে ইটালিতে দুইটী আশ্চর্য্য বামন আসিয়াছে। এক জনের বয়স ১৮ বৎসর, কিন্তু উচ্চে ৪০ ইঞ্চির বেশী নহে। অপরের ১৬ বৎসর কিন্তু উচ্চে ৩০ ইঞ্চি মাত্র। উহাদের উদর খুব স্থূল, হস্ত পদ কৃশ, মস্তক গোলাকার, বর্ণ তাম্রের ন্যায়, কেশ ঘন ও অত্যন্ত পুরু।

বিবিধ।

জাঞ্জিবারের সুলতান ৪ লক্ষ টাকায় এক জাহাজ ভাড়া করিয়াছেন, তিনি সপারিষদ উহাদ্বারা ইংলণ্ডে গমন ও তথাহইতে প্রত্যাগমন করিবেন।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনা যাইতেছে। নূতন মঠ প্রস্তুত হইয়াছে, ধর্ম্মপুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রচারকদল সংগঠিত হইতেছে।

হিরাটে একটী যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মসেডের সাজাহা একদল পারস্য সৈন্য সসজ্জ করিয়াছেন। নূতন দুর্গ পরিত্যাগ না করিলে হিরাট আক্রমণ করিবেন। আকুব খাঁ সাজাদার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, অনেকের এই প্রকার অনুমান।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বোখারাতে ১০ জন রুসীয় কর্ম্মচারী আসিয়া নগরের রাস্তা ও বাজার প্রশস্ত করিতেছেন। কেবল রুসীয় বণিকদিগের উপকারার্থে তাহারা একটী নূতন খাল কাটিবেন ও বাজার বসাইবেন।

রুসীয়েরা হীরটের অনতিদূরস্থ মার্ব্ব নগর আক্রমণার্থ বোখারাতে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। নগর বাসীরা বলিয়াছে "যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, অধীনতা স্বীকার করিব না; আমরা শেষ না দেখিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইব না এবং অবশেষে ধন্দাধুরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

আসান্টির সহিত ইংলণ্ডের যে সন্ধির কথা শুনা গিয়াছিল, তাহা এখনও দূরের কথা বোধ হইতেছে। লণ্ডন হইতে গত ২৩এ ফেব্রুয়ারি টেলিগ্রামে সংবাদ আসিয়াছে যে আকুব নামক স্থানে একটী ঘোরতর সংগ্রামে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

এক সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, পৃথিবীতে তিনশত ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ২৩০টী ভাষাতে বাইবেল অনুবাদিত হইয়াছে।

হেভেনা, ব্রেজিল, গায়েনা ও মেক্‌সিকোতে এক প্রকার দীপমক্ষিকা সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা রাত্রিতে ভ্রমণ করে, তাহারা স্ব স্ব পাদুকায় এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে সংযুক্ত করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা দীপালোকের ন্যায় অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায় এবং সর্পাদিও পলায়ন করে। মেক্‌সিকোর কামিনীগণ ইহাদিগকে বহু মূল্য রত্ন স্বরূপ পরিধান করে। এই জন্য তাহারা উহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক পুষিয়া থাকে।

পূর্ব্ব আসিয়ার প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত ও জাতিতত্বের অনুসন্ধানার্থ কতকগুলি জার্ম্মান্ জাপানে য়েকোহামা নগরে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন।

সার জঙ্গ বাহাদুর নেপাল অরণ্য হইতে ৫৭ টী হস্তী ধৃত করিয়াছেন।

প্রেসবিটিরিয়ান্ মিসন বোর্ড গত বর্ষে আরবী, পারসী, সিরীয়, তুরুস্ক, হিন্দুস্থানী, শ্যাম, জাপানী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় স্বকীয় যন্ত্রে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ লক্ষ পৃষ্ঠা পরিমিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সাহিত্য মুদ্রিত করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়।

দক্ষিণ দেশস্থ অর্থাৎ ডায়মণ্ড হারবর রোডের পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশস্থ প্রজা বর্গের কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যসৌকর্য্যার্থে গবর্ণমেণ্ট বিবিধ হিতকর কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্থানীয় প্রজাগণের অভিপ্রায় কি? অর্থাৎ কিরূপ হইলে দেশের ও তাহাদিগের উন্নতি ও হিত সাধন হয় তাহা অবগত না হইয়া স্বেচ্ছাচারী কর্ম্মচারীগণ গবর্ণমেণ্টের নিরর্থক অর্থব্যয় পূর্ব্বক সমূহ অনিষ্ট করিতেছেন। ইহার দৃষ্টান্ত—সোণামুখী হইতে, শরিষা গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত কাটাখালের অন্তর্গত, জোবরাল ও কামার পোল গ্রামের সীমানায় যে দুইটী পাকা পোল আছে ও শরিষার সীমানা হইতে রাজারহাট পর্য্যন্ত খনিত খালে যে একটী পাকা পোল নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নৌকা গমনের অনুপযোগী। তন্মধ্যে ফতেপুরের পোল আবার অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়ত, এমন কি একটী ছোট ডোঙ্গা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাতায়াত করিতে পারে না, এজন্য প্রজাগণের ধান্য চাউল ও খড় ইত্যাদির বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদনের ও গমনাগমনের নিতান্ত ব্যাঘাত ও অসুবিধা হইয়াছে। আর ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ডায়মণ্ড হরবরের এলাকার অন্তর্গত সোণামুখীর খাল হইতে খোলাখালীর ডাক রোডের উত্তর পার্শ্ব হইয়া ডায়মণ্ড হরবরের রোডের পশ্চিম, শরিষার সীমানার নয়ানজুলি দিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে নাগাইদ কাওরাপুকুরের কাটা খাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ২০ মাইল পথ যে একটী নূতন কাটা খাল সংলগ্ন করণের কল্পনা করিয়া তাহার কিয়দংশ অর্থাৎ সোনামুখী হইতে রাজার হাট পর্য্যন্ত ১০ মাইল খনন করেন, তাহা বন্ধ থাকায়, ও সাবেক নৌকাদি গমনাগমনের কুশবেড়িয়ার খালের শাখা যাহা শরিষা হাটের দক্ষিণ সীমা হইয়া ডায়মণ্ড হারবরের রোডের নয়ান জুলীতে মিলিত ছিল তাহার মহড়া উপরি উক্ত খনিত খালের ভেড়ি দ্বারা বন্ধ হওয়ায় ডোঙ্গাদি যাতায়াত করিতে পারে না, সুতরাং প্রজাগণের বাণিজ্য কার্য্যাদির উন্নতিসাধন দূরে থাকুক বরং ক্রমেই অবনতি হইতেছে ও অসুবিধার পরিসীমা নাই। অতএব গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা যে সোনামুখীর কাটা খালের অন্তর্গত জোবরাল ও কামার পোলের সীমানার দুইটী পাকা পোল নৌকা গমনাগমনের উপযোগী করিয়া ও ফতেপুরের সীমানার পোল ও শরিষা হাটের নিকটবর্ত্তী নূতন খালের ভেড়ি কাটিয়া ডোঙ্গা গমনাগমনোপযোগী পোল প্রস্তুত করিয়া দিয়া অস্মদ্দেশস্থ প্রজাবর্গের অসীম কষ্ট দূর করেন ইতি।

সন ১২৮০। ২৬ মাঘ। শ্রীগোপীমোহন বসু।

১। বারাণসীর হিন্দু অধিবাসীগণের, দোল যাত্রা অদ্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল এবং মুসলমানদিগের মহরমও নির্ব্বিবাদে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই জাতিমধ্যে কলহ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু জগদীশ্বর তাহাহইতে উভয় জাতিকেই রক্ষা করিয়াছেন। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপাদির বিষয় আমি অনেক অজ্ঞাত; কিন্তু আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি এবং দেখিয়াছি যে তাহারা অশ্লীল বাক্য জন সমাজে অল্পই ব্যবহার করিয়া থাকে। এখনকার হিন্দুস্থানী দিগের দোলে যে কি আমোদেই হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারাই জানেন। ইঁহাদের আমোদ প্রমোদের, প্রথা, বোধহয় বঙ্গবাসী গণ অনেকেই না জানিতে পারেন। ইহারা দোলের পূর্ব্ব দিবস পথিমধ্যে এক বেদী প্রস্তুত করে, এবং স্বীয়োপার্জ্জিত, বা প্রথানুসারে ভিক্ষোপার্জ্জিত, বা অপহৃত কাষ্ঠ সমূহ একত্র করিয়া ঐ বেদীর উপর এক ভয়াবহ অগ্নি প্রজ্বলিত করে। পূজাদিও তথায় করিয়া থাকে এবং ঐ প্রজ্বলিত বহ্নির পার্শ্ব চতুষ্টয়ে ইহারা অপরিমিত অশ্লীলতা পূর্ণ বাক্য ব্যয় করিতে থাকে। এমন কি, নগরী মধ্যে যথায় ইচ্ছা তথায় গিয়াই অনায়াসে কুৎসিত বাক্য উদ্‌গীরণ করিতে থাকে। বঙ্গদেশে যেমন ছলী গাহনার প্রথা; এদেশে তাহার স্থানে গালাগালি করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু কাশীবাসী "আগড়ওয়ালাদিগের মধ্যে ঠিক বঙ্গদেশীয় ছলীর প্রথা সম্যক্‌রূপে প্রচলিত দেখিয়া প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া উঠে। এবার খোট্টাদিগের দৌরাত্ম্য এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে স্ত্রীলোক মাত্রেই হলির দুই দিবস গৃহ দ্বার উদঘাটন করিয়া থাকিতে পারে নাই। দোলের দুই দিবস যেন ইহাদের পদ সেরাজাদ্দৌল্লা নবাব হইতেও এক পৈঠা উচ্চ হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট তো, ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ হয় বলিয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন না' কিন্তু অশ্লীল বাক্যোদ্‌গীরণ করা যে কোন্ ধর্ম্মের অংশ তাহাতো আমরা জানি না।

২। বিগত ২১ শে ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ চতুর্থ ঘটিকার সময় এখানকার নর্ম্মাল স্কুলে রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডল্ সাহেব, ", পরম পিতা পরমেশ্বরের ধর্ম্ম" এই বিষয়ে এক অত্যুৎকৃষ্ট মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিবস তথায় অনেক লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত সাহেব বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, কিন্তু বক্তৃতার সময় তিনি অনুপস্থিত থাকায় অনেক লোক ফিরিয়া যায়। যাহা হউক ২১ শে তারিখের বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ পরম পরিতোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন।—ইনি এক জন ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টান কিন্তু আপনাকে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলেন।

৩। বিগত বর্ষ অবধি বানারস্ কলেজ এবং জয়নারায়ণ কলেজের ছাত্রগণের পাঠ্য বেতন কমিয়া যাওয়াতে, এবৎসর উক্ত কলেজদ্বয়ের, অনেকানেক শিক্ষক শ্রেণীসহ (এবলিস্) দূরীভূত হইতেছেন। বানারস কলেজের নিম্ন পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত আপাততঃ থাকিয়া গেল। জয়নারায়ণ কলেজের অনেক শিক্ষকের বেতন ন্যূন করা হইয়াছে এবং হিন্দী ও সংস্কৃত শ্রেণীর অনেক গুলি শিক্ষক শ্রেণীসহ দূরীভূত হইয়াছেন। জনরব যে এলাহাবাদ মিউর সেণ্ট্রাল কলেজ ভিন্ন বানারসের কোন

কলেজেই আর এম, এ শিক্ষা দেওয়া হইবে না ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুর এমন অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

২০এ ফাল্গুন
১২৮০

গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটর। ১৪ ফাল্গুন বুধবার রজনী। নীল দর্পণ নাটকাভিনয়।

অদ্যকার অভিনয় দর্শকেরা আগ্রহের সহিত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তোরাপ, সৈরিন্ধ্রী ও ক্ষেত্রমণির অভিনয় কার্য্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইয়াছিল। উড্ সাহেব, নবীন মাধব, আদুরী ও পদী ময়রাণীও উত্তম রূপে অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

চারি জন বালক পদী ময়রাণীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা দেখিতে বেশ কৌতুকাবহ বটে, কিন্তু এরূপ ব্যবহারে বালকদের অনিষ্টের সম্ভাবনা। পদী ময়রাণী যে শ্রেণীর লোক, তাহার অঙ্গ ভঙ্গিতে বিলক্ষণ তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যে সময় ক্ষেত্রমণির সতীত্ব বিনাশার্থ দুরাচার রোগ সাহেব বল প্রকাশ করিতেছিল, সে সময় হঠাৎ নবীন মাধব ও তোরাপের দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ অত্যন্ত সুদৃশ্য হইয়াছিল। তোরাপ কর্ত্তৃক রোগ সাহেবকে আক্রমণ, প্রহার ও তিরস্কার যেরূপ ভাব ভঙ্গি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সন্তোষকর হইয়াছিল। ইহাতে দর্শকগণ বিশেষ আনন্দ ও রোগ সাহেবের প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইহা দেখিয়া শুনিয়া কয়েকটী শ্বেতকায় মহাত্মা নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মোকর্দ্দমার বাদি ও প্রতিবাদির মোক্তারেরাই বকিয়া মরিলেন, চুরট খাওয়া, প্রাইভেট পত্র লেখা ও বাদী রোগ সাহেবের সঙ্গে গল্প করা এবং স্বজাতীয় (শ্বেতকায় নীলকরের) দুরভিসন্ধির পোষকতা করাই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য ছিল। নিরপরাধী গোলোকচন্দ্রকে কারাবাস আজ্ঞা দিয়াই তাঁহার কার্য্য শেষ হইল। আজ কাল অনেক আদালতেই এইরূপ বিচার হইয়া থাকে।

কারাগারে উদ্বন্ধনে গোলোক চন্দ্রের মৃত দেহ ঝুলন অবিকল হইয়াছিল। ক্ষেত্র মণির রোগ সাহেবের হস্তে অবমানিত হইয়া বিলাপ, রোধ বাক্য প্রয়োগ, শয্যাকণ্টকী ও অবশেষে তাহার মৃত্যু ঘটনাও অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল।

দৃশ্য পট গুলি অতি চমৎকার ও স্বাভাবিকবৎ এবং ঐকতান বাদ্যও অতি শ্রুতি মধুর হইয়াছিল।

অভিনেতৃগণ ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারেন সেই জন্য তাঁহাদের ত্রুটীর দুই একটী কথাও বলিতে বাধ্য হইলাম। আরদালির তো বলিবার বিষয় খুব ছিল, তত্রাপি তাহার কথায় ত্রুটী দেখা গেল। সাবিত্রীর বয়স আরো কিছু বেশী দেখায়, এমন পরিচ্ছদ হইলে ভাল হইত। তাঁহার স্বরও স্ত্রী স্বভাবোপযোগী হয় নাই।

বিন্দুমাধব তাঁহার উদ্বন্ধনে মৃত্যু দেখিয়া যে ভাবে মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যেরূপ খেদোক্তি করিয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট হয় নাই।

নবীন মাধব ও বিন্দু মাধবের খেদোক্তি কেবলই সাধুভাষায় হওয়াতে তত ভাল শুনায় নাই। সে সময়ের কথা কিছু স্বাভাবিক ও সহজ ভাষায় হইলে ভাল হইত। কিন্তু তাঁহাদের এদোষ মার্জ্জনীয়। গ্রন্থকর্ত্তার এবিষয়ে একটু সাবধান হওয়াই উচিত ছিল।

মহাশয়।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজীলপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রামব্রাহ্মি চক্রবর্ত্তী ডাক্তার মহাশয়ের দিন দিন সাধারণ হিতজনক অনুষ্ঠান ও ভদ্রতা দেখিয়া আমরা যে কতদূর বাধিত ও আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। যাহাদিগের অবস্থা মন্দ তাহাদিগের বাটীতে বিনা ভিজিটে গমন করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করেন এবং অনেক সময়ে বাটী হইতে পথ্য পর্য্যন্ত ও প্রদান করিয়া তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে যে দেশের কতদূর উপকার হইতেছে, তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। তিনি যেরূপ অবস্থার লোক তাহাতে এরূপ উপকার তাঁহার অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর হইতেছে। অতএব যদি এখানকার জমীদার মহাশয়েরা মনোযোগী হইয়া একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে দেশের যার পরনাই মঙ্গল সাধন করা হয়। সকল দেশেই এক একটী করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, কিন্তু এরূপ জনাকীর্ণ পল্লীতে একটী মাত্রও না থাকায় যে কতদূর অনিষ্ট তাহা বলিতে পারা যায় না এবং যদি তিনি এরূপ উপকার না করিতেন তাহা হইলে কত দরিদ্রলোক বিনা চিকিৎসায় অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইত।

রামব্রাহ্মি বাবু মেডিকাল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণির ছাত্র, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ে এরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে যে অনেক ভয়ানক ভয়ানক রোগে সব এসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অপেক্ষা পারদর্শিতা দেখাইয়া রোগ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে সকলেরই নিকটে স্নেহভাজন হইয়া যশোলাভ করিতেছেন। তিনি এলোপেথিক ও হোমিও পেথিক দুইপ্রকারেরই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি তিনি নিরাপদে থাকিয়া দীর্ঘজীবী হউন এবং আশাকরি গবর্ণমেণ্ট রামব্রাহ্মি বাবুর সদনুষ্ঠানের পুরস্কার ও সাহায্য দান করুন।

২৮শেমাঘ। মজীলপুর

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ ৪৭ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—১লা চৈত্র শুক্রবার। ১৮৭৪—১৩ই মার্চ্চ | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

দুর্ভিক্ষের তত্ত্বাবধান ও প্রতিবিধানার্থ সার রিচার্ড টেম্পলের সুদক্ষতার প্রশংসা করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ধন্যবাদ দিয়াছেন। টেম্পল সাহেব পূর্ণিয়া পরিদর্শন করিয়া দিনাজপুর ও পাটনাতে যাইবেন।

হেতমপুরের বাবু রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বীরভূম জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ১১,০০০ টাকা দান করাতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আনন্দ সহকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের পদে কে প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা লইয়া মহা গোলযোগ চলিতেছে। কখন শুনি এক-জন ইংরাজ, কখন হিন্দুস্থানী মুসলমান এ পদে নিযুক্ত হইবে। বাঙ্গালীরা এ পদ আর পাইবে না বলিয়া এক জনরব হওয়াতে দেশস্থ লোকেরা হতাশ্বাস হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয় শীঘ্র মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

---

২৪ পরগণার জয়নগর ইংরাজী স্কুল হইতে অনেক গুলি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভঞ্জ এজন্য সাধারণের অসংখ্য ধন্যবাদের আস্পদ। দুর্ভাগ্যক্রমে স্কুল একটী ভাড়াটিয়া বাটীতে আছে, তাহা এরূপ ভগ্ন, যে বালকদিগকে সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বিদ্যালয়ের একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য জয়নগর নিবাসী বাবু কালীকুমার মিত্র এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন এবং বারুইপুরের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের নূতন বাটী সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে, এক সপ্তাহের মধ্যে তথায় ক্লাস যাইবার কথা শুনিতেছি। এত শীঘ্র অট্টালিকাটী যে এমন সুন্দর রূপে গঠিত হইয়াছে, ইহা কেবল সার জর্জ ক্যাম্বেলের যত্ন ও উৎসাহের প্রমাণ।

আমরা শুনিলাম মাতলা রেলওয়ের একটী শাখা জয়নগর অঞ্চল হইয়া কুল্পী পর্য্যন্ত যায়, এজন্য তৎপ্রদেশস্থ কয়েক সহস্র লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। অনেক দিন হইতে এই শাখা রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব শুনা যাইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহা স্থির হয় না কেন? ইহা হইলে অনেক জনাকীর্ণ স্থানের নিকট দিয়া রেল যাইতে পারে এবং দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যাদির যথেষ্ট সুবিধা হয়। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে এ পূর্ত্ত কার্য্য আরম্ভ করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

মূল দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় এ পর্য্যন্ত ৮,১৫,৯৭৭৫।৶৫ দাতব্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গ্লাসগো নগর হইতে ৫৩,০৩৮৷৷৶১৫ চাঁদা উঠিয়াছে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিগত ৬ই মার্চ্চ দিবসীয় ৮১৩ সংখ্যক নির্দ্ধারণে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, যে কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য উপযুক্ত আয়োজনের প্রয়োজন হইবে, সম্যক্‌রূপে তাহার বিধান করা তত্রত্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরই কর্ত্তব্য। অনাহারজনিত যে সমস্ত মৃত্যু ঘটনা কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নিবারিত হইতে পারিত, অথচ হয় নাই, এমত স্থলে যথাস্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে তজ্জন্য দায়ী বলিয়া গণ্য করা হইবে। আপৎকালে মহারাণীর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যে রূপ উৎসাহ, যোগ্যতা ও ত্যাগশীলতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর আশা করেন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ দুঃসময়েও অনুরূপ ভাবের সহিত কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন এবং সকলে আনন্দের সহিত প্রদত্ত ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। বিভাগীয় কমিসনর সাহেবের উপদেশের অনুসারী হইয়া, জেলার ও উপবিভাগের কর্ম্মচারীরা দুর্ভিক্ষ নিবারণ সভার কার্য্য প্রণালীর তত্ত্বাবধান করিবেন। আবশ্যক বুঝিলে ইহাঁরা ও স্থানীয় দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা সকল

যে কোন উপায় শ্রেয় ও আশু প্রয়োজ্য বোধ করেন, উপরিস্থ কর্তৃপক্ষদিগের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করিতে পারিবেন।

ভারত সংস্কারক।

বসন্ত ঋতুর দুর্ব্যবহার।

বৎসরের মধ্যে বসন্ত ঋতুর ন্যায় সুখের সময় আর নাই। নির্ম্মল আকাশ উজ্জ্বল চন্দ্রমা, নাতিপ্রখর তপন তাপ, নব পল্লবিত কুসুম শোভিত তরু লতা, মৃদুল মারুত হিল্লোল, সুস্বর বিহঙ্গকুল নবোদ্যমপূর্ণ জীব জন্তুগণ প্রকৃতির মুখশ্রী যেরূপ মনোহর করিয়া তুলে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার না মন মোহিত হইয়া যায়? বস্তুতঃ বসন্তাগমে ধরাধাম কবি কল্পিত স্বর্গের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাস্য করিতে থাকে। সুদৃশ্য, সুশ্রাব্য, সুভ্রেয়, সুস্বাদ, সুখস্পর্শ পদার্থ পুঞ্জে পরিবেষ্টিত হইয়া অবিশ্রান্ত বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগ করিয়া মনুষ্যগণ যে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে আশ্চর্য্য নহে। এই আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া মানবগণ যদি আনন্দবিধাতাকে স্মরণ করে, তাঁহার চরণে হৃদয় খুলিয়া কৃতজ্ঞতাঞ্জলি অর্পণ করে এবং তাঁহার মহিমা ঘোষণাতে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে বসন্তের প্রকৃত ব্যবহার করা হয় এবং পৃথিবীতে যথার্থ স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করা যায়। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমিক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ভিন্ন সেরূপ ভাব প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। সাধারণ জনগণের মধ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিই প্রবল, তাহারা সুখে অন্ধ হইয়া সেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত হয় এবং ঈশ্বরের পবিত্র দানকে অপবিত্র ও স্বর্গকে নরক কুণ্ড করিয়া ফেলে।

বসন্তোৎসব একটী সর্ব্বদেশ প্রচলিত প্রথা। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া থাকে— এমন কি অসভ্য জাতিরাও কোন না কোন প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে ছাড়ে না। এদেশে শ্রীপঞ্চমী, হুলি, দোলযাত্রা চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ এই কয়টী বসন্তোৎসবের প্রধান উপলক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপঞ্চমীর দিন বসন্তকালের আরম্ভ হয় বলিয়া অনেক স্থানে গণনা করে এবং সেই দিন অনেক পল্লীগ্রামে 'দেল ভাঁটা' নামে উৎসব উপলক্ষে আমরা ইতিপূর্ব্বে যেরূপ অশ্লীল নৃত্য গীত অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন প্রভৃতি কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখনো মনে ঘৃণার উদয় হয়। সৌভাগ্যক্রমে অনেক স্থান হইতে এ কুপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে অনেক স্থানে যে ইহা প্রকারান্তরে সম্পন্ন হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। মদনোৎসব হুলী নামেই বিখ্যাত এবং ইহা সমুদায় ভারত ব্যাপী। ফাল্গুনী পূর্ণিমার সময় এই মহোৎসব হয়। ১০।১৫ দিন ধরিয়া আবীর খেলা, অশ্লীল সঙ্গীত ও নানা প্রকার রস রঙ্গ ইহার প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। এ উপলক্ষে আবীর গোলাতে কি পরিচিত, কি অপরিচিত সকলকে ভূত সাজাইয়া দেওয়া হয়, আবীর অভাবে কোন স্থানে গোময় ও কর্দ্দমও ব্যবহৃত হয়। আমোদকারিগণ উন্মত্ত হইয়া অবলাগণের প্রতিও অশ্লীলোক্তি ব্যবহার করিয়া যার পর নাই অত্যাচার করিয়া থাকে। হিন্দুস্থানীগণ এ বিষয়ে দুরাচারিতার একশেষ দেখাইয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখের প্রথম দিবস নববর্ষ উপলক্ষে লোকেরা স্ত্রীপুরুষ বানর হনুমান প্রভৃতি নানা প্রকার সঙ সাজিয়া অনেক প্রকার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনপূর্ব্বক নিতান্ত অভদ্র রুচির পরিচয় দিয়া থাকে। এই উপলক্ষে সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে বিদ্রূপপূর্ব্বক অপমান করিতে হইবে এই হীনবাসনা পরবশ হইয়া অনেক সভ্য স্থানেও অসভ্য কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে 'বসন্তোৎসব' যত প্রকার নামে ও যে যেরূপ প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা বর্ণন করিলে বৃহদাকার পুস্তক হইয়া উঠে। উৎসব যেরূপ হউক, তাহাতে সাধ্যসত্বে আমোদকর কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় না। লোকে আমোদ করে, আমরা তাহার বিরোধী নহি এবং সকল লোকে ধার্ম্মিক হইয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক কেবল পরমার্থ সাধনে সুখী হইবে আমরা এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া যেরূপ কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করা হয়; অশ্লীল কথা, ভাবভঙ্গী ও নৃত্যগীতের তরঙ্গ প্রবাহিত করা হয়; এবং কুৎসিত আমোদের অংশভাগী করিবার জন্য লোকদিগের উপর পীড়ন করা হয়, তাহাতে সমাজের ধর্ম্মনীতির বন্ধন এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পাপাচারের স্রোত প্রমুক্ত হইয়া দেশকে কলঙ্কিত করিয়া থাকে। এই সকল অমঙ্গল যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বৎসর বৎসর কলিকাতায় হুলী ও নববর্ষের সঙ সাজা উপলক্ষে অনেক প্রকার অত্যাচার ও অশ্লীল ব্যবহার হইয়া থাকে। এ বৎসর হুলীতে কয়েকটী ভদ্রলোকের উপর অত্যাচার হওয়াতে আদালতে অভিযোগ হয় এবং অত্যাচারীগণের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে কিছু কিছু অর্থ দণ্ড হয়। এ সম্বন্ধে লোকে অত্যাচার সহিয়াই থাকে, অভিযোগ করে না, কিন্তু ইহা যখন

অসহ্য বোধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন ত্বরায় ইহার প্রতিবিধান হইতে পারিবে আশা করা যায়। এ বৎসর হুলী ক্রীড়া এক প্রকার চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু নববর্ষের বসন্তোৎসব আসন্ন, সহরে ও পল্লীগ্রামে অনেক প্রকার কুৎসিত সঙ সাজিবার উদ্যোগ হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা সমাজ সংস্কারকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অশ্লীলতা নিবারণী সভা কার্য্য করিবার এমন সুযোগ আর পাইবেন না। বৎসরের মধ্যে 'বসন্তোৎসবই' জাতীয় ইতর প্রকৃতি ও অশ্লীলতার প্রধান পরিচায়ক। ইহার বেগ নিবারণ করিতে পারিলে তাঁহারা দেশের মহোপকার করিলেন বলিয়া সর্ব্বত্র ধন্যবাদার্হ হইবেন।

উপসংহারকালে আমোদপ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য, যে অশ্লীল আমোদ পরিত্যাগ করিলেও বসন্তকালে সুখ সম্ভোগের উপায়ের অভাব হয় না। এই সময় প্রাতঃ সন্ধ্যা ভ্রমণপূর্ব্বক স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন প্রাণ তৃপ্ত কর, মনের আনন্দে সুভাব সঙ্গীত গান কর, সদ্ভাবে দশজনে মিলিত হইয়া নানা প্রকার নির্দ্দোষ ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন কর এবং নানাবিধ চিত্র শিল্পাদিতে আপনাদিগের নৈপুণ্য দেখাইতে চেষ্টা কর। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সভ্যরুচি সম্পন্ন, যদি পারেন, এই সময়ে কাব্য সাহিত্য রসের আমোদে উন্মত্ত হউন। আমরা হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানটীকে শত শত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগের একটী উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। ইহা যদি সাধারণের আদরস্থল হইয়া বসন্তোৎসবের স্থান অধিকার করিতে পারে, দেশের মহৎ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

জাতিভেদ।

(২য় প্রস্তাব)

আমরা গত দুইবারে সপ্রমাণ করিয়াছি, এ দেশে এখন যেরূপ বর্ণ বা জাতিভেদ বংশপরম্পরা চলিত হইয়া আসিয়াছে, প্রাচীনকালে উহা তেমন ছিল না। ইউরোপে এখন যেমন অনেক স্থলে ব্যবসায় ও ক্ষমতানুসারে শ্রেণীগত বৈলক্ষণ্য আছে, এদেশেও তাহাই ছিল। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে তবে এদেশে জাতিভেদ সাধারণ লোকের মনে এ প্রকার বদ্ধমূল হইল কেন? যাহারা নীচ জাতি বলিয়া পরিগণিত, তাহারা সর্ব্বোপরিস্থ শ্রেণীকে দেবতা এবং অপরাপর শ্রেণীকে তত্তারতম্যে অনতিক্রমণীয় বলিয়া কেন বাস্তবিকই বিশ্বাস করে? এই ঊনবিংশ শতাব্দিতেও সুপ্রসিদ্ধ কম্‌ট তাঁহার 'পলিটিক্ পজিটিব' নামক গ্রন্থে ব্যবসায়ানুসারে জাতিবিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মত এই তাঁহার নূতন রাজ্যপ্রণালীর জাতি সকল পূর্ব্বকালের জাতির ন্যায় হইবে না, কেননা ইহাতে, 'ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ' ঈদৃশ ধর্ম্মগত কুসংস্কার অবস্থিতি করিবে না। কম্‌ট যাহা বলিয়াছেন তাহা সদোষ হইলেও কথার মধ্যে সারবত্তা আছে। নিত্য বিষয়ের নির্ণয় ধর্ম্ম, তদ্দারা যাহা কিছু নির্দ্ধারিত হয়, তাহাই নিত্য বলিয়া পরিগণিত। জাতি ধর্ম্মানুবিদ্ধ অর্থাৎ নিত্য ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইলেই, এক জাতি অপর জাতিকে সর্ব্বথা অধম বলিয়া গ্রহণ করিবে ইহা স্বাভাবিক। বল, ধন, জ্ঞান ইহার যে কোনটি কালানুসারে প্রাধান্য লাভ করিবে, দুর্ব্বল, নির্ধন, অজ্ঞানীকে নীচাবস্থ করিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

ভারতবর্ষ চিরকাল ধর্ম্মের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ইহার সকল বিধানই ধর্ম্মানুসারী। ঈশ্বরের পূর্ণত্ব, সর্ব্বকর্তৃত্ব, অদ্বৈকসত্যত্ব এদেশের প্রাণ। কোন বিষয়ই ঈশ্বর হইতে হয় নাই, ভারতবর্ষীয়েরা এ কথা বলিতে প্রস্তুত নন। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Fatalism (অদৃষ্টবাদ) বলে, ভারতবর্ষে তাহা সাধারণ বিশ্বাস। ঈশ্বর ভিন্ন সকলই মায়া ভ্রান্তি এ কথা যাঁহারা শুদ্ধ মুখে বলেন না, জীবনে সাধন করিতে প্রস্তুত হন এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাতে কৃতকার্য্য হন, তাঁহাদিগের নিকট অদৃষ্টবাদ কতদূর কথা? আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি—বর্ণভেদ প্রথমতঃ বাস্তবিক ভেদকর বিষয়, গুণ এবং ক্রিয়া হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কারণপরম্পরা পর্য্যালোচনা না করিলে এই ভেদকর বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃত, এ কথা নির্দ্ধারণ করা অস্বাভাবিক নহে। এই কারণ পরম্পরা পর্য্যালোচনা জ্ঞানিগণের পক্ষেই অতীব দুরূহ। সাধারণ লোকে আর তাহা কি রূপে নির্দ্ধারণ করিবে? সকলেই একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারেন, ব্যবসাদিদ্বারা তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কালে অতিমাত্র বৈলক্ষণ্য জন্মে। বহু দিন পরে লোকে প্রাথমিক অবস্থা বিস্মৃত হইয়া যায় এবং মনে করে এ বৈলক্ষণ্য তজ্জাতির সৃষ্টিকাল হইতে সমাগত।

শাস্ত্রকারগণ বর্ণ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সৃষ্টি প্রণালী পাঠ করিলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহাদিগের মতে সমুদায় জগৎ সত্ত্ব রজঃ তম গুণ হইতে সমুৎপন্ন। সে পদার্থের যে কিছুগুণ অনুভূত হয়, তাহা এই গুণ ত্রয়ের একটির না একটির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। প্রকৃতি নিত্য এবং তাহার গুণত্রয়ও নিত্য। সুতরাং যেখানে সত্ত্বের

বা রজের বা তমের অথবা তত্তদ্বিমিশ্রের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে তাহাও নিত্য। এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন জাতি কি প্রকারে নিত্য হইয়া উঠিল। সত্ত্বাদিগুণ যেমন নিত্য, তত্তদ্‌গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদিও তেমনি নিত্য। একালে গুণ ধরিয়া জাতির বিচার হয় না, কালক্রমে সে কালেও তাদৃশ বিচার মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা মূল স্থির রাখিতে ত্রুটি করেন নাই।

কোন শ্রেণী কেবল দাস্য বৃত্তি, কোন শ্রেণী কেবল বাণিজ্য, কোন শ্রেণী কেবল যুদ্ধ, কোন শ্রেণী কেবল জ্ঞান অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্ব্ব তিন শ্রেণী হইতে জ্ঞান চর্চ্চা তিরোহিত হইয়া উহারা যে শেষোক্ত শ্রেণীর পদানত হইবে ইহাতে আর সংশয় কি? ধন এবং বল জ্ঞানের নিকট অপ্রধান হইলেও তাহাতে প্রাধান্য আছে, সুতরাং দাসবৃত্ত্যবলম্বিগণ সর্ব্বাপেক্ষা নীচ হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি? লোকে প্রথমতঃ প্রবৃত্তি অনুসারে অথবা বাধ্য হইয়া কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু কালে সন্তানগণ প্রবৃত্তি আদি নিরপেক্ষ হইয়া পিতৃপুরুষপরম্পরাগত ব্যবসায় অবলম্বন করে এবং সেই ব্যবসায়ই সর্ব্বস্ব করিয়া তুলে। ইহাতে তত্তদ্ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী অবস্থা সকল শ্রেণী পরস্পরের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে জ্ঞানিগণ যে পরিমাণে ধন এবং বলসাপেক্ষ থাকিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের আপনাদের প্রাধান্যের কিছু অংশ ধনী এবং বলিষ্ঠগণকে অর্পণ করিতে হইবে। এজন্য আমরা দেখিতে পাই বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়গণ অনেক সময়ে ব্রাহ্মণগণসহ প্রতিযোগিতা করিয়াছে। বলের নিকটে ধনও পরাস্ত এবং পরিশেষে যেখানে বল সেখানে গিয়াই ধন সঞ্চিত হয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়গণের প্রতিযোগিতাই আমরা সুস্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। এক সময়ে ব্রাহ্মণগণকে এত দূর উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল যে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে হইয়াছিল। জাতিভেদ বিরোধী বৌদ্ধধর্ম্মও ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান সময়ে যদি এই বিবাদানল উদ্দীপ্ত না থাকিত, বৌদ্ধধর্ম্ম কখন তৎকালে ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারিত না।

বর্ত্তমান সময়ে গুণ এবং ব্যবসায়গত শ্রেণী ভেদ নিত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়, উপরে যাহা বলা হইল তদনুসারে উহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। গুণ এবং তদনুসারী ব্যবসায়ও নিত্য। সুতরাং জাতি কেন নিত্য না হইবে? তবে জ্ঞানালোচনাদি দ্বারা যদি বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা এখন কে শ্রবণ করিবে? যাহা পরম্পরাগত হইয়া শাস্ত্র বিধিকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহার উপরে কথা বলিবার কাহার অধিকার নাই। এ দেশীয়েরা শাস্ত্রের প্রতি যতই কেন সম্মান দেখান না পরম্পরাগত আচারের নিকট উহা কিছুই নহে। এক্ষণকার ব্যবহার শাস্ত্রকে অনুসরণ করে না, শাস্ত্রকেই ব্যবহারানুসারী হইতে হয়। চিরাগত প্রথাকে শাস্ত্রসিদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য পণ্ডিত ব্যবসায়িগণের কৌশলজাল বিস্তার যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা একথা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। ব্যবহার অগ্রে পরে শাস্ত্র, সুতরাং শাস্ত্র ব্যবহারের অনুসরণ করিবে এ যুক্তিতে শাস্ত্রের নিত্যত্ব থাকে না বটে; কিন্তু কার্য্যকালে শাস্ত্রের নিত্যত্ববাদিগণ নিজেই ব্যবহারেরই অনুসরণ করেন।

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুজনিত শোক প্রকাশ।

এতদ্দেশীয় সমস্ত সংবাদ পত্র আমাদের পরলোক গত বিচার পতি অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের জন্য শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। এ সংবাদ যতদূর গিয়াছে, সর্ব্বত্রই দারুণ শোকানল উদ্দীপ্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ঘটনার গুরুত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। দ্বারিক বাবু হাইকোর্টের উকীলদিগের গৌরব ও গর্ব্বস্থল ছিলেন; শুদ্ধ তাহা নয় তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। এ শোক যে তাঁহাদের অধিক লাগিবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাদৃশ সরল হৃদয়ে প্রশস্ত মনে স্বীকার করিতে পারুন আর নাই পারুন (ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সর্ বার্ণেস্ পিকক সাহেব থাকিলে নিশ্চয়ই পারিতেন) দ্বারিক বাবু হাইকোর্টের বিচারাসনেরও গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় বিচারক্ষম সূক্ষ্মদর্শী বিচারপতির অধিষ্ঠানে তাঁহার সহযোগী বিচার পতিদিগেরও মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে হারাইয়া বিচারাসনও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, হাইকোর্টকে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যখন আগুনসি হইতে মৃত্যু সংবাদ আসিয়া এই মহানগরে রাষ্ট্র হইয়াছিল, তখন মুসলমানদিগের মহরম উপলক্ষে হাইকোর্ট কিয়দ্দিবস বন্ধ ছিল। এ জন্য ২রা মার্চ্চ সোমবার কোর্ট খুলিলে ওরিজিনাল ও আপিল উভয় বিভাগের যাবতীয় বিচারপতি, প্রথম বিচারাসন গৃহে সকলে একত্র হইলেন এবং প্রধান বিচারপতির

ইচ্ছানুসারে জজ মহাত্মা জ্যাক্সন্ সাহেব, বিচারপতিদিগের প্রতিনিধি হইয়া ব্যারিষ্টার ও উকীলদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন :—

"বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের অকাল মৃত্যু ঘটনায় বিচারপতিদিগের এবং সরকারী কার্য্যের যেরূপ ক্ষতি বোধ হইয়াছে, প্রধান বিচারপতির অনুমতি ক্রমে হাইকোর্টের জজদিগের প্রতিনিধি হইয়া তাহা আমি প্রকাশ করিতেছি। আমি যে এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করি তাহার কারণ এই যে আমি মৃত সহযোগীর বহুকাল পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেবল যে একজন তাহা নহি, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত একত্র সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহপূর্ব্বক সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন আমি তন্মধ্যে সর্ব্বাবশিষ্ট বিচারপতি।

"দুর্ভাগ্য ক্রমে লোকান্তর বা স্থানান্তর গত সহযোগীদিগের বিয়োগজনিত শোকপ্রকাশ উপলক্ষ নিত্য ঘটনা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং তদ্দ্বারা আমার সহযোগী কেম্প ও আমার হৃদয় যেরূপ বিশেষ রূপে শেল বিদ্ধ ও ব্যথিত হইতেছে, এরূপ আর কাহারো নহে। সার্দ্ধ একাদশ বর্ষের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬২ সালের ১ জুলাই হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে অন্যূন ২১ জন বিচারপতির অবস্থিতি দর্শন করিলাম—তন্মধ্যে ১০ জন লোকান্তরগত, ও ১১ জন স্থানান্তরগত; লোকান্তরগতদিগের মধ্যে ৩ জন এতদ্দেশীয় ভদ্র বংশীয়, এতদ্দেশীয় উকীলদিগের মধ্য হইতে সুযোগ্য বলিয়া বিচারপতিপদে মনোনীত হইয়াছিলেন। এই তিন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষবর্ত্তী, এবং সর্ব্বোপরিবিখ্যাত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বয়সে (৩৮।। বৎসরে) ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমি প্রথমে শ্রোতৃবর্গের বিশেষ হৃদ্য হইবে বলিয়া মৃত সহযোগীর ওকালতী বিষয়ক গুণ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বাবু দ্বারকানাথ মিত্র অচিরাৎ কোর্টের প্রধান উকীলদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি যে এরূপ হইবেন, তাহার কারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে সকল মহৎ গুণে ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়, তিনি তাহাতে ভূষিত ছিলেন, অসাধারণ নৈসর্গিক প্রতিভার সহিত বিচিত্র বিদ্যাবত্তার, বিদ্যাবত্তার সহিত অক্ষুণ্ণ ন্যায়পরতার (কলিকাতার বহু সংখ্যক সুযোগ্য উকীলদিগের মধ্যে) যদি কোথায়ও একাধারে সন্নিপাত দেখা যায়, তাহাহইলে বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের চরিত্রই সে বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে সন্দেহ নাই। বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের আসন শূন্য হইলে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র সর্ব্ববাদী আনন্দ ধ্বনি সহকারে উক্ত পদে অধিরোহণ করেন।

সাধারণ কার্য্য একত্র হইয়া সম্পন্ন করিলে যে ঘনিষ্ঠ প্রণয় ও যোগ নিবদ্ধ হয়, তাহা সেই সময় হইতে আমাদিগের মধ্যে আবদ্ধ হইল, এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৬।।০ বৎসর কাল তাহা চলিয়া আসিয়া উভয়েরই অনেক সুবিধাবিধান করিয়াছে। মহারাণীর গবর্ণমেণ্ট বাবু দ্বারকানাথ মিত্রকে জজের পদে মনোনীত করিয়া যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা যে সফল হইয়াছে ইহা তাঁহার জজীয়তীর কার্য্য প্রণালী ও চরিত্র দ্বারা (যদি এরূপ বলিতে আমি সাহসী হই) বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার সুবিস্তৃত জ্ঞান, বিচিত্র বিদ্যাবত্তা, ত্বরিত গতি মেধা, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, প্রখর স্মৃতি, পরিষ্কৃত সদ্বুদ্ধি, এবং স্বাভাবিক ন্যায় পরতা—এই সকল গুণে তিনি একজন অতি মহার্ঘ সহযোগী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্র জজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যথার্থই আনন্দ লাভ হইত। তাঁহার আর কতকগুলি উজ্জ্বল গুণ ছিল, যদিও সে গুলি তত উচ্চ মূল্যের নয়, তাঁহার ইংরাজী ভাষায় আশ্চর্য্য অধিকার ছিল, তিনি এরূপ ক্ষিপ্রতা বিশুদ্ধতা ও ওজস্বিতা সহকারে এই ভাষা ব্যবহার করিতেন, যে ইহা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারাও সচরাচর সেরূপ পারেন না এবং সকলে সর্ব্বদাই ইহার প্রশংসা করিত। একটী বিষয় জানা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা আমার গতাসু সহযোগীর পক্ষে অতীব সম্মানসূচক এবং তাহা আমার পক্ষে বলা কর্ত্তব্য। উপস্থিত শ্রোতৃগণ অবগত আছেন, কিছু দিন হইতে কোন কোন পদে কর্ম্মচারী নিয়োগ করার ভার প্রধানতঃ আমার হস্তে সমর্পিত আছে। ইহার অধিকাংশ সময় মিত্র বিচারপতির সহিত আমার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। এমন কি প্রতি দিনই একত্র হইতাম। পদাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু জ্ঞাতি কুটুম্ব ও পরিচিত ব্যক্তি অনেক ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি কোন বিচার বিভাগের নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিয়োগ অথবা পদোন্নতির সময় তিনি আমার বিচারশক্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে একবারও চেষ্টা করেন নাই। স্মরণ হইতেছে কেবল একবার মাত্র তিনি একজনের কথা আমাকে বলেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি সামান্য অনুগ্রহ প্রকাশার্থ আভাস দেন মাত্র। আমি আরও বলিতেছি,

সাধারণ কর্ত্তব্য ও আফিসের কার্য্য করিতে গিয়া আমাদিগের মৃত সহযোগী দলাদলী, সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক কুসংস্কার হইতে যে প্রকার বিমুক্ত ছিলেন, এরূপ আর কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

"আমার মৃত সহযোগীর গোপনীয় চরিত্র বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য, যে ইহাদ্বারা তাঁহার প্রকাশ্য চরিত্রের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। তাঁহার অমায়িকতা, উদারতা এবং স্বাধীনচিত্ততা সকলেরই বিদিত। তাঁহার আত্মমত পোষণার্থ আগ্রহ ও অতিমাত্র উৎসাহশীলতাহেতু তাঁহার জগতের চরিত্রের সম্পূর্ণতার কিছু ব্যাঘাত হইত বোধ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার গোপনীয় চরিত্র অধিকতর মনোহর হইয়াছিল। দৃঢ় হৃদয়ের সহিত সম্পূর্ণ সরলতা ও অকুতোভয়তা সংমিলিত হইলে যে আগ্রহ উৎপন্ন হয়, তাহাই তাঁহার ছিল।"

জ্যাক্‌সন সাহেব উপবিষ্ট হইলে পর কৌন্সলি জে, পিট কেনেডি, কোর্টের এড্‌ভোকেট দিগের প্রতিনিধি হইয়া বলিলেন ;—

"এডভোকেট জেনরল দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারি কার্য্যে আবদ্ধ আছেন বলিয়া, উকীলদিগের স্বপক্ষে আদালতকে সম্বোধন করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত আমাকে দুঃখ প্রকাশ করিতে ব্রতী করিয়াছেন, এজন্য এ ভার আমার উপর পতিত হইয়াছে। আমি অধিকতর দুঃখ প্রকাশ করি যে ওকালতীর কার্য্যক্ষেত্রে, তাঁহার ন্যায় আমি মিত্র বিচারপতির সঙ্গে একত্র হইয়া কার্য্য করিবার ও তদ্দ্বারা তাঁহার সঙ্গে বিশেষরূপ পরিচিত হইবার সুযোগ পাই নাই এবং তিনি যেমন পুনঃ পুনঃ আপিল বিভাগে তাঁহার বিচারাসনের সম্মুখীন হইয়া, নানাপ্রকারে তাঁহার বিষয় অবগত হইয়াছেন, আমার ভাগ্যে সে সুবিধাও উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক আমি তাঁহার বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক দূর জানি এবং রাজনীতিব্যবসায়ী দিগের মুখে তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিয়াছি; তাহাতে প্রতীত হইয়াছে যে মিত্র বিচারপতির মৃত্যুতে, 'বেঞ্চ' ও 'বার' উভয়ই সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন ক্ষতি যে তাহার পূরণ হওয়া অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুপণ্ডিত বিচারপতি তাঁহার বিষয় যাহা বলিলেন, তাহার প্রত্যেক কথা, ব্যবহারাজীব দিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল।"

"বুদ্ধিমত্তা ও মেধার জন্য অন্য কোন বিচারপতি তাঁহার ন্যায় আমাদের আন্তরিক বিশ্বাসস্থল ও শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন নাই এবং তাঁহার ন্যায় এমন অতি অল্প ব্যক্তিই আছেন (যদি কেহই থাকেন) যাঁহার হস্তে মীমাংসার জন্য প্রশ্ন দিয়া, নিশ্চিন্ত অন্তরে মনে করিতে পারি যে যতদূর সূক্ষ্ম ও উদার দৃষ্টিতে মীমাংসিতব্য বিষয় পরীক্ষিত হওয়া সম্ভব, তাঁহার হস্তে তাহার কোন ত্রুটী হইবে না। এমন লোকের মৃত্যু ঘটনাদ্বারা কেবল যে বিচারাসন ও বিচারার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু জনসমাজেরও এতাদৃশ ক্ষতি হইয়াছে যে তাহার পূরণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

উকীলদিগের পক্ষ হইতে আর টি এলান সাহেব উঠিয়া বলিলেন যে "প্রধান গবর্ণমেণ্ট উকীল, শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া আমার উপর বলিবার ভার পড়িয়াছে। ১৮৬৫ সাল হইতে ১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত আমি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে একত্রে ওকালতী করিতাম। এই ওকালতী অবস্থায় তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, তাঁহার সুগভীর বিদ্যাবত্তা, এবং তাঁহার নানা বিষয়িণী ক্ষমতার অনেক পরিচয় পাইবার সুবিধা পাই। তিনি তাঁহার অধ্যবসায় ও ক্ষমতা গুণে অতি অল্প বয়সে হাইকোর্টের উকীলদিগের মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে যখন তিনি বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি এক্ষণকার কোন উকীল অপেক্ষা অল্প ছিল না। * * * বিচারশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার গুণগ্রাম বিচারপতিদিগের মধ্যে অনেকেরই নিকট পরিচিত আছে। যাঁহারা এক্ষণে বিচারাসন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ সর বার্ণেস্ পিকক তাঁহার গুণগ্রাম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যে কার্য্যকালে যেরূপ গুণপনার প্রয়োজন, তিনি তাহা সর্ব্বদা প্রদর্শন করিতে পারিতেন। আমি বোধ করি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, যে যে মোকর্দ্দমা যে পরিমাণে দুরবগাহ হইত ও যাহাতে আইন সম্বন্ধীয় জটিলতা যে পরিমাণে দুর্ভেদ্য হইত, তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ ও মীমাংসায় তিনি সেই পরিমাণে চেষ্টা অধ্যবসায় ও দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।" অতঃপর বক্তা তাঁহার উদার প্রকৃতি ও মহৎ চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা সমাপন করিলেন। প্রধান বিচারপতি অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থে সে দিবসের জন্য আদালত বন্ধ করিলেন।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ একমত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দ্বারা ব্যক্ত করেন যে তাঁহাদের সহযোগীর মৃত্যুতে, এদেশ একজন উৎকৃষ্টতম বিদ্বান, ন্যায়পর, কার্য্যদক্ষ ও স্বাধীনচিত্ত বিচারপতি হারাইয়াছেন। রাজ

প্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক এই দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সকৌন্সিল অতীব শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের নূতন ষ্টেট সেক্রেটরি।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় কিঞ্চিত মন্ত্রিপরিবর্ত্তনে লিবারাল অর্থাৎ উদার মতের জয়লাভ ও কনজারবেটিব অর্থাৎ রক্ষণশীল মতের পরাজয় হইয়াছে। ইংলণ্ডে উদার মতালম্বীরা "হুইগ" এবং রক্ষণশীল মতালম্বীরা "টোরি" নামে কখন কখন অভিহিত হইয়া থাকেন। গ্লাডষ্টোন কনজারবেটিব সম্প্রদায় ভুক্ত। ইনি মন্ত্রিপদত্যাগ করাতে আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরি ডিউক অফ আর্গাইল ও অণ্ডর সেক্রেটরি গ্রাণ্ট ডফও তৎসঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মারকুইন অফ স্যালিসবরি ও লর্ড হামিল্টন তাঁহাদের স্থানে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের নিয়োগে ভারতবর্ষ আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন। ডিউক অফ আর্গাইল ও গ্রাণ্ট ডফ এতদিন ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা প্রজারঞ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কার্য্যে ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কি বিদ্যাবত্তা, কি কার্য্যদক্ষতা, কি রাজনীতিজ্ঞতা সকল বিষয়েই ইহারা পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের উপর সহৃদয়তার অসদ্ভাব প্রযুক্ত, তাঁহাদের এই সকল গুণে আমাদের কোন উপকার দর্শে নাই। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয় ব্যাপারে, তাঁহারা অতি অল্প মাত্র মনোযোগ অর্পণ করিতেন। এতৎ সংক্রান্ত কোন বিষয় তাঁহারা বিশেষ আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন না, এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য ভারতহিতৈষী ব্যক্তি, যে সেই সমস্ত বিষয় লইয়া আন্দোলনা করিবেন, তাহারও পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা ভারতের কোন অভাব ইংলণ্ডের ভারতবন্ধুদিগকে জানিতে দিতেন না। একে ইংলণ্ডের লোক ভারতবর্ষের বিষয় ব্যাপারে স্বভাবতই অমনোযোগী, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় এদেশ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন মীমাংসার জন্য উত্থিত হইলে তত্রত্য অধিকাংশ সভ্য নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন, অথবা বিষয়ান্তরে চিন্তাবেগ নিয়োজিত করেন, তাহাতে ইহাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত সকল কথা গোপন করিয়া রাখিতেন, কেহ বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিলে আপনাদের মৌন ব্রত ভঙ্গ করিতেন না। যাহা হউক ভারতবর্ষ সৌভাগ্য ক্রমে ইহাঁদের হস্ত হইতে এক্ষণে পরিত্রাণ পাইলেন, এবং যে বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বয়ের হস্তে ন্যস্ত হইলেন, তাঁহাদের উপর ইহার যথেষ্ট বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করিবার কারণ আছে।

যিনি আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরি হইলেন, তাঁহার নাম বরার্ট আর্থর টালবট গাস্‌কয়নি সিসিল; তাঁহার উপাধি মার্কুইস অফ সালিসবরী। তিনি ২য় মার্কুইস্ অব স্যালিসবারির জীবিতবান্ পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তিনি ১৮৩০ সালে হাটফিল্ড নগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইটন কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তিনি 'অল সোল্‌স কালেজের' ফেলো মনোনীত হইয়াছিলেন। পরে তিনি মিডলসেক্‌সের ডেপুটী লেপ্টেনেণ্ট পদে নিয়োজিত হন এবং ১৮৫৩ সালে ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড সায়ারের অধিবাসীদিগের প্রতিনিধি হইয়া হাউস অফ কমন্সের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। সে সময়ে তিনি লর্ড সিসিল নামে পরিচিত ছিলেন; পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে তিনি ভাইকাউণ্ট ক্র্যানবোরণ উপাধির অধিকারী হন। ১৮৬৮ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার ত্যাজ্য সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হন।

তিনি কোয়াটারলি রিবিউ ও অন্যান্য পত্রে সর্ব্বদা লিখিতেন এবং প্রচলিত চর্চ্চ সম্বন্ধীয় আন্দোলনে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ১৮৬৫ সালের জুলাই মাসে তিনি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রিফরম বিলের কোন কোন বিষয় লইয়া তৎসম্পর্কীয় লোকদের সহিত মতভেদ হওয়াতে ১৮৬৭ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ১৮৬৯ সালের নবেম্বর মাসে তিনি অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

মার্কুইস অফ স্যালিসবারি ১৮৫৭ সালে, সর এড্‌ওয়ার্ড হল আল্‌ডারসনের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে তাঁহার চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যাসন্তান জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে।

মার্কুইস অফ স্যালিসবারি ইতিপূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি হইয়াছিলেন, তখন তিনি যে ভারতবর্ষের সম্যক্ হিতৈষী, তাহা অল্প দিনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি ও তাঁহার অণ্ডর সেক্রেটরি যে সম্প্রদায়ের লোক, তাঁহাদের হস্তে ভারতবর্ষ যে সুখ ও শান্তি লাভ করিবে, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

নাটকাভিনয় সমালোচনা।

বিগত শনিবার গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরে মৃণালিনী কাব্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বঙ্গসমাজ যে রূপ জ্ঞান বিদ্যা ও সভ্যতা

বিষয়ে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ পূর্ব্বক মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করিতেছে, সেইরূপ সামাজিক ব্যক্তি সমূহদ্বারা বীররস, আদিরস ও করুণরস প্রধান উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য অভিনীত হওয়াতে তাহার ভাব বিশুদ্ধ ও কল্পনা পরিমার্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। প্রথমোদ্যমে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভাবিত নহে, এই হেতু উক্ত নাটকাভিনয়ে যে সমস্ত সদ্ভাব লক্ষিত হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করিয়া পরে তাহার অভাব বিচার শ্রেয়ঃ। হৃষিকেশের গৃহে মৃণালিনী ও মতিমালিনীর সখ্য ভাবে আলাপন ও গিরিজায়ার বিদায়ান্তে মতিমালিনীর সহিত মৃণালিনীর হর্ষোৎফুল্ল মুখনির্গত আনন্দোদ্বেলিত স্বরভঙ্গি, আলাপন ও প্রস্থান কালে অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি প্রিয়বয়স্যার নিকট সরলা বঙ্গবালার প্রিয়জনসমাগম সংবাদসুলভ, স্বভাবসিদ্ধ, আকস্মিক আনন্দ প্রকাশের অবিকল প্রতিকৃতি। কাব্য রচয়িতা এস্থলে উপস্থিত থাকিলে স্বীয় সুন্দর কল্পনা ও রচনাকৌশলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়া চরিতার্থ হইতেন ও যাঁহারা বারাঙ্গনাদ্বারা নিষ্কলঙ্ক বঙ্গাঙ্গনার স্বভাব ও ভাব চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে রঙ্গাঙ্গনে আনয়ন করেন, তাঁহারাও স্ব স্ব ভ্রান্তিমূলক অভিলাষার খর্ব্বতা দেখিয়া নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতেন। যাহাহউক মতি মালিনীর সময়োচিত কৌতুকলালসুলভ ভাব ও আলাপন অতিশয় প্রশংসনীয়। মৃণালিনীর প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি ও তন্নিবন্ধন অত্যাচারোদ্যম ও ঘৃণিত ভাবব্যঞ্জক শারীরিক বৈলক্ষণ্য এবং গুরুতর আঘাত নিবন্ধন প্রলাপ ও আর্ত্তনাদ এবং অবশেষে যবনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সভয়ে কম্পন ও পতন এবং মৃত্যুকালে আত্ম দুষ্কৃতি স্মরণ ও অঙ্গাদি সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া কোন রিপুপরতন্ত্র মূর্খ চঞ্চলমতি ধনীক ভদ্র সন্তানের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকলের ন্যায় অবিকল হইয়াছিল। নদী ও টলমলায়মান নৌকা সংযোগে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর গমন, উভয়ের সময়োচিত কথোপকথন ও গিরিজায়া কর্ত্তৃক বসন্ত কূজন সদৃশ তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে সুমধুর সুভাব সঙ্গীত, নদীতীরে পাটনীর গৃহ ও পাটনীর সহিত গিরিজায়ার সখ্যতাসুলভ ভাব ব্যঞ্জক কথোপকথন ও সুন্দর সঙ্গীত প্রভৃতি দৃশ্য বিষয় গুলি যুগপৎ বিস্ময়কর ও সাতিশয় প্রীতিপদ হইয়াছিল। উপবন সম্মুখে পশুপতির গৃহ, পশুপতির সহিত মনোরমার অপূর্ব্ব প্রণয় আলাপন এবং প্রাসাদোপরি বৃক্ষশাখা অবলম্বনে মনোরমার বৃক্ষারোহণ ও অবরোহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান ও শ্মশান সম্মুখে বিকৃত বেশে ও স্থির গম্ভীর ভাবে মনোরমার প্রবেশ ও উন্মাদের ন্যায় প্রচণ্ড অগ্নিশিখাতে লম্ফপ্রদান প্রভৃতি দৃশ্য অভিনয় গুলি সাতিশয় বিস্ময়কর ও কৌতুকাবহ হইয়াছিল। উপরিউক্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য বিষয় গুলি অতিশয় স্বাভাবিক, উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

এই অভিনয়ে যে যে স্থলে ত্রুটি দৃষ্ট হইয়াছে তাহা এক্ষণে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নাটককার একখানি বীররস ও আদিরস প্রধান শ্রাব্য কাব্যকে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে মূল কাব্য রচয়িতার কাব্যের কোন কোন অংশ দৃশ্য কাব্য সম্বন্ধে অনাবশ্যক ও অসম্বদ্ধ বিবেচিত হইলে তাহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে এবং স্থল বিশেষে মূল কাব্যের ত্রুটি ও অনবধানতা দৃষ্ট হইলে এবং নাটককে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন করিতে হইলে কোন কোন স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যক ভাব ও বিষয় নাটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় নাটকাভিনয়ের এই একটি প্রচলিত প্রথা আছে যে অভিনয়ের পূর্ব্বে নটনটী অথবা সূত্রধার ও তাহার কোন বয়স্য রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া উপস্থিত অভিনয়ের প্রস্তাবনা করিবে অর্থাৎ নাটক ও নাটক রচয়িতার নাম উল্লেখপূর্ব্বক অভিনয়ের অবতারণা করিয়া দিবে। শ্রাব্য কাব্যে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নাটকে ইহা আবশ্যক। উপস্থিত অভিনয়ে এই অভাবটি জনৈক অভিনেতৃ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। অভিনয়ের পূর্ব্বে তিনি স্বাভাবিক বেশে উপস্থিত হইয়া সাধারণের শোক সূচক সংবাদ অনরেবল জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু উল্লেখ করিয়া কহিলেন অদ্য আমাদিগের ও আমাদিগের শ্রোতৃবর্গের হর্ষের দিন নহে, বিষাদেরই দিন, কিন্তু উপযুক্ত কালে সংবাদ না পাওয়াতে অভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত আয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগভঙ্গ দোষ নিবারণ হেতু আমাদিগকে অগত্যা অদ্যকার প্রতিশ্রুত কার্য্য শোকসন্তপ্ত হইয়াও সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কার্য্যটি নট নটীদ্বারা সম্পন্ন হইলে আরও সুন্দর হইত। এই নাটকে মূল কাব্যের অংশ বিশেষ পরিত্যাগ করাতে নাটককার সদ্বিচার করিয়াছেন। কিন্তু মূল গ্রন্থখানি যেরূপ আদিরস ও বীররস প্রধান, অভিনয়ে প্রধান নায়ক হেমচন্দ্র ও প্রধান নায়িকা মৃণালিনীর মধ্যে তদুপযোগী অবিচলিত প্রণয় ও ঐকান্তিক অনুরাগের মুগ্ধকর ভাব প্রকটিত হয় নাই। কোন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কহিয়াছেন যে প্রণয়ের ভাব নাট্যশালাকে যেরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যুক্ত করে, লোকের প্রকৃত জীবনকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু আমরা এই গূঢ় বাক্যের যাথার্থ্য এই অভিনয়ে সম্যক্ সমর্থন হইতে না দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। অভিনেতা হেমচন্দ্র অবস্থা বিশেষে কখন বা বিষাদে অভিভূত হইয়াছিলেন, কখন বা উদ্যোগপরায়ণ হইয়া সাহসপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অসিচালন কার্য্যে বিশেষ বিশারদ না হওয়াতে এবং প্রকৃত শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাবসুলভ বীরদর্প সম্যক্ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়াতে দর্শকবর্গের অন্তরে প্রকৃত বীররসের উদ্রেক হয় নাই। হেমচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী তেজস্বী পুরুষের গুরু ও নেতা মাধবাচার্য্য কৃষ্ণযাত্রার মুনিগোঁসাইয়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কৃশকায় পুরুষ নাটকাভিনয়ে ভাল শোভা পায় না। তাঁহার কলেবর প্রশান্ত ও তেজস্বী; বাক্য গম্ভীর এবং উপদেশ সকল সময় বিশেষে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও অধিকতর জ্ঞানপূর্ণ ও উৎসাহপ্রদ হওয়া আবশ্যক। পশুপতির বাক্য ও শরীরগত ভাবভঙ্গী সকল অনেক সময় তাঁহার চিন্তাকুলিত ও সন্দেহান্দোলিত অন্তঃকরণের ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অভিনয়ের স্থানে স্থানে জীবন্ত ভাব ও তৎপরতা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্কিম বাবু ভিখারিণী গিরিজায়ার শরীরে তাহার অবস্থোচিত যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, নাটককার অভিনেতাকে কি নিমিত্ত তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন বলিতে পারি না। মনোরমার সহিত হেমচন্দ্রের যে পরস্পর অপূর্ব্ব ভ্রাতা ভগিনীভাব, তাহাতে মনোরমার অনেক সময় হেমচন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করাতে সরলা মনোরমার স্ত্রীসুলভ কোমলতা প্রকাশ পায় নাই, হেমচন্দ্রকে সর্ব্বদা ভাই বলিয়া সম্বোধন করাই স্বাভাবিক। হেমচন্দ্রের সরলা নিষ্কলঙ্কা পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী অল্পবয়স্কা সুন্দরী ভগ্নী মনোরমা তাঁহার সম্মুখ হইতে বিদায় লইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন ও হেমচন্দ্র অম্লানমুখে তাহা দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিছুমাত্র দুঃখ শোক প্রকাশ করিলেন না ইহা অতি অস্বাভাবিক ভাব। মৃণালিনীর অভিনয়ের স্থানে স্থানে করুণারস উদ্দীপক ভাব প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমাদিগের দেশের লোকগণ শিক্ষিত হইলেও সুসভ্য সমাজের নিয়ম জানেন না। দর্শকগণ অনেক সময় এরূপ গোল-

যোগ করিয়া উঠেন ও অশিষ্ট ব্যবহার করেন যে আমরা অভিনেতাদিগের অত্যন্ত সন্নিকটস্থ থাকিয়াও অনেক কথা শুনিতে পাই নাই। এ বিষয়ে উত্তম তত্ত্বাবধান আবশ্যক।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আগামী ৯ই এপ্রেল সার জর্জ কাম্বেলের ইংলণ্ড গমনের যে কথা পায়নিয়ারে প্রকাশিত হয়, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট জজ বোফর্ট সাহেবকে নিজামত কমিসনের সভাপতির কার্য্য করিতে দিবার জন্য আডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জজ মাক্লিয়ান সাহেব ২৪ পরগণের আসিতেছেন, তাঁহার পদে মুরসিদাবাদের জজ বেইনব্রিজ অভিষিক্ত হইলেন এবং ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজ ফিল্ড সাহেব মুরাসিদাবাদে চলিলেন।

গত রবিবার কলিকাতায় একটী শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলে ঘর বাড়ী উঠান যেন ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল।

আমরা অবগত হইলাম হাইকোর্টের বিচারপতি গ্লবার সাহেবের পদে রিবর্স টমসন নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি দ্বারী বাবুর পদাভিষিক্ত হইবেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহা অমূলক।

মফস্বলাইট পত্রের এক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আগামী শরৎকালের মধ্যে লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। পার্লেমেণ্টে কনসারবেটিব দল বিজয়ী হওয়াতে বোধ হয় এইরূপ অনুমান সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, ভারতের ললাট নিতান্ত দগ্ধ সন্দেহ নাই।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে পূর্ত্তকার্য্যের ব্যয় ব্যতিরিক্ত গবর্ণমেণ্টের ১০ কোটী টাকা লাগিবে। ১৮৭৪-৭৫ সালে সুবৃষ্টি হইলেও অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হইবে এবং কিছুকাল গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১কোটী টাকা করিয়া অতিরিক্ত ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে।

গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ইংলিসমান পত্র সম্পাদক জি ডবলিউ বার্কলে এম, এ কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন 'ফেলো' নিযুক্ত করিয়াছেন। মাদ্রাজ মেইল বলেন লর্ড নর্থব্রুক এই কার্য্যটী দ্বারা সংবাদ পত্র যে লোকদিগের শিক্ষাদাতা ইহা স্বীকার করিয়া তাহাদের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ত্রিহুতের এক রাণী উড়িষ্যার পথে যাইতে ছিলেন, এক দল ডাকাইত হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক নগদ ১১০০০, টাকা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। রাণীর সমভিব্যাহারে বহু সংখ্যক লোক ছিল, কিন্তু তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া কিছুই করিতে পারে নাই।

পিপল্‌স ফ্রেণ্ড বলেন, গত ১লা মার্চ্চ কোন্নগরের বহু সংখ্যক ভদ্র লোক একত্র হইয়া দেশীয় স্বেচ্ছাব্রতী প্রহরি দল সংগঠনার্থ একটী সভা করেন। ৩৬ জন প্রার্থীর নাম গৃহীত হইয়াছে এবং হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন করিবার প্রস্তাব স্থির হইয়াছে। কোন্নগরবাসীরা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে বঙ্গদেশের একটী উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চট্টগ্রাম বিভাগের কিয়দংশ ব্রিটিশ ব্রহ্মের এলাকাভুক্ত করিবার মত স্থির করিয়াছেন। বঙ্গদেশ ক্রমশঃ অঙ্গহীন হইতে রহিল।

গোয়ালন্দের ছোট আদালত উঠিয়া গেল। ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকর্দ্দমা জন্য একজন মুন্সেফ তথায় নিযুক্ত হইবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট নেপাল গবর্ণমেণ্টকে ১০০০ টন চাউল প্রদান করিয়াছেন।

সার জর্জ কাম্বেল নিম্নলিখিত কয়েক ব্যক্তিকে বেঙ্গল কৌন্সিলের সভ্য নিযুক্ত করিয়াছেন।— ভি এচ সক, বাবু দুর্গাচরণ লাহা এবং টি ডবলিউ ক্রুক্‌স।

জনরবে শুনা যায় অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের শূন্য পদে বারাণসীর সবর্ডিনেট জজ সায়েদ খাঁ সি এস্ নিযুক্ত হইবেন। ইঁহার গুণ সম্বন্ধে পায়নিয়ার বলেন, ইনি স্বধর্ম্মীদিগের মধ্যে একজন সমাজ সংস্কারক বটেন এবং ইংলণ্ড দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইংরাজীতে দুইটী কথা বলিতে পারেন না। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোক কি একবারেই নাই!

রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিপ্রাপ্ত বাবু কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, গত মঙ্গলবার ৪ টার সময় পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহের জন্য মহা সমারোহে এক সভা হইয়াছিল। অত্রত্য যাবতীয় ইয়ুরোপীয় এদেশীয় বিচারক অধ্যাপক শিক্ষক জমীদার ধনী ব্যবসায়ী কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্তগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কমিশানর সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পশ্চিম বাঙ্গলা ও বেহার অঞ্চলের স্থানের কি প্রকার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, মানচিত্রে স্থান সকল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া বলেন ও চাঁদা সংগ্রহের আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার পোষকতা করেন। কমিশানর সাহেবের বক্তৃতার পোষকতা করিয়া খাজে আসাহুল্লা সাহেব হিন্দিতে এবং আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর বাবু অভয়চন্দ্র দাস বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেকে ইংরেজিতে কিছু২ বলেন। সেদিন চাঁদা উঠিয়াছে। ঢাকা ডিবিজনের প্রত্যেক জিলাতেই ঢাকা দুর্ভিক্ষ কমিটীর অধীনে এক ২টী সবকমিটী স্থাপিত হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

সীতামারী মতিহারী সিগলী এবং বেতিয়াতে টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হইয়াছে।

কয়েকজন এদেশীয় প্রকাশ্য রাস্তায় অশ্লীল গান ও অশ্লীল কথা ব্যবহার করাতে মাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স উহাদের প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। আর কতকগুলি লোক ভদ্রলোকের স্ত্রীলোকদিগের গাত্রে ম্যাজেণ্ডার জলের পিচকারি দেওয়াতে এবং লোকের গলায় ছেঁড়া জুতার মালা ফেলিয়া দেওয়াতে উহাদের প্রত্যেকের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১২৮ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তন্মধ্যে ওলাউঠায় ৩৭ জন মারা পড়িয়াছে।

গত ৪ঠা হইতে ৬ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত টাউনহলে ওকালতী ও মোক্তারি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ২০০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল।

গত সোমবার কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরির বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জে এ ক্রাফোর্ড সভাপতি এবং রাজা রমানাথ ঠাকুর ও এ রজার্স সহকারী সভাপতি হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম।

সোমপ্রকাশ বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্ব বিভাগে লোকের কষ্ট ক্রমে কমিতেছে। মজুরের সংখ্যাও দিন দিন ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কেবল গোরক্ষপুরে এখনও রিলিফ কার্য্য চলি-

তেছে। প্রতিদিন প্রায় ১২ শত লোককে আহার দিতে হইতেছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, "গত ২৩এ ফেব্রুয়ারি তথায় কতকগুলি হিন্দু একজন আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহারা দরিদ্রকে অর্থ দানের সংকল্প করেন। নগরের বহু সংখ্যক দুষ্ট লোক সেই দান গ্রহণার্থী হইয়া গমন করে, এবং সকলে মিলিয়া গোলযোগ করিয়া টাকা সকল লুঠ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে একটী দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া ১৭ জন স্ত্রীলোক, ১০টী বালক ও একজন পুরুষ হত ও অনেকে আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে। ইহাদের মধ্যেও অনেকের জীবনের আশা অল্প।"

"উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মোজফারনগর জেলায় একদল সন্ন্যাসী আছে। ইহারা পিশাচ সাধনা করে এবং শিশু সন্তান হত্যা করিয়া তাহার রক্ত বন্ধ্যা স্ত্রীকে পান করাইয়া পুত্রবতী করে। ইহারা এইরূপে যে কত শিশু হত্যা করিয়াছে তাহা বলা যায় না পুলিষও ইহাদিগকে হঠাৎ ধরিতে পারে না, কারণ ইহারা এই নৃশংস ব্যাপার কখন যে গোপনে করে তাহা কাহারো জানিবার যো থাকে না। সম্প্রতি তিনটি বালক অনুদ্দেশ হয় এবং পুলিষ তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি জলের মধ্যে তাহাদের দেহ প্রাপ্ত হয়। ক্রমে প্রকাশ পাইল যে তাহারা সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। ইহাদিগের মোকদ্দমায় সম্প্রতি বিচার হইয়া গিয়াছে এবং উভয়েই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।" আজিও ভারতবর্ষের কত স্থানে যে কত নৃশংস কাণ্ড হইতেছে তাহাকে বলিতে পারে?

চন্দ্রিকা বলেন, আজি কালি চুনের বাজার বড় মহার্ঘ হইয়াছে, এলাহাবাদে একজন সওদাগর ২০০ শত টাকায় বেনিঘাটে যত চুন পড়িবে, তাহা কুরান করিয়া লইয়াছে।

সাধারণী বলেন, ফায়জাবাদের অহিফেনের গুদামে একটী সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুড়ঙ্গের মুখ একটি তাম্রের ঢাকনি দ্বারা আবদ্ধ ছিল; তদুপরি অতি পুরাতন অক্ষরে কি লিখিত ছিল। সেটি লক্ষ্ণৌয়ের চিত্রশালিকায় প্রেরিত হইবে। তথাকার চিফ কমিসনর সুড়ঙ্গের বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিয়াছেন।

রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারী এ রবার্টসন যমুনানদীতীরে পক্ষিশিকার করিতে গিয়া একটী মহুয়া ফুল তুলিতেছিল, তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। লোকটী এতদ্দেশীয় ইতর জন্তুর মধ্যেই গণ্য, এ হত্যার জন্য সাহেব কি নরঘাতক বলিয়া দণ্ডিত হইবেন?

সর্দ্দার দয়াল সিং নামক একজন শিক সর্দ্দার ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। ইনি এক জন ব্রাহ্ম, গতবর্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

মসুরীতে হিমালয় ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্ক খোলা হইবে।

মান্দ্রাজ।

বাঙ্গালোরে এক মাতা তাহার এক খর্ব্বকায় সন্তান প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বয়স ১০ বৎসর, কিন্তু সে উচ্চে ২ ফিট মাত্র। স্কন্ধ পর্য্যন্ত শরীর সুডৌল, কিন্তু তাহার হস্ত ও মস্তক বানরের ন্যায়।

মান্দ্রাজের গবর্ণরের পত্নী লেডী হোবার্ট দেশীয় নারীগণের প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। মান্দ্রাজে যে শিল্প প্রদর্শন হয়, হিন্দু ও মুসলমান সম্ভ্রান্ত রমণীগণ তাহা দর্শন করিতে পাবেন, এজন্য তাঁহার অনুমতিক্রমে গত বৃহস্পতিবার স্বতন্ত্র দিন নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তাহাদিগের অভ্যর্থনার্থে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়।

বোম্বাই।

মহরম উপলক্ষে বোম্বাইর আর কোন স্থানে কিছুমাত্র গোলযোগ হয় নাই, কেবল আমেদ নগরে একটী দুর্ঘটনা ঘটে। তথায় একটী স্থানে জনতা দেখিয়া পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন ড্যানিয়েল অনুসন্ধান করিতে যাওয়াতে এক ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান তাহার মস্তকে এমন সজোরে এক যষ্টি প্রহার করে, যে লাঠিগাছি ভাঙ্গিয়া যায়। নর্টন সাহেবের নিকট বিচার হইতেছে।

মহারাষ্ট্রীয়েরা খর্ব্বাকৃতি বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একটী দীর্ঘকায় ব্যক্তির উদয় হইয়াছে, এব্যক্তি উচ্চে ৭ ফিট ২ ইঞ্চ। ইহার নিবাস পুনায়, বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর মাত্র।

বোম্বাইতে মুসলমান ও পারসীদিগের যে মিলন সভা হয় তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। ভবিষ্যতে আর একটী অধিবেশন হইবে এইরূপ প্রস্তাব হইতেছে।

বোম্বাই গেজেটের এক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে সূর্য্যমণি ফুল হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি পরিষ্কার ও সুখাদ্য, তাহাতে কোন অপকার নাই, নারিকেল তৈলের পরিবর্ত্তে তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

মাজিষ্ট্রেট কনন সাহেব ৬২ জন মুসলমান উপদ্রবকারীকে ধৃত করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে বিচারার্থ সমর্পণ করিয়াছেন।

বোম্বাই সমাচার বলেন, গত ২রা মার্চ্চ হুলি উৎসব হয়, তাহাতে রস্তমজী জামসেটজীর বাটীর নিকট একটী হুলি অগ্নিকুণ্ডে প্রায় ৫০ জন পারসী রমণী নারিকেল, আবীর, ফুল প্রভৃতি অঞ্জলি দেয় এবং তাহা দগ্ধ হইয়া গেলে হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করে। দুইজন পারসী ও ৪ জন বালক সমভিব্যাহারে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়াছিল। পারসিরা ক্রমে হিন্দুদলে মিশিল।

কচ্ছের রাওর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সাহাবুদ্দীন বরদার অন্যতর প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। দাদাভাই নৌরজী এবং সাহাবুদ্দীন উভয়েই ইংলণ্ড দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। দেখা যাউক বরদার ভাগ্যে কি ফলে।

বিবিধ।

বোথাবা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ট স্কন্দ হইতে সুমারখন্দ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা তৈয়ার করিতে করিতে কুলীরা একটী স্থানে পোতা ধন দেখিতে পায়। ধনরক্ষার্থ প্রহরী রাখিয়া কমিসনরকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। যত দিন তাঁহার আদেশ না আসিতেছে, রথ্যা নির্ম্মাণ বন্ধ থাকিবে। কমিসার শুভাদৃষ্ট।

ফিনিক্স পত্রের সম্পাদক জেম্স সমর্স লণ্ডনের কিংস কলেজের চীন ভাষার অধ্যাপক ছিলেন, এক্ষণে জেডোর রাজকীয় প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন। তিনি যাকোহামা হইতে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতেছেন। লিখিয়াছেন ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান বলিয়া জাপানীরা ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে নিতান্ত উৎসুক। তিনি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্বাঞ্চলস্থ লোকদিগের ভাষা রীতি নীতি প্রভৃতির বিবরণ পাইবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সিংহলের সমুদ্রতীরে মুক্তাধারণ ১০ বৎসর বন্ধ ছিল, বর্ত্তমান মাসে তাহার পুনরারম্ভ হইবে।

নেটালের ইংরেজ উপনিবেশীদিগের সহিত কাফ্রীদিগের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে শ্বেতপুরুষগণ পলায়িত শত্রুগণের স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যাতে ১৫০০ স্ত্রীলোককে অবরুদ্ধ করিয়াছেন। লণ্ডন এক্জামিনার এই উপলক্ষে বলেন আমরা কুলি, কাফর ও কাণ্টিদিগের কথা যত শুনি, ততই ইংলণ্ড দাসত্বপোষক ও দাসব্যবসায়ী দেশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রেরিত।

মান্যবর, শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনকার ১৬ই ফাল্গুনের পুস্তক সমালোচন স্তম্ভে "আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরি" সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তৎপাঠে আমার মনোমধ্যে যে যে ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা নিম্নে মহাশয়কে জ্ঞাপন করিতেছি:—

মহাশয় যেরূপ সরল ও নিরপেক্ষ ভাবে উক্ত পুস্তকের সমালোচন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তজ্জন্য মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ করি। অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদক অপেক্ষা শিল্প বিষয়ে আপনার বিচক্ষণতা দর্শন করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।

আমার ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে মহাশয় যে আর্য্যজাতির সর্ব্ববিধ শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশা করিয়াছেন ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। যখন পিতৃগণের মহতী কীর্ত্তি সকলের আভাস মাত্র প্রচার দ্বারা কৃতবিদ্য মহোদয়গণের চিত্তকে শিল্পালোচনায় নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা পাওয়াই আমার পুস্তকের উদ্দেশ্য, তখন যে ইহাতে কেবল মাত্র আর্য্যজাতির অত্যুন্নত শিল্প-সুমেরুর কোন কোন শিখর মাত্র প্রদর্শিত হইবে তাহা মহাশয়ের মত লোকের অনায়াসেই বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। আমার পুস্তকের ভূমিকাতে-ইত ইহা উক্ত হইয়াছে যে "এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আর্য্যজাতির শিল্প চাতুরির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মুকুর স্বরূপ নহে, প্রত্যুত ইহা তাহার শতাংশের একাংশও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিয়াছি কি না! (১)

মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীমাণী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান রামরাজ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন"—ইহাতে আমি কথঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছি, কারণ আমার পুস্তকের অন্যান্যাংশ সন্নিবিষ্ট বিষয় সকল যেমন অপরাপর গ্রন্থ, তেমনি আমার বহু আয়াসলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাম রাজের গ্রন্থ বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিলেই আপনি ইহার যাথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অপরন্তু, মহাশয় এরূপ ভাবে বলিয়াছেন যে, কোলব্রুক প্রভৃতি মহাত্মারা অনেক অনুসন্ধান করিয়া আর্য্যজাতির শিল্প গ্রন্থ সকল বাহির করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি তদানীন্তন আসিয়াটিক্ রিসার্চ্চেস্ অনুসন্ধান করিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহারা উক্ত পুস্তকের ১ম খণ্ডে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের অন্য শাস্ত্র সকল প্রায়ই দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু শিল্প সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে!! মহাশয়ের সমালোচন দৃষ্টে বোধ হইতেছে, মহাশয় অন্য কোন গ্রন্থে এবিষয়ক কোন আলোক সন্দর্শন করিয়া থাকিবেন। যদি কিছু দেখিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে চিরবাধিত হইব। (২)

রবার্টসন সাহেব স্থাপত্যের যে প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তদবলম্বন করিয়া আমি পুস্তক রচনা করি নাই। শিল্পের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। যিনি যেরূপ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি সেইরূপে ইহার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। আপনি ইউরোপীয় দিগের শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া "তৌর্য্যত্রিক, স্থপতি কার্য্য ভাবকর্য্য এবং চিত্র লেখন" এই কয়েকটীকে সূক্ষ্ম শিল্পের প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা তৌর্য্যত্রিককে শিল্প বেদের অন্তর্গত না বলিয়া গন্ধর্ব্ববেদের অন্তর্গত বলিয়া গিয়াছেন। আমি যে রীতিতে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য। (৩)

এদেশে ধর্ম্মোদ্দেশে যে সমস্ত স্থাপত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারই অধিকাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু রবার্টসনের অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত এক্ষণে নিতান্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য আমার ক্ষুদ্র পুস্তকে মন্দির ও গৃহাদি ভিন্ন অন্য কোন স্থাপত্যের উল্লেখ করি নাই। আমার পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত

---

(১) আমরা শ্রীমাণী মহাশয়ের জিজ্ঞাস্য সম্বন্ধে সমালোচনা মধ্যেই ব্যক্ত করিয়াছি যে তিনি "যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতে পারিবে।" অনেক পরিমাণে বলিবার কারণ এই তিনি তাঁহার প্রসঙ্গের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য আমরা সম্পূর্ণ সিদ্ধির আশা করিতে পারি নাই। ভা, সং, স।

২। শ্রীমাণী মহাশয় রামরাজ হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাদিগের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ব ভারতবর্ষের স্থপতি কার্য্যের গঠন প্রণালী বর্ণিত হওয়াতে পুস্তকের মধ্যে ইহা প্রধান সারাংশ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, এজন্য আমরা তাঁহার পুস্তকের অধিকাংশ রামরাজ হইতে গৃহীত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলাম। যে সমস্ত বিবরণ ফরগুসন প্রভৃতি পৌরাণিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সাধারণ বিদিত বলিয়া উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। পরন্তু কোলব্রুক সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল বাবু তাঁহার তৃতীয় পর্ব্ব ৩০ খণ্ডের রহস্য সন্দর্ভে যাহা লিখিয়াছেন সেই স্থলটী আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "আর কোলব্রুক্, গ্রান্ট, রেনেল, স্কট্ প্রভৃতি লেখকদিগের রচনা যদি অতিবাদ বর্ণনায় প্রপূরিত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কলঞ্জর ও অজয়গড়ের তুল্য সুদৃঢ় স্থান ভারতবর্ষে অল্প ছিল।" আমরা যে সকল গ্রন্থ হইতে আমাদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আমাদিগের সমালোচনায় উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীমাণী মহাশয়ের অনুরোধে আমরা আরও কয়েক খানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি। এই সকল গ্রন্থে তিনি অনেক সাহায্য পাইবেন। রাজতরঙ্গিণী, জেনেরেল কনিংহ্যামের পঞ্জাবের বিবরণ, ১৮৪৯ খৃঃঅব্দের ১১ সংখ্যক, ১৮৭২ অব্দের জানুয়ারী মাসের কলিকাতা রিভিউ, এবং প্রিন্‌সেপ সাহেবের পঞ্জাবের বৃত্তান্ত। ভা, সং, স।

(৩) তিনি যখন আর্য্যজাতির সমগ্র স্থপতি কার্য্যের শ্রেণী বিভাগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার শ্রেণী বিভাগ সম্পূর্ণ করা উচিত ছিল এই কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত। তিনি যে প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত স্থপতি কার্য্যের এক শ্রেণী মাত্র গৃহীত হইয়াছে। যে শ্রেণী গৃহীত হইয়াছে তাহারই তিনটী উপশ্রেণী তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমতঃ 'সূক্ষ্ম শিল্প' এই শব্দদ্বয়ে তিনি ইংরাজী 'Fine Arts' অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন। ইংরাজী ঐ শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলে উহার যাহা অর্থ, তাহাই আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ঐ শব্দদ্বয়ের অপরার্থ উদ্ভাবন করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমরা জানি না। দ্বিতীয়তঃ শ্রেণী বিভাগে যখন কেহ প্রবৃত্ত হয়েন তখন তাঁহাকে এরূপে শ্রেণী বিভাগ করা উচিত, যাহাতে বর্ণনীয় জাতির সমস্ত ব্যক্তিই নিবিষ্ট থাকে। তৎপরে তিনি প্রয়োজনানুসারে এক শ্রেণী মাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। শ্রীমাণী মহাশয় অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যে শিল্পাদি কি রূপে লিখিত হইয়াছে পণ্ডিতগণ তাহারই যে বিবরণ দিয়াছেন ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে, সে সাহিত্যে সূক্ষ্ম শিল্পের শ্রেণী বিভাগ কিরূপ তাহা ব্যক্ত হয় নাই। হিন্দুর হউক, যবনের হউক, ইংরাজের হউক যে শ্রেণী বিভাগ উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবে তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে সূক্ষ্ম শিল্পের কি প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে, এখনও আমরা গ্রন্থকারের নিকট জানিতে চাহি। তাঁহার শ্রেণী বিভাগে তাহার উদ্দেশ্য কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছে, আমরা মূল সমালোচনায় তাহা প্রকটন করিয়াছি। ভা, সং, স।

হইয়াছে "অর্থ শাস্ত্রে সাংগ্রামিক স্থাপত্যের অর্থাৎ দুর্গ ও বূহ প্রভৃতির রচনা চাতুর্য্যের নিয়মাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়" ইহাদ্বারা পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আর্য্যেরা দুর্গাদি নির্ম্মাণে নিপুণ ছিলেন; গ্রীবা ও কালিঞ্জর প্রভৃতি স্থানে দুই একটি দুর্গের যে কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা আমার পুস্তকে উল্লেখিত হয় নাই। ঐ সকল স্থানের দুর্গ প্রোক্ত "অর্থ শাস্ত্রের" কিরূপ নিয়মানুসারে গঠিত হইয়াছিল, তাহা যদি বর্ণনা করিবার উপায় থাকিত তাহা হইলে তাহাদিগের উল্লেখ করা যাইত, কিন্তু যখন সেরূপ কোন উপায় নাই, তখন কেবল মাত্র নামোল্লেখ করিয়া গেলে পাঠকবর্গ বিরক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। অনর্থক বাগাড়ম্বর দ্বারা প্রথমবারে আমি এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে সাহস করি নাই, কারণ ইহা "মহাদেব এই কি কাম" বা অন্য কোন হাস্য রসোদ্দীপক গ্রন্থের ন্যায় পাঠককে আনন্দিত করিতে পারিবে না, সুতরাং তিনি ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন অগ্রে২ পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। (৪)

পরিশেষে দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনি সমালোচন কালে ক্রমশঃ আপনার পরিজ্ঞাত বিষয় গুলি লিখিতে লিখিতেই আপনি যে সমালোচক তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা যদিও আমার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা প্রসূত, তথাচ সে গুলি মহাশয়ের সমালোচ্য হয় নাই অথচ আপনি স্বয়ং যাহা কিছু জ্ঞাত থাকেন তাহাই লেখকের ন্যায় আপনার পাঠকবৃন্দকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। অপর, আপনি অজন্তারে গুহাভ্যন্তরে যে যে চিত্রফলকের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল ভিত্তিচিত্র মাত্র, কিন্তু চিত্রফলক নহে, আমার পুস্তক মধ্যে তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। (৫)

২০ ফাল্গুন ১২৮০ সাল } ভবদীয় বশম্বদ। শ্রী শ্যামাচরণ শ্রীমানী।

(৪) আজি কাল ইংরাজী সাহিত্যের অত্যাস্ত প্রভাব, সেই জন্য সুদীন বাঙ্গালাসাহিত্যের তত আদর হয় না। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি মূল গবেষণা ও তত্ত্ব সকল সন্নিবিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার কখনই অনাদর হইতে পারে না। এই অভাবই বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান দোষ। অনর্থক আড়ম্বরে আমরা শ্রীমানী মহাশয়কে তাঁহার পুস্তক পূর্ণ করিতে বলি নাই, প্রত্যুত অধিকতর সার্থক সার তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করা তাঁহার উচিত ছিল। যাহা হউক তাঁহার গ্রন্থখানি যে প্রশংসনীয় ও বিশেষ উৎসাহ পাইবার যোগ্য তাহা আমাদিগের সমালোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্গাদি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বিবরণ দিলেও যথেষ্ট হইত। দুর্গ ও কূপাদির বিবরণ একেবারে গ্রন্থ হইতে আবর্জ্জিত করিয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। স্থান কল্পে বঙ্গীয় পাঠকের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট করাও উচিত ছিল। ভা, সং, স।

(৫) শ্রীমানী মহাশয় যে স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাধীন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, সে গুলি অতর্কিত রূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। তথাপি সৎউদ্যোগ বলিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের আমরা প্রশংসা করিয়াছি, একটু মনোযোগপূর্ব্বক আমাদিগের সমালোচনা পাঠ করিলে তাহা দেখিতে পাইবেন। আমাদিগের বাক্যটি এই "দুই এক স্থলে তাহার যে স্বাধীন ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি প্রশংসনীয়।" ৫৩৫ পৃষ্ঠার ২ স্তম্ভ দেখ। শ্রীমানী মহাশয়কে যদি এতদপেক্ষা অধিক প্রশংসা অর্পণ করিতে না পারিয়া থাকি তজ্জন্য তিনি আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমরা যেরূপ সমালোচন কার্য্যের রীতি বুঝি, তদনুসারেই সমালোচন করিয়া থাকি। তাঁহার পুস্তক মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ের অভাব ছিল, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইদানীন্তন সমালোচনায় যে কেবল সমালোচ্য পুস্তকেরই আলোচনা হয় এমত নহে, তৎসম্বন্ধে অনেক অপরাপর নূতন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করারও রীতি আছে। শ্রীমানী মহাশয় এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন অজন্তার সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহার মূল ক্যাপারের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। "In the manipulation and laying on of their colors, they (the Hindoos) were very successful; so much so, that at the present time many of the paintings to be found in the rock-cut temples appear as fresh and brilliant as though but the work of a few years since; whereas many of them must have existed for little less than 2000 years. In the paintings alluded to, especially in those of Ajunta, there has been far more attention bestowed on the grouping them than is usually met with in Hindoo works of art; and at the same time a nearer approach to modern notions of perspective." পরিপ্রেক্ষিত চিত্র সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাঠে আমাদিগের অনুমান হয়, অজন্তার চিত্র গুলি চিত্রফলক। ভিত্তি চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত চিত্রের নিপুণতা প্রদর্শন করিবার সুবিধা নাই। শ্রীমানী মহাশয়ের ন্যায় আমরাও স্বচক্ষে অজন্তার গুহ অবলোকন করি নাই, এজন্য তদ্বিষয়ক যথার্থ তত্ত্ব স্থির করা সহজ নহে। ভা, সং, স।

বিজ্ঞাপন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু	যদুনাথ দে শ্রীনাথ দাসের লেন	৩৷৹
"	বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মাথা ঘসার গলি	১
"	বনমালী মিত্র ভবানীপুর	১
"	দেবেন্দ্র নাথ বসু চুনাগলি	৬
"	হীরালাল মুখোপাধ্যায় লেবুতলা	৩৷৶৹
"	শ্যামাচরণ ঘোষ ভবানীপুর	২
"	বংশীধর শর্ম্মা বিশ্বনাথ আসাম	৭৷৹
"	প্রিয়নাথ বসু ঢাকা	৫
"	নবীন চন্দ্র বশাখ কালেক্টরি খাজাঞ্চি	৩৷৹
"	জয়গোপাল সা ডেল হাউসি স্কোয়ার	১
"	বরদা চরণ বন্দ্যো কলিকাতা	৩।৹
"	কৈলাসচন্দ্র মুখো উত্তর পাড়া	৭।৹
"	গোবিন্দ চন্দ্র মিত্র কলিকাতা	২
"	বিহারী লাল সেন শ্রীরামপুর	৩
"	প্রিয় নাথ সেন হাবড়া	২
"	হর নাথ বসু কলিকাতা	২
"	বামাচরণ বন্দ্যো ফাঁসি দেওয়া স্কুল	৭
"	মহেন্দ্র নাথ রায় বামাপুকুর	১৷৹
"	দুর্গাচরণ দত্ত পোড়াবাজার	৩
"	প্রসন্নকুমার গুহ শ্রীহট্ট	৪৷৹

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭।৹
" ষাণ্মাসিক	৩৷৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৶৹
মাসিক ...	৷৹	৸৶৹
প্রতি সংখ্যা	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১৹ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি আর্ডর, অর্দ্ধআনার পোস্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজেষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ }
৪৮ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—৮ই চৈত্র শুক্রবার। ১৮৭৪—২০শে মার্চ { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
{ মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭॥০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

১৪ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, তাহার ফসল রিপোর্টে অবগত হওয়া গেল, বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে, অনেক স্থানে শিলাপাত হইয়াছে। পাটনা, ভাগলপুর, সারণ এবং পূর্ণিয়াতে চাউলের দর সুলভ হইয়াছে। বৃষ্টিতে আম্রমুকুলের হানি করিয়াছে। বোরো ধান্য উত্তম জন্মিতেছে। রবিশস্য যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছে আশাকর বটে।

আমরা স্থানান্তরে ব্রাদর এণ্ড কোম্পানীর একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। ইহাঁরা অনেক গুলি ব্যক্তি একত্র হইয়া একটী বাণিজ্যের কারবার খুলিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইহাঁরা এক একটী অংশ ১০ টাকা মূল্যের স্থির করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে অংশী হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এরূপ স্বাধীন চেষ্টার সিদ্ধি কামনা করি।

শুনিলাম প্রেসিডেন্সি কালেজের এক নূতন অধ্যাপক ছাত্রদিগকে লর্ড মেকলের লেখাদি সমালোচনা করিতে দিয়াছিলেন, তাহাতে একটী ছাত্র বাঙ্গালী জাতির চরিত্রের উপর লর্ড মেকলের অন্যায় উক্তির প্রতিবাদ করিয়া লেখেন যে "যদি দুই এক জন লোককে কোন বিষয়ে দুশ্চরিত্র দেখিয়া জাতি সাধারণের প্রতি সেই সেই দোষ আরোপ করা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে ইংরাজ জাতির প্রতি নানা গুরুতর দোষারোপ সম্ভবিতে পারে।" ইহাতে অধ্যাপক মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রিন্সিপলের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দণ্ডেই তাহার ছাত্রবৃত্তি বন্দ করেন এবং ভয় দেখান যে সে রাজবিদ্রোপরাধে দণ্ডনীয় হইতে পারে। এ সংবাদ সত্য হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

পার্লেমেণ্টের অভিনব মান্ত্রপরিবর্ত্তনে কনসারবেটিব দলের জয় এবং লিবারল দলের পরাজয় হইয়াছে ইহার বিশেষ বিবরণ আমরা গতবারের পূর্ব্বসপ্তাহের ভারত সংস্কারকে প্রকাশ করি। গত বারের 'নূতন ষ্টেট সেক্রেটারী' প্রস্তাবে আমাদিগের অনবধানতা বশতঃ কনসারবেটিবের স্থানে লিবারেল [illegible] ভুল হইয়া গিয়াছে। একজন পত্র প্রেরক এ বিষয়ে আমাদিগের চিত্তাকর্ষণ করাতে তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম।

ভারত সংস্কারক।

মাতলা রেলওয়ে ও কুম্পী শাখা রেলওয়ে।

কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বে 'সাউথ ইষ্টারন্ ষ্টেট' বা মাতলা রেলওয়ে নামে যে রেলওয়েটী আছে, তাহা মাতলাতে যাইবার উদ্দেশে নির্ম্মিত হয়। কলিকাতায় বড় বড় জাহাজ আসিবার ব্যাঘাত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট মাতলা বন্দর বা ক্যানিঙ পোর্ট সংস্থাপনে উদ্যুক্ত হন এবং উক্ত স্থান সুসজ্জিত করিবার জন্য বহুল অর্থ ব্যয় স্বীকার করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মাতলা বন্দর হইল না, গবর্ণমেণ্টের অর্থই পণ্ড হইল। এ দিকে যে কোম্পানি বড় আশা করিয়া রেলওয়ে খুলিয়াছিলেন, জনাকীর্ণ স্থান সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক জলাভূমি ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া মাতলার সহিত দ্রুতপদে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সম্পত্তি ক্রয় করিয়া খাস করিয়া লইলেন। কিন্তু ব্যবসায়ী লোকে যখন লাভবান্ হইতে পারিলেন না, গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? ইহাঁরা লাইনের সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়েয় হস্তে ইহার ভার সমর্পণ করিলেন। ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ে অল্পদিনের পরীক্ষায় 'লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতির আশঙ্কা' দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। গবর্ণমেণ্ট এ অবস্থায় বিষম বিপদে পড়েন এবং গাড়ী চালান পক্ষে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটে। সৌভাগ্য ক্রমে সুক্ষ্মদর্শী সার জর্জ ক্যাম্বেল নলহাটী ষ্টেট রেলওয়ের ম্যানেজার বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায়ের হস্তে ইহার অধ্যক্ষতা ভার অর্পণ করেন এবং তদবধি ইহার অনেক সুশৃঙ্খলা লক্ষিত হইতেছে। মাতলা রেলওয়ে দু-

থাপি এখনও দায়গ্রস্ত, এবং ইহার উন্নতির পথ রুদ্ধ বলিতে হইবে। যখন কানিং পোর্ট হইয়া উঠিল না, তখন রেলওয়েটীর গতি পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক। মাতলা হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিবার জন্য আর কত-দিন গবর্ণমেন্ট অর্থশ্রাদ্ধ করিতে থাকি-বেন? কলিকাতার দক্ষিণে যে সকল জনাকীর্ণ গ্রাম আছে, তাহার নিকট দিয়া রেলওয়ে লাইন খুলিবার জন্য অনেকবার প্রস্তাব হইয়াছে, এবার তাহার পুনরান্দোলন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। উক্ত প্রদেশের দুই তিন সহস্র লোক একমত হইয়া সম্প্রতি কনসলটিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট এতৎসম্বন্ধে যে আবেদন করি-য়াছেন, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি:—

"মাতলা রেলওয়ে উপযুক্ত লোকালয় দিয়া না যাওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কুলপীর দিকে লাইন খুলিলে কখনই সেরূপ হইত না। কিছু দিন পূর্ব্বে রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এই মর্ম্মে এক রিপোর্ট করেন এবং গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ সালে এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করেন, সোনাপুর হইতে কুলপী পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হইলে গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে লাভজনক হইবে, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কি কারণে কার্য্যে পরিণত হইল না আমরা জানি না। এ রেলওয়ে হইলে বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহী উভয় দ্বারাই গবর্ণমেণ্টের লাভ হইতে পারে। মিত্রগঞ্জ, মগরাহাট, গোপাল নগর ও সূর্য্যপুর হইতে আলো চাউল, পাট ও সর্ব্বপ্রকার শস্য প্রভুত পরিমাণে রাজধানীতে আমদানী হইতে পারে। আপীল আদালত ও আলীপুরে মোক-র্দ্দমাদি উপলক্ষে প্রতিদিন অনেক আরোহী যাতায়াত করিতে পারে। এ লাইন যে যে গ্রাম স্পর্শ করিয়া যাইবে, তাহা হুগলী জেলাস্থ ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সমীপবর্ত্তী লোকালয় সকলের ন্যায় জনাকীর্ণ। এতদ্ভিন্ন জয়নগরের প্রসিদ্ধ রাধাবল্লভ ঠাকুরের মেলা উপলক্ষে বৎসরে দুই বার অসংখ্য লোকের সমাগম হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কুলপীতে যদি একটী বন্দর করেন, তাহাহইলে তথা হইতে জাহাজ সকল সহজে ভাসান যাইতে পারে, তাহাদিগকে টানাটানি করিয়া কলিকাতায় আনিতে হয় না। প্রস্তা-বিত রেলওয়ে নির্ম্মাণে অন্যান্য স্থানাপেক্ষা স্বল্প ব্যয় লাগিবে, সূর্য্যপুর ভিন্ন আর কোন স্থানে সেতু বন্ধন করিতে হইবে না। প্রসিদ্ধ দ্বারীর জাঙ্গাল নামে উক্ত বাঁধ বরাবর গিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিলে রেলওয়ের পথের সুবিধা হইবে এবং এ প্রদেশে অন্য স্থানাপেক্ষা অল্প মূল্যে ভূমি পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ উপ-লক্ষে যখন দেশের সর্ব্বত্র পূর্ত্ত কার্য্যের আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তখন এ প্রদেশের প্রতি তাঁহা-দিগের কৃপা দৃষ্টিপাত হইবে না কেন?"

আমরা আশা করি, এই আবেদন পত্র খানি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট ত্বরায় সমর্পিত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয় অবিলম্বে বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করিলে আরো ভাল হয়। যদি দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ে রক্ষা করা অভিমত হয়, তবে যাহাতে গবর্ণ-মেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় এবং প্রজাবর্গের অধিক পরিমাণে উপকার হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কুল্পী পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রসারিত হইলে বারুইপুর ও ডায়মণ্ড হারবর মহকুমা নিবাসী চারি পাঁচ লক্ষ লোকের উপ-কার দর্শি[illegible]। এত লোকের মধ্যে গতিবিধি[illegible]ন, বাণিজ্যের উন্নতি[illegible]মেণ্টের লক্ষ্য স্থল হইতে [illegible] বিশেষতঃ ইহাতে গবর্ণমেণ্টে[illegible] আশা যথেষ্ট [illegible]—মাতলা[illegible] পরিবর্ত্তে কুল্পীর নিকট একটী [illegible] করিলে তদ্দারা কলিকাতার [illegible]জ্যের অনেক সহ-কারিতা হইবে। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্যান্য স্থানে যেমন পবলিক ওয়ার্কের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এ অঞ্চলে এই আবশ্যক রেলওয়ে লাইনটী খোলা হইলে অনেক দুঃখী প্রাণী প্রতি পালিত হয় এবং এতদ্দেশের একটী চিরস্থায়ী উন্নতির উপায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ নিদর্শন।

দ্বারকানাথ মিত্র যে সকল উজ্জ্বল গুণে ভূষিত ছিলেন এবং স্বজাতীয় ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সমাজে যেরূপ শ্রদ্ধা-স্পদ ও সম্মান ভাজন হইয়াছিলেন, তদ্বি-ষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু এই পর্য্যন্ত করিয়াই কি আমরা তাঁহার বিষয় বিস্মৃত হইব? বঙ্গমাতা তাঁহার ন্যায় একটী মহারত্ন হারাইয়া যে শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শীঘ্র ভুলিতে পারেন না। তাঁহার নাম বঙ্গ-বাসীদিগের হৃদয়ে বহুকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে এবং তাঁহাদিগের মুখে গর্ব্বের সহিত উচ্চারিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যিনি আমাদিগের এরূপ জাতীয় গৌরবস্থল, তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কোন প্রকার নিদর্শন রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এরূপ নিদর্শন রক্ষার চেষ্টা মনুষ্যগণের স্বভাবিক ইচ্ছাসম্ভূত। বঙ্গ-বাসী কাহার না ইচ্ছা হয়, দ্বারী বাবু হাইকোর্টের (ফুলবেঞ্চ) পূর্ণ মজলিসের সম্মুখে দরিদ্র প্রজাদিগের পক্ষ হইয়া যেরূপ অকুতোভয়ে মহাযুদ্ধ করি-তেন, তাহার প্রতিরূপ চিত্রিত করি-রাখি? তিনি হাইকোর্টের ইংরেজ জজ-দিগের সহিত তুল্য বিচারাসনে আসীন হইয়া স্বাধীনতার সহিত যেরূপে আত্মমত প্রদান করিতেন, তাহার প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিয়া চিরকাল দর্শন করি? এরূপ নিদর্শন দ্বারা কেবল মৃতের সম্মাননা ও তাঁহার গুণের সমাদর করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না, কিন্তু স্বজাতীয় লোকদি-গের মনে জাতীয় গৌরবস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগের উন্নতির একটী উচ্চ সোপান নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বগত মহাপুরুষদিগের স্মরণে ভাবী বংশীয়গণ তাঁহাদের ন্যায় গুণশালী হইতে উৎসাহিত হয়, এবং

আপনাদিগকে তাহাদিগের ন্যায় কীর্ত্তিকুশল করিবার জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

মৃত মহৎ ব্যক্তিদিগের স্মরণার্থ কোন প্রকার নিদর্শন রক্ষাকরা এ দেশের পক্ষে নূতন প্রথা নহে। মূর্ত্তি, ছবি ও কাব্যরচনা দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ অসাধারণ ব্যক্তিগণের নাম ও খ্যাতি চিরস্থায়ী করিয়া আসিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা কল্পনা-প্রণোদিত হইয়া মনুষ্যকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাদৃশ সমুৎসুক হইতেন, তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার আদর্শ লক্ষ্যস্থল করিবার জন তত প্রয়াসী হইতেন না। এই জন্য ইহাদ্বারা অনেক সময় সুফল না হইয়া কুফলই উৎপন্ন হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা কল্পনাকে যুক্তিদ্বারা শাসন করেন, তাহাদিগের নিকট এ বিষয়ের যুক্তিসিদ্ধ প্রথা আমরা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহারা দুই প্রকারে লোকান্তর গত মহাত্মাদিগের সম্মাননা করেন। ১ম, তাঁহাদিগের অবিকল প্রতিরূপ সংরক্ষণ, ২য় তাঁহাদিগের স্মরণার্থ কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান। আমরা এই দুইটীকেই সমান আদরণীয় জ্ঞান করি। এ দুইটী দ্বারাই মৃতের প্রতি সম্মাননা ও তাঁহার সৎদৃষ্টান্ত প্রচারের সহায়তা হয়। কোন ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা তাঁহার বিশেষ সদ্গুণ যেরূপ জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ যে সৎকার্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ, তদর্থে তাঁহার নামে দানকার্য্য সম্পন্ন হইলেও তৎপ্রতি লোকের প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়।

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ আমরা কিরূপ নিদর্শন চাই, তাহা পাঠকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার ওকালতী বেশের একটী ছবি যদি চিত্রিত হয়, তাঁহার জজীয়তীর একটী প্রতিমূর্ত্তি যদি খোদিত হয় এবং যে বিদ্যার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগছিল, তদর্থে যদি তাঁহার নামে একটী ফণ্ড করিয়া ছাত্রবৃত্তি বা তত্তুল্য কোন বিদ্যোৎসাহজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাহইলে আমাদিগের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়। এ সকল ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া কিছু ব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু আমরা আশা করি দ্বারী বাবুর নামে এ অর্থের আয়োজন হওয়া অসম্ভব নহে। উপার্জনশীল উকীল দলের প্রায় সকলেই তাঁহার অনুরাগী এবং অনেকে তাঁহার বিশেষ আত্মীয়, তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহারা অর্থদানে কুণ্ঠিত হইবেন বোধ হয় না। এতদ্ভিন্ন সাধারণলোকের মধ্যহইতে তাঁহার নামে অর্থসংগৃহীত হইতে পারে, কি ওকালতী কি জজীয়তী উভয় অবস্থাতেই তিনি সাধারণের সপক্ষতায় আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চেষ্টা নিয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। দেশের সকল লোক, বিশেষতঃ দ্বারী বাবুর বন্ধুগণ এ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হন, এই আমাদিগের প্রার্থনা। দ্বারী বাবুর সম্মানে বাঙ্গালী জাতির সম্মান, এই কারণে আমরা তাঁহার জন্য এত করিয়া লিখিতেছি।

কৃতবিদ্যগণের কার্য্যক্ষেত্র।

এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা বিদ্যালয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট বা সদাগর আফিসে প্রবিষ্ট হইবার জন্য লালায়িত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা আর কোন কার্য্যক্ষেত্র দেখিতে পান না। বালকেরা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে২ এমন কি মাতৃক্রোড়ে স্তন পান করিতে করিতে "সাহেবের কুঠীর" প্রতি লক্ষ্য স্থির করিতে অভ্যাস করে। "লেখা পড়া শিখিয়া চাকুরি করিব—টাকা আনিব" একথা অর্দ্ধস্ফুট বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শিক্ষা করিয়াছি। এখন আর কাহার সাধ্য যে অন্য লক্ষ্যের প্রতি আমাদের চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ করে? "মসীজীবীর লেখনী" ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই; "কেরাণীর টেবল" ভিন্ন আর আমাদের আশা ভরসা নাই, সকলেরই এই সংস্কার। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় লোকে সাহেবের চাকুরি করিয়া বিলক্ষণ সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল, এমন কি, অনেকে বৎসরৈকমাত্র কর্ম্ম করিয়া লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পুরাতন সাহেবেরা এ দেশের কিছুই অবগত ছিলেন না; তখনকার কর্ম্মচারীরা ও অর্থাগমের সদসৎ যতগুলি উপায় আছে, অসংকোচ হৃদয়ে তদনুসরণে ক্রুটী করিতেন না সুতরাং অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জিত হইত; লোকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। ক্রমে লোকের এই সংস্কার জন্মিল যে "সাহেবের চাকরি" অর্থাগমের যেমন প্রশস্ত উপায়, এমন আর কিছুই নহে। এ সংস্কার [illegible] জনসমাজে এমন বদ্ধমূল হইল যে, [illegible] বহুদর্শনলব্ধ "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং—" অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রের এই পরম্পরাগত সমীচীন সত্য লোকের সংস্কার ভূমিতে স্থান না পাইয়া নিষ্কাশিত হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা সাহেবের চাকুরির নামে মুগ্ধ হইয়া গেল। দুঃখের বিষয় যে অদ্যাবধি সে মুগ্ধতা এখনও সাধারণের চিত্তভূমি হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এখন আর সে রূপ কাল নাই, সে রূপ সাহেবও নাই, সে রূপ অসংকোচ অর্থগ্রাহী কর্ম্মচারীও নাই। তবে এখনও সে কুসংস্কার—সে মুগ্ধতা দূর

হয় না কেন? সে কালে লোকে, কতকগুলি ইংরাজি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া, সামান্যরূপ ইংরাজি লিখিতে শিখিয়া, সামান্য কর্ম্মে থাকিয়া,যত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,এখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত উচ্চতম উপাধিধারীরা উচ্চতম পদারূঢ় হইয়াও, তাহার শতাংশ ধন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন কি না সন্দেহ। তবে এখনও সে কুসংস্কার—সে মুগ্ধতা দূর হয় না কেন? যাহাহউক যদিও তাহা এখনও দূর হয় নাই—কিন্তু দূর হয় আর রয় না। কেরাণী মহলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষ হইতে বহুবিধ অপকারের সঙ্গে আমরা অন্ততঃ একটী উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। সেটী উল্লিখিত মহানিষ্টকর কুসংস্কারের উন্মূলন। এই দৃঢ়মূল কুসংস্কার অগ্রে উন্মূলিত না হইলে কর্ম্মার্থীদিগের দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। বাগ্মীর উপদেশ ও বক্তৃতায় সে কুসংস্কার যাইবে না; যদি যাইবার হইত, তাহা হইলে এতদিনে যাইত। কিন্তু আসন্ন দুর্ভিক্ষ মুখে যে উপদেশ প্রদত্ত হইবে, তীব্র বহুদর্শনের কণ্ঠে যে বক্তৃতা বিবৃত হইবে, তাহা অগ্রাহ্য করে কাহার সাধ্য?

কেরাণীমহলে আসন্ন দুর্ভিক্ষ ক্রমে নিকটতর হইতেছে। এখন কার্য্যার্থীরা কি উপায় অবলম্বন করিবেন? যদি সৌভাগ্যক্রমে, লৌহবর্ত্ম সকল স্থানে স্থানে সংসৃষ্ট হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য লোকের জীবিকার উপায় বিধান করিয়া না দিত, দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর শাসনে, দেশ এতদিন উৎসন্ন যাইত। কিন্তু তথাপিও কেরাণীমহল জনপূর্ণ বলিতে হইবে। ইহার সিংহদ্বারে অসংখ্য প্রবেশার্থী লোক কোলাহলপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পথে অসংখ্য অসংখ্য লোকে এই দ্বারাভিমুখে অনুযাত্রী হইয়াছে। এখন এতগুলি কার্য্যার্থীর কোথায় অন্ন সংস্থান হইবে? দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা অন্যবিধ কার্য্যক্ষেত্রের সন্ধান জানে না। কেরাণীমহল ভিন্ন আর কোন দ্বারের অতিথি হইতে তাহাদের সাহসে কুলায় না। ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থা হইতে, এতদ্দেশস্থ ভদ্র লোকেরা অন্য কোন দ্বারে কর্ম্মার্থী হইয়া যান নাই; এখন সে সমস্ত স্থান তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাতসন্ধান হইয়া পড়িয়াছে। এখন সে দিকে যাইতে ভয় হইতে পারে। কিন্তু ভয়ের বশীভূত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে কি হইবে? আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার ঔষধ কোথায়?

ঈশ্বরের রাজ্যে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব নাই, কর্ম্মিষ্ঠ লোকেরই অভাব। যে ব্যক্তি শ্রম স্বীকার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে চাহে, কার্য্যের অভাবে তাহাকে বসিয়া থাকিতে হয় না। শত শত কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার পরিশ্রমীর প্রতি উন্মুক্ত রহিয়াছে। আমাদের পক্ষে বাণিজ্য একটী অপরীক্ষিত ক্ষেত্র। পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা ও আধুনিক অর্থ ব্যবহারবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে অর্থোপার্জ্জনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন অর্থাগম ক্ষেত্র যে এতদ্দেশীয়দিগের দ্বারা চিরকাল পরিত্যক্ত থাকিবে ইহা আমাদের সহ্য হয় না। সত্য বটে বাণিজ্যের উপযুক্ত মূল ধন অনেকের নাই। কিন্তু ইচ্ছা ও সাহস থাকিলে ধনের জন্য কিছুই অসম্পন্ন থাকে না। একজনের যথেষ্ট ধন না থাকিলে, পাঁচ জনের ধন একত্রিত করিয়া সেই মূল ধন হইতে কার্য্যারম্ভ হইতে পারে। ন্যায় ও সত্য, শ্রম ও যত্নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে কেনই বা কার্য্যসিদ্ধি হইবে না? পরস্পর স্বার্থশূন্য অথচ সাধারণ স্বার্থের প্রতি অনুরাগ ও প্রযত্ন রাখিয়া চলিলে, নীচভাবপোষিত বিবাদ বিসম্বাদ পরস্পরের মধ্যে কেনই বা উপস্থিত হইবে? যেখানে স্থির বুদ্ধি শ্রম ও সত্যের সহকারী হয়, সেখানে সিদ্ধি ও সম্পদ্ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করে। বাণিজ্য ত বড় কথা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, চাকুরি অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক লাভবান্ হওয়া যায়। তাহাতে অধিক মূলধন আবশ্যক হয় না—অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবারও ভয় নাই।

শিল্প কার্য্য সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব ভারত সংস্কারকে লিখিত হইয়াছে; এ ক্ষেত্র যে সম্পূর্ণ কৃতবিদ্যদিগের প্রবেশোপযোগী, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্ভূত শিল্প যন্ত্র সকল অদ্যাবধি এদেশে অব্যবহৃত রহিয়াছে; কৃতবিদ্যগণই সে সকল যন্ত্রের যথার্থ মর্য্যাদা গ্রহণে সক্ষম। তাঁহারা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া এদেশে এই নূতন কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত করুন। চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন শিল্পালয় সকল উত্থিত হউক, নানা প্রকার দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া দেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যের সহকারী হউক। অনেকগুলি কৃতবিদ্য যুবা এই নূতন ক্ষেত্র হইতে কেবল যে জীবিকা লাভ করিতে পারিবেন তাহা নহে, কিন্তু বিলক্ষণ সম্পদ লাভ করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল এবং সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইবেন।

এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকে কায়িক শ্রমজনক কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া থাকেন; তাঁহারা লেখনী হস্তে লইয়া সাহেবের পদাঘাত অবধি অম্লানবদনে সহ্য

করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কিন্তু কায়িক শ্রমজনক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে, লজ্জা ও অপমানের বিষয় মনে করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়ও এই চিরাগত কুসংস্কারের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই; বরং এবিষয়ে তাঁহাদের কুসংস্কার ও অভিমান অপেক্ষাকৃত অধিক তর বদ্ধমূল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বাল্যাবধি মনোবৃত্তি সকল চালনা করিয়া বিপুল বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছেন; এখন কায়িক শ্রমজনক কার্য্য জীবিকার জন্য অবলম্বন করিলে, উপার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধির অপমান হইল মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে, কোন কোন কায়িক শ্রমজনক কার্য্যে তাঁহাদের অর্জ্জিত বিদ্যা ও মার্জ্জিত বুদ্ধি নিয়োজিত হইলে সে বিদ্যা বুদ্ধির যথার্থ সার্থকতা হয়, দেশের কল্যাণ হয়, এবং তাঁহাদের অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়, বরং "কেরাণীর টেবিলে" সে বিদ্যা বুদ্ধি উপযুক্ত স্ফূর্ত্তির অভাবে অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। স্থপতির কার্য্য, সূত্রধারের কার্য্য, কর্ম্মকারের কার্য্য, কৃষকের কার্য্য, কর্ম্মার্থী কৃতবিদ্যকে আহ্বান করিতেছে; যদিও এসমস্ত কর্ম্মক্ষেত্র ভদ্র সন্তান দ্বারা কখন অধিকৃত হয় নাই; কিন্তু এ সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য ক্ষেত্রকে কৃতবিদ্যদিগের হস্ত বর্জ্জিত করিয়া রাখা কখনই বিধেয় নহে। কৃতবিদ্যগণ এ সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, এ সকল কার্য্যের আর এক মূল্য দাঁড়াইবে। কার্য্যের মূল্য কার্য্য কারীদিগের মূল্যেরই অনুগামী হইয়া থাকে। এত দিন কায়িক শ্রমজনক কার্য্য, সমাজের যত বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন নীচ শ্রেণীস্থ লোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া কার্য্য সকলও নীচ বলিয়া লোকের ঘৃণার্হ হইয়াছে; এক্ষণে কৃতবিদ্যগণ যদি এ সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অল্প দিনের মধ্যে এই সকল কার্য্যের প্রতিও লোকের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে এবং কার্য্যের মূল্যও তৎসঙ্গে সঙ্গে মহার্ঘ হইবে। এ সকল কার্য্যে নিশ্চয়ই চাকুরি অপেক্ষা অধিক লাভ হইবে। কায়ক্লেশ দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল হইবে, স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা মন তেজস্বী, প্রফুল্ল ও সত্যানুরাগী হইবে এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষের ন্যায় বিপদের হস্ত হইতে দেশ পরিত্রাণ পাইবে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ফসেট ও ডিসরেলি সাহেবের মত।

ফসেট সাহেবকে ইংলণ্ডীয় ভারত-হিতৈষীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বলিলে বোধ হয় কাহার আপত্তি হইতে পারে না। তিনি এতদিন পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যেরূপ উৎসাহসহকারে ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এমন স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসী কে আছেন, যাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রী সকল মহাত্মা ফসেট সাহেবের নামে স্পন্দিত হইয়া না উঠে? আমাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে সেই ফসেট কমন্স সভা হইতে সম্প্রতি অবসৃত হইয়াছেন; ব্রাইটনের অধিবাসীরা বোধ হয় তাঁহাকে ভারত হিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত দেখিয়া, আর মনোনীত করিতে চাহিলেন না; কিন্তু ভারতবর্ষ যদি এখন তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেমানুরঞ্জিত অভিনন্দন পত্র দিতে না পারেন, তাহা হইলে এ দেশ যে হৃদয়শূন্য কৃতঘ্ন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার একজন ইংলণ্ডীয় পত্র প্রেরক সম্প্রতি এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাও আমাদের পক্ষে সামান্য লজ্জার বিষয় নহে। আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, এক জন ইংলণ্ডের লোক তাহা আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া না দিলে আমরা কি তাহা দেখিতে পাইব না? এ দেশের নিম্নস্তরস্থ প্রজাপুঞ্জ এরূপ বিষয়ে চিন্তা ও মনোযোগ সমর্পণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কৃতবিদ্য ভদ্র সমাজ অধুনা এ সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তাঁহাদেরই উপর এতৎ বিষয়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার। সুতরাং এ ত্রুটীর জন্য তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্থল ভারতবর্ষীয় সভা প্রভৃতিকে দোষী বলিয়া গণ্য করিতে হয়। যাহাহউক আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে একথা উত্থাপন করিলাম মাত্র। মহাত্মা ফসেট বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি দিবসে তাঁহার নিয়োক্তা ব্রাইটনের অধিবাসীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহারই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ অবতরণ করা আমাদের প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ফসেট সাহেব বলিলেন যে "কমন্স সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলেই অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে সুস্পষ্ট ও যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান ও বিবরণ সকল আনয়ন করিতে হইবে, তদ্দ্বারা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে তদীয় ভারতবর্ষবাসী আসন্ন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অসংখ্য প্রজাবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহারা কতদূর প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম, যে এপ্রেল মাসের পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হইবে না; কিন্তু ফেব্রুয়ারির প্রথমেই শুনিতেছি, যে অনেকানেক প্রদেশে আহার্য্য দ্রব্য ফুরাইয়া গিয়াছে এবং তত্রত্য লোকেরা অন্নাভাবে বন্য বৃক্ষের মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। যাহাতে লর্ড নর্থব্রুক ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের উদ্বেগ ও ক্লেশ বৃদ্ধি হয়, আমি এমন একটী বাক্যও বলিব না, কিন্তু যে বিপৎকাল উপস্থিত হইয়াছে, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের নিকট যে গুরুতর কর্ত্তব্যঋণে আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাহাতে এ দুঃসময়ে সে ঋণ যথোপযুক্ত রূপে পরিশোধ করিতে না পারিলে

চিরকলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে ৭,৫০,০০০ ব্যক্তি অনাহারে কালকবলিত হইয়াছে এবং সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে ৭,৫০,০০০ টাকা মাত্র ব্যয় করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কোন কোন স্থানীয় শাসনকর্ত্তার বাসোপযোগী গ্রাম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণে এতদপেক্ষা অধিকতর অর্থ সচরাচর ব্যয় করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ সচরাচর যে প্রকার আয়োজন করা হয়, তাহা উদ্দেশ্য সিদ্ধি পক্ষে অসম্পূর্ণ ও অসাময়িক হইয়া থাকে বলিয়া লোকের প্রাণনাশ ও অসহ্য কষ্ট অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যদি বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে পূর্ব্বানুরূপ ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহাহইলে তোমাদের প্রতিনিধি (তিনি যে ব্যক্তিই হউন) স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতে পারেন যে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অর্থব্যয়কে গণনার মধ্যে আনা বিধেয় নহে, ইহা ব্রিটিষ জাতির ইচ্ছা। ইহা বলিলে তিনি যে কেবল তোমাদের ইচ্ছানুরূপ কথা ব্যক্ত করিলেন তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র দেশের ইচ্ছা তাঁহার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইল স্বীকার করিতে হইবে।"

ব্রাইটনের অধিবাসীরা ফসেটের বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে এই সকল কথা মহাসভায় ব্যক্ত করিতে বলিলেন।

ফসেট সাহেবের ন্যায় আর একটী মহাত্মা এবিষয়ে সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁর নাম ডিস্‌রেলি। ইনি রক্ষণশীলদিগের বিখ্যাত নেতা এবং সম্প্রতি রাজমন্ত্রিত্বে বৃত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের বিপুল সাম্রাজ্য এক্ষণে ইহাঁর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; ভারতবর্ষের প্রতি ইহাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ থাকিলে এ দেশের অশেষ কল্যাণ লাভ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার বক্তৃতা পাঠে এই হতভাগ্য দেশের প্রতি তাঁহার যে সে দৃষ্টি ও মনোযোগ আছে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারি দিবসে বকিংহ্যাম সায়ারের অধিবাসীদিগের সম্মুখে বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

"একটী বিষয়ের জন্য এ সময়ে জয়োল্লাসী রাজনৈতিক সম্প্রদায়কেও বিষম উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে। আমাদের বক্তৃতা মধ্যে এ বিষয়ের আদৌ কোন বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না! বিষয়টী ভারতবর্ষের অবস্থা সংক্রান্ত, ইংরাজ জাতির চিন্তা শীঘ্র ইহাতে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং এ বিষয়ের আন্দোলনে বিরত ছিলাম। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে সমূহ ক্লেশ পাইতে হইতেছে। এই সমস্ত ক্লেশ গবর্ণমেণ্টের কোন ক্রুটী বা দোষ নিবন্ধন উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষে যিনি মহারাণীর প্রতিনিধিত্বে নিয়োজিত আছেন, তাঁহার উপর আমার বিশ্বাস আছে। তিনি সৎকুলোদ্ভব। আমি কমন্স সভায় কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র কার্য্য করিয়াছি, এবং মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যকুশলতা পরীক্ষা করিয়া অবধারণ করিয়াছি, যে তিনি অত্যন্ত শ্রমশীল ও অধ্যবসায়পরায়ণ এবং নানা গুণে সমন্বিত। এ দুঃসময়ে তিনি যাহা কিছু করিতে পারিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসাবাদ করিতে হয়। আমি এখনও তাঁহার প্রতি সে প্রশংসা ও সে বিশ্বাস অর্পণে পরাংমুখ নহি, কিন্তু তত্রত্য বিষয় ব্যাপারের গতিক এতাদৃশ ভাবনার বিষয় যে আমি বা মাদৃশ কোন ব্যক্তি ইংরাজদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক রাজনৈতিক কোন বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিতে গেলে, ভারতবর্ষীয় কোন প্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করা, এবং তদ্দ্বারা ইংলণ্ডকে যাদৃশ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় তাহা অপ্রকাশিত রাখা নিতান্ত অবিধেয়। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজা বর্গকে খাওয়াইতে চান, তাহা হইলে, তদপেক্ষা কঠিনতর কর্ম্ম আর কিছুই নাই। চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদিত হওয়া বিধেয় নহে। জাতি বিশেষকে খাওয়াইবার ভার গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্রেতার বেশে বাজারে প্রবেশ করিলে, অন্যান্য ক্রেতাদিগকে সচরাচর তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। কেননা লাভার্থী ক্রেতাদিগের পক্ষে নির্লোভ ক্রেতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কদাপি সম্ভবপর নহে। যদি তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, গবর্ণমেণ্ট সমগ্র বাণিজ্য তদীয় করতলে আনয়ন করিয়া একমাত্র মাত্র ক্রেতা হইয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্টকে বিক্রেতার স্বেচ্ছানুমত মূল্য প্রদানে বাধ্য হইতে হয়; সে অবস্থার তাহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। বাণিজ্য কেবল ক্রয় দ্বারা রক্ষা পায় না, বিক্রেতার কৌশল ও প্রতিষ্ঠিত বাধ্যবাধকতার উপর নির্ভর করে। যে গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গকে খাওয়াইবার ভার গ্রহণ করেন, এবং মনে করেন যে দ্রব্যাদি ক্রয় দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহাকে অবশ্যই অর্থ সঙ্গতির অভাবে অকৃতকার্য্য হইতে হইবে। অপরিমেয় অর্থ থাকিলেও তদ্দ্বারা প্রয়োজনের অনুরূপ আয়োজন হইতে পারে না; এবং আয়োজিত দ্রব্য সামগ্রীর বিতরণেও এত কর্ম্মভোগ করিতে হয় যে সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে তাহার কিছুই করিতে হয় না।"

"এই সকল বিষয় অগ্রে যথাযথরূপে ইংলণ্ডের সম্মুখে ধারণ করা আবশ্যক। তৎপরে বিবেচনা সিদ্ধ হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর দোষার্পণ করা হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন বা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাদিগের নিকট তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমরা কেবল এইমাত্র অবগত হইয়াছি যে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত এবং ক্রমে তাহা ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যথাযোগ্য আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে এবং পর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী তদ্দ্বারা সংগৃহীত হইয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে প্রেরিত হইতেছে, আমি

অচিরাৎ এ সংবাদ পাইবার আশা করিতেছি। আমার বিশ্বাস যে, এ সুসংবাদ আসিবে, কিন্তু আমার বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে ভারতবর্ষে সাহায্য দানার্থ শ্রমপরীক্ষা অবলম্বিত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি এ পরীক্ষা সে দেশীয় লোকের উপযোগী নহে এবং তাহা প্রচলিত রাখিলে সমূহ কষ্ট উপস্থিত হইবে। এ পরীক্ষা যখন আয়র্লণ্ডের অনুপযোগী হইয়াছিল, তখন ইহা কি প্রকারে নানা জাতি ও বর্ণ বিভক্ত ক্ষাণজীবী ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি বর্ত্তিতে পারে? যে সকল সংকুলোদ্ভূত মহিলারা কস্মিন্‌কালে জীবিকার জন্য পরিশ্রম স্বীকারে অভ্যস্ত নহে, তাহাদিগকে যখন এই শ্রম পরীক্ষার অন্তর্গত করা হইয়াছে, তখন ইহার ফল যে নিতান্ত দুঃখাবহ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? * * * ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ ইহাই স্থির করেন, তাঁহারা কোন প্রকার ব্যবসায়ীদিগের কার্য্যের অন্তরায় স্বরূপ হইবেন না। আয়র্লণ্ডের যে সকল স্থানে এরূপ ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা অধিক, এ নিয়ম সেই সেই স্থানের বিলক্ষণ উপযোগী হইল এবং লোকেরা প্রয়োজনানুমত আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু আয়র্লণ্ডের পশ্চিম প্রদেশে বণিক্ ও ব্যবসায়ী লোকের অসদ্ভাব ছিল বলিয়া তথাকার লোকেরা আহার পাইল না। গবর্ণমেণ্ট খাদ্যের আয়োজন করিলেন, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহা বিতরিত হইল না। ইহাতে সেখানে যে কি বিষময় ফল ফলিয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তত্রত্য যে সকল প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে মনে করা যায়, যখন গ্রেট ব্রিটেন সদৃশ বৃহদায়তন ও ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের বাসভূমি ভারতীয় একটী জনপদ ও তত্রত্য লোকদিগের রীতি চরিত্র স্মরণ করা যায়, যখন মনে হয় যে আয়র্লণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর ভূমিখণ্ডে ভয়ঙ্কর অন্নাভাব উপস্থিত হইয়া অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের প্রাণসংহারে উদ্যত, তখন অর্থব্যবহার শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে চলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নাশ নিবন্ধন প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে। পার্লেমেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন কথার বিশেষ উত্থাপন হয় নাই বলিয়া আমি এই কয়েকটী কথা ব্যক্ত করিলাম। শীঘ্রই এতৎসম্বন্ধীয় ব্যাপারে ইংরাজ লোকদিগের চিত্ত বৃত্তি নিয়োজিত হইবার সম্ভাবনা। আনুমানিক উদ্বৃত্ত (ইংলণ্ডের বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়াবশিষ্ট টাকা) কি প্রকারে ব্যয়িত হইবে, কয়েক সপ্তাহ ব্যাপিয়া এ বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে। সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ অর্থ বিভক্ত করিয়া লইবার মন্ত্রণা করিতেছেন। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের এরূপ দুরবস্থা, তখন আমার মতে ঐ অর্থ সেখানেই নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। এই উদ্বৃত্ত অর্থের উপরে তত্রত্য অনেক লোকের স্বত্ব, বোধ হয়, আমাদের ন্যায় অধিকার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্।"

আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে ফসেট সাহেবকে হারাইলাম বটে, কিন্তু তাদৃশ আর এক জন বন্ধু পাইলাম, যাঁহার উচ্চতর পদ ও প্রভাব ভারতবর্ষের পক্ষে এ সময়ে সমূহ মঙ্গলহেতু হইবে সন্দেহ নাই। উপরিউক্ত বক্তৃতামধ্যে মহাত্মা ডিস্রেলির ভারতহিতৈষিতার অজস্র উদাহরণ পাঠকগণের চক্ষে পতিত হইয়া থাকিবে। ইনি যে প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা সমাপন করিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ রোগের মহৌষধিস্বরূপ ইংলণ্ডের নিকট হইতে ৫ কোটী টাকা এককালে প্রাপ্ত হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বদান্যতার নিকট ইহা অতি সামান্য দান। ক্রীত দাস ব্যবসায় নিবারণার্থ ইংলণ্ড ২০ কোটী টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে রক্ষণশীল মতেরই জয়লাভ হইয়াছে। এ মতাবলম্বী লোকদিগকে সাধারণতঃ ভারতহিতৈষী দেখা যায়। ডিসরেলি ইহাদিগেরই নেতা। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনে বোধ হয় রাজমন্ত্রী এ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বিস্মৃত হইবেন না এবং ভারতহিতৈষী রক্ষণশীল মতাবলম্বীরা তাঁহাদের নেতার সৎপ্রস্তাবে অনুমোদন প্রদান করিতে পরাঙ্‌মুখ হইবেন না।

নাটকাভিনয় সমালোচনা।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর। ২ চৈত্র শনিবার ১২৮০। কমলে কামিনী নাটকাভিনয় রাত্রি।—

ডড্‌স্লী তাঁহার পুরাতন নাটক সংগ্রহের একাদশ খণ্ডের ভূমিকায় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, যে ইংরাজী রঙ্গভূমির আদিকালীন কুশীলবগণ প্রকৃত অভিনয় কার্য্যে, বিখ্যাত গ্যারিক ব্যতীত উত্তরকালীন অভিনেতৃগণ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহার একটী কারণ আমাদিগের অনুমান হয়, পূর্ব্বকালে দৃশ্যপটে এবং অন্যান্য রাঙ্গভৌমিক বাহ্য সৌষ্ঠব সাধন কল্পে নাট্যসমাজের তত মনোযোগ ছিল না। পূর্ব্বকালে নাটকেও দৃশ্যবিভাগ ছিল না। তৎকালে কার্য্যাভিনয়ের পারিপাট্য সাধন করিতে না পারিলে অভিনয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। দৃশ্যাভিনয়ের অভাব তখন কার্য্যাভিনয় দ্বারা সম্পূরণ করিতে হইত। কার্য্যাভিনয়ে তখন এতদূর নিপুণতা প্রদর্শন করিতে হইত, যে তাহাতে যেন দৃশ্যাভিনয়ের নাট্যবিভ্রম উৎপাদিত হইতে পারে। সুতরাং কার্য্যাভিনয়ের নিপুণতা সাধন জন্য তৎকালে অভিনেতৃবর্গের দৃষ্টি সেই দিকেই নিয়োজিত ছিল। দ্বিতীয় চার্লসের সময় হইতে যখন ইংরাজী নাট্যভূমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, তদবধি ক্রমে দৃশ্যাভিনয়ের সৌষ্ঠব সাধনোদ্দেশে নাট্যসমাজের মনঃসংযোগ হইতে লাগিল। এ দিকে কার্য্যাভিনয় অগত্যা শিথিল হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, রঙ্গভূমির মর্য্যাদাও ক্রমশঃ ভ্রষ্টীকৃত হইল। আমাদিগের রঙ্গভূমি ইংরাজী রঙ্গভূমির অনুকরণ মাত্র। দৃশ্যাভিনয়ের সৌষ্ঠব সাধন কল্পে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর বরাবর বিশিষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইহার অধ্যক্ষগণ মনে করিয়াছিলেন, সুন্দর দৃশ্যপট এবং অভিনেতৃগণের বেশভূষার চাকচিক্য প্রভৃতি বাহ্য সৌষ্ঠব দেখাইয়া সাধারণ জনগণের মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন। বাহ্য সৌষ্ঠব দেখিয়া আমাদিগের

দর্শকমণ্ডলীর রুচি ক্রমে পরিতৃপ্ত হইল। এখন তাঁহারা পরিপাটী কার্য্যাভিনয় চান। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরেরও দৃষ্টি যে এক্ষণে ঐ দিকে বিশিষ্ট রূপে আকৃষ্ট হইয়াছে, এই রজনীতে আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি, এবং তজ্জন্য আনন্দিতও হইয়াছি।

এ কথা বলিবার কারণ এই, পূর্ব্বে অভিনেতৃগণের মধ্যে দুই একজন কেবল প্রস্তুত হইতেন, অপরাপর চারণগণ তাদৃশ প্রস্তুত হইতেন না। সময়ে যাহার যে রূপ যোগাইত, তিনি সেইরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন। এবারে দেখিলাম, অনেকেই পূর্ব্বে অভিনয় জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর একটী বিষয় বিবেচনা করিলে আমাদিগের উল্লিখিত অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই নাট্যসমাজ যে নাটকখানি এবারে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাতে সুকুশল কার্য্যাভিনয় প্রদর্শন করিবার অল্পই অবসর ছিল। কিন্তু যে অবসর অভিনেতৃগণ মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনেকে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

কবির কল্পনানুযায়ী পাত্র এবং পাত্রীগণের চরিত্র প্রদর্শন করা কার্য্যাভিনয়ের একটী প্রধান অঙ্গ। এই অভিনয় বড় সহজ নহে। বিচক্ষণ সমালোচক উইলিয়ম হ্যাজলিট দেখাইয়াছেন কিরূপে কেম্বেল এবং কীনের ন্যায় সুদক্ষ অভিনেতৃগণও হ্যামলেটের চরিত্র প্রদর্শনে অকৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেক্সপিয়ারের চরিত্র চিত্র অসামান্য ছিল। সে সকল চরিত্রের সুচারু অভিনয় দেখাইতে হইলে একজন গ্যারিক চাই। কমলে কামিনীর পাত্রগণের চরিত্র সামান্য। সে কালের বিদূষক উদরসর্ব্বস্ব বক্কেশ্বরের চরিত্রের অভিনয় করা বড় কঠিন নহে। সে চরিত্রের অভিনয় ও উত্তম হইয়াছে। সুরবালার দূতীর অভিনয়টী বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। যাত্রার দূতীকার্য্যের যে সকল দোষ, প্রতি কথা একটী ঢঙ্গের সহিত গান করিয়া বলা, অরুচিকর হস্তসঞ্চালন ও অঙ্গবিন্যাস, ছন্দ বাক্যের সহিত রাধিকার প্রতি অসাময়িক তিরস্কার, ব্যাপকতাপূর্ণ উপদেশাদির অভিনয়গুলি যথাযথ হইয়াছিল। ভ্রমরাজের সাটোপ ব্যবহার এবং স্ত্রৈণভাব, সমরকেতুর বীরপ্রকৃতি, ও স্নেহপরায়ণা গান্ধারীর চরিত্র সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। [কিন্তু মণিপুররাজের তেজস্বিতা, মকরকেতনের ঔদ্ধত্য এবং শিখণ্ডিবাহনের বীরত্ব ও মণিপুরের ভুবনবিখ্যাত অশ্বারোহীর ব্যাভিরক্ষা কবিকল্পনার সমুচিত নাই। গান্ধারী পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া রোগবশতঃ নানা প্রকার প্রলাপ করিতেছিল, অথচ উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহই তাহাকে ধরে নাই, গান্ধারী পাদু হাঁটিয়া বারম্বার ঠিক সেই পর্য্যঙ্কে গিয়া পুনরায় শয়ন করিতে লাগিল, ইহাও স্বাভাবিক বোধ হইল না।

—

প্রাপ্ত।

(আমাদিগের ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র।)

৬ই ফাল্গুণ মঙ্গলবার সন্ধ্যার ট্রেণে হাবড়া হইতে রাজমহলে আগমন করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল, সুতরাং ষ্টেসন গৃহে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে হইল। প্রভাতে নগর দর্শনে বহির্গত হইলাম। রাজমহল একটী পুরাতন নগর, এক সময়ে ইহা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। স্থানে স্থানে এখন ইহার পূর্ব্বতন গৌরবের ভগ্নাবশেষ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গাধিপের প্রাসাদ এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। যে সকল প্রকোষ্ঠ পূর্ব্বে রাজাধিরাজ মহারাজ চক্রবর্ত্তী সকল দ্বারা অলঙ্কৃত হইত, এক্ষণে তাহা শার্দ্দুল, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাসস্থল হইয়াছে। বাস্তবিক রাজমহল এখন জঙ্গল মহল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কতিপয় বণিকের বাণিজ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্টের কয়েকটী স্থাপনা ব্যতীত এখানে অন্য কোন দর্শনীয় পদার্থ নাই। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কয়েকটী সুন্দর অট্টালিকা আধুনিক রাজমহলের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কৃত্রিম শোভায় আধুনিক রাজমহল অতি অল্পই সুশোভিত, কিন্তু ইহার নৈসর্গিক শোভা অতি চমৎকার। তরঙ্গাকৃতি অবনীপৃষ্ঠ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লতাগুল্মে পরিশোভিত, অদূরে বিন্ধ্যাচল শ্রেণী ভারতবর্ষকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া রহিয়াছে। ক্রমোন্নতশীর্ষ তরুরাজী লোমাবলীর ন্যায় অচলগাত্র আবরণ করিয়া আছে। পদতলে অগম্য গহন কানন বিরাজমান। পার্শ্বে ভাগীরথী প্রবহমানা। রাজমহল গঙ্গার অব্যবহিত তীরবর্ত্তী। এখানে গঙ্গার বিস্তৃতি প্রায় দুই ক্রোশ হইবে, অনেকে ইহাকে পদ্মা বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকে। এ সময়ে গঙ্গার উদরের অতি অল্পাংশই জলময় থাকে। প্রায় তিন ভাগ বালুময় শুষ্ক ভূমি। বিশেষতঃ এ বৎসর বর্ষার স্বল্পতা প্রযুক্ত গঙ্গা পরিপূর্ণ হয় নাই। পুলিনে বিবিধ জঙ্গল তৃণ ও কণ্টকী গুল্ম নির্ব্বিবাদে বর্দ্ধমান হইতেছে। তীর হইতে বহুদূর নামিয়া গিয়া একটী অনতিবিস্তৃত স্রোত পার হইতে হয়। এই স্রোতটীকে অনেকে ভাগীরথীর মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দুর্ভিক্ষপ্রযুক্ত দিনাজপুরে বিস্তর চাউল প্রেরিত হইতেছে। রাজমহল ষ্টেসনে চাউল রাখিবার স্থান নাই। প্রত্যহ অনেক বস্তা চাউল পার করিতে হয়। রপ্তানির সুবিধার জন্য এই ক্ষুদ্র স্রোতটীর উপর এক প্রকার অচিরস্থায়ী সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার উপর দিয়া শকট প্রভৃতি অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। এই সেতুটী পার হইয়া প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ বালুময় পুলিনের উপর দিয়া গমন করিতে হয়। প্রাতঃকালে এই ভ্রমণ বিশেষ কষ্টকর নহে, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে ইহা ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে অগাধ বালুরাশি উত্তপ্ত হইয়া, বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতে থাকে। এ সময়ে তাহার মধ্য দিয়া গমনাগমন এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভাগ্যক্রমে আমরা প্রভাতে এই বালুকারাশি অতিক্রম করিয়াছিলাম। বালুরাশি পার হইয়া বৃহৎ স্রোতের নিকটবর্ত্তী হইলাম। ইহার বিস্তৃতি কিঞ্চিদূন এক ক্রোশ পথ হইবে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ইহার গভীরতাও অধিক। এই স্থানে এক খানি নৌকা করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম। এ পার হইতে রাজমহলের দৃশ্য অতি মনোহর। দূরতায় যে দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে, এস্থান হইতে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধ হইতে পারে। এক ধারে দৃষ্টির সীমা নিরূপণ করিয়া বিন্ধ্যাচল শ্রেণী বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। মেঘাবলী তৎসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আকাশের সহিত অচলের যোগ সাধন করিতেছে। ঘন নিবিড় বনস্থলীর হরিৎ লাবন্য অচল প্রদেশ হইতে উপকূলে গড়াইয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে রাজমহলের কৃত্রিম শোভা নবঘন-ঘটা মধ্যে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অগাধ বালুশয্যাশায়ী ভাগীরথী কোথাও দুই, কোথাও বা তিন ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। উল্লসিত তরঙ্গমালা সুমন্দ সমীরণে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অগাধ জলরাশির শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রবাহ ও পবনের আনুকূল্যে বৃহৎ বৃহৎ নৌকা সকল কল কল শব্দে জলভেদ করিয়া গমন করিতেছে। বিপরীতদিক্‌গামী তরণী সকল লঙ্গর করিয়া কূলে অবস্থিতি করিতেছে, কোন কোন নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছে। এখানে সর্ব্ব সময়েই "একটানা" বাতাসের সুবিধা না হইলে প্রায় সকল নৌকাই গুণ টানা করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এ প্রদেশে ইহাও একটী দর্শনীয় পদার্থ। নৌকার একটী মাস্তুলে

দুই তিন অথবা চারিগাছি দড়ী বাঁধিয়া উপকূল অথবা পুলিন বাহিয়া দাঁড়াইয়া টানিয়া২ গমন করে। ইহাদিগের পৃষ্ঠে গুণ থাকে, বোধ হয় ওজন্যই বুঝি গুণ টানা কহিয়া থাকে অথবা গুণ বৃক্ষকে দড়ীবন্ধন হেতু ও "গুণটানা" বলা যাইতে পারে। যাহা হউক পৃষ্ঠস্থিত গুণের উপর দড়ীর দুই বংশ বা কাষ্ঠদণ্ড থাকে। যখন ইহারা এই দণ্ড বামকরে আরোপিত করিয়া দুই হস্তে ধরিয়া গান করিতে করিতে সারি বাঁধিয়া উপকূল দিয়া কদমে কদমে গমন করে, তখন ইহাদিগকে দেখিলে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। ইহাদিগের পরিশ্রমও অধিক এবং কষ্টেরও সীমা নাই। উপকূলে জঙ্গল শ্মশানভূমি, কর্দ্দম ও জলের উপর দিয়া সর্ব্বদা গমন করিতে হয়; কোথায়ও বা মস্তকে দড়ী বাঁধিয়া এক গলা জলে ভাসিয়া যাইতে হয়। তাহাদিগের সঙ্গে এক এক খানি ক্ষুদ্র তরণী থাকে, স্থানবিশেষে সেই নৌকা চড়িয়া গুণ টানিয়া যায়।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আগামী ২৩ এ মার্চ্চে সোমবার থিয়েটর রয়াল নাট্যশালায় সেক্সপিয়ারের হামলেট অভিনীত হইবে।

গত রবিবার 'হিন্দু ফ্যামিলী আনুয়িটী ফণ্ডের' দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়। গত বর্ষের মধ্যে দাতব্য, ফি ও গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদে সর্ব্বসমেত ১১৩৩৯॥/১৫ আয় হইয়াছে এবং ১২৬৬৬/১০ ব্যয় হইয়াছে। ৯৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮৫ জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। গত ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১২৭ জন সভ্যের নিকট মাসিক ৫৭৭ /৬ দাতব্য প্রাপ্য হওয়া গিয়াছে। বেঙ্গলব্যাঙ্কে ১১, ২০০ টাকার গবর্ণরমেণ্ট কাগজ জমা আছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী এক কালীন ৪০০০ টাকা দান করাতে সভ্যদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সভ্যগণ অন্যতর ট্রস্টী অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

আমরা অবগত হইলাম, ১০ ই মার্চ্চ ৫॥ টার সময় গড়ের মাঠে খৃষ্টান মিসনারীরা 'ওপন এয়ার মিটিং' অনাবৃত বায়ু মেলা খোলেন, তাহাতে ৫০ জন দর্শনার্থী সমবেত হন। ব্রাহ্মদিগের দেখা দেখি খৃষ্টীয়গণ সঙ্কীর্ত্তন, উৎসব প্রভৃতি করিয়াছেন, এরূপ মেলা না করিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। তবে ব্রাহ্মদিগের মেলা বার্ষিক এক বার হয়, ইহারা দৈনিক করিয়া অধিক বাহাদুরী দেখাইতেছেন।

আমরা শুনিতেছি আগামী ৪ঠা এপ্রেল অবধি সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদ গ্রহণ করিতেছেন।

গত মঙ্গলবার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর গণ একটী সভা করিয়া ব্যাঙ্কের সুদ ও ডিসকৌণ্ট নোটের উপর শতকরা এক টাকা বাড়াইয়াছেন।

তারকেশ্বরের মোহন্ত হুগলী হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আর্ম্মেণীয় ঘাট হইতে যখন তাহাকে লইয়া যায়, অনেক লোক জড় হইয়া তাহার প্রতি গালিবর্ষণ করে।

আমরা অবগত হইলাম, হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলে অত্যন্ত ব্যাঘ্র ভয় হইয়াছে। আগন্তুক ২টী ব্যাঘ্রের একটী মারা পড়িয়াছে। ইহা প্রথমে মাড়্দা কাবীলপুর নামক গ্রামের বাদাবন মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং তাহার নিকট যে সকল গরু চরিত, তাহার ১০।১৫টা বধ করিয়া ভক্ষণ করে। লতিফপুর গ্রামের এক কৈবর্ত্ত ভূঁত বনে ভূঁত পাতা তুলিতে গিয়াছিল, ব্যাঘ্রটি তথায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া পেট চিরিয়া ফেলে, ইহাতে ৩।৪ গ্রামের লোক যুটিয়া তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। আর একটী বাঘ এখন কোথায় আছে কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু লোক সকল প্রাণ ভয়ে সশঙ্কিত রহিয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া সম্পাদক বলিয়াছেন যে, উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের অনুমান ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তাহার হিসাব এইরূপ ধরিয়াছেন:—

রেইলরোড নির্ম্মাণের নিমিত্ত ৩,১০,০০,০০০
খাল খননের নিমিত্ত ২,১০,০০,০০০
যত চাউল খরিদ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত ৬,০০,০০,০০০
আর যত চাউল আবশ্যক হইবে, তাহার নিমিত্ত ৩,০০,০০,০০০
স্থানে স্থানে শস্য প্রেরণের নিমিত্ত ৩,০০,০০,০০০
রাজস্ব হিসাবে যত টাকা আদায় হইবে না, তাহার নিমিত্ত ২,০০,০০,০০০
দুই বৎসরে যত টাকা ক্ষতি হইবে, তাহার নিমিত্ত ১,০০,০০,০০০
অহিফেণ যে পরিমাণে কম প্রস্তুত হইবে, তাহার নিমিত্ত ১,০০,০০,০০০

মোট ১৮,০০০,০০,০০০

দেশীয় হসপিটালের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাক্তার মাক্নামারা এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একটী সভা হয়, রাজা রমানাথ ঠাকুর ইহার প্রধান উদ্যোগী।

বাবু বিহারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এবৎসর 'স্টুডেণ্টসিপ' পরীক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন গণিতাধ্যাপক।

সোমপ্রকাসের ময়মন সিংহস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন ময়মনসিংহ সহরে ইতিমধ্যে এক রাত্রি ১। ২ টার সময় কোন এক পশ্চিম দেশীয় লোকের ৫ ম বর্ষীয় একটী সুন্দর শিশু সন্তান অপহৃত হইয়াছে। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পুলিস সবিশেষ অবগত হইয়া চোরের অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও উহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

উক্ত সংবাদ দাতা আরও লিখিয়াছেন।— সে দিন বেলা ৭।৮ টার সময় মুক্তাগাছার জনৈক ভূম্যধিকারীর পালিত মৃগ নিকটবর্ত্তী পল্লীর এক ব্যক্তির প্রাণনাশ করিয়াছে। হত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র পরিবার এই শোচনীয় ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের অবগত্যর্থে ঐ শব থানায় প্রেরণ করে। গবর্ণমেণ্ট উহা দেখিয়া হরিণকে গুলি করিতে আদেশ প্রদান করাতে প্রোক্ত জমীদার মহাশয় অবিলম্বে উহাকে বধ করিয়া মৃত ব্যক্তির পরিবার পোষণার্থে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

হাবড়া হিতকারী বলেন গত রবিবার হাবড়ার প্রজা সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, এই সভায়, যাহাতে হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অধিকার হইতে টোল্ টাক্সটী একবারে উঠিয়া যায় এবং যাহাতে ঐ মিউনিসিপালিটীতে নূতন মিউনিসিপাল আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রজাগণ প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিতে সমাগত সভামাত্রেই সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি সার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব সিংহাসনে থাকিতে থাকিতে সভা এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবতী হইবেন।

গত রবিবার বেঁটরায় একটী ব্রাহ্মণের বাটীর গোয়াল ঘরে আগুন লাগিয়া একটী গরু একবারে পুড়িয়া মরিয়াছে, অবশিষ্ট তিনটী গরু অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়াছে। হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটরি ডনিথরণ সাহেব দমকল লইয়া গিয়া অনেক কষ্টে অগ্নি নির্ব্বাণ করেন।

সাধারণী বলেন হীলি সাহেবের ১৮৭৪ সালের জেল রিপোর্টে এরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে,

ইয়ুরোপীয়েরা, দেশীয়গণ অপেক্ষা অধিক অপরাধ করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে যে যেখানে ইয়ুরোপীয়ের রক্তের অথবা ধর্ম্মের সংস্রব আছে, সেই খানেই অধিকতর অপরাধ হইয়া থাকে। ফিরিঙ্গিরা দশগুণ, দেশীয় খ্রীষ্টানেরা দ্বিগুণ অপরাধী। এই সকল কথা পাঠ করিয়া শ্রীরামপুরের বিলাতী গোঁসাইঠাকুর একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠিয়াছেন। মা বাপের পুণ্যবলে, হীলি সাহেব একজন গৌরাঙ্গ এবং খ্রীষ্টান, তাহা না হইলে আজি তাঁহাকে এই বিলাতী গোস্বামীর অভিসম্পাতে ভস্মীভূত হইয়া যাইতে হইত। কিন্তু হীলি সাহেব,একজন ভাল খ্রীষ্টান বলিয়া বিখ্যাত, এবং স্বয়ং ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বে কোন কোন বিষয়ে প্রশংসা করিয়াছিলেন, সুতরাং এবার ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াকে মনের আগুণ মনেই নিভাইতে হইয়াছে। অথচ হীলি সাহেব যে সকল কথা স্থাপন করিয়াছেন তাহারও একরূপ খণ্ডনের চেষ্টা করা চাই, তাহা না হইলে, নীগরেরা সেই সকল কথার নাড়াচাড়া করিয়া বিষম অনর্থ বাধাইবে। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া হীলি সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল উত্তর দিয়াছেন তাহা যারপর নাই অর্থশূন্য ও অকিঞ্চিৎকর।

লেথব্রিজ সাহেবের অনবস্থানে ইংলিস ম্যানের সম্পাদক বার্কলে সাহেব 'কলিকাতা রিবিউ' সম্পাদন করিবেন শুনা যাইতেছে।

সিহাড়শোল পত্রিকা বলেন ১ রা ফাল্গুন রাণীগঞ্জের দক্ষিণ দামোদর নদী পার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ঐ ভূমিকম্প সময়ে পৃথিবীর গর্ভ হইতে অতি ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইয়াছিল।

দেশ হিতৈষিণী বলেন, অল্প দিন অতীত হইল, সেরপুর থানার অন্তর্গত কোন পল্লিতে একটী শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি অপর প্রতিবাসীর স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করিবার মানসে তাহার নিকট ঐ দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করে। স্ত্রীলোকটী তাহাতে অসম্মত হইয়া স্বীয় স্বামীর নিকট ঐ কথা ব্যক্ত করে। পরে স্বামীর উপদেশ ক্রমে স্ত্রীলোকটী ঐ দুষ্ট ব্যক্তিকে কোন রাত্রে তাহার বাড়ীতে আসিতে বলে, এবং তদনুসারে সে আসিলে লুক্কায়িত স্বামী ও তাহার দুই ভ্রাতা ঐ হতভাগাকে প্রহার করিতে করিতে যমালয় প্রেরণ করিয়াছে। বিচারালয়ে আসামীরা অপরাধ স্বীকার করায় তাহারা দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম।

গত ২২ এ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান সাংস্কৃট্ আসোসিয়েসন' নামে এক সভা হয়। দাতব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া সংস্কৃতের উন্নতি সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। রাজা জয়কৃষ্ণ দাস বাহাদুর সি এস আই সভাপতির কার্য্য করেন। ১৫১৩ টাকা ইতিমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সংস্কৃতের আকর ভূমি, তত্রত্য রাজগণ ও ধনাঢ্যদিগের ইহার প্রতি অনুরাগী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কাপ্তেন কাডেল আলোয়ার রাজ্যের শাসন বিবরণ প্রকাশ করিয়া তৎসঙ্গে ২টী বাঙ্গালী বাবুর নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন আলোয়ার ও ঠাকুর বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ২ জন এম এ ও বি একে নিযুক্ত করা যায়, কিন্তু তাহারা দেশীয় ভাষা ও রীতি নীতি কিছুই জানে না এবং ইংরাজী কহিতে লিখিতে ভাল পারে না দেখিয়া ৩ মাস পরে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁরা কি যথার্থই অনুপযুক্ত, না সাহেব দিগের মন যোগাইতে অসমর্থ?

সোম প্রকাশের মূলতানস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন :—ডেরাগাজী খাঁয় একটী বাঙ্গালী খৃষ্টান আছেন, শুনিলাম এবং দেখিয়া বিশ্বাসও হইল যে এ ব্যক্তি একটী টাঁসের কন্যার পাণিগ্রহণ মানসে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া দেখা গেল যে এই কারণই বটে। লোকটীর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থা ছিল, কহিল "মানুষ দুর্ব্বল আমিও সেই দুর্ব্বলতার জন্য খৃষ্টান হইয়াছি। যীশু খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে আমার কোন কালেও বিশ্বাস নাই, আমি কলিকাতায় যাইয়া ব্রাহ্ম সমাজে সস্ত্রীক প্রবেশ করিব। কেশব বাবুকে কলিকাতায় থাকিতে যেমন দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতাম এখনও সেইরূপ করি" যাহা হউক এরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বড় শোচনীয়, এ ব্যক্তি কিন্তু টাঁসেদের বেশে ও টাঁসেদের ভাবে থাকে, দেশীয় খৃষ্টানদের দেশীয় ভাবে থাকে না এইটী বড় দুঃখের বিষয়।

উক্ত সংবাদ দাতা আরও লিখিয়াছেন, ডেরাগাজী খাঁ ও ডেরাইস্মাএল খাঁ এই দুই স্থানের মধ্যে ডেরাগাজী খাঁ জেলার অধীনে টাউন্সা নামে বালুকাময় প্রান্তর মধ্যে একটী গ্রাম আছে। ইহা একটী তসিলদারের অধীন। এই বালুকাময় প্রান্তর সদৃশ স্থানে একটী চমৎকার মসিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষা অধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। কারুকার্য্য খচিত কত মার্ব্বেল প্রস্তর ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে এরূপ মসিদ প্রায় দেখা যায় না। এখানে প্রত্যহ অনেক অতিথি সেবা হয়। শুনিলাম ভাওলপুরের নবাব ইহাতে টাকা দিয়াছিলেন। বাস্তবিক মরুভূমি সদৃশ স্থানে এরূপ মসিদ বিশেষ আশ্চর্য্যজনক হইয়াছে।

বয়ড নামক এক সাহেব লাহোরের ওরিয়েণ্টাল কলেজের প্রিন্সপাল হইয়া আসিয়াছেন। শুনা যায়, ইনি সংস্কৃতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, নাগানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

বোম্বাই।

বোম্বাইর পারসীরা গত পূর্ব্ব রবিবার একটী বৃহৎ সভা করে, জেমসেটজি জিজি ভাই তাহার সভাপতি ছিলেন। তাঁহারা মুসলমানদিগের হস্তে অকারণে যে দারুণ অত্যাচার সহ্য করেন, তজ্জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎপ্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

বোম্বাইস্থ মুসলমান সম্প্রদায় মহরমের সময় দলবদ্ধ হইয়া যাইতে অনুমতি পায় নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া এক আবেদন পত্র পাঠায়, মির্জা আবদুল লতিফ তাহাদিগের দলপতি। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলে, গবর্ণর বাহাদুর মহারাণীর ঘোষণা পত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী দ্বারা প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, মহরমের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ কাণ্ড হইয়া যায় এবং পারসী ও মুসলমানদিগের মধ্যে যেরূপে বিদ্বেষানল উদ্দীপিত ছিল, তাহাতে মহরমের গোলমাল করিতে দিলে আরো ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিত। গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ।

ইউরোপ।

বারণ মেয়র রথ চাইল্ড ৩ কোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার পিটার গ্রাণ্ট যে রূপ যোগ্য লোক তাঁহার গৌরবোন্নতির সংবাদ আমাদিগের নিকট সেইরূপ আনন্দজনক। তিনি সেণ্ট মাইকেল ও সেণ্ট জর্জ অর্ডারের গ্রাণ্ড কমাণ্ডার হইয়াছেন।

লর্ড নর্থব্রুক অবসর গ্রহণ করিলে সার বার্টল ফ্রিয়ার তাঁহার পদে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন এইরূপ চেষ্টা করিতেছেন।

সার লুইস ম্যালেট ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারী পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তর মোয়াট লণ্ডন গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের এক জন স্থায়ী চিকিৎসা কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি যেরূপ যোগ্য ব্যক্তি, তাহাতে ইহার পদত্যাগ অতি শোচনীয় হইত।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার এক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সার ফ্রেডরিক হালিডে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন "বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ নাই এবং হইতেও পারে না।" তবে কি গবর্ণমেণ্ট ও দেশ শুদ্ধ লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন?

মধ্য আসিয়াতে রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থ লেসেপ যে মতলব করিয়াছেন, জর্ম্মাণি তাহার সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিয়াছেন। এ বিষয় সত্বর সিদ্ধান্ত করিবার জন্য সেণ্ট পিটার্সবর্গে এঞ্জিনিয়ার বিদ্যালয়ে এক সভা হইয়াছে, তাহাতে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল আন্দোলিত হইতেছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ডের ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি রপ্তানি এবং ৩১কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার আমদানি হইয়াছে।

বিবিধ।

মিসরবাসীরা ডারফরের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছে। ডারফরের রাজা দাস ব্যবসায়ীদিগকে আশ্রয় দেওয়াতে তাঁহার সহিত মিসরীয়দিগের যুদ্ধারম্ভ হয়।

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের চার্লস সমনারের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে একজন মহারথী ছিলেন এবং তজ্জন্য ১০ বৎসর পূর্ব্বে দাস ব্যবসায়িপ্রধান ব্রুক্‌স কর্ত্তৃক সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভারতসিং নামে একজন হিন্দু কুলী উপনিবেশী ত্রিনিদাদে ৩৮,০০০ টাকা মূল্যের এক ইক্ষুক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছেন এবং রস পাকের জন্য যন্ত্রাদি সংগ্রহার্থ ৪১,০০০ টাকা ব্যয় করিতেছেন। তিনি ত্রিনিদাদে অপর এক ব্যক্তির বিষয় বন্ধক রাখিয়া ২৫০০০ টাকা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সান ফর্ণাণ্ডোতে তাঁহার ৮,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি আছে। ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত দেখা যায়:—তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, গাজীপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া কুলীবেশে এবং ভুক নামে জাহাজ চাপিয়া যান। তিনি ইংরাজী ভাষা বেশ কহিতে পারেন, এবং দেবনাগরীতে লিখিতে ও পড়িতে পারেন। তাঁহার নিজের পরিবার নাই, কিন্তু অনেক গুলি পোষ্য আছে।

মরিসসে একটী প্রলয় ঝড় হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

গবর্ণমেণ্ট যে সকল আইন প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য প্রচার করেন, তাহাতে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক বরং অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, যে সকল মহাপুরুষের হস্তে আইনের সুমহান উদ্দেশ্য সাধনের ভার অর্পণ করা হয়, তাঁহাদিগের দোষেই প্রজাবর্গের হৃদয়ে আইনের প্রতি দৃঢ় অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। ১৮৬৮ সালের ৬ আইনের যে কি উদ্দেশ্য তাহা অদ্যাপিও কোন প্রজার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। উক্ত আইনের অভিপ্রায় যাহা তাহা ৪৪ ধারায় প্রকাশিত আছে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নহে যে প্রজাদিগের নিকট হইতে ঐ আইনানুসারে কর আদায় করিয়া রাজকোষ পরিপূর্ণ করেন। প্রজাদিগের অবস্থানুসারে ও যাহার যে রূপ স্থাবরে অস্থাবর দ্রব্য রক্ষিত হইবে তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিতে হইবে, এবং সেই আয় হইতে দেশ রক্ষার জন্য চৌকিদার নিযুক্ত, গমনাগমনের সুবিধার [illegible] পথ প্রস্তুত ও সংস্করণ, দাতব্য চিকিৎসা [illegible] বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী বিদ্যালয় [illegible] ও অন্যান্য মঙ্গলজনক কার্য্য [illegible] সম্পাদক মহাশয়! এরূপ [illegible] বিরক্তি ভাব প্রকাশ [illegible] কারণ এই যে অবস্থানুসারে কর [illegible] এই রূপ ঘটিয়া থাকে। [illegible] রূপ আয় আছে, আইন প্রচারক [illegible] তাঁহাদের প্রতি প্রায়ই কৃপা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অপর সাধারণ ও দীন হীন ব্যক্তিদিগের অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি না করিয়া সমস্ত কর ভার তাহাদের উপর অর্পণ করা হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা অনুগত পূর্ব্বক মিউনিসিপালিটীকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান স্বরূপ প্রদান করেন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের রক্ত শোষণ করিয়া কর আদায় করা হয়। সম্পাদক মহাশয়! ইহা আইনের দোষ না কর্ম্মচারীদিগের দোষ? ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আইনের সুমহান্ অভিপ্রায় প্রায় কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যদোষে দূষিত হইয়া প্রজাবর্গের হৃদয়ে ভয় ও ঘৃণা এককালে উৎপন্ন করে। অদ্য আমরা বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর বিষয় আপনাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞাত করিতে ইচ্ছা করি। উক্ত আইনের ২২ ও ২৩ ধারানুসারে এই স্থানে টাউন ও ওয়ার্ড কমিটি নিয়োজিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যে দুইটি মেম্বরের পরামর্শে মিউনিসিপালিটীর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই যুক্তিসিদ্ধ ও অন্যান্য মেম্বরেরা আধ্যাধারী মাত্র। কমিটীর সভাতে তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হয় না, সুতরাং তাঁহাদের সদভিপ্রায় প্রকাশ করিবার সময়ও হয় না। মিউনিসিপালিটীর কত আয় ও কোন কোন কার্য্যে কিরূপ ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা মেম্বরেরা, প্রায় জানিতে পারেন না। মিউনিসিপালিটীর কার্য্য সম্বন্ধে কোন মেম্বরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে তাহা তিনি কিছুই জানেন না। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে টাউন কমিটির রীতিমত মিটিং হয় না এবং যে সকল হিতাহিত কার্য্য দুইটী মেম্বর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে তাহার বিন্দু বিসর্গ অন্য মেম্বরেরা জানিতে পারেন না। পাঁচ জন সুযোগ্য মেম্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিলে কি ভাল হয় না? যদ্যপি সকল কার্য্য দুই একজনের বুদ্ধিতে নির্ব্বাহ করা হয়, তবে টাউন কমিটি স্থাপন করিবার আবশ্যকতা কি? সম্প্রতি এক জন টাউন কমিটির সুযোগ্য মেম্বর মিটিংয়ের এই রূপ বিশৃঙ্খলা দেখিয়া কমিটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে চেয়ারম্যান সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি যে যাহাতে রীতিমত মিটিং হয় ও টাউন ফণ্ডের টাকা অপব্যয় না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। সম্পাদক মহাশয়! এই দুর্ভিক্ষ সময়ে চতুর্দ্দিকে লোকে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, টাউন কমিটির মেম্বরেরা এক্ষণে এই স্থির করিয়াছেন যে এই বৎসরে বরাহনগর, আলম বাজার প্রভৃতি স্থানের কিছু টাক্‌স বৃদ্ধি করা হইবে। হায়! এই কি টাক্স বৃদ্ধি করিবার সময়! একেত লোকে দিন দিন চাউলের ও তৎসঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর বৃদ্ধি দেখিয়া কি প্রকারে এই করাল কাল স্বরূপ দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে তদ্বিষয়ে ভীত, চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া নিজ নিজ আয়ের প্রতি দৃষ্টি পাত পূর্ব্বক একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আবার এই দুর্ব্বিষহ করভার কি রূপে বহন করিবে, তাহা কমিটির মেম্বরেরা একবার বিবেচনা করিলেন না। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট, দয়ালু জমীদার ও দেশহিতৈষী মহাত্মারা এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে "সেণ্ট্রেল রিলিফ ফণ্ড" নামক একটী সভা স্থাপন করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করতঃ দীন হীন ব্যক্তিদিগকে অন্নদান

করিবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের টাউন কমিটির মেম্বরেরা কি প্রকারে ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া চেয়ারম্যানের প্রিয় পাত্র হইবেন তদ্বিষয়ে অতিশয় ব্যস্ত আছেন। অগ্রেই বলা হইয়াছে যে আইনের কিছুমাত্র দোষ নাই, কর্ম্মচারীদিগের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য প্রজাদিগকে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। টাউন কমিটির মেম্বরেরা টাক্স বৃদ্ধি করিবার কি আর সময় পাইলেন না? তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই? তাঁহারা কি বরাহনগরের অবস্থা জানেন না যে অনেকেরি কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন, তাহাতে আবার এই দুর্ভিক্ষের সময়ে কি রূপে অধিক হারে টাক্স দিতে পারিবে? টাউন কমিটির মেম্বরগণের একণে টাক্সবৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, বরং এই বৎসরের জন্য একেবারে টাক্স বন্ধ করা উচিত। এবিষয়ে ওয়ার্ড কমিটির মেম্বরদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে তাঁহারা যাহাতে এবৎসরে টাক্স বৃদ্ধি না হয় এরূপ চেষ্টা করিতেছেন, চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট এই জন্য শীঘ্র আবেদন করিবেন। একণে আমাদের এই প্রার্থনা যে চেয়ারম্যান সাহেব উক্ত ওয়ার্ড কমিটীর আবেদন গ্রাহ্য করেন।

বরাহ নগর ৪ঠা মার্চ্চ। শ্রীঅঃ—

আমাদিগের বারাণসীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। বারাণসীতে যে সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে এবং সময় সময় তদ্বিষয়ে যে সভাহ্বান হইয়া থাকে, সংপ্রতি বিগত ২৫শে ফাল্গুন বারাণসী "রীডিংরুমে" তজ্জন্য এক সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তা প্রথমতঃ সভ্যগণকে উৎসাহ দান পূর্ব্বক যাহাতে, কলেজ স্থাপন কার্য্য সমাধা হইতে পারে তদ্বিষয়ে তিনি কাশ্মীরের দ্বারা রাজা, অর্থাদির সাহায্য যথাসাধ্য করিবেন এপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তা বাবু প্রমদা দাস মিত্র, প্রথম বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্তাবিত বিষয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৃতীয় বক্তা পণ্ডিত বাল শাস্ত্রী মহাশয় উল্লিখিত বিষয়ে, এক লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া সভ্যমণ্ডলীকে পরিতুষ্ট করেন। তদনন্তর আর আর পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ের সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করত সভা ভঙ্গ করেন। ইংরাজী বিদ্যার উন্নতির সহিত আমাদিগের মাতৃভাষার জননী সংস্কৃত ভাষার যে এত উন্নতি হইতেছে, ইহা ভারতের প্রকৃত গৌরবের বিষয়ই বলিতে হইবে।

২। এলাহাবাদের হিন্দু মণ্ডলী সমবেত হইয়া তথায় "ইণ্ডিয়ান-সংস্কৃত কলেজ" নামক একটী উচ্চ শ্রেণীর কলেজ সংস্থাপন করিতেছেন। তদুপলক্ষে "ইণ্ডিয়ান সংস্কৃত এসোসিয়েসন" নামক এক সভা সংস্থাপিতও হইয়াছে,এবং ঐ সভা হইতে কলেজে ব্যয়ার্থ ১৫১৩৶০ চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে, আরও টাকা সংগ্রহ হইতেছে এবং ঐ কলেজের আয় ব্যয়ার্থ "ইণ্ডিয়ান সংস্কৃত কলেজ ফণ্ড" নামক এক ধনাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ কলেজের প্রধান উৎসাহী রাজা জয়কৃষ্ণ দাস বাহাদুর সি, এস, আই এবং আলিগড়ের বহু সংখ্যক হিন্দু সমবেত হইয়া এক সংস্কৃত বিদ্যালয় তথায় সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। তদ্বিষয়ে চাঁদাও অনেক উঠিয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের নাম "আলীগড় আর্য্য কলেজ" থাকিবেক। ইহাদিগের উদ্দেশ্যকে, মহদুদ্দেশ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু পরিশেষে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" না হয়।

৩। বারাণসীর ছোট আদালতের জজ সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুরের "এংলো পারস্য ইউনিভরসিটীর" কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ আলিগড়ে সংস্থাপিত হইবে এবং অন্য অন্য সহরে এক একটী করিয়া কলেজ, থাকিবে তথায় পারস্য এবং উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৪। বিগত মাসের ২৮ শে মঙ্গলবার হইতে কাশীর "বুড়োমঙ্গলের" মেলা আরম্ভ হইয়া গত ১লা চৈত্র শুক্রবার সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই মেলা কোন সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম সংক্রান্ত নহে। কেবল কাশীর রাজার আমোদার্থ হইয়া থাকে। "বুড়োমঙ্গল" শব্দের যে কি অর্থ বোধ করি পাঠকগণ মধ্যে অনেকেই তাহা না জানিতে পারেন। আমরাও ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য উদ্ধার করিতে পারি নাই। জন শ্রুতি এই যে, দোল যাত্রার অব্যবহিত পরে যে মঙ্গলবার, সেই মঙ্গল ও বুধবার দিবসে ইহা কাশীর গঙ্গায় সমাধা হইত। তাহা হইতেই ইহার নাম 'বুধমঙ্গল', ও ক্রমে ক্রমে ইহার নাম বুড়ো মঙ্গল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মেলা পূর্ব্বোক্ত দিবস দ্বয়ে কাশীর রাজার পূর্ব্ববংশীয় গণ দ্বারা মহাহ্লাদ সহকারে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। পরে মহারাজা উদেত নারায়ণ সিংহ ঐ মেলাকে ৪ দিবসের জন্য স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গল বার রাত্রি হইতে বুধবার অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ইহা, অশী ঘাটে এবং রামনগরের রাজবাটীর ঘাটে সম্পন্ন হয়। ১২৭৮ এবং ১২৭৯ সালে লর্ড মেয়ো এবং রিমার রাজকুমারের মৃত্যু ঘটনায়, কাশী নরেশ শোকাকুলিত হইয়া, মেলা রহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে ইহার পুনরারম্ভ হইয়াছে। কাশী নরেশ বৃহৎ বৃহৎ জল-যান নানাবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া, তদুপরি বিবিধ প্রকার নৃত্য-গীতাদি করাইয়া ছিলেন এবং বিজয় নগরের রাজকুমার ও বিবিধ প্রকারের নৌকা, এবং বৃহৎ কচ্ছা ইত্যাদি সুসজ্জিত করিয়া, তদুপরি নৃত্য গীতাদি পূর্ব্বক গঙ্গা দেবীকে প্রফুল্ল করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীরের রাজার ভ্রাতা, এবং আর আর বিদেশীয় রাজগণ, সুসজ্জিত নৌকারোহণে, নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিয়া গিয়াছেন।

তারিখ ৩ চৈত্র। ১২৮০ সাল

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬৲ টাকা	৭৷৷০
" ষাণ্মাসিক … …	৩৷৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক … …	২৲ "	২৷৵০
মাসিক …	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা … …	৷০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন [illegible] ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৪৯ শ সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৮০—১৫ই চৈত্র শুক্রবার। ১৮৭৪—২৭শে মার্চ্চ

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭।৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা পরমাহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি অনরেবল্ দ্বারকানাথ মিত্রের শূন্য আসনে হাইকোর্টের প্রশংসিত উকীল বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৩ সালে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ৯ বৎসর ওকালতী করিয়া ইনি বর্ত্তমান সকল উকীল অপেক্ষা অধিক পসার করেন। ইনি অতি বিনয়ী ও ধীর স্বভাব, আইনজ্ঞতা বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ প্রশংসা শুনা যায়। উপযুক্ত পাত্র মনোনীত হইয়াছেন দেখিয়া সর্ব্বসাধারণে আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, ইনি দ্বারী বাবুর বিয়োগ জনিত দুঃখের সান্ত্বনা দানে সমর্থ হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আগামী ৩১ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সী কলেজের নূতন অট্টালিকা প্রকাশ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিবেন।

গত কল্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার যেরূপ বক্তৃতাশক্তি, বিদ্যাবত্তা ও ধর্ম্মোৎসাহ আছে, তাহাতে তাঁহা দ্বারা বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। চট্টগ্রামবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের ৪র্থ বর্ষীয় একজন ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে ইহাঁর সহযাত্রী হইয়াছেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্য ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন।

গত সংখ্যক কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের স্থানীয় অবস্থা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—

মুঙ্গেরে দুর্ভিক্ষের কোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে জ্বরেরও প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। বাঁকুড়ায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বানুরূপ। ওলাউঠাও হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বীরভূম হইতে ৭ই অবধি ১৩ই মার্চ্চ মধ্যে ৪,৬০৮ মণ তণ্ডুল ভাগলপুর ও পাটনা অঞ্চলে রপ্তানি হইয়াছে। এখানকার দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য নহে। হাওড়া ও মেদিনীপুরের পূর্ব্বাঞ্চলে বোরো ধান্য জন্মিয়াছে। হুগলি জিলায় আশুধান্য বপনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করা হইতেছে। ২৪ পরগণার থানা দেবীপুর, বারুইপুর ও নৈহাটীর মধ্যে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে; থানা ডায়মণ্ড হারবর ও বসুর হাটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হয় নাই; থানা আশাশুনি ও মাতলা হইতে ইহা তিরোভাব হইতেছে, থানা আশাশুনিতে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। যশোহর ও নদীয়ায় তণ্ডুলের মূল্য হ্রাস হইয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য মুরসিদাবাদ ও রাজসাহি জেলায় পূর্ব্বানুরূপ; মালদহের সদর স্থানে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি কিন্তু মফঃস্বলের অন্যান্য স্থানে একই রূপ। মুরসিদাবাদে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব চলিতেছে। দিনাজপুরের গোয়া ঘাটে ও বগুড়া জিলায় অন্তঃপাতী থানা জোড়া ও বগরায় ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। জলপাই গুড়ির বাজারে আগুণ লাগিয়া ৩০০০ মণ তণ্ডুল বিগত ১৭ই মার্চ্চ পুড়িয়া গিয়াছে।

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় বাইস চ্যান্সেলের বেলি সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে দুইটী ভয়ানক মতের পোষকতা করেন :—(১) বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা নাই; (২) শিক্ষক পরীক্ষকই উত্তম। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ের সমালোচনা করিব।

ভারত সংস্কারক।

পার্লেমেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতিনিধিত্ব।

সম্প্রতি হিন্দু পেট্রিয়টে একটী অতি সুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সভ্যের ব্যবস্থা জন্য কতকগুলি সহৃদয় ইংরেজ উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ের পরামর্শ জানিবার জন্য ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন ও বোম্বাই আসোসিয়েসন সভার নিকট তারযোগে সংবাদ পাঠান। দেশীয় শিক্ষিতগণ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া পার্লেমেণ্টের সভ্য হন, এইমত উভয় সভাই প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, এ বিষয় লইয়া ইংলণ্ডে বিলক্ষণ আন্দোলন হইবে। আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে পার্লেমেণ্টের সভ্য শ্রেণী হইতে আমরা মহাত্মা ফসেট, সার চার্লস্ উইং ফিল্ড এবং ইষ্ট উইকের ন্যায় ভারতবন্ধুগণকে হারাইয়াছি। তাঁহারা হতভাগ্য ভারতের প্রতি পার্লেমেণ্টের চিরনিদ্রিত চক্ষু উন্মীলিত

করিয়া দিয়াছিলেন এবং অল্প দিন মধ্যে ইহার দুঃখ মোচনের অনেক আশা আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অবস্থিতিতে ভারতের দগ্ধললাটে সুখের স্বপ্ন দর্শন করা বৃথা, ইহাই আমাদিগের অনুমান হইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ এক দল ইংরেজের অনুকূল হস্ত প্রসারণ দেখিয়া আমরা যে পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়াছি বলিবার নহে। আমাদিগের বোধ হইতেছে ঈশ্বর প্রসাদে ভারতহিতেচ্ছার যে বীজ ইংলণ্ডের উর্ব্বর ভূমিতে উপ্ত হইয়াছে, তাহা কস্মিন্‌কালে ধ্বংস হইবার নহে। ফসেট প্রভৃতি এ আন্দোলনের অন্তস্তলে আছেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু অনেকটা সম্ভব বোধ হয়। ইহার উদ্যোগকর্ত্তা যাঁহারাই হউন্, তাঁহারাই আমাদিগের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে প্রস্তাবিত কার্য্যটী কতদূর আবশ্যক ও তাহার সফলতার কতদূর সম্ভাবনা, সাধারণের আলোচনাস্থল হইয়াছে। প্রায় সকল সংবাদ পত্র একবাক্যে এই আবশ্যকতা স্বীকার করিতেছেন। যে ইংলণ্ড আপনার স্বত্ব উদ্ধারার্থ আবহমান কাল স্বাধীনতার ঘোর যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, পৃথিবীর নানা স্থানের দাসত্ব বিমোচনার্থ অর্থব্যয় ও কায়ক্লেশ স্বীকারে ত্রুটি করেন নাই, আপনার শাসন প্রণালী সাধারণের হস্তগত করিয়া তাহার সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই আপনার উদারতা ও সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া থাকেন; ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ রাজ্য তাঁহার অধীনস্থ হইয়া অন্যায় শাসনের অনুযোগ করিবে, ইহা কখন তাঁহার পক্ষে শোভাকর হয় না। শাসনদ্বারা যাহাদিগের লাভালাভ, শাসন বিষয়ে তাহাদিগের মত গ্রহণ করা যে অত্যাবশ্যক, ইহা কি ইংলণ্ডকে বলিবার অপেক্ষা? ইংলণ্ড যে নিজ হইতে আজিও এ ব্যবস্থা করেন নাই ইহাই আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয়।

যাহাহউক প্রস্তাবটীর সফলতা বিষয়ে ইতি মধ্যে অনেকগুলি সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ ডেলিনিউস সম্পাদক আপনাকে সম্পূর্ণ ভারতহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিয়াও এইরূপে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে হইবে না, ইহা স্পষ্টতঃ অসম্ভব বলিলেই হয়। পার্লেমেণ্ট মহাসভার মূল নিয়মের পরিবর্ত্তন না হইলে ইহা সম্ভবপর নহে, কিন্তু কোন অধীনস্থ দেশের প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সম্ভাবিত নহে। কোন মন্ত্রী যদি ক্ষীণবুদ্ধিতা প্রযুক্ত পার্লেমেণ্টের কার্য্য প্রণালীতে এরূপ বাধা উপস্থিত করেন, সেই মন্ত্রীর ও তাঁহার প্রস্তাবের ভাগ্যে যাহা ঘটিবে, তৎপক্ষে সন্দেহ করিতে হয় না। কমন্স হাউসে ভারতবর্ষের অনুকূলে প্রস্তাব শ্রবণ করা বাঞ্ছনীয়, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাক্ষাৎ প্রতিনিধিত্ব অসম্ভব, ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়া উভয় স্থানেই ইহার বিরোধী কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।"

ডেলি নিউস ইতিপূর্ব্বে এক প্রস্তাবে দুঃখ করেন, যে 'ফসেট প্রভৃতি ভারতবন্ধু পার্লেমেণ্ট হইতে বিদায় লইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া ভারতবর্ষের কোন প্রকার প্রতিনিধিত্ব করেন, অথবা ইহার মঙ্গলের জন্য যত্নবান্ হন এমত এক ব্যক্তিও দৃষ্ট হন না। যথার্থতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা ইহার কারণ নহে, কিন্তু অতি অল্পলোক ভারতবর্ষের বিষয় অবগত এবং অনেকে কোথা হইতে তাহার বিবরণ পাওয়া যাইবে তদ্বিষয়ে অজ্ঞাত, এইটীই যথার্থ কারণ।' যদি ভারতবর্ষের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা পার্লেমেণ্টে নাই বলিলেই হয়, তবে তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতের শাসন কার্য্য কিরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা কে না বুঝিতে পারেন? একারণ তথায় ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি থাকা কি নিতান্ত আবশ্যক নহে? ডেলি নিউস বলিতেছেন, একার্য্য করিতে হইলে পার্লেমেণ্টের মূল নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া অধীনস্থ দেশের প্রতি অসম্ভাবিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হয়। ইহা কি অনুগ্রহ? না নিতান্ত ন্যায়াদিষ্ট কার্য্য? এ ন্যায় প্রদর্শন করিতে ইংলণ্ড যত দিন অসমর্থ হইবেন, তত দিন তাঁহাকে ধর্ম্মের নিকট প্রত্যবায় ভাগী ও সভ্যসমাজে কলঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইবে। ডেলি নিউস বলেন, 'এ দেশীয়েরা যেন এরূপ চেষ্টার অনুসরণ না করেন, কারণ ইহা কল্পনার খেলা মাত্র। ইহার সফলতা কেবল যে সন্দেহাত্মক তাহা নহে, কিন্তু স্পষ্টতঃ অসম্ভব; কেন না পার্লেমেণ্টের মূল নিয়ম পরিবর্ত্তন না করিলে কখন ইহার উপায় হইতে পারে না।' আমরা জিজ্ঞাসা করি, ন্যায় রক্ষা অথবা প্রাচীন নিয়ম রক্ষা ইহার কোন্‌টী ইংলণ্ডের অধিক ছিল? ইংলণ্ডবাসীরা ইংলণ্ডের প্রাচীন মূলনিয়মে যদি কোন অন্যায়াচরণ নিহিত দেখেন, তাহা নিষ্কাশিত করিতে কি সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টান্বিত হইবেন না? ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, ইহার শাসনের মূল নিয়ম আবশ্যক মত সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনই ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। এখন ইংলণ্ডের অধীন রাজ্য, পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, অধীনরাজ্য সকলের শাসন বিষয়ে পূর্ব্বে যে সঙ্কীর্ণ মত অবলম্বিত হইত, এখন তাহার প্রশ্রয় দান করিলে ইংলণ্ডের কদাপি মঙ্গল হইবে না। ইংলণ্ড আজি যদি উদারতা অবলম্বন না করেন, দশ দিন পরে তাহা যে তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অতএব 'রাজ্যের মূল নিয়ম' এই জুজুর ভয় দেখাইয়া

যাঁহারা সাধু চেষ্টার প্রতিরোধ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা কখন বিজ্ঞ ও অপক্ষপাতী বলিতে পারি না। কিন্তু রাজ্যের মূল নিয়ম একেকালে পরিবর্ত্তন না করিলে যে ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিদের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না, আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। পার্লেমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এমন উপনিয়ম করিতে পারেন, যে ভারতবর্ষ ঘটিত কোন বিষয়ের যখন আলোচনা হইবে, তখন ভারতবর্ষের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাঁহার অন্য বিষয় চর্চ্চা করিবার অধিকার থাকিবে না। ইংলণ্ডের অধীনস্থ অন্যান্য রাজ্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম ব্যবস্থিত হইলে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হইতে পারে।

ডেলি নিউস 'মন্দের ভাল' যে একটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম। তিনি টাইম্স অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতার মতানুসারে বলেন, ভারতবর্ষের জন্য সাক্ষাৎ প্রতিনিধির চেষ্টা না করিয়া ফসেটের ন্যায় ভারতহিতৈষী ব্যক্তি যাহাতে পার্লেমেণ্টের সভ্য হইতে পারেন এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই সংবাদ দাতা কর্ণেল ডবলিউ নাস লিস্। তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছিঃ—

"ভারতবর্ষবাসিগণ ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে যদি তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বাধীনচিত্ত সভ্য দেখিতে চান, তাঁহারা অন্যান্য স্বার্থসাধনেচ্ছু দলের দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় স্বীকার করুন। তাঁহাদের জানা উচিত, ইংলণ্ডের রাজনীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা লাভের জন্য বিবাদ অতি ঘোরতর, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে মানবহিতৈষিতা অতি সামান্য উপায়, অনবরত প্রভূত পরিমাণে অর্থ বর্ষণ না করিলে কেহ পার্লেমেণ্টে পদলাভ বা তাহা সংরক্ষণ করিতে পারেন না।"

যদি অর্থ ব্যয় করিয়া পার্লেমেণ্ট সভায় ভারতবর্ষের উপপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর এবং সকল ভারতবাসীর সে বিষয়ে আনুকূল্য করা বিধেয়। আপাততঃ ভারতবর্ষের ইংরেজ বাহাদুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইংরেজেরা যেরূপ সমর্থ হইবেন, বাঙ্গালীদিগের উপর সেরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু এটী চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না, ভারতবর্ষের জন্য সাক্ষাৎ প্রতিনিধি চাই, এবং সে প্রতিনিধি ভারতবর্ষীয় হওয়া আবশ্যক। আমরা কি নিঃস্বার্থ কি স্বার্থপর ইংরেজ বন্ধুদিগের বিভীষিকা প্রদর্শন দেখিয়া এ বিষয়ের আন্দোলনে বিরত হইব না। শুভ বিষয়ের আন্দোলন যদি আপাততঃ নিষ্ফল হয়, অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলে পরিণামে তাহা হইতে যে সুফল উৎপন্ন হইবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় কয়েকজন বিজ্ঞ ভারতহিতৈষী যখন এ বিষয়ে আমাদিগকে আশা ও উৎসাহদান করিতেছেন, তখন তাহা যে সম্পূর্ণ বঞ্চনামূলক ও অসাধ্য ব্যাপার, একেকালে এরূপ বিশ্বাস করা যায় না।

উইলিয়ম ক্রুক্স ও অলৌকিক অধ্যাত্ম শক্তি।

কয়েক বৎসরাবধি আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। যাঁহারা এই সকল সংবাদের প্রচারক, তাঁহারা পিতৃলোক বা প্রেতাত্মাদিগকে ঘটনাবলীর মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ ও বিশ্বাস করেন। যেখানে যেখানে এই সকল সংবাদের বায়ু প্রবাহিত হইয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্রই ঘোর আন্দোলন ও অল্পাধিক অনুসন্ধান উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের উপর দিয়াও সেই বায়ুর হিল্লোল বহিয়া যায়। তখন ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এদেশের প্রকৃতির দোষে সে আন্দোলন নিগূঢ় অনুসন্ধানে পরিণত হইতে পারিল না। অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য যেরূপ ধৈর্য্য, সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ছিল। চঞ্চলমতি বালকেরাই অধিকাংশ স্থলে এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া অনুসন্ধানে অবতরণ করে। বিষয়ের নবীনত্বই তাহাদিগকে আকর্ষণ করে এবং নবানুরাগ তিরোহিত হইলেই তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। যে ঘটনাবলীর সংবাদ শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে! বহুকালাবধি এ দেশে "হাতচালা" "বাটীচালা" ও "নলচালা" বলিয়া কতকগুলি অলৌকিক প্রণালী প্রচলিত আছে। "নখদর্পণ" "পান দর্পণ" প্রভৃতি এই শ্রেণীস্থ কার্য্য প্রণালীর অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সকল কার্য্য প্রণালী কতকগুলি নীচমতি অর্থগৃধ্নু লোক দ্বারা অর্থাগমের উপায় স্বরূপ ব্যবসায়ে পরিণত করা হইয়াছে বলিয়া, ইহা বিজ্ঞ সমাজের শ্রদ্ধা বৃত্তি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রের স্থানে স্থানে অবিকল এইরূপ অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। তন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে ইহার বিশেষ উল্লেখ ও সাধন বিবৃত হইয়াছে। ডামর সংহিতা প্রেত ও অধ্যাত্ম সাধনের মূল গ্রন্থ বলিয়া বিখ্যাত। তান্ত্রিক যোগ সাধন আধুনিক প্রেত ও অধ্যাত্ম সাধনের নামান্তর মাত্র। আমেরিকা ও ইংলণ্ড দেশে

যাহার নাম Clair voince এ দেশে তাহার নাম দিব্যচক্ষু বা দিব্য জ্ঞান। দিব্য চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা এ দেশে ঋষি শব্দে বাচ্য। "ঋষি" শব্দের প্রকৃত অর্থ "পরোক্ষ দর্শী।" ইংরাজিতে 'Seer' শব্দেরও প্রায় এইরূপ ব্যুৎপত্তি। পাশ্চাত্য প্রদেশের মিডিয়মে ও এ দেশের সিদ্ধ পুরুষে কোন প্রভেদ নাই। 'প্রেত-সিদ্ধ' 'যোগসিদ্ধ' 'বাক্সিদ্ধ' 'মন্ত্র সিদ্ধ' ইহাঁরা শ্রেণী বিশেষের "মিডিয়ম" বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

কেবল ভারতবর্ষে কেন ইউরোপ ও আসিয়ার অন্যান্য দেশেও অলৌকিক সাধনের অভাব নাই। উক্ত হইয়াছে যে চীন দেশে প্লান্চেটের অনুরূপ যন্ত্র বিশেষ দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের লিখিত উত্তর দান বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে; পুরাতন গ্রীশ ও রোমের লোকেরা দৈববাণী শ্রবণ করিতেন।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এ বিষয়ের বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। কেবল যে প্রেততত্ত্ব বিশ্বাসীরা এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে, তত্রত্য বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডস্থ সুবিখ্যাত 'ডায়েলেক্টিকাল সোসাইটী' নামক বিজ্ঞান সভা দ্বারা এ বিষয়ের অনুসন্ধান সম্পাদিত হয়। সভার নিয়োজিত কমিটী সকল এতৎ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীরই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করিয়া তদ্বিষয়ে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পুস্তকাকারে তাহা প্রচারিত হইয়াছে। ১৮৭২ সালের শেষ ভাগে ও ১৮৭৩ সালের প্রারম্ভে সুবিখ্যাত টাইম্স পত্রে তন্নিয়োজিত কমিসনরের পরীক্ষিত ঘটনাবলী প্রকাশিত হওয়াতে ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। সম্প্রতি কোয়াটার্লি জর্ণেল অফ সায়েন্সের সুবিখ্যাত সম্পাদক ও রয়াল সোইটীর অন্যতম ফেলো উইলিয়ম ক্রুক্স প্রাগুক্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর 'চাতুর্বার্ষিক স্বকৃত অনুসন্ধান ও পরীক্ষা ফল' প্রকাশ করিয়া পুনরায় নূতন আন্দোলন উত্থাপন করিয়াছেন। ক্রুক্স একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত। বর্ত্তমান সময়ে যে অনধিক সপ্ততি সংখ্যক রূঢ় পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটীর আবিষ্কার এই মহাত্মার গবেষণা-সম্ভূত। এরূপ লোকের প্রকাশিত পরীক্ষার ফল বিদ্বন্মণ্ডলীয় বিশেষ বিবেচনার যোগ্য সন্দেহ নাই।

অধুনা যে পণ্ডিত মণ্ডলী এত উৎসাহ সহকারে 'আধ্যাত্মিক' নামধেয় ঘটনাবলীর অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহার কারণ সুবিখ্যাত পণ্ডিত অলফ্রেড্ রসেল্ ওয়ালেস্ সাহেবের "স্পিরিচুয়ালিজম" মতাবলম্বন ঘটনা। বর্ত্তমান বিজ্ঞান জগতে ইহাঁর নাম ও খ্যাঁতি ডারউইন সাহেবের পরেই গণনীয় হইয়া থাকে। এই ঘটনা দ্বারা বিজ্ঞান জগতের দৃষ্টি প্রবল বেগে স্পিরিচুয়ালিসমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ডায়েলেক্টিকেল সোসাইটীর রিপোর্টও এ বিষয়ের অনেক সহায়তা করিয়াছে। সম্প্রতি ক্রুক্স সাহেবের পরীক্ষার ফল পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত হওয়াতে এ দিকে সকলের দৃষ্টি যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'ডায়লেক্টিকেল সোসাইটী' ঘটনাবলীর কারণানুসন্ধানে তখন প্রবৃত্ত হন নাই; সম্প্রতি সে উদ্দেশে তদীয় অনুসন্ধান ও আলোচনা নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহারা কেবল ঘটনা সকলের যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উইলিয়ম ক্রুক্স কেবল ঘটনার যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, তাহার গূঢ় কারণানুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ক্রুক্স তাঁহার নিজ ভবনে প্রামাণিক সাক্ষী সমূহের সাক্ষাতে যে সমস্ত ঘটনাবলী কঠিন পরীক্ষার নিয়মানুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "প্রত্যেক ঘটনা যাহা আমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছি, অন্যস্থলে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে তাহার অনুরূপ ঘটনা স্বাধীন ভাবে পরীক্ষিত হইয়া লিপিবদ্ধ আছে। ইহা দ্রষ্টব্য যে এই ঘটনা সকল অত্যন্ত আশ্চর্য্য এবং ইদানীন্তন বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রতিপাদ্য যাবতীয় পরিজ্ঞাত মতদ্বারা তাহাদের মীমাংসা হয় না।" ক্রুক্স যে সকল ঘটনাবলী দর্শন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি নিম্ন লিখিত ত্রয়োদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।—

১। হস্ত সংস্পর্শে গুরুতর বস্তুর গতিক্রিয়া। বাহ্য চেষ্টাদ্বারা সে গতিক্রিয়ার সহায়তা করা হয় নাই।

২। আঘাত সম্ভূত শব্দের অনুরূপ ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য প্রকার শব্দক্রিয়া।

৩। বস্তুর ভারত্বের নানাবিধ পরিবর্ত্তন।

৪। মিডিয়ম হইতে দূরে সংস্থাপিত গুরুভার পদার্থের গতিক্রিয়া।

৫। চেয়ার ও টেবল সকল লোকাতীত শক্তি দ্বারা ভূপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে উত্তোলন।

৬। মনুষ্যের স্বাভাবিক ভারত্বের লঘুত্ব প্রাপ্তি।

৭। মনুষ্যের সাহায্য ব্যতীত নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর গতিক্রিয়া।

৮। জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য।

৯। হস্ত দর্শন। কোন কোন হস্ত আলোক মণ্ডিত ও কোন কোন হস্ত আলোকে দৃশ্যমান।

১০। লোকাতীত শক্তিদ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে লিপিক্রিয়া।

১১। অলৌকিক আকৃতি ও মুখ দর্শন।

১২। বিশেষ বিশেষ ঘটনা, যদ্দ্বারা বহিঃস্থ জ্ঞানক্রিয়ার পরিচয় অনুমিত হয়।

১৩। বিমিশ্র প্রকার বিবিধ ঘটনা।

এই শ্রেণী-কতিপয়-নিহিত বিবরণ আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত এবার প্রকাশ করিতে পারিলাম না; বারান্তরে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল। উইলিয়ম ক্রুক্স অনুমান করেন যে এই সকল কার্য্য মিডিয়মের আত্মা নিহিত কোন প্রকার অপরিজ্ঞাত শক্তিদ্বারা সম্ভূত হইতে পারে। এ শক্তি মিডিয়মের ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত নাও হইতে পারে। অনেক সময়ে মিডিয়মের অজ্ঞাতসারে প্রাগুক্ত অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদিত, বোধ হইয়াছে।

আমরা এই সকল অলৌকিক ঘটনাবলির প্রকৃত কারণ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহি। এই সকল ঘটনা দেখিয়া বিজ্ঞান জগৎ চমকিত হইয়াছে এবং অনেকের বিদ্যাবুদ্ধি পরাস্ত মানিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, ঘটনাবলীর বাস্তবিকতা পক্ষে বড় অধিক সন্দেহ করা যায় না। যদিও বৈজ্ঞানিক সতর্কতার সহিত বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিদ্বারা বিষয় সকল পরীক্ষিত হইয়াছে তথাপিও এরূপ গুরুতর বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ হইতে দূরে থাকিবার জন্য যে অধিকতর সতর্কতা আবশ্যক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞান জগৎ ঘটনাবলীর কারণ অবধারণে এক্ষণে সক্ষম হউন, না হউন, তাহাদের উৎপত্তির নিয়ম প্রণালী আবিষ্কার করা তদীয় সাধ্যাতীত নহে। প্রতেক সত্যানুসন্ধায়ী ব্যক্তির এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা ও অন্যান্য বিবরণ।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোক সংখ্যার সমষ্টি ২ কোটী ৩০ লক্ষ অপেক্ষাও অল্প; কিন্তু তন্মধ্যে বিংশতি বৎসরের ন্যূন বয়স্কের সংখ্যা ১ কোটী অপেক্ষাও অধিক এবং ১০০ বৎসর ও তাহার অধিক বয়স্কের সংখ্যা ১৬০ জন মাত্র। এই দীর্ঘজীবী লোকদিগের মধ্যে ১১৯ জন স্ত্রীলোক এবং অবশিষ্ট ৪১ জন পুরুষ। উপরিউক্ত ১৬০ জনের মধ্যে ২৬ জন লণ্ডন নগরবাসী। লণ্ডনের ন্যায় জনাকীর্ণ নগরে বাস করিয়াও লোকে যে দীর্ঘায়ু হইতে পারে, এতদ্দ্বারা তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কের সংখ্যা ২০ লক্ষ অপেক্ষাও অধিক। ইংলণ্ডে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার অধিক এবং ওয়েল্‌সে ৮ হাজার অধিক। শুদ্ধ লণ্ডন নগরে ৩২ লক্ষ ৫৪ হাজার লোক বাস করে, তন্মধ্যে পুরুষ ১৫ লক্ষ ২৩ হাজার, স্ত্রীলোক ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার। শৈশবাবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সংখ্যা অসমান হইতে থাকে। যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার এই বৈষম্য সুস্পষ্ট অনুভূত হয়; বৃদ্ধাবস্থায় তাহা আরও স্পষ্টতর রূপে প্রতীয়মান হয়। লণ্ডন নগরে ৮৫ বৎসর ও তদপেক্ষা অধিক বয়সের পুরুষ যত, সেই বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক এবং ৯৫ বৎসর ও তদপেক্ষা অধিক বয়সের পুরুষ যত, সেই বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা তাহার তিন গুণ। সমগ্র ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ৬৭ লক্ষ ৭৭ হাজার পুরুষ ও ৬৮ লক্ষ ২৬ হাজার স্ত্রীলোক অবিবাহিত অবস্থায় দিন যাপন করে এবং ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার পুরুষ মৃতদার ও ৮ লক্ষ ৭৯ হাজার স্ত্রীলোক মৃতভর্ত্তৃকা।

উদ্বাহদ্বারা বোধ হয়, সর্ব্বত্র পুরুষেরাই অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। কারণ প্রধানতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে দাম্পত্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার পর পুরুষেরই স্কন্ধে সংসার ধর্ম্মের গুরুভার বিশেষরূপে পতিত হইয়া তাহাকে অধিকতর পেষণ করিতে থাকে। অন্নচিন্তার ভার, পরিবারের ভরণপোষণের ভার পুরুষেরই স্কন্ধে। সর্ব্বত্রই প্রায় পুরুষেরা নানা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক উপার্জ্জন করিয়া আনেন, স্ত্রীলোকেরা তাহাদ্বারা জীবন ধারণ ও অভীষ্ট ভোগ্য বিষয় সকল আহরণ করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে পুরুষের শরীর শীঘ্র শীঘ্র ভগ্ন হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে বিবাহিত পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা বিলক্ষণ গুরুতর বলিয়া বোধ হইতেছে। বিবাহিত স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা যেখানে ১, বিবাহিত পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা সেখানে ২.২। এই পরিমাণ যে নিতান্ত ভয়ানক তাহার আর সন্দেহ নাই। অর্দ্ধ সভ্য আসিয়ার স্ত্রীলোক অপেক্ষা সুসভ্য ইউরোপের স্ত্রীলোকেরা অধিকতর বিলাসিতাপ্রিয় এবং এখানকার পুরুষেরাও অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্ত্রৈণ স্বভাব। সুতরাং এখানকার পুরুষেরা স্ব স্ব সহধর্ম্মিণীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ অধিকতর অনুরাগী। এজন্য তাঁহারা অধিকতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যদি ইহাই প্রধানতঃ তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের এ বিষয় বিশেষ বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে এ ক্ষতি তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে সহ্য করিতে হয়। তাঁহাদের মনোভীষ্ট পরিচ্ছদাদি ও বাসনানুমত সুখ সম্পদ আহরণ করিবার জন্য তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্বদিগকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইতেছে। মানবহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেরও এ বিষয় বিশেষ বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করা বিধেয়। পরি-

বারবর্গের ভরণপোষণের সমগ্র ভার পুরুষের স্কন্ধে থাকা অস্বাভাবিক ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। তাহা না হইলে এরূপ বিষময় ফল কেন ফলিবে? কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহ যে নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া অন্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করিবে ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। পুরুষেরা যে রূপ কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী, স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ। প্রত্যেকেই অন্ততঃ আপনার ভরণপোষণের জন্য দায়ী এবং তজ্জন্য চেষ্টাপর হইবে। অন্যথা এরূপ বিষময় ফল যে অনিবার্য্য ইতিহাস ও ঘটনার মুখে তাহা ব্যক্ত হইতে থাকিবে।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে গণিত সদার পুরুষের সমষ্টি ৩৮ লক্ষ, ৮৩ হাজার এবং গণিত সধবার সংখ্যা ৩৯ লক্ষ, ৪৮ হাজার। তন্মধ্যে ২,১১,০০০ পুরুষের স্ত্রী ও ২৭৬,০০০ স্ত্রীর স্বামী বিদেশে অনুপস্থিত আছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ লক্ষ ৭২ হাজার গৃহস্থ সস্ত্রীক একত্র সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছেন। শুদ্ধ লণ্ডন নগরে ২০-২৫ বৎসর বয়স্কা অনূঢ়ার সংখ্যা ১ লক্ষ ১৯ হাজার এবং ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা অনূঢ়ার সংখ্যা ৬৩ হাজার।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স প্রদেশে ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার' গৃহকর্ম্মে নিযুক্তের সংখ্যা ৬০ লক্ষ, বণিকের সংখ্যা ৮ লক্ষ ১৫ হাজার, কৃষিজীবীর সংখ্যা ১৭ লক্ষ, শ্রমজীবীর সংখ্যা ৫১ লক্ষ ৩৮ হাজার অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ী ও নিষ্কর্ম্মার সংখ্যা ৮৫ লক্ষ ১৩ হাজার। ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক; গৃহ কর্ম্মে নিযুক্তদিগের মধ্যে ৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার স্ত্রীলোক এবং ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মাত্র পুরুষ; বণিকের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প; কৃষিজীবীর মধ্যে নবমাংশ ব্যক্তি স্ত্রীলোক; শ্রমজীবীর মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা তৃতীয়াংশ এবং অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ী ও নিষ্কর্ম্মার মধ্যে অধিকাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক; তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অর্দ্ধাংশ। উপরের অঙ্ক সকল সকল বয়সের পক্ষে। বিংশতি বৎসর বা তদধিক বয়স ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ গণনা করিলে পুরুষের সমষ্টি ৫৮ লক্ষ, ৬৬ হাজার এবং স্ত্রীলোকের সমষ্টি ৬৪ লক্ষ ৬৪ হাজার এবং পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া গণনা করিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হয়ঃ—ব্যাবসায়ী পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যার চারিগুণ। গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত পুরুষের সংখ্যা ২ লক্ষ স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪৯ লক্ষ ১৬ হাজার; বণিকপুরুষের সংখ্যা ৬০ লক্ষ ২ হাজার স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪৯ হাজার; কৃষিজীবী পুরুষের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার; শ্রমজীবী পুরুষের সংখ্যা ২৮ লক্ষ ৯৬ হাজার, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার এবং অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ী ও নিষ্কর্ম্মা পুরুষের সংখ্যা ৬ লক্ষ ২০ হাজার এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭১ হাজার।

উপরের লিখিত ব্যবসায় সকলের মধ্যে আরো প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে এই প্রদেশের সাধারণ বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ১ লক্ষ ৬ হাজার লোক কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত এবং ১ লক্ষ ৩৬ হাজার লোক সেনাদল ভুক্ত একং রাজ্য রক্ষার্থ সংরক্ষিত। ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার লোক বিদ্যা বা বিজ্ঞান শাস্ত্র ব্যবসায়ী। যে সকল স্ত্রীলোক ও গৃহিণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে এবং অবসর কালে স্বামীর ব্যবসায়ের সহায়তা করে, তাহাদের সংখ্যা ৪০ লক্ষেরও অধিক।

ভূম্যধিকারী অথবা কর্ষণকারী যাহারা ফল শস্য তৃণ প্রভৃতি উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে তাহাদের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫৯ হাজার। 'শিল্প কর্ম্মে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার; বস্ত্রাদি বয়ন ও বিক্রয়ে ২১ লক্ষ ৫১ হাজার; খনিজ পদার্থের উদ্ধার ও কর্ম্মকার প্রভৃতির ব্যবসায়ে ১১ লক্ষ ৫৭ হাজার লোক এবং অধ্যয়নে ৭৫ লক্ষ ৪১ হাজার লোক নিযুক্ত আছে।

আরো সূক্ষ্মভাবে দেখিলে প্রতীত হয় যে অত্রত্য জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন, ৫৬ হাজার ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন ৫১ হাজার কর্ম্মচারী নিয়োজিত আছেন অবশিষ্ট সকলে স্থল যুদ্ধ বা জল যুদ্ধোপযোগী সেনানী অথবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া বা অন্যান্য উপনিবেশের কর্ম্মচারী। ধর্ম্মব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা ৪৪৫৪৫৬০, গ্রন্থকার বা সাহিত্য ব্যবসায়ী প্রভৃতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৯ হাজার, শিক্ষা ব্যবসায়ীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৭ হাজার, গৃহ দাস প্রভৃতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৮ হাজার গৃহ দাসী প্রভৃতির সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৩৬ হাজার;' বাণিজ্য ব্যবসায়ীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৯০ হাজার ও অপর সাধারণ ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৯৭ হাজার। রেলওয়ের কর্ম্মে ৮৫ হাজার রাস্তার কর্ম্মে ১ লক্ষ ২৫ হাজার, নদী খাল প্রভৃতির কর্ম্মে ৩৩ হাজার এবং জলপথে ১ লক্ষ ৪১ হাজার লোক মজুরের কর্ম্মে নিযুক্ত আছে।

বঙ্গদেশ, ইংলণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর। ইহার লোক সংখ্যাও অনেক অধিক। ইংলণ্ডের ন্যায় বঙ্গদেশেও স্ত্রী সংখ্যার আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এখানে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীজাতি অপেক্ষা প্রথমতঃ অধিক থাকে কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে তদ্ বিপরীত হইয়া উঠে। বোধ হয় পৃথিবীর যাবতীয় দেশ অপেক্ষা

বঙ্গদেশে স্ত্রী ও পুরুষজাতির সংখ্যার বৈষম্য সমধিক। দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার বিবরণ সংগ্রহ ও কারণানুসন্ধান করা আবশ্যক।

পুস্তক সমালোচনা।

কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী নাটক। শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই গ্রন্থ খানির অভিধান দেখিয়াই আমরা মনে করিয়াছিলাম, কুলীন কুল সর্ব্বস্বের যে উদ্দেশ্য ইহা সেই উদ্দেশে প্রণীত হইয়া থাকিবে। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সমাজের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা কুলীন কুল সর্ব্বস্বের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হয়, এক্ষণকার কালের পাশ্চাত্য শিক্ষা, ও ভাব সেই সমাজের উপর কি রূপে কার্য্য করিবে, এবং তদ্রূপ কার্য্য করিলে কি প্রকার ঘটনা সকল সম্ভাবিত হইতে পারে কুলীন কন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এ নাটকে আমরা দেখিতে পাই, কুলীন কন্যাগণের সচরাচর যে বয়সে বিবাহ হয়, তৎপূর্ব্বে তাহাদিগের অন্তরে প্রণয়ের উদ্রেক হয় এবং সেই প্রণয় অবস্থাগতিকে মনোনীত পাত্রে সংস্থাপিতও হইয়া থাকে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রচলিত প্রথানুমত পরিণয়ে কুফল ঘটিবারই সম্ভাবনা। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, বাল্যবিবাহ রহিত হইলে, পিতৃদত্ত বিবাহ প্রথাও রহিত করা উচিত। কুলীন কন্যারা ও যে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে এ গ্রন্থে তাহাও লক্ষিত হয়। বাস্তবিক গার্হস্থ্য নাটকের অনেক ধর্ম্ম ইহাতে বিদ্যমান আছে। করুণরসের আধিক্য হেতু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর এ নাটক খানিকেও করুণরসাত্মক নাটক বলা যাইতে পারে।

এডিসন প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, সকল করুণরসাত্মক নাটকই যে বিয়োগান্ত হইবে এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। বাস্তবিক কুলীন কন্যার বিষয়, নাটকনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং ঘটনা যোজনার প্রকৃতি বিবেচনা করিতে গেলে ইহাকে বিয়োগান্ত না করাই যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে। সেলিগেল গ্রীক নাটকের ধর্ম্মালোচনায় কহেন, যে করুণরসাত্মক নাটক কল্পনার প্রারম্ভে মানবেচ্ছার নিরঙ্কুশতা প্রতিপাদিত হইবে, কিন্তু কল্পনাটি অবশ্যম্ভাবিতায় পর্য্যবসিত হইবে। সমালোচ্য নাটক খানি এই নিয়মের অধীন বোধ হইল। জয়রামের স্বাধীনেচ্ছার কার্য্যফল স্বরূপ নাট্যকল্পনায় ঘটনাবলির প্রারম্ভ হইয়াছে, তাঁহার সেই স্বাধীনেচ্ছা ঘটনা স্রোতের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া অবশেষে অবশ্যম্ভাবিতায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। নাট্য ব্যাপারের একত্ব রক্ষা করিবার জন্য ঘটনাপরম্পরার অবশ্যম্ভাবিতা সম্পাদন করা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু ইহার নৈতিক শিক্ষা আমাদিগের তত শুভকরী বোধ হয় না। ফটিকের অপবিত্র প্রেমলালসায় অপরদিকে দিননাথ এবং কমলিনীর পবিত্র প্রেম ঘটিত ঘটনাবলি সংযোজিত হওয়াতে, চিত্রের বৈপরীত্য হেতু পবিত্র প্রেমের চিত্র আরও আলোকিত হইয়াছে। বারেক অক্ষিমিলনে প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হয়, সেই প্রেম অধুনাতন অনেক নাটকেরই কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু আমাদিগের নাটককার নায়ক নায়িকাকে সে রূপ অস্বাভাবিক ভাবের বশবর্ত্তী করেন নাই। লীলাবতীর সহিত ললিতমোহনের যে রূপে প্রগাঢ় প্রেম সঞ্চারিত হয়, দিননাথের সহিত কমলিনীরও সেইরূপে নিরতিশয় প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছিল। লক্ষ্মী বাবু একটী সুপ্রচলিত অস্বাভাবিক কল্পনা পরিহার করিয়া সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়াছেন। নাট্যকল্পনার মধ্যে পুলিসের ব্যাপারটি সংযোজিত হওয়াতে কল্পনার ঔপন্যাসিক ভাবের কথঞ্চিৎ তিরোধান হইয়াছে। কল্পনার ঔপন্যাসিক ভাব গিয়া তাহা যেন বাস্তবিকতায় পরিণত হইয়াছে। ফটিকের চরিত্র এবং কুমন্ত্রণা ইহাতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পুলিশ ব্যাপারটির শেষ রক্ষা হয় নাই। এই স্থলের কল্পনা দেখিয়া আমাদিগের মনে সুবিখ্যাত হবড়া মকদ্দমার কথা মনে হইল। আমরা ভাবিয়াছিলাম উন্মাদ হইলেও এ ব্যাপার দিননাথের স্থানকল্পে কারাবাসও হইতে পারিবে, এবং সেই কারাবাসে শুশ্রূষায় তাহারও যেমন আরোগ্য লাভ হইবে, একটী মহাষড়্যন্ত্র দ্বারা একদা তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ, ও কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ, কমলিনীর ও ফটিক চন্দ্রের কবল হইতে মুক্তিলাভ সাধিত হইয়া পরস্পরের শুভমিলন এবং জয়রামের অনস্মতিক্রমে ও অবস্থা গতিকে জয়রামের অসম্মতি সত্বেও তদীয় স্ত্রীর সম্মতি ক্রমে এবং অবস্থা গতিকে তাঁহার অনিচ্ছায় সম্মতি দান দ্বারা তাহাদিগের পরিণয় সংঘটিত হইবে। কিন্তু আমরা দেখিলাম পুলিসের ব্যাপার স্থগিত রহিল, অথচ দিননাথ তারানাথের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এ দিকে ঘটনাক্রমে তাহার প্রণয়িনী প্রযুক্ত হইল। কিন্তু সে মুক্তিলাভের ফল কি? দিননাথ তখনও উন্মাদ, তাহাদিগের সম্মিলন হইবার যো নাই। বাস্তবিক এ নাটকের পরিশেষে ধরিতে গেলে দিননাথের সহিত কমলিনীর মিলন নয়, কমলিনীর সহিত তাহার জনক জননীর মিলনেই কল্পনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাযোজনার প্রারম্ভে কি তাহা কল্পিত হইয়াছিল? নায়ক নায়িকার যখন বিচ্ছেদ কল্পিত হইল, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম, তাহাদিগের মিলনে অথবা চিরবিয়োগে কল্পনার পর্য্যবসান হইবে।

ধরিতে গেলে, যখন কমলিনীর মুক্তিলাভ এবং দিন নাথের সহিত তাহার এক স্থানে সম্মিলন হইল, তখনই নাটককল্পনাটি পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তৎপরে অন্ততঃ দুইটী দৃশ্যদ্বারা নাটকের পরিশেষ করাই উচিত ছিল। উন্মাদ দিননাথকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রায় সার্দ্ধাঙ্কের রচনা করা নাট্যনিয়মের অনুযায়ী হয় নাই। যতক্ষণ দিননাথের সহিত কমলিনীর সাক্ষাৎ হয় নাই, ততক্ষণ প্রফুল্লা কুমুদিনীর পার্শ্বে তাহার মৌনভাব অবলম্বন করা, কমলিনীর চরিত্র কল্পনার সমুচিত বটে। দিননাথকে উন্মাদাবস্থায় দেখিয়া কমলিনীর অশ্রুবিসর্জ্জন ও সত্যসম্ভূত প্রতিজ্ঞা সকলও অতি মনোহর বোধ হইল। কমলিনীকে হঠাৎ তদীয় জননীর সান্নিধানে উপনীতা না করিয়া কুমুদিনী যেরূপে তাহাকে লইয়া গেলেন, তাহাতে, কুমুদিনীর প্রফুল্লতা, এবং রহস্যপ্রিয়তার বিশেষ পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই স্থানের কৌশল দ্বারা কবিও মানব প্রকৃতির অভিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। জননী কমলিনীকে যখন প্রাপ্ত হইলেন, তৎপূর্ব্বে তাহার আশা সঞ্চারিত হইতেছিল, সুতরাং তাহার আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না। কিন্তু সহসা কমলিনীকে দেখিলে এরূপ ঘটিত না।

ঘটনা কল্পনা সহজে বোধগম্য করিবার জন্য অধিকন্তু ফরাশী নাটকে ঘটনার বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিবার রীতি আছে। ড্রাইডেন এই রীতির যে প্রণালী বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয়, ফরাশী নাটকে ঘটনা কল্পনার বিবরণ বাহুল্য দোষে দূষিত। কুলীন কন্যাও এই দোষে দূষিত হইয়াছে। কিন্তু কবি জানিবেন আমরা অভিনিবেশ বিহীন ফরাশী পাঠক নহি। কমলিনীর সহিত মনোরমার কথোপকথনের দৃশ্যটি অনাবশ্যক। সে দৃশ্যটি অনাবশ্যক বিবরণ পূর্ণ এবং আকর্ষণ বিরহিত। কমলিনীকে চিন্তা কিরূপে পায়ে পায়ে প্রলোভন দেখাইয়া ফটিকের কাছে আনয়ন করিল, তাহা পাঠকের জানিবার আবশ্যক করে না। এই দৃশ্য স্থানে, যদি তৎবর্ণনীয় অপর বিষয়টী বিবৃত না হইয়া

তাহা প্রদর্শিত হইত, অর্থাৎ কমলিনীকে ফটীকের নিযুক্ত দাসী এবং চাড়াল চাঁদী কিরূপে বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং কমলিনী তাহাতে কি প্রকার উত্তর দিতেছে তাহা প্রদর্শিত হইত তাহা হইলে সেই দৃশ্যে উক্ত দৃশ্য কল্পনার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইত। ইহা এই. দৃশ্যে কেবল প্রকাশিত হইয়াছে, মনোরমাও একটী সুচরিত্রের রমণীরত্ন। কিন্তু গ্রন্থনিবিষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই সাধু; পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে কি এরূপ ঘটিয়া থাকে? কমলিনী কুমুদিনীর নিকট যে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছে, তাহা ও নাটক মধ্যে আকর্ষণবিরহিত এবং অনাবশ্যক। দিননাথের চিকিৎসা বিষয়ক এইরূপ আর একটী বিবরণপূর্ণ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু উত্তম নাটককার দৃশ্য সকল এরূপ সংরচিত করেন, যে আকর্ষণ বিরহিত বিবরণের আবশ্যকতা হয় না।

উন্মাদাবস্থায় দিননাথের প্রবেশ এতবারপুস্তক মধ্যে কল্পিত হইয়াছে, যে আমাদিগের বোধ হয়, অভিনয় কালে তাহাতে রসহানি হইবে। তাহাতে উন্মাদের কার্য্যাদি বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এক বিষয় বারবারে বিরক্তি বোধ হয়। অশ্রুবারি যেমত শীঘ্র শুষ্ক হয়, এমত কিছুই নহে। দীননাথের উন্মাদাবস্থায় প্রথম প্রবেশ করুণ রসোৎপাদক হইতে পারে, কিন্তু অশ্রু সেই খানেই শুখাইল। তার পরে হাস্য রসের উদয় হইবে। খোনাকে যে ভাবে এবং যে স্থলে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে অভিনয়কালে বোধ হয়, উদ্দেশ্যের বিপরীত রসোৎপাদনেরই সম্ভাবনা।

জয়রাম ফটিক, কমলিনী এবং কুমুদিনীর চরিত্র গুচ্ছ মধ্যে উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কমলিনীর বিবাহ বিষয়ে জয়রামের সহিত তাহার সহধর্ম্মিণীর কথাবার্ত্তায় ঐ দম্পতি চরিত্র অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু জয়রাম যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে সে যে অবশেষে বেচারামের উন্নত মত সমূহের অনুমোদন করিবে, তাহা সে চরিত্র কল্পনায় সমঞ্জসীভূত নহে। দম্পতী কুমুদিনী এবং তারানাথকে দেখিয়া আমাদিগের বঙ্কিম বাবুর কমলমণি এবং শ্রীশ বাবুর কথা মনে হইল। দেবেন্দ্রের চরিত্র কথঞ্চিৎ ফটিকেতে প্রতিভাত হইয়াছে। হীরার সহিত চিন্তার তুলনা হয় না। কুমুদিনীর প্রফুল্লতা এবং রহস্যপ্রিয়তা, তারানাথের মিত্রভাব, বেচারামের কর্ত্তব্য জ্ঞান, ধর্ম্মভাব, উন্নত শিক্ষা এবং কৌশল, জয়রামের মর্য্যাদাবোধ, তাঁহার স্ত্রীর বাৎসল্য ও কমলিনীর প্রণয় এবং সতীত্বধর্ম্ম তাঁহাদিগের চরিত্রে উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

কমলিনী এবং দিননাথের প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিবার জন্য কবি একটী উত্তম কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। দিননাথের অন্তর কৃতজ্ঞতা এবং প্রেমানুরাগের বিবাদ ভূমি হইল। এইরূপ বিসম্বাদী ভাবদ্বয়ে তাঁহার অন্তর বিদারিত হওয়াতে তিনি উন্মাদ হইলেন। দিননাথকে উন্মাদ করাতেই কবি একদা দুইটি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। দিননাথের প্রেমানুরাগ যে কমলিনীর সেই ভাব অপেক্ষা উচ্চতর ছিল তাহা প্রদর্শিত হইল এবং তাহাতে এক প্রেমানুরাগী দুইটী চরিত্রের এরূপ বৈচিত্র সম্পাদিত হইয়াছে, যেন অনুমান হয় ঐ দম্পতিদ্বয় দুইটী বিভিন্ন চরিত্র! কমলিনীর চরিত্রে ধর্ম্মজ্ঞান এবং প্রেমানুরাগ উভয়ই ব্যক্ত হইয়াছে।

স্লেগার কহেন প্রেম যদি করুণরসাশ্রিত নাটকের প্রসঙ্গ হয়, সে প্রেমের এত গভীরতা এবং প্রবলতা থাকা আবশ্যক যেন তাহা একটী প্রচণ্ড রিপুরূপে প্রতীয়মান হয়। তাহার প্রবলতা যেন বিয়োগান্ত নাটকের মহাব্যাপারের সমুচিত হয়। রোমিও এবং জুলিয়েট ইহার সুন্দর উদাহরণ স্থল। উপস্থিত নাটকে দিননাথের প্রেম, রিপুর প্রবলতা ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু নাট্যব্যাপারের সহিত সে প্রেমের অল্পই সম্বন্ধ আছে। ঐ ব্যাপারটি দিননাথ অথবা কমলিনীর প্রেমভাব হইতে সমুত্থিত হইলে ঐ প্রেমভাব করুণ রসাশ্রিত নাটকের উপযোগী হইত। কিন্তু কোমল প্রেমভাব সচরাচর ততদূর উচ্চতায় উত্থিত হয় না। ভলটেয়ার এজন্য, প্রেমকে করুণ রসাশ্রিত নাটকের প্রধান রিপুর স্থানীয় নহে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীশদেশীয় করুণ রসাশ্রিত নাট্য সাহিত্যমধ্যে কেবল দুই খানি নাটক মাত্র প্রেমমূলক বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু আমাদিগের সংস্কৃত সাহিত্যে দুই তিন খানি ব্যতীত প্রায় সকল নাটকই প্রেমগর্ভ। বঙ্গসাহিত্যও সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা ধরিয়া আসিতেছেন, এজন্য প্রেম ইহার সাধারণ প্রসঙ্গ। যে সমস্ত দুর্দ্দান্ত অসমসাহসিক এবং প্রবল রিপু সংসার ব্যাপারের বৃহৎ কাণ্ড সমূহের মূলী ভূত কারণ হইয়াছে, করুণ রসাশ্রিত নাটকের ভয়ঙ্কর ব্যাপারে তাহাদিগের কার্য্য প্রদর্শন করা উচিত। এজন্য ইচ্ছা হয় আমাদিগের নাটক রচয়িতৃগণ সেই দিকে মনোনিবেশ করেন।

এ নাটকে যে ভাবনিচয় ব্যক্ত হইয়াছে, সমুদয়ই সুকুমারপ্রকৃতি। এরূপ সুকুমার প্রকৃতির অভিনয় তত উত্তেজক হয় না। নাটকের স্থানে স্থানে কল্পনা আছে, কিন্তু ইহাতে তেজস্বিনী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় নাই। নাট্য কল্পনা সামান্য এবং আকর্ষণ বিরহিত, কিন্তু কবি নাট্যনিয়ম সকল পরিজ্ঞাত আছেন ইহা রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনায় নিপুণতা আছে। কিন্তু সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে আমরা যেরূপ অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞতার প্রমাণ স্বরূপ নাটকমধ্যে স্থানে স্থানে নানাবিধ উপাদেয় উপদেশবাক্য প্রাপ্ত হই বঙ্গসাহিত্যে তাহা নিতান্ত বিরল। এ নাটকে ও তাহার অভাব দৃষ্ট হইল।

লক্ষ্মী বাবু যে নাটকের ভাষা রচনায় অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছেন,. এ নাটকে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ভাষা যথোপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ কবিতা গুলি অত্যন্ত সুমধুর লাগিল। স্ত্রীলোকের কথা গুলিও অনুরূপ বোধ হইল।

সমুদায় দোষসত্ত্বেও আমরা এ নাটক খানিকে উত্তম বলিতে পারি। কল্পনা যাহাই হউক পাত্র এবং পাত্রীগণের চরিত্র এবং মনোভাব ইহাতে সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য অভিনয় বোধ হয় আকর্ষণ বিরহিত হইবে না। দিননাথের অভিনয় বিশিষ্ট রূপে চিত্তাকর্ষণ করিবে। নাটকরচনার নিয়মসকল ইহাতে সুরক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণকার বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্য মধ্যে কুলীনকন্যা এক খানি গমনীয় নাটক হইতে পারিবে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকতা।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বিচারপতি ডাকৃগন সাহেব মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের বাটীতে গিয়া তাঁহার পুত্রকে সেণ্ট জেবিয়ার কলেজে অধ্যয়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ১৮৭৪ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষক হইয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যের—রেবরেণ্ড ডাক্তর জার্ডিন, ডাক্তার রবসন্, এম জে হোয়াইট, জে কে রজর্স। গ্রীক ও লাটিনের—রেবরেণ্ড জে হেনরি, ডবলু টি ওয়েব। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার—বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি। হিন্দী ও উড়িয়ার—রেভরেণ্ড কে এম বন্দ্যো-

পাধ্যায়। আরবী, পারসী ও উর্দ্দুর—এচ ব্লক-ম্যান। ইতিহাস ও ভূগোলের—রেবরেণ্ড সি বোমান, রেবরেণ্ড ডবলু জনসন, এফ জে রো, জে উইলসন। গণিতের—জর্জ টমসন, এস মাউএট, ডবলু গ্রিফিথ, আর পোয়েটস্।

আগামী ৩০শে নবেম্বর, ও ১লা, ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর এই চারি দিন পরীক্ষা হইবে।

"প্রধানতম বিচারালয় মীমাংসা করিয়াছেন যে সর্বে নক্সা না হইলে কেবল থাকবস্তের নকসা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। কালেক্টরি হইতে যে সকল নকল লওয়া হয়, তাহা অনেক স্থলে অনভিজ্ঞ লোকেরা প্রস্তুত করেন। বিচারালয় বলেন যাঁহারা নকসা বুঝেন তাঁহারা নকল করিয়া না দিলে নকল নকসা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। নিয়মটী উত্তম হইয়াছে।" স,চ।

সাপ্তাহিক সমাচারের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী দানবীর শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আগামী বাৎসরিক পরীক্ষার ফল দৃষ্টে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে মেডাল প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি ১৮৭৪ সালের শেষ পরীক্ষায় ফিজিকেল সায়েন্সের এম, এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান হইবে।

যে ব্যক্তি ফাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্ব্বপ্রধান হইবে।

যে ব্যক্তি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইবে।

ইহাঁর সাধু দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধনিগণের অনুকরণীয়।

গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের সাহায্যের নিমিত্ত যে সকল অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক নিয়োজিত হইয়াছে—

পাটনা বিভাগে	১,৬৩,২৬৭
শোণনদের খালের কণ্মে	৩৬,০০০
গণ্ডার বাঁধে	১৮,২৪০
ভাগলপুর বিভাগে	১৬,৩১৩
রাজসাহী বিভাগে	৩৫,৯৪০
বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং ছোটনাগপুর বিভাগে	১১,৭৫৪
উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়েতে	৬,২০০

সর্ব্বত্রই মজুরের সংখ্যা বাড়িতেছে; কেবল ভাগলপুর বিভাগে কৃষিকার্য্যে আবশ্যক হওয়ায় মজুরের সংখ্যা বাড়ে নাই।

হাবড়া হিতকরী বলেন, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে নেপালে ডাকাইতীর বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সম্প্রতি তথায় ৭০ জন ডাকাইত ধৃত হয়। ইহাদিগের মধ্যে একজন ঘাতক ছিল। এ ব্যক্তি ব্রিটীষ প্রজা বলিয়া পরিচয় দেয়। সার জঙ্গ বাহাদুর তন্নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন, যদি চারি জনের অধিক ব্রিটিষ প্রজা এক সঙ্গে রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগেকে গুলি করা হইবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন একজন রেলওয়ের কর্ম্মচারী একজন বিবাহিতা মেমকে এই সুন্দর পত্রখানি লেখেন: "আমার প্রাণের পাতিহংসি! তুমি যে বুট জুতা আমাকে দিয়াছিলে, আমি তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, শতশতবার চুম্বন করিয়াছি ও জিহ্বাদ্বারা লেহন করিয়াছি। আমি উহা মস্তকোপরি রাখিয়াছি, এবং ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিয়াছি। আমি কখন উহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব না। তোমারই চিরজীবনের পাতিহংস।" পাতিহংসী এই পত্র তাহার স্বামীকে দেখান। স্বামী পাতিহংসের নামে নালিশ করিয়াছেন। পাতিহংস একণে ভয়ে চিঁচিঁ করিতেছেন। শুনাগেল পাতিহংসীর স্বামী দরিদ্রতা প্রযুক্ত মোকর্দ্দমা তুলিয়া লওয়াতে পাতিহংস এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন। তবে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার আহার কিছু কমাইয়া দিয়াছেন।

সার জর্জ ক্যাম্বেল দরভাঙ্গা পরিদর্শন পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

ন্যাসানল পেপার লিখিয়াছেন, নড়ালের জমীদার বাবু হরিচরণ রায় একজন প্রথমশ্রেণীর মৃগয়াকুশল ব্যক্তি। কিছুদিন হইল তিনি একটী ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়া স্বয়ং আক্রান্ত ও নখর দ্বারা আহত হন। কিন্তু বাবু তাহাতে ভীত না হইয়া এক গুলিতে ব্যাঘ্রকে নিপাত করেন। বাঙ্গালী বাবু দিগের মধ্যে এরূপ সাহসের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

কলিকাতা দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা ১,৮০০০০ টাকা নিম্নলিখিত দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানগুলির নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন—

ত্রিহুত	৪০,০০০	টাকা
চম্পারণ	৪০,০০০	"
সারণ	২০,০০০	"
ভাগলপুর	২০,০০০	"
পূর্ণিয়া	২০,০০০	"
দিনাজপুর	২০,০০০	"
মালদহ	১০,০০০	"
মুঙ্গের	১০,০০০	"

একজন খৃষ্টীয় মিসনরী সাঁওতাল দিগের সুরাপান রীতির ভর্ৎসনা করাতে কতকগুলি সরলহৃদয় সাঁওতাল এই উত্তর দেয়:—"মদের দোকান না থাকিলে আমরা মদ খাইতাম না। আমরা দোকান করি নাই। আপনি গবর্ণমেণ্টকে মদের দোকান বন্ধ করিতে বলুন না? তাহা-হইলে আমরা মদ খাইব না। মদের দোকান না থাকিলে আমরা বড় সন্তুষ্ট হইতাম। মদের দোকান দেখিলে ও মদের গন্ধ পাইলে আমাদিগকে কাজেই মদ খাইতে হয় ও মাতাল হইতে হয়।" মিসনরিগণ এপাপ দেশ হইতে দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিলে কি কোন ফল দর্শে না?

কলিকাতার কষ্টম কলেক্টর জে এ ক্রাফোর্ড স্ত্রী বিয়োগে শোকাকুল হইয়া ২ বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন, তৎপরে তিনি এককালে কর্ম্মত্যাগ করিবেন।

যে সকল চৌকীতে একাধিক মুন্সেফ নিযুক্ত হন, তাঁহাদের একজন মুন্সেফ ও অন্যজন আডিসনাল মুন্সেফ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। হাইকোর্ট ইহাঁদিগকে প্রথম ও দ্বিতীয় মুন্সেফ নাম দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

গত শুক্রবারে গঙ্গায় বাণ ডাকিয়া একটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। স্রোতোবেগে একখানি জাহাজ অপর একখানি ষ্টিমারের উপর গিয়া পড়ে এবং ষ্টিমার খানি গঙ্গার উপর যে নৌকার পুল বান্ধা হইতেছে তাহাতে প্রবল বেগে আঘাত করে। পুলের কতকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটী প্রাণহানি হইয়াছে শুনা যাইতেছে। ষ্টিমার খানি পুলের সহিত আবদ্ধ ছিল, কিন্তু অনেক পরিশ্রমে মুক্ত হইয়াছে।

গত মঙ্গলবারে যশোহরে ঝড়, বৃষ্টি ও শিলা পাত হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেক গুলি ঘর পড়িয়া গিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম।

কাশ্মীরের মহারাজা বঙ্গদেশের ফ্যামিন্ রিলিফ্ ফণ্ডে ২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

মোরাদাবাদে চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পুলিষ ইহাদিগকে ধৃত করিতে পারিতেছেন না। চোরেরা বন্দুক ও তলবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে। পুলিষ ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা দূরে থাকুক, দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করেন। সর্ব্বত্রই কি পুলিষের সমান দক্ষতা?

আগামী ২০এ এপ্রেল উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ওকালতী পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

পায়নিয়র বলেন বালিকাহত্যা নিবারণার্থে সকৌন্সেল গবর্ণর জেনারলের অনুমতি লইয়া

আলিগড় ও গাজিপুরের ৬০টী বংশ ও ২৮০ জন গ্রামবাসীর শাসন করা হইবে।

বারাণসী বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টর বাবু শিবপ্রসাদ এবং বেরীলীর বাবু গঙ্গাপ্রসাদ 'রাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। বাবু গঙ্গাপ্রসাদ বেরীলীতে একটী মেডিকাল স্কুল সম্পূর্ণ স্বব্যয়ে চালাইতেছেন। শুনা যায় এই বিদ্যালয়ে দেশীয় বালিকা গণ ঔষধ ও অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষার আশ্চর্য্য উন্নতি প্রদর্শন করিতেছে।

উত্তর পশ্চিমের হাইকোর্টে ২ জন অ্যাডিসনাল জজ নিযুক্ত হইবেন, সায়েদ আমেদ খাঁ সি, এস, আই তন্মধ্যে একজন মনোনীত হইয়াছেন, শুনা যাইতেছে।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের কমিসনর আবিষ্কার করিয়াছেন ঈশ্বরী বালী নামক এক প্রকার গাছের পাতা সর্পদংশনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিশাখাপত্তনের নিকট এক স্থানে এক জন কাঠুরিয়া তাহার স্ত্রী ও কন্যা সমভিব্যাহারে এক জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যায়। এক ব্যাঘ্র হঠাৎকারে মনুষ্যটীকে আক্রমণ করে। তাহার চিৎকার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী দৌড়িয়া গিয়া তাহার পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে। ব্যাঘ্র এই গোলমাল শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইল এবং শিকার ফেলিয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। স্ত্রীলোকটীর পতিভক্তির যারপর নাই প্রশংসা করিতে হয়।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পারসী 'মাস্টার অব ল' উপাধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার দৃষ্টান্ত অদ্যাপি আমরা দেখি নাই।

বোম্বাই।

গত পূর্ব্ব শনিবারে প্রার্থনা সমাজের সপ্তম সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সমাজে অন্যূন ৫০০ উপাসক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ৩০টী মহিলা।

বোম্বাইর যে গোম্বাই টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষগণের নামে অভিযোগ করিয়া একজনের (মেল সাহেব) বিরুদ্ধে ৫০,০০০ টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন। অভিযোক্তা একজন সন্ন্যাসীর শিষ্য।

সম্প্রতি গবর্ণর জেনারল বোম্বাইস্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে ঘোষণা পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন, যে, তাঁহাদিগের প্রকাশ্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কেহ কোন নিন্দা বাদ করিলে উপরিস্থ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আদালতে নালিস করিতে পারিবেন না। পুলিস কমিসনর সুটার সাহেব বড় বিপদে পড়িলেন।

ইউরোপ।

পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে, ডিসরেলি সাহেব ভারতবর্ষ সংক্রান্ত রাজস্ব কমিটি পুনঃ নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বতন কমিটীর ১২ জন মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক ফসেট না থাকাতে এই কমিটী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

প্যারিসের এক যুবক কুকুর ও বিড়াল মাংসের অতিশয় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিন তিনি একটী সুন্দর বিড়াল ভোজন করাতে বমন রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অতি লোভ মৃত্যুরই কারণ।

গ্লাডস্টোন সাহেব মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগের পূর্ব্বে ডাক্তর লিবিংষ্টোনের জন্য বার্ষিক ২০০০ টাকা বৃত্তিদানার্থ মহারাণীকে অনুরোধ করেন। ডাক্তারের শব ইংলণ্ডে আনীত হইলে ওয়েস্টমিনিস্টার আবীতে সমাহিত হইবে। ডিন স্টানলী তজ্জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবিধ।

এলিজাবেথ নামক মেইল জাহাজ সুএজের নিকটে জলমগ্ন হইয়াছে। আরোহীদিগের মধ্যে তিন জন এতদ্দেশীয় যুবক ছিলেন; তাঁহারা অধ্যয়নার্থ ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ইহাঁরা রক্ষা পাইয়াছেন। ২০ জন লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

এদেশে যত লোকের অপমৃত্যু হয়, বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন স্থানে তাদৃশ দেখা যায় না। ডেলিনিউস বলেন, ১৮৭৩ অব্দে এক ২৪ পরগণায় ১০৩৩ জন এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে উদ্বন্ধনে ১১০; বিষে ৭; কণ্ঠচ্ছেদনে ১; জলমগ্ন হইয়া ২৬০; সর্প দংশনে ৪৬৬; বন্য পশুদ্বারা ৭৮; কুম্ভীর ও হাঙ্গর দ্বারা ৩৮; বাটী ও বৃক্ষ পতনে অবশিষ্টের মৃত্যু হইয়াছে।

গত বৎসর হাবড়া অবধি বকসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে দুর্ঘটনা নিবন্ধন ১৫২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

গত ২৪এ মার্চ্চ ফরেন সেক্রেটারী লাডাক হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, গত ২রা ফেব্রুয়ারি আমীর যাকুব বেগের সহিত ইয়ার্কন্দ সন্ধিবন্ধন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কাবুলের সংবাদ দিন দিন ভয়ানক বোধ হইতেছে। কাবুলের আমীর হিরাটে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। রুসিয়দিগের আক্রমণে প্রস্তুত থাকিবার জন্য তিনি তুরুকরাজকে সতর্ক করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গোস্বামী নামে কলিকাতার একজন বিখ্যাত গায়ক লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইনি বেঙ্গল মিউজিক স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁর বিয়োগ শোকে গত বুধবার উক্ত সঙ্গীত বিদ্যালয় বন্ধ ছিল।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় ২৬০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৭ টী অধিক।

আসান্টি যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করাতে মহারাণী সন্তুষ্ট হইয়া সার গার্নেট উল সেলিকে ধন্যবাদসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

অমৃতবাজার লিখিয়াছেন, আমেরিকার নিকটস্থ কোন সমুদ্রে একরূপ মৎস্য দেখা গিয়াছে। উহাকে কটল মৎস্য বলে। উহা তিমি অপেক্ষাও বৃহৎ ও প্রভূতবলশালী। এই মৎস্য সচরাচর দেখা যায় না।

গত ২৮এ ফেব্রুয়ারি পেনসিলবিনিয়ার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি উক্ত আদালত গৃহে বিচার করিতে করিতে হঠাৎ পতিত ও মৃত হয়েন।

৫ দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরেজেরা আসান্টির রাজধানী কুমাসী অধিকার করিয়াছেন। উভয় পক্ষেই যথেষ্ট প্রাণহানি হইয়াছে—আসান্টিদিগের অনেক অধিক। তাহাদিগের সেনাপতি আমান কোয়াসিয়া হত হইয়াছেন। আসান্টিরা এ যুদ্ধে বিলক্ষণ সাহসিকতা ও কৌশলজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে।

অমৃত বাজার বলেন ভারতবর্ষের কতটাকা যে কত রূপে অপব্যয় হয় তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সম্প্রতি লণ্ডনের এক খানি দৈনিক পত্রিকায় এইরূপ একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ফেরতা ৪৩০ রিম কাগজ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি ইণ্ডিয়া হাউস আপিসে সংবাদ দিবেন। এই কাগজ বিলাত হইতে জাহাজ ভাড়া দিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারার্থে এখানে পাঠান হয়, পুনরায় জাহাজ ভাড়া দিয়া বিলাতে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে উহা বেশী

দরে বিক্রীত হইত, অথচ অনর্থক ফেরতা জাহাজ ভাড়া লাগিত না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

১৮৬৮ সালের ৬ আইনানুযায়ী টাউন কমিটীর বিশৃঙ্খলা প্রায় সর্ব্বদা শুনা যাইতেছে। ইহার কারণ জানিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা উচিত আইনে কোন দোষ আছে কি না? বিশেষ প্রণিধান করিয়া বুঝিলে এই আইন খানী যে কেবল পক্ষপাত শূন্য এমত নহে স্বার্থ শূন্যও বটে, যে হেতু প্রজালোক স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে কিছু কিছু চাঁদা করিয়া আপনাদিগের অনিবার্য্য প্রয়োজনীয় উন্নতি কল্পে এবং শান্তি রক্ষার্থ ব্যয় করে ইহাই আইনের উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রজালোকের দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায় কোন প্রকারেই এমত শুভকর আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। প্রজাগণকে অমৃত ময় ফল ভোগী করিবার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট যে এত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহাতে যে অনর্গল গরল উত্থিত হইয়া সেই প্রজাদিকে জর্জ্জরিত করিতেছে তাহা কি গবর্ণমেণ্ট জানিয়াও জানিতেছেন না? অপরিণামদর্শী, অনভিজ্ঞ, স্বার্থপরবশ, আধিপত্যপ্রিয়—ক্রূরাশয় লোকের হস্তে সাধারণের হিতকর কার্য্যের ভার দিয়া প্রজারঞ্জন করিতে গিয়া বিরাগ ভাজন হইতেছেন।

এই প্রস্তাবের অবতারণার উদ্দেশ্য অনেক, তন্মধ্যে একটী অদ্যাই লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমাদিগের জয়নগর টাউনের বিজ্ঞতম মেম্বরগণ আজ ১০।১২ বৎসর চুপ করিয়া থাকিয়া এই বারেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন; এ বৎসর যে বঙ্গদেশের পক্ষে প্রলয় কাল তাহা তাঁহাদিগের বোধ নাই। যে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য আটলাণ্টীক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত দুঃখিত ও দুর্ভাবিত, যে দুর্ভিক্ষের জন্য যাবতীয় ভারতীয় ও বিলাতীয় সংবাদ পত্রের গগন ভেদী চীৎকারে সমুদয় পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইতেছে!! যে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য কি এদেশীয় কি বিদেশীয় বদান্য মহোদয়গণ ধন কোষ শূন্য করিতে বসিয়াছেন। হায়! সেই বঙ্গদেশের জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত সব্ ডিবিজান্ বারুইপুরের অধীন জয়নগর মজিলপুরস্থ কয়েক জন টাউন কমিটীর মেম্বর মহা পুরুষ গণের মনে এই দুর্বিসহ কঠোর কষ্টের কথা উদয় হয় নাই। স্বর্ণময় শস্য মাতা বঙ্গভূমির যে আবাল বৃদ্ধের হাহাকার রবে পরিপূরিত, তাহা তাঁহাদিগের খবরে আইসে নাই। এদিকে কোন মেম্বর তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের জন্য চাউল ধান্য ক্রয় করেন এবং প্রজার খাজানা রেহাই দেন, এইরূপ কথা সংবাদ পত্রে লেখাইয়া উপরে পশার করিবার চেষ্টা করেন মাত্র কিন্তু তাহা দূরে থাকুক প্রধানত তাঁরই দৌরাত্ম্যে দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত। এই ভয়ানক দুর্বৎসরে একে লোকে পেটের দায়ে অস্থির, কোথায় সাবেক টাক্‌স এবৎসর ব্যক্তি বিবেচনায় রেহাই দেওয়া উচিত, না উল্টে বৃদ্ধি!! কম নয় আড়াই শত তিন শত টাকা। কেন যে বৃদ্ধি হইবে তার কোন মানে খুঁজিয়া পাই না। আবার বারুইপুরের ডিপুটী মেজেষ্টর বাবু অহিম চন্দ্র পাল মহাশয় যাহার (একটু একটু ভরসা করি) তিনিও বোধ হয় প্রজার অবস্থা (এবৎসর) আপনার মত দেখিতেছেন। আমি এই এসেসমেণ্ট মঞ্জুর করিলাম ইত্যাদি মর্ম্মে এক এক খানা এস্তাহার ২৩ শে মার্চ্চ তারিখে জারী করিয়াছেন। তাহাতে এক মাসের মেয়াদ আছে; আবার তাহাতেই হুকুম যে ২ রা এপ্রেল তারিখে প্রথম কোয়ার্টারের টাক্‌স না দিলে ক্রোক নিলামের দ্বারা টাক্‌স আদায় হইবেক। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে ২৩ শে মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রেল পর্য্যন্ত কি এক মাস হয়? এরূপ হুকুমের তাৎপর্য্য কি! এস্তাহারের যত দূর প্রকাশ তাহাতে জানা যাইতেছে যে এই দুর্বৎসরে জয়নগরে টাউনের গো-খোদল পর্য্যন্ত টাক্‌স ধার্য্য হইয়াছে। মহাশয়! এবৎসর আর আমাদের রক্ষা নাই!!! এক দিকে রাজা, অপর দিকে দুর্ভিক্ষ!!!

পরিশেষে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে যাহাতে আমরা বর্দ্ধিত টাক্‌সের দায় হইতে অব্যাহতি পাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ আমাদিগের পরম হিতচিকীর্ষু মাজিষ্ট্রেট শ্রীল শ্রীযুক্ত এফ, বি পিকক সাহেব মহোদয় তৎপক্ষে আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন। আর আমাদিগের মধ্যে এমন কি যাহাদের দিনান্তেও অন্নাভাব, তাহাদিগকে এককালে এ দায় হইতে অব্যাহতি দেন। বাস্তবিক অত্রস্থ বারো আনা রকম লোকের অবস্থা মন্দ তাহাতে আবার দুর্বৎসর কোন মতেই টাক্‌স বৃদ্ধি হইতে হইতে পারে না।

মহিমবর শ্রীযুক্ত রবিনশন সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই বড় দুঃখের কাহিনী কর্ত্তৃপক্ষের গোচরার্থে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এইজন্য তাঁহার নিকট সানুনয়ে নিবেদন।

তারিখ ২৪ মার্চ্চ জয়নগর নিবাসী।

মহাশয়!

আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি সম্প্রতি ২৪ পরগণার পুলিসের শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিনটেনডেণ্ট মহাশয় বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের দরিদ্রদিগকে চাউল বিতরণ কতদূর সত্য এবং কি হারে প্রত্যহ কত লোককেই বা চাউল বিতরণ করা হয় তাহা বারুইপুরের পুলিসের উপর তদন্ত করিবার ভারার্পণ করেন। বারুইপুরের সব ইনিসপেক্টর গত ৩ মার্চ্চ এই বিষয় তদন্ত করিয়া ডিসট্রিক্ট সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট দেন, তাহা সংক্ষেপে সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে।

"৩রা মার্চ আমি ও বহরদ্দী কনষ্টেবল ও মিট্টু মিউনিসিপল কনষ্টেবল প্রভৃতি বারুইপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাগান বাটীতে চাউল বিতরণের স্থানে বেলা প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম যে ৯৮ জন দরিদ্র অনাথ তথায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা অতিশয় হীন এবং অধুনা চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতে তাহাদের মধ্যে কাহার কাহারও জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, ফলতঃ তাহারা চাউল বিতরণের উপযুক্ত পাত্র। বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মহোদয় স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি কি অন্ধ কি খঞ্জ কি যুবা কি বৃদ্ধ কি বালক সকলকেই ।/১ সের করিয়া চাউল বিতরণ করিলেন। ঐ সকল দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করায় জ্ঞাত হইলাম যে উক্ত বাবু গত জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ হইতে এই দান ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। আমি স্বয়ং তাঁহার চাউলের গুদামে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে দানার্থে ৭১৮ মণ চাউল মজুত আছে। ৩ মার্চ্চের পর হইতে ২০ মার্চ্চের মধ্যে প্রায় এক হাজার আট শত দীনদুঃখীদিগকে প্রত্যহ ।/১ সের হারে চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এখনও তাঁহাকে যেরূপ মুক্তহস্ত দেখিতেছি তিনি যে সহজে এ ব্রত হইতে বিরত হইবেন তাহার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। আমরা রাজেন্দ্রকুমার বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি দিন দিন

এইরূপ সৎব্রতে ব্রতী হইয়া দেশের মঙ্গল ও আপনার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত করুন।

বারুইপুর
৮ই চৈত্র সন১২৮০ } একান্ত বশম্বদ শ্রীউমেশ-চন্দ্র ঘোষ বারুইপুর গবর্ণ-মেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যা-লয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক প্র-ভৃতি।

নন্দা-মেলা।

মহাশয়!

সংপ্রতি দুইটী আশ্চর্য্য বিষাদজনক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে! জয়নগরের পূর্ব্ব দক্ষিণ খাড়ি-গ্রামে "চক্রতীর্থ" নামক তীর্থে প্রতি বৎসর নন্দা স্নানোপলক্ষে একটী মেলা হইয়া থাকে এবং তথায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি বহু লোকের সমাগম হয়। গত বৃহস্পতিবার ঐ মেলা হইয়াগিয়াছে। দূরস্থিত যাত্রী ও ব্যব-সায়ীগণ পূর্ব্ব দিবস (বুধবার) সানন্দে নন্দায় গমন করে! ঐ দিবস অপরাহ্নে অকস্মাৎ প্রবল বায়ু বেগ সহ মহা শিলাবৃষ্টি(এমন কি এক একটী /০।০ ও /০।/০ পুয়া পরিমাণে) হইয়াগিয়াছে। তৎ-কালে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি মাঠ মধ্যদিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগের মহানন্দে নন্দা-গমন নিরানন্দময় হইয়া পড়ে! একটী বালিকা এক-কালে নিহত হইয়াছে! এবং অধিকাংশ ব্যক্তি সাতিশয় আহত হইয়াছিল। তৎকালে কতকগুলি গোরু মৃত্যু মুখ অবলোকন করে। যদি প্রবল বায়ু বেগ শূন্য অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ঐরূপ শিলাপাত হইত, তবে কত প্রাণী যে তৎক্ষণাৎ কালের করাল কবলে পতিত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আর একটী শ্রবণ করুন—

সর্ব্বনাশিনী মদিরা রাক্ষসী ভারতের সর্ব্বাংশ গ্রাস করিতে অবশিষ্ট রাখিল না! এই গহন কানন সন্নিহিত তীর্থেও তাহার প্রবেশ দৃষ্ট হইল। চারিটী নব্য-ভব্য সভ্য (মাতালের নিকট) মদ্যপায়ী উন্মত্তাবস্থায় একটী মধ্যমা সুন্দরী—নীচ কুলোদ্ভবা অনাথা যুবতী কুলকামিনীকে আক্রমণ করে! অনাথিনী আপনাকে অসহায় ও মদ্যপায়ী (মাতাল) কর্ত্তৃক আক্রান্তা অবলোকন করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, মহাশয়! এরূপ অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি গণের মধ্যে কে ঔদাস্য অবলম্বন করিতে পারেন? অথবা "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" দেখিতে দেখিতে ১০।১৫ জন ব্যক্তি ঐ নব্য-ভব্য-সভ্য মদিরোন্মত্ত-বাবু-চারিটীকে আক্রমণ করিল! দুইটী পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়, আর দুইটীর এরূপ উত্তম মধ্যম (প্রহার) হইয়াছে, যে কিছু দিনের জন্য চলচ্ছক্তি বন্ধ থাকিবে!!!

কেমন মহাশয়! "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" হয় নাই?

মহাশয়!

বিগত ১২ই চৈত্র মঙ্গলবার বেলা আন্দাজ ৪॥ সাড়ে চারিটার সময় কেশে বাগান দিয়া ভবানীপুর নিবাসী কতিপয় ভদ্র লোক আফিস্ হইতে আসি-তেছিলেন, তন্মধ্যে এক জন কোন কারণ বশতঃ পথে বসিলেন এবং বক্রী কয়েক জন তাঁহার জন্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে এক জন দস্যু লাঠী হস্তে হঠাৎ এক দিক হইতে আসিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার বসু নামক এক জনের উরু দেশে সজোরে প্রহার করিল। বাবু আহত হইয়া চীৎকার করায় নরাধম স্কন্ধ দেশে ভয়ানক আঘাত করিয়া পলায়ন করিল, বাবু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপ-তিত হইলেন। এতাবৎকাল সঙ্গীগণ এইরূপ অসম্ভাবিত এবং বিস্ময়কর ঘটনাতে স্তম্ভীভূত ও চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু অপরাপর পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ দস্যুর পশ্চাৎ ধাবমান হইলে দুরাচার পলায়ন করিল। আমরা বহুকালাবধি বিশেষ জানি যে উক্ত কেশে বাগান একটি ভয়ানক স্থান, যেহেতু উহা হিতা-হিত জ্ঞান শূন্য খোট্টাদিগের আবাস ভূমি, অপিচ এই খানে একটী সরাপের দোকান আছে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই দোকানে সুরাপায়ী ভূতগণের নৃত্য হইয়া থাকে। তাহারা ভদ্রলোক দেখিলে মুখ ব্যাদন করিয়া বিকট অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা কামড়াইতে যায়। এক্ষণে আমাদিগের এই প্রার্থনা যে কুশলাকাঙ্ক্ষী পুলিস এই স্থানে বিশেষ তদন্ত করিয়া যাহাতে সুবিধা হয় করিবেন। বোধ করি অনুবাদক মহাশয় এই বিষয়টি কর্ত্তৃ-পক্ষীয় দিগের গোচর করিতে অন্যথা করি-বেন না

১২৮০-১২ই চৈত্র। দর্শক।

ভারতের কি দুর্দ্দশা।

রাগিণী হাম্বির—তাল জলদ তেতালা।

কি দুঃখ রজনী এল ভারতে এবার
লুটিল শমন হায় রতন ভাণ্ডার।
মধুর বিরহ স্বরে, কাতরিছে বঙ্গ নরে,
স্মরিয়া ফেলিছে সদা নয়ন আসার।
দীনবন্ধু হল গত, কে আর ভিজাবে তত,
রসেতে রসিক মন প্রমোদ আগার?
কিশোরী অকালে চলে, মহাকাল অস্তাচলে,
ফিরিবে না দেখিবে না দুঃখী বঙ্গে আর,
বঙ্গের উজ্জ্বল আলো, নিবালে দুরন্ত কাল,
দ্বারিক না রহে আর করিতে বিচার।
কে বল প্রজার তরে, যুঝিয়া বিদ্যার তরে,
বিজয় মুকুট শিরে ধরিবে আবার।
তাঁহার বিয়োগ শোকে, বঙ্গবাসী সর্ব্বলোকে,
বিলাপিছে আর কত বিলাত কুমার।
হা মাতঃ ভারতভূমি, কত কষ্ট পাও তুমি,
না জানি কি আছে ভালে, বিধির ব্যাপার।

শ্রীভূঃ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কা-রক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

			কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	...	...	৬৲ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক	...	...	৩॥০ "	৪॥০
" ত্রৈমাসিক	...	...	২৲ "	২।৵০
মাসিক	...		৷৷০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	...	...	।০	

REGISTERED. No 34

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ
৫০ শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮০—২২শে চৈত্র শুক্রবার। ১৮৭৪—৩রা এপ্রেল { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত শনিবার ভারতাশ্রমে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্যাদির প্রদর্শন হয়, তাহাতে লর্ড নর্থব্রুক ও মহামান্যা মিস ব্যারিং উপস্থিত ছিলেন।

গত সোমবার ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ হয়। মহামান্যা লেডী হব হাউস সভাপতি ছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য স্বামী একটী উৎসাহকর বক্তৃতা করেন। ১ম শ্রেণীর ছাত্রীগণের মুখে লেথব্রিজের সিলেক্সন পাঠ শুনিয়া সকলে আহ্লাদিত হন।

দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে কেবল বঙ্গদেশীয় ধনাগার হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ৮০ লক্ষ টাকা ও মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ কোটীর অধিক টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এতভিন্ন ব্রহ্মদেশ ও মান্দ্রাজের ধনাগার হইতে বহু অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিহুত অঞ্চলে সাহায্য দান কার্য্য নির্ব্বাহার্থ মূর্খ গোরা সকল ২০০।৩০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছে এবং উত্তর পশ্চিম হইতে হিন্দুস্থানী তহশীলদার সকল আনীত হইয়াছে। টাকার অধিকাংশ অপব্যয় হইতেছে, বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কেন নিযুক্ত হয় না? তদ্দ্বারা অল্প পয়সায় অধিক কাজ পাওয়া যাইত।

গত কল্য কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত পত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যে ১৮৭৫ সালে বঙ্গদেশীয় অহিফেণ ৪৫ ০০০ বাক্সের অধিক কোন ক্রমেই বিক্রীত হইবে না। এই ঊর্দ্ধতম সংখ্যার মধ্যে কি পরিমাণ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইবে, তাহার এখনও নিশ্চয় নাই।

মাদক দ্রব্যের বিস্তার নিবারণে গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার চেষ্টা যারপর নাই প্রশংসনীয়।

গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সী কলেজের নবগৃহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। গবর্ণর জেনারলের আগমনে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

ভারত সংস্কারক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক সভা।

গত বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভাতে গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া এবং সমীচীন বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষাবিষয়ে উদারমত সকল ব্যক্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণের যেরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ছিলেন, তাহা অদ্যাপি আমাদিগের মনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সাধারণের বৎসরান্তে এক একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে এরূপ কিছু দর্শনীয় ও শ্রবণীয় না থাকিলে সাধারণের তুষ্টি লাভ ও বিদ্যোৎসাহ বর্দ্ধিত হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সাংবৎসরিক সভা নিয়মরক্ষা মাত্র হইয়াছে এবং দর্শক গণের অনেকে তথা হইতে অতৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। বেলী সাহেবের বক্তৃতা অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার অধিকাংশ কয়েকটী পুরাতন কুসংস্কারের পক্ষ সমর্থনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি যে ৩ টী বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন, আমরা এক এক করিয়া তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

১ ম শিক্ষক পরীক্ষক। যিনি আপনার ছাত্রগণকে কোন বিষয়ে শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ে সাধারণ পরীক্ষার্থীগণের পরীক্ষা করেন। এরূপ ব্যবস্থাদ্বারা পক্ষপাতের অনেক সম্ভাবনা এবং অনেক সময় তাহা ঘটিয়াছে, এই জন্য ইহার বিরুদ্ধে অনেকবার আক্রমণ করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, সকল বিদ্যালয়ের বালকেরা এবৎসর কে পরীক্ষক হইল, ইহা জানিবার জন্য ব্যতব্যস্ত হয় এবং সেই পরীক্ষকের শিক্ষাধীনস্থ বালকগণের সহিত বন্ধুতা করিয়া তাঁহার বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অধ্যায় সকল, তাঁহার প্রদত্ত প্রশ্ন সকল, তাঁহার মনঃপূত লিখন প্রণালী প্রভৃতি যত্নসহকারে আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। অনেক গুণবান্ পরীক্ষক আছেন, তাঁহারা ছাত্রগণের শ্রম লাঘব ও পরীক্ষোপযোগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ প্রশ্ন দিবেন, শ্রেণীতে, তদনুযায়ী শিক্ষা মাত্র দান করিয়া

থাকেন এবং তাহাতেই বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য ছাত্রগণকে অনুরোধ করেন। আমরা এস্থলে শিক্ষকের দোস দিই না, তিনি যেরূপ অবস্থাপন্ন, তাহাতে এককালে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতী থাকিতে পারেন না। সে দিন বেথুন সোসাইটীতে রেবরণ্ড লালবিহারী দে এই দোষ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করেন এবং ফাদার লাফণ্ট সরলহৃদয়ে ইহার সত্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু বেলী সাহেব যেরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার মতে এরূপ পরীক্ষক না হইলে চলিবে না। তিনি ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চান, অর্থের অনাটন, গমনাগমনের অসুবিধা ইত্যাদি আপত্তি স্থলে আনয়ন করেন। কিন্তু আমরা বলি কার্য্যটী যদি অন্যায় হয় এবং সে অন্যায় নিবারণের যদি অন্যবিধ উপায় থাকে, তবে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত ও কতকগুলি অসার যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবার আবশ্যকতা কি? ক্লাশের শিক্ষক ভিন্ন কি পরীক্ষক মিলে না? যে সকল কলেজের অধ্যাপকদিগকে এণ্ট্রান্স ক্লাশ পড়াইতে হয় না, কেবল তাঁহাদিগেরই হস্তে প্রবেশিকা পরীক্ষার ভারার্পণ করিলে যে চলে না এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। উচ্চতর পরীক্ষার জন্য এই নিয়ম করিলে হয়, যে যে অধ্যাপক যে বিষয় অধ্যাপনা করেন, তদিতর অন্য বিষয়ের পরীক্ষা তাঁহাদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজের অনেকগুলি অধ্যাপক দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রয়োজন হইলে সকল বিষয়েরই শিক্ষা দিয়া থাকেন। অন্যান্য কলেজেও এরূপ শিক্ষকের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু কেবল শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে পরীক্ষা বদ্ধ রাখা আমাদিগের মতে উপাদেয় নহে। শিক্ষা বিভাগে ডিরেক্টর ও ইনস্পেক্টরগণ রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকে শিক্ষকতা করিয়া পরিপক্কতাও লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেন আহ্বান করা না হয়? তদ্ভিন্ন বারিষ্টার, উকীল, জজ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ স্বাধীনবৃত্তি বা রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিদ্যাধুরন্ধর অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইবার অসম্ভাবনা নাই। প্রথা নাই বলিয়া এ কার্য্য দুঃসাধ্য হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে শিক্ষক ব্যতীত অন্য পরীক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে পারে, এরূপ গৌরবের কার্য্যে অবৈতনিক লোকও মিলিতে পারে। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে যদি পরীক্ষক শ্রেণী বদ্ধ রাখা যায়, পরীক্ষার অপক্ষপাতিতা রক্ষা ও উৎকর্ষ লাভের কোন আশা নাই।

দ্বিতীয়তঃ (Cramming) কণ্ঠস্থ বিদ্যা। ভূতপূর্ব্ব বাইস চান্সেলর মেইন সাহেব একজন অসাধারণ বিচক্ষণ লোক হইয়াও কণ্ঠস্থ বিদ্যার আবশ্যকতা ও গুণ ব্যাখ্যা করিতেন। বেলী সাহেব সাক্ষাৎভাবে ইহার পোষকতা করেন নাই, কিন্তু তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রণালী সম্পূর্ণ বলিয়া প্রদর্শন করিতে গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে আমরা উদার বিদ্যার প্রতিপোষক বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। তিনি এক স্থানে সাহসপূর্ব্বক বলিয়াছেন, "সংক্ষেপে বলিতে গেলে যাহাতে ছাত্রগণের যাবতীয় মনোবৃত্তি পরিচালিত হয় এবং জীবনের দৈনিক কর্ত্তব্য পথে যে সকল নৈতিক ও কার্য্য বিষয়ক সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহাতে ছাত্রগণ সে সকলের মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়, ইহাই আমাদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য।"

বেলী সাহেবের মুখে একথা শুনিতে মিষ্ট বটে, কিন্তু 'ফলেন পরিচীয়তে' বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলদ্বারা ইহার শিক্ষা প্রণালীর বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। স্মরণশক্তি যদি ছাত্রগণের সমুদায় মনোবৃত্তি হয়, তাহা হইলে বাইস চান্সেলর যাহা বলিয়াছেন ঠিক্ বটে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা, বিচার, অধ্যবসায়, প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তি কি নিদ্রিত থাকিবার জন্য? বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী এত ছাত্র বাহির হইতেছেন, কিন্তু মানসিক বিকাশ বা সারবত্তায় তাঁহাদিগের এক ব্যক্তিও ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সমতুল্য হইতে পারিতেছেন না। দুঃখের বিষয়, বিদ্যালয় ছাড়িয়াই অধ্যয়ন পরিত্যাগ ও যৎসামান্য বৃত্তিলাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ইহাই ইহাঁদিগের পরিচিত পথ হইয়াছে। কার্য্যকর বিষয়ে ইহাঁরা এমনি পটু, যে দুইছত্র ইংরাজী বিশুদ্ধ রূপে লিখিতে বা কহিতে পারেন না বলিয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, পারনিয়র প্রভৃতির নিকট নিয়ত তিরস্কার ভাজন হইয়া থাকেন। এরূপ স্বল্পগাধ অপূর্ণ শিক্ষা অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি আর অধিক কিছু দিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে বঙ্গদেশের মানসিক উন্নতির পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ নীতিশিক্ষা। বক্তা বক্তৃতার প্রায় অধিকাংশ এই আবশ্যক বিষয়টীতে উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইহার অনাবশ্যকতাই তাঁহার বক্তৃতাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার মতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থিগণের মনোবৃত্তি সকল সঞ্চালিত ও সত্যানুসন্ধানেচ্ছা প্রবল করিয়া দিবার যে উপায় করিয়া দিতেছেন, তাহাদ্বারাই তাহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য নিরূপণ ও চরিত্র সংগঠন করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মনোবৃত্তি সকলের যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তাহা হইতে ধর্ম্মোন্নতি লাভের আশা করা আকাশ কুসুম দর্শনের ইচ্ছা করা মাত্র। 'শিক্ষিত যুবকেরা শেষে যে পুস্তক পাঠ করেন, তাহাই তাঁহাদিগের মত' এ কথা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে মিল, কুমৃট প্রভৃতি পণ্ডিতের মতই বিস্তীর্ণ হইয়া নাস্তিকতার পোষকতা করিতেছে। নীতিশিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়াছেন।—

যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে॥

নূতন পাত্রে চিহ্ন দিলে সে চিহ্ন

যেমন চিরকাল থাকে, বালকের সুকুমার হৃদয়ে নীতি খোদিত করিলে তাহাও চিরমুদ্রিত থাকে, এই জন্য পণ্ডিতেরা নানা উপায়ে অগ্রে নীতিশিক্ষা দিতেন। বর্ত্তমানকালের ছাত্রেরা প্রথমে নীতির শাসন অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছচারিতা শিক্ষা করে, অধিক বয়সে পুনরায় নীতি পরায়ণ হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে কি সহজ সাধ্য? বেলী সাহেব বলেন নীতির মূল সূত্র বিষয়ে মতভেদ আছে, অতএব তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করা, নিতান্ত দূরূহ। আমরা বক্তার ভাবের সহানুভূতি করিতে না পারি, এমত নহে, কিন্তু, আমাদিগের সংস্কার এই, ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে নানা সম্প্রদায়ের বিবাদ হইতে পারে বটে, কিন্তু মূল নীতি বিষয়ে অনৈক্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ঈশ্বর আছেন, মনুষ্যেরা আপনাদিগের কৃতকার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট দায়ী, পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুনস্কার অবশ্যম্ভাবী, চরিত্র বিশুদ্ধ করা মনুষ্যের প্রধান কার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় একমত হইবেন সন্দেহ নাই। ছাত্রদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দান করা গবর্ণমেণ্টের অনভিমত ও অবিধেয় বটে, কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত ও অত্যাবশ্যক নীতি সংস্কার সকল ছাত্রগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বেলী সাহেবের শেষ বাক্যটী শুনিয়া আমরা কিছু আশ্বাস লাভ করিলাম। তিনি বলিয়াছেন, 'লোকেরা আমাদিগের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাহার উপযুক্ত হইতে ও তাহা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে অধিকতর সচেষ্ট হইব।' দেশের লোকে তাঁহাদিগের উপর কতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আছেন, ইহা যেন তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুভব করেন। ছাত্রগণের চরিত্র গঠনের ভার অনেকটা তাঁহাদিগের হস্তে, ইহা কি বলিতে হইবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি সকল প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রগণ যদি ধর্ম্ম ও নীতিভ্রষ্ট, কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ হন তাহাহইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপযশ ও আমাদিগের আক্ষেপ রাখিবার আর স্থান নাই।

নৌরজি ফর্দ্দুনজি ও এতদ্দেশীয় অধিবাসীর প্রতি ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়দিগের ব্যবহার।

ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির সাহায্যকল্পে ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন নামক সভা ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার লণ্ডনস্থ শাখা সভায় বিগত ২৪এ জানয়ারিদিবসে নৌরজি ফর্দ্দুনজি নামক জনৈক ভারতবর্ষবাসী পারসি এতদ্দেশীয় অধিবাসীর প্রতি ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়দিগের ব্যবহার সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার উদ্দেশ্য ইংরাজ সাধারণের নিকট, তদীয় ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় ভ্রাতাদিগের দুর্ব্ব্যবহার বিবৃত করা। স্বদেশে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে লোকের চরিত্র যেরূপ সংযত থাকে, বিদেশে জেতৃগণের মধ্যে সেরূপ থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। লোকানুশাসন সাধারণতঃ লোকের চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া থাকে। আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই এ অনুশাসন সমধিক প্রবল। সম্পর্ক যতই দূরস্থ হয় এ অনুশাসন ততই শিথিল হইতে থাকে। পরিচিতগণের সঙ্গবিচ্যুত হইলে অনেকের নিকট অনুশাসনের কোন কার্য্যকারিতা থাকে না। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক লোকানুশাসন প্রবল, তাহার মধ্যে পড়িলে কাহার কাহার চরিত্র সংরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যে সম্প্রদায়ের মধ্যে এ অনুশাসন অপেক্ষাকৃত হীনতর, তন্মধ্যে পড়িলে চরিত্র বিনষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা স্বদেশস্থ আত্মীয় স্বজনের লোকানুশাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া, বিজিত জাতির মধ্যে স্বতই যদৃচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হন। বিজিত জাতির লোকাপবাদের প্রতি জেতৃ ইংরাজলোক ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাঁহারা বিদেশীয় যাবতীয় অনুশাসনেরও অতীত এবং স্বদেশের সামাজিক অনুশাসনের প্রভাব হইতেও সুদূরে অবস্থান করিতেছেন। এ অবস্থায় তাঁহারা এ দেশে আসিয়া বহুযত্নেও চরিত্র রক্ষা করিতে অসমর্থ হন। উত্তমাশা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইলে ইংরাজ প্রকৃতির পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে এই যে প্রবাদ আমরা কিছু কালাবধি শুনিয়া আসিতেছি তাহা অমূলক নহে। বাস্তবিক ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ইংরাজ চরিত্রের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। লোকানুশাসনের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। এতদ্দেশীয় ইংরাজদিগের রীতি চরিত্রকে সংশোধন করিতে হইলে, ইংলণ্ডীয় লোকানুশাসনের প্রভাব এতদ্দেশে প্রসারিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যতই সে প্রভাব এতদ্দেশীয় ইংরাজগণের মধ্যে বিস্তারিত হইবে, ততই তাঁহাদের চরিত্র সুশাসিত ও সংরক্ষিত হইবে। সৌভাগ্যক্রমে সে প্রভাবক্রমে এতদ্দেশের ইংরাজ সমাজে বিকীর্ণ হইতেছে। প্রত্যেক মেইল এ অনুশাসনের প্রভাব বিস্তারে সাহায্যকারিতা করিতেছে। তাড়িত বার্ত্তাবহ ইংলণ্ডের সামাজিক শাসনের আধিপত্য এতদ্দেশীয় ইংরাজ সমাজে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রচার করিতেছে।

কিন্তু এ শাসন উদ্দেশ্য সিদ্ধি পক্ষে যে যথেষ্ট নহে, ইংরাজ চরিত্রের

বর্ত্তমান অবস্থাই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এতদ্দেশীয় দেশহিতৈষী মহাত্মারা ইংলণ্ডের বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহাদের ভারতবর্ষস্থ জাতীয় ভ্রাতাগণের চরিত্র গত দোষ ঘোষণা করিলে বহু উপকারের সম্ভাবনা। ইংলণ্ডীয় নর নারীর ঘৃণা ও ক্রোধোদ্দীপ্ত ধিক্কার ধ্বনি যে এতদ্দেশস্থ ইংরাজ সমাজকে অনেক পরিমাণে জাগরিত করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। স্পর্জ্জিয়ন সাহেবের টাবার্ণেকলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য বিষয়ে যে মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ তাঁহাদের ভারতবর্ষস্থ স্বজাতীয়গণের দুরাচারিতার কথা শুনিয়া সকলে একবাক্যে তাঁহাদের প্রতি ঘৃণাসূচক তীব্র নিন্দাবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরে তত্রত্য সংবাদপত্র সকল তাঁহার বক্তৃতা দেশময় প্রতিপ্রসব করিলে সর্ব্বস্থান হইতে, সেই নিন্দাবাদের প্রতিধ্বনি বিস্তারিত হইয়া ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদিগকে সচকিত করিয়াছিল। নৌরজি ফর্দ্দুনজির বক্তৃতাও এই লোকানুশাসনের সহকারিতা করিবে সন্দেহ নাই। তিনি অনেকগুলি নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বাক্যাবলী প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়া ইংরাজ রাজ্যের নানা স্থানে প্রচারিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি এরূপ বক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ও এতদ্দ্বারা স্বাস্থ্যজনক লোকানুশাসন ভারতবর্ষের ইংরাজ সমাজে বহিতে থাকিবে।

ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি অপরাধী হইলে জুরি দ্বারা তাহার যেরূপ বিচার হইয়া থাকে, বক্তা তৎসম্বন্ধে বলেন যে "এই সকল জুরিদের মধ্যে দেশীয় বক্তের প্রায়ই সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। সর্ব্বস্থলে ইউরোপীয়েরাই ইউরোপীয় অপরাধিগণের জুরি হইয়া থাকেন। ইহাঁরা মনে ভাবেন যে রাজপদারূঢ় জয়শীল জাতীয় লোকে বিচারে অপরাধী ও দণ্ডিত হইলে ব্রিটিস সম্ভ্রম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং তজ্জন্য কখন কখন বিচারপতিগণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে এবং বলবৎ প্রমাণ সত্ত্বেও অপরাধীদিগকে সর্ব্বত্র অব্যাহতি দিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে অপরাধ স্বীকার সত্ত্বেও, জুরিরা অপরাধীকে অসঙ্কোচে খালাস দিয়াছেন।" তাঁহার কথার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি বোম্বাইয়ের সুপ্রিমকোর্টের বিচারিত একটী মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিলেন। আর একটী মোকর্দ্দমার কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে "কোন এতদ্দেশীয় তালবৃক্ষ হইতে তালরস বহির্গত করিয়া লইতেছিল, সেই সময়ে একজন ইউরোপীয় তাহাকে গুলি করিয়া আদালতে এই উত্তর প্রদান করেন যে তিনি উহাকে বানর মনে করিয়া ছিলেন।" বক্তা এ বিষয়ে রিচি সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া সভার নিকট ব্যক্ত করিলেন। রিচি সাহেব বলেন যে ছয়টী মোকর্দ্দমার মধ্যে পাঁচটী মোকর্দ্দমায় সুবিচার হয় নাই। এই সকলে ইউরোপীয়েরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি অপরাধ করিয়া কলিকাতার দায়রায় সমর্পিত হন এবং জুরিগণের পক্ষপাত বশতঃ খালাস পান। এরূপ বিচার দ্বারা লোকের ধন প্রাণ রক্ষা পাওয়া কঠিন।"

যখন হাকিমেরা মফঃস্বল পরিদর্শনে বহির্গত হন, তখন মফঃস্বলস্থ দুঃখী দেশীয়দিগের উপর যে সকল উৎপাত সংঘটিত হয়, বক্তা তাহা ঘটনা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কলিকাতার সন্নিকটে, সে সকল ঘটনা সচরাচর ঘটে না বটে, কিন্তু তথাপিও তাহার কিয়ৎপরিমাণ যে এখানেও সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠকগণের সকলেই জানেন। উচ্চপদস্থ লোকেরাও ইংরাজ হস্তে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ অপমানিত হইয়া থাকেন। নৌরজি ফর্দ্দুনজি তাহার ও অনেক উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। নিমন্ত্রণ স্থলে, রেলের গাড়িতে এবং আর আর প্রকাশ্য স্থলে, দেশীয়দিগের উপর ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার সর্ব্বত্রই শ্রুত হওয়া যায়। সে দিন এখানেও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় উচ্চপদবীস্থ লোককে সামান্য সৈনিক হস্তে প্রহারিত হইতে হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র দেশের কোন কোন রাজপথে দেশীয় লোকের গমনাগমন নিষিদ্ধ। ব্রোচের কোন কোন বিরামশালায় দেশীয়দিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ পক্ষপাতের সহস্র সহস্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে। এতদ্দেশস্থ কতগুলি ইংরাজের আচরণের জন্য আমরা সমুদায় ইংরাজ সমাজকে দোষভাগী মনে করিতেছি কেহ যেন এমন বিবেচনা না করেন। ইংরাজদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যাঁহাদের আচরণ সর্ব্বতোভাবে ভদ্র পদবাচ্য। এমন লোকও আছেন যাঁহাদের চরিত্র যথার্থই দেব তুল্য। নৌরজি ফর্দ্দুনজিও সকলের প্রতি দোষারোপ করেন নাই। তিনি অনেকগুলি ইংরাজের আচরণের ভূরসী প্রশংসা করিয়াছেন।

যাহাহউক আমরা আশা করি ইউরোপীয়দিগের আচরণ ক্রমে ক্রমে সভ্য নামের উপযুক্ত হইতে থাকিবে। তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে দুর্ব্বলকে পীড়ন, ও অপমান করা চিরাগত অসভ্যতা হইতে সমুদ্ভূত হয়, তাহা কদাপি প্রকৃত সভ্যতার ধর্ম্ম হইতে পারে না।

পার্লেমেণ্ট মহাসভা ও মহারাণীর উক্তি।

ভারতবর্ষের ন্যায় একটী বৃহদায়তন রাজ্য যে ইংলণ্ডের স্কন্ধে সমর্পিত, দুর্ভাগ্যক্রমে অমনস্কতাবশতঃ তাহা অনেক সময়ে তাঁহার স্মরণ ও উপলব্ধি হয় না। ভারত সাম্রাজ্যের ভাঁর বহন করা বড় সাধারণ কথা নহে। অন্যূন ২০কোটী লোক ইংলণ্ডের মুখ প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। অদ্যাপি ইংলণ্ড যে এই গুরুতর দায়িত্ব বহনের অনুপযুক্ত ইহা বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় বলা হয় না। ইংলণ্ডের জাতীয় বিবেক আজও তেমন প্রস্ফুটিত হয় নাই, যাহাতে ২০ কোটী লোকের ভাঁর গ্রহণে সক্ষম হওয়া যায়। ইংলণ্ড ত এতদিন ভারতবর্ষকে প্রায় ভুলিয়াছিলেন। ভারত শাসনের জন্য কতকগুলি কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন,—আর কোন তত্ত্বানুসন্ধান লইতেন না। প্রেরিত কর্ম্মচারী কীদৃশ আচরণ অবলম্বন করিয়া রাজ্যরক্ষা ও শাসন করেন সে দিকে কাহারও ভাবনা ও চিন্তা নিয়োজিত হইত না। ইংলণ্ডের প্রত্যেক বিভাগ হইতে তদীয় পক্ষ সমর্থনার্থ প্রতিনিধি সকল পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রেরিত হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশের বিংশতি কোটী অধিবাসীর স্বপক্ষে বাঙ্ নিষ্পত্তি করিবার জন্য, যে কোন প্রকার আয়োজনের প্রয়োজন, তাহা তত্রত্য লোকদিগের সাধারণ বিবেকে উদ্বোধিত হয় নাই।

সৌভাগ্যের বিষয় যে ইংলণ্ডে জাতীয় বিবেক সত্বরবেগে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে এবং ভারতবর্ষের প্রতি তদীয় উপেক্ষাও দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের দৃষ্টি ও চিন্তা হতভাগ্য ভারতবর্ষের প্রতি আকর্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের হিতচিন্তা ও কল্যাণোদ্দেশে ইংলণ্ডে কতিপয় সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও সহৃদয়তার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে। এ সমুদায় ভারতের পক্ষে শুভগ্রহ ও ইংলণ্ডের পক্ষে গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। ভরসা করা যায় এরূপ উদারতার দিন দিন উন্নতি হইবে এবং এক দিন ইংলণ্ডীয় জাতি সাধারণ আশ্রিত ভারতের হিতপিপাসু হইয়া উঠিবেন।

ইংলণ্ড কদাপি এককালে হৃদয়শূন্য নহেন। ইংলণ্ড যে অদ্যাবধি ভারতবর্ষের প্রতি মনোযোগী হন নাই, তাঁহার ঔদার্য্য ও ন্যায়পরতার অভাবই ইহার কারণ নহে। স্থানের দূরত্ব, বিবরণ সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের অসুবিধা, কর্ম্মচারীদিগের উপর নির্ভর ইত্যাদি নানা কারণবশতঃ সবিশেষ অবস্থার বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন নাই বলিয়া ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য বুদ্ধি উন্মেষিত হইতে পারে নাই। যদি আজ এ দেশের প্রকৃত অবস্থা ইংলণ্ডকে বিজ্ঞাত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে অদ্য হইতেই ইংলণ্ড ভারতবর্ষের প্রতি তদীয় গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য ব্যস্ত ও অগ্রসর হইবেন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধিবেশনকালে মহারাণীর মুখ হইতে হতভাগ্য ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়েরই উল্লেখ প্রায় হইত না। আমরা প্রতি বৎসরেই আশা করিয়া থাকিতাম যে আমাদের জননীস্বরূপ ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদের সম্বন্ধে কি বলেন, কিন্তু আমরা প্রতিবারেই নিরাশ ও দুঃখিত হইতাম। এ বৎসর যদিও আমাদের নিতান্ত দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে, কিন্তু তজ্জন্য ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের হৃদয় আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। দুর্ভিক্ষে এদেশ প্রপীড়িত হইয়াছে বলিয়া মহারাণীর হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছে, তাই তিনি আমাদিগকে এবার স্মরণ করিয়াছেন। বিপদ হইতেও অনেক সময়ে যে সম্পদের সূত্রপাত হয়, আমরা তাহার এই একটী দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের হৃদয়ের অনেক নিকটে আনিয়াছে, অনেক নূতন হৃদয়কে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।

বিগত ১৯শে মার্চ্চ পার্লেমেণ্ট মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। তাহাতে মহারাণী প্রথমতঃ অন্যান্য জাতির সঙ্গে বন্ধুতা ও সদ্ভাবের উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে এই সদ্ভাবজনিত ক্ষমতা তিনি শান্তি সংরক্ষণ ও জাতিমধ্যস্থ কর্ত্তব্য সকল যথাযথ প্রতিপালনার্থ নিয়োগ করিবেন।

ডিউক অফ এডিনবরার উদ্বাহ ঘটনা, দুই মহারাজ্যের বন্ধুতা ও আত্মীয়তার প্রতিভূ স্বরূপ হইয়াছে। মহারাণী বিশ্বাস করেন যে আসান্টীরাজের সহিত সন্ধি সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশের অবস্থা অধিকতর সন্তোষজনক হইবে। যে সমস্ত সৈন্য এই যুদ্ধ ব্যাপারে প্রেরিত হইয়াছে, তিনি তাহাদিগের প্রশংসাবাদ করিলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গে বলিলেন যে বিগত গ্রীষ্মকালে অনাবৃষ্টি ঘটনা হেতু ভারত সাম্রাজ্যের কতিপয় জনাকীর্ণ জনপদ অভাবগ্রস্ত হইয়াছে, ইহার জন্য আমি গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। এই ভয়াবহ আপন্নিবারণার্থ আমি তত্রত্য গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে আবশ্যকমত অর্থ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছি। ভূসম্পত্তি হস্তান্তর করণের ব্যবস্থা সকল যাহাতে সহজ হয়, আয়ার্লণ্ডে ব্যবস্থা সকল প্রচলিত হয়, এত-

স্থির বিচার, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ, ও লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম সকল যাহাতে সংশোধিত হয় তাহার উপায় করা হইবে, মহারাণী বক্তৃতা মধ্যে প্রকাশ করিলেন।

মহারাণীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র টেলিগ্রামযোগে এখানে প্রেরিত হইয়াছে, সবিশেষ বিবরণ পাওয়া গেলে আমরা ইহার বিশেষ আলোচনা করিব।

জাতিভেদ।

জাতিভেদ কোন্ মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কি প্রকারেই বা বদ্ধমূল হইয়া আসিল, গত কয়েকবারে তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি, প্রথমতঃ উহা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ছিল, কালে স্বার্থ এবং প্রাধান্যলাভ লালসায় উহা এক এক শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এ সকল বিষয়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আমাদিগের একটি বিষয় নিয়ত স্মরণ রাখা আবশ্যক, সমাজে যাহা কিছু বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সহজে উচ্ছেদ্য নহে, তাহার মূলে স্পষ্ট প্রকৃতির হস্ত রহিয়াছে। জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব সময়ে বৈনাশিক কার্য্য উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি আমরা উপরিউদিত নির্দ্ধারণটি মনে রাখিয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে বিনাশ এবং স্থাপনা এই দুই কার্য্য এক সময়ে চলিতে থাকে। বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্থাপনার কার্য্য না হয়, নিশ্চয় আবার পূর্ব্ববিনষ্ট বিষয় সকল পুনরুত্থিত হইয়া সমুদায় পরিশ্রম বিফল করিয়া ফেলিবে।

মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে দেবভাব এবং পশুভাব উভয়ই আছে। পশুভাব যখন দেবভাবের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া চলে, তখনই মনুষ্যত্ব। যে পরিমাণে পশুভাব দেবভাবকে অতিক্রম করে, সেই পরিমাণে মনুষ্যের হীনত্ব উপস্থিত হয়। এক জাতীয় মনুষ্যের মধ্যে উচ্চনীচতা এই ভাবদ্বয়ের প্রাধান্য অপ্রাধান্যদ্বারা হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন আমরা দেখিয়াছি। পূর্ব্বের বিভেদক ব্রাহ্মণাদি নাম অবশ্য অবস্থান করিবে না, কিন্তু মূলতঃ প্রভেদ চিরদিন অবস্থান করিবে। এই প্রভেদ নূতন কোন বিশেষ নাম দ্বারা অভিহিত হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ এই প্রভেদ সাধারণের স্বাধীন অনুমোদনের উপরে নির্ভর করে, সামাজিক বিধানের উপরে নহে।

শরীর সম্বন্ধে শারীরিক নিয়মের ব্যতিক্রমে যেরূপ মারাত্মক রোগ সমুৎপন্ন হয়, সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রমে সেইরূপ সমাজ সম্বন্ধে ঘোরতর অবনতির কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে। শারীরিক ব্যাধির লক্ষণ ও কারণ আলোচনা করিয়া স্বাস্থ্যের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী, সামাজিক অবনতিকর অবস্থা সকলের পর্য্যালোচনাদ্বারা উন্নতিকর বিষয় নির্দ্ধারণ করা তেমনি প্রকৃষ্ট পন্থা। এ দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের কিরূপ দুরবস্থা উপস্থিত এবং এই দুরবস্থারই বা মূল কি, নিশ্চয় হইলে পাঠকগণ অনায়াসে সামাজিক শ্রেণীবিভাগের কিরূপ সংস্করণ আবশ্যক আপনারাই স্থির করিতে পারিবেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্যান্য বিভাগেও শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অনিষ্টকর প্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে। দেশকাল এবং বিশেষ অবস্থা ঘটিত তারতম্য গণনায় না আনিলে এ দেশীয়দিগের সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা সেই সকল শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অবস্থা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা পূর্ব্বে যে সকল বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, এখন তাহার কিছুই নাই। ক্ষমা, শৌচ, অক্রোধ প্রভৃতি উচ্চতর গুণ এখন আর তাঁহাদিগের জাতীয় গুণ নহে। বরং এই সকলের বিপরীত গুণই তাঁহাদিগের জাতীয় লক্ষণ। কোন্ সময় হইতে এই ব্যতিক্রম উপস্থিত হইয়াছে, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক যাগ যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব সময় হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। সে সময়ে অপর শ্রেণীদ্বয়ের উপরে পুরোহিতগণ সম্যক্ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, কিন্তু সেই সময় হইতে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে। কালে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে একান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞানালোচনায় নিবৃত্ত হইলে, ক্রমে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদিগের স্বাধীনভাব তিরোহিত হইল, পুরোহিতেরাও ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের ক্রোধ, তপ এবং বীর্য্যের হানিকর ছিল, এখন আর সেরূপ রহিল না। নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা যতই তাঁহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপন করা অমঙ্গলের কারণ বলিয়া ভয় করিতে লাগিল, ততই তাঁহারা অত্যল্প কারণে মন্যু এবং অভিশাপের ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে এমনি আধিপত্য সংস্থাপিত হইল, যে তাঁহাদিগের ভ্রূক্ষেপে রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা সিংহাসনবিচ্যুতি অতি সাধারণ হইয়া উঠিল। এ প্রকার অন্যায় আধিপত্যে কেনই বা তাঁহাদিগের চরিত্রে হীনতা উপস্থিত না হইবে? অজ্ঞান নিম্ন শ্রেণীর ভয় কুসংস্কারের উপরে যে আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়া-

ছিল, তাঁহারা তাহা অবশ্য প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং একমাত্র তাঁহারাই বিশেষরূপে দেবানুগৃহীত মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের হৃদয়, মন দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল, এবং যে আধিপত্য তাঁহাদিগের অবশ্য প্রাপ্য, তৎপ্রতি কেহ কথঞ্চিন্মাত্র সাহসিকতা প্রকাশ করিলে কঠোর শাসন সহকারে তাহাদিগের ঔদ্ধত্য নিবারণ রাজার প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইল। ধর্ম্মের নামে যে সকল দুরপনেয় কলঙ্ক নাস্তিকগণের হস্তে অকাট্য অস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, সে সকল এই মূল হইতেইসমুত্থিত।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণগণের অবস্থা কি? যে জাতি এক সময়ে সকলের উপরে আধিপত্য করিয়াছে, বিদ্যা বুদ্ধিতে সর্ব্বথা অতুল্য ছিল, তাঁহারা এখন ধনিগণের দ্বারে চাটুকার ব্যবসায়ী; ধর্ম্মে আস্থা-শূন্য অকর্ম্মা, চণ্ডালবৎ ক্রোধের অধীন, সঙ্কুচিতমনাঃ, মূর্খ, নীচব্যবসায়ী। একসময়ে যাঁহারা নবীনতর জ্ঞান, নবীনতর মতের উদ্ভাবক ছিলেন, তাঁহারাই এখন নবীনতর জ্ঞান ও নবীনতর মতের বিরোধী। যাহাতে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তৃত হইয়া তাঁহাদিগের নিজ নিজ মূর্খতা প্রকাশ হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য বিশেষ যত্নশীল। প্রাধান্য এখন বিদ্যা, বুদ্ধি বা ধর্ম্মের উপরে নহে, বংশের উপরে নির্ভর করে। ভূদেব বলিয়া কেহ মান্য করুক বা না করুক, আপনারা আপনাদিগকে দেবতা জ্ঞানে অন্যের নিকট দেবোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করিতে নিয়ত ব্যস্ত। ইঁহারা কালের গতি এবং আপনাদের হীনতা বুঝিতে অক্ষম সুতরাং আপনাদের উপরে সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধার বিলোপ এবং সমাজের বিনাশ এ দুইই তাঁহাদিগের নিকট তুল্যাসুতুল্য।

ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে যাহা সংক্ষেপে বলা হইল, ক্ষত্রিয়গণ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। একদিকে মানসিক উন্নতির অভিমান সমূহ অনিষ্টোৎপাদন করিয়াছে, অন্যদিকে আবার শারীরিক বলের অভিমান তেমনি অমঙ্গল ফল প্রসব করিয়াছে। ক্ষত্রিয় জাতির বিদ্যা শিক্ষার প্রতি ঘৃণা প্রসিদ্ধ। তাঁহারা বিদ্যা শিক্ষাকে অতি হেয় কার্য্য মনে করেন। উচ্চতর জ্ঞানের স্বাধীনভাবে উন্নতি সাধন শুদ্ধ একালে কেন, পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয় রাজন্যগণেরমধ্যেও ছিল না, তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞান বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের অধীন ছিলেন। মূর্খেরা ভয় কুসংস্কারের অধীন হইয়া সর্ব্বদা জ্ঞানিগণের হস্তের সাধনাস্ত্র হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? জ্ঞানাভাবে হৃদয় দিন দিন সঙ্কুচিত হয়, হিংসা, দ্বেষ অহঙ্কার প্রভৃতি ক্রমে তেজস্বিতা লাভ করে। গৃহে গৃহে অসূয়া, কলহ বিচ্ছেদ বর্দ্ধিত হয়। বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় গণের তোজাহানি এদেশে এই জন্যই সংঘটিত হইয়াছে

বণিক ব্যবসায়ী গণের দুরবস্থাও তেমনি জ্ঞাননিরপেক্ষ ধনলালসামূলক। কার্পণ্য নীচহৃদয়তা প্রভৃতি দোষ এই মূল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এখন সহজে এই সিদ্ধান্ত হয়, যে কারণে এই তিনশ্রেণীর বর্ত্তমান দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পরিহার করিয়া তত্তদ্দোষের অপনায়ক বিষয় সকলের অনুসরণ করিলে অমঙ্গলের বীজ বিনষ্ট হয়। সর্ব্বদা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ দেবগুণের উপরে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন না করিলে মঙ্গল নাই। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, গুণাভিমান বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্ববৎ অমঙ্গলের সূত্রপাত হইবে। যে স্থলে গুণের অভিমান আছে, সেস্থলে বাস্তবিক গুণ নাই, এ কথা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না।

পুস্তক সমালোচনা।

১। বৃহন্নলা নাটক। শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত।—

এই গ্রন্থখানি নাটক নামে অভিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে নাটকের প্রধান লক্ষণ সকল কিছুই দৃষ্ট হইল না। গদ্য পদ্যে লিখিত হওয়াতে ইহাকে আমরা চম্পূ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করিতে পারি। সমালোচ্য কাব্য মহাভারতীয় বিরাট পর্ব্বের চরমাংশ অবলম্বনে সংরচিত হইয়াছে। মহাভারতের বিরাটপর্ব্ব যে অতীব মনোহর, সুমধুর এবং কবিত্ব পূর্ণ, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র, অতএব সেই পর্ব্বাশ্রিত এই কাব্য যে সরল ও সুশ্রাব্য হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? ইহা পাঠ করিয়া যথার্থই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ গ্রন্থের বিশেষ গুণ এই যে ইহা আদিরসাত্মক বা অশ্লীলতা দোষে দূষিত নহে। কিন্তু এগ্রন্থে লেখক আপনার কল্পনা শক্তির পরিচয় দিবার প্রশস্ত অবসর পান নাই, যে কতিপয় দৃশ্য তাঁহার নিজ বিভাবনা প্রসূত বলিয়া অনুভূত হইল সে গুলি গ্রন্থকারের সুরুচি, কবিত্ব বা পণ্ডিত্য পরিচায়ক নহে। এই নাটক পাঠে আমরা জানিতে পারি যে সময় রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তখন "রাধা নাথ নবদ্বীপে বিরাজমান ছিলেন; রজকেরা "বাবুর"বাড়ী হইতে "জানোয়ারের" পিটে কাপড় বোঝাই করিয়া আনিত; লোকে "পীর পয়গম্বরে" বিশ্বাস করিত; বঙ্গদেশের বাগ্দীদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিরাট রাজ্যে বাস করিত, এবং প্রাচীন আর্য্যেরা আধুনিক মুসলমানদিগের মত "বজ্জাতি" করিত ও "হয়রান" হইত। সে যাহা হউক সমুদায়তঃ ধরিতে গেলে গ্রন্থ খানি যে সুপাঠ্য, তাহার আর সন্দেহ নাই।

২। মদালসা। শ্রীরাম প্রাণ ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত। কলিকাতা বিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত।

ইংরাজী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে এরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। বাস্তবিক গ্রন্থখানি আধুনিক শিক্ষিত জনগণের সুরুচির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। পদ্যের মধ্যে পয়ার রচনাগুলি মন্দ হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য ছন্দ রচনা তত ভাল নহে। ভাষা সরল, কিন্তু রচনা দৃষ্টে বোধ হয় ন্যায়রত্ন মহাশয় অদ্যাপি পদ্য রচনা

অভ্যাস করিতেছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কবিতা দেবীর আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য কোন দেবীর সেবায় নিযুক্ত হন, আমরা অধিক আহ্লাদিত হইব।

৩। সেতার শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বারান্তরে সমালোচ্য।

৪। মাতালের জননীর বিলাপ।— ঐ

৫। গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটর। সধবার একাদশী প্রভৃতির অভিনয় রাত্রি।

এবারেও গ্রেট ন্যাশানেল থিয়েটর অভিনয় দ্বারা সাধারণে জনগণের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। নিমাই দত্তের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থ নির্ব্বাচন উত্তম নহে। সধবার একাদশীর অনেকগুলি দৃশ্য এরূপে সংরচিত হইয়াছে, যে তাহাতে অভিনয়ের উদ্দেশ্যের বিপরীত ভাবোৎপাদনেরই সম্ভাবনা। ভবিষ্যতে পুস্তক নির্ব্বাচন বিষয়ে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটর একটু সুরুচির পরিচয় দেন এই আমাদিগের ইচ্ছা। সধবার একাদশীকে বিষকুম্ভ পয়োমুখ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রাপ্ত।

আমাদিগের ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র।

রাজমহল পার হইয়া মানিকচকে উত্তীর্ণ হইলাম। "মানিকচক" নাম শুনিয়া অনেকে হয়তো কলিকাতার বড় বাজারের মোহন দাসের বা মহারাণী স্বর্ণময়ীর চকের ন্যায় একটী প্রধান পণ্য বীথিকাবলী মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা আর কিছুই নহে-গঙ্গার উপকূলে কতিপয় তৃণময় সামান্য কুটীর মাত্র। "তৃণময়" কুটীর গুলি ভূমির উপরে তৃণের বেড়া দিয়া তৃণদ্বারা সংরচিত। আমাদিগের দেশে যে রূপ ছিটা বেড়ার কুটীর প্রস্তুত হয়, ইহাও সেইরূপে তৃণদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, উপরেও তৃণে আবৃত, কোন কোনটী খড়ী দ্বারা ও নির্ম্মিত হইয়াছে। একটু সামান্য বাতাস হইলে কুটীর গুলি দুলিতে থাকে। ভাগ্যক্রমে এসকল স্থানে দক্ষিণ বঙ্গদেশের ন্যায় প্রবল বাত্যা প্রায় বাহমান হয় না। এই সকল গৃহ ও অধিক দিন থাকে না। যখন বর্ষাগমনে প্রবল বেগে জলরাশি গঙ্গার উভয় কূল প্লাবিত করিয়া গভীর কলকল নাদে সাগর উদ্দেশে ধাবমান হয়, উত্তাল তরঙ্গমালা বেলা উলংঘিয়া দেশ মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন এই সকল তৃণকুটীর পরিত্যক্ত হইয়া স্রোতোমুখে নীয়মান হয়।

এবৎসর দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দিনাজপুরের ১০ লক্ষ মণ চাউল প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজমহল ও অন্যান্য স্থান হইতে নৌকা ও ষ্টিমার করিয়া প্রত্যহ শত শত মণ চাউল মানিক চকে আমদানী হইতেছে। এখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া একবারে দিনাজপুরে প্রেরিত হইতেছে। মানিক চকে ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই। নদীর পুলীন হইতে চকের উপর পর্য্যন্ত চাউলের বস্তা সকল স্তরে স্তরে পতিত রহিয়াছে, ঘাটে বোঝাই নৌকা সকল বাঁধা রহিয়াছে, মুটেরা দৌড়াদৌড়ী আস্ফালন করিয়া বেগে মোট লইয়া যাইতেছে, কেহ নৌকা হইতে নামিয়া আসিতেছে, কেহ গাড়ী বোঝাই করিতেছে, কেহ মোট সাজাইতেছে, পুলিশ প্রহরী, রেইলওয়ের (নর্দরন্ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে) কর্ম্মচারী, চাউলের কমিসনর সকলেই মহাব্যস্ত। ঘাটে একখানি ষ্টিমারও বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতেও সহস্র সহস্র মণ বোঝাই আছে। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ের ষ্টেসনে ও অনেক মাল পড়িয়া রহিয়াছে। গরুর গাড়িতে সমস্ত স্থান পরিপূর্ণ—অথবা যেরূপ সামগ্রী তদুপযুক্ত গাড়ী নাই। কর্ম্মচারীরা ব্যাকুল হইয়া গাড়ী অন্বেষণ করিতেছেন। মানিক চকে ব্যস্ততার বিরাম নাই। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মানিক চক গুলজার। খাদ্য সামগ্রীও অনেক প্রকার পাওয়া যায়। এটি নর্দরন ষ্টেট রেলওয়েরও একটী ডিপো। হাবড়া হইতে রাজমহল—তথা হইতে এখানে এবং এখান হইতে রেলওয়ের মাল সকল পার্ব্বতীপুরে প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে বিস্তর ব্যয় হইতেছে, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। মানিক চকে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডাণ্ট গবর্ণমেণ্টের চাউলের কর্ম্মচারী এবং রেলওয়ের ষ্টোরকিপর ও অন্যান্য কতিপয় কর্ম্মচারী আছেন। রেলওয়ের একটী গুদাম ঘর প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চাউল রাখিবার স্থান নাই। আমরা শুনিলাম একদিন বৃষ্টি হইয়া অনেক চাউল নষ্ট হইয়াছিল। যদিও এখানে চাউল অধিক ক্ষণ থাকে না যেরূপ আমদানী হয়, অমনি গাড়ী বোঝাই করিয়া প্রেরিত হয় তত্রাপি যতক্ষণ থাকে, তাহার ভাল ব্যবস্থা করা উচিত। কোন সময়ে গাড়ীর অভাবে চাউল পতিতও থাকে। সে অবস্থায় বৃষ্টি হইলে বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এপ্রকারে অনেক ক্ষতিও হইয়াছে, ইহা আমরা প্রামানিক লোকমুখে শুনিয়াছি।

মানিক চক হইতে গরুর গাড়ী করিয়া গঙ্গার উপকূলের রাস্তা দিয়া গমন করিলাম। রাস্তাটী মৃন্ময়, বোধ হয় পূর্ব্বে লোকের সমাগম অতি অল্পই ছিল।' সম্প্রতি চাউলের জন্য পুনর্ব্বার সংস্কার করা হইয়াছে। কিন্তু গরুর গাড়ীদ্বারা তাহা পুনর্ব্বার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ একদিন বৃষ্টি হওয়াতে স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়া কদর্য্য আকার ধারণ করিয়াছে। কর্দ্দম শুকাইয়া বন্ধুর হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্গমও বলা যাইতে পারে। একে মাটীর রাস্তা, তাহাতে গরুর গাড়ীর ভিড় এবং শুষ্ক কর্দ্দম নেমীপেষিত হইয়া শত ভাগে বিভক্ত, তাহাতে মন্দ মন্দ সমীরণে গোধূলি সকল উড্ডীয়মান হইয়া গগনমণ্ডল ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বস্ত্রদ্বারা আপাদ মস্তক ঢাকিয়া চক্ষুমুদ্রিত করিয়া নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া কিম্ভূত কিমাকারের ন্যায় গরুর গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। অগ্র পশ্চাৎ বামে দক্ষিণে গরুর গাড়ীর ভিড়। বাতাসের অনুকূল ও প্রতিকুলতায় কখনও ধুলিরাশি মধ্যে লুকায়িত, কখনও বা তাহা হইতে মুক্ত হইতেছি। রাস্তার অবস্থা এইরূপ। চৌদিকের দৃশ্য সকল মন্দ নহে। নদী উপকূল ও পার্শ্বস্থ ভূমি সকল প্রায় শস্যশালিনী। এবৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অনেক ক্ষেত্র পতিত ও অনেক স্থলে অজন্মা হইয়াছে, তত্রাপি কর্ষণ কার্য্যের ত্রুটি হয় নাই। কি দ্দূর গমন করিয়াই গঙ্গার নিকট হইতে বিদায় লইতে হইল। পথ প্রান্তরমধ্য দিয়া গিয়াছে, গঙ্গা দক্ষিণে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া বহুদূরে চলিয়া গেলেন। আমরাও নদীতীর বিবর্জ্জিত হইয়া বহুক্ষণ রহিলাম না। বামদিকে মহানন্দা মন্দ মন্দ গমনে বহিতেছে দেখিতে পাইলাম। অল্পক্ষণে তত্তীরবর্ত্তী হইলাম। মানিক চক ছাড়াইয়া প্রায় তিন ক্রোশ পথ দূরে একটী সরাইয়ে উপস্থিত হইলাম। সরাইটী মহানন্দার উপকূলবর্ত্তী মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সরাইয়ে অবতরণ করিলাম। ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহানন্দা হইতে বারি আনয়ন পূর্ব্বক পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। এখানকার দধি অতিউত্তম বোধ হইল। পরে তথা হইতে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় অমৃতী দাঁড় সরাইয়ে উপস্থিত হইলাম। অমৃতী একটী ক্ষুদ্রশাখা নদী মহানন্দা হইতে নিঃসৃত হইয়া গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। শাখা নদীকে সামান্য ভাষায় "দাঁড়" কহে। এইজন্য ইহাকে অমৃতী দাঁড় কহে। অমৃতীর উপরেই সরাই, সুতরাং সরাইটীরও নাম অমৃতী দাঁড় সরাই হইয়াছে। এখানে একটী ডাক ঘর, বাজার ও অনেকগুলি বসতি আছে। এ স্থানটী মালদহ হইতে ৩।৪ ক্রোশ পথ দূর হইবে। দুর্ভিক্ষ

নিবন্ধন চাউলের গাড়ীতে এ সরাইটীও পরিপূর্ণ। এখানেও খাদ্য দ্রব্যের অসম্ভাব নাই। অদ্য রজনী এই স্থানেই বিশ্রাম করিলাম।

ক্রমশঃ

সংবাদাবলী

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

লর্ড নর্থব্রুক এদেশীয় সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন দিগকে আসিষ্টাণ্ট সার্জন নাম দিয়া একটী উদারতার কার্য্য করিয়াছেন। মেডিকাল বোর্ডের কর্ত্তারা দেশীয় দিগের পদোন্নতির বিরোধী, এইজন্য তাঁহারা ইহাদিগকে সার্জনের সহকারীর সহকারী করিয়া চিরকাল রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি, লর্ড নর্থব্রুক এই আসিষ্টাণ্ট সার্জনদিগের সকল প্রকার উন্নতির পথ প্রমুক্ত করিয়া দিবেন।

কলিকাতার লর্ড বিসপ আণ্ডামানে গিয়াছিলেন। তথা হইতে রেঙ্গুন হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের একজন জমীদারের চারি মাস মেয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইনি আইনের বিপরীতে একজন দুঃখী প্রজার দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ত্রিহুতের জন্য ব্রহ্মদেশ হইতে পুনর্ব্বার ৮০,০০০ টন চাউল আনয়ন করিয়াছেন।

লণ্ডনের ষ্টাণ্ডার্ড পত্রের অধ্যক্ষগণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একজন বিশেষ সংবাদদাতাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় বাইস চান্সেলর বেলী সাহেব বিশ্ববিদ্যালয় সভার বক্তৃতাস্থলে বাবু রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রের নামোল্লেখও করেন নাই।

উত্তর পশ্চিমের গবর্ণর সার উইলিয়ম মিউর অনর পরীক্ষায় অন্যান্য ভাষার ন্যায় পারস্যও গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট বিভাগ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। ১৮৭৪-৭৫ সালের জন্য বিচারপতি মার্কবী সিণ্ডিকেটের সভাপতি হইয়াছেন।

কলাদঘির আসিষ্টাণ্ট ও সেসন জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ মাসের ছুটী পাইয়া গত শনিবার কলিকাতায় আসিয়াছেন।

পায়নিয়র কলিকাতা হইতে এই টেলিগ্রাম পাইয়াছেন।—'প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগের মত লইয়া ষ্টেট সেক্রেটারী ও বাইসরয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে সার জর্জ ক্যাম্বেলের পরিশ্রম করা সুসাধ্য নহে।' ক্যাম্বেল সাহেব এপ্রেলের প্রথমেই বিলাত যাত্রা করিতেছেন, বোধ হয় এটী সত্য সংবাদ।

গত শনিবার এস এন হগ বেঙ্গল কৌন্সেলে প্রথম উপবেশন করিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেটের বাঁশবেড়িয়ার পত্র প্রেরক বলেন। ইতিপূর্ব্বে মগরার বাজারে একটী ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক দিবস বেলা অপরাহ্নে উক্ত বাজারের সোনামণি নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোকের দোকানে ৫ জন হিন্দুস্থানী মুসলমান পথিক অগ্র পশ্চাৎ আসিয়া রজনীযাপন করিবার নিমিত্ত তথায় বাস করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৩ জন কলিকাতা হইতে চাকুরী করিয়া স্বদেশে যাইতেছিল; এবং অবশিষ্ট ২ জন পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছিল। ইহাদের নিকটে সঙ্গতি অনুসারে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় প্রকৃত দস্যু এবং সুযোগ মতে মানুষকে অচেতন করিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ করাই তাহাদের একমাত্র ব্যবসায়। এই দুই ব্যক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়ের নিকট কোন প্রকারে টাকা থাকার সন্ধান পাইয়া ঐ টাকা গুলি অপহরণ করণাশয়ে আপনাদের রসুই করা তরকারি হইতে কিয়দংশ লইয়া তাহাতে বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উহাদিগকে খিচুড়ির সঙ্গে আহার করিতে দিল। এক ঘণ্টা পরেই তরকারির গুণ প্রকাশ হইল; উহারা একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল, এবং অজস্র বমন করিতে লাগিল। বাঁশবেড়িয়ার থানার সব ইনস্পেক্টর মহাশয় উহাদিগকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন এবং তাহারা কয়েক দিবস হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য হইলে এই বিষয়ের মোকদ্দমা হয়। অপরাধীরা দণ্ডবিধি আইনের ৩২৮ ধারার অপরাধে শেসন শোপর্দ্দ হইয়া ইতিপূর্ব্বে কঠিন পরিশ্রম সহিত ৭ বৎসর কারাবদ্ধ হইয়াছে।

দিনাজপুর হইতে একব্যক্তি এডুকেশন গেজেটে লিখিয়াছেন, "গত মহরমের দিনে একটী ঘোরতর গভীর গর্জ্জন হইয়াছিল। প্রথমতঃ গুড় গুড় শব্দ করিয়া গুড়ুম গুড়ুম শব্দ করিয়া উঠিল। পর দিন প্রভাত হইলে দৃষ্ট হইল যে ২ খানি প্রস্তর গোয়াল পুকুরে পতিত হইয়াছে। আমি ঐ প্রস্তরের ভগ্নৈক খণ্ড আনয়ন করিলাম, এবং দেখিলাম যে, উহার উপরিভাগ উত্তম বার্ণিস করা কৃষ্ণবর্ণ, ভগ্নস্থানটী প্রস্তরের ন্যায়। আঘ্রাণ করিলাম, বোধ হইল যেন গন্ধকের গন্ধ। গোপালপুকুরের লোকে বলে, যখন উহা পতিত হইয়াছিল উহাতে জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয় নাই। এক্ষণে উহা কৃষ্ণগঞ্জে প্রেরিত হইয়াছে লোকে অনুমান করে, উহার এক খণ্ড ২॥০ মণ ৩ মণ হইবে।

সোমপ্রকাশ বলেন, গঙ্গার একটী জেটি হইতে একজন চৌকীদার কয়েক খণ্ড লৌহ চুরি করিয়াছিল বলিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। চৌকীদারের এ কাজ না হইলে যে রক্ষক সে ভক্ষক হইবে কেন?

সহচর বলেন বারাসত নিবাসী রায় মোহন লাল মিত্রের গয়া জেলায় জমীদারি আছে। তত্রত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ তিনি ১০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইতর লোকদিগকে অন্নদান করা হইতেছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময়ে জমীদারগণ সাধারণের প্রশংসনীয় বদান্যতা প্রদর্শন করিতেছেন।

উক্তপত্র বলেন অতঃ পর বি, এ পরীক্ষা না দিলে কোন ব্যক্তি আটর্ণি হইতে পারিবেন না এ নিয়মটী অতি উত্তম হইয়াছে। আটর্ণিদিগের মধ্যে অবশ্যই যথার্থকৃতবিদ্য লোক আছেন; কিন্তু আজি কালি অনেক অপদার্থ আটর্ণি দেখা দিতেছেন। কোন প্রকারে পরীক্ষা দিয়াছেন, বিদ্যার সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প। এই সকল উপবাসী ছারপোকার হস্তে কোন মক্কেল একবার পতিত হইলে তাহার পরিধেয় বস্ত্র বাঁচাইয়া বাটী যাওয়া কঠিন। আটর্ণির কার্য্যে অনেক জবাবদিহি আছে। অতএব প্রধানতম বিচারালয় অতিশয় বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছেন। বি, এল, উপাধিধারীরা তিন বৎসর আর্টিকেল ক্লার্ক থাকিলে বিনাপরীক্ষায় আটর্ণি হইতে পারিবেন। এটীও সদ্বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে।

মণ্ডলাই হইতে এক ব্যক্তি সাপ্তাহিক সমাচারে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "গত শনিবার সন্ধ্যার সময় পাণ্ডুয়ার ষ্টেশন হইতে একটী বাবু এক জন মুটে সঙ্গে করিয়া মণ্ডলাই আসিয়াছিলেন। মুটে, বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া সেই রাত্রিতেই বাটী ফিরিয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে একজন দস্যু তাহার মস্তকে লাঠির আঘাত করে। মুটের চীৎকার শুনিয়া আমরা কয়েক জন দৌড়িয়া তাহার নিকটে যাই, আমাদের আগমন শব্দ শুনিয়া দস্যু পলায়ন করিল। আমরা সেই রাত্রিতে মুটেকে আমাদের বাটীতে রাখিয়া পর দিন তাহার নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিই। দস্যু কর্ত্তৃক এই রূপ উৎপাত সর্ব্বদাই

ঘটিয়া থাকে, অতএব পাওয়া হইতে যে রাস্তার মধ্যে আনেক্কারায় এমটী ফাঁড়ি স্থাপন করেন তাহা হইলে দস্যু দমন হইতে পারে।"

কলিকাতার সেতু ঘটিত সম্প্রতি যে দুর্ঘটনা হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক কমিসন বসিয়াছে।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন বাঙ্গালাবাজারের সাহা জাতীয়া কোন পূর্ণগর্ভার এক কন্যার গত ২৫শে মার্চ্চ একটী পুত্র সন্তান হয়, পুত্রটী কিছুকাল পরে মরে। উক্ত পূর্ণগর্ভা এই সংবাদে শোকাভিভূতা হইয়া ভূমে পতিতা ও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইলে চৈতন্যোদয়ের জন্য অনেক মত চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কিছুই হয় না। রাত্রিশেষে গর্ভসহ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কি শোচনীয় ব্যাপার।

এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন কালিয়াচকের নিকটবর্ত্তী সেরসাহী নিবাসিনী শ্রীমতী পার্ব্বতী দেব্যা চৌধুরাণী মহোদয়া দুর্ভিক্ষনিবারণী সভায় ৪০ টাকা এবং সাধারণরক্ষ্যে সংস্কারার্থ ২০০ শত টাকা প্রদান করিয়া রাজপুরুষগণ ও সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম।

নৈনিতাল জেলে একজন স্ত্রীলোক দায়মাল উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

পঞ্জাব ওরিয়েণ্টাল ইউনিবার্সিটী কলেজ হইতে নিম্নলিখিত পরীক্ষা প্রণালী ধার্য্য হইবার জন্য প্রার্থনা হয়, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন:—

এণ্ট্রান্স, প্রফিসিয়েন্সী ইন আর্টস, ডিপ্লোমা এবং হাই প্রফিসিয়েন্সী ইন আর্টস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরীক্ষা সকলের নামের ঐক্য রাখা হইল না কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

পঞ্জাবের একজন ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেডেণ্ট, ১২ জন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহারা শেসন সোপরদ্দ হইয়াছিল। অবশেষে প্রকৃত হত্যাকারীদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং নির্দ্দোষী ব্যক্তিরা অব্যাহতি পায়। যে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, মিথ্যা সাক্ষী সাজাইয়া নিরপরাধীদিগকে ফাঁসি কাষ্ঠে চড়াইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, আমরা শুনিলাম তিনি ছুটী লইয়া হাওয়া খাইতেছেন।

বিহারে এবার বিস্তর আলু জন্মিয়াছে। রবিখন্দ নিতান্ত মন্দ হয় নাই; ছোলা ও অরহর যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়াছে। এবার আস্রও অপর্য্যাপ্ত হইবে। অতএব এবার লোকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না, তাহার আশা করা যাইতে পারে। স চ।

লক্ষ্ণৌর হলিংসবরী সাহেব গবর্ণমেণ্টকে অব শ্যক সংবাদ দিয়াছেন বলিয়া ১৪০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এত মূল্যের আবশ্যক সংবাদ কি?

মান্দ্রাজ।

গত সোমবার মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, লর্ড হোবার্ট সভাপতি ছিলেন।

মান্দ্রাজের আটর্ণী ও উকীলদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ চলিতেছে।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১,০৮,২৬২ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। তন্মধ্যে কোচিনের রাজা ১০ হাজার, এবং কালাস্ত্রীর রাজা ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বোম্বাই।

বোম্বাইর কৌসাজি জাহাঙ্গীর তত্রত্য কৌসাজি জাহাঙ্গীর হল সাজাইবার জন্য ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বোম্বাইর নর্ম্মাল স্কুল ও শিক্ষা সভা সংক্রান্ত ডাক্তর বিবী আর্জিনিস ক্রাফোর্ড নিদ্রিত অবস্থায় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন। তিনি হাইড্রেট অব ক্লোরেট সেবন করিতেন, সে দিবস বেশী পরিমাণে করাতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে।

বোম্বাই গার্ডিয়ান বলেন, নৌসারিতে পারসী স্ত্রীলোকদিগের এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কুস্তীনামক উপবীত কলে তৈয়ার হইতেছে শুনিয়া প্রায় ১০০ পারসী রমণী তত্রত্য বালিকাবিদ্যালয় আক্রমণ করে এবং সকল দ্রব্য লণ্ড ভণ্ড করিবার ভয় দেখায়, কিন্তু পরে এক পোয়া আন্দাজ তুলা পাইয়া তাহারই উপরে সমুদায় কোপ ঝাড়িল। তাহারা শাপ ও গালি বর্ষণ করিতে২ তাহা ছিঁড়িয়া চলিয়া গেল।

সম্প্রতি আমেদ নগরে একটী মুসলমানের মৃত্যু হইয়াছে। উহার বয়স ১৪৩ বৎসর হইয়াছিল। ইনি যাজকব্যবসায়ী ছিলেন আজন্ম বিবাহ করেন নাই। ইহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকালে বিস্তর লোক সমবেত হন। স, চ,

বোম্বাইয়ের পুলিস কমিসনর সুটার সাহেব বর্দ্ধিত বেতনে জেলের ইনস্পেক্টরজেনরল হইয়াছেন।

ইউরোপ।

রুসিয়াতে সংবাদ পত্রের সংখ্যা ১০০ খানি মাত্র, জর্ম্মাণিতে ২৩০০ খানি।

আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটারি মার্কুইস অব সালিসবরী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে মিডল সেক্স সেসনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

বোম্বাইর রেবরণ্ড নারায়ণ শেষাদ্রি ডবলিন, বেলফাষ্ট ও অন্যান্য আইরিস নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

লর্ড লাইবডেনের মৃত্যু হওয়াতে সার লরেন্স পীল লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসনের সভাপতি হইয়াছেন।

রুসীয় সম্রাট কন্যার বিবাহ স্মরণার্থ তত্রত্য বিবিধ সভা বালক ও বালিকাদিগের জন্য পুরস্কার ও ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ মাঞ্চেষ্টার ও সালফোর্ড হইতে ৮০০০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ দে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডন সংস্কৃত ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন। ইনি লক্ষ্ণৌএর কানিঙকালেজের এক জন বিখ্যাত ছাত্র।

বিবিধ।

ব্রিটিষ ব্রহ্মে ৩২ খানি অনুমতি প্রাপ্ত আফিমের দোকান আছে, গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দিয়া ৩ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন।

কাবুলের অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিরাটের গবর্ণর যাকুব খাঁ গিরেসখ এবং ফরা আক্রমণ করেন। প্রথমটী অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, দ্বিতীয়টী বাধা দিতেছে; যাকুবের পিতা কাবুলের আমীর, পুত্রের বিরুদ্ধে ইহাকে সাহায্য করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মিউনিসিপাল বাজার কলিকাতার দেখা দেখি আরো অনেক স্থানে হইতেছে। সিংহলের গবর্ণর স্বয়ং তথায় এক বাজার খুলিয়াছেন, ব্রহ্মের কমিসনর একটী খুলিবার উদ্যোগে আছেন।

জাপানে এক দল লোক বিদ্রোহী হইয়া এইরূপ কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়াছে:—

(১) বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে।

(২) কোরিয়া আক্রমণ করিবে।

(৩) ইউরোপীয় উপনিবেশীগণের উপর আক্রমণ করিবে।

কালিফর্ণিয়া ও চিনদেশের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা ২॥ মাইল মাত্র।

শ্যামের প্রসিদ্ধ যমজ ভ্রাতাদ্বয়ের মৃত্যু হই-

য়াছে। ইহারা ১৮১১ সালের শ্যামে সমুদ্র তীরস্থ মাকলং নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করে। ১৮২৯ সালে তাহারা ইয়েটস নামক কারোলিয়ানা বাসিনী ভগিনীদ্বয়কে বিবাহ করে। তাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তাহাদিগের সন্তানেরা বাপ্টিষ্ট মতাবলম্বী। তাহাদিগের শরীর সংরক্ষিত করিয়া কোন চিত্র শালিকায় রাখিবার জন্য বহুমূল্যে ক্রয় করিবার কথা হইতেছে। যমজের স্ত্রীরা এজন্য ১০ হাজার ডলার চাহিয়াছে।

আসান্টিরাজ কফি কালীকালী ধরা পড়িয়াছেন। সেনাপতি সার গার্ণেট উল্‌সলী লিখিয়াছেন, রাজা সন্ধিস্থাপন ও অধীনতা স্বীকারের অঙ্গীকার করিয়া ব্রিটিষ সৈন্যগণকে রাজধানীর নিকট লইয়া যান, পরে সেখানে তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর রূপে আক্রমণ করিবার বন্দোবস্ত করেন। প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বিলক্ষণ পটু।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লঙ্কাদ্বীপের কলম্বোনগরে একটী মাদকতা নিবারণী সভা হইয়াছে, কলম্বো অবজার্ব্বরের সম্পাদক ইহার সভাপতি।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম ডাক্তর লিটনার গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি লণ্ডনস্থ সমুদায় ভারতবর্ষীয়কে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপলে তুরস্ক ভাষায় বাইবেল বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাইবেল সোসাইটীর যে সকল এজেন্ট তথায় ছিল, তাহারা ধৃত ও তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠিত হইয়াছে।

মুটুকুমার স্বামী নামে লঙ্কাদ্বীপের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের দন্তাবশেষ এবং তাহার কথোপকথন নামক দুই খানি পুস্তক পালি ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত রামনগর হিত সাধিনী সভার অদ্য তারিখে অতি সমারোহের সহিত অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় বনগ্রাম বিভাগের শ্রীলশ্রীযুক্ত আসিষ্টান্ট মাজেষ্ট্রেট্ সাহেব আগমন করায় ন্যূনাধিক ৩ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভারম্ভ হইলে ১ম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীকান্ত পাঁড়ে একটী সুললিত বক্তৃতা পাঠ করেন। তৎপরে সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দীন নাথ ন্যায়রত্ন স্বরচিত কয়েকটী শ্লোক দ্বারা দেশের অবস্থা এবং আপনাদিগের প্রার্থয়িতব্য বিষয়গুলি অবগত করেন। অনন্তর সাহেব মহোদয় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সভাভঙ্গানন্তর গ্রামের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করত সমস্ত অবস্থা পরিদর্শন করিয়া প্রার্থয়িতব্য রাস্তাটী প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

১৫ই মার্চ্চ রবিবার　　গোবর ডাঙ্গা।

বিগত ১৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বানারস গবর্ণমেণ্ট কলেজের পারিতোষিক বিতরণের সভা মহা সমারোহের সহিত হইয়াছিল। পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মিউর সাহেব বাহাদুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কাশীর মহারাজা ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ডিরেক্টর মেঃ ক্যাম্প সন্ সাহেব প্রভৃতি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় যাবতীয় বড় বড় সম্রান্ত মহাত্মাগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে, ডিরেক্টর বাহাদুর অতীব আহ্লাদ সহকারে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। ছোট লাট সাহেব বাহাদুর উক্ত কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্রগণের প্রতি উৎসাহ কর বাক্য সহকারে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া, সভাস্থমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি অতি শীঘ্রই ভারত ভূমি ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন* করিতেছেন; স্বদেশে গমন করিয়া ও তথায় থাকিয়া, তিনি এতদ্দেশীয়দিগের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন এবং ইহাঁদেরও উচিত যে, সর্ব্বদা তাঁহার বিষয় স্মরণ রাখেন। বারাণসীতে তাঁহার এই শেষ পদার্পণ। তদনন্তর মহারাজ কাশীনরেশ বিশেষ ধন্যবাদ সহকারে পূর্ব্ব বক্তাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন। ছোট লাট সাহেব স্বহস্তে ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

২। উক্ত কলেজের গণিতের অধ্যাপক বাবু লছমী সঙ্কর মিশ্র, ত্রিকোণ মিতির হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করাতে, ছোট লাট সাহেব, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ছোট লাট সাহেবের প্রজাগণের প্রতি বাৎসল্য ভাব যে কতদূর তাহা ইহাতে বিশেষ উপলব্ধি হয়। ইনি এ প্রদেশের শাসন কার্য্যের ভার গ্রহণ অবধি, এতদ্দেশীয় দিগকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন। এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে, ইহাঁর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হন।

৩। ১৮ই মার্চ্চ ছোট লাট সাহেব, বাহাদুর, ডিরেক্টর ও ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে করিয়া জয়নারায়ণ কলেজ, এবং লণ্ডন মিশন হাইস্কুল পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

৪। বারাণসী হোমিও পাথিক দাতব্য ঔষধালয়ের বহিতে বিগত ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের রোগী দিগের যে তালিকা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ মৈত্র ডাক্তর মহাশয়ের অশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে বিগত ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে উক্ত দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপিত হয়। ইহার সংস্থাপন কল্পে এখানকার ভূতপূর্ব্ব জজ মেঃ আইরণ্ সাইড্ সাহেব মহোদয় অনেক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয়তা এবং পরোপকারিতার জন্য তিনি সকলের নিকটই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

বিগত বৎসর উক্ত ঔষধালয়ে সাকুল্যে ১৯১৮৬ জন রোগী উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে ১৩৪৪৪ জন পুরাতন রোগী উপস্থিত ছিল তাহারা সকলই আরোগ্য লাভ করিয়া গিয়াছে। ৫৭৪২ জন নূতন রোগীর মধ্যে অবগত হওয়া গিয়াছে যে ৩৬৮৮ জন, রোগ মুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৮৫৪ জন অনুপস্থিত থাকাতে ফলাফল জানা যায় নাই। ২০০ জন চিকিৎসাধীনে ছিল। দৈনিক রোগীর সংখ্যা ৫২ জনের ও কিঞ্চিদধিক হইত।

১৮৭৪　　তারিখ ২৩ শে মার্চ্চ

বিগত ১৫ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় অত্রত্য অন্যতর জমীদার দেওয়ান হেলিমদাদ খাঁ সাহেবের ভবনে শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্র মোহন কর্ম্মকার এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে ভ্রম ও ব্যাঘাত বিষয় গুলি সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে ঈশ্বর আর মনুষ্যের মধ্যে কিছু মধ্যবর্ত্তী হইলে লোকের ধর্ম্ম জীবন নষ্ট হয়। তন্মধ্যে দেখাযায় সচরাচর লোকে এই তিন কারণে ধর্ম্মসাধন করিতে সক্ষম হয় না। প্রথমত, অহং ব্রহ্মমত ইহাতে নিজকেই ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবর্ত্তী স্বীকার, ইহাতে অন্য কোন ব্যক্তিকে মধ্যে আনিয়া লোকে ব্রহ্ম হইতে ব্যবহিত হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ যে পর্য্যন্ত সম্মুখ হইতে আর আর সমুদয় দূরীভূত হইয়া পরব্রহ্ম সম্মুখীন না হইবেন, তাবৎ কিছুতেই লোকের ধর্ম্ম জীবন সজীবতা প্রাপ্ত হইবে না।

গত ১৯ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অত্রত্য ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে স্থানীয় জমীদার ও ভদ্র লোক ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত পুরস্কার সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্র বৈদ্যনাথ কর্ম্মকারকে একটী মেডেল প্রদান করেন। এই মেডেল অত্রত্য প্রসিদ্ধ দানশালী জমীদার দেওয়ান ছোবহানদাদ খাঁ বাহাদুর দান করেন। সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতার পর চন্দ্রমোহন বাবু স্কুলের আমূল অবস্থা ও অস্মদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষায় অনিচ্ছা এবং জ্ঞানভাব বশতঃ লৎকয়ে দানের পরাঙ্মুখতা অতি সুন্দর ও চমৎকার রূপে বর্ণন করেন। বক্তৃতান্তে কতকগুলি ব্যক্তি দানাঙ্গীকার করেন। কিন্তু দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে উপস্থিত পুরস্কার প্রদাতা খান বাহাদুর সাহেব ও দেওয়ান ছোনমদাদ খাঁ সাহেব অসুস্থতা নিবন্ধন সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

মহাশয়!

জাহানাবাদের এলাকা ভুক্ত ভুরসীট্ট পরগণার সাঁওতা নামক একটী ভয়ানক মাট আছে। তন্মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ প্রজা লোক বাস করে। উক্ত তালুক জনাইয়ের শ্রীমত্যা সর্ব্ব মঙ্গলা দেবীর নিকট হইতে শ্রীরামপুর নিবাসী ও শ্রীযুক্ত বাবু বিহারি লাল সেন নামক এক ব্যক্তি দরপত্তনী গ্রহণ করিয়াছেন এক্ষণে উক্ত তালুক দখল করিবার সময় উক্ত জাহানাবাদ সব ডিবিজনের নিকটস্থ কয়জন জমীদার ও সাওতা গ্রামের কয়েক ঘর প্রজাকে পরামর্শ দিয়া দুরপত্তনীদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করাইতেছেন। এক্ষণে উক্ত সেন রীতিমত মহল দখল করিবার চেষ্টা করায় ঐ গ্রামের নিকটবাসী ধনাঢ্য জমীদার শ্রীযুক্ত মাহাতাবদ্দীন সরকার উক্ত সেনের স্থানে তালুকের অংশ চাহেন। তাহা না দেওয়ায় উপরি উক্ত বিবাদী জমীদারগণ এবং সরকার মহকুর তৎপ্রদেশস্থ সমুদায় প্রজাকে হস্তগত করিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছেন, বর্ত্তমান তালুকদারের সরকারি দীঘীর মৎস্য ধরিয়া লুটতরাজ করিয়া দিয়াছেন এবং খাজানা ইত্যাদি সকল বন্দ করাইয়াছেন। ইহাতেও ক্ষান্ত হন নাই। শুনিতে পাই তালুকদার যে কি পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। সাওতার নিকটস্থ উক্ত কয়েকটী জমীদারের অত্যাচার নিবারণ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। দৃঢ় আশা করিতেছি এই কথা শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর সাহেবের কর্ণগোচর হইলে অবশ্যই বর্ত্তমান তালুকদারের খাজনা আদায় ও জীবন রক্ষা হইতে পারে।

১৮৭৪ শাল } একান্ত বসম্বদ।
২৪সে মার্চ্চ } শ্রীমধুসূদন কলে সাং আদানে
শ্রীগোপালচন্দ্র লাএক সাং মসানান
শ্রীতিনকড়ি বাগ সাং রাউতার

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

		কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	... ...	৬৲ টাকা	৭৷৹
" ষাণ্মাসিক	... ...	৩৷৷৹ "	৪৷৹
" ত্রৈমাসিক	... ...	২৲ "	২৷৵৹
মাসিক	...	৷৹	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	... ...	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৴৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ✓১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীর জ্ঞাত যন্ত্র।

REGISTERED. No 34

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

১ম ভাগ। ৫১ শ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮০—২৯শে চৈত্র শুক্রবার। ১৮৭৪—১০ই এপ্রেল | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

১২৮০ সালের সঙ্গে আজি আমরা বিদায় লইলাম। ভারত সংস্কারকের বয়ঃক্রম ঠিক্ এক বৎসর পূর্ণ হইল। এই প্রথম বর্ষে আমাদিগের যে সকল দোষ, ত্রুটি ও প্রমাদ ঘটিয়াছে, পাঠকগণের নিকট তজ্জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আগামী বারে আমরা নববর্ষে পরস্পরের সহিত শুভসাক্ষাৎ করিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

গত মঙ্গলবার রাত্রে সার জর্জ কাম্বেল পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে যোগে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন, তথা হইতে আগামী সোমবার জাহাজে চড়িয়া বিলাত গমন করিবেন। সার রিচার্ড টেম্পল আমাদিগের নূতন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন।

আমাদিগের নূতন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল আগামী সোমবার পুনরায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে যাত্রা করিবেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন, এখন তাহা দমন রাখিতে না পারিলে টেম্পল মহোদয়ের মান রক্ষা করা ভার হইবে।

দুর্ভিক্ষের চতুর্দ্দশ রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া গেল, ত্রিহুত ব্যতীত অন্য সকল স্থানের অবস্থা উত্তম ও আশাপ্রদ। উত্তর চম্পারণে উপযুক্ত আয়োজন নিবন্ধন অদ্যাপি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে পারে নাই। দিনাজপুরে শস্য আমদানীর অভাবে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বগুড়া ও মালদহের অবস্থা অপকৃষ্ট হয় নাই। সারণে রিলিফ কার্য্য হেতু সাধারণের কষ্ট হয় নাই। মুঙ্গেরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। দক্ষিণ বেহার, সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ ও পশ্চিম বাঙ্গলার অবস্থা মন্দ নহে।

গত অক্‌টোবর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৬ মাসে বঙ্গদেশ হইতে সমুদ্র পথে প্রায় ১৯০,০০০ টন অর্থাৎ প্রায় ৫৫ লক্ষ মণ খাদ্য শস্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

গত ৯ই এপ্রেল সার রিচার্ড টেম্পল লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরী পদ গ্রহণ করাতে তাঁহার স্থানে অনরেবল জন ফর্বিস ডেবিড ইংলিস গবর্ণর জেনারলের কৌন্সেলের মেম্বর রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জয়নগর অঞ্চলে ওলাউঠা রোগ দেখা দিয়াছে। ৪।৫ দিনের মধ্যে ৭।৮ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ১০।১২ জন শ্বসিতেছে। যেরূপ ভাব গতিক শীঘ্র মারীভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। জয়নগর যেরূপ জনাকীর্ণ গণ্ড গ্রাম এবং বহু সংখ্যক গণ্ড গ্রামের মধ্যবর্ত্তী, তাহাতে ওলাউঠা সাংক্রমিক হইলে বিষম বিপত্তি ঘটিবে। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ ও ডাক্তার পাঠাইয়া ইহার বেগ নিবারণ করুন। বারুইপুর প্রভৃতি স্থানেও ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুল টালিগঞ্জ সুবার্ব্বন্ স্কুলের সহিত একত্র হইয়াছে এবং এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ জন্য একটী উৎকৃষ্ট স্থান মনোনীত করা হইয়াছে।

জয়নগর বা কুল্‌পি শাখা রেলওয়ের জন্য যে আবেদন হয়, তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশার্থ বারুইপুর ও ডায়মণ্ড হার্বার মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদ্বয়ের প্রতি আদেশ হয়। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ডায়মণ্ড হার্বারের এসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ইহার আবশ্যকতা বিষয়ে সংশয় করিয়া স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা বোধ করি তিনি সকল বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া এরূপ রিপোর্ট করিয়াছেন। কুলপি বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানকে বন্দর করিলে ত কথাই নাই, কিন্তু তাহা না হইলেও দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য ও আরোহী দ্বারা রেলওয়ে বিলক্ষণ চলিতে পারে সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতে পাই অপার সার্কুলর রোডের নিকট মেছোবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ের ধারে যত রাজ্যের গরুর মাথা, ও মরা কুকুর বিরাল প্রভৃতি আনিয়া প্রতিদিন জড় করা হয়। আহারান্তে বেলা ১০।১১ টার সময় সে পথ দিয়া অনেক অফিসরকে যাইতে হয়, দুর্গন্ধে

তাঁহাদিগের যে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। এই ন্যক্কারজনক পূতি-গন্ধ সকল কোন গুপ্তস্থানে জমা করিলে কি হয় না? যদি রাস্তার ধারে রাখিতে হয়, ঢাকিয়া রাখিলে কি চলে না? আমরা এ বিষয়ে জষ্টিসদিগের বিশেষ দৃষ্টিপাত প্রার্থনা করি।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ডাকোরে মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য আরম্ভ ও করাচী প্রদেশে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। ডাকোরে তাহারা শান্তস্বভাব বৈরাগীদিগের সহিত অকারণে বিবাদ ঘটাইয়া ৫টী প্রাণ হানি করিয়াছে। করাচীতে খৃষ্টান মিসনরীগণ তাহাদিগের ধর্ম্মের বিরোধী পুস্তক বিতরণ করাতে তাহারা গোলযোগ বাঁধাইবার সম্পূর্ণ চেষ্টায় আছে, পুলিস সচকিত ভাবে তাহাদিগের উপর প্রহরিতা করিতেছেন।

ভারত সংস্কারক

সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল।

আমাদের বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা সর জর্জ্জ ক্যাম্বল এতদিন এ দেশের রঙ্গভূমিতে ক্রীড়া করিয়া এক্ষণে প্রস্থান করিলেন। বিগত পরশ্ব রাত্রিকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বাস্পীয় শকট তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে। তিনি বঙ্গভূমির সীমা পরিত্যাগ করিয়াছেন—বোধহয় চিরদিনের জন্য করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ভারতের চতুঃসীমার বহির্ভূত হন নাই। অন্ততঃ আর চারিদিন ভারতমৃত্তিকা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে। আগামী সোমবার "পিও" নামক বাস্পীয় অর্ণবতরি বোম্বাই হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ইউরোপের অভিমুখে যাত্রা করিবে।

ঐতিহাসিক মহানাটকের যে অঙ্ক সম্প্রতি পরিসমাপ্ত হইল, তিন বৎসর কাল ব্যাপিয়া তাহা অভিনীত হইতেছিল। এই মহাঙ্ক মধ্যে ক্যাম্বল সাহেবই প্রধান নায়ক ছিলেন সন্দেহ নাই। অন্যান্য অনেক অভিনেতার অংশ ইতি মধ্যে অভিনীত হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁহার অংশকে অতিক্রম করিয়া আর কোন অভিনেতার অংশ ক্রীড়ার মধ্যস্থল অধিকার করিতে পারে নাই। এ তিন বৎসর তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

এ তিন বৎসর ব্যাপিয়া ক্যাম্বেল মহামতি তাঁহার যে অংশ কতিপয় অভিনয় করিয়া গেলেন, তাহা যে নীরস এ কথা তাঁহার অতিবড় শত্রুরাও বলিতে সাহসী হইবেন না। সে সমস্ত যদি নীরস হইত তাহা হইলে সাধারণের চিত্ত বৃত্তি তৎপ্রতি কখনই এত প্রবল রূপে আকৃষ্ট হইতে পারিত না। তিনি যে লোকের দৃষ্টিকে এ দীর্ঘকাল তৎপ্রতি স্থিরনিবিষ্ট রাখিতে শক্ত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অভিনীত অংশের রসোদ্দীপনী শক্তি নিসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। তবে তিনি কোন্ রস উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা অবশ্যই সকলের সমালোচ্য এবং এক্ষণে চিন্তাশীল লোকদিগের সিদ্ধান্ত স্থলে উপনীত হইয়াছে।

তিনি এ দেশের রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিয়াই ইংরাজ সিবিলিয়ানগণের চিত্ত বৃত্তিকে শঙ্কাকুল করিলেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে বর্ণার্ড সাহেবকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া তিনি তাঁহার বঙ্গদেশস্থ শ্বেতাঙ্গ ভ্রাতাদিগকে ভয় চমকিত করিয়াছিলেন। এই কার্য্য দ্বারা ক্যাম্বল সাহেব বঙ্গদেশস্থ সিবিলিয়নগণের বিষনয়নে পড়িলেন। ক্যাম্বল সাহেব তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিলেন যে এ বন্দবস্ত অল্প দিনের জন্য। সে আশ্বাস বাক্যের অনুযায়ী কার্য্যানুসরণে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সকলে ক্রমে অধিকতর রুষ্ট হইয়া সংবাদ পত্রাদির স্তম্ভ সকল তাঁহার দুর্ণাম রটনায় পূর্ণ করিতে লাগিল। ক্যাম্বল সাহেবের বিরুদ্ধে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সমাজের অন্তঃকরণে যে সংস্কার এক্ষণে গাঢ়-প্রোথিত হইয়াছে, এই সকল শ্বেত হস্ত প্রসূত রচনাবলীই তাহার মূল বীজ বপন করিয়া থাকিবে। তৎপরে ঘটনার পর ঘটনা এরূপ একাদিক্রমে সংযোজিত হইতে লাগিল, যদ্দ্বারা সেই সংস্কারের মূলে নিরবচ্ছিন্ন জলধারা সিঞ্চিত হইতে রহিল। যে জন্যই হউক ক্যাম্বল সাহেব যে এতদ্দেশীয় কোন সম্প্রদায়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার হস্ত বিস্তর কার্য্য প্রসব করিয়াছে। বোধ হয় আর কোন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এত কার্য্যরাশি উৎপাদন করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে কার্য্যশীলতা ও ক্ষিপ্রকারিতার অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কার্য্য সকল গভীর চিন্তা প্রসূত বা সতেজ প্রতিভাসম্ভূত নহে। তাঁহার প্রকৃতি কার্য্যের জন্য ব্যস্ত হইত বলিয়া তিনি কার্য্য করিতেন। চিন্তার গভীরতা থাকিলে তাঁহার কার্য্য শক্তি অপেক্ষাকৃত সংযত থাকিতে পারিত। সে সংযমন শক্তি তাঁহার আয়ত্তাধীন থাকিলে নানাবিধ অকার্য্য সৃষ্টি করিয়া ক্যাম্বল সাহেব চতুর্দ্দিকে বিসম গোলযোগ ঘটাইয়া বসিতেন না। তাঁহার কার্য্য শক্তি উর্ব্বরা বটে, কিন্তু তন্নিবন্ধন বিস্তর কণ্টকীলতা বঙ্গক্ষেত্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্যাম্বল সাহেবের এই অসাধারণ কার্য্যশীলতার মূলে একটী ভাব বিশেষ বলবৎ হইয়া, তাঁহাকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিয়াছে। সেটী তাঁহার শাক্তধর্ম্মানুরাগ। আমরা তাঁহার সকল কার্য্যের মূলে এই শাক্ত ধর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়াছি। এই জন্য তিনি যাবতীয় বিভাগের কার্য্য শাসন-বিভাগের অধীনে আনিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করি-

য়াছেন এবং মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে সকল ক্ষমতা ও সকল ভার সমর্পণপূর্ব্বক নানা বিভাগের রাশরজ্জু সেখানে একত্র করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যে তিনি সহস্র দোষ সত্ত্বেও পুলিসের উপর কটাক্ষপাত করিতে পারেন নাই এবং কার্য্যবিধি আইনকে অত্যাচারের অনুকূল করিয়া দিয়াছেন। সুবিচার ও দেশের বিচারপতিগণকে শাক্তধর্ম্মের হন্তারক দেখিয়া তৎপ্রতি তাঁহার আক্রোশাগ্নি প্রতিনিয়ত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রকে তাঁহার উদ্দেশ্যের বিপক্ষ দেখিয়া তৎপ্রতি ঘন ঘন ক্রোধ গর্জ্জন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ক্ষমতা হইতে স্বতন্ত্র এমত কোন শক্তির অস্তিত্ব পর্য্যন্তও তাঁহার সহ্য হয় নাই। হাইকোর্ট ও ইউনিবার্সিটীর স্বতন্ত্রতার প্রতি তাঁহার তীব্র আক্রোশ ছিল। ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবার অল্প দিন মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিবাদ ঘটাইলেন। ইউনিবার্সিটীর স্বতন্ত্রতার অপহরণই এই বিবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ইউনিবার্সিটীকে তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে বলেন, ইউনিবার্সিটী তাহাতে অস্বীকৃত হন; বিবাদ বাঁধিলে, গবর্ণর জেনরল বাহাদুর মীমাংসা করিয়া ইউনিবার্সিটীর স্বতন্ত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিলেন। ইউনিবার্সিটী তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না, তিনিও ইউনিবার্সিটীর উপাধিধারীদিগকে রাজকর্ম্ম প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন না। ইউনিবার্সিটী তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলেন, তিনিও ইউনিবার্সিটীকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে কেহ তাঁহার শাসন বিভাগের কর্ম্মচারিত্বে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না। এইরূপে দেশীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার নূতন নিয়ম ব্যবস্থিত হইল।

উচ্চ শিক্ষা ইউনিবার্সিটীর প্রাণ, ক্যাম্বেল সাহেব ইহার প্রাণ মূলে অস্ত্রাঘাত করিতে মনস্থ করিলেন। অনেক গুলি উচ্চশিক্ষার কালেজের উচ্চ শাখা সকল ছেদন করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন এবং তদুদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা এ প্রকার সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন যে তদ্দ্বারা কোন ফল লাভের প্রত্যাশা নাই। অধিকন্তু তিনি নির্দ্ধারণ করিলেন যে উচ্চশিক্ষা আপনার ব্যয় ভার আপনি বহন করিবে, রাজকোষ হইতে কেবল সাধারণ শিক্ষার জন্য আনুকূল্য দান করা কর্ত্তব্য।

হাইকোর্টও এই স্বাতন্ত্র্য জন্য তাঁহার বিষনয়নে পড়িলেন; ইহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগেরও তিনি পদহানি করিতে ছাড়িলেন না। দেশীয় মুন্সেফদিগকে হাইকোর্ট সুবিচারক বলিয়া প্রশংসা করেন, ক্যাম্বল সাহেব তাঁহাদের কোন যোগ্যতা দেখিতে পান না। নব্য উকীলদিগকে হাইকোর্ট সুখ্যাতি করেন, ক্যাম্বল সাহেব তাহাদিগকে অপদার্থ ভাবেন। হাইকোর্ট অপরাধী বলিয়া যদি কোন পুলিস কর্ম্মচারীকে শাসন করেন, ক্যাম্বেল সাহেব তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি দেন, হাইকোর্ট যদি কোন শাসনবিভাগীয় কর্ম্মচারীর অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন, ক্যাম্বল সাহেব তখনি তাঁহাকে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরস্কার বিধান করেন।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সকল তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতে লাগিল দেখিয়া তিনি বিধিমতে তদীয় ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দণ্ডবিধি আইনের বিদ্রোহ বিষয়ক ধারাকতিপয় পরিবর্ত্তিত করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের মস্তকোপরি গুরুদণ্ড উদ্যত রাখিলেন এবং ব্যবস্থা করিলেন যে তাঁহার কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কেহ সংবাদ পত্রের সঙ্গে সংস্রব রাখিতে পারিবেন না। যখনি সুযোগ পাইয়াছেন, তখনি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি তীব্র উক্তি প্রয়োগ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণও এই জন্যে তাঁহার আক্রোশভাজন হইয়াছিল। তাহারা দুর্ব্বলপ্রকৃতি অথচ স্বাধীনভাবে তাঁহার রাজকার্য্য সকল সমালোচনা করে, তাঁহার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উত্থাপন করে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে সভা আহ্বান করিয়া ইংলণ্ডের নিকট আবেদন করে ইহা তাঁহার পঞ্জাবী প্রকৃতি সহ্য করিতে অক্ষম। তিনি বহুকাল পঞ্জাবে থাকিয়া পঞ্জাবী নিয়ম বহির্ভূত প্রণালীর মধ্যে কার্য্য শিক্ষা করেন, এবং তদ্দেশসুলভ 'আদব কায়েদা' ও মানসিক হীনবীর্য্যতার সঙ্গে একাদিক্রমে পরিচিত হন সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্বাধীন প্রকৃতি বঙ্গদেশের স্বাধীন আচরণ তাঁহার অনভ্যস্ত চক্ষে বিকৃত, উদ্ধত ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বোধ হইতে লাগিল। বঙ্গদেশীয় কৃতবিদ্যগণের এ ঔদ্ধত্য নিবারণে তাঁহার আগ্রহ স্বভাবতই প্রধাবিত হইল। তিনি ইহাদিগকে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। সকল অনিষ্টের মূল ইহাদের উচ্চ শিক্ষা তাঁহার চক্ষুশূল হইল। এই সকল কারণে তিনি নানাবিধ পরিবর্ত্তন সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেশীয় কৃতবিদ্যগণকে যে পরিমাণে পেষণ করিতে লাগিলেন, কৃতবিদ্যগণের লোকানুশাসনও সেই পরিমাণে তাঁহাকে পেষণ করিতে লাগিল। তিনি বঙ্গদেশের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন, বঙ্গদেশও তাঁহার সংস্করণে প্রবৃত্ত হন এবং ইহা অতি সুখের বিষয় বলিতে

হইবে যে বঙ্গদেশ এ বিষয়ে নিতান্ত অকৃতকার্য্য হন নাই। আমরা যখন তাঁহাকে বিদায় দিলাম তখন তিনি আর পূর্ব্বকার পঞ্জাবী ক্যাম্বেল ছিলেন না, কিন্তু অনেকটা বঙ্গদেশীয় ক্যাম্বল হইয়াছিলেন। আমরা স্থানাভাবে এবার এ প্রস্তাবের শেষ করিতে পারিলাম না।

কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজার আইনের পাণ্ডুলিপি।

রেবিনিউ বোর্ডের প্রসিদ্ধ সক সাহেব কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজার আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া বিগত ২৮শে মার্চ্চ দিবসে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় সমর্পণ করিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর জষ্টিসেরা ধর্ম্মতলা বাজারের সন্নিকটে একটী নূতন বাজার বসাইয়া পুরাতন বাজারটী ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। তাহাতে পুরাতন বাজারটীর অধিকারী কলুটোলার শীল বাবুরা মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান সভাপতি হগ সাহেবের নামে নূতন বাজারটী রক্ষা করণার্থ তাঁহার বহুবিধ অন্যায়াচরণ এবং মিউনিসিপালিটীর ধনাগার হইতে অবৈধ অর্থ ব্যয় জন্য মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। হগ সাহেব জষ্টিসদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে বাজারটী বসাইবার ও রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের হস্তে আবশ্যক মত অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা নূতন ব্যবস্থাপনা দ্বারা অর্পিত হওয়া আবশ্যক। ১৮৭১ সালের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ৮ আইনদ্বারা সে ক্ষমতা তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হয় নাই, অন্ততঃ অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবদিগের এইরূপ মত। পক্ষান্তরে ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে বিবাদ ভঞ্জনের উদ্দেশে ৭ লক্ষ টাকা পণে শীল বাবুদিগের ধর্ম্মতলার বাজারটী ক্রয় করিবার ক্ষমতা সেই ব্যবস্থাপনা দ্বারা জষ্টিসদিগের হস্তে অর্পিত হওয়াও বিধেয়। মিউনিসিপালিটীর এই নির্দ্ধারণ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হওয়াতে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে এ বিষয়ের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনাস্থলে স্থাপিত হইয়াছে।

সক সাহেব বলেন যে,

"ন্যূন একাদশবর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইলে কলিকাতার যাবতীয় বাজারের অবস্থার প্রতি ইহার দৃষ্টি পতিত হয়। মিউনিসিপালিটীর ইচ্ছানুসারে বাজারের অধিকারীরা আপন আপন বাজারের অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হন, কেবল ধর্ম্মতলা বাজারের অধিকারীরা এ বিষয়ে মিউনিসিপালিটীর ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করেন। যে সকল কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহারা তৎকালে আইনদ্বারা বাধ্য হইয়াছিলেন, তদধিক সাধারণের হিতজনক কোন সংস্কারে তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করা মিউনিসিপালিটীর সাধ্যাতীত হইয়াছিল, ১৮৬৬ শালে মিউনিসিপাল আইন সংশোধিত হয় এবং তাহাতে বাজার সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর হস্তে অধিকতর ক্ষমতা অর্পিত হয়। সেই ক্ষমতা বলে মিউনিসিপালিটী কতকগুলি নূতন সংস্কার ধর্ম্মতলার বাজারে প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু তদীয় অধিকারীরা নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তথনও বাজারের অবস্থা আশানুরূপ হইল না। ঐ বৎসর যখন সক স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, তখন মিউনিসিপালিটীর হস্তে ১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয় এবং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে ঐ উদ্বৃত্তের টাকায় মিউনিসিপাল বাজার স্থাপনার্থ এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করা হইবে। প্রস্তাবটী জষ্টিসদিগের মনঃপূত হইল এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন প্রদত্ত হইল। তৎপরে তিনি মিউনিসিপালিটী হইতে অবসর লইলে কয়েকটী আপত্তি উত্থাপিত হওয়াতে প্রস্তাবটী আপাততঃ স্থগিত থাকিল। পরে ১৮৭০ শালে প্রস্তাবটী পুনরায় উত্থিত হইল এবং তৎকালে চেয়ারম্যান প্রস্তাব করিলেন যে ওয়েলিংটন স্কোয়ার এই কার্য্যার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রস্তাব অধিকাংশ জষ্টিসের মনোমত না হওয়াতে পরিত্যক্ত হইল এবং বাজার স্থাপনের মূল প্রস্তাব পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একটী বিশেষ কমিটী নিয়োজিত হইল। ১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসে কমিটী ধর্ম্মতলার বাজারটী ৬ লক্ষ টাকা পণে ক্রয় করিয়া তাহাকে মিউনিসিপাল বাজারে পরিণত করিবার এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে জানবাজার ও লিণ্ডসে ষ্ট্রিটের মধ্যবর্ত্তী স্থলে এক খণ্ড ভূমি গ্রহণানন্তর একটী নূতন বাজার বসাইবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। চেয়ারম্যান সাহেব তাহাতে ধর্ম্মতলার বাজারটী ক্রয় করাই বিবেচনা স্থির করিলেন। কিন্তু জষ্টিসেরা অন্য মত হইয়া নূতন বাজার সংস্থাপনের পক্ষ হইলেন। শেষোক্ত প্রস্তাব ধার্য্য হইলে, তদনুসারে ১৮৭১ সালের ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের বিধানানুসারে মিউনিসিপালিটী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৬লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্তাবিত স্থানে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে বাজারের উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান চেয়ারম্যান সাহেবের মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের অবসানকালে সেখানে প্রস্তাবিতবাজার বসান এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।"

সক সাহেবের উক্তি এক পক্ষের উক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। অপর পক্ষের উক্তি যে কোন কোন অংশে অন্যরূপ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হগ সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য যে এই পাণ্ডুলিপির সৃষ্টি হইয়াছে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এটী না হইলে হগ সাহেবের মান রক্ষা ও লজ্জা নিবারণের আর অন্য উপায় ছিল না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার প্রস্থান সময়ে সাধারণের বিরাগ জনক এই "ছেঁড়ালেটা" কে তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইতে দিয়া ভাল কর্ম্ম করেন নাই। তিনি হগ সাহেব কে বাঁচাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু ব্যবস্থাপনা দ্বারা করদাতা গণের উপর যে নিদারুণ ঋণ ও করভার অর্পণ করা হইতেছে তাহা তিনি আদৌ বিবেচনাস্থলে আনিলেন না। বাজারটী বসা-

ইতে গিয়া হগ সাহেব যেরূপ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন, তাহার সমস্তই যে বৈধ ব্যয় নহে তাহা বলিয়া বুঝাইতে হয় না এবং জষ্টিশেরাও তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে, তাহা জষ্টিশদিগের হস্তে বা তাহাদের চতুর চেয়ারম্যানের হস্তে, করপ্রদাতাগণের অর্থ যদৃচ্ছা ব্যয় করিবার সনন্দ স্বরূপ হইল। যদি মিউনিসিপালিটী ধর্ম্মতলার বাজারটী ক্রয় করেন, করপ্রদাতাগণকে ৭ লক্ষ টাকার ঋণ ভার ও তদুপরি নূতন বাজার বসাইবার ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে ৬ লক্ষ টাকার ঋণও তাঁহাদের স্কন্ধে চাপান আছে।

যদি মিউনিসিপালিটী বাজারটী ক্রয় না করেন, তাহা হইলে একটী বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারের সম্মুখে, তদীয় নূতন বাজারটী রক্ষা করিতে গেলে যে কত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, তাহা এখন নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ব্যাপারীদিগকে রাশিরাশি উৎকোচ প্রদান করিতে হইবে, মোকর্দ্দামার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এ সকল নিশ্চয়ই নিত্যকর্ম্ম হইবে এবং কতদিন পর্য্যন্ত যে এরূপ চলিবে তাহা এখন কেহ বলিতে পারে না।

মিউনিসিপালিটী, বাজারটী এখন ছাড়িয়াও দিতে পারেন না। এত টাকা ব্যয় করিয়া বাজারটী বসাইয়া, এত কাণ্ডের পর মিউনিসিপালিটী এখন কোন্‌মুখে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন? মিউনিসিপালিটীকে অন্ততঃ সম্ভ্রম রক্ষার্থে প্রথম দুইটার একটী পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে; এবং যে পন্থাই অবলম্বন করিবেন তাহাতেই করপ্রদাতাগণেরই সমূহ সঙ্কট। ব্যবস্থাপক সভা এ বিষয়ে মিউনিসিপালিটীকে সাহায্য করিতে গিয়া ইহার অপব্যয়ের ক্ষমতাকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন মাত্র।

আর একটী বিষয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছি। যখন প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনে কলিকাতার যাবতীয় করপ্রদাতাগণের লাভালাভ আছে এবং তাহাদের এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ ন্যায়তঃ আবশ্যক বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে, তখন কমিটীকে পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিবেচনা ও রিপোর্ট করিবার জন্য ১০ দিনমাত্র সময় দেওয়া নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই কয়জন ব্যক্তির উপর পাণ্ডুলিপিটী বিবেচনা পূর্ব্বক রিপোর্ট করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে:—১ হগ সাহেব যিনি প্রস্তাবিত আইনের প্রার্থী; ২ সক সাহেব যিনি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা; ৩ মৌলবি আবদুল লতিফ, যিনি একজন সক সাহেবের অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং (৪) বাবু দুর্গাচরণ লাহা। এই চারিজন ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই কেবল স্বীয় ক্ষমতানুসারে স্বাধীনভাবে বিবেচনা করিতে সক্ষম। কিন্তু একাকী তিনি কি করিবেন? সমস্তই যে হগ এবং সক সাহেবের মতানুসারে সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। সক সাহেব কমিটীর চেয়ারম্যান। তাঁহার দুই 'ভোট', তৎসঙ্গে হগ সাহেবের এক 'ভোট' একত্র হইলে কার্য্যসিদ্ধির যথেষ্ট উপায় হইল। বাবু দুর্গাচরণ লাহার ভোটের সহিত মৌলবি আবদুল লতিফের 'ভোট' মিলিত হইলেও পাণ্ডুলিপিটী বিধিবদ্ধ হইবার বিপক্ষে কোন বলই প্রকাশ করিতে পারিবে না। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক কৌন্সিল বাধ্য হইয়া পাণ্ডুলিপিকে আইনের ক্ষমতায় ভূষিত করিবেন। এক্ষণে ভারত বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায়ানুমোদিত বিবেচনার উপরেই আমাদিগের একমাত্র নির্ভর।

উচ্চপদ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য যে সমুদায়তঃ এতদ্দেশীয়দিগের উপর অর্পিত হইবে আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না—হইলেও তদ্দ্বারা আপাততঃ বড় অধিক শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ কর্ম্মে এতদ্দেশীয় জনগণ নিয়োজিত হইলে এক্ষণকার অপেক্ষা রাজকার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এতদ্দেশীয়দিগের হস্তে গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ কার্য্যভার অর্পণ করিলে, অনেক ভয়াতুর ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ মনে করিতে পারেন, যে তাহাতে রাজনৈতিক বিপৎপাতের সম্ভাবনা। এ প্রকার আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বলিয়া নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টেরই স্বার্থান্বেষণ ও স্বার্থসাধনেই তৎপর থাকিবেন। কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদিগের স্বার্থের অভিন্নতা রহিয়াছে। এক্ষণে যে সমস্ত অনুচ্চ পদে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাহাদিগের দৃষ্টান্ত আমাদিগের উপরের উক্তিটি সপ্রমাণ করিতেছে। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ পদসকলে যখন ইংরাজগণই নিযুক্ত রহিলেন, এবং নিম্ন শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্য ও কৌশল নিয়মিত ও শাসিত করিবার ভার যখন তাঁহাদিগেরই হস্তে অবস্থিত রহিল, তখন আর নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্য এবং গতিবিধিতে সন্দেহ করিবার কি সম্ভাবনা রহিল? কিন্তু এ বিষয় মীমাংসা করিতে গেলে আর একটী প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সুশিক্ষিত ভারতবাসিগণ দ্বারা অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালিত হইলে যদি রাজনৈতিক বিপৎপাতের সম্ভাবনা হয়,

তাহাহইলে আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত এক্ষণকার সুশিক্ষার ফল অনিষ্টকর কি না? এক্ষণকার সুশিক্ষার ফল যদি ইংলণ্ডের পক্ষে অনিষ্টকর না হয়, তবে ভারতবাসী সুশিক্ষিত কর্ম্মচারিগণ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করা নিতান্ত অমূলক বলিতে হইবে। কিন্তু ভারতবাসিগণের জ্ঞানোন্নতি যদি রাজনৈতিক অমঙ্গলের কারণ বলিয়া উপলব্ধ হয়, তবে সেই অমঙ্গল যে ভারতবাসিগণকে উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত রাখিলেই নিবারিত হইতে পারিবে তাহা কখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় না। প্রত্যুতঃ তাহাদিগকে অধিকাংশ উচ্চপদ অর্পণ করিলে, গবর্ণমেণ্টের উদারতা এবং প্রজাবৎসলতার পরিচয় পাইয়া, এতদ্দেশীয়গণ অধিকতর রাজভক্তি ও সন্তোষ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু জ্ঞানোন্নতি হইতে যে কোন রাজনৈতিক অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুতঃ ইহাতে যে ইংরাজ সাম্রাজ্য অধিকতর বদ্ধমূল হইবে, রাজনীতিজ্ঞেরা তাহা ইতিপূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সে আশঙ্কা করা অনাবশ্যক।

গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ উচ্চপদ এক্ষণে সিবিলিয়ান মহোদয়গণের দ্বারা একাধিকৃত হইয়া আছে। এই মহোদয়গণ যে শুদ্ধ অর্থলোলুপ হইয়া সাতসমুদ্র পারে অস্বাস্থ্যকর ভারতভূমিতে চাকরী স্বীকার করেন, তাহা বলা বাহুল্য। এখানে আসিয়াও তাঁহাদিগের হৃদয় সেই আত্মীয়পরিজন পরিবৃত স্বদেশমধ্যে সদাকাল বিচরণ করে। এ দেশের লোকের সহিত তাঁদিগের সম্পর্ক নাই, সহানুভূতিও নাই। তরুণ বয়স হেতু তাঁহাদিগের শোণিত অত্যুষ্ণ থাকে, বুদ্ধির পরিণতি হয় না এবং অভিজ্ঞতা জন্মে না। এ প্রকার ধাতুর লোক কতদূর উচ্চপদ প্রাপ্তির যোগ্যপাত্র, তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে।

শুদ্ধ কতিপয় পুস্তকের জ্ঞান পরীক্ষা যে সকল উচ্চপদের দ্বার স্বরূপ, তাহাতে কখন উত্তম লোক নিয়োজিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে বয়সে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার নিয়ম আছে, সে বয়সে তদ্রূপ গুরুতর কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মে না। নূতন সিবিলিয়ানেরা যৎকালে দেশে আসেন দেশীয় সমুদায় বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকায় তাঁহাদের দ্বারা অনেক সময়ে যে অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ সংঘটিত হয় না, আমরা এমত বিশ্বাস করিতে পারি না। ইংরাজী সাহিত্য এদেশের অযথা বিবরণে পরিপূর্ণ। সেই সাহিত্যলব্ধ কুসংস্কার সম্পন্ন তরুণ বয়স্ক যুবকগণ যখন অধীন ভারতবাসিগণের উপর কর্ত্তৃত্ব পান, তখন সে কর্ত্তৃত্ব হইতে যে কত অনিষ্টোৎপাতের সম্ভাবনা, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। বহুকাল এখানে অবস্থান ও বহুদর্শনলাভ না করিলে সে সমস্ত কুসংস্কার দূরীভূত হইতে পারে না। তাহাও আবার সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অনেকে হয়ত চিরকাল সমান বিদ্বেষী থাকিয়া যান। যাঁহাদিগের হৃদয় উদার, শিক্ষা উন্নত, জন্ম ভদ্রবংশে, তাহাদিগেরই চিত্ত ক্রমে প্রশস্ত হয়। এই সমস্ত ইংরাজ সিবিলিয়ান মহোদয়গণ এখানে নূতন উপস্থিত হইলে ইহাদিগকে মফঃস্বলের দূরদেশে প্রভূত ক্ষমতাপন্ন করিয়া প্রেরণ করা হয়, সেখানে তাহাদিগের মনোময় রাজ্য। "যত দূর দৃষ্টি যায়, এ বিশাল রাজ্যের আমি একাধিপতি" কাউপারের এই পদের অর্থ তখন তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া সুখী হয়েন। ইহাতে রাজকার্য্য যেরূপ সম্পন্ন হয়, অবস্থা গতিক দেখিয়া তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

এই শ্বেতকায় সিবিলিয়ানগণ যদি একস্থানে অধিককাল অবস্থিতি করিতেন, তাহা হইলে আর প্রজাবর্গের ক্লেশের ইয়ত্তা থাকিত না। সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাঁরা প্রায় স্থানান্তরিত হইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে দুই এক জন সাধারণ নিয়মের নিপাতন স্বরূপ উত্তম কর্ম্মচারীও আসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রায়ই এক অবতারের স্থানে অনুরূপ আর এক ধর্ম্মাবতার আসিয়া উপস্থিত হন। স্কন্ধ পরিবর্ত্ত করিতে যে কয়েকদিন যায় সেই কয়েক দিনই প্রজাবর্গের আরাম। নূতন ধর্ম্মাবতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে যে রামরাজ্য সেই রামরাজ্য! এই সিবিলিয়ানগণ কর্ম্মপ্রাপ্ত হইবার পর, কেবল অবসর খুঁজিতে থাকেন কবে বাড়ী যাইবার জন্য বিদায় পাইবেন। একবার বিলাত যাইলেন ত এক বা ততোধিক বৎসরের ফের পড়িল। আমরা দেখিয়াছি, এমত অনেক উচ্চপদ আছে, যাহা চিরকালই প্রতিনিধি ব্যক্তি দ্বারা চলিয়া আসিতেছে। তাহার কারণ শুদ্ধ সিবিলিয়ানগণের সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ যাত্রা। সিবিলিয়ানগণের সর্ব্বদা বিলাত যাত্রায় যে কতদূর রাজকার্য্যের ক্ষতি হয়, তাহা অপরিমেয়। কিন্তু তাহাতে কি, ইংরাজরাজত্বে বিলাত যাইবার নিয়ম কখন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ইহাতে যত কেন ক্ষতি হউক না, অর্থনাশ হউক না, তাহা বলিয়া ইংরাজগণ দুই তিন বৎসর বিলাতে না থাকিলে কি কখন কার্য্য চলিয়া থাকে? ভারতবাসী কর্ম্মচারীগণ যদি গৃহে যাইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে যান, তবেই বিপত্তি ঘটিয়া উঠে। আমরা বিলাত যাইবার জন্য বিদায়ের নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছি না, কিন্তু অধি-

কাংশ যে সমস্ত কার্য্য ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহাতে এতদ্দেশীয় জনগণ নিযুক্ত থাকিলে, সেই নিয়ম নিবন্ধন অনিষ্টের সম্ভাবনা অল্পই দৃষ্ট হইবে।

ইংরাজ সিবিলিয়ানগণ এতদ্দেশীয় অধিকাংশ রাজকার্য্য চালাইবার যে রূপ যোগ্যপাত্র, আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। তাঁহাদিগের অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে সকল কারণে তাঁহাদিগের অযোগ্যতা ঘটে, সুশিক্ষিত বহুদর্শী ও সুদক্ষ ভারতবর্ষবাসী কর্ম্মচারীতে সে সমস্ত কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। অতএব রাজকার্য্যের উচ্চপদ সকল ভারতবাসিগণ প্রাপ্ত হইলে, যে রাজকার্য্যের অধিকতর সুশৃঙ্খলতা ও উন্নতি সংসাধিত হয়, তাহা বিলক্ষণ অনুমিত হইতে পারে। যাঁহারা বলেন, রাজনৈতিক বিপৎপাতের সম্ভাবনা তাহারা কেবল গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করেন। স্বজাতির উন্নতির পথ পাছে রুদ্ধ হয় বলিয়া তাঁহারা ঐরূপ স্বার্থপর বাক্য প্রচার করিয়া থাকেন। বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত, যে ভারতবাসিগণের যে প্রকার জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের উচ্চপদ প্রাপ্তির অধিকারও জন্মিতেছে কি না? যদি সে অধিকার স্বীকৃত হয়, এবং ভারতবাসিগণ উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিলে রাজকার্য্য পরিচালনের অধিকতর সুবিধা ও ব্যয়ের ন্যূনতা ঘটে, তবে কি বিবেচনায় আর তাহাদিগকে উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে? পূর্ব্বে যে বিবেচনায় এদেশে শিক্ষা দানের প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, এক্ষণে সেই শিক্ষা দানের ফল যখন ফলিতে লাগিল, তখন সে বিবেচনানুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা হয় না কেন? ভারতবাসিগণ দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হইলে, সেই কার্য্যের অনেক সুবিধা ঘটিবে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিক্ষাদান প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, এইরূপ বিবেচনা কি ঐ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে প্রবর্ত্তিত করে নাই? তবে কেন গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে কুণ্ঠিত হইতেছেন? তাঁহাদিগের পূর্ব্বকার রাজনৈতিক কৌশলে কি প্রমাদ ঘটিয়াছে? সে কৌশল যদি ভ্রমশূন্য হয়, তবে কেন উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য প্রণালী অবলম্বিত না হয়? আমাদিগের আশা উন্নত করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট কি সে আশা পূর্ণ করিবেন না? যে প্রকার যথার্থ যুক্তি করুন, যে প্রকার বিবেচনা করুন, যুক্তি ও বিবেচনার পথ অবলম্বন করিলে, রাজকার্য্যের উচ্চ পদ সকল যে ভারতবাসিগণকে প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এদেশীয় গণকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার বিরুদ্ধে একটী প্রবল আপত্তি হইতে পারে, যে ইহাঁদের এখনও নৈতিক যোগ্যতার অভাব আছে। থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে না পাইলে সে অভাব পূরণের উপায়ন্তর কোথায়? 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ' কার্য্যভার স্কন্ধে পড়িলে উপযুক্ত বুদ্ধি ও যোগ্যতাও স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। কাহার কি গুণ ও ক্ষমতা আছে, তাহা কে বলিতে পারে? আপাততঃ যতদূর সাধ্য উৎকৃষ্ট লোক নির্ব্বাচিত করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হউক, ক্রমে অনেক উপযুক্ত লোক দৃশ্যমান হইবে।

প্রাপ্ত।

আমাদিগের ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র।

অতি প্রত্যুষে অমৃতীদার সরাই হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালদহাভিমুখে গমন করিলাম। হিমমিশ্রিত উত্তর প্রাতঃ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছিল। শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া আপাদ মস্তক লেপ দ্বারা আবৃত করিয়া নিদ্রিত হইলাম, কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় ছিলাম বলিতে পারি না। গহনবিহারী বিহঙ্গমগণের প্রভাতী কূজনে নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান করিয়া দেখি নিবিড় আম্রকাননের মধ্য দিয়া আমাদিগের শকট গমন করিতেছে। চ্যূত মুকুল গন্ধে দিক্ বিমোহিত। ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষিকা সকল মধু সংগ্রহ জন্য ব্যস্ত হইয়া চৌদিকে ধাবমান হইতেছে। শাখায় বসিয়া পিককুল অমৃত বর্ষণ করিতেছে। বনকপোত শালিক প্রভৃতি নানা বর্ণের পক্ষী সকল ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছে। আম্র বাগানের শোভার পরিসীমা নাই। এমন একটী বৃক্ষ নাই যাহা মুকুলিত হয় নাই। এক একটী বৃক্ষের শত শত কলম করা হইতেছে। শাখার নিম্নে সারি সারি মৃত্তিকাপূর্ণ টব সকল 'মাচা' করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। শাখা হইতে ফল নির্গত হইয়া তাহাতে পতিত হইয়াছে। একটী স্বতন্ত্র বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে শাখা ছেদন করিয়া তাহাকে স্থানান্তর করা হয়। এই সকল কলম বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এইগুলি মালদহের উত্তম বৃক্ষ। আম্র উদ্যানের যে দিকে নিরীক্ষণ করা যায়, সেই দিকেই এইরূপ বৃক্ষ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায় সকল বৃক্ষেরই কলম করা হইতেছে। শুনিলাম যে এ সকল বৃক্ষের আম্র অমৃত বিশেষ, বিদেশে ইহার অত্যল্পই নীত হইয়া থাকে। কিন্তু চারা সর্ব্বত্রই বিক্রয় হয়। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া মালদহের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। মালদহ মহানদীর অব্যবহিত তীরবর্ত্তী। মহানদী পার হইয়া মালদহে গমন করিতে হয়। এ পারকে নূতন সদর বা নূতন মালদহ বলে। এখানেও বাজার কারখানা প্রভৃতি অনেক গুলি কর্ম্মালয় আছে। রাজমহল ছাড়াইয়া ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু এখানে তাহার অসদ্ভাব নাই। পার ঘাটের বামদিকে একটী পুরাতন সৌধ শিখরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়ের সৌভাগ্যের সময় মহানন্দার এপারও যে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চাউলের গাড়ীতে রাস্তা পরিপূর্ণ, কিন্তু এখানে তাহা উপচিয়া পড়িতেছে। মহানন্দার তীর হইতে ৪। ৫ রশি পথ একবারে গাড়ী দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে। একটী মনুষ্য পর্য্যন্ত চলিয়া যাওয়া ভার। তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত শকট সকল পার হইতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শুনিলাম তিন চারি খানি নৌকা

একবারে ১০।১২ খানা গাড়ী পার করিয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না। যেরূপ গাড়ীর ভিড়, অভাব পক্ষে কুড়ি খানি নৌকা নিযুক্ত করিলে রীতিমত পারাপার হইতে পারে। গাড়ী চালাইবার স্থান নাই। আর কোন দিকেও কোন রাস্তা নাই। অগত্যা গাড়ী হইতে নামিয়া বহু কষ্টে ঘাটে গমন করিলাম। চাউলের তত্ত্বাবধায়ক একজন প্রহরী এবং মিউনিসিপাল একজন কনষ্টেবলের সাহায্য লইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া যাতায়াতের সুগম করিবার চেষ্টা পাইলাম। কিন্তু তাহা বিফল হইল। নিতান্ত প্রতীত হইল যে পার হইতে ন্যূনকল্পে দুইদিন লাগিবে। মনে অনেক প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম, এমন সময়ে একজন মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি শান্তিপুর নিবাসী একটী ভদ্র যুবক। আমাদের অবস্থা এবং পথেরগতিক দেখিয়া পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু কষ্টে এবং অনেক সময়ব্যয়ের পর পথ এক প্রকার পরিষ্কার হইল, আমিও শকটের সহিত ঘাটে উপনীত হইলাম। রাস্তার এরূপ অবস্থা কেবল মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীদিগের দোষেই ঘটিয়া থাকে। তাহারা একটু সাবধানতাপূর্ব্বক আপনাদিগের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলে এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। যে সকল বোঝাই গাড়ী আসিতেছে তাহার এক সারি এবং যে সকল খালি গাড়ী প্রত্যাগমন করিতেছে তাহার এক সারি এইরূপে রাস্তার উভয় পার্শ্বে উভয় সারি গাড়ীর যাতায়াতের পথ করিলে মধ্যে গমনাগমনের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। গাড়ীগুলি গোলমালে পড়িয়া দুই তিন দিন ধরিয়া পার হইতে না পারিয়া পড়িয়াও থাকে না। পারাপারের বিষয়েও মিউনিসিপালিটির একটু মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। আর কয়েক খানি নৌকা নিযুক্ত করিলে এত বিশৃঙ্খলা হয় না।

বেলা ১০ টার সময় মহানন্দা পার হইয়া মালদহে উপস্থিত হইলাম। মালদহ পুরাতন নগর, বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী, গৌড় ইহার নিকটবর্ত্তী। মালদহে অনেক পুরাতন ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। মহানন্দার কূলেও অনেক প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট সময়ে২ ভূগর্ভ খনন করিতে করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহের নিকটবর্ত্তী মহানন্দার আকারও ভয়ঙ্কর। অবশ্য এখন স্রোতের আধিক্য নাই এবং জলও অনেক অল্প, অগাধ বালিরাশি মধ্যে নিবিষ্ট; কিন্তু বর্ষাকালে যখন একূল ওকূল এক হইয়া প্রবল বেগে ধাবমানা হয় তখন ইহার মূর্ত্তি অতি ভয়ানক। মালদহের নিম্নে কালিন্দী নদী, মহানন্দার সহিত মিশ্রিত হইতেছে। সঙ্গম স্থলের অব্যবহিত উপরেই একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। উপকূল হইতে তাহার অপূর্ব্ব শোভা নয়ন গোচর হয়। শুনিলাম মালদহ হইতে নৌকা করিয়া একটী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পারাপার হইয়া দেবমূর্ত্তির পূজাদি সমধান করিয়া থাকেন। সঙ্গমস্থল হইতে মহানন্দার একটী অনতিদীর্ঘ বাহু মালদহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার উপরে একটী সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে জল নাই, কিন্তু বর্ষাকালে ইহা পূর্ণ হইয়া থাকে। মালদহ বাসীরা ইহার অব্যবহিত উপরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং এই "বাহু" টী অনন্ত বাঁধা ঘাটদ্বারা সুশোভিত। বাহুটীর উপরেই সদর বলিলেই হয়। মালদহে দ্রষ্টব্য অনেক পদার্থ আছে, কিন্তু সময় অভাবে আমাদিগের ভাগ্যে তাহা দেখা ঘটিল না।

মালদহ পশ্চাৎ করিয়া কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক একটী সরাইয়ে উপনীত হইলাম। এ সরাইটী মহানন্দার তীরবর্ত্তী। এখানেও খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল দেখিলাম না। কলিকাতায় যে রূপ অন্ন কষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এখানে তাহার কোন উচ্চ বাচ্য নাই। আমরা প্রামাণিক সূত্রে অবগত হইলাম যে এ প্রদেশে অজন্মা হইলেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই। আমাদিগের বিবেচনায় নিম্ন বঙ্গদেশের অর্থাৎ হুগলী জেলা প্রভৃতির অবস্থা এখানকার অপেক্ষা অনেক মন্দ। সরাইয়ে আহারাদি করিয়া পুনর্ব্বার শকটারোহণে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিলে জঙ্গলে পতিত হইলাম। এ জঙ্গলটী ভয়ানক। শুনিলাম ব্যাঘ্র ভল্লূকাদিরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, তবে পথে অনেক গাড়ী ও লোকজন চলিতেছিল বলিয়া নিঃসন্দেহ চিত্তে চলিলাম। জঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ আম্র ও শাল্মলী বৃক্ষেরই সমধিক প্রাদুর্ভাব। শ্রীফল বদরী ও বহুবিধ কণ্টকী বৃক্ষদ্বারা একান্ত নিবিড়, জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে বসতিও দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থান কর্ষিতও হইয়াছে। এখানকার বাসন্দীরা প্রায়ই কৌপীনধারী। স্ত্রীলোকেরা একখানি অনতি দীর্ঘ বস্ত্র দ্বারা বক্ষস্থল হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখে। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম ইহারা দরিদ্রতা প্রযুক্ত এরূপ পরিধেয় ব্যবহার করে, কিন্তু শেষে জানিলাম যে ইহারা নিতান্ত দরিদ্র নহে, তবে দেশের রীতিনীতি নিবন্ধন এরূপ পরিধেয় ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা বাঙ্গালা কথা কহে, কিন্তু আমাদিগের কথা হইতে অনেক ভিন্ন, এমন কি তাহাদিগের সকল কথা বুঝা যায় না। এইরূপে বহুদূর জঙ্গল পথে গমন করিয়া পেঁড়োর সরাইতে আগমন করিলাম।

পেঁড়ো মুসলমানদিগের একটী বিখ্যাত স্থান। ইহাকে সচরাচর বড় পেঁড়ো বলিয়া থাকে। মগরার সন্নিকটস্থ পেঁড়োকে ছোট পেঁড়ো বলে। এখানেও মন্দির প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাতন প্রসিদ্ধ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে দুইটী প্রশস্ত ইন্দারা, একটী সমাধি স্থান, মসিদ প্রভৃতি কতিপয় ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি কুতবমুকদ্দুম্ নামে একটী ফকীর পেঁড়োর এই সকল কীর্ত্তি স্থাপন করে। পেঁড়ো নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। সরাই হইতে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ পথ দূরে একটী মসীদ ও কতিপয় ভগ্নাবশিষ্ট গৃহ আছে। কুতুবমুকদ্দুম এই স্থানে অবস্থিতি করিত। এখন ইহা ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের বাসস্থান হইয়াছে। আমরা সন্ধ্যার সময় পেঁড়োয় উপস্থিত হইলাম, যখন জঙ্গলের মধ্যস্থিত ভাল গৃহ গুলির সন্নিহিত হইলাম তখন অনেক রাত্রি হইয়াছিল, সুতরাং তাহা দেখা হইল না। আমরা পথের অবস্থা জানিতাম না, সুতরাং সন্ধ্যার সময় পেঁড়োর সরাই পরিত্যাগে অগ্রসর হইলাম। পথে অনেকে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিল। আমাদিগের অনেক পূর্ব্বে বিস্তর চাউলের গাড়ী গিয়াছিল, আমরা তাহাদিগের অনুসরণ করিব এইটীই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের বৃষ অশক্ত হইয়া পড়িল, সুতরাং আস্তে আস্তে যাইতে হইল। পূর্ব্বের গাড়ী সকল অনেক অগ্রে গমন করিল, আমরা একক কেবল পশ্চাতে পড়িলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। কিন্তু নিবিড় বেউড় বাঁশের জঙ্গলে আকাশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। স্থানে২ লতাগুল্ম ও কণ্টকী বৃক্ষের প্রগাঢ় জঙ্গল। জমীও সমতল নহে। পথ কোথাও উর্দ্ধে কোথায় অধঃস্থলে পতিত হইতেছে, কোথায়ও পার্শ্বে শুষ্ক সরিৎ রেখা, কোথাও উর্দ্ধে জঙ্গল—নিবিড় জঙ্গল, নিম্নে পথ, অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ভয়ানক বেশ ধারণ করিয়াছে। জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই, কেবল আমাদিগের শকট চক্রের কোঁ কাঁ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। মধ্যে মধ্যে সুমন্দ মারুত হিল্লোলে বন বৃক্ষ সকল দুলিতেছে, তাহারই মর্ম্মর শব্দ, বেউড় বাঁশে বাঁশে ঘর্ষিত হইয়া

কোথাও কড় কড় শব্দ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রের আলো জঙ্গল ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। চন্দ্রালোকে বৃক্ষ সকলেরও অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, সুমন্দ সমীরণে শাখা পর্ণ সঞ্চালিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। এই নিবিড় গহন মধ্যে আমরা কেবল তিনটী মনুষ্য মাত্র; আমি আমার সমভিব্যাহারী একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালক এবং শকট চালক। গরু দুটীও ভীত হইয়া নিঃশব্দে গমন করিতেছিল।

ক্রমশঃ।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট তোষাখানার দেওয়ান বাবু গিরিশচন্দ্র দাস রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সার জর্জ ক্যাম্বেল রিবার্স টমসন, এফ জি এলড্রিজ, এবং বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বেঙ্গল কৌন্সিলের অতিরিক্ত সভ্যরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। সিনিয়ার প্লিডার অন্নদা বাবু কি অপরাধ করিলেন?

কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ২৮এ মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ২৫১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বসন্তে ১২, ওলাউঠায় ৪০ এবং জ্বরে ৯০ ব্যক্তি মরিয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম হিন্দু আনুয়িটী ফণ্ডে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আর ২ জন ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন—রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং অনরেবল্ রমেশচন্দ্র মিত্র।

অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্রের সাধারণ হিতকর কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইতেছি। তিনি ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে বার্ষিক ৫০ টাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন।

কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হস্পিটালের দ্বিতীয় ডাক্তর সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী ২ বৎসরের অবকাশ লওয়াতে ডাক্তর এ ক্রম্বি তাঁহার প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ২০এ মার্চ্চ মধ্য ভারতবর্ষের চিফ কমিসনর নাগপুরের মেও হসপিটাল গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ডেলিনিউসে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। যৎকালে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ত্রিহুত পরিদর্শনার্থ দ্বারভঙ্গে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে আনয়নার্থ একখানি গাড়ি একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে। ঐ সময়ে এস নামক একজন একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়রও স্থানান্তর হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং তাহার দ্বারভঙ্গে যাইবার প্রয়োজন হয়। তিনি মনে করিলেন তাঁহারই জন্য গাড়ি খানি অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং তিনি মনে দ্বিধা না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া দ্বারভঙ্গাভিমুখে চলিলেন। সন্ধ্যার পরেই গাড়ি খানি দ্বারভঙ্গে পৌঁছিল। ইঞ্জিনিয়র সাহেব গাড়ির ভিতর হইতে দেখিলেন, ছোট বড় সকল লোকেই শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ আগমন করিতেছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে তথায় আগমন করিয়া অনাচ্ছাদিত মস্তকে তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিলেন, তিনিও মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া উহা প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন, ব্যাপারটা কি? আজি আমাকে দেখিয়া সকলে এরূপ সম্মান প্রদর্শন কেন করিতেছে? আমি কি গবর্নরী পদের ন্যায় কোন উচ্চপদ পাইয়াছি? অথবা আমার অনুপস্থিতিকালে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতার কোন সংবাদ বা আসিয়াছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভাবী সৌভাগ্যগর্ব্বে পুলকিত হইয়া, তিনি এক লম্ফে শকট হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সোৎকণ্ঠমনে অভাবিত সম্মান প্রদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সকলে তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্। দেখিলেন ইনি সর জর্জ্জ নন, ইনি তাহাদের ইঞ্জিনিয়র। সকলে হতবুদ্ধি হইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদ্বারা কি ভয়ানক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, গম্ভীরভাবে বলা হইল। ইঞ্জিনিয়র বাবাজীর হৃৎকম্প উপস্থিত। শুনিয়া অবধি তিনি ভয়ে জড়সড় হইয়া কিছুকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর পায়ে পায়ে তথা হইতে সরিয়া একবারেই গাঢাকা হইলেন। যে পর্য্যন্ত সর জর্জ্জ তথায় ছিলেন, তত্তাবৎকাল আর দেখা দেন নাই। এ দিকে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী সর জর্জ্জ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন তাঁহার জন্য গাড়ি নাই। পরে তিনি অনেক কষ্টে এক খানি পাল্কী পাইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারভঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন তথায় পৌঁছিতে পারিলেন না। পথে রাত্রি উপস্থিত হইল। সেই রাত্রি একজন নীলকর সাহেবের কুঠীতে অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি কুঠীর বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন এমন সময়ে নীলকর সাহেব আগন্তুক ব্যক্তিকে আতিথ্য-সৎকারার্থ ছোট হাজিরিতে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। অনন্তর উভয়ে আহার করিতে বসিলে নীলকর জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন? আগন্তুক বলিলেন, তিনি দুর্ভিক্ষের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষই তাঁহার এস্থান পরিদর্শনের কারণ। গত কল্য তিনি দ্বারভঙ্গ যাইবার জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার জন্য কোন প্রকার আয়োজন না থাকাতে অগত্যা তাঁহাকে এখানে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। অতিথিসেবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনার নাম কি? অতিথি কহিলেন ক্যাম্বেল। তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন কি সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল? অতিথি বলিলেন হাঁ। তখন অতিথিসেবকের অন্তরাত্মা ধুক্‌ধুক্ করিতে লাগিল। বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত; ভাবিলেন কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি। হয় ত, কি অপরাধ করিয়া থাকিব। এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ বিনয় বচনে তাঁহার নিকটে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জনরব সর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে তিনি কোন অপরাধ লন না, বরং সন্তোষলাভ করেন। স, চ।

আমরা অবগত হইলাম এবৎসরের এল এম এস পরীক্ষায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ৩৭টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁদের সৌভাগ্য, ইহাঁরা এককালে আসিষ্টাণ্ট সর্জন উপাধি পাইবেন।

বিজয় নগরমের মহারাজ শীঘ্র কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিতেছেন। ইনি জুলাই পর্য্যন্ত আপনার রাজধানীতে থাকিয়া মান্দ্রাজে যাইবেন।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম জাগুলির পুলিস রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট হালিসহর পত্রিকার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেন, তাহা ডিসমিস হইয়াছে। জাগুলির বাজার হইতে পুলিসের লোকে তোলা লইয়া থাকে এবং জিনিষ লইয়া দাম দেয় না, ইহা উক্ত পত্রিকায় লেখাতে নালিস হয়।

ইংলিসমান মিউনিসিপাল বাজারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে হগ সাহেব জষ্টিস দিগের গত সপ্তাহে বলিয়াছেন, ইংলিসমান যা বলুন, কলিকাতায় ইউরোপীয় সমাজ তাঁহার বাজারের সহায়। ইংলিসমান ইউরোপীয় সমাজের মুখপাত্র হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া ভবে ভাল করেন নাই!!

কয়েক মাস হইল বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপন দেন 'বঙ্গদেশীয় কৃষক দিগের সামাজিক অবস্থা' বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে

পারিবেন, তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। বাঙ্গালাতে অনেকগুলি এবং ইংরাজীতে ৩খানি রচনা লিখিত হয়—শেষোক্ত রচনাত্রয়ের লেখক নাইট সাহেব, একটী ইংরাজ রমণী এবং রেবরণ্ড লালবিহারী দে। লালবিহারী বাবুর সন্দর্ভ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে তিনিই পুরস্কার পাইয়াছেন। লেখাটী ইংলণ্ড হইতে ছাপাইয়া আনা হইবে শুনা যাইতে ছে।

ভাগলপুর জেলার রাজা লীলানন্দ সিং ডুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ সর্ব্বশুদ্ধ এককালীন নগদ ১৫,৪২০ টাকা এবং মাসিক ৫৫০ টাকা দান করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা গেজেটে তাঁহার সুখ্যাতি প্রচার করিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন।

গত সোমবার অপরাহ্ণে বিগত দেশীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ১২ জন ছাত্র সার রিচার্ড টেম্পলের নিকট প্রদর্শিত হন। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, সার জর্জ ক্যাম্বেলের অবলম্বিত প্রণালী রক্ষা করিবেন। এই ১২ জনের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম? একজন আসামী বি এ, ৮ জন বাঙ্গালী এবং ৩ জন মুসলমান। তিনি ইহাদের কতকগুলিকে ডুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে কর্ম্ম দিবার মনস্থ করিয়াছেন।

দিনাজপুরের জমীদার বাবু গিতাব লাহিড়ী গবর্ণমেণ্টে চাউল রপ্তানির জন্য ৫০০০ খানি গাড়ী যোগাইয়াছেন, নিজব্যয়ে প্রজাদিগের হিতার্থে ৭টী পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, ডুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের খাজনা মাপ করিয়াছেন, ধান্যের বীজ যোগাইয়াছেন এবং ডুর্ভিক্ষের সাহায্য উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের যত ভূমির প্রয়োজন নিকর ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই সকল সৎকার্য্যের জন্য সার জর্জ কাম্বেল তাঁহার দৃষ্টান্ত উত্তর বাঙ্গালার জমীদারগণের আদর্শ বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন।

কাম্বেল সাহেবকে অভিনন্দন দিবার জন্য কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ছাত্রগণ এবং বিহারের মুসলমানগণ উদ্যোগ করিতেছেন শুনা যাইতেছে। এদেশের বর্দ্ধিষ্ণু দলের এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য দেখা যায় না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারীকে পত্র লিখিয়াছেন, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা জন্য বিলাত হইতে কতকগুলি স্ত্রী চিকিৎসক পাঠাইয়া দেন। এটী অতি প্রয়োজনীয় ও সৎ প্রস্তাব হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম।

আমরা অবগত হইলাম, বারিষ্টার বাবু রাখাল চন্দ্র রায় পঞ্জাব চিফ কোর্টে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। বাবু ঈশান চন্দ্র বসু এম এ পঞ্জাবের আসিস্টাণ্ট আকাউণ্টাণ্ট জেনারল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ কমিটীর সভ্যেরা রামপুরের নবাব সমভিব্যাহারে সার উইলিয়ম মুইরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে একখানি বিদায় সূচক অভিনন্দন দেন। আলিগড়ের যেস্থানে এই কলেজের বাটী হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তৎসংলগ্ন উদ্যানকে ইহাঁরা 'মুইর পার্ক' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

৭ ই এপ্রেল লর্ড হোবার্ট মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া উটাকামণ্ডে গিয়াছেন।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা সুরার বিরুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অনেক মদের দোকান তুলিয়া দিয়াছেন, ভারতবর্ষের রমণীগণেরও বীরত্বের অভাব নাই। সাউথ ইণ্ডিয়া গেজেট লিখিয়াছেন, দুটী দেশীয় স্ত্রীলোক কাণ্টনমেণ্টের নিকট পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করে। প্রথম কিয়ৎক্ষণ বচসা হয়, পরে একজন নখরাঘাতে অপরের অর্দ্ধ কান ছিঁড়িয়া লয়, আহত রমণীও বিপক্ষের কান ছিঁড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ তুলে। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের প্রভেদ এত।

৪ঠা এপ্রেল পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ রিলিফ ফণ্ডে ১লক্ষ, ১৪ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে বিজয় নগরমের মহারাজ সংস্থাপিত একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। গত সোমবারে লেডী হোবার্ট ইহার চতুর্থ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সম্পাদন করেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে জ্বরের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে তত্রত্য স্বাস্থ্য বিধান কমিসনর অনুমান করিয়াছেন, নিম্ন বাঙ্গালা হইতে সাংক্রমিক জ্বরের তরঙ্গ তথায় প্রবাহিত হইয়াছে। এই জ্বরের এপ্রকার স্থানান্তর ভ্রমণ শক্তি অতি আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে।

ইংলিশম্যান বলেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলের চোরদের অপেক্ষা বেঙ্গালোরের চোরেরা বোধ হয় অধিকতর সাহসী। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে চোরে কর্ণেল মীডের ১ খানি মূল্যবান্ বাসন চুরি করে। আবার সে দিন পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ট্রেজরি ভাঙ্গিয়া ৫০০ টাকা নগদ অপহরণ করিয়াছে। তবু উহার দুই জন পাহারা ছিল।

বোম্বাই।

বোম্বাই টাঁকশালে মুদ্রা নির্ম্মাণের জন্য ৬০ লক্ষ টাকার ধাতু আসিয়াছে। প্রাতঃকাল ৬॥ হইতে রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত টাঁকশালের কাজ চলিতেছে।

কিছু দিন হইল দ্বারকাতে একটী মেলা হয়, তাহাতে এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে ৩ টী হিন্দু চাপে পিষিয়া মরিয়া গিয়াছে।

কাম্বের নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত দিল্লীর রাজকুমারী মতিবেগমের কন্যা নুরজিহান বেগমের বিবাহ হইবে। নবাব ইহাতে প্রথমে সম্মত হন নাই, কিন্তু সন্তানের আগ্রহাতিশয়ে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন! দিল্লির বাদসহ বংশের কি দুরবস্থাই ঘটিয়াছে!

বোম্বাইয়ের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের সমালোচন করিবার সময়ে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলিয়াছেন "সর ফিলিপ উডহাউসের যে দোষ গুণ থাকুক না কেন, তিনি সর জর্জ্জ কাম্বেল নহেন। তবে এই দুই ব্যক্তির গুণ একাধারে পতিত হইলে সেই ব্যক্তি যথার্থ শাসনকর্ত্তা হইতে পারেন, সর জর্জ্জ কাম্বেল পরিশ্রমের আদর্শ; বোম্বাইয়ের শাসন কর্ত্তা কুঁড়ের বাদশাহ। বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বিপদের সময় সর্ব্বাগ্রে থাকেন। সিদ্দিগণ পারসীদিগের গৃহ লুঠ করিতেছে, গবর্ণর কেল্লার মধ্যে লুক্কায়িত আছেন। সর জর্জ্জ কাম্বেল সকল বিষয় নিজে করেন, সর ফিলিপ উডহাউস সেক্রেটারিদিগের উপরে নির্ভর করিয়া কেবল বেতনটী লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন।

ইউরোপ।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ গেজেটে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সামরিক অবস্থা বিষয়ে এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, যে তথায় ইংরাজদিগের যেরূপ অল্প সৈন্য আছে, তাহাতে তাঁহাদের অধিকার রক্ষা করা দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে। রুসীয়েরা বৈবাহিক তামাসা আরম্ভ করিয়াছেন না কি?

রুসীয় ও তুর্কমানদিগের মধ্যে যে বিবাদ হইতেছিল, তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এই জাতিরা রুসীয় গবর্ণরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে স্বীকার করিয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কটলেজ সাহেব ইংলণ্ডে থাকিয়াও ভারতের কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ কিওাল

নামক স্থানে যে চাঁদা উঠে, তাহা খৃষ্টান মিসনরীদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা হয়, তাঁহার আপত্তিতে তাহা হয় নাই ।

বিবিধ ।

আমেরিকার এক সংবাদ পত্র এক দল নেকড়িয়া দ্বারা দুইটী উকীলের ৫ মাইল পথ তাড়িত হইবার ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন 'এটী ব্যবসায়োচিত ভদ্রতার বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে ।'

কাবুলের আমীর আপনার রাজ্যে জুয়াখেলা রহিত হইবার হুকুম দিয়াছেন, তাঁহার কয়েক জন কর্ম্মচারী এই অপরাধে ধৃত হওয়াতে দণ্ডিত হইয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কি জুয়াখেলায় প্রশ্রয় দান করিবেন ?

ক্যাসগারে করসিথ সাহেব আমীরের সহিত গত ২রা ফেব্রুয়ারি যে সন্ধিবন্ধন করেন, তদ্বিষয়ক পত্র সহ ২ জন সিপাহী কলিকাতায় আসিতেছে । গত শুক্রবার ইহারা লাহোরে পৌঁছিয়াছে ।

দিল্লী গেজেট অবগত হইয়াছেন যে এক জন বিখ্যাত ইউরোপীয় বারিষ্টারের ভগিনীর সহিত এক জন. বাঙ্গালী সার্জ্জনের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে ।

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয় !

প্রায় চারিবৎসর অতীত হইল ১৮৬৮ সালের ৬ আইন বরাহনগরে প্রচলিত হইয়াছে এবং ঐ আইনের ২২ ধারানুসারে টাউন কমিটি স্থাপিত হইয়া কএক জন মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষীয় মহাশয় ঐ আইনের ৩১ ধারাটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন এমন বোধ হয় না, কারণ যে সকল ব্যক্তিকে প্রথমে মেম্বর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাঁহারা অদ্যাপি ও সেই পদে কার্য্য করিতেছেন । আইনানুসারে কমিটী স্থাপন হইনার প্রত্যেক বৎসরের শেষে মেম্বর গণের এক তৃতীয়াংশ অবসৃত এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন মেম্বর নিযুক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু এপর্য্যন্ত একটীও পুরাতন মেম্বরের পরিবর্ত্তে নূতন মেম্বর নিযুক্ত করা হয় নাই । সম্পাদক মহাশয় ! ইহার কারণ কি ? উক্ত কমিটির মেম্বরের উপযুক্ত ব্যক্তি বরাহনগরে আর নাই ইহা কি চেয়ারমান সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ? যদ্যপি তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস থাকে তবে তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক সন্দেহ নাই । বরাহনগরে এমন সুযোগ্য বিচক্ষণ অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মেম্বরের পদে অভিষিক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অধিবাসীদিগের উন্নতি বর্দ্ধনে সক্ষম হন । বিজ্ঞ, সদ্বিবেচক, দেশহিতৈষী স্বমত পোষণসক্ষম, স্বার্থশূন্য, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষারহিত ও দেশবাসী জন গণের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত, এইরূপ ব্যক্তিকে টাউন কমিটির মেম্বর পদে নিযুক্ত করা মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের অতীব আবশ্যক । এরূপ না হইলে যে দেশের কখনই উন্নতি সাধন হইবে না তাহা বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন । যৎকালে চেয়ারমান সাহেব বরাহনগরের কর বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করেন, তখন যদ্যপি টাউন কমিটির মেম্বরেরা নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন, বোধ হয় তাহা হইলে কখন এই দুঃসময়ে অধিক হারে কর ধার্য্য হইত না । যে মিটিংয়ে এই কর বৃদ্ধির প্রস্তাব হয় তাহাতে তিন জন মাত্র মেম্বর উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে একজন সেক্রেটরি । অধিক সংখ্যক মেম্বরের সহিত পরামর্শ না করিয়া এই গুরুতর বিষয়টীকে সামান্য বিষয়ের ন্যায় মীমংসা করা চেয়ারমানের সাহেবের কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন । ইতিপূর্ব্বে ওয়ার্ড কমিটির মেম্বরেরা চেয়ারমান সাহেবের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা তিনি গ্রাহ্য না করিয়া এই বলেন যে এক্ষণে বরাহ নগরে এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই যাহাতে এসেস্‌মেণ্ট বন্ধ থাকিতে পারে, ইহা শীঘ্রই আরম্ভ করিতে হইবে, এবং যদ্যপি পরে বিশেষ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ট্যাক্‌স বৃদ্ধি রহিত করা যাইবে । চেয়ারমান সাহেবের এই কথাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে মানবগণের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ না হইলে তিনি দুর্ভিক্ষের যথার্থ অবস্থা মনে করেন না । অন্যান্য বৎসরে এই সময়ে চাউলের মণ ২; ২।০ টাকা করিয়া বিক্রয় হইত, এক্ষণে তাহার মূল্য ৩॥০ হইয়াছে, এবং পরে যে কি হইবে তাহা বলা যায় না । যদ্যপি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিতেন তাহা হইলে এতদিন যে কত সহস্র ব্যক্তি অনাহারে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত, তাহা বচনাতীত । টাউন কমিটির মেম্বরেরা যদ্যপি সাহস পূর্ব্বক চেয়ারমান সাহেবের মত পোষণ না করিতেন তাহা হইলে কখন এরূপ ঘটিত না । স্বাধীনরূপে নিজ সদভিপ্রায় প্রকাশ করা সকল মেম্বরের উচিত, পাছে চেয়ারমান সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভয়ে তাঁহার মতে মত প্রদান করা নিতান্ত অযৌক্তিক । বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, বনহুগলী, বেলঘরিয়া, পালপাড়া, নপাড়া, এঁড়িয়াদহ, কামারহাটী, বাসদেবপুর, ও নন্দা স্থান সকল সর্ব্ব সুবারবান মিউনিসিপালিটীর অধীন । ১৮৭৩-৭৪ সালে ঐ সকল স্থানের বাটীর সংখ্যা ৬১০৫ ও বার্ষিক কর অনুমান ১২৭০০ টাকা । তন্মধ্যে কেবল বরাহনগর বার্ষিক ৬৩৫৫ টাকা কর প্রদান করে এক্ষণে ইহা ধার্য্য হইয়াছে যে বার্ষিক আয় ৫০০০ টাকা কেবল বরাহনগর হইতে আদায় করা হইবে । বরাহনগর এখন গড়ে যে কর প্রদান করিতেছে, তাহা অপেক্ষা দক্ষিণেশ্বর ও বনহুগলী স্থান দ্বয়ের গড়হার কম, তবে বরাহনগরের উপর এত উপদ্রব কেন ?

সম্পাদক মহাশয় ! আপনাকে আর এক বিষয় জ্ঞাত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না । দক্ষিণ বরাহনগরে যেসকল গমনাগমনের প্রশস্ত পথ আছে তাহার কোনটীর এপর্য্যন্ত উত্তমরূপে সংস্করণ হয় নাই, আর লেন গুলি সাইন বোর্ড ধারী মাত্র । অন্যান্য রাস্তার কথা দূরে থাকুক, পরামাণিক ঘাট ষ্ট্রিট ও কুঠিঘাটা রোড়ের দুরবস্থা বোধ হয় কখনই যাইবে না । পক্ষান্তরে যে সকল রাস্তা দিয়া বরনিয়ো কোম্পানির জুড়ী ও মেম্বরদিগের কেরাঞ্চি যাতায়াত করে, তাহাদের সংস্করণ প্রায়ই হইয়া থাকে । সম্পাদক মহাশয় ! দক্ষিণ পাড়ার লোকেরা কি ট্যাক্‌স দেয় না যে তাহারা এত কষ্ট সহ্য করিবে ? এই বৎসর হইতে আমাদের অধিক হারে ট্যাক্‌স দিতে হইবে । এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে খাই না খাই উত্তম রাস্তায়ত চলিতে পাইব ? যদ্যপি তাহা চাই, তবে মনের দুঃখ কিছু লাঘব হইতে পারে । ১৮৭৩ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুযায়ী এপর্য্যন্ত কোন কার্য্য বরাহনগরে সম্পন্ন হইল না, তদ্বিষয়ে আগামীবারে আপনাকে কিছু জ্ঞাত করিব ।

৩১ সে মার্চ্চ বরাহনগর । অঃ——

মহাশয় !

গত শনিবার (২৩ এ চৈত্র) জয়নগর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পারিতোষিক মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । উপস্থিত

থাকায়, অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়কে সভাপতির ভার প্রদত্ত হয় এবং তিনিও অমায়িকতা ও সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তথায় বহুস্বদেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণও সমাগত হইয়া বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন ও বিদ্যালয়টীর উন্নতি পক্ষে অনেক বক্তৃতা করেন; আরও যাহাতে জয়নগর ও মজিলপুর উভয় বিদ্যালয় একত্র হয়, তদ্বিষয়ে অনেকের সম্পূর্ণ সম্মতি দৃষ্ট হইল। সন্নিকটবর্ত্তী উভয় গ্রামের বিদ্যালয় এক হইলে উভয়েরই মঙ্গল! সম্পাদক মহাশয়দ্বয় স্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহনিদ্রা হইতে, উন্নিদ্র হইলে কি সদনুষ্ঠান হয় না? যাহাহউক, বিদ্যালয়ের (বিদ্যারই) শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অনেক বক্তৃতা হইলে, অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল। সভাপতি যেরূপ লোক, তাহার দোষগুণ বিচারের আমাদের প্রয়োজন নাই, তদীয় অমৃতবাজার পত্রিকা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

২৪ শে চৈত্র শনিবার জয়নগর সুহৃদ সমাজের চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রাত্রি আট ঘটিকার সময় আরম্ভ ও প্রায় বারো ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। ইহাতেও অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বহুদেশহিতৈষী সমাজ-শুভাভিলাষী সভ্যগণ সমাগত হন। সমাজের নাম শ্রবণে বোধ করি, সকলেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকিবেন; বঙ্গবাসিগণের ঐক্য সাধনই ইহার মুখ্যাভিপ্রায়। এ সদভিপ্রায়টী অতি বিস্তীর্ণ ও ইহার সিদ্ধিলাভ সময় সাপেক্ষ। সমাজ এক্ষণে জয়নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনগণের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন জন্য সযত্ন আছেন, ইহাতে সফলপ্রযত্ন হইলে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবেন। জয়নগর-মজীলপুর মিউনিসিপালিটীর মহা গোলযোগ দেখিয়া বিগত অধিবেশনে, সেই বিষয়েরই আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের বিনা প্রবর্ত্তনায় মিউনিসিপালিটীর সুব্যবস্থা স্থাপনজন্য, পক্ষপাতী সেক্রেটরী আদিপরিবর্ত্তনার্থ ও "করদাতৃগণ কর্ত্তৃক কমিশনাদি নিযুক্ত" করিবার অভিপ্রায়ে সত্বর একটী আবেদনের প্রস্তাব হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্টগবর্ণর সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল মহোদয় কর্ত্তৃক এই বিষয়ের যেরূপ সুবীজ নিহিত হইয়াছে, তাহাতে সমাজের উক্ত অভিলাষ যে প্রার্থনা মাত্রেই সুফল প্রাপ্ত হইবে, তাহা কেনা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন?

মহাশয়! পূর্ব্বে আনন্দের কথা বলিয়া পরে একটী বিষাদকর বিষয়ের কথা বলিতে হইল! আজ কাল জয়নগরে ক্রমশঃই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইতেছে! তবে আনন্দের বিষয় এই যে, আনন্দ বাবুর হোমিয়পেথিক চিকিৎসাগুণে অনেকেই কালের করাল কবল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে! এই রোগের যেরূপ গতি তাহাতে বোধ হয়, চিকিৎসাভাবে বা কুচিকিৎসায় অধিকাংশ ব্যক্তি অমূল্য জীবন রত্ন বিসর্জ্জন দেন!

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
জয়নগর

বিজ্ঞাপন।

মফঃসল এজেন্সি।

জ্ঞাত করিতেছি যে আমরা বিদেশীয় ভদ্র লোক গণের সুবিধার জন্য উপরোক্ত নামে একটি কার্য্যালয় স্থাপন করিলাম, নিম্ন লিখিত নিয়মানুযায়িক কার্য্য করিব।

১। পুস্তক ষ্টেসনারি ইত্যাদি বাজার দরে সরবরাহ করিব, ইহার কমিসন শতকরা পাঁচটাকা আমাদের এজেন্সির হিসাবে লইব। কেবল আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের কমিসন লইব না।

২। কাপড়ের থান, এবং অন্যান্য বিলাতি কাপড় হাউসের দরে পাইবেন কমিসন ৪ টাকা কি অল্পপরিমাণে হইলে এখানকার বাজার দরে পাইবেন।

৩। মুদ্রাঙ্কণের অক্ষর সকল যথা—বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরবি, পারসি, দেবনাগর, এবং লেড, কদরেট, ইত্যাদি এখানকার দরে পাইবেন, কমিসন লাগিবে না, বিলাতি আমদানি ইংরাজি অক্ষর দিতে পারিব। কিন্তু তাহার কমিসন পাঁচ টাকার হারে লাগিবে।

৪। যদি কেহ যে কোন দ্রব্যই হউক আমাদিগকে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বাজার দরে তাঁহার আদেশানুযায়িক বিক্রয় করিয়া দিব, উহারও কমিসন পাঁচ টাকা। আরও যদ্যপি কেহ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া কিছু অগ্রিম টাকা লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উক্ত দ্রব্যের মূল্যের অর্দ্ধেক মার্জিন রাখিয়া শতকরা একটাকা হারে ব্যাজ লইয়া নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিয়া দিব।

৫। কোন দ্রব্যাদি নগদ টাকা ভিন্ন প্রেরিত হইবে না, মোড়াই, ডাক মাসুল প্রভৃতি স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট নং ৮০ } শ্রীগোবিন্দচন্দ্রঘোষ এণ্ডকোং বুকসেলার, পবলিসার, টাইপ ফাউণ্ডার, এবং মফঃসল এজেন্সির ম্যানেজার।

ব্রাদার এণ্ড কোং।

এই নামে একটী কোম্পানি আগামী ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখে খোলা হইবে। ইহার অধীনে মাদক দ্রব্য ব্যতীত দেশীয় ও বিলাতীন কাপড়, পুস্তক, বিনামা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম যিনি ইচ্ছা করেন অন্যূন ১০টাকা দিলেই অংশীদার হইতে পারিবেন, কিন্তু অংশ গ্রহণেচ্ছুগণকে এই মাস মধ্যেই টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। যদি সময়ের অল্পতা নিবন্ধন কেহ অর্থ সংগ্রহ অপারক হয়েন অথচ অংশ গ্রহণের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকে তবে কত অংশ গ্রহণেচ্ছু জানাইলে তাহার তাহাদের টাকা বৈশাখ মাসে লইয়া ও অংশীদার করা যাইবে। বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্ম নিকেতন ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রিট } শ্রীবেণীমাধব মিত্র দিগর মেনেজার। (১)

গ্রাহকগণের প্রতি।

বৎসর শেষ হইল, আমরা মফস্বলের অনেক গ্রাহক মহাশয়ের নিকট অদ্যাপি মূল্য পাইলাম না। দুঃখের বিষয় অগ্রিম মূল্য দিলে তাঁহাদিগেরও সুবিধা, আমাদিগেরও কষ্টের লাঘব হয় ইহা তাঁহারা বুঝেন না। এক্ষণে যাঁহাদিগের নিকট মূল্য প্রাপ্য আছে, পশ্চাদ্দেয় মাসিক মূল ৮/০ আনা ও ডাকমাসুল ৵০ আনার হিসাবে তাঁহাদিগকে দিতে হইতেছে। আশা করি ত্বরায় মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদিগের নিকট সংবৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই, আমরা আগামী বৈশাখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের পত্রবন্দ করিতে বাধিত হইব।

ভারত সংস্কারের অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬, টাকা	৭৷০
" ষাণ্মাসিক	৩৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক	২, "	২।৵০
মাসিক ...	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	।০	